Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

(Dhaka University Department of Islamic Studies in Pursuit of Knowledge and Research)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ

অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০

গবেষক

মুহাম্মদ খাইরুল ইসলাম

রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ১৯

শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-১৬

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

ডিসেম্বর ২০২১

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পিএইচ.ডি গবেষক মুহাম্মদ খাইরুল ইসলাম (রেজিস্ট্রেশন নং:-১৯/২০১৫-১৬), আমার সার্বিক তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় **"জ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ"** (Dhaka University Department of Islamic Studies in Pursuit of Knowledge and Research) শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করেছে।

আমার জানা মতে, এটি গবেষকের একক ও মৌলিক গবেষণা কর্ম। ইতোপূর্বে এ অভিসন্দর্ভটি বা এর অংশবিশেষ কোথাও প্রকাশিত হয়নি অথবা অন্য কোনো ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থায় উপস্থাপিত হয়নি। অভিসন্দর্ভটি প্রণয়নে যথাযথ গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। গবেষককে পিএইচ.ডি ডিগ্রি প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে আমি অভিসন্দর্ভটি জমা নেয়ার জন্য সুপারিশ করছি।

(ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ)
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ও
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধীনে সম্মানিত শিক্ষক প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ স্যারের তত্ত্বাবধানে আমি **"জ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ"** (Dhaka University Department of Islamic Studies in Pursuit of Knowledge and Research) শীর্ষক অভিসন্দর্ভ প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করেছি। এটি আমার একক ও মৌলিক গবেষণা কর্ম। ইতোপূর্বে এ অভিসন্দর্ভটি বা এর অংশবিশেষ কোথাও প্রকাশিত হয়নি বা প্রকাশের জন্য জমা দেওয়া হয়নি। এ অভিসন্দর্ভটি অন্য কোনো ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য কিংবা কোনো প্রকল্পের প্রতিবেদন হিসেবে কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থায় উপস্থাপিত হয়নি। অভিসন্দর্ভটি প্রণয়নে আমি যথাযথ ও স্বীকৃত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করেছি।

(মুহাম্মদ খাইরুল ইসলাম)
পিএইচডি গবেষক
রেজিঃ নং-১৯/২০১৫-১৬
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'আলার, যাঁর অসীম করুণায় "জ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভের কাজটি সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি। দরুদ ও সালাম প্রিয়নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর, যাঁর জীবনেই রয়েছে পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য অনুকরণীয় উত্তম আদর্শ।

"জ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করে পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য জমাদানের ক্ষেত্রে আমাকে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা, অনুপ্রেরণা ও দিকনির্দেশনা দিয়েছেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের স্বনামধন্য শিক্ষক, বরেণ্য শিক্ষাবিদ, খ্যাতিমান গবেষক, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব ও ইসলামী চিন্তাবিদ প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ স্যার। সার্বক্ষণিক ব্যস্ততা, শারীরিক অসুস্থতা ও বহুবিধ পারিবারিক অসুবিধার মাঝখানেও শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক স্যার অভিসন্দর্ভ তৈরির জন্য তথ্য সংগ্রহ, সম্পাদনা, বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন, নমুনায়ন ও অন্তর্ভুক্তকরণ এবং চূড়ান্ত সম্পাদনা শেষে অভিসন্দর্ভ আকারে উপস্থাপন পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে গভীর অভিনিবেশ ও মনোযোগ নিয়ে আমাকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে পথ দেখিয়েছেন ও দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। হাতে ধরে শিখিয়েছেন সিনোপসিস তৈরি হতে অভিসন্দর্ভ বাঁধাই পর্যন্ত প্রতিটি স্তরের আবশ্যক বুদ্ধিবৃত্তিক ও কৌশলগত প্রতিটি দিক। স্যারের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা ও অনিঃশেষ শুভকামনা।

"জ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভ প্রণয়নের জন্য শতবর্ষী এ বিভাগের সাবেক ও বর্তমান শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করাই ছিলো গবেষণার প্রথম এবং সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান ইতিহাসবিদ-শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. মোঃ আখতারুজ্জামান স্যার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ডরুম ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করে আমাকে প্রথম চ্যালেঞ্জে জয়ী হওয়ার পথ তৈরি করে দিয়েছেন। স্যারের প্রতি জানাই অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই বিভাগের সবচেয়ে বর্ষীয়ান শিক্ষক প্রজ্ঞা ও প্রতিভার নিখাঁদ উপমা প্রফেসর মুহাম্মদ আব্দুল মালেক স্যারকে। যার নিকট থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ না করা গেলে অভিসন্দর্ভ অনেকাংশেই অপূর্ণাঙ্গ থেকে যেত। শ্রদ্ধেয় আব্দুল মালেক স্যার গত ৯ এপ্রিল ২০২১ আমাদেরকে ছেড়ে মহান প্রভুর সান্নিধ্যে চলে গিয়েছেন। মহান আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন।

কৃতজ্ঞতা জানাই জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য বরেণ্য শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. মীজানুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ, বিভাগের কীর্তিমান সাবেক শিক্ষার্থীবৃন্দ এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দকে। যারা সবসময় আমাকে বিভিন্ন ধরণের পরামর্শ প্রদান করে সহায়তা করেছেন।

অশেষ কৃতজ্ঞতা আমার শ্রদ্ধেয় বাবা ও মমতাময়ী মাকে যারা সবসময় আমার খোঁজ খবর নিয়েছেন এবং আমার জন্য দু'আ করেছেন। আমার শ্বশুর-শাশুড়ি সবসময় আমার জন্য দু'আ করেছেন। আমার অগ্রজ সহোদর ভাই-বোনেরা তাদের স্নেহময় শুভাশীষ দিয়ে আমার অগ্রযাত্রাকে মসৃণ করেছেন। আমার নিত্যশুভার্থী প্রেমময় স্ত্রী শময়িতা চৌধুরী এবং আমার স্বপ্ন ও ভালোবাসার নতুন অনুসঙ্গ সবচেয়ে প্রিয়মুখ আহমাদ সানীম আমাকে নিরন্তর উজ্জীবিত রেখেছে। তাঁদের অমিত উৎসাহ ও অপরিমাণ ভালোবাসায় আমি ভীষণভাবে ঋণী।

Dhaka University Institutional Repository

অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে আরও অনেকেই সহযোগিতা করেছেন, বিশেষভাবে বিভিন্ন লাইব্রেরী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ড রুমের কর্মকর্তাবৃন্দ তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা রইলো। কম্পোজ, প্রুফ রিডিং, বিন্যাস ও বাঁধাইয়ের কাজে যাঁদের সহযোগিতা নিয়েছি তাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ। মহান আল্লাহর কাছে তাঁদের প্রত্যেকের জন্য উত্তম প্রতিদানের দু'আ করছি এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

অভিসন্দর্ভ রচনায় বিভিন্ন গবেষক, লেখক, প্রাবন্ধিক ও ইতিহাসবিদের লেখার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এ সকল অগ্রজ গবেষকদের মধ্যে যাঁরা ইন্তিকাল করেছেন তাঁদের রুহের মাগফিরাত কামনা করছি; আর যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁদের নেক হায়াত কামনা করছি।

এছাড়া যে সকল সম্মানিত পূর্বসূরীর সাক্ষাৎকার নিয়েছি তাদের আন্তরিকতা ও আগ্রহ আমাকে মুগ্ধ করেছে। গবেষণা অভিসন্দর্ভ উপস্থাপনের সময় তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই। তারা আগ্রহী না হলে বা আন্তরিকতা না দেখালে অনেক বিষয়ই আরো কঠিন হয়ে যেতো। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সকলকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন।

মহান আল্লাহ এ অভিসন্দর্ভের দ্বারা আমাকে ও এর পাঠককূলকে উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

মুহাম্মদ খাইরুল ইসলাম

Dhaka University Institutional Repository

প্রতি বর্ণায়ন

মূল বর্ণ	প্রতি বর্ণায়ন	মূল বর্ণ	প্রতি বর্ণায়ন	মূল বর্ণ	প্রতি বর্ণায়ন
A	এ, আ	O	অ, ও	ز	য
Ay	ে	P	ঈ	س	ছ
B	ঊ	R	র, ড়, ঢ়	ش	শ
Bh	ঋ	S	গ	ص	ছ
C	ক, স	Sh	ক	ض	দ
Ch	চ	T	ট	ط	ত
D	ড / দ	Th	দ, থ, ছ	ظ	য
Dh	অ	U	ঊ	ع	'আ 'ই 'উ
Dj	জ	V	ঋ	غ	গ
F	উ	W	ওয়া	ف	ফ
G	গ / জ	Y	ে / আই	ق	ক
Gh	ঘ	Z	জ	ك	ক
H	ঘ	ا	অ, আ	ل	ল
I	ই / আই	ب	ঊ	م	ম
J	ঐ	ت	ত	ن	ন
jh / zh	ঝ	ث	ছ	و	ওয়া
k / q	ক	ج	জ	ه	হ
Kh	খ	ح	ঘ	لا	লা
L	ঔ	خ	খ	ء	আ
M	এ	د	দ	ي	য়্যা /ইয়া
N	ই	ذ	ঐ		
O	ও অ	ر	র, ড়, ঢ়		

সংকেত সূচি

অপ্র : অপ্রকাশিত

অনু. : অনুবাদ

অনূ. : অনূদিত

আ. : আলাইহি ওয়া সালাম

ইফাবা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ইং : ইংরেজি

খ্রি. : খ্রিস্টাব্দ

খ্রি. পূ. : খ্রিস্ট পূর্ব

জ. : জন্ম

টী. : টীকা

ড. : ডক্টর (পিএইচ.ডি)

ডা. : ডাক্তার (চিকিৎসক)

প্রাগুক্ত : পূর্বে কথিত বা উল্লিখিত

পৃ. : পৃষ্ঠা

বাং : বাংলা

বি.দ্র. : বিশেষ দ্রষ্টব্য

মৃ. : মৃত্যু

রহ. : রহমাতুল্লাহু আলাইহি / রহমাতুল্লাহু আলায়হা / রাহিমাহুল্লাহু আলায়হি

রা. : রাদিআল্লাহু আনহু / রাদিআল্লাহু আনহুম / রাদিআল্লাহু আনহা / রাদিআল্লাহু আনহুন্না

সা. : সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

হি. : হিজরি

v. : Volume

p : page

pp. : pages

ibid : in the same book or same piece of writing as the one that has just been mentioned (from latin ‘ibidem).

op.cit. : used in formal writing to refer to a book or an article that has already been mentioned

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
প্রত্যয়নপত্র	ii
ঘোষণাপত্র	iii
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	iv
প্রতি বর্ণায়ন	vi
সংকেত সূচি	vii
সূচিপত্র	viii
ভূমিকা	১৩
প্রথম অধ্যায় : গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণা পদ্ধতি ও সাহিত্য পর্যালোচনা	**১৭-২৯**
গবেষণার উদ্দেশ্য	১৮
গবেষণার পরিধি	২০
গবেষণা প্রশ্ন	২১
গবেষণার সীমাবদ্ধতা	২২
গবেষণা পদ্ধতি	২৪
সাহিত্য পর্যালোচনা	২৭
দ্বিতীয় অধ্যায় : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস	**৩০-৪৯**
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইতিহাস	৩১
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পটভূমি	৩১
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য	৩৬
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী ব্যক্তিবর্গ	৩৬
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় কমিশন গঠন	৪০
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা ও অভিযাত্রা	৪৩
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস	৪৩
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ প্রতিষ্ঠার পটভূমি	৪৩
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সূচনা ও অগ্রযাত্রা	৪৮
বিভাগীয় প্রধানগণ (১৯২১-২০২০)	৪৮
তৃতীয় অধ্যায় : ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষাদান কার্যক্রম ও পাঠ্যসূচির পর্যায়ক্রমিক রূপান্তর (১৯২১-২০২০ইং)	**৫০-১১৯**
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষাদান কার্যক্রম	৫১
বি.এ (অনার্স)	৫১
বি.এ (পাস কোর্স)	৫২
এম.এ (প্রিলিমিনারি)	৫৩
এম.এ (ফাইনাল)	৫৩
পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ইসলামিক স্টাডিজ	৫৪
এম.এ (ইভনিং) ইন ইসলামিক স্টাডিজ	৫৪
এম.ফিল	৫৫
পিএইচ.ডি	৫৫
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পাঠ্যসূচির পর্যায়ক্রমিক রূপান্তর	৫৬
বি.এ (অনার্স)	৫৭

Dhaka University Institutional Repository

বি.এ (পাস কোর্স)	৭৪
এম.এ (প্রিলিমিনারি)	৭৮
এম.এ. (ফাইনাল)	৮৩
পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ইসলামিক স্টাডিজ	৯৫
এম.এ (ইভনিং) ইন ইসলামিক স্টাডিজ	৯৫
এম.ফিল	৯৮
কারিকুলাম প্রণয়ন ও পর্যালোচনা	৯৯
কারিকুলাম প্রণয়ন	১০০
কারিকুলামের বৈশিষ্ট্য	১০২
কারিকুলাম পর্যালোচনা	১০৩
চতুর্থ অধ্যায় : বিভাগীয় শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম	**১১৭-১২৭**
ড. মোহাম্মদ এছহাক সেমিনার লাইব্রেরী	১১৮
কম্পিউটার ল্যাব	১১৮
বিভাগীয় ওয়েবসাইট	১১৮
কো-কারিকুলার (সহ-পাঠক্রম) কার্যক্রম	১১৯
স্বর্ণপদক	১১৯
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন	১২০
IQAC-এর অধীনে পরিচালিত S.A কমিটির রিপোর্ট পর্যালোচনা	১২৩
পঞ্চম অধ্যায় : ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ: জীবন ও কর্ম (১৯২১-২০২০)	**১২৮-২৯৩**
আবূ নসর মুহাম্মদ ওহীদ (যোগদানের তারিখ ১৩.০৬.১৯২১)	১২৯
আব্দুল ওয়াহহাব (১৩.০৬.১৯২১)	১৩৪
খলিল বিন মুহাম্মদ আরব (১৩.০৬.১৯২১)	১৩৫
মাওলানা মুনাওয়ার আলী (১২.০৮.১৯২১)	১৩৫
আবু উসমান খালিদ (০৮.০৯.১৯২১)	১৩৭
শামসুল উলামা নাজির হাসান (০১.০৭.১৯২২)	১৩৮
সৈয়দ আব্দুস সোবহান (২১.০৭.১৯২২)	১৩৯
মৌলভী শামসামুদ্দীন (২০.১১.১৯২২)	১৪১
মাওলানা সাআদাতুল্লাহ ইসরায়েলী (২৭.০৮.১৯২৩)	১৪১
মারগুব আহমাদ তাওফিক (০৮.০৭.১৯২৪)	১৪২
মোহাম্মদ এছহাক (২৫.০৭.১৯২৪)	১৪৩
ড. আব্দুস সাত্তার সিদ্দিকী (০৭.১১. ১৯২৪)	১৪৩
মোছলেহ উদ্দীন (১৮.০২.১৯২৬)	১৪৫
আব্দুল আজীজ (১৭.০৭.১৯২৬)	১৪৫
আবুল হাশিম (৩১.১০.১৯২৭)	১৪৬
জনাব নূর বখশ (৩১.১০.১৯২৭)	১৪৭
ড. সিরাজুল হক (০১.০৮.১৯২৮)	১৪৭
সাদত হোসাইন খান (১২.০১.১৯২৯)	১৫৪
ড. সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন (০৭.০৩.১৯৩০)	১৫৪
মুজাফফর আহমেদ (২৯.১০.১৯৩০)	১৬১
ড. জে. ডব্লিউ ফুইক (১৮.১১.১৯৩০)	১৬২
শামসুল উলামা মাওলানা ইসহাক বর্ধমানী (০৪.০৭.১৯৩৭)	১৬৩

মির্জা রজব আলী (১০.০৭.১৯৩৬)	১৬৫
কে. এম. এ রহমান (১৭.০৮.১৯৩৬)	১৬৫
মৌলভী আমীর হাসান (২৮.১০.১৯৩৮)	১৬৬
কে. এম. আব্দুস সালাম (০৩.১১.১৯৩৮)	১৬৬
মাওলানা ফজলুর রহমান (১২.০৮.১৯৩৯)	১৬৭
শায়খ আব্দুর রহীম (১৩.০৯.১৯৩৯)	১৬৮
জাফর আহমাদ উসমানী (০১.০২.১৯৪০)	১৭১
রুস্তম আলী (১৯৪৪)	১৭৫
ড. মুহাম্মদ ছগীর হাসান মাছুমী (০৭.১১.১৯৪৪)	১৭৫
মুফতী দীন মোহাম্মদ খান (০০.০০. ১৯৪৬)	১৭৮
ড. মোহাম্মদ এছহাক (০৭.০১.১৯৪৭)	১৮০
শামসুল উলামা মাওলানা বেলায়েত হোসাইন (১৯৪৮)	১৭৫
এ এইচ এম মহিউদ্দীন (০১.১১.১৯৫০)	১৮৯
ড. সৈয়দা ফাতেমা সাদেক (০১.১১.১৯৫০)	১৯২
এস. এম. আহসান (০৮.১১.১৯৫১)	১৯৬
আব্দুল জাব্বার (১৬.০৪.১৯৫২)	১৯৬
এ. এইচ. এম. করীম (২৬.০৬.১৯৫৮)	১৯৭
মুতিউর রহমান (০১.১০.১৯৫৮)	১৯৭
আব্দুর রহমান (১৯.১১.১৯৫৮)	১৯৮
আফতাব আহমাদ রহমানী (০৬.১২.১৯৬০)	১৯৯
ড. জিয়াউদ্দীন আহমেদ (১৮.০১.১৯৬১)	২০১
আফতাব উদ্দীন আহমাদ (২০.০৭.১৯৬২)	২০৩
ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান (১২.১২.১৯৬২)	২০৪
শেখ শরাফুদ্দীন (১৭.০৩.১৯৬৪)	২০৮
মাওলানা মমতাজউদ্দীন আহমদ (০১.০৩.১৯৬৫)	২১০
মুহাম্মদ মূসা (২৯.০৯.১৯৬৫)	২১১
মোঃ মেসবাহ উদ্দিন (৩০.১০.১৯৬৭)	২১২
মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান খান (০৬.০১.১৯৬৮)	২১৪
আ.ন.ম. আব্দুল মান্নান খান (০৮.০২.১৯৬৮)	২১৫
নাজির আহমদ (২০.০৭.১৯৬৮)	২১৮
ড. সাহেরা খাতুন (০১.০৫.১৯৭০)	২২০
মুহাম্মদ আব্দুল মালেক (১৯.০৮.১৯৭০)	২২১
এ.কে.এম. আব্দুল মালেক (২৮.১০.১৯৭০)	২২৩
নুরুল করীম (১৯.০৪.১৯৭২)	২২৪
আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দীন (০০.০৬.১৯৭২)	২২৫
ড. মোঃ আবু বকর সিদ্দীক (০২.০৭.১৯৭৩)	২২৮
ড. মুহাম্মদ আনসার উদ্দীন (১১.০৭.১৯৭৪)	২৩০
ড. আ. র. ম. আলী হায়দার (০৫.০৮.১৯৭৪)	২৩১
ড. এ.বি.এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী (২২.১১.১৯৭৪)	২৩৪
ড. সৈয়দ লুৎফুল হক (০৮.০৩.১৯৭৫)	২৩৮
ড. আ.ন.ম. রইছউদ্দিন (১১.০৯.১৯৭৮)	২৪০

Dhaka University Institutional Repository

ড. এ.এইচ.এম. মুজতবা হোছাইন (১৮.১২.১৯৭৯)	২৪৩
শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক (০০.০০.১৯৭৯)	২৪৫
শায়খুল হাদীস কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ (০০.০০.১৯৮০)	২৪৮
ড. মুহা. আবদুল বাকী (০২.০৫.১৯৮১)	২৪৯
ড. মুহাম্মদ আব্দুস সাত্তার (১৯.০৯.১৯৮২)	২৫১
ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন (২৪.০২.১৯৮৮)	২৫৩
ড. মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ (২২.১২.১৯৯০)	২৫৫
ড. মুহাম্মদ শফিক আহমেদ (০৬.০৮.১৯৯২)	২৫৭
ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ (০১.১০.১৯৯৭)	২৫৯
ড. মুহাম্মদ শফিকুর রহমান (০১.১০.১৯৯৭)	২৬৫
ড. মোঃ শামছুল আলম (০৯.১১.২০০০)	২৬৭
ড. মোঃ ছানাউল্লাহ (১৮.০১.২০০৪)	২৬৯
ড. মোঃ আখতারুজ্জামান (১৮.০১.২০০৪)	২৭১
ড. মুহাম্মদ ইউসুফ (১৮.০১.২০০৪)	২৭৩
ড. মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন (১৮.০১.২০০৪)	২৭৫
ড. মোঃ মাসুদ আলম (১৫.১১.২০০৫)	২৭৭
ড. হাফিজ মুজতাবা রিজা আহমাদ (১৫.১১.২০০৫)	২৭৯
ড. শেখ মোঃ ইউসুফ (১৫.১১.২০০৫)	২৮২
ড. মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম (১৫.১১.২০০৫)	২৮৩
ড. মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম (২৫.০৯.২০১০)	২৮৫
মোস্তফা মনজুর (২৫.০৯.২০১০)	২৮৬
ড. মোঃ রফীকুল ইসলাম (১৫.১১.২০১৪)	২৮৮
ড. আমীর হোসেন (৩১.১২.২০১৪)	২৮৯
কাজী ফারজানা আফরিন (৩১.১২.২০১৪)	২৯০
জাহিদুল ইসলাম সানা (৩১.১২.২০১৪)	২৯০
মোহাম্মদ ইমাউল হক সরকার (৩১.১২.২০১৪)	২৯১
ড. এস.এম মাছুম বাকী বিল্লাহ (৩১.১২.২০১৪)	২৯২
ষষ্ঠ অধ্যায় : ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীবৃন্দ (১৯২১-২০২০ইং)	**২৯৪-৩৮৯**
বি.এ অনার্স ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের তালিকা	২৯৫
এম.এ ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের তালিকা	৩৩১
এম.ফিল গবেষকদের তালিকা	৩৭৭
পিএইচ.ডি গবেষকদের তালিকা	৩৭৮
শিক্ষার্থীদের পরিসংখ্যান সারণী	৩৭৯
নারী শিক্ষার্থীদের পরিসংখ্যান সারণী	৩৮৭
সপ্তম অধ্যায় : এম. ফিল ও পিএইচ.ডি গবেষণা (১৯২১-২০২০ইং)	**৩৯০-৪০৩**
অষ্টম অধ্যায় : বিভাগীয় অন্যান্য গবেষণা কার্যক্রম	**৪০৪-৪২০**
বিভাগ থেকে প্রকাশিত জার্নাল	৪০৫
ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার	৪০৭
বিভাগীয় উদ্যোগে আয়োজিত সেমিনার	৪১৪
নবম অধ্যায় : বিভাগের কতিপয় খ্যাতিমান শিক্ষার্থীর পরিচিতি ও অবদান	**৪২১-৪৮৬**
আ.ফ.ম. আবদুল হক ফরিদী (বি.এ ১৯২৮, এম.এ ১৯২৯)	৪২২

Dhaka University Institutional Repository

শাহ সৈয়দ আহমদ মিঞ্রা (বি.এ ১৯৩২, এম.এ ১৯৩৩)	৪২৬
ড.এ.কে.এম আইয়ুব আলী (বি.এ ১৯৪৩, এম.এ ১৯৪৪)	৪২৬
ড.এ.এন.এম. মুমতাযুদ্দীন চৌধুরী (বি.এ ১৯৪৪, এম.এ ১৯৪৫)	৪৩১
মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ (বি.এ ১৯৪৯, এম.এ ১৯৫০)	৪৩২
ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান (বি.এ ১৯৫০, এম.এ ১৯৫১)	৪৩৬
মাওলানা মোঃ বাকী বিল্লাহ খান (বি.এ ১৯৫১, এম.এ ১৯৫২)	৪৪০
ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ (এম.এ ১৯৭২)	৪৪১
মুফাজ্জল হুসাইন খান (বি.এ ১৯৭২, এম.এ ১৯৭৩)	৪৪৫
মুহাম্মদ মিয়া কাসেমী (এম.এ ১৯৭৪)	৪৪৭
মাওলানা মুহাম্মদ যাইনুল আবেদীন (বি.এ ১৯৭৫, এম.এ ১৯৭৬)	৪৪৮
ড. মোঃ আবুল কালাম পাটওয়ারী (বি.এ ১৯৭৫, এম.এ ১৯৭৬)	৪৪৯
ড. আবুল হাসানাত মুহাম্মদ ইয়াহইয়ার রহমান (এম.এ ১৯৭৬)	৪৫২
ড. এফ.এম.এ.এইচ তাকী (বি.এ ১৯৭৭, এম.এ ১৯৭৮)	৪৫৪
ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ (এম.এ ১৯৭৮)	৪৫৬
ড. মোহাম্মদ সোলায়মান (এম.এ ১৯৮৫)	৪৫৮
ড. মুহাম্মদ আবদুর রাহীম (বি.এ ১৯৮৪, এম.এ ১৯৮৫)	৪৬১
ড. এ.কে.এম. নুরুল আলম (এম.এ ১৯৮৬)	৪৬৩
ড. মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল (এম.এ ১৯৮৬)	৪৬৫
ড. আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী (এম.এ ১৯৮৬)	৪৬৭
মোহাম্মদ জিয়াউল হক (বি.এ ১৯৮৫, এম.এ ১৯৮৬)	৪৭১
মোঃ আলমগীর রহমান (বি.এ ১৯৮৬, এম.এ ১৯৮৮)	৪৭২
আ. খ. ম আবু বকর সিদ্দীক (বি.এ ১৯৯০, এম.এ ১৯৯১)	৪৭২
ড. আ. ন. ম. আবদুল মাবুদ (বি.এ ১৯৯১, এম.এ ১৯৯২)	৪৭৩
ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক (বি.এ ১৯৯১, এম.এ ১৯৯২)	৪৭৫
ড. মোহাম্মদ আবু জাফর খান (বি.এ ১৯৯৫, এম.এ ১৯৯৬)	৪৭৮
ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল (বি.এ ১৯৯৫, এম.এ ১৯৯৬)	৪৮০
ড. মোহাম্মদ হারুনূর রশীদ (বি.এ ১৯৯৫, এম.এ ১৯৯৬)	৪৮৩
ড. মোহাম্মদ নুরুল আমিন (বি.এ ১৯৯৬, এম.এ ১৯৯৭)	৪৮৪
দশম অধ্যায় : গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল ও সুপারিশমালা	**৪৮৭-৪৯৩**
গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল	৪৮৮
বিভাগের উন্নয়নে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও সুপারিশমালা	৪৯১
উপসংহার	**৪৯৪**
গ্রন্থপঞ্জি	**৪৯৬**

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

আল-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন। আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা সায়্যিদিল মুরসালীন, ওয়া 'আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমা'ঈন।

পৃথিবীর বুকে প্রথম মানব ও নবী হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টির পর মহান আল্লাহ তাঁকে জ্ঞান দান করেছেন। জ্ঞানের ভিত্তিতেই তিনি ফেরেশতাকুলের উপর মানবজাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে মানবজাতি যখনই অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছে, মহান আল্লাহ নবী-রাসূল প্রেরণের মাধ্যমে তখনই তাদেরকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করেছেন। সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মাধ্যমেও তিনি জ্ঞানের এ ধারা অব্যাহত রেখেছেন। তাঁর নিকট প্রেরিত মহান আল্লাহর প্রথম বাণীই ছিলো, 'পড়ুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।'

মানবজীবনে জ্ঞানচর্চার স্থান যে কতটা ঊর্ধ্বে, জ্ঞানের প্রতি মহান আল্লাহর এমন নিরবিচ্ছিন্ন অগ্রাধিকার প্রদান থেকে তা প্রতিভাত হয়ে ওঠে। এ জন্য মহানবী (সা.) তাঁর নবুওয়াতি দায়িত্বের প্রথম প্রহর থেকে তাঁর অনুসারীদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। সকলের জন্য জ্ঞানার্জনকে তিনি অবশ্য কর্তব্য ঘোষণা করেছেন। যার ফলশ্রুতিতে তাঁর সময়কালে এবং খুলাফায়ে রাশিদার যুগেও বৈশ্বিকভাবে এটি ছিলো প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, মুসলিম হলে একজন মানুষ অবশ্যই অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন ও শিক্ষিত হবে। এ বোধ ও দর্শন লালন করার কারণেই সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ শতকের অন্তর্বর্তীকাল পর্যন্ত মুসলিম জাতি শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাসসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় কালোত্তীর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু কালক্রমে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ইসলামী নির্দেশনা ভুলে গিয়ে মুসলিম জাতি যখন ক্রমশ ক্ষমতা লাভ ও বিলাসিতাকে নিজেদের লক্ষ্য হিসেবে স্থির করে নেয়, তখন থেকেই সকল ক্ষেত্রে তাদের পরাজয় সূচিত হতে থাকে। সে পরাজয় এতোটাই প্রবল ও ভয়ঙ্কর ছিলো যে, অদ্যাবধি মুসলিমরা সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গোলামীর নাগপাশে কোনো না কোনোভাবে আবদ্ধ রয়েছে।

মুসলিমদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গোলামীর এ ধারা ভারতবর্ষেও বিদ্যমান ছিলো। প্রায় দুই শতাব্দীকাল তারা ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক শাসিত, শোষিত ও নিপীড়ত হয়েছেন। মুসলিম জাতির এমন দুঃসময়ে তাদেরকে আবারও শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞান-গবেষণায় সম্পৃক্ত করার সুমহান লক্ষ্যে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ শাসনামলে যে উদ্যোগসমূহ গ্রহণ করেছিলেন, তন্মধ্যে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ছিলো সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ছিলো বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ইসলামের মূলধারার জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার কেন্দ্র হিসেবে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ প্রতিষ্ঠা।

বস্তুত ব্রিটিশ শাসনামলে অবিভক্ত ভারতে ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনালগ্নে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অন্তর্ভুক্তি ছিলো এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। কেনো সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উক্ত বিভাগ চালু করা হয় এবং কেনো উক্ত বিভাগের প্রতি এত গুরুত্বারোপ করা হয়েছিলো, তা স্বাভাবিকভাবে দৃষ্টিগোচর না হলেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী সময়ের ঘটনাপঞ্জিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে সেটি স্পষ্ট হয়ে যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যে মুসলমানদের প্রয়োজনেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্টে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কারিকুলাম তৈরি করার সময় তারা কখনও ভুলে যাননি যে, বিশ্ববিদ্যালয়টির যাত্রা শুরু হয়েছে মুসলিম জাতির সংগ্রাম ও দাবির পরিপ্রেক্ষিতে। তাই এর বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্বে যেন তাদের প্রতিনিধিত্ব থাকে, সেদিকে তারা সতর্ক ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছেন এবং আবশ্যক গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালীন ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ অন্তর্ভুক্তিকরণের পেছনে ব্রিটিশ সরকারের মূল উদ্দেশ্য ছিলো দীর্ঘকাল ব্যাপী শিক্ষা-দীক্ষায় পিছিয়ে থাকা এবং চাকরি-বাকরিসহ সরকারি সাহায্য

Dhaka University Institutional Repository

থেকে বঞ্চিত পূর্ব বাংলার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জাগরণ, শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলিম জনসাধারণের মাঝে আস্থা স্থাপন, শিক্ষা ক্ষেত্রে হিন্দুদের আধিপত্য খর্ব করা এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের প্রতিপক্ষ হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক একদল মুসলিম বুদ্ধিজীবী তৈরি করা। ব্রিটিশ সরকারের ইচ্ছা ছিল এ বিভাগকে একটি স্বতন্ত্র ফ্যাকাল্টিতে পরিণত করা। বিশ্ববিদ্যালয় বিরোধী বর্ণ হিন্দুদের আন্দোলন আর অপতৎপরতার জন্য তা সম্ভব হয়নি। তথাপিও এ বিভাগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের Integral part বা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিষ্ঠাকালীন বিভাগ হিসেবে আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের গুরুত্ব ছিলো অপরিসীম। যার প্রমাণ পাওয়া যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর পি. জে. হার্টগ-এর ১৭ আগস্ট ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম কোর্ট সভায় প্রদত্ত বক্তব্যের মাধ্যমে। এতে তিনি এ বিভাগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের Corner Stone বলে আখ্যায়িত করেন। পরবর্তীকালে এ বিভাগ মুসলিম জাতির প্রথাগত জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা পালন করেছে। এ বিভাগ জন্ম দিয়েছে ড. এস.এম. হুসাইন (সাবেক উপাচার্য, ঢা.বি.), বিচারপতি আব্দুল জাব্বার খান (সাবেক স্পিকার, জাতীয় সংসদ), আব্দুল হক ফরিদী (সাবেক মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন), ড. সিরাজুল হক (স্বাধীনতা পুরস্কার প্রাপ্ত সাবেক অধ্যাপক, ঢা.বি.), ড. মোহাম্মদ এছহাক (সাবেক অধ্যাপক, ঢা.বি.), ড. এ. কে. এম. আইউব আলী (সাবেক অধ্যক্ষ, মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা), ড. সৈয়দা ফাতেমা সাদেক (সাবেক অধ্যাপক, ঢা.বি.), ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (সাবেক উপাচার্য, রা.বি. ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন), ড. আ ন ম মমতাযুদ্দীন চৌধুরী (প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়), ড. বাকী বিল্লাহ খান (প্রথম চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড), ড. মুঈনুদ্দীন আহমাদ খান (সাবেক মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন), ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান (সাবেক উপাচার্য, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়), ড. আ. ন. ম. রইছউদ্দিন (প্রথম উপাচার্য, ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়) প্রমুখ দেশ বরেণ্য শিক্ষাবিদ, শিক্ষাপ্রশাসক ও গবেষক।

বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের উপযোগিতা, আবেদন ও চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৮০ সালে আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ দুটি স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে যাত্রা শুরু করে। একই ধারাবাহিকতায় রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদালয়েও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ চালু হয়। পরবর্তীতে বিষয়গত আবেদন এবং কর্মক্ষেত্রের দাবি মেটাতে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ প্রতিষ্ঠার অন্তর্নিহিত মানসিকতা ধারণ করে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ শতবর্ষী ঐতিহ্য ও এক সমৃদ্ধ ইতিহাসের ধারক। কিন্তু শিক্ষা, গবেষণা, প্রশাসন, ব্যবসায়, গণমাধ্যম তথা জাতীয় জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে নৈতিক মানসম্পন্ন দক্ষ জনশক্তি সরবরাহের সূতিকাগার এ বিভাগের ঐতিহ্য, অর্জন ও উপযোগিতা নিয়ে তেমন কোনো গবেষণা পরিচালিত হয়নি। বাংলাদেশের জ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে সন্দেহাতীতভাবে এটি একটি বিস্ময়কর ও বেদনাদায়ক বাস্তবতা। এ বাস্তবতাকে উপলব্দি করেই আমি আলোচ্য বিষয়ে গবেষণায় উদ্বুদ্ধ হই এবং "জ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ" শিরোনাম নির্ধারণ করি। এ গবেষণার পরিধি অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। তাছাড়াও রয়েছে তত্ত্ব ও তথ্যের অপ্রতুলতা। মহান আল্লাহর অশেষ কৃপায় অনেকের সহযোগিতা নিয়ে আমি প্রায় পাঁচ বছর প্রচেষ্টায় আমার অভিসন্দর্ভটি রচনা করতে সক্ষম হয়েছি। আমি অভিসন্দর্ভটি দশটি অধ্যায়ে সুবিন্যস্ত করে উপস্থাপন করেছি।

প্রথম অধ্যায়ে ভূমিকা, গবেষণার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি, গবেষণা প্রশ্ন, গবেষণার পরিধি ও সীমাবদ্ধতা এবং সাহিত্য পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। এই অধ্যায়টিতে কী কারণে গবেষণার জন্য এই বিষয়টিকে বেছে নেয়া হয়েছে, কোন কোন পদ্ধতি অনুসরণ করে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে, তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ বা পর্যালোচনার জন্য কোন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে এবং সর্বশেষ কোন প্রক্রিয়া অনুসরণ

Dhaka University Institutional Repository

করে গবেষণা অভিসন্দর্ভ প্রণয়ন করা হয়েছে সেগুলো আলোচিত হয়েছে। ১৯২১-২০২০ পর্যন্ত প্রায় ১০০ বছরের সকল শিক্ষকের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা, বিভাগের সকল পাঠ্যক্রমকে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা, সাবেক শিক্ষার্থীদের নাম ও পরিসংখ্যান তুলে ধরা এবং তাদের মধ্যে খ্যাতিমান কতিপয় শিক্ষার্থীর জীবন ও কর্ম আলোচনা করা ইত্যাদি ছিল দূরূহ কাজ। এ সংক্রান্ত বিষয়সমূহকে কেন্দ্র করে অতীতে যে সব বই রচিত হয়েছে, প্রকাশিত-অপ্রকাশিত যে সব থিসিস এবং গবেষণা প্রবন্ধে প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ আলোচিত হয়েছে, সেগুলোর পর্যালোচনাও এই অধ্যায়ে করা হয়েছে। পূর্বেকার গবেষণার আলোচ্যসূচী কী ছিলো, কেন আলোচ্য অভিসন্দর্ভটি সেগুলো থেকে ব্যতিক্রম ও প্রয়োজনীয় এবং পূর্বেকার গবেষণার সীমাবদ্ধতা সমূহও -এ অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। অভিসন্দর্ভের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকায় এবং যেহেতু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস সম্পর্কে অতীতে অনেক গবেষণা হয়েছে, এ জন্য অভিসন্দর্ভে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হয়েছে। মূলত এই অধ্যায়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস আলোচনাকেই মুখ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ প্রতিষ্ঠার পটভূমি ও প্রয়োজনীয়তা এবং প্রতিষ্ঠাকালীন বিভাগ হিসেবে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ অন্তর্ভুক্তিকরণের তাৎপর্য বিশদভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট যে এক ও অভিন্ন, সে বিষয়টিও এ অধ্যায়ে তুলে ধরার প্রয়াস রয়েছে। এ ছাড়াও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী ব্যক্তিবর্গের অবদান, আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের স্বতন্ত্র দুটি বিভাগ হিসেবে আত্মপ্রকাশ এবং প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে শতবর্ষী এ বিভাগের হেড ও চেয়ারম্যানবৃন্দের তালিকা উপস্থাপন করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষাদান কার্যক্রম ও পাঠ্যসূচির পর্যায়ক্রমিক রূপান্তর আলোচনা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে যে সব ডিগ্রি প্রদান করা হয়, সেগুলো কখন ও কীভাবে চালু হয়েছে সে বিষয়ে এ অধ্যায়ে আলোচনা রয়েছে। ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের বিভিন্ন ডিগ্রির জন্য যে পাঠ্যসূচি রয়েছে তার বিশদ বর্ণনা অভিসন্দর্ভে রয়েছে। ১৯২১ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত যতবার সিলেবাসের পরিবর্তন হয়েছে, সে সকল পরিবর্তনসমূহ আলোচিত হয়েছে। বিভিন্ন ডিগ্রির জন্য নির্ধারিত কোর্সসমূহের শিরোনাম এ অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে। সিলেবাস আলোচনার ক্ষেত্রে যথাসম্ভব অভিসন্দর্ভের আকার ও একই বিষয় যাতে বারবার উল্লিখিত না হয় সেদিকে বিশেষভাবে নজর দেয়া হয়েছে। এই অধ্যায়ে কিছু অসম্পূর্ণতা রয়েছে, যেমন- কোন কোন শিক্ষাবর্ষের সিলেবাস পাওয়া যায়নি, তাই সেগুলো এখানে আলোচনা করা সম্ভব হয়নি। অধিকন্তু ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সর্বশেষ কারিকুলাম এর পর্যালোচনাও রয়েছে এ অধ্যায়ে।

চতুর্থ অধ্যায়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অন্যান্য কার্যক্রম আলোচিত হয়েছে। শিক্ষাদান কার্যক্রমের বাইরে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ যে কো-কারিকুলার কার্যক্রমেও পিছিয়ে নেই, তারই বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষ করে খেলাধুলা, বিতর্ক, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, সেমিনার লাইব্রেরী, কম্পিউটার ল্যাব এবং ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়াও IQAC এর অধীনে পরিচালিত SA কমিটির কার্যক্রম এবং বিভাগের ভবিষ্যত উন্নয়নে বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক প্রস্তাবিত সুপারিশমালাও এ অধ্যায়ে সংযুক্ত করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে যে সমস্ত শ্রদ্ধেয় শিক্ষক বিভাগে পাঠদানসহ গবেষণার কাজে নিয়োজিত ছিলেন তাদের জীবন ও কর্ম বিশেষ করে তাঁদের শিক্ষাজীবন, কর্মজীবন ও গবেষণা কার্যক্রম আলোচিত হয়েছে। ১৯২১ সাল শুরু করে প্রায় নব্বইজন শিক্ষক বিভাগে কর্মরত ছিলেন, যাদের অনেকের নামও বিভাগের অনেক শিক্ষার্থী জানেন না, এটি খুবই দুঃখজনক একটি বিষয় এবং তাদের প্রতি অকৃতজ্ঞতারও পরিচায়ক। শিক্ষকবৃন্দের কোন তথ্যই বিভাগে সংরক্ষিত নেই, এটিও বিস্ময়কর। শিক্ষকবৃন্দের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এর ক্ষেত্রে অনেক সময়ই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ডরুমই একমাত্র ভরসাস্থল হিসেবে কাজ করেছে। যেহেতু শিক্ষকবৃন্দের অনেকেই পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছেন, কেউ কেউ দেশত্যাগ করে অন্য দেশে অবস্থান করছেন এবং কারো কারো

Dhaka University Institutional Repository

পরিবারের কোন সঠিক তথ্য না থাকায় তাদের সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা খুবই দূরূহ কাজ বলে বিবেচিত হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিভাগ থেকে বি.এ, এম.এ, এম.ফিল ও পিএইচ.ডি ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের তালিকা উপস্থাপন করা হয়েছে। ১৯২১ সাল থেকে শুরু করে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বি.এ ও এম.এ ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের একটি পরিসংখ্যান সারণীও এ অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে। ১৯২১ সাল থেকে যারা বিভাগ থেকে বি.এ ও এম.এ ডিগ্রিপ্রাপ্ত হয়েছেন তাদের তালিকা সংগ্রহ করা খুবই কষ্টসাধ্য কাজ ছিলো। কারণ এ তালিকা পাওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সহযোগিতা যারা করতে পারতেন বলে আমার ধারণা ছিলো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তর তারা আমাকে হতাশ করেছেন। যাই হোক এ ক্ষেত্রেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত আমাকে সহায়তা করেছে। এ ছাড়াও শহীদুল্লাহ হল, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল এবং ফজলুল হক মুসলিম হলের প্রাধ্যক্ষগণ তালিকা সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমাকে আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন। আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ১৯২১ সাল থেকে ১৯৪৭-৪৮ সাল পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের ফলাফল পাওয়া যায়নি, সে ক্ষেত্রে কেবল ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের তালিকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ভর্তি রেজিস্ট্রেশন বুক থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এ সময়ে ১ম শ্রেণি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের তালিকা এম.এ রহীম প্রণীত The History of the University of Dacca বই থেকে নেয়া হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের এম.ফিল ও পিএইচ.ডি গবেষণা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ গবেষণার ক্ষেত্রে যে অনন্য অবদান রেখে যাচ্ছে, এ অধ্যায়ে সে সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। বিশেষ করে গবেষণাসমূহকে বিভিন্ন বিষয় সংশ্লিষ্ট আকারে বিভক্ত করে উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে করে পাঠকগণ সহজে উপকৃত হতে পারেন।

অষ্টম অধ্যায়ে বিভাগের খ্যাতিমান শিক্ষার্থীদের জীবন ও কর্ম আলোচিত হয়েছে। জীবন ও কর্ম আলোচনার জন্য শিক্ষার্থী বাছাই করার ক্ষেত্রে জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার বিষয়টি প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। যেহেতু গবেষণার শিরোনামে জ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় অবদানের বিষয়টি উল্লিখিত ছিলো, তাই শুধু এ ক্ষেত্রে যারা অবদান রেখেছেন কেবল তাদেরকেই নির্বাচন করা হয়েছে। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজসেবা, ব্যবসা-বানিজ্য, প্রশাসনিক ক্ষেত্র, সাংবাদিকতা এবং সরকারী চাকুরীসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা অনেক অবদান রেখেছেন, এমন গুণীজনদের এখানে স্থান দেয়া হয় নি। এটি ভবিষ্যত গবেষণার একটি বড় ক্ষেত্র হতে পারে।

নবম অধ্যায়ে বিভাগীয় গবেষণা কার্যক্রম আলোচনা করা হয়েছে। ১৯২১ সাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে এ পর্যন্ত যে সমস্ত গবেষণাধর্মী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে সেগুলোর একটি তালিকা প্রবন্ধের শিরোনাম ও প্রবন্ধকারের নামসহ উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ এবং ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার থেকে যে সকল গবেষণা জার্নাল প্রকাশিত হয়েছে এবং জার্নালসমূহে যে সব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তারও একটি বিবরণ এ অধ্যায়ে রয়েছে।

দশম অধ্যায়ে গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল ও সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হয়েছে। ১৯২১ সালে যে বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো, সে বিভাগের কাছে জাতি ও দেশের কী প্রত্যাশা ছিলো, সেটি এ অধ্যায়ে সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। বিভাগ কী কী প্রত্যাশা পূর্ণ করেছে এবং যেগুলো পূর্ণ করতে পারেনি তার কারণ অনুসন্ধান করা হয়েছে। দেশ-জাতির প্রত্যাশা পূরণে এবং সত্যিকারার্থে ইসলামের সার্বজনীন বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ কীভাবে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে সে জন্য একটি সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হয়েছে এ অধ্যায়ে। সবশেষে গবেষণার উপসংহার ও গবেষণা প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে যে সকল গ্রন্থের সহায়তা নেয়া হয়েছে তার একটি তালিকা উপস্থাপন করা হয়েছে।

"জ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ" অভিসন্দর্ভটি জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার ধারায় একটি নতুন সংযোজন হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। মহান আল্লাহ এ গবেষণাটিকে কবুল করুন এবং এর মাধ্যমে আমাকে ও এর পাঠককুলকে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমীন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণা পদ্ধতি ও সাহিত্য পর্যালোচনা

- গবেষণার উদ্দেশ্য
- গবেষণার পরিধি
- গবেষণা প্রশ্ন
- গবেষণার সীমাবদ্ধতা
- গবেষণা পদ্ধতি
- সাহিত্য পর্যালোচনা

গবেষণার উদ্দেশ্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় বিভিন্ন জাতি অসংখ্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস হলো, এটি একটি জাতি প্রতিষ্ঠা করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাই বাংলাদেশের মানুষের কাছে একটি প্রতিষ্ঠানমাত্র নয় বরং এটি একটি আবেগ, অর্জন, আন্দোলন এবং যে কোনো অবিচার-সংগ্রামের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার এক প্রচণ্ড সাহস ও প্রবল গণজোয়ারের নাম।

ঐতিহ্যবাহী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তখনই মর্যাদাপূর্ণ ও মহিমান্বিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হবে যখন এর বিভাগসমূহ সবচেয়ে বেশি মর্যাদাপূর্ণ ও ক্রিয়াশীল হবে। অর্থাৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি প্রতীকী প্রতিষ্ঠান যেখানে বিভাগসমূহের ভূমিকা ও মর্যাদা সবচেয়ে বেশি। বিভাগসমূহের অস্তিত্ব না থাকলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব থাকে না। তাই বিভাগসমূহের যথাযথভাবে সক্রিয় ও কার্যকর হওয়া এবং যথার্থভাবে মূল্যায়িত হওয়ার উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা নির্ভর করে। প্রসঙ্গত এটিও ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ সত্য যে, প্রতিষ্ঠান হোক কিংবা জাতি হোক সকল ক্ষেত্রেই অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ সার্থক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য অতীত ইতিহাসের নির্মোহ, নিরপেক্ষ, উদার ও বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন অত্যাবশ্যক। এ আবশ্যকতা পূরণই **"জ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ"** অভিসন্দর্ভটির মূল লক্ষ্য। এর পাশাপাশি আরও যে সকল উদ্দেশ্য নিয়ে এ গবেষণা কর্মটি পরিচালিত হয়েছে সেগুলো হলো:-

ক) **ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে ইসলামী জ্ঞান চর্চা ও গবেষণার সম্পৃক্ততা নিরূপণ করা:** বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগকে যেভাবে মূল্যায়ন করা হচ্ছে বা গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগকে সেভাবে হচ্ছে না। বরং দিনে দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গণে ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়টি অপাংক্তেয় হওয়ার পথে রয়েছে। এর অন্যতম কারণ হলো, নতুন প্রজন্ম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে অনান্য বিভাগগুলোর গবেষণা ও অগ্রগতির যেমন সুসম্পর্ক দেখতে পাচ্ছে কিন্তু ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের তেমন অন্তরঙ্গতা প্রত্যক্ষ করছে না। বরং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য বিভাগের জ্ঞান গবেষণার মধ্যে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগকে কেমন যেন বেমানান মনে করছে। এর কারণ ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতা। এ গবেষণার মুখ্য উদ্দেশ্য তাই-ই; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সম্পর্ক তুলে ধরা, যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সকলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে ইসলামী জ্ঞান চর্চা ও গবেষণার সম্পৃক্ততা বুঝতে সক্ষম হন। বিশেষত তাদের মধ্যে এ বোধ জাগ্রত হয় যে, ইসলামী জ্ঞান-গবেষণার ধারাকে সংহত করে এ অঞ্চলের মুসলমানদের ভাগ্য বদলের প্রত্যয় নিয়েই উদ্যোক্তাগণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

খ) **ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করা:** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে প্রাচীন বিভাগগুলোর মধ্যে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ অন্যতম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান বিভাগসমূহের মধ্যে গুরুত্ব, সুযোগ-সুবিধা, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ও জাতীয় পর্যায়ে প্রভাব বিবেচনা করলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন বিভাগ হিসেবে ইসলামিক স্টাডিজের যাত্রাই নতুন প্রজন্মের কাছে বিস্ময়ের জন্ম দেবে। এ বিস্ময় ও বিভাগের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে অযৌক্তিক আপত্তির জবাব দেয়ার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রালগ্নে কীভাবে এবং কী কারণে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ যুক্ত হয়েছে এবং কোন প্রেক্ষাপটে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ চালু হয়েছিলো সেটি বিশ্লেষণ আবশ্যক। এ গবেষণা অভিসন্দর্ভের জন্য তাই ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণকে অন্যতম উদ্দেশ্য হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

গ) **ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ইতিহাস তুলে ধরা:** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ইতিহাস একই রকম ঋদ্ধ এবং প্রাচীন। ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ইতিহাসকে উপেক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস অসম্পূর্ণ ও অসম্ভব। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ যাবৎকাল পর্যন্ত লিখিত ও বিবৃত ইতিহাসে প্রায়শ ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ইতিহাস ও ভূমিকা যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে উপস্থাপন করার প্রচেষ্টা বেদনাদায়কভাবে অনুপস্থিত। সত্যালোকের নিরিখে নিরপেক্ষ ও নির্মোহভাবে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ইতিহাস তুলে ধরা এ গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য।

ঘ) **বিভাগ হিসেবে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অর্জন মূল্যায়ন করা:** দীর্ঘ পথপরিক্রমায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ অর্জন করেছে গৌরব ও গর্বের অসংখ্য উপলক্ষ। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের এ অর্জন সম্পর্কে সাধারণ মানুষ তো বটেই অনেক গবেষকও রয়েছেন অন্ধকারে। অথচ বাংলাদেশের শিক্ষাবিভাগ থেকে প্রশাসন, ব্যবসায় থেকে রাজনীতি, সাংবাদিকতা থেকে সংস্কৃতির প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের কালজয়ী অবদান রয়েছে। স্ব-স্ব ক্ষেত্রে, নিজ নিজ কর্মাঞ্চলে তাঁদের অক্ষয় কীর্তি তাদেরকে স্মরণীয় করে রেখেছে; কিন্তু বিভাগের শিক্ষার্থী এবং বিভাগ সংশ্লিষ্টদের হয়তো জানাই নেই যে, সেই কীর্তিমান পুরুষ ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগেরই একজন প্রাক্তন শিক্ষার্থী বা শিক্ষক। এ গবেষণায় তাই বিভাগ হিসেবে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অর্জন মূল্যায়নকে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, যাতে অর্জনগুলো তুলে ধরার পাশাপাশি বিগত দিনের বেদনাদায়ক ব্যর্থতাসমূহও শনাক্ত করা সম্ভব হয় এবং সে আলোকে নতুন করে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ সম্ভব হয়।

ঙ) **ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ব্যাপারে নবীন গবেষক ও শিক্ষার্থীদের আগ্রহ তৈরি করা:** যে কোনো বিভাগের ব্যাপারে নতুন গবেষক ও শিক্ষার্থীদের আগ্রহ তৈরির বিষয়টি নির্ভর করে বিভাগের সমৃদ্ধ ইতিহাস, কর্মক্ষেত্রে বিভাগের শিক্ষার্থীদের চাহিদা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভাগের উপযোগিতার উপর। বাস্তবে কর্মক্ষেত্রে যে বিভাগের সুযোগ যত বেশি, সে বিভাগের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ তত বেশি। আবার কর্মক্ষেত্রের মধ্যেও যে বিভাগের কর্মক্ষেত্র তুলনামূলক বেশি বা যে বিভাগ অধিকতর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এনে দেয় সে বিভাগের ব্যাপারে নতুন শিক্ষার্থী ও গবেষকগণ আগ্রহ পোষণ করে থাকেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে এ অভিসন্দর্ভের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিলো ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ব্যাপারে নবীন গবেষক ও শিক্ষার্থীদের আগ্রহ তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করে প্রমাণ করা যে, বিভাগ হিসেবে ইসলামিক স্টাডিজ এমনই সমৃদ্ধ এবং এর সম্ভাবনা এতোই প্রবল যে, নবীন গবেষক ও তরুণ শিক্ষার্থীরা এ বিভাগের ব্যাপারে প্রবল আগ্রহ পোষণ করতে পারেন।

চ) **ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পাঠ্যক্রম তুলে ধরা:** অনেকেই জানে না ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে কী পড়ানো হয়। আবার অনেকেরই ধারণা এ বিভাগে শুধু ধর্মীয় বিষয়াবলীই পড়ানো হয়, জীবন চলার ক্ষেত্রে যার উপযোগিতা খুবই কম। তাই এ অভিসন্দর্ভ প্রণয়নের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো জাতির কাছে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পাঠ্যক্রম নির্ভুলভাবে উপস্থাপন করা, যাতে করে সবাই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়; ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে কুরআন-হাদীস থেকে শুরু করে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, কম্পিউটার শিক্ষা সকল কিছুই পড়ানো হয়। যার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী কর্মজীবনে সমৃদ্ধ দেশ গঠনের জন্য নৈতিক ও যোগ্য মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে উঠে।

ছ) **বিভাগের কালজয়ী শিক্ষাবিদগণের অবদানের স্বীকৃতি দেয়া এবং কৃতজ্ঞতা জানানো:** ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অসংখ্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বাংলাদেশে ইসলামী গবেষণা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা এবং প্রচলিত ও ইসলামী ধারার শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে অনবদ্য অবদান রেখেছেন। তাদের মাধ্যমে যেমন দেশ ও দেশের মানুষ উপকৃত হয়েছেন তেমনি উপকৃত হয়েছে বিভাগ। তাঁদের কর্মময় জীবন ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের মাধ্যমে বিভাগের নাম ও মর্যাদা দেশে-বিদেশে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তবে লিখিত বা দালিলিকভাবে এ সকল কীর্তিমানের কর্মকে যেমন সবসময় স্বীকৃতি জানানো হয়নি, তেমনি বিভাগের পক্ষ থেকে তাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানানোর কোনো উপলক্ষও ইতোপূর্বে গৃহীত

Dhaka University Institutional Repository

হয়নি। এই গবেষণা ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের এসকল কালজয়ী শিক্ষাবিদদের অবদানের স্বীকৃতি এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর উদ্দেশ্যে আবর্তিত হয়েছে। এটি যদি না করা যায় তবে সামগ্রিকভাবে আমরা অকৃতজ্ঞ হিসেবেই বিবেচিত হবো।

জ) **বিভাগীয় গবেষণা কার্যক্রমকে তুলে ধরা:** প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত বিভাগের গবেষণা কার্যক্রমে কিছুটা শ্লথ গতি থাকলেও ১৯৯৭ সাল থেকে গবেষণায় গতি সঞ্চারিত হয়। বিভাগ থেকে এ পর্যন্ত দুই শতাধিক এম ফিল ও পিএইচডি গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে। এসব গবেষণার মধ্যে অনেক গবেষণাই অত্যন্ত মানসম্পন্ন ও প্রায়োগিক। কিন্তু প্রচারের অভাবে মানুষ এ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয়। তাই আলোচ্য অভিসন্দর্ভের মাধ্যমে এ যাবতকালে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে যে সমস্ত গবেষণা হয়েছে সেগুলো মানুষের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

ঝ) **বিভাগের জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার অন্তরায়সমূহ শনাক্তকরণ ও দূর করার উপায় অন্বেষণ:** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ইতিহাস অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও দীর্ঘ হলেও বিভাগের জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার গতি যতটা হওয়ার কথা ছিলো বা আশা করা হয়েছিলো ততটা সমৃদ্ধ ও উন্নত নয়। এর নেপথ্যে অনেক কারণ ছিলো, ছিলো অনেক অন্তরায় ও প্রতিবন্ধকতা। এ গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার পথে বিদ্যমান থাকা এ সকল অন্তরায়সমূহ খুঁজে বের করা, বাঁধা ও অন্তরায়গুলোর কারণ অনুসন্ধান করা এবং প্রকৃতি উদঘাটন করা। সার্থকভাবে এ কাজগুলো করার মাধ্যমে সেগুলো অপসারণের উপায় খুঁজে বের করা। কেননা কারণ জানা থাকলেই কেবল সেগুলো দূর করার উপায় উদঘাটন করা সম্ভব হয়। কারণ জানা না গেলে সেগুলো দূর করার পরিকল্পিত কোনো পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হয় না। যে কারণে এ গবেষণার লক্ষ্য হলো বিভাগের জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার অন্তরায়সমূহ শনাক্ত করে সেগুলো দূর করার উপায় নিরূপণ করা।

ঞ) **বিভাগের সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের জন্য যুগোপযোগী সুপারিশসমূহ উদ্ভাবন :** ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অস্তিত্ব, স্থিতি, বিকাশ ও অগ্রগতি নির্ভর করবে যুগের চাহিদা পূরণে এর সক্ষমতার উপর। এটি যদি যুগের দাবি অনুসারে শিক্ষার্থী ও গবেষকদের চাহিদা পুরণের উপযোগী না হয়, তাহলে ইতিহাস যতই সমৃদ্ধ হোক, কোন শিক্ষার্থীই এটি গ্রহণে তেমন আগ্রহী হবে না। এ কারণে এ গবেষণার মুখ্য উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয়েছিল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সমৃদ্ধ ও নিরাপদ আগামী নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যুগোপযোগী সুপারিশসমূহ উদ্ভাবন করা এবং সে সুপারিশসমূহের আলোকে বিভাগের সম্মুখযাত্রা অব্যাহত রাখার পথ নির্দেশ করা।

গবেষণার পরিধি

উপরোল্লিখিত শিরোনামে গবেষণা অভিসন্দর্ভের পরিধিতে যেসব দিক অন্তর্ভুক্ত থাকবে তা নিম্নরুপ:-

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পটভূমি, প্রতিষ্ঠাকালীন বিভাগ হিসেবে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ অন্তর্ভূক্ত করণের তাৎপর্য, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষা কার্যক্রম এবং সিলেবাস বর্তমান অভিসন্দর্ভের আলোচ্যবিষয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে অদ্যাবধি জ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ভূমিকা ও অবদান, মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশে দেশ ও জাতি গঠনে বিভাগের অবদান, সৎ ও দক্ষ নাগরিক গড়ে তুলতে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ভূমিকা অভিসন্দর্ভে আলোচিত হবে।

বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের গবেষণা কর্ম, বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অর্জন, বিভাগের প্রসিদ্ধ ইসলামী চিন্তাবিদদের জীবন ও কর্ম এবং দেশ ও জাতির প্রতি তাদের অবদান ইত্যাদি গবেষণার পরিধিভুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালীন বিভাগ হিসেবে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে গত একশত বছরে যে সকল শিক্ষার্থীগণ বি.এ, এম.এ, এম.ফিল ও পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেছে তাদের তালিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অন্যান্য গবেষণাকর্ম, বিভাগীয় গবেষণা জার্নাল প্রকাশ, ড. সিরাজুল হক ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন এবং বিভাগীয় উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সেমিনার ইত্যাদিও এই গবেষণার আওতাভুক্ত।

যে উদ্দেশ্য নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পথচলা শুরু হয়েছে, শতবর্ষের দীর্ঘ সফর শেষে তার নির্মোহ ও নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ, আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের করণীয় সম্পর্কেও অভিসন্দর্ভে দিক নির্দেশনা প্রদান করা হবে।

গবেষণা প্রশ্ন

যে প্রশ্নগুলোকে কেন্দ্র করে গবেষণাকর্ম রচিত হয় তাকে গবেষণা প্রশ্ন বলে। গবেষণা প্রশ্নের আলোকে গবেষণার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, গবেষণা নকশা ও অধ্যায় বিন্যাস করা হয়। **"জ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ"** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভ যেসব প্রশ্নালোকে রচিত হয়েছে, সেগুলো হলো-

১. কেনো এবং কোন্ প্রেক্ষাপটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?
২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় কারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন?
৩. ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগকে কেন প্রতিষ্ঠাকালীন বিভাগসমূহের মধ্যে বেছে নেওয়া হয়েছিলো?
৪. ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পাঠ্যক্রম কী?
৫. ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে কী কী ডিগ্রি প্রদান করা হয়?
৬. ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পাঠ্যক্রমে কি শুধু কুরআন-হাদীসই পড়ানো হয়? নাকি কুরআন-হাদীসের সাথে জাগতিক বিষয়াবলীও অধ্যয়ন করানো হয়?
৭. ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সিলেবাস ও কারিকুলাম কি যুগোপযোগী?
৮. প্রতিষ্ঠাকাল থেকে কারা ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে পাঠদানের সাথে জড়িত ছিলেন?
৯. ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষকবৃন্দের পরিচয়, জ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় তাঁদের অবদান কী?
১০. ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে কী ধরনের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়?
১১. ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে কি সামসময়িক ও প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী নিয়ে আলোচনা সভা ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়? অনুষ্ঠিত হয়ে থাকলে কী কী বিষয় নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে?
১২. ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রতিষ্ঠাকাল থেকে কারা এ পর্যন্ত গবেষণা করেছেন এবং কী বিষয়ে গবেষণা করেছেন?
১৩. ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে এ পর্যন্ত কতজন শিক্ষার্থী ডিগ্রিপ্রাপ্ত হয়েছেন?
১৪. ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা দেশ ও জাতির প্রতি কী অবদান রেখেছেন?
১৫. প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ প্রচারে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ভূমিকা কী?
১৬. যে উদ্দেশ্য নিয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এ বিভাগ কি সেটি পূরণ করতে পেরেছে?
১৭. ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রতি জাতির প্রত্যাশা কী?
১৮. দেশ ও জাতির প্রত্যাশা পূরণে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ভবিষ্যত করণীয় কী হতে পারে?

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

'জ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ' শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের উপর শতবর্ষে প্রথম পূর্ণাঙ্গ গবেষণা এবং ইতিহাস ও ঐতিহ্য তুলে ধরার প্রথম পরিপূর্ণ উদ্যোগ। গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করতে গিয়ে বহুবিধ সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। যেমন :

১. **বিষয়গত বিশালতা :** ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ইতিহাস ও ঐতিহ্য শত বছরের। যে পরিপ্রেক্ষিতে এ বিভাগের যাত্রা শুরু হয় সে প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করেই একটি পিএইচডি অভিসন্দর্ভ রচিত হতে পারে। দীর্ঘ এ অভিযাত্রার বিভিন্ন দশকওয়ারীও ভিন্ন ভিন্ন গবেষণা হতে পারে। স্বতন্ত্র পিএইচডি ডিগ্রি হতে পারে বিভাগের পাঠ্যক্রমের উপরও। বিভাগের গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কে একাধিক পিএইচডি হতে পারে। বিভাগের প্রাক্তন ও বর্তমান মিলিয়ে শিক্ষক ৯০ জন। ইতোমধ্যে তাঁদের দুজনকে নিয়ে বিশদ গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে। আরও অনেকেই রয়েছেন যাঁদের সম্পর্কে গবেষণা করা প্রয়োজন। বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থী যারা অন্যত্র প্রশাসনে ও শিক্ষায় প্রভূত সুনাম কুড়িয়েছেন, গবেষণায় অবদান রেখেছেন তাদেরকে নিয়েও ভিন্ন ভিন্ন গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচিত হতে পারে। অথচ এই সবকিছুকে উপজীব্য করে একটি অভিন্ন প্রস্তাবনায় এ অভিসন্দর্ভটি প্রণয়ন করা ছিলো এ গবেষণার সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা। এতে কোনো একটি বিষয় বাদ দেওয়া সম্ভব ছিলো না; আবার অবয়বগত কারণে সকল বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশিত করাও ছিলো অসম্ভব। সীমিত পরিসরে বিষয়ের সুবিশালতা অন্যতম সীমাবদ্ধতা বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

২. **তথ্যগত অপ্রতুলতা :** ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের জ্ঞানচর্চা ও গবেষণা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাব প্রত্যক্ষ করা গিয়েছে। বিভাগের অনেক শিক্ষকের ব্যাপারে শুধু তাদের নাম এবং বিভাগে যোগদানের তারিখ ব্যতীত আর কিছুই জানা যায়নি। এমনকি বিভাগে শুধু তাদের নামও সংরক্ষণ করা হয়নি।

৩. **তথ্য প্রদানে অনীহা :** ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রাক্তন অনেক শিক্ষার্থী ও বিভাগ সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু ব্যক্তির সাথে বহুবার যোগাযোগ করেও তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। তথ্য প্রদানে অনীহা গবেষণার ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের সীমাবদ্ধতা বলে বিবেচিত হয়েছে।

৪. **প্রামাণ্য গ্রন্থের অভাব :** ইতোপূর্বে বিভাগের ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে কোনো গ্রন্থ লেখা হয়নি। প্রাক্তন দুজন শিক্ষকের জীবনীকে উপজীব্য করে পিএইচডি অভিসন্দর্ভ রচিত হলেও তাতে বিভাগের ইতিহাস প্রামাণ্য আকারে উপস্থাপনের কোনো প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়নি। ফলে বিভাগ সম্পর্কে প্রামাণ্য গ্রন্থের অভাব ছিলো অত্যন্ত প্রকট। এটি যেমন তথ্যগত অপ্রতুলতা হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে একই সাথে কোনো 'মডেল গবেষণা' না থাকায় গবেষণা কর্মটি একেবারে দৃষ্টান্তহীনভাবে সম্পন্ন করতে হয়েছে।

৫. **বিভাগের কোনো আর্কাইভ না থাকা :** বিভাগের বর্তমান এবং সাবেক শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের তথ্য সংগ্রহে রাখা বা বিভাগের শিক্ষক ও কীর্তিমান শিক্ষার্থীদের অর্জনকে ধরে রাখার জন্য বিভাগে কোনো আর্কাইভ নেই, বিশ্ববিদ্যালয়েও কেন্দ্রীয়ভাবে এমন কোনো উদ্যোগ প্রত্যক্ষ করা যায়নি। ফলে প্রামাণ্য সংগ্রহ থেকে সংশ্লিষ্টদের জীবনধারা সম্পর্কে জানা সম্ভব হয়নি।

৬. **বিভাগীয় গবেষণা কর্মের সঠিক সংরক্ষণ না থাকা :** বিভাগীয় শিক্ষকগণ অনেক ধরনের গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করেছেন। ইসলামের আদর্শ ও মূল্যবোধ সম্পর্কে অনেক নিবন্ধ রচনা করেছেন। মুসলিম জাতির খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ, গবেষক ও প্রশাসকদের নিয়েও গবেষণা করেছেন কেউ কেউ। কিন্তু বিভাগীয়ভাবে শিক্ষকদের গবেষণাকর্ম সংরক্ষণ করা হয়নি। এমনকি গবেষণা সংক্রান্ত তথ্যও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সংরক্ষণের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে এ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা ছিলো ভীষণ দুঃসাধ্য বিষয়।

Dhaka University Institutional Repository

৭. **বিভাগীয় খ্যাতিমান শিক্ষার্থীদের সাথে যোগাযোগ না থাকা :** বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের অনেকেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সফলতার সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করছেন, রাজনীতি করছেন, শিক্ষাবিদ হিসেবে সুনাম কুড়িয়েছেন, ব্যবসায় ও বাণিজ্যে সফল হয়েছেন। সকল ক্ষেত্রেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তারা নিজেদের পাশাপাশি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সুনামই বৃদ্ধি করেছেন। কিন্তু সাবেক এই খ্যাতিমান শিক্ষার্থীদের অনেকেই বিভাগের সাথে পরবর্তীতে যোগাযোগ রাখেন না। ফলে কীর্তিমান সাবেক শিক্ষার্থী যারা বিশেষত শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছেন তাদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ছিলো অত্যন্ত কঠিন একটি কাজ।

৮. **বিভাগীয় প্রাক্তন শিক্ষকবৃন্দের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে অসুবিধা :** বিভাগীয় শিক্ষকগণ বিভাগ থেকে অবসর গ্রহণের পর অনেকেই নিভৃত জীবন-যাপন করেছেন। বিভাগের সাথে যোগাযোগ পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন। অনেকেই আবার দেশ ত্যাগ করে পরিবারসহ বিদেশে বসবাস করছেন। অবসরপ্রাপ্ত এ সকল শিক্ষকগণের কোনো তথ্য বা যোগোযোগের ঠিকানা বিভাগে সংরক্ষিত না থাকায় কিংবা তাদের ফোন নম্বর বা এ জাতীয় কোনো সংযোগসূত্র সংগ্রহে না থাকার কারণে প্রাক্তন শিক্ষকবৃন্দ সম্পর্কিত অনেক তথ্য বিশেষত তাদের প্রকাশিত প্রবন্ধ ও গ্রন্থ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণের ব্যাপারে অনেক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

৯. **অনেক শিক্ষকের মৃত্যু এবং পরিবারের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে অক্ষমতা :** শত বছরের ঐতিহ্যবাহী এ বিভাগের অসংখ্য শিক্ষক ইতোমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন। তাদের সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। মৃত্যুবরণকারী এ সকল শিক্ষকদের পরিবারের সাথে যোগাযোগ না থাকায় তাদের তথ্য সংগ্রহ করা ছিলো সুকঠিন। অনেকের সম্পর্কে এটাও জানা যায়নি যে, তাদের উত্তরসূরীদের কেউ দেশে আছেন, নাকি দেশান্তরী হয়েছেন। যে কারণে সকল শিক্ষক এবং সংশ্লিষ্টদের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় অনেক তথ্য উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি।

১০. **রেকর্ডরুমে তথ্যগত অপ্রতুলতা:** বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় রেকর্ডরুমে দীর্ঘদিন ধারাবাহিকভাবে প্রতিজন শিক্ষকের ব্যক্তিগত নথি অনুসন্ধান করেও অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়নি। কারো কারো ক্ষেত্রে কেবল যোগদানের তারিখ পাওয়া গেছে, অবসরের বা চাকরি ছেড়ে যাওয়ার কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। সাধারণভাবে কারোই গবেষণার পূর্ণ তালিকা পাওয়া যায়নি। যতটুকু পাওয়া গেছে, তাও কেবল শিরোনাম। যে কারণে কৃত গবেষণাগুলোর প্রকৃতি ও পরিধি সম্পর্কে তথ্য প্রদান সম্ভব হয়নি।

১১. **বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক রিপোর্টে পর্যাপ্ত তথ্য না থাকা :** প্রতি বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশিত হয় সেখানেও বিভাগের অনেক তথ্য বিধিবদ্ধ হতে দেখা যায়নি। এটিও গবেষণার একটি অন্তরায়।

১২. **বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাটাবেজে কোনো রেকর্ড না থাকা:** বর্তমান বিশ্ব তথ্য-প্রযুক্তির বিশ্ব; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক তথ্য ও উপাত্ত কেন্দ্রীয় ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হলেও এখনও কর্মযজ্ঞটি প্রক্রিয়াধীন। যে কারণে শতবর্ষের প্রয়োজনীয় সকল তথ্য ম্যানুয়ালি অন্বেষণ করতে হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের এই পদ্ধতির কারণে সংগৃহীত তথ্যসমূহের সত্যতা যথার্থতা যাচাইয়ের কোনো দ্বিতীয় সূত্র পাওয়া যায়নি। ফলে কিছু কিছু তথ্য অপ্রামাণ্য হিসেবেই রয়ে গেছে।

এ সকল সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও সম্ভাব্য সর্বোচ্চ নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, অবিরাম শ্রম ও সাধনায় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার একটি আদ্যোপান্ত বিবরণ এ অভিসন্দর্ভে উপস্থাপন করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটিই সর্বশেষ কাজ নয়, প্রথম মাত্র। যে কারণে আশা করা যায়, এ অভিসন্দর্ভটি রচনার প্রেরণা পরবর্তীকালের গবেষকগণের সামনে বিভাগ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত প্রামাণ্য গবেষণার দ্বার উন্মোচিত করবে।

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণা হলো তত্ত্বাদির বিশেষ অনুসন্ধান; তত্ত্বান্বেষণ। বিজ্ঞানীরা যে উপায়ে তাঁদের অনুসন্ধান পরিচালনা করেন তাকে গবেষণা বলা হয়।[১] এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Research যার অর্থ a careful search বা সযত্ন ও সতর্ক অনুসন্ধান; systematic investgation towards development of knowledge বা জ্ঞানের উন্নতি বা বৃদ্ধির জন্য বিধিবদ্ধ অনুসন্ধান। সাধারণ অর্থে গবেষণা হল something addition to knowledge বা জ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন কিছু সংযোজন। তাই যথাযথ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে গবেষণা করার পর জ্ঞানের ক্ষেত্রে যদি নতুন কিছু যুক্ত না হয় তাহলে তাকে গবেষণা বলা হবে না।

ফ্রান্সিস রুমেল–এর মতে, Research is a carful inquiry of examination to discover new information or relationships and to expand and to verify existing knowledge, অর্থাৎ নতুন তথ্য বা সম্পর্ক আবিষ্কার এবং বিদ্যমান জ্ঞানের সম্প্রসারণ ও প্রমাণের লক্ষ্যে পরিচালিত একটি সতর্ক অনুসন্ধান বা পরীক্ষণ হল গবেষণা।[২]

ড. ইয়াহইয়া ওয়াহাব আল জাববুরী-এর মতে,

اَلْبَحْثُ طَلَبُ الْحَقِيْقَةِ وَإِذَاعَتُهَا بَيْنَ النَّاسِ.

অর্থাৎ সত্য অনুসন্ধান করে তা জনসমক্ষে প্রকাশ করাকে গবেষণা বলে।[৩]

ড. মুহাম্মদ রাওয়াশ ও ড. হামিদ সাদিকে-এর মতে,

اَلْبَحْثُ هُوَ جَمْعُ الْمَسَائِلِ وَالْآرَاءِ الْمُتَعَلَّقَةِ فِيْ مَوْضُوْعٍ وَاحِدٍ وَفَحْصُهَا وَبَيَانِ الْغَثِّ مِنْهَا وَالسَّمِيْنَ .

অর্থাৎ গবেষণা হল একই বিষয় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মতামত ও মাসাইল একত্রিত করা এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে সঠিক বর্ণনা গ্রহণ করা অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য ও দুর্বল মতের মাঝে পার্থক্য সূচিত করা।[৪]

সুতরাং গবেষণা হলো জ্ঞানের আবিষ্কার, বিকাশ ও যাচাইয়ের একটি প্রচেষ্টা। এটি এমন একটি বুদ্ধিদীপ্ত প্রক্রিয়া যা শত-সহস্র বছরে বিকাশ লাভ করেছে। এর পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ও কাঠামো পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু লক্ষ্য সবসময়ই অভিন্ন থেকেছে; আর তা হল সত্যের অনুসন্ধান করা। তাই গবেষণা হল বিশেষ যুক্তিপূর্ণ নীতিমালার দ্বারা পরিচালিত জ্ঞান অন্বেষণ প্রক্রিয়া, সত্যকে খুঁজে বের করার নিয়মতান্ত্রিক প্রচেষ্টা এবং কোন বিষয় সম্পর্কে জানার রীতিমাফিক অনুসন্ধান।

Method হলো নিয়ম, শৃঙ্খলা, পদ্ধতি, প্রণালি, ধরণ আর Methodology হলো বৈজ্ঞানিক গবেষণাদিতে অনুসৃত প্রণালী বা নিয়ম বিষয়ক বিদ্যা, কোনো কাজে ব্যবহৃত নিয়ম বা পদ্ধতিসমূহ। সাধারণত গবেষণাধীন সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক গবেষক যে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনসুরণ করে থাকেন তাকে গবেষণা পদ্ধতি বলা হয়।[৫]

আবার এভাবেও বলা যায়, গবেষণা পদ্ধতি এমন এক উপকরণ; অধ্যয়নকারী বা গবেষক নির্ধারিত কোনো বিষয় বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন শাখার মূলতত্ত্বে পৌঁছানোর জন্য যার ওপর নির্ভর করেন। এ

১. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী ও স্বরোচিষ সরকার, *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ডিসেম্বর ২০০০ খ্রি.), পৃ. ৩৪৩

২. J. Francis Rummel, *An Introduction to Research Procedure* (New York : Harper and Row 1904), p. 9

৩. ড. ইয়াহইয়া ওয়াহাব আল জাববুরী, *মানহাজুল বাহাস ওয়া তাহকীকিন নুসূস* (বৈরূত: দারুল গারবিল ইসলামী, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ২২

৪. ড. মুহাম্মদ রাওয়াশ ও ড. হামিদ সাদিক, *মুজামু লুগাতিল ফুকাহা* (পাকিস্তান: ইদারাতুল কুরআন, তা.বি.), পৃ. ১০৪

৫. আস-সাইয়েদ মুহাম্মদ আস-সাইয়েদ আলী, *মানাহিজুল বাহাছ ফীল উলূমিত তার্বিয়্যিাহ ওয়া আলাকাতুহা বিল হাদারাতিল ইসলামিয়া* (আল-আরহাম: আদ্দার আল-আলামিয়্যাহ লিন নাশরি ওয়াত তাওযী, ১ম সংস্করণ, ২০০৫ খ্রি.) পৃ. ১১

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্রে তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, সাহিত্য, ইতিহাসসহ মানবিক বিজ্ঞানের সব শাখা ও অন্যান্য বিজ্ঞান সমানভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়।[৬]

গবেষণা এবং গবেষণা পদ্ধতির এ পরিচয়ের ভিত্তিতে **"জ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভ প্রণয়নের ক্ষেত্রে গবেষণার সুনির্দিষ্ট কিছু রীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। যেমন:

ক) গুণাত্মক ও বর্ণনামূলক পদ্ধতি: যে গবেষণা প্রক্রিয়া কোন সামাজিক অথবা মানবিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে বর্ণনামূলক, রচনামূলক ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়ে থাকে তাকে গুণাত্মক গবেষণা বলা হয়। এ পদ্ধতিতে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে সেটি গভীরভাবে অধ্যয়নের মাধ্যমে বিশ্লেষণপূর্বক নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায়। আলোচ্য অভিসন্দর্ভে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষকবৃন্দের পরিচিতি ও অবদান সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে গভীরভাবে অধ্যয়ন, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেগুলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়াও বিভাগের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত পাঠ্যক্রমকে সংগ্রহ করে সেগুলোর বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সাথে সাথে পাঠ্যক্রমকে ভবিষ্যতের জন্য কীভাবে আরো যুগোপযোগী করা যায়, সে বিষয়ে বিস্তারিত দিক নির্দেশনা উপস্থাপনা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বর্ণনামূলক পদ্ধতির প্রধানতম উদ্দেশ্য "বর্তমানকে অনুধাবন করে ভবিষ্যতের দিক-নির্দেশনা প্রদান করা" সেটিও বাস্তবায়িত হয়েছে। এ ছাড়াও এ পদ্ধতিতে বিভাগের সাবেক কৃতিমান শিক্ষার্থীদের জীবনী ও জ্ঞানচর্চায় তাদের অবদান সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত বিভিন্ন বই, জার্নাল ও ব্যক্তিগত সাক্ষাতকারের মাধ্যমে সংগ্রহ করে সেগুলোকে মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করে চূড়ান্তভাবে প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।

খ) ঐতিহাসিক, বিশ্লেষণাত্মক এবং বিচারমূলক পদ্ধতি: এ পদ্ধতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, কোন প্রেক্ষাপটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো, প্রতিষ্ঠাকালীন বিভাগ হিসেবে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ অন্তর্ভুক্তিকরণের তাৎপর্য ইত্যাদি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ জন্য পূর্বসুরী লেখকদের লেখা এবং গবেষকদের গবেষণার সহযোগিতা নেয়া হয়েছে। বিশেষত বিভিন্ন সময়ে পরিচালিত সরকারি ও বেসরকারি জরিপ, সমীক্ষা ইত্যাদির সহযোগিতা নিয়ে গবেষণা অভিসন্দর্ভটির তাত্ত্বিক ভিত্তি তৈরি করা হয়েছে। যদিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে সাময়িকী ও দৈনিক পত্রিকায় অসংখ্য ফিচার ও লেখা প্রকাশিত হলেও গবেষণাকর্ম তেমন একটা হয়নি। সবচেয়ে বেদনাদায়ক হলো, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ বিষয়ে গবেষণাকর্ম তো খুবই অপ্রতুল, তার চেয়ে অপ্রতুল ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ নিয়ে সাময়িকী বা পত্রিকাসমূহে রিপোর্ট বা ফিচার।

গ) আনুষাঙ্গিক গ্রন্থাবলী, গবেষণা জার্নাল ইত্যাদি পাঠ ও পর্যালোচনা পদ্ধতি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে অনেকগুলো পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী ও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। একাধিক সরকারি ও বেসরকারি জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। জাতীয়ভাবে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রবন্ধ ও উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। প্রায় প্রতিনিয়ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে দৈনিক পত্রিকায় কোনো না কোনো রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। সামগ্রিক উন্নয়নের বহুমুখী পথ নির্দেশক কিছু গবেষণা প্রবন্ধ এশিয়াটিক সোসাইটি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে অসংখ্য তথ্যচিত্র, প্রামাণ্যচিত্র, জনপ্রিয় নাটক নির্মিত হয়েছে। এর সবকিছুতেই ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ সুস্পষ্টভাবে অনুপস্থিত রয়েছে। আলোচ্য গবেষণা অভিসন্দর্ভকে অধিকতর তথ্য সমৃদ্ধ করতে এবং এতদসংক্রান্ত তথ্য যথাসম্ভব প্রায়োগিক ও প্রামাণ্য করার জন্য এ সকল গ্রন্থ ও জরিপের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে এ সকল গ্রন্থাবলি, জার্নাল, প্রবন্ধ ও প্রকাশনা অধ্যয়নের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৬. আব্দুর রহমান আল-আমীরাহ, *আদওয়াউন আলাল বাহছি ওয়াল মাসাদিরী* (রিয়াদ:দারুল মাআরিফ, ১৯৯৭ খ্রি.),পৃ.২৭

বিশেষত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সন্নিহিত অঞ্চলের বিভিন্ন প্রকাশনা, স্থাপনা ও গবেষণা কেন্দ্র অভিসন্দর্ভটির অন্তর্নিহিত ভাব নির্মাণে সবিশেষ সহযোগিতা করেছে।

ঘ) **সরেজমিন পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ, সামাজিক জরিপ ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ পদ্ধতি:** গবেষণা অভিসন্দর্ভকে অধিকতর তথ্য সমৃদ্ধ করতে সরেজমিনে পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ এবং সাক্ষাৎকার গ্রহণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এ জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যালয়, লাইব্রেরি, রেকর্ডরুমসহ গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর স্থানসমূহ সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় রেকর্ডসমূহ নিরীক্ষণের মাধ্যমে তথ্যসংগ্রহ করা হয়েছে। উন্মুক্ত প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষক, কীর্তিমান প্রাক্তন শিক্ষার্থী, বিভাগ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে থেকে সুনির্বাচিতদের নিকট থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের সাথে রেকর্ড বইয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত বিভিন্ন ফাইলে লিখিত তথ্য ও উপাত্তের পরস্পর তুলনা করে তথ্যের ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার পর অভিসন্দর্ভে সেগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিপুল নমুনাকে নমুনায়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সমগ্রকের সেই বিশেষ অংশকে নমুনা বলা হয় যাকে অনুসন্ধানের জন্য নির্বাচন করা হয়। অপরদিকে অনুসন্ধানের জন্য যেসব পর্যবেক্ষণ একককে নির্বাচন করা হয় সেগুলোকে নমুনা একক বলে। আর নমুনায়ন এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে সমগ্রকের একটি অংশ পরীক্ষা করে সম্পূর্ণ সমগ্রক সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। সামাজিক গবেষণার অনেক ক্ষেত্রেই সমগ্রকের একটি অংশ পরীক্ষার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়।

এ ক্ষেত্রে এ অভিসন্দর্ভে ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রাক্তন সকল শিক্ষার্থীদের তালিকা সংগ্রহ করে তাদের থেকে জীবনী ও অবদান বর্ণনা করার জন্য উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন বা Purposive Sampling এর মাধ্যমে কতিপয় খ্যাতিমান শিক্ষার্থীকে নির্বাচন করা হয়েছে।

উন্মুক্ত প্রশ্নপত্র এবং অন্যান্য সূত্র যেমন দলগত আলোচনা, জার্নাল, আর্কাইভ ডকুমেন্ট, প্রাসঙ্গিক গ্রন্থাবলি ইত্যাদি থেকে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করা একটি চ্যালেঞ্জিং, জটিল ও সময় সাপেক্ষ বিষয়। তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ হতে হয় সূক্ষ্ম ও সমালোচনামূলক যাতে গবেষণার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য যথার্থভাবে প্রতিফলিত হয় এবং তা গবেষণা পরিকাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। আলোচ্য গবেষণা অভিসন্দর্ভে নিম্নোক্ত ধাপসমূহ অনুসরণ করে তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ক) তথ্য উপাত্তবিন্যাস;

খ) সংকেতায়ন;

গ) বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের মাধ্যমে মর্মার্থ অনুসন্ধান;

ঘ) মর্মার্থের ব্যাখ্যা প্রদান;

ঙ) উপসংহার বা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া।

উপরোক্ত ধাপগুলো অতিক্রমের সময় গবেষণা প্রশ্ন, গবেষণা উদ্দেশ্য, গবেষণা পদ্ধতি ও তাত্ত্বিক পরিকাঠামো আবশ্যিকভাবেই বিবেচনায় আনা হয়েছে।

উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে যে সব তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে সেগুলো আন্তর্জাতিক স্বীকৃত মানের উপস্থাপনা পদ্ধতিতে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। যথাবিধি বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের ভিত্তিতে উপস্থাপিত হয়েছে, যা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি নতুন সংযোজন বলেই আমাদের সুদৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে।

সাহিত্য পর্যালোচনা

সাহিত্য পর্যালোচনা বলতে বুঝায় গবেষকের নির্ধারিত বিষয়কে কেন্দ্র করে ইতোপূর্বে রচিত বিভিন্ন গবেষণাকর্ম তথা প্রকাশিত বই, প্রবন্ধ, গবেষণা প্রতিবেদন, প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত থিসিস পর্যালোচনা করা। সাহিত্য পর্যালোচনার মাধ্যমে গবেষকের গবেষণার ন্যায্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

সাহিত্য পর্যালোচনা সম্পর্কে Walter A. Borg বলেন:

> "The review of literature involves locating, reading and evaluating reports of Search as well as reports of Casual Observation and Opinion that are related to the individual's planned research project.[7]

আলোচ্য অভিসন্দর্ভ **"জ্ঞান চর্চা ও গবেষণায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ"** সংক্রান্ত সরাসরি কোন গ্রন্থ পূর্বে রচিত হয়নি। এটি একটি মৌলিক গবেষণা, যেখানে কিছু অধ্যায়ের আংশিক বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও প্রকাশিত-অপ্রকাশিত থিসিস থেকে সহায়তা নেওয়া হয়েছে। গবেষণার অধিকাংশ তথ্য-উপাত্তই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেকর্ডরুমে সংরক্ষিত বিভিন্ন ফাইল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে সংরক্ষিত পুরোনো ডাটা এবং গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। তারপরও যে সমস্ত গ্রন্থ বা থিসিস থেকে সহায়তা নেয়া হয়েছে, নিম্নে সেগুলো সম্পর্কে বর্ণনা পেশ করা হলো :

১. **'The History of the University of Dacca'**: এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক এম এ রহিম কর্তৃক রচিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯৮১ সালে প্রকাশিত। বইটিতে মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৬৭। বইটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পটভূমি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা ও বিকাশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথমদিকের ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কে কিছুটা ধারণা রয়েছে। বইটি থেকে গবেষণার ২য় অধ্যায় রচনায় সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

২. **'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষা'**: লেখক সৈয়দ আবুল মকসুদ, বইটি প্রথমা প্রকাশন থেকে ২০১৬ সালে প্রকাশিত হয়েছে। বইটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৯২। বইটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট, যাদের অবদানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন, বিভিন্ন অনুষদ, হল এবং প্রতিষ্ঠাকালীন বিভাগসমূহ সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। এই বইটি থেকেও গবেষণার ২য় অধ্যায় রচনায় সহায়তা নেয়া হয়েছে।

৩. **ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ : ইতিহাস ও ঐতিহ্য (২০১৪-২০১৭)** : লেখক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, বইটি সবুজ মিনার প্রকাশনী থেকে ডিসেম্বর ২০২০ সালে প্রকাশিত হয়। বইটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৯৬। বইটিতে অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদের চেয়ারম্যান থাকাকালীন ৩ বছরের সার্বিক কার্যক্রমের বিবরণ এবং বিভাগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস উল্লিখিত হয়েছে। বইটি থেকে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে ডিগ্রিপ্রাপ্ত এম.ফিল ও পিএইচ.ডি গবেষকগণের তালিকা, অ্যালামনাই এসোসিয়েশন গঠন, IQAC-এর অধীনে Self Assesment রিপোর্ট প্রণয়ন এবং বিভাগের কারিকুলাম প্রণয়নসহ বিভাগ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

৪. **'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ ১৯২১-২০০০'** : গ্রন্থটির লেখক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক রতন লাল চক্রবর্তী। বইটি কল্যাণ প্রকাশন থেকে ২০০২ সালে

---

৭. এ এস এম আতিকুর রহমান ও সৈয়দ শওকতুজ্জামান, *সমাজ গবেষণা পদ্ধতি* (ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ৩য় সংস্করণ, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ৫২

প্রকাশিত হয়েছে। বইটিতে মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৭৬। বইটিতে ইতিহাস বিভাগের প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষাদান কার্যক্রম, বিভাগীয় শিক্ষক নিয়োগ ও কার্যক্রম, স্বাধীনতা সংগ্রামে শহীদ ছাত্র-শিক্ষক, প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষকবৃন্দ ও বিভাগীয় গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বইটি থেকে গবেষণা অভিসন্দর্ভের গঠন এর ক্ষেত্রে সহায়তা নেয়া হয়েছে।

৫. **'বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ ১৮০১-১৯৭১'** : ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ রচিত এ বইটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক জুলাই ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত হয়েছে। বইটিতে মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৯৭। বইটিতে বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদগণের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বইটি থেকে গবেষণার ৪র্থ অধ্যায় রচনায় কিছু তথ্য উপাত্ত নেওয়া হয়েছে।

৬. **'বাংলাদেশের আরবী, ফার্সী ও উর্দুতে ইসলামী সাহিত্য চর্চা'** : বইটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহা. আবদুল বাকী কর্তৃক রচিত এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক ২০০৫ সালে প্রকাশিত। বইটিতে আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষায় ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির ইতিবৃত্ত এবং বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক সাহিত্যকর্ম ও রচয়িতাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ করা হয়েছে। বইটি গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট না হলেও বইটিতে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের কায়েকজন প্রাক্তন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে।

৭. **'মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার ইতিহাস'** : বইটি মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমাদ কর্তৃক রচিত এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক ২০০৪ সালে প্রকাশিত। বইটিতে মাদ্রাসা-ই-আলিয়া প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার সাবেক খ্যাতিমান শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বইটি থেকে বিভাগের কয়েকজন প্রাক্তন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৮. **'আরবী সাহিত্যে ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে আবু নসর ওহীদের অবদান'** : এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধীনে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. এ কে এম নূরুল আলমের অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি থিসিস। পিএইচডি এর তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. আবু বকর সিদ্দীক। থিসিসটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রতিষ্ঠাকালীন হেড শামসুল ওলামা আবু নসর ওহীদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

৯. **'ড. সিরাজুল হক: জীবন সাধনা ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে তাঁর অবদান'** : এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধীন মুহাম্মদ ঈসা কাদেরী কর্তৃক রচিত অপ্রকাশিত থিসিস। এ পিএইচডি গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ড. এ বি এম হাবীবুর রহমান চৌধুরী। থিসিসটিতে ড. সিরাজুল হক-এর পরিচিতি ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে তাঁর অবদান সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

১০. **'শায়খ আব্দুর রহীম: ইসলামী শিক্ষায় তাঁর অবদান'** : এটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধীনে হাফিজা আক্তার কর্তৃক রচিত অপ্রকাশিত এম.ফিল থিসিস। থিসিসটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাবেক শিক্ষক শায়খ আব্দুর রহীম এর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১১. **'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পিএইচডি ও সমমানের অভিসন্দর্ভ'** : এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেজিস্ট্রার সৈয়দ রেজাউর রহমান রচিত ও মেরিট ফেয়ার প্রকাশন থেকে ২০১৫ সালে প্রকাশিত একটি বই। বইটিতে ১৪৯টি পৃষ্ঠা রয়েছে। এতে ১৯২১ সাল থেকে শুরু করে জানুয়ারী ২০১৫ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদ, বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের অধীনে যে সব পিএইচডি গবেষণা হয়েছে সেগুলোর শিরোনাম, গবেষকের নাম এবং

তত্ত্বাবধায়কের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। বইটি থেকে অভিসন্দর্ভের ৮ম অধ্যায় রচনার ক্ষেত্রে পিএইচডি ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের তালিকা তৈরিতে সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

১২.স্মরণিকা : ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ অ্যালামনাই এসোসিয়েশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১ম পুনর্মিলনী ও বার্ষিক সাধারণ সভা ২০১৭ ও ২য় পুনর্মিলনী ও দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা ২০১৯ উপলক্ষে প্রকাশিত। স্মরণিকাদ্বয় থেকে বিভাগ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের গঠন, লক্ষ্য-উদ্দেশ্যাবলী, কার্যনির্বাহী কমিটি এবং বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

জ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, এটি মূলত একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। ইতোপূর্বে সরাসরি এ জাতীয় কোনো গবেষণা হয়নি। গবেষণা অভিসন্দর্ভ প্রণয়নে মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ডরুমে বিভিন্ন হলে সংরক্ষিত বিভিন্ন ফাইল, দলীল-দস্তাবেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে সংরক্ষিত পুরোনো ডাটা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যই প্রধান মাধ্যম হিসেবে ভূমিকা রেখেছে। তাই সাহিত্য পর্যালোচনায় অধিক গ্রন্থ সন্নিবেশিত করা হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ইতিহাস

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষাবিস্তারে পৃথিবীতে অদ্যাবধি যত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে ইতিহাস ও ঐতিহ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্ভবত সবচেয়ে ব্যতিক্রমধর্মী একটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। একটি জাতির অনগ্রসরতা ও পশ্চাৎপদতা দূর করার উদ্দেশ্যে বহুমুখী দাবি ও আন্দোলনের মুখে এভাবে একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘটনা ইতিহাসে নজিরবিহীন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস শুধু একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ইতিহাস নয়; বরং একটি জনপদের মানুষের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিবর্তন ও উত্থানের ইতিহাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় যে আবেগ ও আবেদন বিদ্যমান ছিলো তার সবচেয়ে প্রবল প্রকাশ ঘটে প্রতিষ্ঠাকালীন বিভাগ হিসেবে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অভিযাত্রার মধ্য দিয়ে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পটভূমি

আধুনিক বাঙালি মুসলমানের উচ্চশিক্ষা ও বুদ্ধিবৃত্তির ইতিহাস রচনার সূচনা হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১৯২১ সালে যেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, সেদিন থেকে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের জ্ঞান বিভাসিত আলোকিত যুগের সূচনা হয়। কোন প্রেক্ষাপটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো এবং সে সময়কার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা কী রূপ ছিলো সেটি বিশ্লেষণ করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল পূর্ব বাংলার মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ট হলেও এবং দেশের কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে বিরাট ভূমিকা রাখলেও শত শত বছর তারা ছিলো বিভিন্নভাবে বঞ্চনার শিকার। পলাশীর যুদ্ধের পর তাদের যে শুধু মেরুদন্ডই ভেঙে যায় তা ই নয় বরং মনও ভেঙে যায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে নতুন জমিদারি প্রথা প্রবর্তনের পর বাংলায় যারা জমিদার হন, তাদের অধিকাংশই ছিলো হিন্দু সম্প্রদায়ের। তখন কৃষি অর্থনীতিতে এক মহাজনি প্রথার উদ্ভব ঘটে। যাতে অল্প সময়ের মধ্যেই সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়ন ও জমিদারি-মহাজনি প্রথার শোষণ-পীড়নে মুসলমানদের অবস্থা শোচনীয় থেকে আরো শোচনীয় হয়ে ওঠে। অর্থনৈতিক ভিত্তি দুর্বল থাকায় শিক্ষাক্ষেত্রেও তারা পিছিয়ে পড়ে।

১৭৫৭ সালে যখন পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের কাছে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন ঘটে, তখনো এ দেশের প্রতিটি গ্রামে বাংলা, সংস্কৃত ও ফারসীতে অসংখ্য শিক্ষিত মানুষ ছিলো। শুধু ধর্মীয় কারণে হলেও মুসলমান নারী-পুরুষের একটি বিরাট অংশ আরবী পড়তে ও লিখতে পারতেন। বাংলা লিখতে ও পড়তে পারতেন হিন্দু মুসলমান অনেকেই। কিন্তু উনিশ শতকের তিরিশের দশকে রাজভাষা ফারসির পরিবর্তে সরকারি ভাষা হয় ইংরেজি। আর তাতেই ফারসি শিক্ষিতদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে, বিশেষ করে মুসলমানদের। হিন্দুরা অবিলম্বে ইংরেজি শেখার আগ্রহ দেখান। পশ্চিমের সাথে তাল মিলিয়ে বাঙালি হিন্দুরা অতি দ্রুত এগিয়ে যায়। অন্য দিকে বাঙালি মুসলমানরা পিছিয়ে পড়তে থাকেন। তাদের কোন যোগ্য ধর্মীয় নেতা বা সমাজ সংস্কারক ছিলেন না। বরং বাঙালী মুসলমান সমাজের আরেক মারাত্মক শত্রু ছিল ধর্মান্ধ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিম নেতারা। এ ব্যাপারে University of Dhaka : Making Unmaking Remaking গ্রন্থে বলা হয়েছে :

> "After losing their political power to the British, the Bengali Muslims had clung to their traditions and the memories of old glory, refusing to adopt English or the colonial system of education. The Bengali Hindus, on the other hand, were quick to adopt English and colonial education, leading to the growth of a hindu middle class and an increase in the comparative backwardness of the Muslims in all spheres of life."[৮]

---

৮. Imtiaz Ahmed, Iftekhar Iqbal (Ed), *University of Dhaka : Making Unmaking Remaking* (Dhaka: Prothoma Prokashon, 2016), pp. 300-301

আধুনিক প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চ শিক্ষার আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় ১৮৫৭ সালে। ১৯৫৭ সালের জানুয়ারিতে বড় লাট লর্ড কানিং The Acts of Incorporation পাস করে কলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষা বা জ্ঞানচর্চার প্রতিষ্ঠান ছিলো, কিন্তু সেসব এই ধরণের ইউরোপীয় মডেলে নয়। কলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়ে ইউরোপীয় আদলের প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চশিক্ষার যাত্রা শুরু হয় বাংলায় এবং উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে। "অন্য দুটির মত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ছিলো Affiliating University বা অধিভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। যার অন্তর্ভুক্তি এলাকা ছিলো বিস্তীর্ণ- বাংলা তো বটেই, ছিল বার্মা, আসাম, মধ্য প্রদেশ থেকে শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত। Affiliated কলেজ ছিলো সিমলা, মুসৌরি, ইন্দোর, জয়পুর, শ্রীলঙ্কার জাফনা ও বাত্তিকালোয়া, ওদিকে চট্টগ্রাম ও সিলেট।"[৯]

কুড়ি শতকের শুরু থেকে মুসলমান সমাজে ধীরে ধীরে উচ্চ শিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকে, কিন্তু সংঘবদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার জন্য যে একটি প্রধান কেন্দ্রের প্রয়োজন তা তাদের ছিলো না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মুসলমানদের উন্নতির জন্য তেমন কোনো ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়। "মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অনগ্রসর পূর্ব বাংলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং কিছুটা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বাংলা প্রেসিডেন্সি ভাগ করে পূর্ব বঙ্গ ও আসাম নামে এক নতুন প্রদেশ গঠন করা হয় ১৯০৫ সালে। যার প্রচলিত নাম বঙ্গভঙ্গ।"[১০]

১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের সৃষ্টি হলে হিন্দুরা চরমভাবে ক্ষুব্ধ হন এবং পূর্ব বাংলার মুসলমানরা এটিকে আগ্রহভরে স্বাগত জানান। এ ব্যাপারে University of Dhaka : Making Unmaking Remaking গ্রন্থে বলা হয়েছে :

> "The 1905 partition of Bengal had been welcomed by East Bengal's Muslim population in the hope that it would free them from the domination of the Hindus."[১১]

পূর্ববঙ্গ সব ক্ষেত্রেই ছিল বৈষম্যের শিকার, এমনকি উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও। পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠনের আগে অবিভক্ত বাংলার ১৯টি কলেজ ছিলো তার মধ্যে ১০টিই ছিলো পশ্চিমবঙ্গে এবং জনসংখ্যাগরিষ্ট পূর্ব বাংলায় ছিলো ৯টি- ঢাকা কলেজঃ ১৮৪১, জগন্নাথ কলেজঃ ১৮৮৪, রাজশাহী কলেজঃ ১৮৭৩, চট্টগ্রাম কলেজ ১৮৬৯, ব্রজমোহন কলেজ বরিশাল ১৮৮৯, ভিক্টোরিয়া কলেজ নড়াইল ১৮৮৬, এডওয়ার্ড কলেজ পাবনা ১৮৯৮, হিন্দু একাডেমী খুলনা ১৮৯৬, ভিক্টোরিয়া কলেজ কুমিল্লা ১৮৯৯। সাধারণ ডিগ্রি কলেজ ও অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিলো সমগ্র বাংলায় ৪৫টি তার ৩০টিই পশ্চিমবঙ্গে এবং ১৩টি পূর্ববঙ্গে। আর পূর্ববঙ্গেও যা ছিলো, সেগুলোও ছিলো প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে হিন্দু শাসিত। এ ব্যাপারে The history of the University of Dacca গ্রন্থে বলা হয়েছে :

> "Most of the College in Eastern Bengal were dominated by the Hindus directly or indirectly and the poor Muslim student failed to get the benefit of higher education from these institutions."[১২]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর বাঙালি মুসলমানদের ক্ষোভ ছিলো ১৯০৫ এ পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ গঠনের আগ থেকেই। উনিশ শতকের শেষ দিক থেকেই তারা বিভিন্ন মাধ্যমে এ ক্ষোভ প্রকাশ করে

---

৯. সৈয়দ আবুল মকসুদ, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা* (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ২৭

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

১১. Imtiaz Ahmed and Iftekhar Iqbal (Ed), Ibid, P. 301

১২. M. A. Rahim, *The history of the University of Dacca* (Dacca: University of Dacca, 1981), p. 3

Dhaka University Institutional Repository

আসছিলেন। ক্ষোভের কারণ শুধু হিন্দু প্রাধান্যই নয় বরং শিক্ষাক্রমে হিন্দু ধর্ম কে ইসলামের উপর প্রাধান্য দেওয়াও ছিলো। ১৯০৩ সালের নভেম্বরে 'নবনূর' সম্পাদক সৈয়দ এমদাদ আলী লিখেছিলেন-

> "বস্তুত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একরূপ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, মুসলমানদের নিকট ইহা নানা কারণে Alma matter রূপে পরিচিত হইতে অবসর প্রাপ্ত হয় নাই। ইহাতে শৈশবে যে সব পুস্তক মুসলমান বালকগণ সাধারণত অধ্যয়ন করিয়া থাকে তাহা প্রায় সম্পূর্ণ রূপেই হিন্দু ধর্মের ও হিন্দু সমাজের আদর্শ লইয়া লিখিত। হিন্দু বালকের পক্ষে তাহা বিশেষ উপযোগী সত্য। কিন্তু মুসলমান বালকের হৃদয়ে তাহা বিষময় ফল উৎপাদন করে।"[১৩]

বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ব বাংলায় অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির যে সূচনা হয়, কলকাতা কেন্দ্রিক ভদ্র হিন্দু সমাজ তা মেনে নিতে পারেনি। বিশেষ করে শিক্ষাক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। এক্ষেত্রে এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ১৯০৬ সাল থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত পূর্ব বাংলা ও আসামের কলেজ পর্যায়ে মুসলিম ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৬৯৯০৫১ জন থেকে ৯৩৬৬৫৩ জন হয় এবং শিক্ষাখাতে বাজেট বৃদ্ধি পেয়ে ৪৭৮১৮৩৩ টাকা থেকে ৭৩০৫২৬০ টাকায় উন্নীত হয়।[১৪]

কিন্তু এ আনন্দ বেশি দিন টিকেনি। হিন্দুদের 'বঙ্গভঙ্গ বিরোধী' প্রচারণা এবং নিজেদের জমিদারি স্বার্থরক্ষার নিমিত্তে গঠিত আন্দোলন বেগবান হলে ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর 'বঙ্গভঙ্গরদ' হয়ে পুনরায় যুক্তবাংলা ঘোষিত হয়। এ ঘোষণা মুসলমানদের মনে বিরূপ দাগ কাটে এবং প্রতিবাদী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এতদিন পূর্ববাংলার মুসলমানগণ নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা ভন্ডুল প্রমাণিত হয়, ফলে তারা হতভম্ব ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। মুসলমানরা নিজেদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও তাহযীব-তামাদ্দুন রক্ষার্থে সোচ্চার হয়ে ওঠে এবং 'বঙ্গভঙ্গরদ' এর বিপক্ষে ভারত সরকারের কাছে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ পূর্ববাংলার মুসলমানদের অসন্তুষ্টির ব্যাপার আঁচ করতে পেরে ঢাকায় চলে আসেন এবং মুসলমান নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় বসতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এ সময় নবাব স্যার সলিমুল্লাহ, নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক প্রমুখ মুসলিম নেতৃবৃন্দের একটি প্রতিনিধি দল ১৯১২ সনের ৩১ জানুয়ারী লর্ড হার্ডিঞ্জের সঙ্গে দেখা করেন এবং এ মর্মে বক্তব্য রাখেন যে, পূর্ববঙ্গের মুসলমান সমাজ ছিল নিপীড়িত, নির্যাতিত, নিগৃহীত। তারা ছিল অনুন্নত অবহেলিত। বঙ্গভঙ্গ হওয়ার ফলে মুসলমানদের শিক্ষা-দীক্ষা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথ খোলা হয়। কিন্তু এখন 'বঙ্গভঙ্গরদ' এর কারণে এখানের মুসলমানরা আবারো সবদিক দিয়ে দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। নেতৃবর্গ ভারত সরকার এর নিকট 'বঙ্গভঙ্গরদ' এর প্রত্যাহার দাবি করেন এবং তারা সাথে সাথে এ দাবিও রাখেন যে, পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের শিক্ষা সাংস্কৃতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হোক।[১৫]

মুসলিম নেতৃবৃন্দের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে লর্ড হার্ডিঞ্জ ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যার ফলে ২ ফেব্রুয়ারী ১৯১২ সালে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের জন্য ভারত সরকারের সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করে একটি প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। সেখানে বলা হয় যে-

> The government of India realized that education was the true salvation of the Muslims and that the government of India, as an earnest of their intentions, would recommend to the secretary of state the constitution of a university at Dacca. On 2 February 1912, a communiqué was published stating the decision of the government of India to recommend the constitution of a University at Dacca.[১৬]

---

১৩. *নবনূর*, বর্ষ. ১, সংখ্যা. ৮, অগ্রহায়ন ১৩১০

১৪. ড. এমাজউদ্দীন আহমদ, *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*, **ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: ইতিহাসের বিস্মৃত এক অধ্যায়** (ঢাকা: শিকড় প্রকাশনী, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ২৬১

১৫. M.A. Rahim, Ibid, pp. 4-5

১৬. *Calcutta University Commission Report*, Vol. IV, pt. II, p. 133

বিশ্ববিদ্যালয় হলো নতুন নতুন জ্ঞান তৈরি ও বিতরণের জায়গা, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক মিলে নতুন নতুন জ্ঞান তৈরি করবেন, সমাজের শিক্ষা-সাংস্কৃতিক উন্নয়নে কাজ করবেন এবং এর মাধ্যমে একটি দেশ, একটি অঞ্চল, একটি জাতিগোষ্ঠী সামগ্রিক উন্নতি সাধন করবে এটাই স্বাভাবিক। হিংসা-বিদ্বেষ ছাড়া কেউ এমন প্রতিষ্ঠানের বিরোধিতা করতে পারে না। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী যে, বাস্তব সত্য হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বর্ণ হিন্দুরা চরম বিরোধিতা করেছে। তারা মনে করতেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব হ্রাস পাবে, চাষা ও নিম্নশ্রেণীর মানুষরা শিক্ষিত হবে। এমন হীন আশঙ্কায় পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বাঁধা প্রদান করেন। এমনকি পূর্ববঙ্গের হিন্দুরাও এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধী হিসেবে কাজ করেছে। এ লক্ষ্যে জনমত সৃষ্টির জন্য ১৯১২ সালের ফেব্রুয়ারীতে ফরিদপুর ও ময়মনসিংহে এবং মার্চে দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী, কুমিল্লা ও মেদিনীপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিরোধী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল সভায় সভাপতি ও আলোচক ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ।[১৭]

তাদের এ বিরোধীতার কারণ সম্পর্কে নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী ১৯১২ সালের ৪ মার্চ মুসলিম লীগের এক সভায় বলেছিলেন-

> "The Anti-Partitionist leaders in Calcutta are against the establishment of a Second University at Dacca for two reasons, namely the fear of losing the political influence they exercise upon the rising generation in East Bengal, and the prospect of East Bengal youngmen being drawn away to Dacca from Calcutta collages to the pecuniary loss the latter will to under go in consequence".[১৮]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বিরোধিতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন হিন্দু নেতা ড. রাসবিহারী ঘোষ। ১৯১২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারী তাঁর নেতৃত্বে ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল লর্ড হার্ডিঞ্জের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তাঁরা তখন বলেন, বাংলা একত্র হওয়ায় আমাদের যে আনন্দ তা নষ্ট হয়ে যাবে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে এবং তা হবে 'অভ্যন্তরীন বিভক্তি':

> "It is reared that the creation of a University at Dacca will be the nature of an internal partition a break up the natural life of the people now happily re-united."[১৯]

এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধীতা করেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি স্যার আশুতোষ মুখার্জী, যিনি ছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাইঝি জামাই। তাঁর নেতৃত্বে তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জকে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন না করার জন্য স্মারকলিপি দেয়া হয়। কোনো কোনো বইতে এসেছে তিনি প্রায় ১৮ বার স্মারকলিপি দিয়ে চাপ সৃষ্টি করেন।[২০]

হিন্দু নেতৃবর্গ এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরোধিতায় জনমত গড়ে তুলতে বিভিন্ন সভা সমাবেশ করে এবং সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে। হিন্দু নেতাদের এ সকল বক্তব্য ও স্মারকলিপি পেশ এর জবাবে 'বঙ্গভঙ্গ' থাকাকালীন সময়ে এতদঞ্চলের জনগোষ্ঠীর যে সার্বিক উন্নতি সাধিত হয় সে কথা উল্লেখ করে লর্ড হার্ডিঞ্জ এক ঐতিহাসিক বক্তব্য দেন। তিনি বলেন:

> "When I visited Dacca I found a wide spread apprehension, particularly among the Muhammadans, who form a majority of the population, lest the attention which the partition of Bengal secured for the eastern provinces should be

---

১৭. ড. এমাজউদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬৫

১৮. সৈয়দ আবুল মকসুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

২০. M.A. Rahim, ibid, p. 5

Dhaka University Institutional Repository

> relaxed, and that there night be a setback in educational progress. It was to allay this not very unreasonable that I stated to a deputation of Muhammadan gentlemen that the Government of India were so much impressed with the necessity of promoting education in aprovince which had made such good progress during the past few years that we have decided to recommend to the Secretary of State the constitution of a University at Dacca and the appointment of a special officer for education in Eastern Bengal."[21]

অনেক হিন্দু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কে কটাক্ষ করে মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়' ফাক্কা বিশ্ববিদ্যালয় বলে ডাকতো। "Dacca University' is Mecca University'; 'Fucca (hollow) University'. এ ছাড়াও তারা আরো বলতো যে,

> "A good college (Dacca College) was killed to create a bad University."[22]

বিভিন্ন প্রবন্ধ নিবন্ধ ও গ্রন্থাদিতে আসছে যে, স্যার আশুতোষ মুখার্জী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা বন্ধ করেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪টি প্রফেসরের পদ সৃষ্টির বদৌলতে। তবে এরপরও অন্যান্য মহলের বিরোধিতা অব্যাহত থাকে আপন গতিতে।[২৩]

এতদ্ববিরোধিতা সত্তেও বৃটিশ সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তাদের কৃত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে, যেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মূলত বঙ্গভঙ্গ রদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে বৃটিশ সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। বাংলার গভর্নর এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ম চ্যান্সেলর লর্ড লিটন ২২ ফেব্রুয়ারী ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে 'স্নাতক ডিগ্রি' প্রাপ্ত ছাত্রদের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এই বিষয়টিকে উল্লেখ করে যে বক্তব্য রাখেন, গুরুত্বের কারণে তা হুবহু তুলে ধরছি। তিনি বলেন:

> "It is no use recalling the days when Dacca had just ceased to be the capital of Eastern Bengal and when the late Sir Robert Nathan and his Committee were busy designing the University of Dacca as a splendid Imperial compensation."[২৪]

ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি সোচ্চার হয়ে ওঠে মূলত 'বঙ্গভঙ্গ' কার্যকরের পর থেকেই। ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ গঠিত হওয়ার তিনমাস আগে ১ অক্টোবর আগা খানের নেতৃত্বে নওয়াব মুহসিনুল মুলক বিল গ্রহামী, সৈয়দ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী ও এ. কে. ফজলুল হকসহ ভারতের ৩৫ জন মুসলিম নেতা সিমলায় ভাইসরয় মিন্টোর সাথে দেখা করে মুসলমানদের পক্ষ থেকে যে দাবিনামা পেশ করা হয় তাতে ঢাকাতে একটি মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবির কথাও ছিল।[২৫] এছাড়াও ১৯০৬-১১ এর মধ্যে বহুবার একাধিক কনফারেন্স ও সংগঠনের ব্যানারে বিভিন্ন সময়ে ঢাকায় একটি মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি উচ্চারিত হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।[২৬]

---

২১. ড. আ ফ ম আবু বকর সিদ্দীক, *বাংলার মুসলিম চেতনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়* (ঢাকা: প্রমিনেন্ট পাবলিকেশন, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৭০

২২. আশুতোষ ভট্টাচার্য (সম্পা.), *আমাদের সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়* (ঢাকা: বিশ্বসাহিত্য ভবন, ২০২০ খ্রি.), পৃ. ৫৯।

২৩. ড. এমাজউদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫

২৪. M.A. Rahim,,Ibid, p. 1

২৫. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *নওয়াব সলিমুল্লাহ: জীবন ও কর্ম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ২৯০-২৯৩

২৬. প্রাগুক্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা কতটা প্রবল ছিল তা উপরের পটভূমিতে বিবৃত হয়েছে। বললে প্রধান তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা অতীব প্রয়োজন হয়ে দেখা দেয়। বিষয় তিনটি হল এই-

ক) পূর্ববাংলার মুসলমানদের আশা আকাঙ্খা অনুযায়ী মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ও বিস্তার ঘটানো।

খ) আবাসিক ও শিক্ষাকার্যক্রম একই সাথে পরিচালনার জন্য এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয়-এর বিপরীতে ভিন্নধর্মী স্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় ভারত সরকারের ইচ্ছা পোষণ।

গ) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এর উপর থেকে শিক্ষার চাপ হ্রাস করা।[২৭]

> "The chief determining factor in the decision of the Government to make Dacca the seat of a University was doubtless, the desire to accede to the demand for further facilities for the Muslim population who form a vast majority in Eastern Bengal."[28]

এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে প্রথম কারণটিই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। মূলত পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের কৃষ্টি কালচার ও শিক্ষায় উন্নত করা এবং বৈষম্য লাঘব মানসেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী ব্যক্তিবর্গ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় যাঁদের অনন্য অবদান রয়েছে তাঁদের আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় যে, পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের ধর্মীয় চেতনা, সৎ সাহস, দৃঢ় প্রত্যয় ও অসীম ধৈর্য এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় প্রধান ভুমিকা রেখেছে। কেননা বর্ণ-হিন্দুদের উপর্যপুরী সকল বাধা বিপত্তি, বিরোধিতাকে মোকাবেলা করে স্বীয় দাবি আদায়ে অনঢ় থাকতে সক্ষম হয়েছেন বলেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় এ অঞ্চলের বৃহৎ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠদের অবদানই মূল শক্তি হিসেবে ধরে নিতে হয়। এ ছাড়া সুনির্দিষ্ট করে বলতে গেলে নেতৃস্থানীয় পর্যায়ে যে কয়জন মুসলিম মনীষীর ত্যাগ, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও দূরদর্শিতা এ ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- নবাব স্যার সলিমুল্লাহ, নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। নিম্নে তাঁদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো :

ক. নবাব সলিমুল্লাহ (৭ জুন ১৮৭১-১৬ জানুয়ারি ১৯১৫)

নবাব সলিমুল্লাহ ঢাকার চতুর্থ নবাব ছিলেন। তার পিতার নাম নবাব খাজা আহসানউল্লাহ ও দাদার নাম নবাব খাজা আব্দুল গনি। তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

নবাব সলিমুল্লাহ ছিলেন সমগ্র বাংলার হিন্দু-মুসলমান সব ভূস্বামীদের নেতা এবং বাংলার মুসলমানদের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় নেতা। তিনি বেঙ্গল ল্যান্ডলর্ডস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। ১৯১১ সালের ১১ আগস্ট পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলমান সমিতি এবং প্রাদেশিক মুসলিম লীগ লে. গভর্নর হেয়ারকে বিদায় এবং নতুন গভর্নর স্যার চার্লস বেইলিকে স্বাগত জানাতে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সেখানে নেতারা ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি উল্লেখ করেন। ১৩ জানুয়ারী ১৯১২ সালে নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে ১৯ জন মুসলিম নেতা ঢাকায় লর্ড হার্ডিঞ্জের সঙ্গে দেখা করেন। ঢাকায় একটি

---

২৭. M.A. Rahim, Ibid, p. 1

২৮. *Calcutta University Commission Report*, Vol. IV, pt. II, pp. 131-132

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ছাড়াও তাঁদের দাবিনামার মধ্যে ছিল পূর্ব বাংলার মুসলমানদের শিক্ষার জন্য একজন স্পেশাল অফিসার নিয়োগ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হতেই নবাব সলিমুল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তাঁদের নবাব এস্টেটের জমি দান করার অঙ্গীকার করেন। বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি তাঁদের ৬০০ একর জমি দেওয়ার ঘোষণা দেন। রমনায় প্রধানত তাঁদের জমিতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম শুরু হয়।

নবাব সলিমুল্লাহ ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও মুসলিম হলের স্বপ্নদ্রষ্টা ও পরিকল্পনাকারী। তারই স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯২৮ সালে মুসলিম হলের নাম পরিবর্তন করে সলিমুল্লাহ মুসলিম হল করা হয়।

নবাব সলিমুল্লাহ ছিলেন এ অঞ্চলের অবিসংবাদিত নেতা। ১৯১১ সালে নতুন প্রদেশ বাতিল হওয়ার পর শারীরিক ও মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। বস্তুত জাতীয় রাজনীতিতে তিনি উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। অধিকাংশ সময় ধর্ম কর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। কুরআন পাঠ করতেন। সভা সমাবেশ অনুষ্ঠানাদি বর্জন করতেন। তাঁর হৃদরোগ ও ডায়াবেটিসের প্রকোপ বেড়ে গেলে একপর্যায়ে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় যান। সেখানে নিজ বাসভবন হায়দার মঞ্জিল এ বাস করতে থাকেন। ১৬ জানুয়ারি ১৯১৫ সালে নবাব সলিমুল্লাহ কলকাতায় মারা যান। দাফনের জন্য তাকে ঢাকায় নিয়ে আসা হয় এবং এখানে তাঁর জানাযা হয়। এতে হিন্দু মুসলমান এর উপস্থিতি ছিলো প্রায় সমান সমান। এ মহান নেতা ছিলেন সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য ও শ্রদ্ধেয়।

খ. নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী (২৯ ডিসেম্বর ১৮৬৩ - ১৭ এপ্রিল ১৯২৯)

নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব বাংলা) টাঙ্গাইলস্থ ধনবাড়ীর জমিদার ছিলেন। তিনি অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুসলমান মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। সে সময় তিনি শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন।

নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী একটি নাম নয় বরং একটি ইতিহাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তার অবদান অনন্য। স্যার সলিমুল্লাহর আকস্মিক মৃত্যুর পর প্রবল বিরোধিতার মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেন। ১৯২০ সালের ১১ এপ্রিল ঢাকা জেলা মুসলিম এ্যাসোসিয়েশনের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর সভাপতি ছিলেন খাজা মোহাম্মাদ আজম। তিনি তার বক্তব্যে নওয়াব আলী চৌধুরীর অসামান্য অবদানকে স্বীকৃতি দিয়ে বলেন: 'তাঁর প্রচেষ্টা না হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম হতো না।' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সলিমুল্লাহ ও নওয়াব আলী চৌধুরীর অবদান ইংরেজ গভর্নরগণও অকপটে স্বীকার করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেট ভবনের নামকরণ তাঁর নামে হয়েছে।

১৯১১ সালের আগস্টে লে. গভর্নর চার্লস বেইলির বিদায় সংবর্ধনার অনুষ্ঠানে নওয়াব আলী চৌধুরী ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় তার জমিদারির একটি অংশ বন্ধক রেখে দান করেন ৩৫ হাজার টাকা। নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী নাথান কমিশনের মূল সদস্য থাকার সাথে সাথে ২৫টি সাব-কমিটির ছয়টিতে সদস্য ছিলেন। প্রস্তবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ, প্রকৃতি, শিক্ষাসূচি, গঠনপ্রণালি, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, তহবিল প্রভৃতি বিষয়ে তিনি তাঁর অভিমত 'অতিরিক্ত মন্তব্য' রূপে পেশ করেন। বিশেষভাবে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন তা নিয়ে কমিশনের রিপোর্ট প্রণয়নে সহায়তা করেন। মেট্রিকুলেশন পরীক্ষা থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-এর বহু টাকা আয় হতো। ওই পরীক্ষার ব্যবস্থা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা এবং পূর্ববঙ্গের সংশ্লিষ্ট কলেজগুলোকে নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে আঞ্চলিক আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অভিমত দেন তিনি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ রাখার ব্যাপারেও নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী জোর সুপারিশ করেন। ১৯১৮ সালে নওয়াব আলী চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়ার জন্য ১৬ হাজার টাকার একটি বড় তহবিল বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন। ওই টাকার আয় থেকে অর্ধেক

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ছাত্রদের এবং অর্ধেক অন্য বিভাগের ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়ার নির্দেশ দেন।[২৯] এ মহান ব্যক্তির অসামান্য অবদান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কখনো ভুলতে পারবে না।

গ. শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক (২৬ অক্টোবর ১৮৭৩-২৭ এপ্রিল ১৯৬২)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় যাদের নাম অবিস্মরণীয় তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক। তিনি রাজনৈতিক অনেক পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তার মধ্যে কলকাতার মেয়র (১৯৩৫), অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী (১৯৩৭-১৯৪৩), পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী (১৯৫৪), পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (১৯৫৫), পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর (১৯৫৬-১৯৫৮) অন্যতম।

তিনি ছিলেন স্যার সলিমুল্লাহ ও নওয়াব আলীর বন্ধু ও সহকর্মী। অন্যদের তুলনায় তিনি দীর্ঘ সময় পান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে গড়ে তোলার জন্য। তিনি সদা-সর্বদা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের খোঁজ নিতেন। আমন্ত্রিত হয়ে কিংবা বিনা আমন্ত্রণেই ফজলুল হক বারবার এসেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বারবার আলোচনায় বসেছেন। বহুবার এসেছেন মুসলিম হলে ছাত্রদের খোঁজ নিতে। ঢাকা হল, জগন্নাথ হলও পরিদর্শন করেছেন। নিজের থেকেই ছাত্রদের সমস্যার খোঁজ-খবর নিয়েছেন। ১৯২৬ সালেই মুসলিম হলে এসেছেন তিনবার। তিনি শিক্ষার্থীদের সাথে বন্ধুপ্রতিম হিসেবে আলাপ আলোচনা করতেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর থেকে প্রতিবছরই সরকার বাজেটে টাকা বরাদ্দ না করে শুধু মৌখিক আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছিল। ফজলুল হক সেদিকে স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন:

> "With a view to prevent a setback in the educational progress of Eastern Bengal, we are promised a University at Dacca. Ever since 1912 provisions were being made in every budget for this proposed university, and each year we were told to live on the hope that this University would soon be an accomplished fact. We are now told that a costly project like a University at Dacca is out of the bounds of possibility in the near future."[৩০]

পঞ্চাশের দশকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে পদাধিকার বলে তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর। ১৯৫৫ সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হিসেবে সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন :

> "I was very closely and actively associated with all the plans and schemes and I know the difficulties which we Muslims had to face and the obstinate opposition we had to overcome at that time in pushing the scheme for the establishment of the University. In January 1913 we presented an address to Lord hardinge, the then Viceroy, and submitted our proposals for the improvement of the conditions of Muslims in East Bengal: he said that the Government of India would take steps to establish a University at Dacca."[৩১]

ফজলুল হকের অনন্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ জনগণের দাবি মোতাবেক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর নামে একটি ছাত্রাবাস নির্মাণ করা হয়। ১৯৩৯ সালের ১৯ আগস্ট এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল মুসলমান ছাত্রদের জন্য আরেকটি হল নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয় এবং তার নামকরণ করা হয় 'ফজলুল হক মুসলিম হল'। ১৯৪০ এর ১ জুলাই নবনির্মিত ফজলুল হক হলে ছাত্ররা ওঠেন।

---

২৯. সৈয়দ আবুল মকসুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪-৬৫

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. সৈয়দ শামসুল হোদা (১৮৬২-১৯২২)

নবাব শামসুল হোদা ব্রাহ্মনবাড়িয়ার অধিবাসী ছিলেন। প্রথম জীবনে একজন আইনজীবি হিসেবে নিজের শক্ত অবস্থান তৈরি করতে সামর্থ্য হন। ১৯০৮ সালে নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। পরবর্তী বছর ইম্পেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। নতুন প্রদেশ বাতিল হওয়ার পর তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভাপতি হন। ১৯১২ থেকে ১৯১৭ পর্যন্ত বাংলার গভর্নর পরিষদের মন্ত্রী ছিলেন। ১৯১৭ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। ১৯২১ সালে বঙ্গীয় আইনসভার প্রথম সভাপতি (স্পিকার) নির্বাচিত হন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় যে সকল মনীষীদের নাম পাওয়া যায় তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন সৈয়দ শামসুল হোদা। কিন্তু এ মহান ব্যক্তিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর ছাত্র শিক্ষকগণ মনে রাখেননি। তাঁর নাম ও স্মৃতি রক্ষার প্রয়োজন মনে করেননি কেউ। তিনি হারিয়ে গেছেন বিস্মৃতির অতলে। ইতিহাস সাক্ষী বাঙালি মুসলমানের শিক্ষার প্রসারে তাঁর অবদান সলিমুল্লাহ, নওয়াব আলী ও ফজলুল হকদের সমপর্যায়ের। পূর্ব বাংলার মুসলমানদের উচ্চশিক্ষায় বাধা বিপত্তি দূরিভূত করার জন্য তিনি মনেপ্রাণে চেষ্টা করতেন। পূর্ব বাংলার শিক্ষা উন্নয়নে তাঁর ভূমিকা অসামান্য।

একশ্রেণির হিন্দু নেতাদের প্ররোচনায় শিক্ষামন্ত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট বরাদ্দ কমানোর প্রস্তাব করেন। তার প্রতিবাদে বঙ্গীয় আইনসভায় নবার শামসুল হোদা সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে টাকা দিচ্ছে তা কোনো দান খয়রাত নয়, তা পূর্ব বাংলার মানুষের ন্যায্য প্রাপ্য। আইন সভার অধিবেশনে তিনি বলেন :

> "In my general remarks on the Budget, Sir, I have made it abundantly clear that the grant to the Dacca University is no gift, but is what, or rather less than, what Government is morally bound to give to that institution. I believe and I do believe that the present allotment falls far short of the amount contributed by the Government of India annually for some years specifically for the Dacca University."[32]

এ ছাড়াও সৈয়দ শামসুল হোদা একাডেমিক ভবন, লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি, শিক্ষকদের বাসভবন প্রতিষ্ঠার জোরালো দাবি জানিয়েও বক্তব্য রাখেন। যেমন তিনি বলেন:

> "The area of the land occupied by the University is about one square mile. The buildings, though large, need considerable alterations for University purposes, and fresh hostels for students are urgently necessary. If the University is to perform satisfactorily as contemplated, its functions as a residential University. There are no adequate laboratories, A new physical Laboratory is urgently needed and the library of the Dacca College must be greatly increased to provide for the needs of the University. There are to be over 100 teachers on the staff, and there is house accommodation only for 40 including executive officers, clerks, etc."[33]

অন্যদিকে তিনি মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা ছাত্রাবাসের দাবি জানান। অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার কারণে যেসব মেধাবী মুসলমান ছাত্র উচ্চশিক্ষা গ্রহণে অসমর্থ, তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার কথা বলেন। যেমন তিনি বলেন:

> "The Dacca University will have a Moslem Hall, which will give special facilities to Muhammadan students. The University will encourage the

---

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

Dhaka University Institutional Repository

attendance of Muhammadan students. It will help to redress the balance at present so unequal between the two sections of the community."[34]

ঙ. খান বাহাদুর আহছানউল্লাহ (১৮৭৩-১৯৬৫)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন সময়ে মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই ভূমিকা রাখেন। শিক্ষা বিভাগের সিনিয়র কর্মকর্তা খানবাহাদুর আহছানউল্লাহর অবদানও অনস্বীকার্য। তিনি তাঁর নিজের ভাষায় লিখেন:

> "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খসড়া বিল [কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের] সিনেটে উত্থিত হইলে দারুণ বিরোধের সৃষ্টি হয়, পরে উহা বিবেচনার জন্য একটি স্পেশাল কমিটি গঠিত হয়। উহার মধ্যে আমি একজন মেম্বার ছিলাম এবং যত দূর সাধ্য উহার আবশ্যকতা সমর্থন করিয়াছিলাম।"[৩৫]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য গঠিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ, সমাজসেবক ও শিক্ষানুরাগীদের কাছে ২২টি প্রশ্নের লিখিত উত্তর জানতে চান। প্রশ্নমালার মধ্যে ঢাকায় নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, তার শিক্ষাকার্যক্রম, কারিকুলাম, প্রশাসনিক কাঠামো এবং বিশেষ করে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলো ছিলো। আহছানউল্লাহ ২২টির মধ্যে ৮টি প্রশ্নের উপর তার অভিমত দেন। মুসলমানদের শিক্ষার প্রশ্নে লিখিতভাবে তিনি তাঁর প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন:

> "The Moslems in Bengal represent 52.2% of the total population, while the Hindus represent 45.2%. To advance Muhammadan education and to Stimulate its progress and to Safeguard the Convictions of muslim Students it is essential that the recommendations of the University Commission Should be adopted in toto in respect of the constitution of the muslim advisory board, the muslim hall, the executive council, the court of Senate and the Academic Council.[36]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় আরো বহু খ্যাত অখ্যাত শিক্ষানুরাগী সমাজসেবীর অবদান রয়েছে। তাদের অনেকেই হারিয়ে গেছেন বিস্মৃতির আড়ালে, আবার কেউ কেউ কাজ করেছেন পর্দার অন্তরাল থেকে। ফলে ইতিহাস তাদের নাম সংরক্ষন করতে সমর্থ হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাদের কাছে চিরঋণী। জাতি তাদের প্রতি সর্বদা কৃতজ্ঞ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় কমিশন গঠন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য দুটি কমিশন গঠন করা হয়। একটি হল 'নাথান কমিশন' আর অপরটি হলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বা স্যাডলার কমিশন। ১৯১২ সালের ৪ঠা এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ভারত সরকার বাংলা সরকারকে নির্দেশনা প্রদান করে। যার ফলে বাংলা সরকার ২৭শে মে ১৯১২ সালে প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার জন্য ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে। এই কমিটির প্রধান ছিলেন ব্যারিস্টার রবার্ট নাথান। তার নামানুসারেই মূলত একে নাথান কমিটি বলা হয়। [৩৭]

নাথান কমিটির যারা সদস্য ছিলেন তারা হলেন- জি. ডব্লিউ. কুচলার, ডি.পি.আই, বাংলা; ডক্টর রাসবিহারী ঘোষ, এডভোকেট কলকাতা হইকোর্ট; নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী; নবাব

---

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

৩৫. খান বাহাদুর আহছানউল্লাহ, *আমার জীবন ধারা* (সাতক্ষীরা: নলতা কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশন, ১২তম সংস্করণ, ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ৯৫

৩৬. সৈয়দ আবুল মকসুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

৩৭. মুহাম্মদ আবদুস সালাম, **ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর ভূমিকা**, *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, খ. ২৫, সংখ্যা. ১, জুন ২০০৭, পৃ. ৩৭

সিরাজুল ইসলাম; আনন্দ চন্দ্র রায়, উকিল ও জমিদার, ঢাকা; মুহাম্মাদ আলী, আলীগড়; এইচ. আর. জেমস, প্রিন্সিপ্যাল, প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলকাতা; ডব্লিও. এ.টি. আর্চবোল্ড, অধ্যক্ষ ঢাকা কলেজ; সতীশচন্দ্র আচার্য, অধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা; ললিত মোহন চ্যাটার্জি, অধ্যক্ষ, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা; সি.ডব্লিউ পেক, প্রফেসর প্রেসিডেন্সী কলেজ; শামসুল উলামা আবু নসর মুহাম্মাদ ওহীদ, তত্ত্বাবধায়ক, ঢাকা মাদ্রাসা; ডি. এস. ফ্রেসার, আই.সি.এস। মি. ফ্রেসার এই কমিটির সচিব নিযুক্ত হন।[৩৮]

নাথান কমিটি অনেক চিন্তা-ভাবনার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট বাংলা সরকারের কাছে পেশ করেন, যার কিছু রূপরেখা ছিল নিম্নরূপ :

a) The University of Dacca should be a state University maintained by the Government and staffed by Government officers. The Director of the Public Instruction would be the official visitor, with full powers to inspect all colleges and departments.

b) The University of Dacca should be unitary teaching and residential University. The collage was to be a unit of University life combining teaching and residential hostel for students…

c) There should be the Department of Arabic and Islamic Studies in the proposed University at Dacca...[৩৯]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর লর্ড চেমসফোর্ড ১৯১৭ সালের ৬ ই জানুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিতে গিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ নানাবিধ সমস্যা পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য একটি কমিশন গঠন করার কথা বলেন। যে কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক অসুবিধা দূরীকরণের লক্ষ্যে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় তার গঠনমূলক প্রস্তাবনা সরকারের কাছে পেশ করবে। পরবর্তীতে এই কমিটিকে প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনায় মতামত ও পরামর্শ প্রদানের জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়। যেহেতু এ কমিশন এর প্রধান ছিলেন ডঃ এম. ই. স্যাডলার, তাই একে স্যাডলার কমিশনও বলা হয়।[৪০]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন এর যারা সদস্য ছিলেন তারা হলেন- চেয়ারম্যান, ডঃ এম.ই. স্যাডলার, ভাইস চ্যান্সেলর, লীডস বিশ্ববিদ্যালয়; সদস্য হিসেবে ছিলেন- ডঃ জে, ডব্লিউ গ্রেগরী, অধ্যাপক ভূতত্ত্ব বিভাগ, গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়; সি.পি.জে হার্টস, একাডেমিক রেজিস্ট্রার, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়; অধ্যাপক রামসে মুয়ের, ম্যানচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়; স্যার আশুতোষ মুখার্জী, বিচারপতি কলকাতা হাইকোর্ট; ডব্লিউ হরনেল, ডি.পি.আই. বেঙ্গল; ডঃ জিয়াউদ্দীন আহমাদ, অধ্যাপক গণিত; এম.এ.ও কলেজ, আলীগড়; জি.এন্ডারসন, সহকারী সচিব, শিক্ষা বিভাগ, ভারত সরকার। জি.এন্ডারসন এই কমিশনের সচিব নির্বাচিত হন।[৪১]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত নাথান কমিটির রিপোর্টটি যথাযথভাবে পর্যালোচনার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন যে বিজ্ঞ সুপারিশটি করেন, তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। কমিশনের রিপোর্টে এই মর্মে বলা হয় যে,

> "The commission was fully convinced in this respect, and stated: Even if the establishment of the University of Dacca had not been promised by the

---

৩৮. ড. আ ফ ম আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১-৭২

৩৯. *The Report of the Nathan Committee,* 1912; ড. আ ফ ম আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

৪০. *Hundred Years of the History of the University of Calcutta,* p. 263

৪১. ড. আ ফ ম আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

Government of India, the whole policy of the University reorganization in Bengal, which we advocate, would have led us to recommend the establishment of a University in that town either immediately or at an early date. … The Commission also noted that, Dacca Division and Tippera district supply 7097 out of total number of 27,290 students in the University of Calcutta. So Dacca is therefore, already in the centre of great student population."[৪২]

নাথান কমিটির পেশকৃত সুপারিশের সাথে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের এই সূত্রে মূল মতানৈক্য দেখা যায় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কি কেবলমাত্র আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হবে নাকি পাটনা বিশ্বদ্যিালয়ের মত "Teaching and affiliating" প্রতিষ্ঠান হবে? ভারত সরকারের নেতৃবৃন্দের দাবি ছিল :

"Dacca University should combine the affiliating function with its teaching and residential character."[43]

নাথান কমিটি যে রিপোর্ট দেয় সেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারী নিয়ন্ত্রনাধীন বিশ্ববিদ্যালয় করার কথা বলা হয়, কিন্তু স্যাডলার কমিশন তার বিরোধিতা করে স্বায়ত্ত্বশাসিত বিশ্ববিদ্যালয় করার প্রস্তাবনা দেন এবং সে অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে ওঠে। স্যাডলার কমিশন এ মর্মে জোর দাবি উত্থাপন করে যে,

"Without a certain degree of freedom we do not think that the University of Dacca Can even become a living and healthy organization".[44]

যাই হোক নাথান কমিটি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের রিপোর্ট জমা দিতে সক্ষম হয়েছে। যার কারণে ১৯১৩ সালে জনসাধারণের মতামত যাচাইয়ের জন্য এ রিপোর্ট সর্বসাধারণের জন্য উম্মুক্ত করে দেয়া হয়। জনগণের সমর্থন পাওয়ায় একই বছর ডিসেম্বর মাসে 'ভারত সচিব' কর্তৃক রিপোর্টটি চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। কিন্তু এ রিপোর্ট গ্রহণ করারও দীর্ঘ ৮ বছর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিলটি এ্যাক্ট হিসেবে অনুমোদন পায় এবং ১৯২১ সালে এসে বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে অর্থনৈতিক সংকটের কারণে প্রকল্পটি বাঁধার মুখে পড়ে। যার ফলে ১৯১৫ সালে ছোট আকারে হলেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজটি সম্পন্ন করার জন্য প্রস্তাব দেয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯১৬ সালে ভারত সরকার বাংলা সরকারের নিকট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ন্যূনতম খরচের সংশোধিত পরিকল্পনা পেশ করার নির্দেশ দেয়। এ সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনাটি ভারত সরকার ও ভারত সচিব কর্তৃক গৃহীত হয়।[৪৫]

কিন্তু তারপরও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিষয়টি সঠিক ভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল না বিধায় মুসলিম নেতৃবর্গের মনে সরকারের সদিচ্ছার প্রতি সন্দেহের সৃষ্টি হতে থাকে। তাই নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী ২০শে মার্চ ১৯১৭ সালে রাজকীয় আইন পরিষদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অচিরেই প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়ে একটি প্রস্তাব পেশ করেন। তিনি বলেন: 'আঞ্চলিক পুনর্গঠনের ক্ষতিপূরণ হিসেবে পূর্ববঙ্গকে একটি আশ্বাস দেয়া হয়েছিল, কিন্তু যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে এখানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ধারা স্থগিত করা হবে মর্মে গুরুতর সন্দেহের উদ্রেক ঘটেছে। তিনি ছোট্ট পরিসরে হলেও এর সূচনা করা উচিত মর্মে পরামর্শ দিয়েছেন।

'Eastern Bengal had been assured of a University as a Compensation for the territorial readjustment, and that serious doubts were entertained when the war broke out lest the University question were indefinitely shelved or

৪২. *Calcutta University Commission Report*, vol. IV, pt. II. Pp. 132-133

৪৩. M.A. Rahim,, Ibid, p. 12

৪৪. *Calcatta University Commission Report*, vol. IV, pt. II, PP. 136-137

৪৫. The cost of the reduced scheme was estimated at Rs. 11,25000. For Dacca scheme, see, Government Communique of November 26, 1927

postponed. He suggested that a small beginning should be made all at once.[৪৬]

নওয়াব আলী চৌধুরীর এ প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে সরকারের পক্ষে মি: শঙ্কর নায়ার ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হওয়ার বিষয়টি জোরালোভাবে ব্যক্ত করেন এবং তাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেন। ফলে তিনি তার প্রস্তাবটি উঠিয়ে নেন। এরপর সে বছরই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠন হলে তাদেরকেই আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য পরামর্শ প্রদান করতে নিয়োগ করা হয়। পরবর্তীতে এ কমিটি ও পূর্বের নাথান কমিটির প্রস্তাবনার আলোকে ১৯২০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিলটি এ্যাক্ট হিসেবে অনুমোদন লাভ করে। মূলত বলা যায় সে সময়কার বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বিলম্ব হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা ও অভিযাত্রা

অবশেষে নানা ঘাত-প্রতিঘাত, বাধা-বিপত্তি ও কন্টকাকীর্ণ পথ পেড়িয়ে ১৯২০ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি ভারতীয় আইনসভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ১৮ মার্চ সর্বসম্মতিক্রমে অ্যাক্ট এ পরিণত হয়। ২৩শে মার্চ ১৯২০ সালে 'দ্য ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট ১৯২০' গভর্ণর জেনারেল এর অনুমোদন লাভ করে। এ আইনটিই হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি।[৪৭]

এর ফলাফল হিসেবে ১৯২১ সালের ১ জুলাই ৩টি অনুষদ ও ১২টি বিভাগ নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। অনুষদ ৩ টি হলো- কলা, বিজ্ঞান ও আইন। প্রতিষ্ঠাকালীন বিভাগসমূহ হলো- ইংরেজী, আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ, ফার্সী ও উর্দু, বাংলা ও সংস্কৃত, দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান, গণিত, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, আইন, এডুকেশন বা শিক্ষা। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৩টি অনুষদ, ১৩টি ইনস্টিটিউট, ৮৪টি বিভাগ, ৬০টি ব্যুরো ও গবেষণা কেন্দ্র এবং ছাত্র-ছাত্রীদের ১৯টি আবাসিক হল, ৪টি হোস্টেল ও ১৩৮টি উপাদানকল্প কলেজ ও ইনস্টিটিউট রয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত শিক্ষার্থী সংখ্যা হলো- ৪৬,১৫০ জন; আর শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছেন ২,০০৮জন।[৪৮]

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস এক ও অভিন্ন। যে প্রেক্ষাপটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো, ঠিক একই প্রেক্ষাপটে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগও প্রতিষ্ঠা হয়। এই কারণেই ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Integral Part বা 'অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ প্রতিষ্ঠার পটভূমি

ইতিহাস সাক্ষী দীর্ঘকাল যাবত পূর্ববাংলার মুসলমান সমাজ শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, উচ্চশিক্ষা গ্রহণ ও সরকারী চাকরীতে যোগদান তথা প্রায় সর্বক্ষেত্রেই বৈষম্যের স্বীকার হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একচেটিয়া হিন্দুদের ক্ষমতা থাকা ও উঁচুতলার হিন্দু শিক্ষার্থীদের আধিপত্য থাকার কারণে এ অঞ্চলের মুসলমানদের সেখানে শিক্ষার সুযোগ তেমন একটা ছিলো না। এছাড়াও হাতে গোনা যে

৪৬. M.A. Rahim, Ibid, p. 10

৪৭. সৈয়দ রেজাউর রহমান, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পিএইচ.ডি ও সমমানের অভিসন্দর্ভ* (ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ৪

৪৮. https://www.du.ac.bd/latest_news/single_news/2716, Accessed on 08 July 2020

Dhaka University Institutional Repository

কয়েকটি কলেজ ছিলো তাও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হওয়ায় সেখানেও মুসলিম শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। যেহেতু পূর্ববাংলা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রধান নিয়ামক ছিল মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা ও তাদের তাহযীব তামাদ্দুন ধরে রাখা, তাই মুসলমানদের মনোবাসনা অনুযায়ী এখানে ইসলামিক স্টাডিজের উপর উচ্চ শিক্ষাগ্রহণের একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়টি ই ১৯২৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে চ্যান্সেলর আলেকজান্ডার জর্জ রবার্ট বুলওয়ার লাইটন তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট করে বলেন:

> "Dacca is already marked out as a Residential University which Calcutta can never become, and situated as it is in Eastern Bengal, Dacca will naturally become the chief center of Muhammadan learning and devote special attention to higher Islamic studies."[49]

এ ছাড়াও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দরুন এ অঞ্চলে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দুদের একচেটিয়া প্রভাব ছিলো। এতে সমাজ ব্যবস্থায় দিন দিন বৈষম্য বৃদ্ধি পেতে থাকে, যার থেকে উত্তরণ হওয়া সময়ের দাবি ছিল। ফলে একদিকে মুসলমানদের দাবি পূরণ ও তাদের স্বার্থরক্ষা করা যেমন ভারত সরকারের অভিপ্রায় ছিল, অপরদিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের বিপরীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক একদল মুসলিম বুদ্ধিজীবী সৃষ্টি করার আবশ্যকীয়তাও বৃটিশ সরকার অনুভব করেছে।[৫০]

১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের কারণে মুসলমান সমাজের মনে এক ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ইংরেজ শাসকবর্গ মুসলমানদের এ মনোভাব আঁচ করতে পেরে তাদের শান্তনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সেখানে ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করে।

> "Because of the vehement opposition was annulled in 1911. As a response to Muslim resentment of this decision, the British suggested the Dhaka University project in 1912, as both compensation and a way to pull the East Bengali Muslims out of their depressed state. For this reason, special emphasis was placed on Islamic Studies and an Islamic style of education at the new University."[৫১]

মূলত ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপসর্গ। যার প্রমাণ পাওয়া যায় জাতীয় অধ্যাপক রাজ্জাকের কথায়- "তখন মুসলিম প্রধানদের মধ্যে কিছু লোক বললেন: মুসলিমস উইল নট এ্যাক্সেপট ইংলিশ এডুকেশন আনলেস এ টিঞ্জ অব রিলিজিয়াস ইনস্ট্রাকশন ওয়াজ দেয়ার। এ জন্য এ্যারাবিক, পারসিয়ান শুড বি গিবেন এ মোর ইমপোরট্যান্ট প্লেস। এই ধারণা নিয়েই নিউ স্কিম এর কোপিং স্টোন হবে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ইসলামিক স্টাডিস এর ফ্যাকাল্টি। এখানে ইয়ং মেন উইল হ্যাব বিন ট্রেইন্ড ইন এ্যারাবিক, পারসিয়ান, উর্দু উইথ সাম রিলিজিয়াস ভিউ। তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ইসলামিক স্টাডিস এ জয়েন করে উইল এ্যাক্ট এজ লিডারস অব দি মুসলিমস।

আবু নাসের ওয়াহেদ সাহেব তখন মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল, হি ওয়াজ দি প্রপোনেন্ট অব দিস আইডিয়া। অন্যান্য মুসলমান যারা ফেল্ট লাইক দ্যাট, অন্তত এরকম কোন আইডিয়া তাদের পক্ষ থেকে পাওয়া যায় না। আবু নাসের ওয়াহেদের নোট আছে: দ্যাট দিস ওয়াজ দি অরিজিনাল আইডিয়া বিহাইন্ড ঢাকা ইউনিভার্সিটি: এ্যাট লিস্ট ওয়ান অব দি আইডিয়াস। দেয়ার ফোর ইসলামিক স্টাডিস শুড বি সেন্টার পিস, বাট ইট ওয়াজ এ্যালাওড টু ডাই। আবু নাসের ওয়াহেদের পরে আর কেউ এটা নিয়ে খুব লড়াই করে নি।"[৫২]

---

৪৯. সৈয়দ আবুল মকসুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭১

৫০. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস* (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ১৯৯৩ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ১০৭

৫১. Imtiaz Ahmed, Iftekhar Iqbal (Ed), Ibid, P. 301

৫২. সরদার ফজলুল করিম, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ববঙ্গীয় সমাজ* (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ৩৭

পূর্ববাংলার মুসলমানদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯১২ সালের ৪ ঠা এপ্রিল ভারত সরকার এক পত্রে বাংলা সরকারকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি পরিপূর্ণ স্কিম তৈরির নির্দেশনা দেয়। এ পত্রে বাংলার মুসলমানদের তাহযীব তামাদ্দুন ও স্বার্থ রক্ষার কথা বলা হয়েছিলো এবং এর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে 'এ্যারাবিক এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ' নামে একটি অনুষদ রাখারও পরামর্শ দেয়া হয়েছিলো।

> "The Letter further Suggested that There might be a faculty of Arabic and Islamic Studies in the University.[৫৩]

ভারত সরকারের নির্দেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলা সরকার ১৯১২ সালের ২৭ মে নাথান কমিটি গঠন করে। নাথান কমিটি অনেক চিন্তা-ভাবনার পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট বাংলা সরকারের কাছে পেশ করেন। যাতে উল্লেখ ছিলো-

> There Should be the Department of Arabic and Islamic Studies in the proposed University at Dacca.[৫৪]

এমনকি ১৯৫৬ সালে বিচারপতি ফজলে আকবরের নেতৃত্বে যে গঠিত হয়েছিলো, সে কমিটি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য অনুধাবন করে ইসলামিক স্টাডিজ ও কালচার নামে একটি ইনস্টিটিউট করারও প্রস্তাব দেন। রিপোর্টে উল্লেখ ছিলো যে,

> The aim of the University should be to make it a centre of learning of Islamic culture, we, therefore, suggest that Institute of Islamic Studies and Culture should be started. If this is done this Institute will play a great part in formation and progress of this State. Institute of Islamic Studies and Culture: The object of this institute should be-

1. To promote the study of Islamic subjects, Islamic culture and civilization.
2. To promote the study of political, economical, social and culture trends in the Middle Eastern Countries, Turkey and North Africa.
3. To promote the study of Modern Arabic, Persian and Turkish languages and literature.[৫৫]

যাইহোক, ভারত ও বাংলা সরকার এবং নাথান কমিটি-এর বক্তব্যে এ বিষয়ে ঐক্যের সুর পরিলক্ষিত হয় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে তা সবজাতি ধর্মের শিক্ষার্থীদের জন্য জ্ঞান আহরণে উম্মুক্ত থাকবে। তবে এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূল কারণই হলো পূর্ববাংলার মুসলমানদের চাহিদা মেটানো, উচ্চশিক্ষা ও ইসলামী সংস্কৃতি উন্নয়নে প্রধান সুযোগ সৃষ্টি করা।

> "We do not forget that the creation of the University was largely due to the demand of the Muslim community of Eastern Bengal for greater facilities for higher education. And we have assigned to the representatives of that community an important place on all administrative bodies".[৫৬]

রবার্ট নাথানের নেতৃত্বে গঠিত নাথান কমিশন এর কাজ দ্রুত ও মানসম্মত করার জন্য এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যসূচি প্রণয়নসহ অন্যান্য কার্যাদি সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে

---

৫৩. *Calcutta University Commission Report*, Vol, IV, pt. II, pp. 122-23

৫৪. *The report of the Nathan Committee 1912*

৫৫. *Report of the Dacca University Enquiry Committee*, 1956, Volume 1, Chapter 1, *Government of East Pakistan Education Department* (Dacca: East Pakistan Government press, 1958), p. 53

৫৬. M.A. Rahim, Ibid, pp. 17-18

২৫টি সাব কমিটি করা হয়। এর মধ্যে দুটি সাব-কমিটি হলো- আরবী ও ফার্সী সাব-কমিটি, ইসলামিক স্টাডিজ সাব-কমিটি।[৫৭]

আরবী ফার্সী সাব-কমিটির সদস্য ছিলেন নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী, জনাব ডাব্লিউ এ. জে. আর্চ বোল্ড, আবু নসর মুহাম্মাদ ওহীদ, শামসুল উলামা কামালুদ্দীন আহম্মদ, মৌলবী মুহাম্মাদ ইরফান, মৌলবী ফিদা আলী খান এবং মৌলবী মুহাম্মাদ মূসা। আর ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাব-কমিটিতে ছিলেন আর নাথান, নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী, জনাব ডাব্লিউ এ. জে. আর্চ বোল্ড, মুহাম্মাদ আলী, আবু নসর মুহাম্মাদ ওহীদ, নওয়াব স্যার খাজা সলীমুল্লাহ, মাওলানা শিবলী নুমানী, শাহ সুলায়মান ফুলওয়ারী, শামসুল উলামা কামাল উদ্দীন আহমদ, মৌলবী মুহাম্মদ ইরফান, মৌলবী মুহাম্মদ মূসা এবং মৌলবী ফিদা আলী খান।[৫৮]

নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী মূল নাথান কমিটিরও সদস্য থাকায় 'অতিরিক্ত মন্তব্যে' ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ের জন্য একটি অনুষদ গঠনের দাবী করেন। এ দাবী নবাব সিরাজুল ইসলাম, আবু নসর মুহাম্মদ ওহীদ এবং মাওলানা মুহাম্মদ আলী সমর্থন করেন। অনুষদ করার এ দাবিটি নাথান কমিশন কর্তৃক গৃহীতও হয়, কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ইসলামিক স্টাডিজকে অনুষদ না করে বিভাগ করার সুপারিশ করে।

> "The Commission recommended for the establishment of a strong department of Islamic Studies in the arts Faculty, it would have a European professor to Organaise it on modern line through a grounding in Enghish.[৫৯]

শুধু তাই নয় তারা আরো কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসে। যেমন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি আরবী ও ফার্সী সংযুক্ত করে আর ইসলামিক স্টাডিজকে স্বতন্ত্র রাখে। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন এখানে সংশোধনী দিয়ে আরবী কে ইসলামিক স্টাডিজ এর সাথে সংযুক্ত করে এবং ফার্সীর সাথে উর্দু কে জুড়ে দিয়ে ভিন্ন একটি বিভাগ করার জন্য পরামর্শ দেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ এর স্নাতক ডিগ্রির নাম বি.আই প্রস্তাব করা হলেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন সেটাকে বি.এ. করার জন্য অভিমত দেয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ প্রতিষ্ঠায় যাঁরা অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম যে নামটি উল্লেখ করতে হয় তিনি হলেন নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী। ১৯১৯ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিল আইন সভায় উত্থাপিত হয়। এ বিলে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ অর্ডিন্যান্স বা রেজুলেশনের মাধ্যমে খোলা যেতে পারে মর্মে মতামত ব্যক্ত করা হয়। কিন্তু নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ খোলার বিষয়টি অস্পষ্ট থেকে যাচ্ছে ও চালাকির আশ্রয় গ্রহণের সুযোগ থাকছে মর্মে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং বিলের সংশোধনী দেন। তার এ সংশোধনী আইন সভা কর্তৃক গৃহীত হয় এবং ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এ ছাড়াও যখন গোঁড়া হিন্দুগোষ্ঠী বুঝতে পারে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা তারা রকানোভাবেই রোধ করতে পারবে না, তখন তারা আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ খোলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তাঁরা আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করবে বলে একে নস্যাত করার হীন প্রচারণায় নামে। তাঁরা একদিকে যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরোধিতা করে আসছে তাঁর সাথে মুসলমানদের চেতনায় ধারণকৃত এ বিভাগটিকেও নানা ভাবে কলুষিত ও প্রশ্নবিদ্ধ করতে আপ্রাণ

---

৫৭. *Report of the Dhaka University Committee*, 1912, P. 265-270; মুহাম্মদ আব্দুস সালাম, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর ভূমিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

৫৮. ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ এ্যালামনাই এসোসিয়েশন, *স্মরণিকা*, ১ম পুনর্মিলনী ও বার্ষিক সাধারণ সভা,২০১৭, পৃ.২৩

৫৯. M.A. Rahim, Ibid, p. 17

Dhaka University Institutional Repository

চেষ্টায় রত ছিলো। তাদের এ চক্রান্ত নবাব নওয়াব আলী চৌধুরীর বলিষ্ঠ ভূমিকায় ভেস্তে যায়। নবাব চৌধুরী অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে ঘোষণা দেন যে, মুসলমানদের অবশ্যই ইসলামের ক্রমবিকাশ ও এ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়াদি জানা থাকতে হবে। এ বিভাগ আধুনিক ও ধর্মীয় শিক্ষার সমন্বয়ে একটি মডেল হিসেবে জ্ঞান চর্চায় কাজ করবে। সাহিত্য, সংস্কৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তিসহ চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের মত অভূতপুর্ব সাফল্য ধরে রাখবে। তিনি একরকম পাল্টা প্রশ্ন করে জবাব চান যে, অর্ধশতাব্দীকাল ধরে হিন্দু কলেজ, হিন্দু স্কুল, মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউট, এমনকি কলিকাতা মাদরাসা ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান রয়েছে, সেগুলো যদি সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির পথ যোগান না দেয়, তাহলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ কেনো সাম্প্রদায়িকতা ছড়াবে?[৬০]

এর বাইরেও ১৯১৮ সালে নওয়াব আলী বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়ার জন্য ১৬ হাজার টাকার একটি তহবিল বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন। এই টাকার আয় থেকে অর্ধেক ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ছাত্রদের এবং অর্ধেক অন্য বিভাগের ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়ার নির্দেশ দেন।[৬১] সুতরাং উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ চালু করার জন্য নবাব নওয়াব আলী চৌধুরীর ভূমিকা ও অবদান ছিল অসামান্য।

বস্তুত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের বদৌলতেই ধীরে ধীরে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি মুসলিম সমাজের গোঁড়ামী বা রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির অবসান ঘটতে থাকে। এম. এ. রহীম অত্যন্ত পরিষ্কার করে এ বক্তব্যটি তুলে ধরেছেন এভাবে :

> It is because of the provision of Islamic learning the muslim parents did not feel aversion to send their sons for higher education as the Dacca University. During the earlier years of the University most of the muslim students offered Islamic Studies or Arabic along with other subjects of arts. With the passage of time larger number of muslim students offered other subjects of Arts and Science and Islamic Studies attracted a very small number of students'.[৬২]

এছাড়াও এ বিভাগ প্রতিষ্ঠায় অবদান রেখেছেন নাথান কমিশনের 'আরবী ফার্সী সাব-কমিটি' ও 'ইসলামিক সাব-কমিটির' সদস্যরা। তাদের অক্লান্ত ত্যাগ, শ্রম-সাধনা ও যুগপৎ সুপারিশমালার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এ বিভাগটি। এ ক্ষেত্রে আরো একজনের নাম উল্লেখ না করলেই নয়, তিনি হলেন শামসুল উলামা আবু নসর ওহীদ। যার চিন্তা চেতনা সর্বদা জাগরুক থাকতো মুসলিমদের শিক্ষা রেনেসাঁয় এগিয়ে নেয়ার জন্য। মূলত তার যোগ্যতা, কর্মস্পৃহা, নিরলস শ্রম ও শক্ত পরিচালনা এ বিভাগটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কর্নার স্টোন' হওয়ার সৌভাগ্য করে দেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য পি. জে. হার্টগ ১৯২১ সালের ১৭ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম কোর্ট সভায় প্রদত্ত বক্তব্যে ভূয়সী প্রশংসা করে এ কথাটি বলেছিলেন। অধিক গুরুত্ববহ হওয়ায় এখানে তাঁর বক্তব্যটি হুবহু তুলে ধরা হলো :

"Arabic and Islamic Studies Department were to form one of the corner-stones of the University, we have so far failed to find in India any scholar able to satisfy the severe theological and literary requirements of Eastern Bengal… The Professor of Arabic and Islamic studies should be an Indian Mussalman…."[৬৩]

৬০. *The Calcutta Gazette,* pt. IV A, March 26, 1913, p. 532

৬১. সৈয়দ আবুল মকসুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

৬২. M.A. Rahim, Ibid, p. 170

৬৩. *Vice-Chancellor's Address at the first meeting of the Court,* 17 August, 1921

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সূচনা ও অগ্রযাত্রা

১৯২১ সালের ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হওয়ার মধ্য দিয়ে উপমহাদেশে প্রথম কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ-এর পথচলার শুভ সূচনা হয়। ভারতীয় উপমহাদেশে ইতোপূর্বে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়েই ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ছিলো না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে সে শুন্যতা পূরণ হয়। এ বিভাগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলমানদের ধর্মীয় চেতনা, ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধন ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। ইসলামী গবেষণার নতুন দ্বার খুলে যায়। এ বিভাগ যে ইসলামী রেনেসাঁয় নব জাগরণ সৃষ্টিতে এবং ইসলামের বিশ্বজনীন রূপ মানুষের কাছে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে একটি প্লাটফর্ম হিসেবে দাঁড়িয়েছে, আজ তা সবার কাছে সুস্পষ্ট। চারজন বিশিষ্ট শিক্ষকের হাত ধরে এ বিভাগটির কার্যক্রম আরম্ভ হয়। তারা হলেন শামসুল উলামা আবু নসর ওহীদ, যিনি প্রথম হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বাকি তিনজন শিক্ষক হলেন- মাওলানা আব্দুল ওহাব (রিডার), শামসুল উলামা মাওলানা মুনাওয়ার আলী রামপুরী (প্রভাষক) এবং খলিল বিন মুহাম্মদ আরব (প্রভাষক)।[৬৪]

এভাবে ১৯৮০ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ যুক্তভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে। এরপর ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থীরা বিভাগের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো এবং বিভাগ পৃথক করার দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। যার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮০ সালের ১ জুলাই আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ বিভক্ত হয়ে দুটি আলাদা বিভাগ হিসেবে যাত্রা শুরু করে। এ জন্য মুখ্য অবদান রাখেন তৎকালীন বিভাগীয় শিক্ষার্থীবৃন্দ। যাদেরকে সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা করেন বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দ বিশেষত প্রফেসর ইমেরিটাস ড. সিরাজুল হক, ড. মোহাম্মদ এসহাক, ড. লুৎফুল হক, ড. এ বি এম হাবীবুর রহমান চৌধুরী, আব্দুল মান্নান খান, ড. আবু বকর সিদ্দীক ও ড. আ ন ম রইছ উদ্দিন। কলা অনুষদের ডিন ড. আহমদ শরীফ, দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. আমিনুল ইসলাম, ইসলামের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. মমতাজুর রহমান তরফদার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. ফজলুল হালিম চৌধুরী এ বিষয়ে প্রশাসনিক সহযোগিতা প্রদান করেন।

বিভাগীয় প্রধানগণ (১৯২১-২০২০)

১৯২১ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ নামে বিভাগটি কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ সময়ে যাঁরা বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তাঁরা হলেন:-

ক. হেডস্ অব দি ডিপার্টমেন্ট

০১. শামসুল উলামা আবু নসর মুহাম্মদ ওহীদ	০১.৭.১৯২১-৩০.৬.১৯২৩
০২. খান বাহাদুর ফিদা আলী খান	০১.৭.১৯২৩-৩০.১০.১৯২৪
০৩. ড. আব্দুস সাত্তার সিদ্দীকী	৩১.১০.১৯২৪-৩০.১০.১৯২৮
০৪. খান বাহাদুর ফিদা আলী খান	০১.১১.১৯২৮-৩০.১১.১৯৩১
০৫. ড. জে. ডব্লিউ. ফুইক	০১.১২.১৯৩১-৩০.১১.১৯৩৫
০৬. ড. সৈয়দ মুয়াযযম হুসাইন	০১.১২.১৯৩৫-২৫.৯.১৯৪৮
০৭. ড. সিরাজুল হক	২৬.৯.১৯৪৮-৩০.৬.১৯৭০
০৮. ড. মোহাম্মদ এছহাক	০১.৭.১৯৭০-৩০.৬.১৯৭৩

৬৪. ড. মোহাঃ তোজাম্মেল হোসেন, **ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনাপর্বে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ প্রতিষ্ঠাঃ একটি পর্যালোচনা**, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, বর্ষ. ৪৫, সংখ্যা. ২, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৫, পৃ. ৫৪

খ. চেয়ারম্যান

০১. ড. মোহাম্মদ এছহাক ০১.৭.১৯৭৩-৩০.৬.১৯৭৬
০২. ড. সৈয়দ লুৎফুল হক ০১.৭.১৯৭৬-৩০.৬.১৯৭৯
০৩. ড. মোহাম্মদ এছহাক ০১.৭.১৯৭৯-০৪.৭.১৯৮০

১৯৮০ সালে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে যাত্রা শুরুর পর যাঁরা এ বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তাঁরা হলেন-

০১. ড. এ বি এম হাবীবুর রহমান চৌধুরী ০৫.৭.১৯৮০-০৪.৭.১৯৮৩
০২. জনাব মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান খান ০৫.৭.১৯৮৩-০৪.৭.১৯৮৬
০৩. ড. মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার ০৫.৭.১৯৮৬-০৪.৭.১৯৮৯
০৪. ড. আ ন ম রইছ উদ্দিন ০৫.৭.১৯৮৯-০৪.৭.১৯৯২
০৫. অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুল মালেক ০৫.৭.১৯৯২-০৪.৭.১৯৯৫
০৬. ড. মুহাঃ আব্দুল বাকী ০৫.৭.১৯৯৫-১৫.৮.১৯৯৮
০৭. ড. এ আর এম আলী হায়দার ১৬.৮.১৯৯৮-১৫.৮.২০০১
০৮. ড. এইচ এম মুজতবা হোছাইন ১৬.৮.২০০১-১৫.৮.২০০৪
০৯. ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন ১৬.৮.২০০৪-১৫.৮.২০০৭
১০. ড. মুহাম্মদ আনসার উদ্দীন ১৬.৮.২০০৭-১৭.২.২০০৮
১১. ড. মুহাম্মদ আব্দুল লতীফ ১৮.২.২০০৮-১৭.২.২০১১
১২. ড. মুহাম্মদ শফিক আহমেদ ১৮.২.২০১১-১৭.২.২০১৪
১৩. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ ১৮.২.২০১৪-১৭.২.২০১৭
১৪. ড. মুহাম্মদ শফিকুর রহমান ১৮.২.২০১৭-১৭.২.২০২০
১৫. ড. মোঃ শামছুল আলম ১৮.২.২০২০-চলমান

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এ কথা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, পূর্ব-বাংলার মুসলিম জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার জন্যই ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস এক ও অভিন্ন। ১৯২১ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ নামে একটি বিভাগ পরিচালিত হলেও ১৯৮০ সালে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ স্বতন্ত্র দুটি বিভাগ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বাংলাদেশে ইসলামী জ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় পথিকৃৎ হিসেবে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলছে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষাদান কার্যক্রম ও পাঠ্যসূচির পর্যায়ক্রমিক রূপান্তর (১৯২১-২০২০ ইং)

- বি.এ. (অনার্স)
- বি.এ (পাস কোর্স)
- এম.এ (প্রিলিমিনারী)
- এম.এ (ফাইনাল)
- পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ইসলামিক স্টাডিজ
- এম.এ (ইভনিং) ইন ইসলামিক স্টাডিজ
- এম.ফিল (স্বাধীনতা পরবর্তীকালে)
- পিএইচ.ডি।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষাদান কার্যক্রম

ইসলামকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে অনুসরণীয় বিধি-বিধান হিসেবে ব্যাখ্যা করা এবং বাস্তবজীবনে ইসলামের নীতি ও বিধানসমূহকে অনুশীলনের অনিবার্যতা তুলে ধরার সুমহান লক্ষ্যে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ বিভাগের শিক্ষার্থীরা যাতে ইসলামের সঠিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে নিজেদেরকে সমসাময়িক বৈষয়িক জ্ঞানেও ঋদ্ধ করতে পারেন এবং এই দ্বিবিধ ধারার জ্ঞান অর্জন করে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে নিজেদের অবস্থান সংহত করতে পারেন, বিভাগের শিক্ষাদান কার্যক্রমে একান্তভাবে সে বিষয়টির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত বিভিন্ন সময়ের সিলেবাস বিশ্লেষণ করলে উপরিউক্ত দাবির সত্যতা প্রমাণিত হয়। বিশেষত, যুগের চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে বিভাগের শিক্ষাদান কার্যক্রম যে সবসময়ই গতিশীল ছিলো; বিভাগের সিলেবাসগুলোর প্রতিনিয়ত রূপান্তর, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন ধারা থেকেও সে বিষয়টি প্রতীয়মান হয়।

১৯২১ সাল থেকে শুরু হয়ে ২০২০ সাল পর্যন্ত ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষাদান কার্যক্রমকে ৮টি স্তরে বিভক্ত করা যায়। যথা-

১. বি.এ. (অনার্স)
২. বি.এ (পাস কোর্স)
৩. এম.এ (প্রিলিমিনারী)
৪. এম.এ (ফাইনাল)
৫. পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ইসলামিক স্টাডিজ
৬. এম.এ (ইভনিং) ইন ইসলামিক স্টাডিজ
৭. এম.ফিল (স্বাধীনতা পরবর্তীকালে)
৮. পিএইচ.ডি।

বি.এ (অনার্স)

১৯২১ সাল থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে বি.এ সম্মান কোর্স প্রবর্তন করা হয়। এই কোর্সের শিক্ষাদানের সময় ছিলো ৩ বছর মেয়াদি। সকল ছাত্রের জন্য ইসলামিক স্টাডিজের ৮টি পত্র ও ২টি সাবসিডিয়ারি বাধ্যতামূলক করা হয়। প্রতি পত্রের জন্য ৪ ঘন্টার ১০০ নম্বরের পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিলো। এর বাইরে ৭৫ নম্বরের টিউটোরিয়াল এবং ২৫ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিলো। ৩ বছরের একাডেমিক কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর সকল পরীক্ষা একত্রে নেয়ার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিলো। এই পদ্ধতি ১৯৭৬-৭৭ সেশন পর্যন্ত বহাল ছিলো। মোট পরীক্ষার নম্বর ছিলো ৯০০।

১৯৭৭-৭৮ সেশন থেকে উপরিউক্ত শিক্ষাপদ্ধতি পরিবর্তন করে কোর্স পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয় । কোর্স সিস্টেমের অধীনে ১ম বর্ষে ৪টি কোর্স, ২য় বর্ষে ৪টি কোর্সএবং ৩য় বর্ষে ৮টি কোর্স পড়ানো হতো। প্রতি কোর্সের জন্য নির্ধারিত নম্বর ছিলো ৫০। এর বাইরে ১ম বর্ষে ২৫ নম্বরের টিউটোরিয়াল, ২য় বর্ষে ২৫ নম্বরের টিউটোরিয়াল এবং ৩য় বর্ষ শেষে ২৫ নম্বরের টিউটোরিয়াল এবং ২৫ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা চালু ছিলো। বর্ষভিত্তিক কোর্স বন্টনের এই পদ্ধতি ১৯৭৭-৭৮ ও ১৯৭৮-৭৯ সেশনে কার্যকর ছিলো।

১৯৭৯-৮০ সেশন থেকে বর্ষভিত্তিক কোর্স বন্টনের প্রক্রিয়া কিছুটা পরিবর্তন করে ১ম বর্ষে ২টি কোর্স, ২য় বর্ষে ৪টি কোর্সএবং ৩য় বর্ষে বিভাগের ১০টি কোর্স ও একটি সর্বাত্মক ৫০ নম্বরের কোর্স নির্ধারণ করা হয়। ২টি কোর্স মিলে একটি পত্র ধার্য করা হতো। এই সিস্টেমের অধীনে প্রতি পত্রের জন্য ১০ + ১০ =

Dhaka University Institutional Repository

২০ নম্বরের দুইটি ইনকোর্স পরীক্ষা ও ৭০ নম্বরের তিন ঘন্টার কোর্স ফাইনাল পরীক্ষা এবং দুইজন শিক্ষকের অধীনে ১০ নম্বরের টিউটোরিয়াল পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। এর বাইরে তৃতীয় বর্ষের লিখিত পরীক্ষা শেষে ৫০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিলো। মোট পরীক্ষার নম্বর ছিলো ৯০০।

১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে ইন্টিগ্রেটেড কোর্স সিস্টেম প্রবর্তন করা হয়। এতে মোট ২২টি কোর্সের পাঠদান হতো। যার মধ্যে ১৬ টিতে ৫০ নম্বর আর ৬ টিতে ১০০ নম্বর নির্ধারিত ছিলো। ১ম বর্ষে ৫০ নম্বরের ৪টি কোর্স ও ১০০ নম্বরের ২টি কোর্স পাঠদান করা হতো এবং ১৫ নম্বরের টিউটোরিয়াল ও ১৫ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিলো। ২য় বর্ষে ৫০ নম্বরের ৮টি কোর্স এবং ১০০ নম্বরের ২টি কোর্স পাঠদান করা হতো এবং ১৫ নম্বরের টিউটোরিয়াল ও ১৫ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিলো। ৩য় বর্ষে ৫০ নম্বরের ৮টি এবং ১০০ নম্বরের ২টি কোর্স পাঠদান করা হতো এবং এর বাইরে ২০ নম্বরের টিউটোরিয়াল ও ২০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিলো। মোট পরীক্ষার নম্বর ছিলো ১৫০০।

১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে ৪ বছর মেয়াদি একাডেমিক কার্যক্রমের সূচনা হয়। এ সময় ৩৬টি কোর্সের অধীনে সর্বমোট ২০০০ নম্বরের পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। এতে ৫০ নম্বরের ৩৪ টি কোর্স এবং ইংরেজী ও বাংলা বিষয়ে ১০০ নম্বরের দুটি ফাউন্ডেশন কোর্স চালু করা হয়। ১ম বর্ষে ৫০ নম্বরের ৪টি কোর্স এবং ২০০ নম্বরের ২টি ফাউন্ডেশন কোর্সের পাঠদান হতো এবং ১০ নম্বরের টিউটোরিয়াল ও ১০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিলো। ২য় বর্ষে ৫০ নম্বরের ১০টি কোর্স কোর্স পাঠদান হতো এবং ১০ নম্বরের টিউটোরিয়াল ও ১০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা প্রচলিত ছিলো। ৩য় বর্ষে ৫০ নম্বরের ১০টি কোর্সের পাঠদান হতো এবং ১৫ নম্বরের টিউটোরিয়াল ও ১৫ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা প্রচলিত ছিলো। ৪র্থ বর্ষে ৫০ নম্বরের ১০টি কোর্সের পাঠদান হতো এবং ১৫ নম্বরের টিউটোরিয়াল ও ১৫ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা প্রচলিত ছিলো।

২০০৬-২০০৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে ৪ বছর মেয়াদী ৮টি সেমিস্টারে কোর্স পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। ১ম সেমিস্টারে ৩টি, ২য় সেমিস্টারে ৩টি, ৩য় সেমিস্টারে ৩টি, ৪র্থ সেমিস্টারে ৩টি, ৫ম সেমিস্টারে ৪টি, ৬ষ্ঠ সেমিস্টারে ৪টি, ৭ম সেমিস্টারে ৪টি, ৮ম সেমিস্টারে ৪টি করে মোট ২৮টি কোর্সের জন্য ২৮০০ নম্বর নির্ধারিত ছিলো। প্রতি কোর্সের ১০০ নম্বরের মধ্যে দুটি মিডটার্মে ১৫+ ১৫ = ৩০, এবং ক্লাস উপস্থিতি এবং অংশগ্রহণে ৫+৫=১০ এবং লিখিত ৬০ নম্বরের পরীক্ষা হতো। প্রতি সেমিস্টার শেষে ২৫ নম্বর করে মোট ২০০ নম্বরের ভাইভা পরীক্ষা চালু করা হয়। সর্বমোট পরীক্ষার নম্বর- ৩০০০।

বি.এ (পাস কোর্স)

১৯২১ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এ কলা অনুষদের অধীনে বিভিন্ন বিভাগে বি.এ পাস কোর্স ডিগ্রির ব্যবস্থা চালু ছিলো। ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগেও এ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিলো। বি.এ পাস কোর্সের জন্য অধ্যয়নকাল ছিলো ২ বছর। প্রথম দিকে এটি বি.এ অরডিনারি ডিগ্রি নামে পরিচিত থাকলেও পরবর্তীতে এটি বি.এ পাস কোর্স নামে পরিচিতি পায়। ১৯৫২ সাল পর্যন্ত বি.এ পাস কোর্সের নির্ধারিত বিষয়সমূহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই পাঠদান করা হতো। ১৯৫২ সাল থেকে বি.এ পাস কোর্সের নির্ধারিত বিষয়গুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজে পড়ানোর ব্যবস্থা চালু করা হয়। ১৯৯৪ সাল থেকে তা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। উল্লেখ্য যে, সরকার ১৯৯৪ সালে এক ঘোষণাবলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত করে। বর্তমানে বি.এ পাসকোর্স ডিগ্রি কলেজগুলোতে সাধারণ বি.এ ডিগ্রি হিসেবে পরিচালিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এম.এ (প্রিলিমিনারি)

অধিভুক্ত কলেজ হতে বি.এ পাস কোর্স সম্পন্ন করার পর ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে এম.এ শ্রেণিতে সরাসরি ভর্তির সুযোগ ছিলো না। প্রথমে ভর্তি হতে হতো একবছর মেয়াদী এম.এ প্রিলিমিনারি কোর্সে। ১৯২১ সাল থেকেই ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে এম.এ প্রিলিমিনারি কোর্স চালু হয়। ১৯২১-১৯৫৬ সাল পর্যন্ত এম.এ প্রিলিমিনারিতে ৪টি গ্রুপ ছিলো। প্রত্যেকটি গ্রুপে শিক্ষাদানের বিষয় ছিলো ৩টি। পরবর্তীতে ১৯৫৬ সাল থেকে ৪টি বিষয়ে শিক্ষাদান করা হতো। এর সঙ্গে টিউটোরিয়াল ও মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিলো।

১৯৮০-৮১ সেশন থেকে এম.এ প্রিলিমিনারিতে কোর্স সিস্টেম চালু হয়। চারটি পেপারের অধীন ৮টি কোর্স পড়ানো হতো। প্রতি পেপারে ৫০ নম্বরের দুটি করে কোর্স অন্তভুক্ত করা হয়। কোর্স শেষে ২০ নম্বরের ইনকোর্স পরীক্ষা, ১০ নম্বরের টিউটোরিয়াল এবং ৭০ নম্বরের কোর্স ফাইনাল এর ব্যবস্থা চালু হয়। এর বাইরে ৭৫ নম্বরের একটি সর্বাত্মক লিখিত ও ২৫ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিলো। সর্বমোট ৫০০ নম্বরের পরীক্ষা চালু ছিলো। এই পদ্ধতি সর্বশেষ ১৯৯৪-৯৫ সেশন পর্যন্ত প্রচলিত ছিলো। ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থীরা শেষ বারের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ প্রিলিমিনারি কোর্সে ভর্তির সুযোগ পায়।

এম.এ (ফাইনাল)

প্রিলিমিনারি কোর্স সফলভাবে সম্পন্ন করার পর তারা এম.এ ফাইনালে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেতো। এর বাইরে যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে তিনবছর মেয়াদী অনার্স কোর্সে অংশগ্রহণ করতো তাদেরকে প্রিলিমিনারি কোর্সে ভর্তি হতে হতো না। তারা সরাসরি এম.এ ফাইনাল কোর্স-এ ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেতো। ১৯২১ সালে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে এম.এ শেষ পর্ব শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হলেও ভর্তি রেজিস্ট্রার থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ১৯২৪-২৫ সেশন থেকে এখানে ছাত্র ভর্তি শুরু হয়। এম.এ ফাইনাল এর ক্ষেত্রে প্রথম দিকে ৪টি গ্রুপে বিভক্ত থাকলেও পরবর্তীতে ১৯৩৪-৩৫ সেশন থেকে সেটি বাতিল হয়ে একই গ্রুপে পাঠদান শুরু হয়। ১৯২৪-২৫ সেশন থেকে ৪টি পত্রে পাঠদান করা হতো। এরপর কখনো ৪টি পত্রে আবার কখনো ৮টি পত্রে পাঠদান প্রক্রিয়া চালু ছিলো।

১৯৫৫-৫৬ সেশন থেকে পুনরায় চারটি পত্রে পাঠদান শুরু হয়। ৪ টি পত্রের জন্য ১০০ নম্বর করে ৪০০ নম্বর এবং টিউটোরিয়াল ৭৫ ও মৌখিক পরীক্ষার জন্য ২৫ নম্বর নির্ধারিত ছিলো। মোট পরীক্ষার নম্বর ৫০০।

১৯৭৯-৮০ সেশন থেকে কোর্স সিস্টেম ব্যবস্থাও চালু করা হয়। চারটি পেপারের অধীন প্রতি পেপারে দুটি দুটি করে মোট ৮টি কোর্স এর ব্যবস্থা করা হয়। কোর্স ফাইনাল পরীক্ষা ৩৫+৩৫= ৭০ নম্বর, ইনকোর্স ১০+১০= ২০ নম্বর আর টিউটোরিয়াল ১০ নম্বর। এর বাইরে ৭৫ নম্বরের একটি সর্বাত্মক লিখিত ও ২৫ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিলো। পরীক্ষার নম্বর হলো ৫০০।

২০০৯-২০১০ সেশন থেকে এম.এ প্রোগ্রামে সেমিস্টার পদ্ধতিতে পাঠদান শুরু হয়। বছরে দুইটি সেমিস্টারের মধ্যে প্রথম সেমিস্টারে ৪ টি এবং দ্বিতীয় সেমিস্টারে ৪টি মোট= ৮টি কোর্স পড়ানো হয়। প্রতিটি কোর্সে পার্ট-এ পার্ট-বি হিসেবে দুটি ভাগ রয়েছে। প্রতি কোর্সের জন্য ১০০ নম্বর নির্ধারিত। ৮০০ নম্বরের কোর্স ফাইনাল পরীক্ষা এবং ২০ নম্বর টিউটোরিয়াল ও ৩০ নম্বর মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত। মোট পরীক্ষার নম্বর হলো ৮৫০।

Dhaka University Institutional Repository

পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ইসলামিক স্টাডিজ

বাংলাদেশের স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে স্নাতক ও স্নাতক সম্মান পাশ করা শিক্ষার্থীদের জন্য ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ২০১৩ সালের ২৬ মে অনুষ্ঠিত একাডেমিক কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স চালু হয়। তৎকালীন ডিপ্লোমা কো-অর্ডিনেশন কমিটি 'Post Graduate Diploma in Islamic Banking, Law and Insurance (PgDILBI)' নামে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে এবং সে অনুযায়ী ২০১২-১৩ সেশন থেকে শিক্ষার্থী ভর্তিসহ যাবতীয় কার্যক্রম শুরু হয়।

পরবর্তীতে ২০১৪ সালে বিভাগীয় চেয়ারম্যান হিসেবে প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ দায়িত্ব গ্রহণের পর ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞাপ্তি প্রকাশিত হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ অনুমোদহীন ডিপ্লোমার ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করেন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করেন। কারণ এই শিরোনামে কোনো ডিপ্লোমা একাডেমিক কাউন্সিল ও সিন্ডিকেট কর্তৃক অনুমোদিত হয়নি। যার ফলশ্রুতিতে ডিপ্লোমা কোর্স নিয়ে অচলতা সৃষ্টি হয়। এরপর তৎকালীন বিভাগীয় চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ ও বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক ড. আনম রইছ উদ্দিনসহ অন্যান্য সিনিয়র শিক্ষকবৃন্দের প্রচেষ্টায় ২০১৪ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটে 'Post Graduate Diploma in Islamic Studies' শিরোনামে ডিপ্লোমা কোর্সটির অনুমোদন দেয়া হয়।[৬৫] এটি দুই সেমিস্টারে বিভক্ত। প্রতি সেমিস্টারে পাঁচটি করে মোট দশটি কোর্স পাঠদান করানো হয়। প্রতিটি কোর্সের জন্য ১০০ নম্বর নির্ধারিত ছিলো। এছাড়া প্রতি সেমিস্টার শেষে ৫০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিলো। মোট নম্বর ১১০০। পরবর্তীতে ২০১৬ সালে তৎকালীন বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ-এর সার্বিক প্রচেষ্টায় ২ বছর মেয়াদী এম.এ (ইভনিং) কোর্স চালু হলে ডিপ্লোমা কোর্সটি বন্ধ করে দেয়া হয়।

এম.এ (ইভনিং) ইন ইসলামিক স্টাডিজ

ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে পড়তে আগ্রহীদের দীর্ঘদিনের আশা ছিলো সান্ধ্যকালীন এম.এ কোর্স। কারণ যারা এ বিভাগের নিয়মিত অনার্স করেননি, তাদের পক্ষে সরাসরি এম.এ তে ভর্তি হওয়া সম্ভব ছিলো না। অন্যদিকে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা নিয়ে অনেকেরই অধ্যয়নের আগ্রহ আছে। সে চাহিদা অনুযায়ী ২০১৬ সালে তৎকালীন বিভাগীয় চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদের প্রচেষ্টায় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে এম.এ (ইভনিং) কোর্সটি চালু হয়।

দুই বছর মেয়াদী এম.এ-এর নিয়মাবলী ও সিলেবাস ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ বিভাগীয় একাডেমিক কমিটির মিটিংয়ের সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। পরবর্তীতে ২৩ নভেম্বর ২০১৬ কলঅ অনুষদের অনুষদ সভায় এবং ২৯ নভেম্বর ২০১৬ একাডেমিক কাউন্সিলে পাশ হয়। সবশেষ ৩০ নভেম্বর ২০১৬ সিন্ডিকেট সভায় প্রোগ্রামটি চালু করার অনুমোদন দেয়া হয়।[৬৬]

এম.এ ইভনিং প্রোগ্রামে সেমিস্টার পদ্ধতিতে পাঠদান করা হয়। বছরে দুইটি সেমিস্টার করে দুই বছরে ৪টি সেমিস্টার। প্রতি সেমিস্টারে 'সেকশন-এ' ও 'সেকশন-বি' নামে সিলেবাসকে দুটি ভাগ করা হয়েছে। সেকশন-এ ৩টি কোর্সের মধ্যে ২টি কোর্স এবং সেকশন-বি ৩টি কোর্স থেকে ২টি কোর্স হিসেবে মোট ৬টি কোর্স থেকে যে কোনো ৪টি কোর্স শিক্ষার্থীদেরকে নির্বাচন করতে হয়। এভাবে ৪টি সেমিস্টারে মোট ২৪ কোর্স থেকে ১৬টি কোর্স নির্বাচন করতে হয়। প্রতি কোর্সের জন্য ক্লাস উপস্থিতি ও পারফরমেন্স ১০ নম্বর, টিউটোরিয়াল ৩০ নম্বর ও কোর্স ফাইনাল ৬০ নম্বরসহ মোট ১০০ নম্বর নির্ধারিত। ৪০০ নম্বরের সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা এবং ২৫ নম্বর মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত। প্রতি সেমিস্টারে মোট ৪২৫ নম্বর। ৪ সেমিস্টার মিলে মোট ১৭০০ নম্বরের পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়।

৬৫. অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮-৫২
৬৬. অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩

এম.ফিল

নতুন জ্ঞান সৃষ্টি এবং ইসলামী জীবন দর্শনের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য তাত্ত্বিক ও প্রয়োগিকভাবে উদ্ভাবনের জন্য বিভাগে এম.ফিল বা মাস্টার অব ফিলোসফি এবং পিএইচ.ডি বা ডক্টর অব ফিলোসফি গবেষণা কার্যক্রম চালু হয়। ১৯২১ সাল থেকেই পিএইচ.ডি কোর্স চালু হলেও স্বাধীনতার পর এম.ফিল কোর্স চালু হয়।

বর্তমানে এম.ফিল প্রোগ্রামে ভর্তির যোগ্যতা নিম্নরূপ :

ক. ৪ বছর মেয়াদী স্নাতক সম্মান ডিগ্রি এবং ১ বছর মেয়াদী স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা

খ. ৩ বছর মেয়াদী স্নাতক সম্মান ও ১ বছর মেয়াদী মাস্টার্স ডিগ্রি; অথবা

গ. ২ বছর মেয়াদী স্নাতক ও ২ বছর মেয়াদী স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং স্নাতক পর্যায়ে ১ বছরের শিক্ষকতা অথবা স্বীকৃত জার্নালে ১টি গবেষণামূলক প্রবন্ধ।

ঘ. প্রার্থীদের সকল পরীক্ষায় কমপক্ষে ২য় বিভাগ/শ্রেণীসহ ন্যূনতম ৫০% নম্বর থাকতে হবে। C.G.P.A. নিয়ম থাকলে মাধ্যমিক/সমমান থেকে স্নাতক/স্নাতকোত্তর পর্যন্ত সকল পরীক্ষায় C.G.P.A. ৫ -এর মধ্যে ৩.৫ অথবা C.G.P.A. ৪ -এর মধ্যে ৩ থাকতে হবে।

এম.ফিল প্রোগ্রাম মেয়াদ দুই বছর। প্রথম বছর কোর্স ওয়ার্ক এবং দ্বিতীয় বছর থিসিস। এম.ফিল প্রোগ্রামের রেজিস্ট্রেশন এর মেয়াদ সর্বোচ্চ চার বছর। এম.ফিল কোর্স পূর্ণকালীন কোর্স হিসেবে গণ্য হবে।

এম.ফিল প্রথম পর্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ একজন গবেষককে একজন বিভাগীয় শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে একটি অভিসন্দর্ভ রচনা করে জমা দিতে হয়। একজন বহিরাগত পরীক্ষক ও দুইজন অভ্যন্তরীণ পরীক্ষক কর্তৃক অভিসন্দর্ভ পরীক্ষা শেষে ডিগ্রি প্রদানের জন্য মতামত প্রদানের প্রেক্ষিতে একাডেমিক কাউন্সিল ডিগ্রি প্রদান করে থাকে। অতপর সিন্ডিকেট উক্ত ডিগ্রি অনুমোদন করেন।

পিএইচ.ডি

১৯২১ সাল থেকেই ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে পিএইচ.ডি এর কার্যক্রম শুরু হয়। যদিও বিভাগ থেকে প্রথম পিএইচ.ডি ডিগ্রি প্রদান করা হয় ১৯৩৯ সালে।বর্তমানে পিএইচ.ডি প্রোগ্রামে ভর্তির শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা নিম্নরূপ :

ক. এম.ফিল পাস; অথবা

খ. চার বছর মেয়াদী স্নাতক সম্মান ডিগ্রি এবং এক বছর মেয়াদি মাস্টার্স ডিগ্রি। কলা/সামাজিক বিজ্ঞান/বিজনেজ স্টাডিজ অনুষদের ক্ষেত্রে স্বীকৃত মানের জার্নালে প্রার্থীদের কমপক্ষে ২টি গবেষণামূলক প্রকাশিত প্রবন্ধ থাকতে হবে। অন্তত ১টি প্রকাশনা একক নামে হতে হবে। প্রার্থীর শিক্ষাজীবনে সকল পরীক্ষায় কমপক্ষে ২য় বিভাগ/শ্রেণী (ন্যূনতম ৫০% নম্বর) থাকতে হবে। C.G.P.A. নিয়ম থাকলে মাধ্যমিক/সমমান থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত সকল পরীক্ষায় C.G.P.A. ৫-এর মধ্যে ৩.৫ অথবা C.G.P.A. ৪-এর মধ্যে ৩ থাকতে হবে। উল্লিখিত ন্যূনতম নম্বর বজায় রেখে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/পিএইচ.ডি উপকমিটি শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ করবে। অথবা ৩ বছর মেয়াদি স্নাতক সম্মান এবং ১ বছর মেয়াদি মাস্টার্স ডিগ্রি প্রাপ্তদের পিএইচ.ডি প্রোগ্রামে রেজিষ্ট্রেশনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা থাকতে হবে:

১. প্রার্থীদের শিক্ষাজীবনে সকল পরীক্ষায় কমপক্ষে ২য় বিভাগ/শ্রেণী (ন্যূনতম ৫০% নম্বর) থাকতে হবে। C.G.P.A. নিয়ম থাকলে মাধ্যমিক/সমমান থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত সকল পরীক্ষায় C.G.P.A. ৫-এর মধ্যে ৩.৫ অথবা C.G.P.A. ৪-এর মধ্যে ৩ থাকতে হবে। এই ন্যূনতম

Dhaka University Institutional Repository

নম্বর বজায় রেখে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/পিএইচ.ডি উপ-কমিটি শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ করবে। পিএইচ.ডি প্রোগ্রামে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশনের অন্যান্য যোগ্যতা ও শর্ত প্রযোজ্য হবে।

খ. প্রার্থীদের স্নাতক পর্যায়ে কমপক্ষে দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা অথবা কোনো স্বীকৃতমানের গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে দুই বছরের গবেষণা অভিজ্ঞতা অথবা সরকারি/বেসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে দুই বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; এবং

গ. স্বীকৃতমানের জার্নালে প্রার্থীদের কমপক্ষে দুইটি গবেষণামূলক প্রকাশিত প্রবন্ধ থাকতে হবে। যার মধ্যে ১টি একক নামে হতে হবে।

পূর্ণকালীন পিএইচ.ডি প্রোগ্রামে রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ চার বছর। তবে বিশেষ বিবেচনায় দুই বছর পরও অভিসন্দর্ভ (থিসিস) জমা দেয়া যায়। খণ্ডকালীন পিএইচ.ডি প্রোগ্রামে রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ পাঁচ বছর। চার বছর পর অভিসন্দর্ভ (থিসিস) জমা দেয়া যায়। পিএইচ.ডি গবেষকদের প্রতি বছর একাডেমিক কমিটির সম্মুখে একটি করে মোট দুইটি সেমিনার প্রবন্ধ উপস্থাপন করতে হয়। এর বাইরে একজন পিএইচ.ডি গবেষককে একজন বিভাগীয় শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে একটি অভিসন্দর্ভ রচনা করে জমা দিতে হয়। একজন বহিরাগত পরীক্ষক ও দুইজন অভ্যন্তরীণ পরীক্ষক কর্তৃক অভিসন্দর্ভ পরীক্ষা শেষে ডিগ্রি প্রদানের জন্য মতামত প্রদানের প্রেক্ষিতে একাডেমিক কাউন্সিল ডিগ্রি প্রদান করে থাকে। অতপর সিন্ডিকেট উক্ত ডিগ্রি অনুমোদন করেন।

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পাঠ্যসূচির পর্যায়ক্রমিক রূপান্তর

১৯২১ সালে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ চালু হলেও প্রথমে নিজস্ব কোনো পাঠ্যক্রম ছিলো না। প্রথম দিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম অনুসারে শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালিত হতো। কোন সাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ নিজস্ব পাঠ্যক্রম অনুযায়ী শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালনা করে, তার কোনো নির্দিষ্ট সময় না জানা গেলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ড রুমে **১৯২৯-৩০** শিক্ষাবর্ষ থেকে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের নিজস্ব পাঠ্যক্রম পাওয়া যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শতাব্দীকালের দীর্ঘ পরিক্রমায় শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনার জন্য সাত ধরণের সিলেবাস পাওয়া যায়:-

১) বি.এ অনার্স কোর্সের সিলেবাস
২) বি.এ পাস কোর্সের সিলেবাস
৩) এম.এ প্রিলিমিনারি কোর্সের সিলেবাস
৪) এম.এ ফাইনাল কোর্সের সিলেবাস
৫) পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ইসলামিক স্টাডিজ কোর্সের সিলেবাস
৬) এম.এ ইভিনিং কোর্সের সিলেবাস
৭) এম.ফিল প্রথম পর্ব কোর্সের সিলেবাস

নিম্নে ধারাবাহিকভাবে সিলেবাসগুলো উল্লেখ করা হলো। তবে স্মর্তব্য বিষয় হলো এই যে, অভিসন্দর্ভের আকার ও সৌন্দর্যের প্রতি খেয়াল রেখে এবং অভিসন্দর্ভকে সাবলীল ও সুখপাঠ্য করতে সিলেবাসের বিভিন্ন সেশনে যে পরিবর্তনগুলো সাধিত হয়েছে তার মধ্যে ছোট ছোট পরিবর্তনসমূহ এড়িয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনগুলো সহজ-সরলভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বিভাগের প্রথম সিলেবাস এবং সর্বশেষ সিলেবাস সম্পর্কে মোটামুটি বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

বি.এ (অনার্স)

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পথচলা শুরু হয়। সে সময় আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ নামে কার্যক্রম চললেও শুরু থেকেই আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে আলাদা ছাত্র ভর্তি ও আলাদা পাঠ্যক্রম ছিলো। ১৯২১ সাল থেকে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে পাঠদান কার্যক্রম শুরু হলেও প্রথম দিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী পাঠদান কার্যক্রম চলতো। কবে থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ স্বতন্ত্র পাঠ্যক্রম অনুযায়ী পরিচালনা শুরু হয়, তার কোন সঠিক তথ্য না পাওয়া গেলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ড রুমে ১৯২৯-৩০ সেশন থেকে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বতন্ত্র পাঠ্যক্রম খুঁজে পাওয়া যায়। ১৯৭৬-৭৭ সেশন পর্যন্ত মোটামুটি একই ধরনের পাঠ্যক্রম চালু ছিলো, সেখানে ৮টি পেপারে পাঠদান হতো। সকল ছাত্রের জন্য ইসলামিক স্টাডিজের ৮টি পত্র ও ২টি সাবসিডিয়ারি বাধ্যতামূলক করা হয়। প্রতি পত্রের জন্য ৪ ঘন্টার ১০০ নম্বরের পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিলো। এর বাইরে ৭৫ নম্বরের টিউটোরিয়াল এবং ২৫ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিলো।

৩ বছরের একাডেমিক কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর সকল পরীক্ষা একত্রে নেয়ার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিলো। এই পদ্ধতি ১৯৭৬-৭৭ সেশন পর্যন্ত বহাল ছিলো। মোট পরীক্ষার নম্বর ছিলো ৯০০। এই সময়ের মধ্যে পাঠ্যক্রমে বড় ধরনের কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি। পেপারের শিরোনাম ও ভিতরের কোর্স কনটেন্টস কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনসমূহ আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে। এর বাইরেও কিছু ছোট-খাটো পরিবর্তন হয়েছে, সেগুলোকে থিসিসের সুন্দর গঠন ও বাহুল্যতা এড়ানোর জন্য উল্লেখ করা হয়নি।

B. A. Honours Examination 1932 (Session 1929-30)

Paper I. Hadith and Usul al-Hadith.

Book Prescribed:

1. Tirmizi Sharif: from the beginning up to the end of Abwab-as-Salat.
2. Usul al-Hadith: by Mawlana Munawwar Ali.

Paper II. Quran

Books prescribed:

1. Al-Quran al-Karim: Surah, Maryam, Taha, an-Nur, an-Naml, al-Ahzab, Yasin, al-Mu’min, al-Fath, al-Hujurat, an-Najm, al-Waqia’, al-Mujadalah, at-Talaq and at-Tahrim.

Paper III. Tafsir and Usulul –Tafsir

1. Baidawi Sharif: al-Fatiha and the first Quarter of Alif-Lam-Mim.
2. Usul al-Tafsir: by M. Munawwar Ali.

Paper IV. Kalam

Books prescribed:

1. Sharh Aqaid Nasafi: Up to the beginning of Mabhathu’s Sifat (Mujtabai Press, Delhi, 1329), pages 1-35.
2. Al-Resalat al-Hamidiyyah.

Paper V. Fiqh

Books prescribed:

Hidayah: Al-Nikah to end of Babul Mahr, Kitab al- Talaq to the end of Bab al-Hizanat, omitting chapters on Ila, Khul’a, ZiharKaffarah, Innin, Al-Waqf, KitabusShuf’a and KitabulWasiyyat.

Paper VI. Usulul Fiqh.

Usul al-Fiqh: by M. Munawwar Ali.

Paper VII. History of Islamic Civilization

Or

Paper VII. Arabic prose

Books prescribed:

1. Al-Quran al-Karim: The Suras, al-An'aam and the first half of 'Amm.
2. Tarikh al-Fakhri: from the beginning of al-Fasluth Thani up to the beginning of ad-Daula-tul-Amira.
3. Maqamat al-Hariri: 13, 14, 15, 16 and 17.
4. Atwaq-uz-Zahag: First 25 maqamats including the Khutba.
5. Ummul-Qura: by Abdur Rahman al-Kawakibi (published by Ibrahim Faris, Cairo), first 60 pages.
6. Ibn Qutaiba, 'UyunulAkhbar,' part I.

Paper VIII. Islamic Philosophy

OR

Paper VIII. Arabic poetry

Books prescribed:

1. Hamasa of Abu Tammam: Bab al-Azyafwal Madih, first half.
2. Mu'allqat: Imrul Qais, Zuhair, 'Amr ibn Kulthum and 'Antarah.
3. Saqtuz-Zand: pp. 7-19 and 38-42 (Cairo edition, 1910).

B. A. Honours Examination 1933, 1934 (Session 1930-31, 1931-32)

১৯৩২ সালের সিলেবাস এর মতই। তবে পেপার-২ এ কিছুটা ব্যতিক্রম রয়েছে যা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

Paper II. Quran

Books prescribed:

1. Al-Quran al-Karim: Surah, Maryam, Taha, an-Nur, an-Naml, al-Ahzab, Yasin, al-Mu'min, al-Fath, al-Hujurat, an-Najm, al-Waqia', al-Mujadalah, at-Talaq and at-Tahrim to be studied from Muzih-ul-Quran.

B. A. Honours Examination 1935 (Session 1932-33)

১৯৩২ সালের সিলেবাসের মতোই, তবে কিছু কিছু কোর্সে কিছুটা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সেটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

Paper I. Hadith and Usulul Hadith.

Book prescribed:

(2) Ibn Hajar, Nukhbat al-Fikar.

Paper III. Tafsir and Usul-ul-Tafsir.

Book prescribed:

(2) Suyuti, Itqan, chapter- 42, 77 and 80.

Paper VI.-Usul al-Fiqh:

Book prescribed:

Nur al-Anwar. (the portions dealing with Sunna and Qiyas and excluding Ijtihad).

B. A. Honours Examination 1936, 1937, 1938 (Session 1933-36)

১৯৩২ সালের এর অনুরুপ সিলেবাস। তবে কিছু কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তাই নিম্নে কেবল পরিবর্তিত ও সংযোজিত অংশটুকু উল্লেখ করা হলো-

Paper I. Hadith and Usulul Hadith.

Book prescribed: (2) Ibn Hajar, Nukhbat al-Fikar.

Paper III. Tafsir and Usul-ul-Tafsir.

Book prescribed: (2) Suyuti, Itqan, chapter 30,31,42, 77 & 80.

Paper IV. Kalam.

Book prescribed: Muhammad ‘Abduh, Risalat at-Tauhid.

Paper VI.-Usul al-Fiqh:

Book prescribed: Nur al-Anwar. (the portions dealing with Sunna and Qiyas and excluding Ijtihad).

B. A. Honours Examination 1939 (Session 1936-37)

১৯৩২ সালের সিলেবাসের অনুরূপই তবে কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে। সেটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

Paper I. Hadith and Usulul Hadith.

Book prescribed: (2) Ibn Hajar, Nukhbat al-Fikar.

Paper III.- Tafsir and Usul-ul-Tafsir.

1. Zamakhshari: al-Kashshaf, Surah al-Imran.

Paper IV.- Kalam.

Book prescribed: Muhammad ‘Abduh, Risalat at-Tauhid.

Paper VI.-Usul al-Fiqh:

Book prescribed: Nur al-Anwar. (the portions dealing with Sunna and Qiyas and excluding Ijtihad).

B. A. Honours Examination 1940, 1941 (Session 1937-38, 1938-39)

১৯৩২ সালের সিলেবাসের অনুরূপ। তবে কিছু কোর্সে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সেটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

Paper I. Hadith and Usulul Hadith.

Book prescribed: (2) Ibn Hajar, Nukhbat al-Fikar.

Paper III. Tafsir and Usul-ul-Tafsir

Book prescribed:

(1) Zamakhshari: al-Kashshaf, Surah Al-Imran.

(2) Suyuti, Itqan, chapter 42 and 80.

Paper IV. Kalam

Book prescribed: Muhammad ‘Abduh, Risalat at-Tauhid.

Paper VI. Usul al-Fiqh

Book Prescribed: Nur al-Anwar (the portions dealing with al-Kitab al-Khass, al-Amm, al-Mu’awwal and al- Mushtarak and Qiyas excluding Ijtihad).

Dhaka University Institutional Repository

B. A. Honours Examination 1944 (Session 1941-42)

১৯৩২ সালের সিলেবাসের মতো। তবে কিছু কিছু কোর্সে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

Paper I. Hadith and usul al-Hadith.

Book Prescribed: (2) Ibn Hajar, Nukhbat al-Fikar.

Paper III. Tafsir and Usul al-Tafsir

Books Prescribed:

(1) Zamakhshari: al-Kashshaf, Sura al-Anfal.

(2) Suyuti: al-Itqan, Chapter 42 and 80.

Paper IV. Kalam.

Book prescribed: Muhammad ‘Abduh, Risalat at-Tauhid.

Paper VI. Usul al-Fiqh.

Book Prescribed: Nur al-Anwar, (the portion dealing with al-Kitab-Ibarat al-Nass, Isharat al-Nass, Dalalat al-Nass, Iqdida al-Nass and Qiyas).

B. A. Honours Examination 1958, 1959 (Session 1955-56, 1956-57)

১৯৩২ সালের সিলেবাসের অনুরূপ। তবে কিছু কোর্সের কনটেন্টে পরিবর্তন রয়েছে, যা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

Paper I. Al-Hadith and Usulul Hadith

1. Tirmizi Sharif- From the beginning up to the end of Abwab us Salat and Kitab al-Shamai’l.
2. Ibn Hajar: Nukhbat al-Fikar.

Paper III.- Al-Tafsir and Usul-ul-Tafsir

1. Zamakhshari: al-Kashshaf, Para 28.
2. Suyuti, Itqan, chapter 42 and 80.

Paper IV.- Kalam

Al-Taftazani: Sharh al-Aqa’id al-Nasafiyya from the chapter on ‘Sifatillah’ up to the end of the book.

Paper VI.-Usul al-Fiqh

Books Prescribed:

Nur al-Anwar (from the Kitab al-Sunnah to the end of al-Istihsan).

B.A. Honours Examination 1960-62 (Session 1957-60)

১৯৫৭-৫৮ সেশন এর সিলেবাস পূর্বের সিলেবাস থেকে কিছুটা ব্যতিক্রম। ১৯৫৭-৫৮ সেশনের সিলেবাসের সাথে ১৯৭৬-৭৭ সেশন পর্যন্ত সিলেবাসের মিল রয়েছে। সে জন্য ১৯৫৭-৫৮ সেশনের সিলেবাস পুরো উল্লেখ করা হলো। পরবর্তী সিলেবাসসমূহে কোর্সের শিরোনাম কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে তবে কোর্সের আলোচ্য সূচিতে বড় ধরনের কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় নি, তাই পরবর্তী সিলেবাসসমূহে পাঠ্যক্রমের ক্রমবিন্যাস অনুযায়ী শুধু কোর্সের শিরোনামসমূহ উপস্থাপন করা হলো :

Paper I. Al-Hadith

Book prescribed:

1. Tirmizi Sharif- From the beginning up to the end of Abwab us Salat and Kitab al-Shamai’l.

2. Ibn Hajar: Nukhbat al-Fikar.
3. Ahmad Amin: Fajr al-Islam. Pp. 249-268.

Paper II. Al-Quran

Prescribed: The Surahs: Taha, al-Nur, al-Ahzab, Muhammad, al-Fath, al-Hujurat, and Para 29.

Paper III. Al-Tafsir and Usul-ul-Tafsir

1. Zamakhshari: al-Kashshaf, Para 28.
2. Suyuti, Itqan, chapter 42 and 80.
3. Ahmad Amin, Fajr al-Islam, pp. 234-248.

Paper IV. Kalam

Al-Taftazani: Sharh al-Aqa'id al-Nasafiyya from the chapter on 'Sifatillah' up to the end of the book.

Paper V. Fiqh

Al-Hidaya-Kitab al-Nikah to the end of Bab al-Mahr, Kitab al-Talaq to the end of Bab Thubut al-Nasab. (Omitting the chapters on Ila, Zihar, Kaffarah and Li'an and Kitab al-waqf.

Paper VI.-Usul al-Fiqh

Book Prescribed: Nur al-Anwar (from the Kitab al-Sunnah to the end of al-Istihsan).

Paper VII. (A) Arabic Prose

(a) **Classical:** Al-Hariri, Maqamat-Khutba and Nos.1 and 2.
(b) **Modern:** Al-Muwailihi, Hadith 'Isa b. Hisham
(c) History of Arabic Literature with special reference to Prose.

Paper VII. (B) History of Islam and Islamic Civilization

Paper VIII. (A) Arabic Poetry

(a) **Classical**: Abu Tammam-Al-Hamasa, Bab al-Hamasa-204 verses from the beginning. And Mu'allaqat, Imru'l Qays and Amr b. Kulthum.
(b) **Modern:** Hasan al-Sandubi: Al-Shu'ara al-Thalatha, pp. 11-18, 284-86.
(c) History of Arabic Literature with special reference to Poetry.

Paper VIII. (B) Islamic Philosophy

B.A. Honours Examination 1964 (Session 1961-62)

Paper I. Al-Quran
Paper II. Arabic Literature
Paper III. Al-Fiqh
Paper IV. Usul Al-Fiqh and Tarikh al-Fiqh
Paper V. Al-Hadith
Paper VI. Al-Tafsir.
Paper VII. Al-Kalam and FalsafatulIslamiya
Paper VIII. History of Islam and Islamic Civilization.

B. A. Honours Examination 1966 (Session 1963-64)

Paper I. Al-Hadith
Paper II. Al-Quran
paper III. Al-Tafsir
paper IV. Al-Kalam and FalsafatulIslamiyya
paper V. Al-Fiqh
Paper VI. Usul al-Fiqh and Tarikh al-Fikh
Paper VII. (A) Arabic Prose
Paper VII. (B) History of Islam and Islamic Civilization
Paper VIII. (A) Arabic Poetry
Paper VIII. (B) Islamic Philosophy

B. A. Honours Examination 1967 (Session 1964-65)

Paper I. Al-Hadith
Paper II. Al-Quran
Paper III. Al-Tafsir
Paper IV. Al-Kalam and Falsafatul Islamiyya
Paper V. Al-Fiqh
Paper VI. Usul al-Fiqh and Tarikh al-Fiqh
Paper VII. Outline of the History of Islam and Islamic Civilization
Paper VIII. (A) Arabic Literature
Paper VIII. (B) Muslim Philosophy

B. A. Honours Examination 1968 (Session 1965-66)

Paper I. Al-Hadith
Paper II. Al-Quran
Paper III. Al-Tafsir
Paper IV. Al-Kalam and FalsafatulIslamiyya
Paper V. Al-Fiqh
Paper VI. Usul al-Fiqh and Tarikh al-Fiqh
Paper VII. (A) Arabic Prose
Paper VII. (B) History of Islam and Islamic Civilization
Paper VIII. (A) Arabic Poetry
Paper VIII. (B) Islamic Philosophy

B.A. Honours Examination 1969 (Session 1966-67)

Paper I. Al-Hadith
Paper II. Al-Quran
paper III. Al-Tafsir
Paper IV. Al-Kalam and Falsafatul Islamiyya
Paper V. Al-Fiqh
Paper VI. Usul al-Fiqh and Tarikh al-Fiqh
Paper VII. (A) Arabic Literature
Paper VII. (B) Islamic Philosophy
Paper VIII. Outlines of the History of Islam

B.A. Honours Examination 1970 (Session 1967-68)

Paper I. Al-Hadith
Paper II. Al-Quran
paper III. Al-Tafsir
Paper IV. Al-Kalam and Falsafatul Islamiyya
Paper V. Al-Fiqh
Paper VI. Usul al-Fiqh and Tarikh al-Fiqh
Paper VII. (A) Arabic Literature
Paper VII. (B) Muslim Philosophy
Paper VIII. Outlines of the History of Islam

B.A. Honours Examination 1971-1974 (Session 1968-72)

Paper I. Al-Hadith
Paper II.Al-Quran
paper III. Al-Tafsir
Paper IV. Al-Kalam and Falsafatul Islamiyya
Paper V. Al-Fiqh
Paper VI. Usul al-Fiqh and Tarikh al-Fiqh
Paper VII. (A) Arabic Literature
Paper VII. (B) Muslim Philosophy
Paper VIII. Outlines of the History of Islam

B.A. Honours Examination 1975, 1976, 1977, (Session 1972-75)

১৯৭২-৭৩ সেশন থেকে Al-Fiqh and Usul al-Fiqhকে একই পত্রের অর্ন্তভুক্ত করা হয়,যা ইতোপূর্বে ভিন্ন ভিন্ন দুটি পত্র হিসেবে নির্ধারিত ছিলো। Al-Siratun Nabawiyya নামে একটি নতুন পত্র প্রবর্তন করা হয়।

Paper I. Al-Quran al-Karim,
Paper II. Al-Hadith
paper III. Al-Tafsir
Paper IV. Al-Siratun Nabawiyya
paper V. Al-Fiqh and Usul al-Fiqh
Paper VI. Al-Kalam and FalsafatulIslamiyya
Paper VII. (A) Arabic Literature
Paper VII. (B) Islamic Ideology
Paper VIII. (A) Outlines of the History of Islam
Paper VIII (B) Tarikh al-Ulum al-Islamiyya

B.A. Honours Examination 1978 (Session 1975-76)

Paper I. Al-Quran al-Karim
Paper II. Al-Hadith
paper III. Al-Tafsir
Paper IV. Al-Siratun Nabawiyya.
paper V. Al-Fiqh and Usul al-Fiqh

Paper VI. Al-Kalam and FalsafatulIslamiyya
Paper VII. (A) Arabic Literature
Paper VIII. (A) Tarikh al-Islam and Tarikh al-Adyan
Paper VIII. (B) Tarikh al-Ulum al-Islamiyya
Paper VIII. (C) Islamic Ideology

B.A. Honours Examination 1980 (Session 1977-78)

১৯৭৭-৭৮ সেশন থেকে উপরিউক্ত শিক্ষাপদ্ধতি পরিবর্তন করে কোর্স পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয় । কোর্স সিস্টেমের অধীনে ১ম বর্ষে ৪টি কোর্স, ২য় বর্ষে ৪টি কোর্স এবং ৩য় বর্ষে ৮টি কোর্স পড়ানো হতো। প্রতি কোর্সের জন্য নির্ধারিত নম্বর ছিলো ৫০। এর বাইরে ১ম বর্ষে ২৫ নম্বরের টিউটোরিয়াল, ২য় বর্ষে ২৫ নম্বরের টিউটোরিয়াল এবং ৩য় বর্ষ শেষে ২৫ নম্বরের টিউটোরিয়াল এবং ২৫ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা চালু ছিলো। বর্ষ ভিত্তিক কোর্স বন্টনের এই পদ্ধতি ১৯৭৭-৭৮ ও ১৯৭৮-৭৯ সেশনে কার্যকর ছিলো।

1st Year

Course Code	Course Name and Detailes
101	**Al-Quran al-karim**, Surah: Al-Imran 1st 12 Ruku's
102	**Al-Quran al-Karim**, Surah: Al-Imran. (From 13 Rukuupto the end. And Sura al-Saffat.
103	**Grammar and Composition**: Mabadi al-Arabiyya Book 3
104	**Arabic Literature**: (a) **Prose**: Al-Hamdani, Maqamat Nos. 1-3, Abul Hasan Nadwi: al-Mukhtarat, (b) **Poetry**: Abu Tammam, Diwan al-Hamasa, Bab al-Hamasa 1st 106 vers., Zuhair: Mu'allaqah, Shawqi: Shawqiyyat, Vol. I, pp. 34-41.

2nd Year

Course Code	Course Name and Detailes
201	**Al-Sirat Nabawiyya**. (Upto the end of the 5th Hijra).
202	**Al-Sirat Nabawiyya**. (From the 6th Hijra on wards)
203	**Al-Fiqh**: al-Hidayah, Kitab al-Nikah, Kitab al-Talak.
204	**Al-Fiqh and Usul al-Fiqh**, Al-Hidaya Kitab al-Zakat, Nurul anwar-Ijma & Qiyas

3rd Year

Course Code	Course Name and Detailes
301	**Al-Hadith**: Tirmidhi from the beginning of Abwabu''t Buyuupto the end of abwab al-Hudud.

Dhaka University Institutional Repository

302	**Al-Hadith and Usul al-Hadith**, Tirmidhi Kitab al-Shama'il, Ibn Hajar; Nukhbatul Fikar.
303	**Usul Al-Tafsir**: Suyuti al-Itqan, Chapters 1, 7, 8, 42 and 80.
304	**Al-Tafsir**: Zamakhshari: al-Kasshaf, Surah Anfal.
305	**Al Kalam:** AlTaftazani: Sharh al-Aqaid an-Nasafiyyah from the chapter on Sifatullahupto the end of Risala.
306	**Al-Falsafatul Islamiyyah**
307 (A)	**Tarikh al-Islam**: (i) Al-Khulafa al-Rashidun, (ii) al-Umawiyyaun (iii) al-Abbasiyyun (iv) Muslim Rule in Bangladesh.
308 (A)	**Tarikh al-Adyan**
OR	
307 (B)	**Muslim Philosophy**
308 (B)	**Al-Tasawwaf**
OR	
307 (C)	**Tarikh al-Hadith**
308 (C)	i. **Tarikh al-Tafsir,** ii. **Tarikh al-Fiqh.**
OR	
307 (D)	**Islamic Ideology**. (a) The religious structure of Islam (b) The Economic system of Islam
308 (D)	**Islamic Ideology** (a) The social system of Islam (b) The political system of Islam

B. A. Honours Examination 1981 (Session 1978-79)

১৯৭৭-৭৮ সেশন এর মতো ই। তবে বর্ষ অনুযায়ী কোর্স পাঠদানে কিছুটা পার্থক্য ছিলো। ১ম বর্ষে ২টি কোর্স, ২য় বর্ষে ৪টি কোর্স এবং ৩য় বর্ষে ১০টি কোর্সসহ মোট ১৬টি কোর্সে পাঠদান করা হতো।

B. A Honours Examination 1982 (Session 1979-80)

১৯৭৯-৮০ সেশন থেকে বর্ষভিত্তিক কোর্স বন্টনের প্রক্রিয়া কিছুটা পরিবর্তন করে ১ম বর্ষে ২টি কোর্স, ২য় বর্ষে ৪টি কোর্স এবং ৩য় বর্ষে ১০টি কোর্স ও একটি সর্বাত্মক ৫০ নম্বরের কোর্স

Dhaka University Institutional Repository

নির্ধারিত ছিলো। ২টি কোর্স মিলে একটি পত্র ধার্য করা হতো। এই সিস্টেমের অধীনে প্রতি পত্রের জন্য ১০ + ১০ = ২০ নম্বরের দুইটি ইনকোর্স পরীক্ষা ও ৭০ নম্বরের তিন ঘন্টার কোর্স ফাইনাল পরীক্ষা এবং দুইজন শিক্ষকের অধীনে ১০ নম্বরের টিউটোরিয়াল পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। এর বাইরে তৃতীয় বর্ষের লিখিত পরীক্ষা শেষে ৫০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিলো। মোট পরীক্ষার নম্বর ছিলো ৯০০।

1st Year

Paper I. Al-Quran al-karim

Course: 101 Surah: Al-Abniya and al-Ahqaf

Course: 102 Surahs: Al-Nur, al-Fath and al-Hujurat

2nd Year

Paper II. (A) Arabic Literature

Course 201 (A) Grammar and Composition ,Mabadi al- Arabiyyah Book-3

Course: 202 (A) Arabic Prose and Poetry,

(1) Hamdani: Maqamat, 1-2,

(2) Ahmad Amir: Yawam al-Islam pp. 5-30.

(3) Hasan b. thabit: Diwan, London 1916, pp. 58-60,

(4) Hafiz Ibrahim: Diwan (5th edition) vol. II, pp. 129-134.

Or

Course 201 (B)- Muslim Philosophy

Course 202 (B) Al-Tasawwaf.

Paper III. Al-SiratunNabawiyyah.

Course: 203: Pre Islamic Arabiya, Social, Political, Economic and Religious Conditions, The prophet his life before Hijra.

Course 204: The Prophets life after Hijra.

3rd Year

Paper IV. Al-Fiqh and Usul al-Fiqh

Course 301: Al Fiqh, Hidaya: Kitab al-Nikah, Kitab al-Talak.

Course 302: Al-Fiqh and Usul al-Fiqh: Hidayah, Kitab al-Zakat, Nur al-Anwar: Al-Ijma, Al-Qiyas.

Paper V. Al-Hadith and usul al-Hadith

Course 303: Tirmidhi: Al-Jami: Abwab al Salat

Course 304: Tirmidhi: kitab Shamailun al- Nabi and Ibn Hajar: Nukhbat al-Fikar.

Paper VI. Al-Tafsir and Usul al Tafsir

Course 305: Tafsir, Zamakhshari: al-Kasshaf, surah al-Anfal.

Course 306: Usul al-Tafsir, Suyuti, al-Itqan, chapter: 1,7,8,42 and 48.

Paper VII. Al kalam and Tarikh al-Adyan

Course 307: Al Kalam, sharh al-Aqai'd from the chapter on Sifatullahupto the end of Risala.

Course 308: Tarikh al-Adyan, (Taboo, Totem)

Paper VIII. Islamic Ideology

Course 309: (A) The social system of Islam

Course 310: (A) The political system of Islam**,** Economic System of Islam.

OR

Paper VIII. Tarikh al-Ulum al-Islamiyya.

Course 309: (B) Tarikh al-Tafsir

Course 310: (B) Tarikh al-Fiqh and Tarikh al Hadith.

OR

Paper VIII. Tarikh al-Islam

Course 309: (C) 1. Al-Khulafa al-Rashidun, 2. Al-Umaiyah. 3. Al-Abbasiyyah.

Course 310: (C) The Muslim Rule in Bangladesh.

B.A. Honours Examination 1983 (Session 1980-81)

১৯৭৯-৮০ সেশনের সিলেবাসের অনুরুপ হবে। তবে দ্বিতীয় বর্ষে Paper II (A) – Arabic Literature এর বিকল্প কোর্স হিসেবে নিম্নোক্ত পরিবর্তন আনা হয়েছে। আর শেষের কোর্স নং ৩০৯ ও ৩১০ এর বিকল্প কোর্সগুলো বাদ দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া বাকি সব কিছুই পূর্বের ন্যায় ঠিক রাখা হয়েছে।

Paper II. (B) Outlines of history of Islamic Civilization.

Course 201: (B) Concept of Education in Islam.

Course 202: (B) Cultural and Philosophical Development of Islamic Civilization.

B.A. Honours Examination 1984-1996 (Session 1981-94)

১৯৭৯-৮০ সেশনের সিলেবাস এর অনুরুপ। তবে কনটেন্টস ঠিক রেখে কিছু কিছু কোর্সের নামকরণে নতুনত্ব আনার প্রয়াস চালানো হয়েছে এবং শেষের কোর্সটিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। নিম্নে কোর্সগুলোর শিরোনাম উল্লেখ করা হলো :

Paper I. Al-Quran al-Karim
Paper II. (A) Arabic Literature, (B) Outlines of the History of Islamic Civilization
Paper III. Al-Siratun Nabawiyya
Paper IV. Al-Fiqh, Usul al-Fiqh and Tarikh al-Fiqh
Paper V. Al-Hadith, usul al-Hadith and Tarikh al-Hadith.
Paper VI. Al-Tafsir, Usul al Tafsir and Tarikh al-Tafsir

Paper VII. Al kalam and Tarikh al-Adyan
Paper VIII. Islamic Ideology
Course 309 : Social System of Islam
Course: 310 : The Political and Economical System of Islam

B.A. Honours Examination 1997-2000 (Session 1994-98)

১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে ইন্টিগ্রেটেড কোর্স সিস্টেম প্রবর্তন করা হয়। এখানে মোট ২২টি কোর্সে পাঠদান হতো। যার মধ্যে ১৬টিতে ৫০ নম্বর করে আর ৬টিতে ১০০ নম্বর করে নির্ধারিত ছিলো। ১০০ নম্বর এর ৬টি কোর্স হলো- ১০৫, ১০৬, ২০৭, ২০৮, ৩০৭, ও ৩০৮। ১ম বর্ষে ৫০ নম্বরের ৪টি কোর্স ও ১০০ নম্বরের ২টি কোর্স পাঠদান করা হতো এবং ১৫ নম্বরের টিউটোরিয়াল ও ১৫ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিলো। ২য় বর্ষে ৫০ নম্বরের ৮টি কোর্স এবং ১০০ নম্বরের ২টি কোর্স পাঠদান করা হতো এবং ১৫ নম্বরের টিউটোরিয়াল ও ১৫ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিলো। ৩য় বর্ষে ৫০ নম্বরের ৮টি এবং ১০০ নম্বরের ২টি কোর্স পাঠদান করা হতো এবং এর বাইরে ২০ নম্বরের টিউটোরিয়াল ও ২০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিলো। মোট পরীক্ষার নম্বর ছিলো ১৫০০।

1st Year

Course Code	Course Name and Detailes
101	**Al-Quran al-Karim,** Surah: Al-Anbiya and al-Ahqaf and Luqman.
102	**Al-Quran al-Karim,** Surah: al-Fath, al-Hujurat, al-Nur and Al-Rahman.
103	**Al-Sirat al-Nabawiyya**: The life of the Prophet (s) at Makka.
104	**Al-Sirat al-Nabawiyya:** The life of the Prophet (s) after Hijra.
105 (A)	**বাংলাঃ** (ক) প্রবন্ধসংগ্রহ (১৯৮৫) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, (খ) গল্পসংগ্রহ (১৯৮৬), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, (গ) ভাষাশিক্ষা, (ঘ) প্রবন্ধরচনা (বাংলাভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক)
105 (B)	**Persian:** (a) Prose: Gulistan-i-Sadi, Chapter II, (b) Elementary Grammar, (c) Translation from English/Bengali into Persian and Vice Versa.
106 (A)	**Urdu:** (a) Prose: Jawahir Pare-Compiled by Maqbul Anwar Daudi, Feroz sons Lahore, 1975. Pp. 27-33, 71-92, 103-162, 178-198. (b) Translation from English/Bengali into Urdu and Vice Versa. (c) Composition: Correction Illustration of Pharades and Usages. (d) Essay. (e) Letter.

Dhaka University Institutional Repository

106 (B)	**English Language,** (a) Grammar, (b) Translation and Compositon, (c) Reading and Comprehension,

2nd Year

Course Code	Course Name and Detailes
201	**Al-Fiqh and Al-Faraidh:** Books Prescribed; (1) Al-Hidaya, Kitab al-Nikah (omitting the chapters on Nikah al-Raqiq, Nikah ahl-al-shirk and al-Qasm) (2) Sirajul Haq: Al-Siraji.
202	**Usul al-Fiqh, Tarikh al-Fiqh and Sufism**: (A) Nurul Anwar, as-Sunnah; (B) Sufism
203	**Al-Kalam:** Sharh al-Aqai'd, from the chapter on 'Sifatullah' upto the end of the 'Risalat'.
204	**Tarikh al-Adyan:** Hinduism, Buddism, Judaism, Christianity and Islam- History, main tenets and comparative study.
205	**Islamic Ideology:** Social and Political System of Islam
206	**Islamic Ideology:** Economy, Banking and Finance in Islam.
207	**Political Science: Political Theory**
208	**Political Science:** Principle of Political Organization, Government and Politics in Bangladesh

3rd Year

Course Code	Course Name and Detailes
301	**Al-Hadith:** Book prescribed, Tirmidhi, Abwab al-Taharat & Abwab al-Salat.
302	**Usul al-Hadith and Tarikh al-Hadith:** (1) Ibn Hajar, Nukhba al-Fikar. (2) Tarikh al-Hadith (uptoabdul Haq MuhaddithDehlowi).
303	**Al-Tafsir**: Al-Kashashaf, Surah al-Anfal and at-Tawba.
304	**Usul al-Tafsir and Tarikh al-Tafsir**: Suyuti: Al-Itqan, 1, 7, 8, 42 and 80 no chapters.
305 (A)	**Arabic Literature**, Grammar, Translation and Composition

306 (A)	**Arabic Literature**, Arabic prose and poetry
OR	
305 (B)	**Outlines of the History of Islamic Civilization**
306 (B)	**Cultural and Theological Development of Islamic Civilization**
307	**History of the Muslim World**, (Middle East and East Europe)
308	**History of the Muslim World** (Asia and Africa)

B.A. Honours Examination 2001-2009 (Session 1997-2006)

১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে ৪ বছরের একাডেমিক কার্যক্রম এর সূচনা হয়। এ সময় ৩৬টি কোর্সের অধীনে সর্বমোট ২০০০ নম্বরের পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। এতে ৫০ নম্বরের ৩৪ টি কোর্স এবং ইংরেজী ও বাংলা ১০০ নম্বরের দুটি ফাউন্ডেশন কোর্স চালু করা হয়। ১ম বর্ষে ৫০ নম্বরের ৪টি কোর্স এবং ২০০ নম্বরের ২টি ফাউন্ডেশন কোর্সের পাঠদান হতো এবং ১০ নম্বরের টিউটোরিয়াল ও ১০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিলো। ২য় বর্ষে ৫০ নম্বরের ১০টি কোর্স কোর্স পাঠদান হতো এবং ১০ নম্বরের টিউটোরিয়াল ও ১০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা প্রচলিত ছিলো। ৩য় বর্ষে ৫০ নম্বরের ১০টি কোর্সের পাঠদান হতো এবং ১৫ নম্বরের টিউটোরিয়াল ও ১৫ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা প্রচলিত ছিলো। ৪র্থ বর্ষে ৫০ নম্বরের ১০টি কোর্সের পাঠদান হতো এবং ১৫ নম্বরের টিউটোরিয়াল ও ১৫ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা প্রচলিত ছিলো।

1st Year

Course Code	Course Name
101	Introduction to Islam
102	Introductory Knowledge of The Quran.
103	Sirat al-Nabawiyya, (Before Hijrah).
104	Economy, Banking and Finance in Islam

2nd Year

Course Code	Course Name
201	Quranic Studies: Sura: al-Anbiya, al-Qasas
202	Quranic Studies: Surah: Al-Fath, al-Hujurat, al-Nur.
203	Sirat al-Nabawiyya: (After Hijra).
204	Introduction to Islamic Law
205	Sayings of The Holy Prophet in our Practical life: Imam Nabawi, Riyadus Salihin, Chapters 4, 6, 10, 23, 26, 59, 276, 277, 279 & 327.

206	Social System and Family Welfare in Islam
207	Political System of Islam.
208	Political Science, (Concept and Theory)
209	Political Science: Principles of Political Organization, Government and Politics in Bangladesh.
210	Principle of Sociology.

3rd Year

Course Code	Course Name
301	Principles and History of Tafsir Literature
302	Study of al-Tafsir: Texual study of Tafsir of Surah al-Anfal from Al-Kashshaf.
303	Study of Al-Kalam: Sharh al-Aqai'd,
304	Study of Religion: History main tenets and comparative study of the following religions:- Hinduism, Buddism, Judaism, Christianity and Islam.
305 (A)	Arabic Literature: (Grammar, Translation and Composition) from Mabadi al-Arabiyya, book-3.
306 (A)	Arabic Literature: (Arabic prose and poetry)
OR	
305 (B)	Outlines of the History of Islamic Civilization
306 (B)	Cultural and Theological Development of Islamic Civilization.
307	History of the Caliphs
308 (A)	Sufism
308 (B)	Human Rights in Islam.
309	Cultural Anthropology
310	Principle of Economics

4th Year

Course Code	Course Name
401	Principles and History of Hadith Literature
402	Studies of Hadith: Book prescribed: Mishkat al-Masabih, (Iman, Salat, Sawm, Zakat and Hajj).
403	Studies of Hadith: Books Prescribed, Sihah Sittah,

	Chapters- al-Buyu, Ayman, Faraid, Hibat, Wasiyya, Qisas, Diyat, Hudud and Tazir.
404	Principle and History of Islamic Jurisprudence
405	Islamic Personal Law: (Regards marriage, dissolution of marriage, succession and inheritance, from the books Al-Hidaya and Al-Siraji.
406	Muslim Contribution to Science and Technology
407 (A)	Prominent Sufis's of Bangladesh
407 (B)	International Relation in Islam
408	Modern History of the Muslim World (Middle East and East Europe).
409	Modern History of the Muslim World (Asia, Africa).
410	The Economy of Bangladesh

B.A. Honours (Semester and Letter Grade System)

(Session: 2006-চলমান)

২০০৬-২০০৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে ৪ বছর মেয়াদী ৮টি সেমিস্টারে কোর্স পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। ১ম সেমিস্টারে ৩টি, ২য় সেমিস্টারে ৩টি, ৩য় সেমিস্টারে ৩টি, ৪র্থ সেমিস্টারে ৩টি, ৫ম সেমিস্টারে ৪টি, ৬ষ্ঠ সেমিস্টারে ৪টি, ৭ম সেমিস্টারে ৪টি, ৮ম সেমিস্টারে ৪টি করে মোট ২৮টি কোর্সে ২৮০০ নম্বর নির্ধারিত ছিলো। এর মধ্যে প্রতি কোর্সের ১০০ নম্বরের মধ্যে দুটি মিডটার্মে ১৫ + ১৫ = ৩০, এবং ক্লাস উপস্থিতি এবং অংশগ্রহণে ৫+৫=১০ এবং লিখিত ৬০ নম্বরের পরীক্ষা হতো। প্রতি সেমিস্টার শেষে ২৫ নম্বর করে মোট ২০০ নম্বরের ভাইভা পরীক্ষা চালু করা হয়। সর্বমোট পরীক্ষার নম্বর ৩০০০।

1st Semester

Course No.	Course Title
101	Introduction to Islam and Islamic Dawah
102	Introductory Knowledge of the Quran and Principles and History of Tafsir
103	Bengali

2nd Semester

Course No.	Course Title
104	Al-Sirat Al-Nabawiyyah and History of Caliphs
105	Economy, Finance, Banking and Insurance in Islam
106	English

3rd Semester

Course No.	Course Title
201	Quranic Studies (Suras: Anbiya, Qasas, al Fath, Al Hujurat, An Nur.
202	Social System, Family Welfare and Aesthetics in Islam
203	Sociology and Anthropology

4th Semester

Course No.	Course Title
204	Sunnah in Practical Life. Books: Riyadus Salihin, Chapter: 1,2,4,8,10,23,26,59,276,277,279,280,327.
205	Political Science
206	Political System and Human Rights in Islam.

5th Semester

Course No.	Course Title
301	Study of Al-Tafsir-Al Kashshaf: Sura Anfal.
302	Study of Al-Kalam and Muslim Philosophy and Philosophers
303	Sufism and Some Promment Sufis and their Contribution
304	Introduction to Islamic Law and Personal Law and Law of Inheritance in Islam.

6th Semester

Course No.	Course Title
305	International Relations in Islam, Islam and Contemporary Issues
306	Computer Literacy
307 (A)	Arabic Literature, Grammar, Translation and Composition.
Or	
307 (B)	Islamic Civilization and Culture, Ethics and Values in Islam.
308	Modern History of the Muslim World and Organizations.

7th Semester

Course No.	Course Title
401	Study of Hadith
402	Principles of Economics and the Economy of Bangladesh

403	History of Muslim Spain and Muslim Contribution to Science and Technology
404	Bangladesh Studies

8th Semester

Course No.	Course Title
405	Principles and History of Hadith Literature
406	Study of Religions
407	Principles and History of Islamic Jurisprudence
408 (a) **Or** 408 (b)	History of Islam (Umayyad, Abbasiyyad, Fatimid and Uthmania Period) Lifes and Thougt of Muslim Thinkers of the World

বি.এ (পাস কোর্স)

১৯২১ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এ কলা অনুষদের অধীনে বিভিন্ন বিভাগে বি.এ পাস কোর্স ডিগ্রির ব্যবস্থা চালু ছিলো। প্রথম দিকে এটি বি.এ অরডিনারি ডিগ্রি নামে পরিচিত থাকলেও পরবর্তীতে এটি বি.এ পাস কোর্স নামে পরিচিতি পায়। ১৯৫২ সাল পর্যন্ত বি.এ পাস কোর্সের নির্ধারিত বিষয়সমূহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই পাঠদান করা হতো। ১৯৫২ সাল থেকে বি.এ পাস কোর্স ডিগ্রির জন্য নির্ধারিত বিষয়গুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজে পড়ানোর ব্যবস্থা চালু করা হয়। ১৯৯৪ সাল থেকে তা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। উল্লেখ্য যে, সরকার ১৯৯৪ সালে এক ঘোষণাবলে ঢাকা বিশ্ববিবদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত করে। বর্তমানে বি.এ পাস কোর্স ডিগ্রি কলেজগুলোতে সাধারণ বি.এ ডিগ্রি হিসেবে পরিচালিত হয়।

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের বি.এ অরডিনারী/পাস কোর্স সিলেবাসে তিনটি পেপার পড়ানো হতো। কোনো কোনো পেপার এর অধীন বিকল্প পত্রের ব্যবস্থা ছিলো।

B.A. (Ordinary) Degree 1931

১৯৩১ থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত বি.এ পাস কোর্সের সিলেবাস প্রায় একই রকম ছিলো। কোর্সের শিরোনামে কোনো পরিবর্তন হয়নি। কখনো কখনো কোর্সের আলোচ্য সূচিতে কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে।

Paper I.- Quran Tafsir and Hadith.

Book prescribed:-

1. Al-Quranul Karim_ The Suras: Maryam, Taha, An-Nur, an-Naml and al-Ahzab.
2. Tafsir Madarik, al Fatiha and first quarter of Alif Lam Mim.
3. Muatta of Imam Muhammad.

Paper II.-Fiqh, Usul and kalam.

Book prescribed:-

1. Sharh Wiqayah, KitabulBuyu, from the beginning to the end of Bab Khiyarish-shart, Bab Khiyaril-Aib and Babul Bai'ilFasid to the end of Babe ma yukrahu.
2. Usul-ul-fiqh: Usulul Fiqh, by Maulana Munowwa Ali,
3. Al-HusunulHamidiyyah.

Paper III.- Either (A) Islamic Philosophy

Books: Al-LubabulIsharat by Imam Raji, (Mantiqiyyat),

Or

(B) Arabic Literature.

Text-book prescribed:

1. Maqamatul Hariri, first three Maqamahs.
2. Hadiqatul Afrah, pages 1-100.
3. Mu'allaqat, Imru-ul Qais, Zuhair and Antarah.
4.Hamasah, Babul Azyaf, first half.

B.A. (Ordinary) Degree 1932

১৯৩১ সালের সিলেবাসের অনুরুপ। তবে একটি কোর্সে সামান্য পরিবর্তন আনা হয়েছে যা নিম্নে বর্ণনা করা হলো-

Paper II.-Fiqh, Usul and kalam.

Books prescribed:

(1) Fiqh: Hidayah- Al-Nikah to end of Babul Mahr, Kitab al- Talaq to the end of Bab al-Hizanat, omitting chapters on Ila, Khul'a, ZiharKaffarah, Innin, Al-Waqf,

B. A. (Ordinary) Degree 1933, 1934, 1935

১৯৩১ সালের সিলেবাসের মতোই তবে সামান্য পরিবর্ধন সাধিত হয়েছে। যেমন-

Paper III, (B) Arabic Literature

Text books prescribed:-

(1) Hariri: Maqamat, Last three Maqamah.
(2) Ibn Hisham, Sirat Rasul Allah, pages 114-147
(3) Mu'allaqat, Imrul Qais, Zuhair and Amr inbKuthum.
(4) Hamasa, Babul Adab, first half.

B.A. (Ordinary) Degree, 1936, 1937.

১৯৩১ সালের সিলেবাসের হুবহু অনুরূপ

B. A. (Ordinary) Degree 1938-1943

১৯৩১ সালের সিলেবাসের মতো ই তবে কিছু জায়গায় সামান্য যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

Paper I. – Tafsir and Hadith.

Books prescribed:

1. Al-Quran, the Suras: Maryam, Taha.
2. Nasafi: Madarik al-Tanzil: al-Fatihah and first two Ruku of Alif-Lam-Mim.

Paper II. – Fiqh, and Kalam.

Books prescribed:

1. Sharh al-Wiqayah: Kitab al-Saum and Kitab al-Nikah.

3.

B. A. Pass Course Examination 1957, 1958, 1959, 1960 and 1961

১৯৩১ সালের সিলেবাসের মতো ই তবে দুটি কোর্সে সামান্য কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

Paper I. Tafsir and Hadith

Books prescribed:

1. Tafsir al-Khazin- al-Fatihah and first three Ruku' of Alif-Lam-Mim excluding bahth al-Muqatta'at.

Paper II. Fiqh and Kalam

Books prescribed:

2. Sharh al-Wiqayah: Kitab al-Saum and Kitab al-Hajj.

4.

B. A. Pass Course Examination 1962 - 1970

১৯৬২ সালে এসে পাস কোর্সের সিলেবাসে কোর্সের শিরোনাম কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে এবং কোর্সের আলোচ্য সূচিতেও কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে।

Paper I. Al-Tafsir and al-Kalam

Books prescribed:

1. Tafsir al-Khazin- Sura al-Fatiha and first five Fukus of Alif Lam Mim excluding bahth al-Muqatta'at.
2. Al-Nasafi- Sharh al-Aqa'id from the chapter wafiIrsal al-Rasul hiknahupto the end of the book (pp. 97-127, Indian)

Paper II. Al Hadith and Fiqh

Books prescribed:

1. Muwatta' Muhammad- Kitab al-Salat and Kitab al-Zakat.
2. Sharh al-Wiqayah- Kitab al-Sawm and Kitab al-Hajj.

Paper III. (A) Arabic Literature

Book prescribed:

1. Al-Mu'allaqah of Zuhayr pp. 217-225
2. Ibn al-Muqaffa' pp. 111-117
3. Muhammad Amin pp. 156-165

4. Ismail Sabri pp. 270-279

OR

(B) Islamic Philosophy, Kalam, Hikmat and Tasawwuf.

Origin and development of theological schools in Islam. Free thinking in Islam:- al-Jabriyya, al-Qadariyya, al-Mu'tazila, al-Ashaira, Imam al-Ghazali.

Falsafa and the study of Greek Philosophy: al-Kindi, al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Bajja, Ibn Tufail, Ibn Rushd, Ikhwan al-Safa.

Origin of Sufism, the main mystic schools.

OR

Paper IV. Outlines of the History of Islam.

Life of the Prophet (s), al-Khulafa al-Rashidun and Banu Umayyah.

B. A. Pass Course Examination 1971 - 1979

১৯৭১-১৯৭৯ সালের সিলেবাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় নি তাই এই সময়ের সিলেবাস একত্রে নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

Paper I. Al-Quran and al-Kalam.

Book prescribed:

1. Al-Quran, Surah al-I-Imran (1st half)
2. Al-Taftazani, Sharh al-Aqa'id al-Nasafiyya, (1st half of the Chapter on 'Risalat').

Paper II. Al-Hadith and Al-Fiqh.

Books prescribed:

1. Al-Khatib al-Tabrizi- Mishkat al-Masabih: Kitab al-Salat (from Bab Mawaq'it al-Salat upto the end of Bab al-Dua'fi al-Tasahhed).
2. Sharh al-Wiqayah- Kitab al-Saum and Hajj

Paper III. (A) Arabic Literature

1. Al-Mu'allaqah of Zuhayr pp. 217-225
2. Ibn al-Muqaffa' pp. 111-117
3. Muhammad Amin pp. 156-165
4. Ismail Sabri pp. 270-279

Or

Paper III. (B) Outline of the History of Islam,

Life of the Prophet , al-Khulafa al-Rashedun.

B. A. Pass Course Examination 1983-85

Paper I. Al-Quran and Al-Kalam

Book prescribed:

1. Al-Quran- Surah al-Qasas
2. Al-Taftazani-Sharh al-Aqaid al-Nasafiyya: from the chapter on Risalatupto the end of the book.

Paper II. Al-Hadith and Al-Fiqh

Book prescribed:

1. Al-Khatib al-Tabrizi: Mishkat al-Masabih: Kitab al-Salat (from Mawaqit al-Salat uptobab al-Qirat fil Salah, first and second Fasl of every bab).
2. Sharh al-Wiqaya: Kitab al-Salat upto al-Kusuf and Kitab al-Sawm.

Paper III. (A) Arabic Literature

1. Ibn al-Muqaffa’ pp. 111-114
2. Al-Manfaluti- pp. 145-148
3. Ahmad Amin- pp. 149-159
4. Muallaqa of Zuhayr- pp. 217-225
5. Al-Rusafi- pp. 257-258

OR

Paper III. (B) Outline of the Historyof Islam and Islamic Ideology

B. A. Pass Course Examination 1986 - 1993

১৯৮৬-১৯৯৩ সালের সিলেবাস ১৯৮৩-৮৫ সালের সিলেবাসের মতই। উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন নেই। তবে পেপার-৩ তে বিকল্প কোর্স-সি সংযুক্ত করা হয়েছে যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

Paper III. (C) Outline of the History of Religion

Particulat attention should be given to the following topics:

1. Judaism and its fundamentals.
2. Buddaism and its main teachings.
3. Hisduism and its doctrines.
4. Christianity and its religious tenets.
5. Islam and its fundamentals.

এম.এ (প্রিলিমিনারি)

অধিভুক্ত কলেজ হতে বি.এ পাস কোর্স সম্পন্ন করার পর ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে এম.এ শ্রেণিতে সরাসরি ভর্তির সুযোগ ছিলো না। প্রথমে ভর্তি হতে হতো একবছর মেয়াদী এম.এ প্রিলিমিনারি কোর্সে। ১৯২১ সাল থেকেই ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে এম.এ প্রিলিমিনারি কোর্স চালু হয়। ১৯২১-১৯৫৬ সাল পর্যন্ত এম.এ প্রিলিমিনারিতে ৪টি গ্রুপ ছিলো। প্রত্যেকটি গ্রুপে শিক্ষাদানের বিষয় ছিলো ৩টি। পরবর্তীতে ১৯৫৬ সাল থেকে ৪টি বিষয়ে শিক্ষাদান করা হতো। এর সঙ্গে টিউটোরিয়াল ও মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিলো।

১৯৮০-৮১ সেশন থেকে এম.এ প্রিলিমিনারিতে কোর্স সিস্টেম চালু হয়। চারটি পেপারের অধীন ৮টি কোর্স পড়ানো হতো। প্রতি পেপারে ৫০ নম্বরের দুটি করে কোর্স অন্তভুক্ত করা হয়। কোর্স শেষে ২০ নম্বরের ইনকোর্স পরীক্ষা, ১০ নম্বরের টিউটোরিয়াল এবং ৭০ নম্বরের কোর্স ফাইনাল এর ব্যবস্থা চালু হয়। এর বাইরে ৭৫ নম্বরের একটি সর্বাত্মক লিখিত ও ২৫ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিলো। সর্বমোট ৫০০ নম্বরের পরীক্ষা চালু ছিলো। এই পদ্ধতি সর্বশেষ ১৯৯৪-৯৫ সেশন পর্যন্ত প্রচলিত ছিলো। ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থীরা শেষবারের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ প্রিলিমিনারি কোর্সে ভর্তির সুযোগ পায়।

M.A. Preliminary Examination 1930-1933 (Session 1929-33)

GROUP A. TAFSIR AND HADITH

Paper I. Hadith and Usulul Hadith.

Book prescribed:

1. Tirmizi Sharif: from the beginning up to the end of Abwab-as-Salat.
2. Usul al-Hadith: by Mawlana Munawwar Ali.

Paper II. Al-Quran Karim, Tafsir and Usulul Tafsir

Books prescribed:

1. Al-Quran al-Karim: Surah, Maryam, Taha, an-Nur, an-Naml, al-Ahzab, Yasin, al-Mu’min, al-Fath, al-Hujurat, an-Najm, al-Waqia’, al-Mujadalah, at-Talaq and at-Tahrim.
2. Baidawi Sharif: al-Fatiha and the first Quarter of Alif-Lam-Mim.
3. Usul al-Tafsir: by M. Munawwar Ali.

Paper III. Fiqh and Usulul Fiqh

Books prescribed:

1. Hidayah: Al-Nikah to end of Babul Mahr, Kitab al- Talaq to the end of Bab al-Hizanat, omitting chapters on Ila, Khul’a, ZiharKaffarah, Innin, Al-Waqf, KitabusShuf’a and KitabulWasiyyat.
2. Usul al-Fiqh: by M. Munawwar Ali.

GROUP B. FIQH AND KALAM

Paper I. Kalam

Books prescribed:

1. Sharh Aqaid Nasafi: Up to the beginning of Mabhathu’s Sifat (Mujtabai Press, Delhi, 1329), pages 1-35.
2. Al-Resalat al-Hamidiyyah.

Paper II. Fiqh

Books prescribed:

Hidayah: Al-Nikah to end of Babul Mahr, Kitab al- Talaq to the end of Bab al-Hizanat, omitting chapters on Ila, Khul’a, ZiharKaffarah, Innin, Al-Waqf, KitabusShuf’a and KitabulWasiyyat.

Dhaka University Institutional Repository

Paper III. Usulul Fiqh

Usul al-Fiqh: by M. Munawwar Ali.

GROUP C. PHILOSOPHY.

Two papers on General Philosophy, and the third paper on Imam Ghazali's Al-Munqid min ad-Dalal.

GROUP D. ARABIC LITERATURE

Paper I. Poetry

Books Prescribed:

(1) Hamasa of Abu Tammam: Bab al-Azyafwal Madih, first half.

(2) Mu'allaqat- Imrul Qais, Zuhair, Amr ibn Kulthum and Antarah.

(3) Saqtuz Zand- pp. 7-19 and 38-42, (Cairo-1910).

Paper II. Rhetoric and Prosody.

Books recommended:

1. Nihayatu'l 'Ijaz (Anwaru'l-Matabi', Lucknow).
2. Naqdu'sh-Shi'r (Anwaru'l-Matabi', Lucknow).
3. Al-Hashimis' Jawabiru'l-Balagha-Portions dealing with Bayan and Ma'ani.
4. Al-Hashimis' Mizanu'z-Zahab.

Paper III. Arabic Grammar and Composition and Essay in Arabic and Translation of Unseen Passages**.**

M. A. Preliminary Examination 1935-1943 (Session 1934-1943)

১৯৩৫-১৯৪৩ এই সময়ের মধ্যে ছোটো-খাটো কিছু পরিবর্তন ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন হয়নি। তাই একসাথে উল্লেখ করা হলো।

Group A. Hadith and Usul al-Hadith

Three papers on Hadith.

One paper on Usul al-Hadith.

Group B. Fiqh and Usul al-Fiqh

Two papers on Fiqh.

Two papers on Usul al-Fiqh.

Group C. Kalam and Philosophy

Two papers on Kalam.

Two papers on Philosophy.

Group D. Arabic Literature

Paper I. Poetry

Paper II. Prose

Paper III. Rhetoric and Prosody

Paper IV. History of Arabic Language and Literature

Dhaka University Institutional Repository

M. A. Preliminary Examination 1956-1972 (Session 1955-1972)

১৯৫৬ সাল থেকে ৪টি গ্রুপ বাদ দিয়ে শুধু একটি গ্রুপে ৪টি পেপার পড়ানো শুরু হয়। তবে এ ক্ষেত্রে পেপার IV এ তিনটি বিকল্প কোর্স ছিলো, যে কোনো একটি শিক্ষার্থীরা পছন্দ করতে পারতো। এই সময়ের সিলেবাসে উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়নি বিধায় এক সাথে উল্লেখ করা হলো।

Paper I. Hadith and Usulul Hadith

1. Tirmizi Sharif- up to the end of Abwab us Salat and Kitab al-Shama'il.
2. Ibn Hajar, Nukhbat al-Fikar. (First half).

Paper II. Al-Tafsir and Kalam

1. Zamakhshari: al-Kashshaf, Surah al-Anfal.
2. Al-Taftazani: Sharh al-Aqa'id al-Nasafiyya from the chapter on 'Risalat' up to the end of the book.

Paper III. Fiqh and Usul al-Fiqh

1. Al-Hidayah: Al-Nikah up to the end of Babul Mahr, and Kitab al-Waqf.
2. Ahmad Jiwan: Nur al-Anwar, Kitab al-Ijma' and al-Qiyas.

Paper IV. (A) History of Islam and Islamic Civilisation

Paper IV. (B) Islamic Philosophy

OR

Paper IV. (C) Arabic Literature

Books Prescribed:

(1) Al-Quran: Surah Yusuf and Muhammad
(2) Maqamat al-Hariri: Khutba and Nos 1, 3, and 5.
(3) Al-Mu'allaqat: Imru'al-Qays and Zuhayr.
(4) Al-Hamasah of Abu Tammam: Bab al-Hamasah (first quarter).

M.A. Preliminary Examination 1973, 1974 (Session 1972-74)

Paper I. Al-Hadith

Paper II. Al-Tafsir and al-Kalam

Paper III. Al-Fiqh

Paper IV. (A) Outlines of the History of Islam

Paper IV. (B) Arabic Literature

Paper IV. (C) Muslim Philosophy

M. A. Preliminary Examination 1975-1980 (Session 1974-80)

Paper I. Al-Hadith

Paper II. Al-Tafsir and al-Kalam

Paper III. Al-Fiqh

Paper IV. (A) Tarikh al-Islam and tarikh al Adyan

Paper IV. (B) Muslim Philosophy

Paper IV. (C) Arabic Literature

M. A. Preliminary Examination 1981-91 (Session 1980-1991)

১৯৮১ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত এম.এ প্রিলিমিনারীতে দুই ধরনের পদ্ধতি চালু ছিলো। একটি 'ট্রেডিশনাল' আর অন্যটি 'কোর্স সিস্টেম'। নিম্নে ট্রেডিশনাল পদ্ধতির সিলেবাস উল্লেখ করা হলো:

Paper I. Al-Hadith

Books Prescribed:

1. Al-Tirmidhi: Al-Jami; Abwab al Salat
2. Ibn Harj: Nukhbat al Fikar (First Half).

Paper II . Al-Tafsir and al-Kalam

Al-Tafsir: Surah al-Tawba (1st half) from al-Kashshaf.

Paper III. Al-Fiqh:

(1) Hidaya Kitab al-Nikah
(2) Nurul anwar (al-Qiyas).

Paper IV. (A) Tarikh al-Islam and tarikh al Adyan

Paper IV. (B) Muslim Philosophy and History of Arabic Literature.

M. A. Preliminary Examination 1981-1993 (Session 1980-1993)

১৯৮০-৮১ সেশন থেকে এম.এ প্রিলিমিনারিতে কোর্স সিস্টেম চালু হয়। চারটি পেপারের অধীন ৮টি কোর্স পড়ানো হতো। প্রতি পেপারে ৫০ নম্বরের দুটি করে কোর্স অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কোর্স শেষে ২০ নম্বরের ইনকোর্স পরীক্ষা, ১০ নম্বরের টিউটোরিয়াল এবং ৭০ নম্বরের কোর্স ফাইনাল এর ব্যবস্থা চালু হয়। এর বাইরে ৭৫ নম্বরের একটি সর্বাত্মক লিখিত ও ২৫ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিলো। সর্বমোট ৫০০ নম্বরের পরীক্ষা চালু ছিলো।

Paper I.- Al-Hadith and Usul al-Hadith

Course: 401 Al-Hadith: from Tirmidhi- Abwab al-Salat upto the Abwab al-Wirr.

Course: 402 Al-Hadith and Usul al-Hadith.

Paper II.- Al-Tafsir and al-Kalam

Course: 403 Al-Tafsir, Surah Tawba (first half) from Al-Kashshaf.

Course: 404 Al-Kalam, Sharh al-Aqaid-from the chapter on Af'al al-Ibad upto the end of the book).

Paper III.- Al-Fiqh and Usul al-Fiqh

Course: 405 Al-Fiqh: al-Hidaya-Kitab al-Nikah (Omiting the chapter on Nikah al-Riqaq, Nikah ahl-al Shirk and al-Qasm).

Course: 406 Usul al-Fiqh: Nurul Anwar-Ijma and Qiyas.

Paper IV.(A)- Tarikh al-Islam and Tarikh al-Adyan

Course: 407 (A) Tarikh al-Islam (From the Prophet upto the end of the Umayyad Period.

Course: 408 (A) Tarikh al-Adyan.(Common features of the primitive Religion).

OR

Paper IV.(B) Muslim Philosophy

Course: 407 (B) A Study of the different Islamic theological systems.

Course: 408 (B) Muslim Philosophers: Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Rushd and al-Ghazali, Some prominent sufis: al-Hasan al-Basri, Junaid al-Baghdadi, Shihab al-Din Suhrawardi and Nizam al-Din Awlia.

Paper IV (C)- Arabic Literature

Course: 407 (C) Prose

Course: 408 (C) Poetry and History of Arabic Literature.

এম.এ. (ফাইনাল)

প্রিলিমিনারি কোর্স সফলভাবে সম্পন্ন করার পর শিক্ষার্থীরা এম.এ ফাইনালে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেতো। এর বাইরে যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে তিন বছর মেয়াদী অনার্স কোর্সে অংশগ্রহণ করতো তাদেরকে প্রিলিমিনারি কোর্সে ভর্তি হতে হতো না। তারা সরাসরি এম.এ ফাইনাল কোর্স-এ ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেতো। ১৯২১ সালে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে এম.এ শেষপর্ব শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হলেও ভর্তি রেজিস্ট্রার থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ১৯২৪-২৫ সেশন থেকে এখানে ছাত্র ভর্তি শুরু হয়। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের এম.এ শ্রেণির সিলেবাস ১৯২৯-৩০ সেশন থেকে পাওয়া যায়। এম.এ ফাইনাল এর ক্ষেত্রে প্রথম দিকে ৪টি গ্রুপে বিভক্ত থাকলেও পরবর্তীতে ১৯৩৪-৩৫ সেশন থেকে সেটি বাতিল হয়ে একই গ্রুপে পাঠদান শুরু হয়।

M. A. Final Examination 1931-1934 (Session 1929-1933)

GROUP A: TAFSIR AND HADITH

Paper I	**Bukhari Sarif:** Babu Bad'ilWahy, Kitabul Iman, Kitabul Ilm, KitabushShufa, Kitabul Hawala, KitabulKifala, Kitabul Wakala, Abwabul Harth walMuzara'a, Al-Musaqat, Babu Alamat-in Nubuwwa, Kitabul Ahkam and Kitabur Radd alalJahamiyya.
Paper II	**Muslim Sharif:** KitabuFaza'il al-Quran, Kitabun Nikah, Kitabul Talaq, KitabulLi'an, KitabulItq, KitabulBuyu', KitabulIjara,

	Kitabul Fazail, Kitabul Hudud and Kitabut Tafsir.
Paper III	**Sunan-u Abi Daud**, first half.
Paper IV	**Tafsir Kashshaf**: From the beginning of paragraph 2 up th the end of Surah al-Baqarah.
Paper V	**Itqan, By Suyuti**. Chapters: 1, 7, 8, 9, 18, 42, 47, 52, 53, 62-64.

GROUP B: FIQH AND KALAM

Paper I	**Fiqh**	Text Books prescribed: 1. Mijallat-ul Ahkam 2. Kashful Asrar. 3. Sharh-ul-Mawaqif. 4. Al-Mudaniyyatu-wal-Islam.
Paper II		
Paper III	**Usul al-Fiqh**	
Paper IV	**Kalam**	
Paper V		

GROUP C: PHILOSOPHY

Paper I	Mantiqiyyat	Text Book prescribed: (A) Sharhu-Isharat (B) Fasl-ul-Maqal and two other treatises by Averroes. (Edited by M.J.Mueller.)
Paper II	Kainatu’l Arz.	
Paper III	Kainatu’lJaww (Unsuriyyat)	
Paper IV	Falakiyyat.	
Paper V	Ilahiyyat.	

GROUP D: ARABIC LITERATURE

Paper I	**Poetry.**
Paper II	**Prose.**
Paper III	**Rhetoric.**
Paper IV	**Arabic Philology**, including a knowledge of one of the cognate languages.**OR** **History of Arabic Literatures**
Paper V	**Essay in Arabic. OR** **History of Arabic Literature and literary criticism**

M. A. Final Examination 1935, 1936 and 1937 (Session 1933-36)

Paper I. Hadith

Books prescribed,

(1) **Bukhari Sharif**: Bab Bad’ al-Wahy, Kitab al-Iman, Bab ‘Alamat an-Nubuwwa, Kitab ar-Riqaq, Kitab Akhbar al-Ahad, Kitab al-I’tisam.

Dhaka University Institutional Repository

(2) **Muslim Sharif**: Kitab al-Jihad wa'-Siyar, Kitab al-Adab, Kitab al-Fada'il.

Paper II. Hadith

Books prescribed:

(1) **Abu Dawud, Sunan**: Kitab az-Zakat, Kitab as-Sawm, Kitab al-Hajj, Kitab an-Nikah.

(2) **Tahawi, Shrh Ma'anil-Athar**: Kitab al-Musaqat, Kitab al-Hiba wa's-Sadaqa, Kitab az-Ziyadat, Kitab al-Ijara.

Paper III. Tarikh 'Ilm al-Hadith: from Miftah as-Sunnah.

Paper IV. Al-Quran wa-Ulum al-Quran

Books Prescribed:

(1) Quran-Sura al-Baqara, from sa-yaqulu to end (vv.142-285) with Zamakhshari'sKashshaf and Baidawi's Anwar at-Tanzil.

(2) Suyuti, Itqan- Chapter 9, 39, 40, 46, 52-57.

Paper V. Fiqh

Books Prescribed:

Al-Hidaya, Kitab an-Nikah to the end of Bab al-Mahr, Kitab at-Talaq to the end of Bab al-Hidana, (Omitting chapters on Ila, Khula', Zihar, Kaffara, and Innin), Kitab al-Waqf, Kitab ash-Shuf'a and Kitab al-Wasiyya.

Paper VI. Usul al-Fiqh

Books Prescribed:-

Sadr ash-Shari'a, Taudih-pages 52-85 (from Bab al-Qiyas to Fasl fi dal' al-'ilal al-muaththara).

Paper VII. History of Islamic Civilization

Paper VIII. Kalam. From Husain al-Jisr, ar-Risala al-Hamidiyya.

OR

Paper VIII. Arabic Literature

M. A. Final Examination 1938 (Session 1936-37)

১৯৩৫ সালের সিলেবাসের মতোই। তবে পত্রের নামকরণে কিছুটা রদবদল করা হয়েছে এবং কয়েকটি পত্রের পাঠ্যবিষয় অতি সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছে। তাই পত্রগুলোর কেবল শিরোনাম উপস্থাপন করা হলো:

Paper I. Hadith

Paper II. Hadith

Paper III. Tafsir

Paper IV. Ulum al-Quran and Tarikh al-Hadith

Paper V. Fiqh

Paper VI. Usul al-Fiqh

Paper VII. History of Islamic Civilisation
Paper VIII. (A) Kalam
Paper VIII. (B) Arabic Literature

M. A. Final Examination 1939-1943 (Session 1937-42)

১৯৩৯-১৯৪৩ পর্যন্ত এম.এ কোর্সে পার্ট-১ এবং পার্ট-২ তে মোট ৮টি কোর্সের পাঠদান হতো। এই সময়ের মধ্যে সিলেবাসে ছোটো-খাটো কিছু পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু অভিসন্দর্ভের সৌন্দর্য্যেও দিকে খেয়াল রেখে সেগুলো আলাদা করে উল্লেখ করা হয়নি।

Part I

Paper I. Fiqh
Paper II. Usul al-Fiqh
Paper III. Kalam
Paper IV. (A) History of Islamic Civilization
Paper IV. (B) Arabic Literature

Part II

Paper I. Hadith
Paper II. Hadith
Paper III. Tafsir
Paper IV. (A) Ulum al Quran and Tarikh al-Hadith
Paper IV. (B) Islamic Philosophy

M. A. Final Examination 1957, 1958, 1959 (Session: 1955-58)

১৯৫৫-৫৬ সেশন থেকে চারটি পত্রে পাঠদান শুরু হয়। ৪টি পত্রের জন্য ১০০ নম্বর করে ৪০০ নম্বর এবং টিউটোরিয়াল ৭৫ ও মৌখিক পরীক্ষার জন্য ২৫ নম্বর নির্ধারিত ছিলো। মোট পরীক্ষার নম্বর ৫০০।

Paper I. Al-Hadith

1. Bukhari: Sahih- Bab Bad al-Wahy, Kitab al-Iman, Kitab al-Manaqib, Bab Alamat al-Nubuwwah and Kitab al-Tawhid.
2. Muslim: Sahih- Kitab al-Nikah, Kitab al-Jihad wa as-Siyar, Ktab al-Adab, Kitab al-Fada'il.

Paper II. Hadith

1. Abu Dawud: Sunan-Kitab al-Zakat, Kitab al-Saum, Kitab al-Hajj.
2. Tahawi: Sharh Ma'ani al-Athar, Kitab al-Buyu, (omitting Chapters on al-Araya, Bai'Ard-Makka, Thaman al-Kalb and Istiqrad al-Hayawan), Kitab al-Hiba wa al-Sadaqah, Kitab al-Ziyadat.

Paper III. Tafsir

Baidawi: Anwar al-Tanzil- Surah al-Fatihah and Parah Alif-Lam-Mim.

Paper IV (A).Ulum al-Quran and Tarikh al-Hadith.

1. Suyuti: Itqan-Chapters 9, 16, 18, 47, 64, 65, 66, 67 and 78.

2. Md. Abd al-Aziz al-Khawli: Miftah al-Sunnah.

OR

Paper IV (B). Islamic Philosophy

M. A. Final Examination 1960 (Session: 1958-59)

১৯৫৭ সালের অনুরুপ তবে এ ক্ষেত্রে পেপার-৪ এ পূর্বেও ২টির সাথে আরো একটি বিকল্প কোর্স সংযোজন করা হয়েছে। যেমন-

Paper IV. (C) Arabic Literature

M. A. Final Examination 1961 (Session 1959-60)

১৯৫৭ সালের সিলেবাস অনুসরণ করা হয়েছে। তবে পার্থক্য হলো- পেপার ৪ এ Arabic Literature বাদ দিয়ে সেখানে অন্য একটি কোর্স সংযোজন করা হয়েছে-

Paper IV.(C)- Tarikh al-Adyan

a) Evolution of Religions,
b) Major Religions of The World.

M. A. Final Examination 1962-1980 (Session 1960-61 to 1978-79)

Course A

১৯৬০-৬১ সেশন থেকে 'কোর্স-এ' ও 'কোর্স-বি' নামে দুটি পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। কোর্স-এ এর ৪টি পেপার ১৯৫৭ সালের মতই বহাল রাখা হয়েছে, শুধু পেপার-৪ এ তিনটি বিকল্প কোর্স রাখা হয়েছে। আর কোর্স বি নতুন করে প্রণয়ন করা হয়েছে।

Paper IV (A). Ulum al-Quran and Tarikh al-Hadith.

1. Suyuti: Itqan-Chapters 9, 16, 18, 47, 64, 65, 66, 67 and 78.
2. Md. Abd al-Aziz al-Khawli: Miftah al-Sunnah.

Paper IV.(B) Tarikh al-Adyan

a) Evolution of Religions, b) Major Religions of the The World.)

Paper IV. (C) Muslim Philosophy

COURSE 'B'- COMPARATIVE RELIGION

Paper I.- Origin and Development of Religion

Paper II.- Prominent Religions of the world, Hinduism, Buddhism, Zoroastrianism, Judaism, Christianity and Islam.

Paper III- Philosophy of Religion

Paper IV- Islam- Arabia before and after the Prophet of Islam, the life and teachings of the Prohets, the holy Quran, the sunna, Ijma, and Qiyas, the four Cannonical Schools, the Theologocal Sects and Modern Reform Movements.

M. A. Final Examination 1981-93 (Session 1979-92)

১৯৮১-১৯৯৩ সাল পর্যন্ত দুই ধরনের সিলেবাস চালু ছিলো। একটি পূর্বের সিলেবাসসমূহের ন্যায়, যেটি 'ট্রেডিশনাল সিস্টেম' বলে পরিচিত ছিলো। আর অন্যটি 'কোর্স সিস্টেম' হিসেবে পরিচালিত হতো।

Dhaka University Institutional Repository

Traditional System

Paper I. Al Hadith:

(1) Al-Bukhari: Bab Bad al-Wahy, Kitab al-Maghazi and Kitab al-Riqaq
(2) Muslim: Kitab al-Iman, al-Nikah, al-Hajj, Talaq, al-Jihad wa al-Siyar, and Fada'il. (Upto the end of Fada'il Zainab).

Paper II. Al-Hadith:

(1) Abu Dawud:Kitab al-Sawm, al-Adab and al-Jihad.
(2) Tahawi: Kitab al-Buyu, (omitting chapters on al-Araya, Bai ard Makka, Thaman al-Kalb and Istiqrad al-Haywan), Kitab al-Hibah wa al-Sadaqah and Kitab al-Ziyadat.

Paper III. Al-Tafsir

Baidawi: Anwar al-Tanzil, Surah al-Fatiha and para Alif-Lam-Mim

Paper IV. (A) Ulum al-Quran and Tarikh al-Hadith

1. Suyuti, Al-Itqan: chapter 9, 16, 18, 47, 65, 66, 67 and 68.
2. Muhammad Abd al-Aziz al-Khawli: Miftah al-Sunnah

Paper IV. (B) Muslim Philosophy

Paper IV. (C) Tarikh al-Adyan

Course 'B'- Comparative Religion.

Paper I. The Sources of Islam

(A) Al-Kitab: Tafsir al-Ahmadiyya fi Bayan al-Ayat al-Shariyya, Second half of Sura Baqara, First half of Sura al-Nisa, Sura al-Anfal, Sura al-Baraa, Sura al-Nur and Sura al-Hujurat.
(B) Al-Sunnah : 1. Tahawi- Sharh Ma'anil Athar, Ktab al-Buyu (Omitting chapters on al-Araya, Bai-al-Araya, Bai-al-Ard-Makka, Thaman al-Kalb and Istiqrad al-Hayawan).
2. From al-Bukhari: Kitab al-Maghazi.
(C) Al-Ijma
(D) Al-Qiyas
Book Prescribed: Usul al-Bazdawi.

Paper II. Evolution of Religion:

Paper III. Prominent Religions of the World:

Paper IV. Philosophy of Religion

M. A. Course Final Examination 1981-1987 (Session – 1979-1986)

Course System

১৯৭৯-৮০ সেশন থেকে কোর্স সিস্টেম ব্যবস্থাও চালু করা হয়। চারটি পেপারের অধীন প্রতি পেপারে দুটি দুটি করে মোট ৮টি কোর্স এর ব্যবস্থা করা হয়। কোর্স ফাইনাল পরীক্ষা ৩৫+৩৫= ৭০ নম্বর, ইনকোর্স ১০+১০= ২০ নম্বও আর টিউটোরিয়াল ১০ নম্বর। এর বাইরে ৭৫ নম্বরের একটি সর্বাত্মক লিখিত ও ২৫ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিলো। পরীক্ষার নম্বর হলো ৫০০।

Dhaka University Institutional Repository

Course- A

Paper I. Al-Hadith

Course 501: Al-Bukhari, Bab Bad al-Wahy, Kitab al-Hajj and Kitab al-Riqaq.

Course 502: Muslim, Kitab al-Iman, Kitab al-Jihad wa al-Siyar, Kitab al-Adab and Kitab al-Fadail.

Paper II. Al-Hadith

Course 503: Abu Dawud, Kitab al-Sawm and Kitab al-Zakat.

Course **504**: Al-Tahawi, Kitab al-Buyu, Kitab al-Hiba Wa al-Sadaqa and Kitab al-Ziyadat.

Paper III. Al-Tafsir

Course 505: Al-Baidawi, Surah al-Fatiha and first five Ruku's from Para Alif-Lam-Mim.

Course 506: Al-Baidawi, Remaining eleven ruku's (Section) of para Alif-Lam-Mim.

Paper IV.(A) Ulum al-Quran and Tarikh al-Hadith

Course 507 (A) Ulum al-Quran, from al-Itqan-Chapters: 9, 16, 18, 64, 65, 66 and 67.

Course 508 (A) Tarikh al-Hadith

Paper IV.(B)- Muslim Philosophy

Course 507 (B) An advanced study of the different Islami theological systems with special reference to Mu'tazilites, Ash'arites and Maturidites.

Course 508 (B) Muslim Philosophers: The Neo-Platonic Aristotolians of the East-al-Kindi, al-farabi, Ibn Miskawaih, Ibn Tufail, Ibn Rushd and Ibn Khaldun.

OR

Paper IV.(C) Tarikh al-Adyan

Course 507 (C) Origin and development

Course 508 (C) Major religions of the world: Hinduism, Buddhism, Zoroastrianism, Judaism, Christianity and Islam.

Course 'B' History of Philosophy of Religion

Paper I- The Sources of Islam

Course 501: Al-Kitab, Al-Sunnah,

Books prescribed

(1) Tafsirat al-Ahmadiyya, Surah al-Nur,

(2) Al-Bukhari: Kitab al-Riqaq,

(3) Tahawi: Sharh Ma'ani al-Athar, Kitab al-Buyu, Kitab al-

Course 502: Al-Ijma, Al-Qiyas:

Books prescribed: Usul al-Bazdawi.

Paper II- Evolution of Religion:

Course 503: Origin, Development and common features of different religions with special reference to Totem, Taboo .

Course 504: National Religion of the ancients.

Paper III- Prominent Religions of the World:

Course 505: Hinduism, Buddhism, Zoroastrianism, History, main tenets and comparative study.

Course 506: Judaism, Christanity and Islam- History, main tenets and comparative study.

Paper IV- Philosophy of Religion:

Course 507: Motive forces of principal world Religions proof for the existence of Allah Conceptio of Oneness of Allah; Belief in Allah; the soul and is immortality; its place in religion; arguments for and against immortality of the soul; the role of religion in human life, Civilization and culture; the value of religion, religion and human motivation, religion and pragmatism.

Course 508 : Metaphysical problems of World Religion, To find out metaphysical problems of principal, world religions from their fundamentals, Analysis of the Concept of the religion, the place of Faith, the problems of the justification of religions beliefs.

M.A. Course Final Examination, 1990-1997 (Session 1988-96)

Course- A

১৯৮১-৮৭ সালের কোর্স সিস্টেম সিলেবাসের অনুরুপ তবে Course-A তে ৪ নম্বর কোর্সের বিকল্প কোর্সের ক্ষেত্রে একটু পার্থক্য রয়েছে।

Paper IV. (B) Muslim Philosophy and Tasawwaf

Paper IV. (C) Islamic Economic System and Muslim Contribution in Science and Technology

Course 'B'- History of Philosophy of Religion.

Paper I. The Sources of Islam and Tasawwaf

Course 501: Al-Kitab, Al-Sunnah

Course 502: Al-Ijma, Al-Qiyas and Tasawwaf

Paper II. Economic System in Islam, Islamic Political thought and History of Spain

Course 503: Economic System in Islam

Course 504: Islamic Political thought and History of Spain

Paper III. Evolution of Religion and Major Religions of the

Dhaka University Institutional Repository

world.

Course 505: Origin, Development and common features of different religions with special reference to Totem, Taboo, Aninism and national religions of the ancients.

Course 506: Major Religions of the World.

Paper IV. (A) Philosophy of Religion.

Paper IV. (B) Muslims Contribution in Science and Technology

M.A Course Final Examination 2002-2006 (Session 2001-2006)

২০০১-২০০৬ সেশনে মোট ৯টি কোর্স চালু হয়। ৯টি কোর্স প্রতিটিতে ৫০ নম্বর করে নির্ধারিত। কম্পিউটার কোর্সের ক্ষেত্রে ৩০ নম্বর লিখিত ও ২০ নম্বর প্রাক্টিক্যাল। এর বাইর ২০ নম্বর টিউটোরিয়াল ও ৩০ নম্বর মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত। মোট= ৫০০ নম্বর।

Course Code	Course Name and Details
501	**Al-Hadith:** (Bukhari: Bab Bad' al-Wahy, Kitab al-Hajj and Kitab al-Riqaq)
502	**Al-Hadith :** Sahih Muslim: Kitab al-Iman, al-Jihad wa al-Suyar, Kitab al-Adab and Kitab al-Fadailupto the end of fadail Zainab.
503	**Al-Hadith:** (Abu Daud- Kitab al-Sawm and Kitab al-Zakat.)
504	**Al-Hadith**: Al-Tahawi-Kitab al-Buyu' (Omitting chapters on al-Araya, Bai and Makka, Thaman al-Kalb and Istiqrad al-Hayawan) Kitab al-Hiba wa-al-Sadaqah and Kitab al-Ziyadat.
505	**Al-Tafsir:** Baidawi-Surah al-Fatiha and First five Ruku's from para Alif-Lam-Mim.
506	**Al-Tafsir:** Baidawi-Remaining eleven Ruku's of para Alif-Lam-Mim
N.B. Students have to choose either coursed 507 (A) & 508 (A) OR 507 (B) & 508 (B), OR 507 (C) & 508 (C) from the following:	
507 (A) **507 (B)** **507 (C)**	**(A) Ulum al-Quran**, (from al-Itqan chapters: 9, 16, 18, 64, 65, 66 & 67. **(B) Muslim Philosophy / Computer Literacy** **(C) Islamic Economic System.**
508 (A)	**(A) Tarikh al-Hadith**: (1) Detailed history of compiling and preserving Hadith up to 8th century of A.H

	(2) Indians contribution to the study of Hadith Literature.
508 (B)	**(B) Sufism**
508 (C)	**(C) Muslim Contribution to Science and Technology**
509	**Computer Literacy (Theory and Practical)**

Course 'B' Comparative Religion

Course Code	Course Name and Details
501	The Source of Islam, (Al-kitab, as-Sunnah)
502	Sufism
503	Economic System of Islam
504	Islamic Political Thought and History of Spain
505	Evolution of Religion
506	Major Religion of The World
507	(A) Philosophy of Religion (B) Muslim Contribution to Science and Technology
508	(A) Philosophy of Religion (B)Muslim Contribution to Science and Technology
509	(A) Al-Ijma and Al-Qiyas: (From Usul al-Bazdawi). (B) Computer Literacy. (Theory and Practical)

M.A Course Final Examination 2010-চলমান)

২০০৯-২০১০ সেশন থেকে এম.এ প্রোগ্রামে সেমিস্টার পদ্ধতিতে পাঠদান শুরু হয়। বছরে দুইটি সেমিস্টারের মধ্যে প্রথম সেমিস্টারে ৪টি এবং দ্বিতীয় সেমিস্টারে ৪টি মোট= ৮টি কোর্স পড়ানো হয়। প্রতিটি কোর্সে পার্ট-এ পার্ট-বি হিসেবে দুটি ভাগ রয়েছে। প্রতি কোর্সের জন্য ১০০ নম্বর নির্ধারিত। ৮০০ নম্বরের কোর্স ফাইনাল পরীক্ষা এবং ২০ নম্বর টিউটোরিয়াল ও ৩০ নম্বর মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত। মোট পরীক্ষার নম্বর হলো ৮৫০।

GROUP- A

1st Semester

Course No	Course Title
ISM 501	**Study of al-Tafsir: Part- A** : Tafsir al-Baidawi: Surah al-Fatiha and Surah al-Baqara 1-5 Ruku (from verse 1 to 46) **Part- B** : Tafsir al-Baidawi: Surah al-Baqara 6-16 Ruku (from verse 47 to 141)
	Study of al-Hadith: Part- A : Sahih al-Bukhari: Bab al-Wahi, Kitab al-Magazi and Kitab al-Riqaq**. Part- B** :

ISM 502	Sahih Muslim: Kitab al-Imam, Kitab al-Imarat and Kitab al-Zuhd
ISM 503	**Study of al-Hadith: Part- A** : Jam'i al-Tirmidhi: Abwab al-Taharat, Abwab al-,Ilm and Abwab al-Manaqib**. Part- B** : Sunan Al-Nasayi: Kitab al-Salat, Kitab Manasiq al-Hajj and Kitab Adab al-Qada
N.B : Students shall be required to choose any one of the following two courses	
ISM 504	**Ulum al-Quran (Sciences of the Quran): Part A** : Al-Itqan: Chapter-1,7,8,9,10,16,17,18,35,42 and 43**. Part B** : Al-Itqan, Chapter-47,64,65,66,67,69,72,77,78,79& 80
ISM 505	**Teaching and Research Methodology: Part A**: Teaching Methodology, **Part B**: Research Methodology

2nd Semester

Course No	Course Title
ISM 506	**Study of al-Tafsir: Part- A**: Tafsir Ibn Kathir: Surah al-Nisa 1-10 Ruku (verse 1- 76). **Part- B**: Tafsir Ibn Kathir: Surah al-Maieda 1-10 Ruku (verse 1-77)
ISM 507	**Study of al-Hadith: Part- A**: Sunan Abu Daud: Kitab al-Sawm and Kitab al-Zakat**. Part- B**: Al-Tahawi: Kitab al-Buyu, Kitab al-Hiba wa al-Sadaqat and Kitab al-Ziyadat
ISM 508	**Study of al-Hadith: Part- A**: Al-Muatta: Kitab al-Nuzur wal Aiman, Kitab al-Nikah, Kitab al-Talaq, Kitab al Shufa and Kitab al-Jami'. **Part- B**: Sunan Ibn Majah: Kitab al-Luqta, Kitab al-Hudud, Kitab al-Diyat and Kitab al-Fitan
N.B : Students shall be required to choose any one of the following two courses	
ISM 509	**Dawah in the Quran and Sunnah: Part- A**: Dawa in the Quran and Sunnah**. Part- B**: Dawa in Modern World
ISM 510	**Evolution and Philosophy of Religion and Comparative Religion: Part- A**: Evolution and Philosophy of Religion**. Part- B**: Comparative Religion (Islam, Buddhism, Christianity, Hinduism, Judaism and Zoroastrainism

GROUP- B

1st Semester

Course No	Course Title
ISM 501	**Study of al-Tafsir: Part- A** : Tafsir al-Baidawi: Surah al-Fatiha and Surah al-Baqara 1-5 Ruku (from verse 1 to 46)**; Part- B** : Tafsir Ibn Kathir: Surah al-Nisa 1-10 Ruku (verse 1-76)
ISM 502	**Study of al-Fiqh: Part- A**: Al-Hidaya: Kitab al-Taharat, Kitab al-Salat and Kitab al-Sawm. **Part- B**: Al-Hidaya: Kitab al-Hajj, Kitab al-Buyu and Kitab al-Wasiyat
ISM 503	**Communication Planning and Development in Islam** Part- A : Communication in Islam Part- B : Planning and Development in Islam
N.B : Students shall be required to choose any one of the following two courses	
ISM 504	**Teaching and Research Methodology** Part- A : Teaching Methodology Part- B : Research Methodology
ISM 505	**Psychology and Public Administration** Part- A : Psychology in Islam Part- B : Public Administration in Islam

2nd Semester

Course No	Course Title
ISM 506	**Study of al-Hadith: Part- A**: Sahih al-Bukhari: Bab al-Wahi, Kitab al-Magazi and Kitab al-Riqaq**. Part- B**: Sahih Muslim: Kitab al-Iman, Kitab al-Irarat and Kitab al-Zuhd
ISM 507	**Evolution and Philosophy of Religion and Comparative Religion: Part- A**: Evolution and Philosophy of Religion**. Part- B**: Comparative Religion (Islam, Buddhism, Christianity, Hinduism, Judaism and Zoroastrainism
ISM 508	**History of Sufism in Bangladesh and Some Prominent Sufis (1201-up to the Date):** **Part- A**: History of Sufism in Bangladesh and Some Prominent Sufis (1201-1800)**. Part- B**: Some Prominent Sufis of Bangladesh (1801-up to the Date)
N.B : Students shall be required to choose any one of the following two courses	

ISM 509	**Trade Commerce and Business Studies in Islam** Part- A : Trade and Commerce in Islam Part- B : Business Studies in Islam
ISM 510	**Scientific Indications in the Holy Quran and Hadith** **Part- A**: Scientific Indications in the Holy Quran and Hadith. **Part- B**: Scientific Indications in the Holy Quran and Hadith

পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ইসলামিক স্টাডিজ

বাংলাদেশের স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে স্নাতক ও স্নাতক সম্মান পাশ করা শিক্ষার্থীদের জন্য ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ২০১৪ সাল থেকে 'পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ইসলামিক স্টাডিজ' প্রোগ্রাম চালু হয়। এটি দুই সেমিস্টারে বিভক্ত। প্রতি সেমিস্টারে পাঁচটি করে মোট দশটি কোর্স পাঠদান করানো হয়। প্রতিটি কোর্সের জন্য ১০০ নম্বর নির্ধারিত ছিলো। এছাড়া প্রতি সেমিস্টার শেষে ৫০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিলো। মোট নম্বর ১১০০। পরবর্তীতে এটি বন্ধ হয়ে যায়।

Post-Graduate Diploma in Islamic Studies (PgDIS)

1st Semester

Course No	Course Title
DIS 101	Introduction to Islam and Islamic Dawah
DIS 102	Studyof al-Quran
DIS 103	Introduction to Shari'ah (Islamic Law)
DIS 104	Personal law, Family Law, Law of Inheritance in Islam and Muslim Family Law of Bangladesh
DIS 105	Political System and Human Rights in Islam

2nd Semester

Course No	Course Title
DIS 106	Study of al Hadith
DIS 107	Study of al-Kalam and Sufism
DIS 108	Economics and Business Studies in Islam
DIS 109	Banking and Insurance in Islam
DIS 110	Scientific Indications in the Holy Quran and Sunnah and Muslim Contribution to Science and Technology

এম.এ (ইভনিং) ইন ইসলামিক স্টাডিজ

২০১৭ সালের জানুয়ারী মাস থেকে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে দুই বছর মেয়াদী চার সেমিস্টারে এম.এ ইভনিং ইসলামিক স্টাডিজ প্রোগ্রাম চালু হয়। এই প্রোগ্রাম চালুর মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে স্নাতক ও স্নাতক সম্মান পাশ করা শিক্ষার্থীদের জন্য ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে জ্ঞানার্জনের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়।

এম.এ ইভনিং প্রোগ্রামে সেমিস্টার পদ্ধতিতে পাঠদান করা হয়। বছরে দুইটি সেমিস্টার করে দুই বছরে ৪টি সেমিস্টার। প্রতি সেমিস্টারে 'সেকশন-এ' ও 'সেকশন-বি' নামে সিলেবাসকে দুটি ভাগ করা হয়েছে।

সেকশন-এ ৩টি কোর্সের মধ্যে ২টি কোর্স এবং সেকশন-বি ৩টি কোর্স থেকে ২টি কোর্স হিসেবে মোট ৬টি কোর্স থেকে যেকোনো ৪টি কোর্স শিক্ষার্থীদেরকে নির্বাচন করতে হয়। এভাবে ৪টি সেমিস্টারে মোট ২৪ কোর্স থেকে ১৬টি কোর্স নির্বাচন করতে হয়। প্রতি কোর্সের জন্য ক্লাস উপস্থিতি ও পারফরমেন্স ১০ নম্বর, টিউটোরিয়াল ৩০ নম্বর ও কোর্স ফাইনাল ৬০ নম্বরসহ মোট ১০০ নম্বর নির্ধারিত। ৪০০ নম্বরের সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা এবং ২৫ নম্বর মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত। প্রতি সেমিস্টারে মোট ৪২৫ নম্বর। ৪ সেমিস্টার মিলে মোট ১৭০০ নম্বরের পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়।

1st Semester

Section- A

(Students shall be required to choose any two of the following three courses)

Course No.	Course Title
MEIS 5101	Quranic Studies (Surah al-Nur, al-Hujurat and al-Fath)
MEIS 5102	Sunnah in Practical Life
MEIS 5103	Principles and History of Hadith Literature

Section- B

(Students shall be required to choose any two of the following three courses)

Course No.	Course Title
MEIS 5104	Introduction to Islam and al-Sirat al-Nabawiyyah
MEIS 5105	Social System and Family Welfare in Islam
MEIS 5106	Economic System, Banking and Insurance in Islam

2nd Semester

Section- A

(Students shall be required to choose any two of the following three courses)

Course No.	Course Title
MEIS 5107	Study of al-Hadith (Mishkat al-Masabih: Kitab al-Iman, al-Ilam, Fadail al-Quran, al-At'ima, al-Libas and al-Adab).
MEIS 5108	Principles and History of Tafsir Literature
MEIS 5109	Study of al-Fiqh (al-Hidaya: Kitab al-Taharat, al-Salat, al-Sawm, al-Zakat, al-Hajj, al-Shuf'a and al-Udhiyah).

Section- B

(Students shall be required to choose any two of the following three courses)

Course No.	Course Title
MEIS 5110	Study of al-Kalam and Sufism
MEIS 5111	History of Islam

MEIS 5112	Bangladesh Studies

3rd Semester

Section- A

(Students shall be required to choose any two of the following three courses)

Course No.	Course Title
MEIS 5201	Study of al-Tafsir [Surah al-Fatiha, al-Baqara (from verse 1 to 100) and al-Mayedah (from verse 1 to 120)
MEIS 5202	History of Islamic Jurisprudence Principles
MEIS 5203	Study of Islamic Da'wah and Religions

Section- B

(Students shall be required to choose any two of the following three courses)

Course No.	Course Title
MEIS 5204	Political System and Human Rights in Islam
MEIS 5205	Muslim Philosophy, Lives and Thought of Muslim Thinkers
MEIS 5206	Teaching and Research Methodology

4th Semester

Section- A

(Students shall be required to choose any two of the following three courses)

Course No.	Course Title
MEIS 5207	Study of al-Hadith (Sahih al-Bukhari: Bab al-Wahi, Kitab al-Magazi, al-Riqaq and al-Fitan; Sahih Muslim: Kitab al-Hudud, al-Aqdiat, al-Imarat and al-Fadail)
MEIS 5208	Personal Law, Family Law and Law of Inheritance in Islam.
MEIS 5209	Islamic Civilization, Culture and Muslim Contribution to Science and Technology

Section- B

(Students shall be required to choose any two of the following three courses)

Course No.	Course Title
MEIS 5210	Trade , Commerce and Business Studies in Islam
MEIS 5211	Islam and Contemporary Issues
MEIS 5212	History of the Muslim World and Organizations

Dhaka University Institutional Repository

এম.ফিল

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে এম.ফিল প্রোগ্রাম চালু হয়। এম.ফিল প্রোগ্রামের মেয়াদ দুই বছর। প্রথম বছর কোর্স ওয়ার্ক এবং দ্বিতীয় বছর থিসিস। এম.ফিল প্রোগ্রামের রেজিস্ট্রেশন এর মেয়াদ সর্বোচ্চ চার বছর। এম.ফিল কোর্স পূর্ণকালীন কোর্স হিসেবে গণ্য হবে। এম. ফিল কোর্স ওয়ার্কে ১ম বছরে ২০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ হতে হয়। নিম্নে কোর্স ওয়ার্কের সিলেবাস উল্লেখ করা হলো।

সেশন ১৯৭৫-৭৬

Paper 1. A Brief Topography of Khurasan Province During the 4th/10th Century and It's University Town of Nishapur.

Paper 2. Ilm Rijal-Al Hadith and its Development upto 4th/10th Century.

সেশন ১৯৭৬-৭৭

Paper 1. A Brief Topography of Al-Hijaz During 2nd/8th Century.

Paper 2. Tarikh Al-Hadith and Rijal Al-Ahadith win Al Sahaba wal Tabibin.

সেশন ২০০৯-২০১৫

Course No 601: Ulum al-Quran (Quranic Sciences)
Course No 602: Al Tafsir
Course No 603: Al Hadith (Principles and History Of Hadith Literature)
Course No 604: Principles and History of Islamic Jurisprudence.
Course No 605: Islamic Philosophy
Course No 606: History of Islam
Course No 607: Muslim Rennaissance
Course No 608: Comparative Religion
Course No 609: Islamic Ideology
Course No 610: Sufism
Course No 611: Modern History of Muslim World & Organaizations
Course No 612: Schools of Thoughts in Islam
Course No 613: Muslim Contribution to Science and Technology
Course No 614: Islamic Da‘Wah

Dhaka University Institutional Repository

কারিকুলাম প্রণয়ন ও পর্যালোচনা

কারিকুলাম প্রণয়ন

কারিকুলাম শব্দটির বাংলা পরিভাষা হিসেবে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যক্রম, পাঠক্রম ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়। কারিকুলাম হলো শিক্ষার একটি বিশেষ স্তরের শিক্ষণীয় বিষয়ের সমষ্টি বা পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা। শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য , বিষয়বস্তু, শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন কৌশল, বিভিন্ন উপকরণ এবং শিক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য কর্মসূচি সবকিছুই কারিকুলামের অন্তর্ভুক্ত হবে। সিলেবাস হলো কারিকুলামের অংশবিশেষ। সাধারণত কারিকুলামের একটি বিশেষ উপাদান বিষয়বস্তু নিয়ে সিলেবাস গঠিত হয়।

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সিলেবাস অত্যন্ত যুগোপযোগী। বিশেষ করে ২০১৪ সালে বিভাগীয় চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস সংগ্রহ করে সেগুলোর সমন্বয়ে একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী সিলেবাস প্রণয়ন করেছেন। এটি এক দিকে যেমন ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করছে, পাশাপাশি এটি যুগের চাহিদাও মেটাতে সক্ষম হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে বিভাগের বিদ্যার্থীরা একদিকে ধর্ম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান নিয়ে বের হচ্ছে; অন্য দিকে তারা দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Institutional Quality Assurnce Cell (IQAC) উপ-প্রকল্পের আওতায় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে Self Assessment (SA) গবেষণা পরিচালনা করা হয়। এ গবেষণার রিপোর্ট ২১ জুন ২০১৭ IQAC উপ-প্রকল্পের পরিচালক বরাবর প্রেরণ করা হয়। রিপোর্টের আলোকে ৪ জানুয়ারি ২০১৮ তে Post Self Assessment Improvement Plan for the year 2017-2021 বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Institutional Quality Assurnce Cell (IQAC)-এর পরিচালকের কাছে প্রেরণ করা হয়। উক্ত কার্যক্রমের ধারবাহিকতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিভাগীয় Self Assessment কমিটিকে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অনার্স ও মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্য কারিকুলাম তৈরী করতে নির্দেশনা প্রদান করে।

যার ফলশ্রুতিতে ২০১৮ সালের ২৭ মার্চ বিভাগীয় একাডেমিক কমিটির সভায় বিভাগীয় সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদকে আহ্বায়ক করে পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যবৃন্দ হলেন:

১. অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, আহবায়ক
২. অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শফিকুর রহমান, সদস্য
৩. অধ্যাপক ড. মো: শামছুল আলম, সদস্য
৪. অধ্যাপক ড. মো: মাসুদ আলম, সদস্য
৫. জনাব মোস্তফা মঞ্জুর, সদস্য।

এ কমিটি বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দের সহযোগিতায় নিরলস পরিশ্রম করে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে একটি যুগোপযোগী ও মানসম্পন্ন কারিকুলাম প্রণয়ন করতে সক্ষম হন। অনার্স ও মাস্টার্স প্রোগ্রামের কারিকুলাম দুটি ২০১৮ সালে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। অনার্স প্রোগ্রামের কারিকুলামটি ছিলো ৩২০ পৃষ্ঠা এবং মাস্টার্স প্রোগ্রামের কারিকুলামটি ছিলো ২১৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত। উল্লেখ্য যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের বিভাগগুলোর মধ্যে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগই সর্বপ্রথম শিক্ষার্থীদের নিকট কারিকুলাম তুলে দিতে সক্ষম হয়। কারিকুলাম পর্যালোচনার জন্যই আমাদের আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা।

Dhaka University Institutional Repository

কারিকুলামের বৈশিষ্ট্য

কারিকুলাম হলো শিখন ও শিক্ষণের প্রধান হাতিয়ার। সাধারনত কারিকুলাম বা শিক্ষাক্রমে যে সব বিষয়সমূহ উল্লেখ থাকতে হয় সেগুলো হলো, কোর্সের পরিচয়, কোর্সের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, পাঠদান পদ্ধতি, পাঠদানের উপকরণ, শিখনফল, পরীক্ষা বা মূল্যায়ন পদ্ধতি ইত্যাদি। ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের কারিকুলামে উপরিউক্ত সকল বিষয়সমূহ উল্লিখিত হয়েছে। সুতরাং এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের কারিকুলাম অত্যন্ত যুগোপযোগী ও বিজ্ঞানসম্মত। ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের কারিকুলামে প্রতিটি কোর্সের বিশ্লেষণে মোট দশটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন:-

১. কোর্সের নং ও শিরোনাম
২. ক্রেডিট আওয়ার
৩. কোর্স পরিচিতি
৪. কোর্সের লক্ষ্য
৫. কোর্সের আলোচ্য সূচি বা বিষয়বস্তু
৬. শিখনফল
৭. শিরোনাম ও উপ-শিরোনাম
৮. শিক্ষাদান পদ্ধতি ও কৌশল
৯. মূল্যায়ন পদ্ধতি
১০. রেফারেন্স গ্রন্থসমূহ

নিম্নে উদাহরনস্বরূপ একটি কোর্সের কারিকুলাম উল্লেখ করা হলো:

১. **কোর্সের নং ও শিরোনাম: BIS 101-Introduction to Islam and Islamic Da'wah**
২. **ক্রেডিট আওয়ার:** একটি কোর্সের দুটি পার্ট রয়েছে। প্রতিটি পার্টের ক্রেডিট আওয়ার ২ এবং ক্লাস আওয়ার ৩০
৩. **কোর্স পরিচিতি:** ইসলাম মহান আল্লাহর নিকট মনোনীত একমাত্র ধর্ম। প্রত্যেক মুসলিম আল্লাহকে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ সা. কে নবী ও রাসূল এবং কুরআনকে ধর্মগ্রন্থ হিসেবে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। তারা আরো বিশ্বাস করেন যে, পবিত্র কুরআন মহান আল্লাহর নিকট থেকে হযরত জীবরাঈল আ. এর মাধ্যমে নবী মুহাম্মদ সা. এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহর ইবাদত করার পদ্ধতি, মুমীনের দৈনন্দিন জীবন পরিচালনার দিক নির্দেশনা এবং পরকালীন জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। সুতরাং এই কোর্স শিক্ষার্থীদেরকে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও বিধি-বিধান সম্পর্কে সঠিক ধারণা প্রদান করবে।
৪. **কোর্সের লক্ষ্য:** এই কোর্স শিক্ষার্থীদের নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কে সঠিক ধারণা প্রদান করবে:
   * ইসলামের মূল মতবাদসমূহ বর্ণনা করা
   * মানুষের মর্যাদা মূল্যায়ন করা
   * কুরআনে মানুষের অবস্থান ব্যাখ্যা করা
   * ইসলামে সদাচরণের গুরুত্ব মূল্যায়ন করা
   * সমকালীন সামাজিক সমস্যাসমূহের ইসলামী সমাধান বিশ্লেষণ করা
   * খিলাফতের ধারণা ব্যাখ্যা করা
   * পুজিঁবাদ, সমাজতন্ত্র ও ইসলামের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা
   * ইসলামে নৈতিক মূল্যবোধের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা
   * হুসনুল খালক সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতসমূহ বিশ্লেষণ করা
   * ইসলামী নৈতিকতা ব্যাখ্যা করা
   * মানব সমাজে ইসলামের ভূমিকা মূল্যায়ন করা

Dhaka University Institutional Repository

* ইসলামী সভ্যতা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনা করা
* সমাজে ইসলাম ও শান্তিকে তুলে ধরা
* মদ, জুয়া, ঘুষ, সন্ত্রাস ইত্যাদি সম্পর্কিত ইসলামের বিধান তুলে ধরা এবং সমাজে এসবের কুফল ব্যাখ্যা করা।

৫. কোর্সের আলোচ্যসূচি বা বিষয়বস্তুঃ

ক. ইসলাম পরিচিতি, এর মূলভিত্তি ও মতবাদসমূহ, পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে ইসলাম।

খ. ইসলামে মানব জীবনের উদ্দেশ্য, মানুষের মর্যাদা, কুরআনে মানুষের অবস্থান, খিলাফতের ধারণা, আদল, আমানাহ, জিহাদ ও তাকদীর সম্পর্কিত কুরআন ও সুন্নাহর বর্ণনা, ইসলামে নৈতিক মূল্যবোধ।

গ. ইসলামী নৈতিকতাঃ ইসলামে আখলাকের গুরুত্ব, কুরআন ও সুন্নাহ তে হুসনুল খুলক এর ধারণা, সৃষ্টিকর্তার প্রতি মানুষের দায়িত্ব।

ঘ. মানব সমাজে ইসলামের ভূমিকাঃ সমাজের প্রতি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি, সমকালীন সামাজিক সমস্যাসমূহের ইসলামী সমাধান, মানব সমাজে ইসলাম ও শান্তি, আমল ও ইবাদত সম্পর্কে ইসলামের ধারণা, ইসলামী সভ্যতা ও পাশ্চাত্য সভ্যতা,ইসলামে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ, ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণাসমূহ।

ঙ. ইসলাম এবং অন্যান্য মতবাদসমূহঃ পুজিঁবাদ, সমাজতন্ত্র এবং ইসলামের মধ্যকার তুলনামূলক আলোচনা, ইসলামের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি।

চ. ইসলাম ও সমকালীন সংকটঃ ব্যভিচার, মাদকাসক্তি, ঘুষ, জুয়া এবং সন্ত্রাসবাদের মত অপরাধসমূহ নিষিদ্ধকরণের কারণসমূহ।

৬-৭. ইউনিট ভিত্তিক শিখনফল. শিরোনাম ও উপ-শিরোনাম এবং ক্লাস সংখ্যাঃ

ইউনিট ১ঃ

শিখনফলঃ এই ইউনিট অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীরা নিম্নোক্ত যোগ্যতা অর্জনে সমর্থ হবে

- ইসলামের পাঁচটি ভিত্তি বর্ণনা করা
- ইসলামের মৌলিক মতবাদসমূহ বর্ণনা করা
- ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে অনুধাবন করা
- মানুষের মর্যাদা মূল্যায়ন করা
- কুরআনে মানুষের অবস্থান ব্যাখ্যা করা
- ইসলামে খিলাফতের ধারণা ব্যাখ্যা করা
- আদল, আমানাহ, জিহাদ এবং তাকদীর এর ধারণা বিশ্লেষণ করা
- ইসলামে নৈতিক মূল্যবোধ মূল্যায়ন করা।

শিরোনাম ও উপ-শিরোনামঃ

ইসলামের ধারণা, এর মূলভিত্তি ও মতবাদসমূহ, পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে ইসলাম, ইসলামে মানব জীবনের উদ্দেশ্য, মানুষের মর্যাদা, কুরআনে মানুষের অবস্থান, খিলাফতের ধারণা, আদল, আমানাহ, জিহাদ ও তাকদীর সম্পর্কিত কুরআন ও সুন্নাহর বর্ণনা, ইসলামে নৈতিক মূল্যবোধ।

ইউনিট ২ঃ

শিখনফলঃ এই ইউনিট অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীরা নিম্নোক্ত যোগ্যতা অর্জনে সমর্থ হবে

- ইসলামী নৈতিকতা বর্ণনা করা
- ইসলামে আখলাকের গুরুত্ব মূল্যায়ন করা
- কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে হুসনুল খালক এর ধারণা বিশ্লেষণ করা
- সৃষ্টিকর্তার প্রতি মানুষের দায়িত্বসমূহ চিহ্নিত করা।

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনাম ও উপ-শিরোনাম:

- ইসলামী নৈতিকতা: ইসলামে আখলাকের গুরুত্ব, কুরআন ও সুন্নাহ তে হুসনুল খুলক এর ধারণা, সৃষ্টিকর্তার প্রতি মানুষের দায়িত্ব।

ইউনিট ৩ :

শিখনফল: এই ইউনিট অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীরা নিম্নোক্ত যোগ্যতা অর্জনে সমর্থ হবে

- সমকালীন সামাজিক সমস্যাসমূহের ইসলামী সমাধান বিশ্লেষণ করা
- মানব সমাজে ইসলাম ও শান্তি বর্ণনা করা
- ইসলামী সভ্যতা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা
- ইসলামের বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধের আলোচনা করা
- ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণাসমূহ ব্যাখ্যা করা।

শিরোনাম ও উপ-শিরোনাম:

মানব সমাজে ইসলামের ভূমিকা: সমাজের প্রতি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি, সমকালীন সামাজিক সমস্যাসমূহের ইসলামী সমাধান, মানব সমাজে ইসলাম ও শান্তি, আমল ও ইবাদত সম্পর্কে ইসলামের ধারণা, ইসলামী সভ্যতা ও পাশ্চাত্য সভ্যতা,ইসলামে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ, ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণাসমূহ।

ইউনিট ৪:

শিখনফল: এই ইউনিট অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীরা নিম্নোক্ত যোগ্যতা অর্জনে সমর্থ হবে

- পুজিঁবাদ, সমাজতন্ত্র এবং ইসলামের তুলনামূলক আলোচনা করা
- ইসলামে নৈতিক মূল্যবোধ বিশ্লেষণ করা
- ইসলামের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করা
- ধর্ম হিসেবে ইসলামের অবস্থান মূল্যায়ন করা।

শিরোনাম ও উপ-শিরোনাম:

ইসলাম এবং অন্যান্য মতবাদসমূহ: পুজিঁবাদ, সমাজতন্ত্র এবং ইসলামের মধ্যকার তুলনামূলক আলোচনা, ইসলামের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি।

ইউনিট ৫:

শিখনফল: এই ইউনিট অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীরা নিম্নোক্ত যোগ্যতা অর্জনে সমর্থ হবে

- ব্যভিচার, মাদকাসক্তি, ঘুষ, জুয়া এবং সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কিত ইসলামী দিক নির্দেশনা তুলে ধরা
- অপরাধসমূহ নিষিদ্ধকরণের কারণসমূহ চিহ্নিত করা
- ব্যভিচার, মাদকাসক্তি, ঘুষ, জুয়া এবং সন্ত্রাসবাদ এর সামাজিক কুফল বর্ণনা করা।

শিরোনাম ও উপ-শিরোনাম:

ইসলাম ও সমকালীঅন সংকট: ব্যভিচার, মাদকাসক্তি, ঘুষ, জুয়া এবং সন্ত্রাসবাদেও মর অপরাধসমূহ নিষিদ্ধকরণের কারণসমূহ।

৮. শিক্ষাদান কৌশল

এই কোর্সের শিক্ষাদান হবে পারস্পরিক অংশগ্রহণমূলক, যাতে নিম্নোক্ত বিষয়মমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। বক্তৃতা, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, গ্রুপ ওয়ার্ক, বক্তব্য বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা উপস্থাপন, অ্যাসাইনমেন্ট এবং ফিল্ড ওয়ার্ক।

৯. মূল্যায়ন পদ্ধতি:

ইনকোর্স পরীক্ষা : মিডটার্ম পরীক্ষায় ১৫ নম্বর এবং ক্লাস টেস্ট বা পারমরমেন্স এ ৫ নম্বর।

সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা: ৪টি ছোট প্রশ্ন দেয়া থাকবে তারমধ্যে ২টির উত্তর দিতে হবে। ৩ নম্বর করে দুটি প্রশ্নে ৬ নম্বর। ৪টি বড় প্রশ্ন দেয়া থাকবে তারমধ্যে ২টির উত্তর দিতে হবে। ১২ নম্বর করে দুটি প্রশ্নে ২৪ নম্বর। মোট নম্বর ৫০।

১০.রেফারেন্স গ্রন্থসমূহ:

* Allama Yousuf Ali, *Glorious Quran*
* Dr. M. Hamidullah, *Introduction to Islam*
* Mahmudul Hasan, *Islam*
* Muhammad Qutub, *Islam the Misunderstood Religion*
* Syeed Ameer Ali, *The Spirit of Islam*
* Alhaj Ahmadur Rahman, *Islam: A Glorious Teaching*
* M. A. Sattar Ph.D, *Introduction to Islam*
* M. A. Sattar Ph.D, *Islam*

কারিকুলাম পর্যালোচনা

বি.এ (অনার্স) প্রোগ্রাম

বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের বি.এ অনার্স প্রোগ্রামে ২৩টি কোর কোর্স এবং ৫টি এরিয়া কোর্স এর পাঠদান করা হয়। অনার্স প্রোগ্রামে মোট ১২০ ক্রেডিট ও ৩০০০ মার্কসের পরীক্ষা রয়েছে। ৪ বছরে এবং ৮টি সেমিস্টারে অনার্স প্রোগাম-এ পাঠদান সম্পন্ন হয়। ১ম থেকে ৪র্থ সেমিস্টারে ৩টি করে এবং ৫ম থেকে ৮ম সেমিস্টারে ৪টি করে কোর্স পড়ানো হয়। প্রতিটি কোর্সের জন্য ১০০ নম্বর এর পরীক্ষা এবং ৪ ক্রেডিট আওয়ার নির্ধারিত থাকে। প্রতি সেমিস্টার শেষে টিউটোরিয়াল ৫ নম্বর, ভাইভা ২০ নম্বর, মোট ২৫ নম্বর করে ৮টি সেমিস্টারে মোট ২০০ নম্বর এবং ২৮টি কোর্সের জন্য ২৮০০ নম্বর বরাদ্দ রয়েছে।

কোর্সসমূহের বিবরণ

১ম বর্ষ ১ম সেমিস্টার

কোর্সের শিরোনাম : BIS 101-Introduction to Islam and Islamic Da'wah

এই কোর্সটির দুটি পার্ট রয়েছে। পার্ট -এ ও পার্ট বি। প্রতিটি পার্টের জন্য ২ ক্রেডিট আওয়ার করে কোর্সের মোট ক্রেডিট আওয়ার ৪টি। প্রতিটি পার্টের জন্য ৩০ ঘন্টা ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কোর্সের আলোচ্য বিষয় হলো : ইসলাম পরিচিতি ও ইসলামী দাওয়াহ পরিচিতি। কারিকুলামের শুরুতে কোর্স পরিচিতি, কোর্সের ১৩ টি লক্ষ্য, এবং কোর্সের বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। এরপর পার্ট এ কে ৫ টি ইউনিট বিভক্ত করে ২৫ টি শিখনফল এবং পার্ট বি-কে ৭ টি ইউনিটে বিভক্ত করে ৩৯ টি শিখনফল উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি ইউনিটের জন্য আলাদা আলাদা শিরোনাম ও উপ শিরোনাম এবং ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরিশেষে প্রতিটি পার্টের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন সিস্টেম এবং ৩৯ টি রেফারেন্স গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

কোর্সের শিরোনাম : BIS 102-Introductory knowledge of the Quran, Principles and History of Tafsir Literature

এই কোর্সটির দুটি পার্ট রয়েছে। পার্ট -এ ও পার্ট বি। প্রতিটি পার্টের জন্য ২ ক্রেডিট আওয়ার করে কোর্সের মোট ক্রেডিট আওয়ার ৪টি। প্রতিটি পার্টের জন্য ৩০ ঘন্টা ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কোর্সের মূল বিষয়বস্তু হলো : কুরআনের পরিচিতি জ্ঞান, মূলনীতি ও তাফসীর শাস্ত্রের ইতিহাস। শুরুতে

Dhaka University Institutional Repository

কোর্স পরিচিতি, কোর্সের ১৯ টি লক্ষ্য, এবং কোর্সের বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। এরপর পার্ট এ কে ১১ টি ইউনিট বিভক্ত করে ৪০ টি শিখনফল এবং পার্ট বি-কে ১৩ টি ইউনিটে বিভক্ত করে ৩১ টি শিখনফল উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি ইউনিটের জন্য আলাদা আলাদা শিরোনাম ও উপ শিরোনাম এবং ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরিশেষে কোর্সের উভয় পার্টের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন সিস্টেম এবং ৪৯ টি রেফারেন্স গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

কোর্সের শিরোনাম : BIS 103-Al- Sirat al-Nabawiyyah and History of the Chaliphs

এই কোর্সটির দুটি পার্ট রয়েছে। পার্ট -এ ও পার্ট বি। প্রতিটি পার্টের জন্য ২ ক্রেডিট আওয়ার করে কোর্সের মোট ক্রেডিট আওয়ার ৪টি। প্রতিটি পার্টের জন্য ৩০ ঘন্টা ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কোর্সের আলোচ্য বিষয় হলো : রাসূলুল্লাহ সা.-এর সীরাত ও খলীফাদের ইতিহাস। কারিকুলামের শুরুতে কোর্স পরিচিতি, কোর্সের ১২ টি লক্ষ্য, এবং কোর্সের বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। এরপর পার্ট এ কে ৬ টি ইউনিট বিভক্ত করে ৩২ টি শিখনফল এবং পার্ট বি-কে ৪ টি ইউনিটে বিভক্ত করে ৩৪ টি শিখনফল উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি ইউনিটের জন্য আলাদা আলাদা শিরোনাম ও উপ শিরোনাম এবং ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরিশেষে প্রতিটি পার্টের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন সিস্টেম এবং ৫০ টি রেফারেন্স গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

১ম বর্ষ ২য় সেমিস্টার

কোর্সের শিরোনাম : BIS 104-Bengali

এই কোর্সটির দুটি পার্ট রয়েছে। পার্ট -এ ও পার্ট বি। প্রতিটি পার্টের জন্য ২ ক্রেডিট আওয়ার করে কোর্সের মোট ক্রেডিট আওয়ার ৪টি। প্রতিটি পার্টের জন্য ৩০ ঘন্টা ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কোর্সের আলোচ্য বিষয় হলো : বাংলা ব্যাকরণ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রাচীন ও মধ্যযুগ) ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ)। কারিকুলামের শুরুতে কোর্স পরিচিতি, কোর্সের ১১ টি লক্ষ্য, এবং কোর্সের বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। এরপর পার্ট এ কে ৮ টি ইউনিট বিভক্ত করে ২৫ টি শিখনফল এবং পার্ট বি-কে ৮ টি ইউনিটে বিভক্ত করে ২৪ টি শিখনফল উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি ইউনিটের জন্য আলাদা আলাদা শিরোনাম ও উপ শিরোনাম এবং ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরিশেষে প্রতিটি পার্টের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন সিস্টেম এবং ২৮ টি রেফারেন্স গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

কোর্সের শিরোনাম : BIS 105-Economy, Finance, Banking and Insurance in Islam

এই কোর্সটির দুটি পার্ট রয়েছে। পার্ট -এ ও পার্ট বি। প্রতিটি পার্টের জন্য ২ ক্রেডিট আওয়ার করে কোর্সের মোট ক্রেডিট আওয়ার ৪টি। প্রতিটি পার্টের জন্য ৩০ ঘন্টা ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কোর্সের আলোচ্য বিষয় হলো : ইসলামী অর্থব্যবস্থা, ব্যাংকিং এবং ইনস্যুরেন্স। কারিকুলামের শুরুতে কোর্স পরিচিতি, কোর্সের ১৫ টি লক্ষ্য, এবং কোর্সের বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। এরপর পার্ট এ-কে ৬ টি ইউনিট বিভক্ত করে ২৫ টি শিখনফল এবং পার্ট বি-কে ৬ টি ইউনিটে বিভক্ত করে ২৫ টি শিখনফল উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি ইউনিটের জন্য আলাদা আলাদা শিরোনাম ও উপ শিরোনাম এবং ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরিশেষে প্রতিটি পার্টের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন সিস্টেম এবং ৫৮ টি রেফারেন্স গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

কোর্সের শিরোনাম : BIS 106-English

এই কোর্সটির দুটি পার্ট রয়েছে। পার্ট -এ ও পার্ট বি। প্রতিটি পার্টের জন্য ২ ক্রেডিট আওয়ার করে কোর্সের মোট ক্রেডিট আওয়ার ৪টি। প্রতিটি পার্টের জন্য ৩০ ঘন্টা ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

কোর্সের আলোচ্য বিষয় হলো : ইংরেজী গ্রামার ও রিডিং কম্প্রিহেনশন এন্ড কম্পোজিশন এবং এ্যামপ্লিকেশন অব আইডিয়াজ। কারিকুলামের শুরুতে কোর্স পরিচিতি, কোর্সের ১০ টি লক্ষ্য, এবং কোর্সের বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। এরপর পার্ট এ-কে ৫ টি ইউনিট বিভক্ত করে ১১ টি শিখনফল এবং পার্ট বি-কে ৫ টি ইউনিটে বিভক্ত করে ১৩ টি শিখনফল উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি ইউনিটের জন্য আলাদা আলাদা শিরোনাম ও উপ শিরোনাম এবং ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরিশেষে প্রতিটি পার্টের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন সিস্টেম এবং ১১ টি রেফারেন্স গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

২য় বর্ষ ১ম সেমিস্টার

কোর্সের শিরোনাম : BIS 201-Quranic Studies

এই কোর্সটির দুটি পার্ট রয়েছে। পার্ট -এ ও পার্ট বি। প্রতিটি পার্টের জন্য ২ ক্রেডিট আওয়ার করে কোর্সের মোট ক্রেডিট আওয়ার ৪টি। প্রতিটি পার্টের জন্য ৩০ ঘন্টা ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কোর্সের আলোচ্য বিষয় হলো : সূরা আল-আম্বিয়া, সূরা আল-ক্বাসাস, সূরা আন-নূর, সূরা আল-ফাত্‌হ ও সূরা আল-হুজুরাত এর তাফসীর। কারিকুলামের শুরুতে কোর্স পরিচিতি, কোর্সের ২৪ টি লক্ষ্য, এবং কোর্সের বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। এরপর পার্ট এ-কে ৭ টি ইউনিট বিভক্ত করে ২৬ টি শিখনফল এবং পার্ট বি-কে ৩ টি ইউনিটে বিভক্ত করে ৩৭ টি শিখনফল উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি ইউনিটের জন্য আলাদা আলাদা শিরোনাম ও উপ শিরোনাম এবং ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরিশেষে প্রতিটি পার্টের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন সিস্টেম এবং ১০ রেফারেন্স গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

কোর্সের শিরোনাম : BIS 202-Social System, Familly Welfare and Aesthetics in Islam

এই কোর্সটির দুটি পার্ট রয়েছে। পার্ট -এ ও পার্ট বি। প্রতিটি পার্টের জন্য ২ ক্রেডিট আওয়ার করে কোর্সের মোট ক্রেডিট আওয়ার ৪টি। প্রতিটি পার্টের জন্য ৩০ ঘন্টা ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কোর্সের আলোচ্য বিষয় হলো : ইসলামে সমাজ ব্যবস্থা, পরিবার কল্যাণ এবং নন্দনতত্ত্ব। কারিকুলামের শুরুতে কোর্স পরিচিতি, কোর্সের ১৮ টি লক্ষ্য, এবং কোর্সের বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। এরপর পার্ট এ-কে ৬ টি ইউনিট বিভক্ত করে ২০ টি শিখনফল এবং পার্ট বি-কে ৫ টি ইউনিটে বিভক্ত করে ১৫ টি শিখনফল উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি ইউনিটের জন্য আলাদা আলাদা শিরোনাম ও উপ শিরোনাম এবং ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরিশেষে প্রতিটি পার্টের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন সিস্টেম এবং ৪৬ টি রেফারেন্স গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

কোর্সের শিরোনাম : BIS 203-Sociology and Anthropology

এই কোর্সটির দুটি পার্ট রয়েছে। পার্ট -এ ও পার্ট বি। প্রতিটি পার্টের জন্য ২ ক্রেডিট আওয়ার করে কোর্সের মোট ক্রেডিট আওয়ার ৪টি। প্রতিটি পার্টের জন্য ৩০ ঘন্টা ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কোর্সের আলোচ্য বিষয় হলো : সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞান। কারিকুলামের শুরুতে কোর্স পরিচিতি, কোর্সের ১০ টি লক্ষ্য, এবং কোর্সের বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। এরপর পার্ট এ-কে ৯ টি ইউনিট বিভক্ত করে ৪৭ টি শিখনফল এবং পার্ট বি-কে ৫ টি ইউনিটে বিভক্ত করে ১৫ টি শিখনফল উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি ইউনিটের জন্য আলাদা আলাদা শিরোনাম ও উপ শিরোনাম এবং ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরিশেষে প্রতিটি পার্টের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন সিস্টেম এবং ৪২ টি রেফারেন্স গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

২য় বর্ষ ২য় সেমিস্টার

কোর্সের শিরোনাম : BIS 204-Sunnah in Pratical Life (Riyad al-Salihin)

এই কোর্সটির দুটি পার্ট রয়েছে। পার্ট -এ ও পার্ট বি। প্রতিটি পার্টের জন্য ২ ক্রেডিট আওয়ার করে কোর্সের মোট ক্রেডিট আওয়ার ৪টি। প্রতিটি পার্টের জন্য ৩০ ঘন্টা ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

কোর্সের আলোচ্য বিষয় হলো : রিয়াদুস সালেহীন গ্রন্থের ১, ২, ৪, ৬, ৭, ৮, ১০, ২৩, ২৬, ৫৯, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৯, ২৮০ ও ৩২৭ নং অধ্যায়। কারিকুলামের শুরুতে কোর্স পরিচিতি, কোর্সের ১৩ টি লক্ষ্য, এবং কোর্সের বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। এরপর পার্ট এ-কে ৯ টি ইউনিট বিভক্ত করে ৫৪ টি শিখনফল এবং পার্ট বি-কে ৭ টি ইউনিটে বিভক্ত করে ২৫ টি শিখনফল উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি ইউনিটের জন্য আলাদা আলাদা শিরোনাম ও উপ শিরোনাম এবং ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরিশেষে প্রতিটি পার্টের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন সিস্টেম এবং ৩২ টি রেফারেন্স গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

কোর্সের শিরোনাম : BIS 205-Political Science

এই কোর্সটির দুটি পার্ট রয়েছে। পার্ট -এ ও পার্ট বি। প্রতিটি পার্টের জন্য ২ ক্রেডিট আওয়ার করে কোর্সের মোট ক্রেডিট আওয়ার ৪টি। প্রতিটি পার্টের জন্য ৩০ ঘন্টা ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কোর্সের আলোচ্য বিষয় হলো : রাজনৈতিক তত্ত্ব ও বাংলাদেশের সংবিধানিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন। কারিকুলামের শুরুতে কোর্স পরিচিতি, কোর্সের ৯ টি লক্ষ্য, এবং কোর্সের বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। এরপর পার্ট এ-কে ৮ টি ইউনিট বিভক্ত করে ৪৩ টি শিখনফল এবং পার্ট বি-কে ৮ টি ইউনিটে বিভক্ত করে ৬৬ টি শিখনফল উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি ইউনিটের জন্য আলাদা আলাদা শিরোনাম ও উপ শিরোনাম এবং ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরিশেষে প্রতিটি পার্টের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন সিস্টেম এবং ৪৪ টি রেফারেন্স গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

কোর্সের শিরোনাম : BIS 205-Political System and Human Rights in Islam

এই কোর্সটির দুটি পার্ট রয়েছে। পার্ট -এ ও পার্ট বি। প্রতিটি পার্টের জন্য ২ ক্রেডিট আওয়ার করে কোর্সের মোট ক্রেডিট আওয়ার ৪টি। প্রতিটি পার্টের জন্য ৩০ ঘন্টা ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কোর্সের আলোচ্য বিষয় হলো : ইসলামে রাষ্ট্রব্যবস্থা ও মানবাধিকার। কারিকুলামের শুরুতে কোর্স পরিচিতি, কোর্সের ১৫ টি লক্ষ্য, এবং কোর্সের বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। এরপর পার্ট এ-কে ৭ টি ইউনিট বিভক্ত করে ২২ টি শিখনফল এবং পার্ট বি-কে ৭ টি ইউনিটে বিভক্ত করে ২৩ টি শিখনফল উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি ইউনিটের জন্য আলাদা আলাদা শিরোনাম ও উপ শিরোনাম এবং ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরিশেষে প্রতিটি পার্টের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন সিস্টেম এবং ৩২ টি রেফারেন্স গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

৩য় বর্ষ ১ম সেমিস্টার

কোর্সের শিরোনাম : BIS 301-Study of Al Tafsir

এই কোর্সটির দুটি পার্ট রয়েছে। পার্ট -এ ও পার্ট বি। প্রতিটি পার্টের জন্য ২ ক্রেডিট আওয়ার করে কোর্সের মোট ক্রেডিট আওয়ার ৪টি। প্রতিটি পার্টের জন্য ৩০ ঘন্টা ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কোর্সের আলোচ্য বিষয় হলো : আল্লামা জামাখসারী প্রণীত তাফসীরে কাশশাফের সূরা আল আনফাল ও সূরা আত-তাওবা-এর তাফসীর। কারিকুলামের শুরুতে কোর্স পরিচিতি, কোর্সের ৮ টি লক্ষ্য, এবং কোর্সের বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। এরপর পার্ট এ-কে ৯ টি ইউনিট বিভক্ত করে ৬৩ টি শিখনফল এবং পার্ট বি-কে ৮ টি ইউনিটে বিভক্ত করে ৩৩ টি শিখনফল উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি ইউনিটের জন্য আলাদা আলাদা শিরোনাম ও উপ শিরোনাম এবং ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরিশেষে প্রতিটি পার্টের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন সিস্টেম এবং ১৯ টি রেফারেন্স গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

কোর্সের শিরোনাম : BIS 302-Study of Al Kalam and Muslim Philosophy

এই কোর্সটির দুটি পার্ট রয়েছে। পার্ট -এ ও পার্ট বি। প্রতিটি পার্টের জন্য ২ ক্রেডিট আওয়ার করে কোর্সের মোট ক্রেডিট আওয়ার ৪ টি। প্রতিটি পার্টের জন্য ৩০ ঘন্টা ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

কোর্সের আলোচ্য বিষয় হলো : ইলমুল কালাম (আল্লামা সাআদ উদ্দীন তাফতাজানী কর্তৃক প্রণীত আল-আকাইদুন নাসাফী) ও মুসলিম দর্শন। কারিকুলামের শুরুতে কোর্স পরিচিতি, কোর্সের ১২ টি লক্ষ্য, এবং কোর্সের বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। এরপর পার্ট এ-কে ৮ টি ইউনিট বিভক্ত করে ১৯ টি শিখনফল এবং পার্ট বি-কে ৬ টি ইউনিটে বিভক্ত করে ১৭ টি শিখনফল উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি ইউনিটের জন্য আলাদা আলাদা শিরোনাম ও উপ শিরোনাম এবং ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরিশেষে প্রতিটি পার্টের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন সিস্টেম এবং ৩৬ টি রেফারেন্স গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

কোর্সের শিরোনাম : BIS 303-Sufism and Some Prominent Sufis

এই কোর্সটির দুটি পার্ট রয়েছে। পার্ট -এ ও পার্ট বি। প্রতিটি পার্টের জন্য ২ ক্রেডিট আওয়ার করে কোর্সের মোট ক্রেডিট আওয়ার ৪ টি। প্রতিটি পার্টের জন্য ৩০ ঘন্টা ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কোর্সের আলোচ্য বিষয় হলো : সুফীবাদ ও প্রধান প্রধান সুফীদের জীবনী। কারিকুলামের শুরুতে কোর্স পরিচিতি, কোর্সের ১২ টি লক্ষ্য, এবং কোর্সের বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। এরপর পার্ট এ-কে ৮ টি ইউনিট বিভক্ত করে ২৭ টি শিখনফল এবং পার্ট বি-কে ৭ টি ইউনিটে বিভক্ত করে ২৬ টি শিখনফল উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি ইউনিটের জন্য আলাদা আলাদা শিরোনাম ও উপ শিরোনাম এবং ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরিশেষে প্রতিটি পার্টের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন সিস্টেম এবং ৩৫ টি রেফারেন্স গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

কোর্সের শিরোনাম : BIS 304-Introduction to Islamic Law, Personal Law and Law of Inheritance in Islam

এই কোর্সটির দুটি পার্ট রয়েছে। পার্ট -এ ও পার্ট বি। প্রতিটি পার্টের জন্য ২ ক্রেডিট আওয়ার করে কোর্সের মোট ক্রেডিট আওয়ার ৪ টি। প্রতিটি পার্টের জন্য ৩০ ঘন্টা ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কোর্সের আলোচ্য বিষয় হলো : ইসলামী আইনের মুলনীতি ও উৎসসমূহ এবং ইসলামের ব্যক্তিগত ও উত্তরাধিকার আইন। কারিকুলামের শুরুতে কোর্স পরিচিতি, কোর্সের ২৪ টি লক্ষ্য, এবং কোর্সের বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। এরপর পার্ট এ-কে ৬ টি ইউনিট বিভক্ত করে ৫৩ টি শিখনফল এবং পার্ট বি-কে ৮ টি ইউনিটে বিভক্ত করে ২৫ টি শিখনফল উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি ইউনিটের জন্য আলাদা আলাদা শিরোনাম ও উপ শিরোনাম এবং ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরিশেষে প্রতিটি পার্টের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন সিস্টেম এবং ২৯ টি রেফারেন্স গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

৩য় বর্ষ ২য় সেমিস্টার

কোর্সের শিরোনাম : BIS 305-International Relations and Contemporary Issues in Islam

এই কোর্সটির দুটি পার্ট রয়েছে। পার্ট-এ ও পার্ট বি। প্রতিটি পার্টের জন্য ২ ক্রেডিট আওয়ার করে কোর্সের মোট ক্রেডিট আওয়ার ৪ টি। প্রতিটি পার্টের জন্য ৩০ ঘন্টা ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কোর্সের আলোচ্য বিষয় হলো : ইসলামে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও সমসাময়িক ইস্যু ও তার সমাধান। কারিকুলামের শুরুতে কোর্স পরিচিতি, কোর্সের ১০ টি লক্ষ্য, এবং কোর্সের বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। এরপর পার্ট এ-কে ৬ টি ইউনিট বিভক্ত করে ১৫ টি শিখনফল এবং পার্ট বি-কে ১০ টি ইউনিটে বিভক্ত করে ৪২ টি শিখনফল উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি ইউনিটের জন্য আলাদা আলাদা শিরোনাম ও উপ শিরোনাম এবং ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরিশেষে প্রতিটি পার্টের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন সিস্টেম এবং ৪০ টি রেফারেন্স গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

কোর্সের শিরোনাম : BIS 306-Computer Literacy

এই কোর্সটির দুটি পার্ট রয়েছে। পার্ট -এ ও পার্ট বি। প্রতিটি পার্টের জন্য ২ ক্রেডিট আওয়ার করে কোর্সের মোট ক্রেডিট আওয়ার ৪ টি। প্রতিটি পার্টের জন্য ৩০ ঘন্টা ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

কোর্সের আলোচ্য বিষয় হলো : কম্পিউটার শিক্ষা। কারিকুলামের শুরুতে কোর্স পরিচিতি, কোর্সের ৯ টি লক্ষ্য, এবং কোর্সের বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। এরপর পার্ট এ-কে ৮ টি ইউনিট বিভক্ত করে ৮ টি শিখনফল এবং পার্ট বি-কে ৭ টি ইউনিটে বিভক্ত করে ৭ টি শিখনফল উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি ইউনিটের জন্য আলাদা আলাদা শিরোনাম ও উপ শিরোনাম এবং ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরিশেষে প্রতিটি পার্টের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন সিস্টেম এবং ২১ টি রেফারেন্স গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

কোর্সের শিরোনাম : BIS 307 (A) -Arabic Literature, Grammar, Translation and Composition

এই কোর্সটির দুটি পার্ট রয়েছে। পার্ট -এ ও পার্ট বি। প্রতিটি পার্টের জন্য ২ ক্রেডিট আওয়ার করে কোর্সের মোট ক্রেডিট আওয়ার ৪ টি। প্রতিটি পার্টের জন্য ৩০ ঘন্টা ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কোর্সের আলোচ্য বিষয় হলো : আরবী সাহিত্য, ব্যাকরণ, অনুবাদ ও প্রবন্ধ। কারিকুলামের শুরুতে কোর্স পরিচিতি, কোর্সের ১৩ টি লক্ষ্য, এবং কোর্সের বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। এরপর পার্ট এ-কে ৫ টি ইউনিট বিভক্ত করে ১১ টি শিখনফল এবং পার্ট বি-কে ১২ টি ইউনিটে বিভক্ত করে ৩৩ টি শিখনফল উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি ইউনিটের জন্য আলাদা আলাদা শিরোনাম ও উপ শিরোনাম এবং ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরিশেষে প্রতিটি পার্টের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন সিস্টেম এবং ৮ টি রেফারেন্স গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

কোর্সের শিরোনাম : BIS 307 (B) –Islamic Civilization and Culture, Ethics and Values in Islam

এই কোর্সটির দুটি পার্ট রয়েছে। পার্ট -এ ও পার্ট বি। প্রতিটি পার্টের জন্য ২ ক্রেডিট আওয়ার করে কোর্সের মোট ক্রেডিট আওয়ার ৪ টি। প্রতিটি পার্টের জন্য ৩০ ঘন্টা ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কোর্সের আলোচ্য বিষয় হলো : ইসলামী সভ্যতা, সংস্কৃতি, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ। কারিকুলামের শুরুতে কোর্স পরিচিতি, কোর্সের ১৫ টি লক্ষ্য, এবং কোর্সের বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। এরপর পার্ট এ-কে ৭ টি ইউনিট বিভক্ত করে ২০ টি শিখনফল এবং পার্ট বি-কে ৬ টি ইউনিটে বিভক্ত করে ১৬ টি শিখনফল উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি ইউনিটের জন্য আলাদা আলাদা শিরোনাম ও উপ শিরোনাম এবং ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরিশেষে প্রতিটি পার্টের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন সিস্টেম এবং ৫৩ টি রেফারেন্স গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

কোর্সের শিরোনাম : BIS 308-Modern History of the Muslim World and Organizations

এই কোর্সটির দুটি পার্ট রয়েছে। পার্ট -এ ও পার্ট বি। প্রতিটি পার্টের জন্য ২ ক্রেডিট আওয়ার করে কোর্সের মোট ক্রেডিট আওয়ার ৪ টি। প্রতিটি পার্টের জন্য ৩০ ঘন্টা ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কোর্সের আলোচ্য বিষয় হলো : মুসলিম বিশ্বের ইতিহাস ও সংস্থাসমূহ (মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা)। কারিকুলামের শুরুতে কোর্স পরিচিতি, কোর্সের ১২ টি লক্ষ্য, এবং কোর্সের বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। এরপর পার্ট এ-কে ১১ টি ইউনিট বিভক্ত করে ৯৭ টি শিখনফল এবং পার্ট বি-কে ৯ টি ইউনিটে বিভক্ত করে ৭৭ টি শিখনফল উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি ইউনিটের জন্য আলাদা আলাদা শিরোনাম ও উপ শিরোনাম এবং ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরিশেষে প্রতিটি পার্টের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন সিস্টেম এবং ৫৬ টি রেফারেন্স গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

৪র্থ বর্ষ ১ম সেমিস্টার

কোর্সের শিরোনাম : BIS 401-Study of Hadith (Al-Mishkat Al-Masabih)

এই কোর্সটির দুটি পার্ট রয়েছে। পার্ট -এ ও পার্ট বি। প্রতিটি পার্টের জন্য ২ ক্রেডিট আওয়ার করে কোর্সের মোট ক্রেডিট আওয়ার ৪ টি। প্রতিটি পার্টের জন্য ৩০ ঘন্টা ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কোর্সের আলোচ্য বিষয় হলো : মিশকাতুল মাসাবীহ গ্রন্থের ঈমান, সালাত, সাওম, যাকাত, হজ্জ, বুয়ূ,

আইমান, ফারাইজ, হিবা, ওয়াসিয়াত, কিসাস, দিয়াত, হুদুদ ও তাযীর অধ্যায়। কারিকুলামের শুরুতে কোর্স পরিচিতি, কোর্সের ১০ টি লক্ষ্য, এবং কোর্সের বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। এরপর পার্ট এ-কে ৬ টি ইউনিট বিভক্ত করে ৩৫ টি শিখনফল এবং পার্ট বি-কে ৪ টি ইউনিটে বিভক্ত করে ২৬ টি শিখনফল উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি ইউনিটের জন্য আলাদা আলাদা শিরোনাম ও উপ শিরোনাম এবং ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরিশেষে প্রতিটি পার্টের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন সিস্টেম এবং ১৪ টি রেফারেন্স গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

কোর্সের শিরোনাম : BIS 402-Principles of Economics and Economy of Bangladesh

এই কোর্সটির দুটি পার্ট রয়েছে। পার্ট-এ ও পার্ট বি। প্রতিটি পার্টের জন্য ২ ক্রেডিট আওয়ার করে কোর্সের মোট ক্রেডিট আওয়ার ৪ টি। প্রতিটি পার্টের জন্য ৩০ ঘন্টা ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কোর্সের আলোচ্য বিষয় হলো : অর্থনীতির মূলনীতি ও বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থা। কারিকুলামের শুরুতে কোর্স পরিচিতি, কোর্সের ৯ টি লক্ষ্য, এবং কোর্সের বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। এরপর পার্ট এ-কে ৭ টি ইউনিট বিভক্ত করে ২৩ টি শিখনফল এবং পার্ট বি-কে ৬ টি ইউনিটে বিভক্ত করে ৩০ টি শিখনফল উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি ইউনিটের জন্য আলাদা আলাদা শিরোনাম ও উপ শিরোনাম এবং ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরিশেষে প্রতিটি পার্টের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন সিস্টেম এবং ২০ টি রেফারেন্স গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

কোর্সের শিরোনাম : BIS 403-History of Muslim Spain and Muslim Contribution to Science and Technology

এই কোর্সটির দুটি পার্ট রয়েছে। পার্ট -এ ও পার্ট বি। প্রতিটি পার্টের জন্য ২ ক্রেডিট আওয়ার করে কোর্সের মোট ক্রেডিট আওয়ার ৪ টি। প্রতিটি পার্টের জন্য ৩০ ঘন্টা ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কোর্সের আলোচ্য বিষয় হলো : মুসলিম স্পেনের ইতিহাস এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে মুসলমানদের অবদান। কারিকুলামের শুরুতে কোর্স পরিচিতি, কোর্সের ৮ টি লক্ষ্য, এবং কোর্সের বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। এরপর পার্ট এ-কে ১৩ টি ইউনিট বিভক্ত করে ৫৫ টি শিখনফল এবং পার্ট বি-কে ৬ টি ইউনিটে বিভক্ত করে ১৯ টি শিখনফল উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি ইউনিটের জন্য আলাদা আলাদা শিরোনাম ও উপ শিরোনাম এবং ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরিশেষে প্রতিটি পার্টের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন সিস্টেম এবং ৭২ টি রেফারেন্স গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

কোর্সের শিরোনাম : BIS 404-Bangladesh Studies

এই কোর্সটির দুটি পার্ট রয়েছে। পার্ট -এ ও পার্ট বি। প্রতিটি পার্টের জন্য ২ ক্রেডিট আওয়ার করে কোর্সের মোট ক্রেডিট আওয়ার ৪ টি। প্রতিটি পার্টের জন্য ৩০ ঘন্টা ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কোর্সের আলোচ্য বিষয় হলো : বাংলাদেশের ইতিহাস। কারিকুলামের শুরুতে কোর্স পরিচিতি, কোর্সের ২০ টি লক্ষ্য, এবং কোর্সের বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। এরপর পার্ট এ-কে ১৩ টি ইউনিট বিভক্ত করে ৫৫ টি শিখনফল এবং পার্ট বি-কে ৬ টি ইউনিটে বিভক্ত করে ১৯ টি শিখনফল উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি ইউনিটের জন্য আলাদা আলাদা শিরোনাম ও উপ শিরোনাম এবং ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরিশেষে প্রতিটি পার্টের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন সিস্টেম এবং ৩৪ টি রেফারেন্স গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

৪র্থ বর্ষ ২য় সেমিস্টার

কোর্সের শিরোনাম : BIS 405-Principles and History of Hadith Literature

এই কোর্সটির দুটি পার্ট রয়েছে। পার্ট -এ ও পার্ট বি। প্রতিটি পার্টের জন্য ২ ক্রেডিট আওয়ার করে কোর্সের মোট ক্রেডিট আওয়ার ৪ টি। প্রতিটি পার্টের জন্য ৩০ ঘন্টা ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কোর্সের আলোচ্য বিষয় হলো : হাদীসশাস্ত্রের মূলনীতি ও ইতিহাস। কারিকুলামের শুরুতে কোর্স

পরিচিতি, কোর্সের ২০ টি লক্ষ্য, এবং কোর্সের বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। এরপর পার্ট এ-কে ৬ টি ইউনিট বিভক্ত করে ২০ টি শিখনফল এবং পার্ট বি-কে ৫ টি ইউনিটে বিভক্ত করে ২১ টি শিখনফল উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি ইউনিটের জন্য আলাদা আলাদা শিরোনাম ও উপ শিরোনাম এবং ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরিশেষে প্রতিটি পার্টের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন সিস্টেম এবং ২৪ টি রেফারেন্স গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

কোর্সের শিরোনাম : BIS 406-Study of Religion

এই কোর্সটির দুটি পার্ট রয়েছে। পার্ট -এ ও পার্ট বি। প্রতিটি পার্টের জন্য ২ ক্রেডিট আওয়ার করে কোর্সের মোট ক্রেডিট আওয়ার ৪ টি। প্রতিটি পার্টের জন্য ৩০ ঘন্টা ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কোর্সের আলোচ্য বিষয় হলো : ইসলাম, বৌদ্ধ, জরাথুস্ট, হিন্দু, ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান ধর্ম। কারিকুলামের শুরুতে কোর্স পরিচিতি, কোর্সের ১১ টি লক্ষ্য, এবং কোর্সের বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। এরপর পার্ট এ-কে ৮ টি ইউনিট বিভক্ত করে ৮৮ টি শিখনফল এবং পার্ট বি-কে ৪ টি ইউনিটে বিভক্ত করে ২৭ টি শিখনফল উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি ইউনিটের জন্য আলাদা আলাদা শিরোনাম ও উপ শিরোনাম এবং ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরিশেষে প্রতিটি পার্টের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন সিস্টেম এবং ৩৪ টি রেফারেন্স গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

কোর্সের শিরোনাম : BIS 407-Principles of Islamic Jurisprudence

এই কোর্সটির দুটি পার্ট রয়েছে। পার্ট -এ ও পার্ট বি। প্রতিটি পার্টের জন্য ২ ক্রেডিট আওয়ার করে কোর্সের মোট ক্রেডিট আওয়ার ৪ টি। প্রতিটি পার্টের জন্য ৩০ ঘন্টা ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কোর্সের আলোচ্য বিষয় হলো : ইসলামী আইনের মূলনীতি ও ইতিহাস (আল্লামা মোল্লাজিওন কর্তৃক রচিত নূরুল আনওয়ার)। কারিকুলামের শুরুতে কোর্স পরিচিতি, কোর্সের ১৩ টি লক্ষ্য, এবং কোর্সের বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। এরপর পার্ট এ-কে ৬ টি ইউনিট বিভক্ত করে ৩৬ টি শিখনফল এবং পার্ট বি-কে ৯ টি ইউনিটে বিভক্ত করে ১৮ টি শিখনফল উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি ইউনিটের জন্য আলাদা আলাদা শিরোনাম ও উপ শিরোনাম এবং ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরিশেষে প্রতিটি পার্টের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন সিস্টেম এবং ১৯ টি রেফারেন্স গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

কোর্সের শিরোনাম : BIS 408 (A)-History of Islam

এই কোর্সটির দুটি পার্ট রয়েছে। পার্ট -এ ও পার্ট বি। প্রতিটি পার্টের জন্য ২ ক্রেডিট আওয়ার করে কোর্সের মোট ক্রেডিট আওয়ার ৪ টি। প্রতিটি পার্টের জন্য ৩০ ঘন্টা ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কোর্সের আলোচ্য বিষয় হলো : ইসলামের ইতিহাস (উমাইয়া, আব্বাসীয়, ফাতেমী ও উসমানীয় খিলাফতকাল)। কারিকুলামের শুরুতে কোর্স পরিচিতি, কোর্সের ১৪ টি লক্ষ্য, এবং কোর্সের বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। এরপর পার্ট এ-কে ২ টি ইউনিট বিভক্ত করে ৩৬ টি শিখনফল এবং পার্ট বি-কে ২ টি ইউনিটে বিভক্ত করে ২৬ টি শিখনফল উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি ইউনিটের জন্য আলাদা আলাদা শিরোনাম ও উপ শিরোনাম এবং ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরিশেষে প্রতিটি পার্টের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন সিস্টেম এবং ৪৮ টি রেফারেন্স গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

কোর্সের শিরোনাম : BIS 408 (B)-Lives and Thoughts of Muslim Thinkers of the World

এই কোর্সটির দুটি পার্ট রয়েছে। পার্ট -এ ও পার্ট বি। প্রতিটি পার্টের জন্য ২ ক্রেডিট আওয়ার করে কোর্সের মোট ক্রেডিট আওয়ার ৪ টি। প্রতিটি পার্টের জন্য ৩০ ঘন্টা ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কোর্সের আলোচ্য বিষয় হলো : বিশ্বের খ্যাতিমান মুসলিম চিন্তাবিদদের জীবনী ও চিন্তাধারা। কারিকুলামের শুরুতে কোর্স পরিচিতি, কোর্সের ১৪ টি লক্ষ্য, এবং কোর্সের বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। এরপর পার্ট এ-কে ১০ টি ইউনিট বিভক্ত করে ৪৬ টি শিখনফল এবং পার্ট বি-কে ৬ টি ইউনিটে বিভক্ত করে ২৫ টি শিখনফল উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি ইউনিটের জন্য আলাদা আলাদা শিরোনাম ও উপ

শিরোনাম এবং ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরিশেষে প্রতিটি পার্টের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন সিস্টেম এবং ৫৫ টি রেফারেন্স গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

এম.এ প্রোগ্রাম

এম.এ প্রোগ্রাম ২টি সেমিস্টারে বিভক্ত। ২ সেমিস্টারে মোট ৮টি কোর্সে পাঠদান করা হয়। প্রতি কোর্সের জন্য ১০০ নম্বর এবং ৪ ক্রেডিট নির্ধারিত। প্রতি সেমিস্টার শেষে ভাইভা ও টিউটোরিয়াল মিলে ২৫ নম্বর করে ২ সেমিস্টারে মোট ৫০ নম্বর বরাদ্দ। ৮টি কোর্সে ৮০০ এবং ভাইভা ও টিউটোরিয়ালে ৫০ সহ এম.এ প্রোগ্রামে মোট ৮৫০ নম্বর এর পরীক্ষা এবং ৩৪ ক্রেডিট নির্ধারিত রয়েছে।

এম.এ প্রোগ্রামে ২টি গ্রুপ চালু রয়েছে। গ্রুপ-এ এবং গ্রুপ-বি। শিক্ষার্থীদেরকে যে কোনো একটি গ্রুপের কোর্সগুলো বেছে নিতে হয়।

কোর্সসমূহের বিবরণ

Group-A

১ম সেমিস্টার

কোর্সের শিরোনাম : BIS 501-Study of al-Tafsir (Tafsir al-Baidawi)

এই কোর্সটির দুটি পার্ট রয়েছে। পার্ট -এ ও পার্ট বি। প্রতিটি পার্টের জন্য ২ ক্রেডিট আওয়ার করে কোর্সের মোট ক্রেডিট আওয়ার ৪ টি। প্রতিটি পার্টের জন্য ৩০ ঘন্টা ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কোর্সের আলোচ্য বিষয় হলো : তাফসীরে বায়যাবী থেকে সূরা আল-ফাতিহা, আল-বাকারা (১ থেকে ১৬ রুকু)। কারিকুলামের শুরুতে কোর্স পরিচিতি, কোর্সের ৯ টি লক্ষ্য, এবং কোর্সের বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। এরপর পার্ট এ-কে ৩ টি ইউনিট বিভক্ত করে ১৬ টি শিখনফল এবং পার্ট বি-কে ৭ টি ইউনিটে বিভক্ত করে ২৭ টি শিখনফল উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি ইউনিটের জন্য আলাদা আলাদা শিরোনাম ও উপ শিরোনাম এবং ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরিশেষে প্রতিটি পার্টের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন সিস্টেম এবং ১৫ টি রেফারেন্স গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

কোর্সের শিরোনাম : BIS 502-Study of al-Hadith (Al-Jami al-Sahih li al-Bukhari and Sahih Muslim)

এই কোর্সটির দুটি পার্ট রয়েছে। পার্ট -এ ও পার্ট বি। প্রতিটি পার্টের জন্য ২ ক্রেডিট আওয়ার করে কোর্সের মোট ক্রেডিট আওয়ার ৪ টি। প্রতিটি পার্টের জন্য ৩০ ঘন্টা ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কোর্সের আলোচ্য বিষয় হলো : সহীহুল বুখারীর কিতাবুল ওয়াহী, মাগাজী, রিকাক ও সহীহ মুসলিমের ঈমান, ইমারাত ও যুহুদ অধ্যায়। কারিকুলামের শুরুতে কোর্স পরিচিতি, কোর্সের ১০ টি লক্ষ্য, এবং কোর্সের বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। এরপর পার্ট এ-কে ৫ টি ইউনিট বিভক্ত করে ১৫ টি শিখনফল এবং পার্ট বি-কে ৩ টি ইউনিটে বিভক্ত করে ২২ টি শিখনফল উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি ইউনিটের জন্য আলাদা আলাদা শিরোনাম ও উপ শিরোনাম এবং ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরিশেষে প্রতিটি পার্টের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন সিস্টেম এবং ৩২ টি রেফারেন্স গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

কোর্সের শিরোনাম : BIS 503-Study of al-Hadith (Jami al Tirmidhi and Sunan al-Nasayi)

এই কোর্সটির দুটি পার্ট রয়েছে। পার্ট -এ ও পার্ট বি। প্রতিটি পার্টের জন্য ২ ক্রেডিট আওয়ার করে কোর্সের মোট ক্রেডিট আওয়ার ৪ টি। প্রতিটি পার্টের জন্য ৩০ ঘন্টা ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কোর্সের আলোচ্য বিষয় হলো : জামি তিরমিযীর তাহারাত, ইলম, মানাকিব এবং সুনানুন নাসাঈ গ্রন্থের

Dhaka University Institutional Repository

সালাত, মানাসিক, হাজ্জ, আদাব ও কাদা অধ্যায়। কারিকুলামের শুরুতে কোর্স পরিচিতি, কোর্সের ১০ টি লক্ষ্য, এবং কোর্সের বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। এরপর পার্ট এ-কে ৪ টি ইউনিট বিভক্ত করে ৩০ টি শিখনফল এবং পার্ট বি-কে ৩ টি ইউনিটে বিভক্ত করে ১৯ টি শিখনফল উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি ইউনিটের জন্য আলাদা আলাদা শিরোনাম ও উপ শিরোনাম এবং ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরিশেষে প্রতিটি পার্টের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন সিস্টেম এবং ৩১ টি রেফারেন্স গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

কোর্সের শিরোনাম : BIS 504-Ulum al Quran

এই কোর্সটির দুটি পার্ট রয়েছে। পার্ট -এ ও পার্ট বি। প্রতিটি পার্টের জন্য ২ ক্রেডিট আওয়ার করে কোর্সের মোট ক্রেডিট আওয়ার ৪ টি। প্রতিটি পার্টের জন্য ৩০ ঘন্টা ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কোর্সের আলোচ্য বিষয় হলো : উলূমুল কুরআন (জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী কর্তৃক প্রণীত আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন)। কারিকুলামের শুরুতে কোর্স পরিচিতি, কোর্সের ১০ টি লক্ষ্য, এবং কোর্সের বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। এরপর পার্ট এ-কে ১১ টি ইউনিট বিভক্ত করে ৩৪ টি শিখনফল এবং পার্ট বি-কে ১১ টি ইউনিটে বিভক্ত করে ৪৩ টি শিখনফল উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি ইউনিটের জন্য আলাদা আলাদা শিরোনাম ও উপ শিরোনাম এবং ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরিশেষে প্রতিটি পার্টের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন সিস্টেম এবং ৩২ টি রেফারেন্স গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

কোর্সের শিরোনাম : BIS 505-Teaching and Research Methodology

এই কোর্সটির দুটি পার্ট রয়েছে। পার্ট -এ ও পার্ট বি। প্রতিটি পার্টের জন্য ২ ক্রেডিট আওয়ার করে কোর্সের মোট ক্রেডিট আওয়ার ৪ টি। প্রতিটি পার্টের জন্য ৩০ ঘন্টা ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কোর্সের আলোচ্য বিষয় হলো : শিক্ষা ও গবেষণা পদ্ধতি। কারিকুলামের শুরুতে কোর্স পরিচিতি, কোর্সের ২৫ টি লক্ষ্য, এবং কোর্সের বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। এরপর পার্ট এ-কে ১১ টি ইউনিট বিভক্ত করে ৫১ টি শিখনফল এবং পার্ট বি-কে ৭ টি ইউনিটে বিভক্ত করে ৩৪ টি শিখনফল উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি ইউনিটের জন্য আলাদা আলাদা শিরোনাম ও উপ শিরোনাম এবং ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরিশেষে প্রতিটি পার্টের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন সিস্টেম এবং ২১ টি রেফারেন্স গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

২য় সেমিস্টার

কোর্সের শিরোনাম : BIS 506-Study of al-Tafsir (Tafsir Ibn Kathir)

এই কোর্সটির দুটি পার্ট রয়েছে। পার্ট -এ ও পার্ট বি। প্রতিটি পার্টের জন্য ২ ক্রেডিট আওয়ার করে কোর্সের মোট ক্রেডিট আওয়ার ৪ টি। প্রতিটি পার্টের জন্য ৩০ ঘন্টা ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কোর্সের আলোচ্য বিষয় হলো : তাফসীরে ইবন কাছীর গ্রন্থ থেকে সূরা আন-নিসা-এর ১-১০ রুকু ও সূরা আল-মায়িদা-এর ১-১০ রুকু পর্যন্ত। কারিকুলামের শুরুতে কোর্স পরিচিতি, কোর্সের ১৪ টি লক্ষ্য, এবং কোর্সের বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। এরপর পার্ট এ-কে ৮ টি ইউনিট বিভক্ত করে ২৭ টি শিখনফল এবং পার্ট বি-কে ৭ টি ইউনিটে বিভক্ত করে ৩৫ টি শিখনফল উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি ইউনিটের জন্য আলাদা আলাদা শিরোনাম ও উপ শিরোনাম এবং ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরিশেষে প্রতিটি পার্টের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন সিস্টেম এবং ১২ টি রেফারেন্স গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

কোর্সের শিরোনাম : BIS 507-Study of Al-Hadith (Sunan Abu Daud and Al-Tahawi)

এই কোর্সটির দুটি পার্ট রয়েছে। পার্ট -এ ও পার্ট বি। প্রতিটি পার্টের জন্য ২ ক্রেডিট আওয়ার করে কোর্সের মোট ক্রেডিট আওয়ার ৪ টি। প্রতিটি পার্টের জন্য ৩০ ঘন্টা ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

কোর্সের আলোচ্য বিষয় হলো : সুনানু আবী দাউদ থেকে সাওম ও যাকাত অধ্যায় এবং ত্বাহাবী শরীফ থেকে কিতাবুল বুয়ূ, কিতাবুল হিবা ওয়াল সাদাকাত ও কিতাবুয যিয়াদাত। কারিকুলামের শুরুতে কোর্স পরিচিতি, কোর্সের ২১ টি লক্ষ্য, এবং কোর্সের বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। এরপর পার্ট এ-কে ৫ টি ইউনিট বিভক্ত করে ৩০ টি শিখনফল এবং পার্ট বি-কে ৫ টি ইউনিটে বিভক্ত করে ২০ টি শিখনফল উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি ইউনিটের জন্য আলাদা আলাদা শিরোনাম ও উপ শিরোনাম এবং ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরিশেষে প্রতিটি পার্টের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন সিস্টেম এবং ৩০ টি রেফারেন্স গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

কোর্সের শিরোনাম : BIS 508-Study of Al-Hadith (Al-Muatta and Sunan IbnMajah)

এই কোর্সটির দুটি পার্ট রয়েছে। পার্ট -এ ও পার্ট বি। প্রতিটি পার্টের জন্য ২ ক্রেডিট আওয়ার করে কোর্সের মোট ক্রেডিট আওয়ার ৪ টি। প্রতিটি পার্টের জন্য ৩০ ঘন্টা ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কোর্সের আলোচ্য বিষয় হলো : আল-মুয়াত্তা থেকে কিতাবুন নুযুর ওয়াল আইমান, কিতাবুন নিকাহ, কিতাবুত তালাক, কিতাবু শুফআ, কিতাবুল জামি এবং সুনানু ইবন মাজাহ থেকে কিতাবুল লুকতা, কিতাবুল হুদূদ, কিতাবুদ দিয়াত এবং কিতাবুল ফিতান। কারিকুলামের শুরুতে কোর্স পরিচিতি, কোর্সের ১৩ টি লক্ষ্য, এবং কোর্সের বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। এরপর পার্ট এ-কে ৫ টি ইউনিট বিভক্ত করে ২২ টি শিখনফল এবং পার্ট বি-কে ৪ টি ইউনিটে বিভক্ত করে ৪৬ টি শিখনফল উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি ইউনিটের জন্য আলাদা আলাদা শিরোনাম ও উপ শিরোনাম এবং ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরিশেষে প্রতিটি পার্টের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন সিস্টেম এবং ৩৩ টি রেফারেন্স গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

কোর্সের শিরোনাম : BIS 509-Dawah in the Quran and Sunnah And Dawah in Modern World

এই কোর্সটির দুটি পার্ট রয়েছে। পার্ট -এ ও পার্ট বি। প্রতিটি পার্টের জন্য ২ ক্রেডিট আওয়ার করে কোর্সের মোট ক্রেডিট আওয়ার ৪ টি। প্রতিটি পার্টের জন্য ৩০ ঘন্টা ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কোর্সের আলোচ্য বিষয় হলো : কুরআন-সুন্নাহ-এ ও আধুনিক বিশ্বে ইসলামী দাওয়াহ। কারিকুলামের শুরুতে কোর্স পরিচিতি, কোর্সের ১৩ টি লক্ষ্য, এবং কোর্সের বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। এরপর পার্ট এ-কে ৯ টি ইউনিট বিভক্ত করে ৩১ টি শিখনফল এবং পার্ট বি-কে ৯ টি ইউনিটে বিভক্ত করে ৩৭ টি শিখনফল উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি ইউনিটের জন্য আলাদা আলাদা শিরোনাম ও উপ শিরোনাম এবং ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরিশেষে প্রতিটি পার্টের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন সিস্টেম এবং ৪৭ টি রেফারেন্স গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

কোর্সের শিরোনাম : BIS 510-Evaluation and Philosophy of Religion and Comparative Religion

এই কোর্সটির দুটি পার্ট রয়েছে। পার্ট -এ ও পার্ট বি। প্রতিটি পার্টের জন্য ২ ক্রেডিট আওয়ার করে কোর্সের মোট ক্রেডিট আওয়ার ৪ টি। প্রতিটি পার্টের জন্য ৩০ ঘন্টা ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কোর্সের আলোচ্য বিষয় হলো : ধর্ম দর্শন ও তুলনামূলক ধর্ম (ইসলাম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, হিন্দু, ইয়াহুদী ও জরাথ্রুষ্ট)। কারিকুলামের শুরুতে কোর্স পরিচিতি, কোর্সের ১৮ টি লক্ষ্য, এবং কোর্সের বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। এরপর পার্ট এ-কে ৬ টি ইউনিট বিভক্ত করে ১৫ টি শিখনফল এবং পার্ট বি-কে ১০ টি ইউনিটে বিভক্ত করে ৩৮ টি শিখনফল উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি ইউনিটের জন্য আলাদা আলাদা শিরোনাম ও উপ শিরোনাম এবং ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরিশেষে প্রতিটি পার্টের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন সিস্টেম এবং ৪৫ টি রেফারেন্স গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

Group-B

১ম সেমিস্টার

কোর্সের শিরোনাম : BIS 501-Study of al-Tafsir (Tafsir asl-Baidawiand Tafsir Ibn Kathir)

এই কোর্সটির দুটি পার্ট রয়েছে। পার্ট -এ ও পার্ট বি। প্রতিটি পার্টের জন্য ২ ক্রেডিট আওয়ার করে কোর্সের মোট ক্রেডিট আওয়ার ৪ টি। প্রতিটি পার্টের জন্য ৩০ ঘন্টা ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কোর্সের আলোচ্য বিষয় হলো : তাফসীরে বায়যাভী থেকে সূরা আল-ফাতিহা, সূরা আল-বাকারার ১-৫ রুকু ও তাফসীরে ইবন কাছীর থেকে সূরা আন-নিসার ১-১০ রুকু। কারিকুলামের শুরুতে কোর্স পরিচিতি, কোর্সের ১৩ টি লক্ষ্য, এবং কোর্সের বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। এরপর পার্ট এ-কে ৫ টি ইউনিট বিভক্ত করে ২৭ টি শিখনফল এবং পার্ট বি-কে ১০ টি ইউনিটে বিভক্ত করে ৩০ টি শিখনফল উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি ইউনিটের জন্য আলাদা আলাদা শিরোনাম ও উপ শিরোনাম এবং ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরিশেষে প্রতিটি পার্টের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন সিস্টেম এবং ১২ টি রেফারেন্স গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

কোর্সের শিরোনাম : BIS 502-Study of al-Fiqh (Al-Hidaya)

এই কোর্সটির দুটি পার্ট রয়েছে। পার্ট -এ ও পার্ট বি। প্রতিটি পার্টের জন্য ২ ক্রেডিট আওয়ার করে কোর্সের মোট ক্রেডিট আওয়ার ৪ টি। প্রতিটি পার্টের জন্য ৩০ ঘন্টা ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কোর্সের আলোচ্য বিষয় হলো : হিদায়া গ্রন্থের তাহারাত, সালাত, সাওম, হজ্জ, বুয়ু ও অসিয়ত অধ্যায়। কারিকুলামের শুরুতে কোর্স পরিচিতি, কোর্সের ১২ টি লক্ষ্য, এবং কোর্সের বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। এরপর পার্ট এ-কে ১১ টি ইউনিট বিভক্ত করে ৪৩ টি শিখনফল এবং পার্ট বি-কে ৩ টি ইউনিটে বিভক্ত করে ২৮ টি শিখনফল উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি ইউনিটের জন্য আলাদা আলাদা শিরোনাম ও উপ শিরোনাম এবং ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরিশেষে প্রতিটি পার্টের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন সিস্টেম এবং ৩৫ টি রেফারেন্স গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

কোর্সের শিরোনাম : BIS 503-Communication, Planning and Development in Islam

এই কোর্সটির দুটি পার্ট রয়েছে। পার্ট -এ ও পার্ট বি। প্রতিটি পার্টের জন্য ২ ক্রেডিট আওয়ার করে কোর্সের মোট ক্রেডিট আওয়ার ৪ টি। প্রতিটি পার্টের জন্য ৩০ ঘন্টা ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কোর্সের আলোচ্য বিষয় হলো : ইসলামে যোগাযোগ পদ্ধতি, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন। কারিকুলামের শুরুতে কোর্স পরিচিতি, কোর্সের ১২ টি লক্ষ্য, এবং কোর্সের বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। এরপর পার্ট এ-কে ৬ টি ইউনিট বিভক্ত করে ৩৪ টি শিখনফল এবং পার্ট বি-কে ১১ টি ইউনিটে বিভক্ত করে ৪২ টি শিখনফল উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি ইউনিটের জন্য আলাদা আলাদা শিরোনাম ও উপ শিরোনাম এবং ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরিশেষে প্রতিটি পার্টের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন সিস্টেম এবং ৪১ টি রেফারেন্স গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

কোর্সের শিরোনাম : BIS 504-Teaching and Research Methodology

এই কোর্সটির দুটি পার্ট রয়েছে। পার্ট -এ ও পার্ট বি। প্রতিটি পার্টের জন্য ২ ক্রেডিট আওয়ার করে কোর্সের মোট ক্রেডিট আওয়ার ৪ টি। প্রতিটি পার্টের জন্য ৩০ ঘন্টা ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কোর্সের আলোচ্য বিষয় হলো : শিক্ষা ও গবেষণা পদ্ধতি। কারিকুলামের শুরুতে কোর্স পরিচিতি, কোর্সের ১৫ টি লক্ষ্য, এবং কোর্সের বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। এরপর পার্ট এ-কে ৯ টি ইউনিট বিভক্ত করে ৩২ টি শিখনফল এবং পার্ট বি-কে ৮ টি ইউনিটে বিভক্ত করে ৩৬ টি শিখনফল উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি ইউনিটের জন্য আলাদা আলাদা শিরোনাম ও উপ শিরোনাম এবং ক্লাস

আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরিশেষে প্রতিটি পার্টের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন সিস্টেম এবং রেফারেন্স গ্রন্থের ৬৪ টি নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

কোর্সের শিরোনাম : BIS 505-Psychology and Public Administration in Islam

এই কোর্সটির দুটি পার্ট রয়েছে। পার্ট -এ ও পার্ট বি। প্রতিটি পার্টের জন্য ২ ক্রেডিট আওয়ার করে কোর্সের মোট ক্রেডিট আওয়ার ৪ টি। প্রতিটি পার্টের জন্য ৩০ ঘন্টা ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কোর্সের আলোচ্য বিষয় হলো : ইসলামে মনোবিজ্ঞান ও লোক প্রশাসন। কারিকুলামের শুরুতে কোর্স পরিচিতি, কোর্সের ১৮ টি লক্ষ্য, এবং কোর্সের বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। এরপর পার্ট এ-কে ৯ টি ইউনিট বিভক্ত করে ২৩ টি শিখনফল এবং পার্ট বি-কে ৪ টি ইউনিটে বিভক্ত করে ৩৭ টি শিখনফল উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি ইউনিটের জন্য আলাদা আলাদা শিরোনাম ও উপ শিরোনাম এবং ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরিশেষে প্রতিটি পার্টের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন সিস্টেম এবং ২২ টি রেফারেন্স গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

২য় সেমিস্টার

কোর্সের শিরোনাম : BIS 506-Study of Al-Hadith (Al-Jami al-Sahih li al-Bukhari and Sahih Muslim)

এই কোর্সটির দুটি পার্ট রয়েছে। পার্ট -এ ও পার্ট বি। প্রতিটি পার্টের জন্য ২ ক্রেডিট আওয়ার করে কোর্সের মোট ক্রেডিট আওয়ার ৪ টি। প্রতিটি পার্টের জন্য ৩০ ঘন্টা ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কোর্সের আলোচ্য বিষয় হলো : সহীহুল বুখারীর কিতাবুল ওয়াহী, মাগাজী, রিকাক এবং সহীহ মুসলিম থেকে ঈমান, ইমারাত ও যুহুদ। কারিকুলামের শুরুতে কোর্স পরিচিতি, কোর্সের ৮ টি লক্ষ্য, এবং কোর্সের বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। এরপর পার্ট এ-কে ৪ টি ইউনিট বিভক্ত করে ১৯ টি শিখনফল এবং পার্ট বি-কে ৩ টি ইউনিটে বিভক্ত করে ১৯ টি শিখনফল উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি ইউনিটের জন্য আলাদা আলাদা শিরোনাম ও উপ শিরোনাম এবং ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরিশেষে প্রতিটি পার্টের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন সিস্টেম এবং ১৮ টি রেফারেন্স গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

কোর্সের শিরোনাম : BIS 507-Evaluation and Philosophy of Religion and Comparative Religion

এই কোর্সটির দুটি পার্ট রয়েছে। পার্ট -এ ও পার্ট বি। প্রতিটি পার্টের জন্য ২ ক্রেডিট আওয়ার করে কোর্সের মোট ক্রেডিট আওয়ার ৪ টি। প্রতিটি পার্টের জন্য ৩০ ঘন্টা ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কোর্সের আলোচ্য বিষয় হলো : ধর্ম দর্শন ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব (ইসলাম, বৌদ্ধ, জরাথ্রস্ট, হিন্দু, ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান)। কারিকুলামের শুরুতে কোর্স পরিচিতি, কোর্সের ১৩ টি লক্ষ্য, এবং কোর্সের বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। এরপর পার্ট এ-কে ৭ টি ইউনিট বিভক্ত করে ২৫ টি শিখনফল এবং পার্ট বি-কে ৮ টি ইউনিটে বিভক্ত করে ৫৪ টি শিখনফল উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি ইউনিটের জন্য আলাদা আলাদা শিরোনাম ও উপ শিরোনাম এবং ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরিশেষে প্রতিটি পার্টের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন সিস্টেম এবং ৪৮ টি রেফারেন্স গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

কোর্সের শিরোনাম : BIS 508-History of Sufism in Bangladeh and Some Prominent Sufis (1201-up to the Date)

এই কোর্সটির দুটি পার্ট রয়েছে। পার্ট -এ ও পার্ট বি। প্রতিটি পার্টের জন্য ২ ক্রেডিট আওয়ার করে কোর্সের মোট ক্রেডিট আওয়ার ৪ টি। প্রতিটি পার্টের জন্য ৩০ ঘন্টা ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কোর্সের আলোচ্য বিষয় হলো : বাংলাদেশে সুফীবাদের ইতিহাস ও প্রধান প্রধান সুফী (১২০১ খ্রি. থেকে বর্তমান)। কারিকুলামের শুরুতে কোর্স পরিচিতি, কোর্সের ১৩ টি লক্ষ্য, এবং কোর্সের বিষয়বস্তু উল্লিখিত

হয়েছে। এরপর পার্ট এ-কে ৪ টি ইউনিট বিভক্ত করে ২৩ টি শিখনফল এবং পার্ট বি-কে ১০ টি ইউনিটে বিভক্ত করে ২৭ টি শিখনফল উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি ইউনিটের জন্য আলাদা আলাদা শিরোনাম ও উপ শিরোনাম এবং ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরিশেষে প্রতিটি পার্টের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন সিস্টেম এবং ২৫ টি রেফারেন্স গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

কোর্সের শিরোনাম : BIS 509-Trade, Commerce and Bisiness Studies in Islam

এই কোর্সটির দুটি পার্ট রয়েছে। পার্ট -এ ও পার্ট বি। প্রতিটি পার্টের জন্য ২ ক্রেডিট আওয়ার করে কোর্সের মোট ক্রেডিট আওয়ার ৪ টি। প্রতিটি পার্টের জন্য ৩০ ঘন্টা ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কোর্সের আলোচ্য বিষয় হলো : ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ব্যবসায় শিক্ষা। কারিকুলামের শুরুতে কোর্স পরিচিতি, কোর্সের ১৭ টি লক্ষ্য, এবং কোর্সের বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। এরপর পার্ট এ-কে ৫ টি ইউনিট বিভক্ত করে ১৭ টি শিখনফল এবং পার্ট বি-কে ৯ টি ইউনিটে বিভক্ত করে ৪৪ টি শিখনফল উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি ইউনিটের জন্য আলাদা আলাদা শিরোনাম ও উপ শিরোনাম এবং ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরিশেষে প্রতিটি পার্টের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন সিস্টেম এবং ৪৯ টি রেফারেন্স গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

কোর্সের শিরোনাম : BIS 510-Scientific Indication in the Holy Quran and Hadith

এই কোর্সটির দুটি পার্ট রয়েছে। পার্ট -এ ও পার্ট বি। প্রতিটি পার্টের জন্য ২ ক্রেডিট আওয়ার করে কোর্সের মোট ক্রেডিট আওয়ার ৪ টি। প্রতিটি পার্টের জন্য ৩০ ঘন্টা ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কোর্সের আলোচ্য বিষয় হলো : কুরআন-হাদীসে বৈজ্ঞানিক নির্দেশনা। কারিকুলামের শুরুতে কোর্স পরিচিতি, কোর্সের ২৮ টি লক্ষ্য, এবং কোর্সের বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। এরপর পার্ট এ-কে ৮ টি ইউনিট বিভক্ত করে ৪৪ টি শিখনফল এবং পার্ট বি-কে ৭ টি ইউনিটে বিভক্ত করে ৩৩ টি শিখনফল উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি ইউনিটের জন্য আলাদা আলাদা শিরোনাম ও উপ শিরোনাম এবং ক্লাস আওয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরিশেষে প্রতিটি পার্টের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন সিস্টেম এবং ৪৭ টি রেফারেন্স গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

কারিকুলাম হলো শিক্ষার একটি বিশেষ স্তরের শিক্ষণীয় বিষয়ের সমষ্টি বা পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা। সিলেবাস হলো কারিকুলামের অংশবিশেষ। ১৯২১ সালে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হলেও ২০১৮ সাল পর্যন্ত বিভাগে কোনো কারিকুলাম ছিলো না, কেবল সিলেবাস অনুযায়ী পাঠদান কার্যক্রম পরিচালিত হতো। ২০১৮ সালের ২৭ শে মার্চ বিভাগীয় একাডেমিক কমিটির সভায় কারিকুলাম প্রণয়নের জন্য অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদকে আহ্বায়ক করে পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি অক্লান্ত পরিশ্রম ও গভীর সাধনায় যে কারিকুলাম প্রণয়ন করেন, সেটি অত্যন্ত মানসম্পন্ন ও যুযোপযোগী। কারিকুলাম প্রণয়নের ফলে বিভাগের দীর্ঘদিনের অপূর্ণতা দূরীভূত হয়। বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের কারিকুলাম আন্তর্জাতিক মানের। কারণ- একটি স্বার্থক কারিকুলামে যে সমস্ত বিষয় উল্লিখিত থাকতে হয় যেমন : কোর্স পরিচিতি, কোর্সের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, কোর্সের বিষয়বস্তু, শিখনফল, শিক্ষাদান পদ্ধতি ও মূল্যায়ন পদ্ধতি ইত্যাদি সবকিছুই অত্যন্ত সুচারুভাবে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের কারিকুলামে সন্নিবেশিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বিভাগীয় শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম

- ড. মোহাম্মদ এছহাক সেমিনার লাইব্রেরী
- কম্পিউটার ল্যাব
- বিভাগীয় ওয়েবসাইট
- কো-কারিকুলার (সহ-পাঠক্রম) কার্যক্রম
- ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন
- IQAC-এর অধীনে পরিচালিত S.A কমিটির রিপোর্ট পর্যালোচনা

Dhaka University Institutional Repository

ড. মোহাম্মদ এছহাক সেমিনার লাইব্রেরী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী ছাড়াও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে একটি শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত সেমিনার লাইব্রেরী রয়েছে। সেমিনার লাইব্রেরীটি একসময় ছোট ছিলো। পরবর্তীতে বিভাগে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া এবং বই-পুস্তক সংকুলান না হওয়ায় সেমিনার লাইব্রেরটি প্রশস্তকরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, যার প্রেক্ষিতে বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীনের উদ্যোগে বিভাগের অর্থায়নে কলা ভবনের চতুর্থ তলায় একটি বড় আয়তনের সেমিনার লাইব্রী নির্মাণ করা হয়। ২০০৭ সালের ৩রা জুলাই এটির উদ্বোধন করা হয়। বিভাগের খ্যাতিমান অধ্যাপক, সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ এছহাকের নামে এর নামকরণ করা হয়। ড. মোহাম্মদ এছহাকের ব্যাক্তিগত গ্রন্থাবলী এ লাইব্রেরীতে দান করা হয়। প্রতি বছর বিভাগের অর্থায়নে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় বই-পুস্তক ক্রয় করা হয়। অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ চেয়ারম্যান থাকাকালীন দুবাই সরকার কর্তৃক প্রকাশিত চল্লিশ খন্ডের একটি তথ্যবহুল ও গবেষণাধর্মী বিশ্বকোষ সেমিনার লাইব্রেরীর জন্য সংগ্রহ করেছেন।[৬৭] বর্তমানে এ সেমিনার লাইব্রেরীর গ্রন্থসংখ্যা ৪০০০ এর অধিক।

কম্পিউটার ল্যাব

বর্তমান যুগ তথ্য প্রযুক্তির উৎকর্ষতার যুগ। তথ্য প্রযুক্তির জ্ঞান ব্যতীত আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলা সম্ভব নয়। তাছাড়াও তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমেই ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজ যেমনি সহজ, তেমনি ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার মোকাবিলায়ও তথ্য প্রযুক্তির অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। তাই ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থীরা যাতে তথ্য প্রযুক্তির জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে কর্মজীবনে সফল হতে পারে, সেজন্য বিভাগে একাটি আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়। কলাভবনের চতুর্থ তলায় সেমিনার লাইব্রেরী সংলগ্ন এ ল্যাবে ২৫টি কম্পিউটার রয়েছে। ২০০৬ সালে তৎকালীন বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীনের উদ্যোগে কম্পিউটার ল্যাবটি স্থাপিত হয়।[৬৮]

বিভাগীয় ওয়েবসাইট

ছাত্র-ছাত্রী ও গবেষকদের দীর্ঘদিনের একটি প্রত্যাশা ছিলো ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের একটি নিজস্ব ওয়েবসাইট। আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের কার্যক্রম তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়ে থাকে। তথ্য প্রযুক্তির উৎকর্ষতার এই যুগে বিভাগের নিজস্ব ওয়েবসাইট চালু করাটা একান্তই প্রয়োজন।

যার প্রেক্ষিতে ২০১৭ সালে তৎকালীন বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ এর প্রচেষ্টায় বিভাগীয় ওয়েবসাইট চালু করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ২৫ জানুয়ারি ২০১৭ ইং বুধবার বেলা ২ টায় আনুষ্ঠানিকভাবে এ ওয়েবসাইট উদ্বোধন করেন। এ সময় তিনি বলেন: " আমাদের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ যে শুধু ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানেই নয়, বরং তথ্য প্রযুক্তিতেও অনেক এগিয়ে আজকের অনুষ্ঠান তাই প্রমাণ করে।"[৬৯]

এ ওয়েবসাইট তৈরিতে আইটি সহায়তা দিয়েছেন বিভাগের শিক্ষার্থী আরিফ মাইনুদ্দিন ও তানভীর হাসান এবং কন্টেন্ট তৈরিতে সহায়তা করেছেন বিভাগের আরেক শিক্ষার্থী এম. এ লতীফ। ওয়েবসাইটটির ঠিকানা হলো : www.islamicstudiesdu.ac.bd

---

৬৭. অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ : ইতিহাস ও ঐতিহ্য (২০১৪-২০১৭)*, (ঢাকা : সবুজ মিনার প্রকাশনী, ২০২০), পৃ. ৬৬।

৬৮. ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, *স্মরণিকা*, ২য় পুনর্মিলনী ও বার্ষিক সাধারণ সভা, ২০১৯, পৃ. ২৪

৬৯. অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, ২২১।

Dhaka University Institutional Repository

কো কারিকুলার (সহ-পাঠক্রম) কার্যক্রম

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থীরা একাডেমিক কার্যক্রমের পাশাপাশি কো কারিকুলার কার্যক্রমেও যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে চলছে। তারা বিশ্ববিদ্যালয় ও হল পর্যায়ের বিভিন্ন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করে থাকেন। বিভাগে প্রতি বছর নবীন বরণ, বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠান, বার্ষিক বনভোজন, অনার্স চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সফর এবং এম.এ শিক্ষার্থীদের সার্ক ট্যুর অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বিদায়ী শিক্ষার্থীরা তাদের বিদায়কে স্মরণীয় করবার জন্য দেয়ালিকা ও স্মরণিকা প্রকাশের মাধ্যমে তাদের স্মৃতি ও অনুভূতি প্রকাশ করে থাকেন। এছাড়াও বিভাগের শিক্ষার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত বিভিন্ন খেলাধুলা প্রতিযোগিতায় গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রেখে চলছেন। যার প্রমাণ হিসেবে তারা ২০০৩ , ২০০৫, ২০১৬ ও ২০১৭ সালে আন্তঃবিভাগ ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন, ২০১২ সালে ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় রানার্সআপ এবং ২০১৪ ও ২০১৯ সালে বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় রানার্সআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন।[৭০]

স্বর্ণপদক

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে স্বর্ণপদক প্রাপ্তি বিশাল গৌরবের বিষয়। স্বর্ণপদকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের ছাত্রজীবনের অর্জনের স্বীকৃতি পায়। স্বীকৃতি, সম্মাননা ও মূল্যায়ন শিক্ষার্থীকে আগামীর পথচলায় অনুপ্রেরণা যোগায়। স্বীকৃতির অভাবে অনেক মেধাবীই ঝরে যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অনেক শিক্ষার্থী কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জন করলেও অনার্স ও মাস্টার্সে কোন স্বর্ণপদক প্রদান করা হয় না। পূর্বে বিভাগে 'এ কিউ এম আব্দুল্লাহ' স্মারক স্বর্ণপদক চালু থাকলেও ফান্ডের অভাবে বর্তমানে এর কার্যক্রম চালু নেই। এ অপূর্ণতা গোচানোর লক্ষ্যে ২০১৫ ও ২০১৬ সালে তৎকালীন বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদের প্রচেষ্টায় বিভাগে দুটি স্বর্ণপদক চালু করা হয়। [৭১]

১. ড. সৈয়দ এম সাইদুর রহমান আল মাহবুবী ট্রাস্ট ফান্ড স্বর্ণপদক। এই ফান্ডের প্রতিষ্ঠাতা ড. সৈয়দ এম সাইদুর রহমান আল মাহবুবী। ২০১৫ সালের ১৬ মার্চ বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থী ড. মাহবুবী এই স্বর্ণপদকের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে ৫ লক্ষ টাকার চেক প্রদান করেন। এই ফান্ড থেকে প্রতি বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে এম.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে সর্বোচ্চ সিজিপিএ প্রাপ্ত একজন শিক্ষার্থীকে ড. সৈয়দ এম সাইদুর রহমান আল মাহবুবী ট্রাস্ট ফান্ড স্বর্ণপদক প্রদান করা হবে।

২. প্রফেসর ইমেরিটাস ড. সিরাজুল হক ও মাহযুযা হক ট্রাস্ট ফান্ড স্বর্ণপদক। এই ফান্ডের প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর ইমেরিটাস ড. সিরাজুল হক এর জ্যেষ্ঠ পুত্র জনাব মো: মনসুরুল হক। ২০১৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই স্বর্ণপদক চালু হয়। এই পদকের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় তহবিলে মো: মনসুরুল হক ৮ লক্ষ টাকার চেক প্রদান করেন। এই ট্রাস্ট ফান্ড থেকে প্রতি বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে বি.এ অনার্স পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ প্রাপ্ত একজন শিক্ষার্থীকে সমাবর্তন অনুষ্ঠনের মাধ্যমে প্রফেসর ইমেরিটাস ড. সিরাজুল হক ও মাহযুযা হক ট্রাস্ট স্বর্ণপদক প্রদান করা হবে।[৭২]

---

৭০. ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, *স্মরণিকা*, ২য় পুনর্মিলনী ও বার্ষিক সাধারণ সভা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

৭১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

৭২. অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, ১২৫।

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন বিভাগসমূহের মধ্যে অন্যতম ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ। শতবর্ষী এ বিভাগ অসংখ্য জ্ঞানী-গুণী শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পদচারণায় মুখরিত হয়েছে। এ বিভাগ থেকে এ যাবতকালে অনেক গবেষক, শিক্ষক, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, শিল্পোদ্যাক্তা এবং উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তাসহ অনেক সফল মানুষ তৈরী হয়েছে। তাঁদের কারও কারও নাম বর্তমান প্রজন্ম জানলেও অনেকেই বিস্মৃতির আড়ালে হারিয়ে গেছেন। ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের হাজারো অর্জনের ভীড়ে সবসময় একটি অপূর্ণতা রয়ে গিয়েছিলো, সেটি হলো বিভাগের কোন অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন না থাকা। তাই নবীন ও প্রবীণদের একটি সেতুবন্ধন তৈরী ছিলো বিভাগের শিক্ষার্থীদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা ও দাবী।

প্রতিবছর শিক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠানে অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার দাবী ছিলো একটি কমন দাবী। ইতোপূর্বে ২০০৫ সালে তৎকালীন বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন একটি পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু তিনি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। ২০১৪ সালে অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ বিভাগীয় চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার বিষয়টি পুনরায় সামনে আসে। কারণ তিনি হলেন বিভাগের অনেক উন্নয়নের পথিকৃৎ, অনেক ইতিহাসের সূচনাকারী। যাই হোক তিনি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২০১৬ সালের ১৬ মার্চ বিভাগের কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্র ও বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দকে নিয়ে একটি সভা করেন। সে সভায় অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার একটি রূপরেখা চূড়ান্ত হয়। তারপরও এ কাজটি সহজ ছিলো না। অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন গঠন করতে যেয়ে কিছু মানুষের নেতিবাচক প্রচেষ্টা ও অপপ্রচারকে মোকাবিলা করতে হয়েছে। অবশেষে সকল বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে ২০১৬ সালের ১৬ জুন বহুল কাঙ্ক্ষিত ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[৭৩]

অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন গঠনের উদ্দেশ্যাবলী

১. সদস্যদের মধ্যে সহমর্মিতা ও সৌহার্দ্য জাগ্রত ও লালন করা;
২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথা দেশের সকল সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের স্বার্থ রক্ষা করা;
৩. ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন-এর দৃস্টিতে উপযুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের (গরীব/মেধাবী) সহায়তা দানের জন্য এক/একাধিক ফান্ড গঠন করা;
৪. সদস্যদের জন্য বক্তৃতা, সমীক্ষা, সমাবেশ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা, প্রদর্শনী, শিক্ষাসফর ও আনন্দ ভ্রমনের আয়োজন করা;
৫. বুলেটিন, সাময়িকী এবং পুস্তক মুদ্রণ ও প্রকাশনা;
৬. ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অধ্যয়নকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান ও সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠার সহযোগিতা করা;
৭. বিভাগের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা;
৮. দেশ ও জনগণের সেবামূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করা এবং
৯. বর্ণিত উদ্দেশ্যাবলী অর্জনে সহায়ক অন্য কার্যাবলী সম্পাদন করা।[৭৪]

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ২০১৭ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে প্রথম পুনর্মিলনী ও বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ২০১৯ সালের ২৯ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে দ্বিতীয় পুনর্মিলনী ও দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পুনর্মিলনী উপলক্ষ্যে দুইবারই অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে অ্যালামনাইবৃন্দের ছবি ও পরিচয়সহ অত্যন্ত তথ্যবহুল

---

৭৩. অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, ১৩৫-১৩৬
৭৪. ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, *স্মরণিকা*, ১ম পুনর্মিলনী ও বার্ষিক সাধারণ সভা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

Dhaka University Institutional Repository

দুইটি স্মরণিকা প্রকাশিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের এ পর্যন্ত ৩টি কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হয়। যা নিম্নরূপ :

কার্যনির্বাহী কমিটি (২০১৬-২০১৭)

উপদেষ্টাবৃন্দ

অধ্যাপক ড. এবিএম হাবিবুর রহমান চৌধুরী
অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুল মালেক
অধ্যাপক আরম আলী হায়দার
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুল বাকী

কার্যনির্বাহী কমিটি

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, সভাপতি
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ, সহ-সভাপতি
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শফিকুর রহমান, সহ-সভাপতি
অধ্যাপক ড. মো: শামছুল আলাম, সাধারন সম্পাদক
অধ্যাপক ড. মো: ছানাউল্লাহ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
অধ্যাপক ড. মো: মাসুদ আলম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
অধ্যাপক ড. মো: আখতারুজ্জামান, সাংগঠনিক সম্পাদক
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন, সাংগঠনিক সম্পাদক
ড. মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউসুফ ইবন হোছাইন, প্রকাশনা সম্পাদক
জনাব মোস্তফা মনজুর, প্রকাশনা সম্পাদক
ড. হাফিজ মুজতাবা রিজা আহমাদ, জনসংযোগ সম্পাদক
ড. মো: রফীকুল ইসলাম, জনসংযোগ সম্পাদক
জনাব কাজী ফারজানা আফরীন, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক
জনাব আমীর হোসেন, দফতর সম্পাদক
ড. শেখ মো: ইউসুফ, নির্বাহী সদস্য
ড. মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, নির্বাহী সদস্য
জনাব জাহিদুল ইসলাম সানা, নির্বাহী সদস্য
জনাব ইমাউল হক সরকার, নির্বাহী সদস্য
জনাব এসএম মাছুম বাকী বিল্লাহ, নির্বাহী সদস্য

কার্যনির্বাহী কমিটি (২০১৭-২০১৯)

উপদেষ্টাবৃন্দ

অধ্যাপক ড. এবিএম হাবিবুর রহমান চৌধুরী
অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুল মালেক
অধ্যাপক আরম আলী হায়দার
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুল বাকী

কার্যনির্বাহী কমিটি

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, সভাপতি
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শফিকুর রহমান, সহ-সভাপতি
অধ্যাপক ড. মো: শামছুল আলাম, সহ-সভাপতি
উম্মে কুলসুম মান্নান, সহ-সভাপতি

অধ্যাপক মোহাম্মদ জিয়াউল হক, সাধারণ সম্পাদক
ড. মোস্তফা কামাল, যুগ্ম সাধারন সম্পাদক
মুহাম্মদ নূরুল্লাহ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
ড. মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ
অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবু জাফর খান, সাংগঠনিক সম্পাদক
মোহাম্মদ ইমাউল হক সরকার, সাংগঠনিক সম্পাদক
অধ্যাপক ড. মো: মাসুদ আলম, প্রকাশনা সম্পাদক
মোস্তফা মনজুর, প্রকাশনা সম্পাদক
ড. শেখ মো: ইউসুফ, জনসংযোগ সম্পাদক
মুহাম্মদ খাইরুল ইসলাম, জনসংযোগ সম্পাদক
কাজী ফারজানা আফরীন, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক
আমীর হোসেন, দফতর সম্পাদক
অধ্যাপক ড. এফ.এম.এ এইচ তাকী, নির্বাহী সদস্য
ড. এ.এইচএম লুৎফুল হক ফারুকী, নির্বাহী সদস্য
অধ্যাপক এটিএম হেমায়েত উদ্দীন, নির্বাহী সদস্য
অধ্যাপক ড. মো: ছানাউল্লাহ, নির্বাহী সদস্য
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউসুফ ইবন হোছাইন, নির্বাহী সদস্য
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন, নির্বাহী সদস্য
অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ ছাইদুল হক, নির্বাহী সদস্য
ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসান, নির্বাহী সদস্য
ড. মুহাম্মদ তাজাম্মুল হক, নির্বাহী সদস্য

কার্যনির্বাহী কমিটি (২০১৯-২০২০)

উপদেষ্টাবৃন্দ

অধ্যাপক ড. এবিএম হাবিবুর রহমান চৌধুরী
অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুল মালেক
অধ্যাপক আরম আলী হায়দার
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুল বাকী
অধ্যাপক ড. এম.এম.এ.এইচ তাকী
জনাব মু. মুফাজ্জল হুসাইন খান
জনাব আবুল কালাম খান

কার্যনির্বাহী কমিটি

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, সভাপতি
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শফিকুর রহমান, সহ-সভাপতি
উম্মে কুলসুম মান্নান, সহ-সভাপতি
অধ্যাপক মোহাম্মদ জিয়াউল হক, সহ-সভাপতি
অধ্যাপক ড. মো: শামছুল আলাম,সাধারণ সম্পাদক
ড. মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ
ড. মোস্তফা কামাল, যুগ্ম সাধারন সম্পাদক
ড. শেখ মো: ইউসুফ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবু জাফর খান, সাংগঠনিক সম্পাদক
মোহাম্মদ ইমাউল হক সরকার, সাংগঠনিক সম্পাদক

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যাপক ড. হাফিজ মুজতাবা রিজা আহমাদ, প্রকাশনা সম্পাদক
ড. মোহাম্মদ হারুনুর রশীদ, প্রকাশনা সম্পাদক
ড. মোঃ আশিকুর রহমান বিপ্লব, জনসংযোগ সম্পাদক
মুহাম্মদ খাইরুল ইসলাম, জনসংযোগ সম্পাদক
কাজী ফারজানা আফরীন, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক
জিয়াসমিন শান্তা, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক
জনাব মুহাম্মদ নূরুল্লাহ, ছাত্র কল্যাণ সম্পাদক
জনাব জাহিদুল ইসলাম সানা, ছাত্র কল্যাণ সম্পাদক
জনাব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক
জনাব আমীর হোসেন, দফতর সম্পাদক
জনাব ফরাজী আব্দুল কাদের, সহ. দফতর সম্পাদক
অধ্যাপক ড. মো: ছানাউল্লাহ, নির্বাহী সদস্য
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউসুফ ইবন হোছাইন, নির্বাহী সদস্য
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন, নির্বাহী সদস্য
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন, নির্বাহী সদস্য
অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ ছাইদুল হক, নির্বাহী সদস্য
জনাব ফাতেমা জোহরা, নির্বাহী সদস্য
ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম, নির্বাহী সদস্য
ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসান, নির্বাহী সদস্য
জনাব মোঃ ফরিদ উদ্দিন, নির্বাহী সদস্য
জনাব এইচ.এম. আজীমুল হক, নির্বাহী সদস্য
ড. মো: রেজাউল করীম, নির্বাহী সদস্য
ড. মুহাম্মদ তাজাম্মুল হক, নির্বাহী সদস্য

IQAC-এর অধীনে পরিচালিত S.A কমিটির রিপোর্ট পর্যালোচনা

উচ্চশিক্ষায় গুণগত মান নিশ্চিতকরণ সময়ের দাবী। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষার যেমন ব্যাপক প্রসার ঘটেছে ঠিক তেমনি গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করাও কঠিন হয়ে পড়েছে। তাই বিশ্বব্যাপী মানসম্পন্ন শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, তার মধ্যে ঝবষভ-Assessment প্রোগ্রাম অন্যতম।

Self-Assessment হলো The Systematic collection, review and use of information about educational programs taken from multiple sources for improving student learning and development.

Self-Assesment এর প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ হলো :

১. প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষার বর্তমান অবস্থা অনুধাবন করা।
২. গুণগত ও মানসম্পন্ন শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য যে সমস্ত ক্ষেত্রে সংশোধন বা উন্নয়ন প্রয়োজন সেগুলো চিহ্নিতকরণ।
৩. প্রধান অংশীজনদের মতামত জানা, যারা এ শিক্ষাব্যবস্থার সাথে জড়িত। যেমন : ছাত্র, শিক্ষক, নিয়োগদাতা ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীবৃন্দ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছর মেয়াদী IQAC-উপ-প্রকল্প চালু করা হয়েছে।

IQAC- এর উদ্দেশ্য হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়ন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত ডিগ্রির গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিতকরণ এবং এতদসংক্রান্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থার আধুনিকরণ। এতদউদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডিগ্রি প্রদানকারী ৭৩ টি বিভাগ/ইনস্টিটিউট (এনটিটি) নির্বাচন করা হয়েছে। ২০১৫ সালে প্রথম পর্যায়ে ২৫ টি বিভাগ/ইনস্টিটিউটকে উপ-প্রকল্পের কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০১৬ সালে আরও ২৫টি বিভাগ/ইনস্টিটিউটকে ওছঅঈ-উপ-প্রকল্পের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

কমিটি গঠন

২০১৬ সালের ২ মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Institutional Quality Assurnce Cell (IQAC) উপ-প্রকল্পের জন্য ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের একাডেমিক কমিটি কর্তৃক নিম্নোক্ত কমিটি গঠন করা হয়:

১. অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রধান
২. অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শফিকুর রহমান, সদস্য
৩. অধ্যাপক ড. মো: শামসুল আলম, সদস্য।

Self Assessment (SA) গবেষণা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ২৪ জুলাই ২০১৬ তারিখে সিনেট ভবনে সকাল দশটায় একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর ড. আআমস আরেফিন সিদ্দিক, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) প্রফেসর ড. নাসরিন আহমাদ ও প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) প্রফেসর ড. মো. আখতারুজ্জামান। এ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ওছঅঈ-এর পরিচালক প্রফেসর ড. শেখ শামিমুল আলম, অতিরিক্ত পরিচালক প্রফেসর ড. রহমত উল্লাহ এবং ড. মাহবুব আহসান খান। উক্ত কর্মশালায় বিভাগের পক্ষ থেকে অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, এই কর্মশালায় ঝঅ কমিটির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি সুস্পষ্ট ধারণা দেয়া হয়। এরপর বিভাগীয় কার্যক্রম শুরু হয়।

এরই ধারবাহিকতায় ১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখ বিভাগের ২০২৪ নং কক্ষে একটি (প্রথম) ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বিভাগীয় সকল শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। এতে শিক্ষকগণকে উক্ত কাজটি সুসম্পন্ন করার বিষয়ে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়।

পাঁচটি স্টেক হোল্ডারের সাথে Survey Questionnaire-এর মাধ্যমে গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়। তারা হলেন : Employer, Alumni, Existing Students, Non-Academic Staff Ges Academic Staff (Faculty Members)| এই সার্ভেটি সুসম্পন্ন করতে কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ নিরলস পরিশ্রম করেন। উল্লেখ্য যে, কমিটির কার্যক্রম চলাকালীন প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ-এর বিভাগীয় চেয়ারম্যানের দায়িত্ব শেষ হয়ে গেলেও বিভাগীয় কোনো শিক্ষক এই Self Assessment (SA) প্রকল্প পরিচালনা ও গবেষণার জটিল দায়িত্ব গ্রহণ না করায় প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদকেই নেতৃত্ব দিয়ে কাজটি চালিয়ে যেতে হয়।

উল্লেখ্য যে, সার্ভে থেকে প্রাপ্ত রিপোর্টটি যাচাই-বাছাইয়ের জন্য ৮ জুন ২০১৭ বিভাগে দ্বিতীয় ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়। এ ওয়ার্কশপে বিভাগীয় সকল শিক্ষকগণ অংশগ্রহণ করেন। এতে তৈরীকৃত রিপোর্টটি পরিমার্জন ও সংশোধন করে ২১ জুন ২০১৭ Institutional Quality Assurnce Cell (IQAC) উপ-প্রকল্পের পরিচালক বরাবর প্রেরণ করা হয়।

১২৮ পৃষ্ঠার দীর্ঘ কলেবরের এই রিপোর্টটি মোট ১৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত ছিলো। এরপর উক্ত রিপোর্টটি পর্যালোচনা এবং সরেজমিনে সত্যতা যাচাইয়ের জন্য External Peer Reviwer Team (EPRT) আসেন। উক্ত টিমের তিনজন সদস্য বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করেন। তারা হলেন :

Dhaka University Institutional Repository

১. Professor Dr. Fauziah Ahmad (Foeign Quality Expert), School of Civil Engineering, University Sains Malaysia.

২. Dr. Md. Jahanur Rahman (IQAC Expert), Associate Professor, Departmant of Statistics, Additional Director, IQAC, University of Rajshahi.

3. Professor Dr. Muhammad Asaduzzaman (Subject Expert), Department of Islamic Studies, University of Rajshahi.

অন্যদিকে তাঁদের সাথে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের SA কমিটির প্রধান প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, SA কমিটির সদস্য প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শফিকুর রহমান এবং প্রফেসর ড. মো: শামছুল আলম।

রিপোর্টের গঠন

রিপোর্টটি ১৬ টি অধ্যায়ে বিভক্ত। যেমন :

প্রথম অধ্যায়ে স্বমূল্যায়ন সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা; দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি; তৃতীয় অধ্যায়ে গবেষণার পদ্ধতি; চতুর্থ অধ্যায়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পরিচালনা পদ্ধতির মূল্যায়ন; পঞ্চম অধ্যায়ে পাঠ্যক্রম : বিষয়বস্তু, পরিকল্পনা ও পর্যালোচনার মূলায়ন; ষষ্ঠ অধ্যায়ে শিক্ষার্থী ভর্তির যোগ্যতা, ভর্তির প্রক্রিয়া, অগ্রগতি ও অর্জনের মূল্যায়ন; সপ্তম অধ্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধার মূল্যায়ন; অষ্টম অধ্যায়ে শিখন শেখানো ও মূলায়ন; নবম অধ্যায়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী সহায়তা সেবার মূল্যায়ন; দশম অধ্যায়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের গবেষণা ও সম্প্রসারণ সেবার মূল্যায়ন; একাদশ অধ্যায়ে শিক্ষক ও স্টাফ নিয়োগ এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত আলোচনা; দ্বাদশ অধ্যায়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অব্যাহত মানোন্নয়ন ও গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ; ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের পারফরম্যান্স সম্পর্কে নিয়োগদাতাদের মূল্যায়ন; চতুর্দশ অধ্যায়ে SWOC বিশ্লেষণ, পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিভিন্ন ধরনের অংশীজন কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশসমূহ এবং ষোড়শ অধ্যায়ে উপসংহার আলোচনা করা হয়েছে।

রিপোর্টের সারমর্ম

সেলফ অ্যাসেসমেন্ট বা স্বমূল্যায়ন পদ্ধতি শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণ ও উন্নয়নের জন্য একটি কার্যকরি প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় একটি সমন্বিত ও গঠনমূলক পদ্ধতিতে প্রধান অংশীজনগণের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ এ ক্ষেত্রে মোট ৩৭৬ জনের নিকট থেকে প্রশ্নমালা সরবরাহ করে তথ্য সংগ্রহ করেছে। ২৩০ জন বর্তমান শিক্ষার্থী, ৯১ জন প্রাক্তন শিক্ষার্থী/অ্যালামনাই, ২২ জন একাডেমিক স্টাফ এবং ২৮ জন নিয়োগদাতার সাক্ষতকার গ্রহণের মধ্যমে এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে শিক্ষার গুণগত মান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য নয়টি বিষয়ে অংশীজনদের মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে। বিষয় নয়টি হলো : পরিচালনা পদ্ধতি, পাঠক্রম প্রণয়ন ও পর্যালোচনা, শিক্ষার্থীদের ভর্তির যোগ্যতা, প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষার্থী সহায়তা সেবা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ সেবা, শিক্ষক ও কর্মকর্তা নিয়োগ ও উন্নয়ন এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া ইত্যাদি।

উপরোল্লিখিত বিষয়সমূহকে কেন্দ্র করে সেল্‌ফ অ্যাসেসমেন্টের জন্য প্রশ্নমালায় কিছু বিবৃতি অন্তর্ভুক্ত ছিলো। বিবৃতির পাশে বিভাগের একজন স্টেক হোল্ডার হিসেবে টিক চিহ্ন প্রদানের মাধ্যমে মতামত বা মন্তব্য প্রদানের জন্য আহ্বান করা হয়েছিলো। বিবৃতির পাশে ১, ২, ৩, ৪, ৫ করে ৫টি অপশন রাখা হয়েছে। যদি বিবৃতির সাথে সম্পূর্ণ একমত হয়ে থাকে তাহলে ৫, যদি একমত হয়ে থাকে তাহলে ৪,

যদি দ্বিধান্বিত হয়ে থাকে তাহলে ৩, যদি একমত না হয়ে থাকে তাহলে ২ আর যদি সম্পূর্ণরূপে ভিন্নমত পোষণ করে থাকে তাহলে ১-এ টিক প্রদানের নির্দেশনা ছিলো।

পরিচালনা পদ্ধতির ক্ষেত্রে বিভাগের অর্জন হলো ৫-এর মধ্যে ৩.০৭-৩.০৮। শিক্ষকগণের মতে পরিচালনা পদ্ধতির ক্ষেত্রে বিভাগের অর্জন হলো ৩.৬৬; বর্তমান শিক্ষার্থীদের মতে ৩.০৭, অ্যালামনাইদের মতে ৩.৫৭ এবং নন একাডেমিক স্টাফদের মতে ৩.৮০। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিচালনা পদ্ধতির ক্ষেত্রে মতামত প্রদানে বিস্তর তফাৎ রয়েছে। যাতে অতীতের চেয়ে বিভাগের বর্তমান পরিচালনা পদ্ধতি ক্রটিপূর্ণ বলে মনে হয়।

কারিকুলাম প্রণয়ন ও পর্যালোচনার ক্ষেত্রে বিভাগের স্কোর হলো ৫ এর মধ্যে ৩.৬১-৩.৭৫। অ্যালামনাইদের মতে বিভাগের স্কোর ৩.৭৫, বর্তমান শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ৩.৬৬ এবং শিক্ষকবৃন্দের মতে ৩.৬১। যাহোক এক্ষেত্রে বিভাগের আরো উন্নতির অবকাশ রয়েছে বলে মনে হয়েছে।

শিক্ষার্থী ভর্তির প্রক্রিয়া ও যোগ্যতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিভাগের স্কোর হলো ৫ এর মধ্যে ৩.৩২-৩.৭৬। শিক্ষকবৃন্দের মতে স্কোর ৩.৭৬, বর্তমান শিক্ষাথীদের মতে ৩.৩২, অ্যালামনাইদের মতে ৩.৬১। এ মূল্যায়নে মনে হচ্ছে শিক্ষার্থী ভর্তির প্রক্রিয়া ও যোগ্যতা মোটামুটিভাবে সঠিকই রয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা মূল্যায়নে বিভাগের স্কোর হলো ৫-এর মধ্যে ২.৬৬-৩.১৯। শিক্ষকবৃন্দের মতে স্কোর ৩.১৯, বর্তমান শিক্ষার্থীদের মতে ২.৬৬ এবং অ্যালামনাইদের মতে ৩.৩১। এ মূল্যায়নে মনে হয় বিভাগের অবকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা যথেষ্ট নয়, বরং এ ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী।

শিখন-শেখানো মুল্যায়নে বিভাগের স্কোর হলো ৫-এর মধ্যে ২.৯৭-৩.২৯। এক্ষেত্রে শিক্ষকবৃন্দের মতে স্কোর হলো ৩.২৯, বর্তমান শিক্ষার্থীদের মতে ২.৯৭ এবং অ্যালামনাইদের মতে ৩.২৯। এ পরিসংখ্যানের অর্থ হলো অতীতের চেয়ে বর্তমানের শিখন-শেখানো তুলনামূলক দুর্বল বলে মনে হচ্ছে। এক্ষেত্রে উন্নয়নের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

শিখন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিভাগের স্কোর ছিলো ৫-এর মধ্যে ৩.১৩-৩.৬৪। শিক্ষকবৃন্দের মতে স্কোর ৩.৬৪, বর্তমান শিক্ষার্থীদের মতে ৩.১৩ এবং অ্যালামনাইদের মতে ৩.৫৬। এই মূল্যায়নের অর্থ হলো বিভাগ প্রায় ৭০% সঠিক পথেই আছে; আরো ৩০% উন্নতি প্রয়োজন।[৭৫]

সুপারিশমালা

বর্তমান শিক্ষার্থীবৃন্দ :

বর্তমান শিক্ষার্থীবৃন্দের মতে বিভাগের ভালো দিকগুলো হলো সঠিক নিয়মে ক্লাস গ্রহণ, পরীক্ষা অনুষ্ঠান, নিয়মিত মিডটার্ম পরীক্ষা গ্রহণ, ফলাফল প্রকাশ, শিক্ষকদের আন্তরিক ও সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ ইত্যাদি। তবে শিক্ষার্থীদের মতে যে বিষয়গুলোর উন্নয়ন দরকার সেগুলো হলো : ক্লাসরুমের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, কম্পিউটার ল্যাবের উন্নয়ন ও সার্বক্ষণিক ইন্টারনেট ব্যবহারের নিশ্চয়তা এবং ফিল্ডওয়ার্ক ও গবেষণার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি।

৬৪% শিক্ষার্থীর মতে আই.সি.টি, গণিত, অর্থনীতি, সাধারণ জ্ঞান, ইতিহাস এবং ইংরেজি কোর্সসমূহ সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। এ ছাড়াও সাম্প্রতিক বিষয়, ইংরেজি ও আরবী ভাষা শিক্ষা কোর্স অন্তর্ভুক্তকরণ এবং ইন্টার্নশীপ সুবিধা নিশ্চিত করার ব্যাপারেও কেউ কেউ মতামত প্রদান করেছেন।

অ্যালামনাইবৃন্দ :

৭৫. *Report on Assessment of Quality of Education*, Department of Islamic Studies, University of Dhaka, June 2017.

Dhaka University Institutional Repository

বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মতে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সবচেয়ে সন্তোষজনক বিষয়গুলো হলো সঠিক সময়ে ক্লাস ও পরীক্ষা গ্রহণ, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পারস্পরিক সম্পর্ক এবং শিক্ষার্থীদের জন্য কো-কারিকুলার কার্যক্রম নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি। তাদের মতে যে সব জায়গায় উন্নতি প্রয়োজন সেগুলো হলো : কারিকুলাম ইংরেজিতে প্রস্তুতকরণ, আইটি-এর উন্নয়ন, শিক্ষার্থীদের জন্য গবেষণার সুযোগ তৈরীকরণ এবং বিভিন্ন পরীক্ষা ও ক্লাসে অতিথি বিশেষজ্ঞ শিক্ষকবৃন্দের অন্তর্ভুক্তকরণ ইত্যাদি।

অ্যালামনাইদের মতে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সিলেবাস আধুনিকীকরণ এবং শিক্ষার্থীদের জন্য ইন্টার্নশীপ নিশ্চিতকরণ প্রয়োজন। এছাড়াও ইংরেজি, গণিত, আইটি এবং সাম্প্রতিক ইস্যু ইত্যাদি বিষয় বিভাগের সিলেবাসে অন্তর্ভুক্তিকরণ প্রয়োজন বলেও তারা মতামত ব্যক্ত করেছেন।

শিক্ষকবৃন্দঃ

বিভাগে কর্মরত বর্তমান শিক্ষকবৃন্দের মতে বিভাগের প্রধান দুর্বল দিকগুলো হলো : শিক্ষার্থীদের আরবী ও ইংরেজি ভাষায় জ্ঞানের অভাব, লাইব্রেরী ওয়ার্কের প্রতি অনাগ্রহ, মূল টেক্সট বুক অধ্যয়নে অনীহা, ক্লাসরুমের সুযোগ-সুবিধার ঘাটতি এবং গবেষণা ফান্ডের অপ্রতুলতা ইত্যাদি।

তাদের মতে শিক্ষার্থীদের ক্লাসরূমের সুযোগ সুবিধা বাড়ানো, শিক্ষার্থীদের মূল টেক্সট বুক অধ্যয়নে আগ্রহ বৃদ্ধি, ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, গবেষণায় ফান্ড সংগ্রহ এবং শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ বাড়ানো প্রয়োজন।

নন একাডেমিক স্টফবৃন্দ :

বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট নন একাডেমিক স্টাফবৃন্দের মতে বিভাগের প্রধান দুর্বল দিকগুলো হলো ক্লাসরুম সংকট, শিক্ষক সংকট, শিক্ষকদের জন্য বরাদ্দকৃত রুম সংকট এবং কম্পিউটার ল্যাবের অপ্রতুলতা ইত্যাদি। তাদের মতে ক্লাসরুম বৃদ্ধি, শিক্ষকসংখ্যা বৃদ্ধি, নতুন শিক্ষকবৃন্দের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ এবং সেমিনার সিম্পোজিয়ামের আয়োজন প্রয়োজন।

নিয়োগদাতাঃ

নিয়োগদাতাগণ বিভাগের শিক্ষার্থীদের যে সব দুর্বলতা প্রত্যক্ষ করছেন সেগুলো হলো : গবেষণার দক্ষতায় ঘাটতি, নেতৃত্ব গুণের অভাব, সাম্প্রতিক বিষয়সমূহে জ্ঞানের অভাব, তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে অদক্ষতা এবং ইংরেজি ও আরবী ভাষায় প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাব ইত্যাদি।

নিয়োগদাতাদের মতে শিক্ষার্থীদের তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রশিক্ষণ, ইংরেজি ও আরবী ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধি, সিলেবাসে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং কোর্সসমূহের প্রতি গুরুত্বারোপ প্রয়োজন। বিশেষ করে নিয়োগদাতাগণের ৫২ শতাংশের মতে তথ্য-প্রযুক্তির প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ প্রয়োজন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের IQAC এর অধীনে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের SA কমিটি কর্তৃক পরিচালিত এ গবেষণাটি একটি অত্যন্ত যুগোপযোগী কর্ম। এ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় SA কমিটির সদস্যগণ যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন; রিপোর্টের প্রতিটি পৃষ্ঠায় তার ছাপ স্পষ্ট। বিভাগ প্রতিষ্ঠার শতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে এসে বিভাগের কার্যক্রমের সঠিক মূল্যায়ন না করা গেলে বিভাগের ভবিষ্যত পরিকল্পনা প্রণয়ন অত্যন্ত দুঃসাধ্য। বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট পাঁচ ধরনের অংশীজনদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহরে মাধ্যমে গঠিত এ রিপোর্টটিতে বিভাগের সার্বিক কার্যক্রমের সত্যিকার চিত্র ফুটে উঠেছে। বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে সবার নির্মোহ ও নিরপেক্ষ মূল্যায়ন বিভাগের ভবিষ্যত রূপরেখা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বিশেষ করে রিপোর্টের শেষাংশে বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক প্রস্তাবিত সুপারিশমালা যথাযথ বিশ্লেষণ করে সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারলে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ভূমিকা ভবিষ্যতে আরো প্রশংসনীয় ও কার্যকর হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষকবৃন্দঃ জীবন ও কর্ম (১৯২১-২০২০)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ নামে একটি বিভাগ চালু ছিলো। পরবর্তীতে ১৯৮০ সালের ১লা জুলাই আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ স্বতন্ত্র দুটি বিভাগ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯২১ সাল থেকে ১৯৮০ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে স্থায়ী ও অস্থায়ী ভিত্তিতে প্রায় ৬৫ জন শিক্ষক কর্মরত ছিলেন। যোগদানের তারিখের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী আলোচ্য অভিসন্দর্ভে তাঁদের জীবন ও কর্ম উল্লেখ করা হয়েছে। আর প্রত্যেকের নামের পাশেই তাঁদের যোগদানের তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে। শিক্ষকগণের মধ্যে অনেকেই কালজয়ী গবেষণা, সামাজিক কর্মকাণ্ড ও প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যশস্বী হয়েছেন। কয়েকজনের জীবন ও কর্মের উপর পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ প্রণীত হয়েছে, কাউকে কাউকে নিয়ে প্রণীত হয়েছে গবেষণা প্রবন্ধ।

যে সকল শিক্ষক খ্যাতিমান হয়েছিলেন, তাঁদের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া গিয়েছে। তবে অনেক শিক্ষক এমনও ছিলেন বিশেষত অস্থায়ীভাবে বা খণ্ডকালীন হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত কয়েকজন শিক্ষক; রেকর্ডরুমের ব্যক্তিগত ফাইলে যাদের নাম এবং যোগদান ব্যতীত অন্য কোনো তথ্যই পাওয়া যায়নি। তাদের জন্ম, জন্মস্থান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং গবেষণাকর্ম সংশ্লিষ্ট কোনো তথ্য না থাকায় অভিসন্দর্ভে তাদের ব্যাপারে কেবল ততটুকুই আলোকপাত করা সম্ভব হয়েছে, যতটুকু তাদের ব্যক্তিগত ফাইলে বা রেকর্ডরুমের বিভিন্ন রেকর্ডে পাওয়া গিয়েছে। সম্ভাব্য নির্ভরযোগ্য সকল সূত্রের সমন্বয়ে বিভাগে কর্মরত ছিলেন এবং বর্তমানে কর্মরত রয়েছেন এমন সকল শিক্ষকের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে তথ্য ও বিশ্লেষণ এ অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে।

আবূ নসর মুহাম্মদ ওহীদ (যোগদানের তারিখ ১৩.০৬.১৯২১)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন বিভাগসমূহের অন্যতম ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ। এ বিভাগের যে কয়েকজন শিক্ষক প্রজ্ঞা, প্রতিভা, সৃষ্টিশীলতা, গবেষণা, গ্রন্থরচনা, প্রশাসনিক দক্ষতা ও কালোত্তীর্ণ ব্যক্তিত্বের অনন্য প্রভায় উদ্ভাসিত হয়েছেন শামসুল উলামা আবূ নসর মুহাম্মদ ওহীদ তাঁদের অন্যতম। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে তিনি পূর্ব বাংলার মুসলিম জনগোষ্ঠীর শিক্ষা উন্নয়নে এবং এ্যাংলো-এরাবিক তথা আরবি শিক্ষার সাথে সাথে ইংরেজী শেখার প্রতি উদ্বুদ্ধকরণে অনন্য অবদান রাখেন। এর মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলে মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার দ্বার উন্মুক্ত হয়। তিনি মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থাকে আমূল সংস্কারের মাধ্যমে ধর্মীয় ও জাগতিক শিক্ষার সমন্বয় ঘটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর 'রিফর্মড মাদরাসা স্কিম' বাস্তবায়িত হওয়ায় এ অঞ্চলের মাদরাসা শিক্ষার্থীরাও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করে। তিনি মুসলিম শিক্ষার্থীদের শরীয়াহ শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে দক্ষ হয়ে জীবন সংগ্রামে পাশ্চাত্য-আধুনিক শিক্ষিতদের সাথে সমভাবে পথ চলার তাগিদ অনুভব করেন।

জন্ম ও শৈশবকাল

আবূ নসর ওহীদ ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৭২ সালে (১২৮৯ হি.) সিলেটের হাওয়াপাড়া মহল্লায় এক মধ্যবিত্ত সম্ভ্রান্ত ধার্মিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ক্বারী মুহাম্মাদ জাভীদ মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরীর (১৮০০-১৮৭৩) বিশেষ খলীফা ও অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। তিনি মূলত জাভীদ বখশ/বখত নামে পরিচিত। তিনি ধর্মীয় জ্ঞানে বিজ্ঞ সুপন্ডিত আলিম ও কবি ছিলেন বলে বর্ণনায় পাওয়া যায়।[৭৬] তিনি 'শামসুল উলামা' উপাধিতেও ভূষিত ছিলেন।[৭৭] শামসুল উলামা আবূ নসর ওহীদের পূর্বপুরুষগণ সিলেট জেলারই অন্তর্গত ছাতক থানার হাসনাবাদ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। পরবর্তীতে হাওয়াপাড়া মহল্লায় বসতি স্থাপন করেন। ক্বারী জাভীদ মূলত এক কন্যার জনক ছিলেন। দীর্ঘ দিন যাবত তার কোনো সন্তান হচ্ছিল না। পরবর্তীতে আল্লাহর রহমত ও তাঁর মুর্শিদ পীর কারামত আলী জৌনপুরীর দোয়ার বরকতে পুত্র সন্তানের জনক হন। এই পুত্র সন্তানই হচ্ছেন আবূ নসর ওহীদ। আবূ নসর ওহীদ ছোট বেলা থেকেই

৭৬. ওয়াকিল আহমাদ (সম্পা.), নরেন্দ্র কুমার গুপ্ত চৌধুরী, *শ্রীহট্ট প্রতিভা* (ঢাকা, ১৯৬১ খ্রি.), পৃ. ২৪১-২৪২

৭৭. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ (১৮০১-১৯৭১)* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ২১৪

যেহেতু আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্য দিয়ে বড় হয়েছেন সেহেতু এর প্রভাব তাঁর পুরো জীবনে পরিলক্ষিত হয়েছে।

শিক্ষাজীবন

আবূ নসর যে সময় জন্মগ্রহণ করেন তখনকার সামাজিক ও ঐতিহ্যগত রীতি নীতি ছিল নিজ পরিবার থেকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করা। তাঁর ক্ষেত্রেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। তিনি তাঁর পরিবার থেকেই প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেন। পবিত্র কুরআনুল কারীম পাঠ ও ইসলামের প্রাথমিক জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি মাতৃভাষা বাংলা, আরবি, ফার্সি, উর্দু ও ইংরেজি ভাষার প্রাথমিক শিক্ষা পরিবার থেকেই গ্রহণ করেন। আবূ নসর মুহাম্মদ ওহীদ অত্যন্ত প্রখর মেধার অধিকারী ছিলেন বিধায় অল্প বয়সেই অনেক জ্ঞান আত্মস্থ করতে সক্ষম হন। তিনি শৈশবকালেই তাঁর বাবাকে হারান। ফলে তাঁকে অনেক কষ্ট সহ্য করে লেখাপড়া করতে হয়েছে।[৭৮]

ছোট বেলায় পিতার ইন্তিকাল হলে তাঁর অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন স্বীয় ভগ্নিপতি সুযোগ্য ধর্মপ্রচারক শামসুল উলামা মাওলানা আবূ আলী আবদুল ওহাব (১৮৫০-১৯২২)। আবদুল ওহাব এর পৈতৃক বাড়ি ছিলো পাকিস্তানের 'সোয়াত' প্রদেশের 'বুনাইর' নামক পরগনায়। তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্পন্ন ধর্মীয় আলিম ও বক্তা ছিলেন। দ্বীন প্রচারের অংশ হিসেবে সিলেটে ওয়াজ নসীহতের উদ্দেশ্যে প্রায়ই আগমন করতেন। সিলেটের প্রতি তাঁর ভালোবাসা জন্ম নিলে নিজ দেশে আর ফিরে না গিয়ে এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। আবূ নসরের জ্যেষ্ঠ ভগ্নি মরিয়ম এর সাথে তার বিয়ে হলে এ পরিবারের সাথে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়েন। আবূ নসর শৈশবে তাঁর সুযোগ্য আলিম ভগ্নিপতির সাহচর্য ও শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন, যা তাঁর পুরো জীবনে সফলতা নিয়ে এসেছে। তিনি তাঁর কাছে আরবি, ফার্সি ও উর্দূ সাহিত্যের প্রাথমিক জ্ঞান আহরণ করেন। বাবার নিকট ছোটবেলায় এ সকল বিষয়ে শিক্ষা অর্জন করায় পরবর্তীতে সব কিছু তাঁর জন্য সহজ হয়ে যায়। ভগ্নিপতি আবদুল ওহাব শ্যালক আবূ নসরের প্রখর মেধা ও বুদ্ধিমত্তার সঠিক পরিচর্যা করে গেছেন জীবনভর। মূলত আবূ নসর তাঁর জীবনের লক্ষ্য বুঝতে সক্ষম হন ভগ্নিপতির নিবীড় তত্ত্বাবধানের কারণে। তাই বলা যায় যে, আবূ নসরের জীবনে সার্বিক সফলতার পেছনে ভগ্নিপতির অবদান ও প্রভাব অপরিসীম।[৭৯]

আবূ নসর ওহীদের মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় সিলেট সরকারী স্কুলে পড়া-লেখা শুরুর মাধ্যমে। তিনি ১৮৮৪ সালে এ স্কুলে ভর্তি হন। ১৮৯২ সালে এন্ট্রান্স (বর্তমানে মাধ্যমিক) পাশ করেন। ১৮৯২ সালে সিলেট শহরে মুরারীচাঁদ (এম.সি) কলেজ স্থাপিত হলে তিনি সেখানে ভর্তি হন। পুরো সিলেট জেলা তথা আসাম প্রদেশের মধ্যে এটি ছিলো প্রথম কলেজ। মাত্র ১৮জন শিক্ষার্থী নিয়ে এ কলেজের যাত্রা শুরু হয়। আবূ নসর এই ১৮ জনের একজন ছিলেন বিধায় বলা যায় তিনি এ কলেজের প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থী।[৮০]

শিক্ষাবীদ ওহীদ ১৮৯৫ সালে মুরারীচাঁদ কলেজ থেকে এফ. এ পাশ করেন। মুসলমানদের মধ্যে তৎকালীন সময়ে এ ডিগ্রি তিনি ই প্রথম লাভ করেন। এফ. এ পাশ বর্তমানে ইন্টারমিডিয়েট বা এইচ এস সি এর সমমান। তবে এখনকার সময়ে ইন্টার লেভেলে যেভাবে মানবিক, ব্যবসা ও বিজ্ঞান বিভাগ আলাদা আলাদা রয়েছে, তৎকালীন সময়ে এ নিয়ম ছিলো না। তখন প্রত্যেক এফ.এ শিক্ষার্থীর জন্য গণিত, পদার্থ বিদ্যা বাধ্যতামূলক পাঠ্য হিসেবে বিবেচ্য ছিল।[৮১]

---

৭৮. সৈয়দ মুর্তাজা আলী, *হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস* (ঢাকা: উৎস প্রকাশন, ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ১৫৮

৭৯. ড. এ. কে. এম. নূরুল আলম, **শিক্ষাবিদ আবূ নসর ওহীদ : জীবন ও কর্ম**, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, বর্ষ. ২৬, সংখ্যা. ৪, এপ্রিল-জুন ২০০৭, পৃ. ৪১-৪২

৮০. সৈয়দ মুর্তাজা আলী, *মুজতবা কথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (ঢাকা: এ.বি. বুক স্টোর, ১৯৭৬ খ্রি.), পৃ. ১৩৫

৮১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬

Dhaka University Institutional Repository

এফ. এ পাশ করার পর জনাব আবূ নসর ওহীদ উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে কলকাতা গমন করেন। সেখানে এ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রেসিডেন্সী কলেজে তিনি ভর্তি হন। ১৮৯৭ সালে এ কলেজ থেকে আরবিতে অনার্সসহ বি.এ পাশ করেন এবং একই বছরে তিনি এম.এ পাশ করেন। দুই পরীক্ষাতেই তিনি দ্বিতীয় শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন ও উভয় পরীক্ষায় তিনিই একমাত্র পরীক্ষার্থী ছিলেন। উল্লেখ্য যে, সে সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বি.এ পরীক্ষা দেওয়ার ছয়মাস পরেই এম.এ পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ ছিল। এমনকি একই সাথে একাধিক বিষয়ে অনার্স করার বিধান প্রচলিত ছিলো। সে সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে আরবি বিভাগে কেবল একজন শিক্ষক ছিলেন, তার নাম হলো- শামসুল উলামা মাহমূদ গিলানী। তাঁর অধীনেই আবূ নসর বি.এ ও এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন। আরবি ভাষা ও সাহিত্যে মাত্র একজন অধ্যাপক থাকা শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে পরিকল্পিতভাবে পিছিয়ে রাখার অন্যতম প্রমাণ।

কর্মজীবন

শিক্ষাবিদ আবূ নসর ওহীদ বি.এ পাশ করার পর সাময়িক সময়ের জন্য সিলেট সরকারী হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেন।[৮২] ইতোপূর্বে তিনি এ স্কুল থেকেই মাধ্যমিক শিক্ষাগ্রহণ করেছেন। এম.এ পাশ করার পর কর্মজীবনে একজন আইনজীবি হতে চেয়েছিলেন বিধায় চাকরী না খুঁজে কলকাতাস্থ ল' কলেজে ভর্তি হন। আইন কলেজে অধ্যয়ন করার পাশাপাশি তিনি কলকাতা মাদরাসায় শিক্ষকতার চাকুরীও গ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা মাদরাসায় এ্যাংলো-পার্সিয়ান বিভাগের সহকারী শিক্ষক পদমর্যাদায় যোগদান করেছিলেন। এ চাকরিটি তারঁ মূল লক্ষ্য কিংবা উদ্দেশ্য ছিলো না বরং ল' কলেজের খরচ মেটানোর উপলক্ষ ছিল মাত্র। তবে এখানে শিক্ষকতার কারণে তিনি আজীবন এ পেশায় জড়িয়ে থাকার প্রেরণা লাভ করেন।

১৯০১ সালে আসাম সরকার গৌহাটিতে একটি কলেজ স্থাপন করে। যেহেতু এ কলেজের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন আসামের চীফ কমিশনার স্যার হেনরী কটন (১৮৪৫-১৯১৫), বিধায় তাঁর নামানুসারে পরবর্তীতে এর নাম দেয়া হয় 'কটন কলেজ'। এ কলেজের আরবি ও ফার্সির অধ্যাপক পদের জন্য তাকে অনুরোধ করা হয়। উল্লেখ্য যে, তৎকালীন সময়ে এম.এ পাশ করা লোকের সংখ্যা ছিল নিতান্ত অল্প; উপরন্তু বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে আরবি সাহিত্যে অনার্স ও মাস্টার্স সম্পন্ন করা একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন তিনি, তাই মুসলিম সমাজে তাঁর যশ ও খ্যাতি ছড়িয়ে পরে। আর এ কারণেই অধ্যাপক পদের জন্য আবেদন না করলেও কর্তৃপক্ষ ঐ পদ গ্রহণের জন্য তাকে আহবান করেন। তিনিও সরকারের ডাকে সাড়া দেন এবং ১৯০১ সালের ১ জুন কটন কলেজে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ল' কলেজের পরীক্ষা দেওয়া বা আইনের ডিগ্রী লাভ করা সম্ভব হয়নি।

১৯০৫ সালে পূর্ববঙ্গ ও আসাম মিলে নতুন প্রদেশ গঠনের উদ্যোগ নেয়া হলে এ অঞ্চলের মুসলিম সমাজে নবজাগরণের সূচনা হয়। নেতৃস্থানীয় মুসলিম ব্যক্তিবর্গ অন্যান্য সমস্যার সাথে সাথে শিক্ষা সমস্যা দূরীকরণেও মনোযোগী হন। এ সময় মাওলানা আবদুল মুনিম যওকী যিনি ঢাকা মাদরাসার 'সুপারিনটেনডেন্ট' ছিলেন, তাঁকে হুগলী কলেজে বদলী করা হয়। ফলে তাঁর স্থলে ঢাকা মাদরাসার জন্য একজন উচ্চশিক্ষিত সুপারের দরকার হয়। এমতাবস্থায় নবাব সলীমুল্লাহর অনুরোধে নতুন প্রাদেশিক সরকার আবূ নসর ওহীদকে ঢাকা মাদরাসায় সুপারিনটেনডেন্ট-এর দায়িত্ব গ্রহণে আহ্বান জানান। জনাব ওহীদ গৌহাটি কলেজের সুযোগ সুবিধা, পরিবেশ-পরিস্থিতি মূল্যায়নে তা ছেড়ে ঢাকায় আসতে ইতস্তত বোধ করছিলেন। শেষ পর্যন্ত জাতীয় স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে নিজের সুখ-শান্তি ত্যাগ করে ১৯০৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর ঢাকা মাদরাসার 'সুপারিনটেনডেন্ট' পদে যোগদান করেন। ১৯০৫ সাল থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত আবূ নসর ওহীদ ঢাকা মাদরাসার সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন।[৮৩]

---

৮২. ড. এ.কে.এম. নূরুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

৮৩. সৈয়দ মুর্তাজা আলী, *মুজতবা কথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

Dhaka University Institutional Repository

১৯১৯ সালে তাঁর দেয়া 'নিউ স্কিম' তথা মাদরাসা রিফর্মড প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ঢাকা মাদরাসা 'ইসলামিক ইন্টারডিয়েট' কলেজে উন্নীত হয় এবং তিনি তাঁর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। উল্লেখ্য যে, তৎকালীন ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজটিই হলো বর্তমান 'কবি নজরুল সরকারী কলেজ'।[৮৪]

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করলে আবূ নসর ওহীদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অধ্যাপক ও প্রতিষ্ঠাতা হেড অব দ্যা ডিপার্টমেন্ট নিযুক্ত হন এবং ১৯২৩ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত তিনি এ পদে দায়িত্বরত ছিলেন।[৮৫] তাঁর নেতৃত্বে বিভাগটি পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ে সুনাম কুড়াতে সক্ষম হয়। যার ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের (বর্তমানে সিনেট) প্রথম সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য স্যার পি. জে. হার্টগ এ বিভাগের প্রশংসা করে বলেন: "Islamic studies were to form one of the Corner-stone of the University, we have so far failed to find in India any scholar able to satisfy the severe theological and literary requirements of Eastern Bengal … … … In the meantime Shamsul Ulama Abu Nasr Waheed, Head of the Dacca Senior Madrasah, who initiated the idea of the Dacca Department of Islamic Studies, has most kindly consented to act temporarily as its Head, while retaining the headship of the Madrasah which forms the pivot of his scheme."[86]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দু বছর 'হেড অব দ্যা ডিপার্টমেন্ট' হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর তিনি পুনরায় ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে প্রত্যাবর্তন করেন এবং এ প্রতিষ্ঠান থেকে ১৯২৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অবসর গ্রহণ করেন।[৮৭]

আবূ নসর ওহীদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে গঠিত নাথান কমিটির সদস্য ছিলেন এবং নাথান কমিটির দুটি সাব কমিটি তথা আরবি ও ফার্সী কমিটি এবং ইসালামিক স্টাডিজ সাব-কমিটির সদস্য ছিলেন। তার হাত ধরেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ এর গোড়া পত্তন হয়। এ ছাড়াও তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিল, কোর্ট (সিনেট) ও এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। তিনি মুসলিম এডুকেশন এডভাইজারি কমিটিরও (মোমিন কমিটি ১৯৩৪) সদস্য ছিলেন।[৮৮]

মাওলানা ওহীদ অবসর জীবনে রাজনীতিতে অংশগ্রহন করেন। ১৯৩৭ সালে আসাম ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচনে তিনি সিলেট সদর নির্বাচনী এলাকা থেকে সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এ নির্বাচনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তাঁরই শিক্ষকতা জীবনের প্রথমদিকের ছাত্র এবং তৎকালীন আসাম সরকারের শিক্ষামন্ত্রী বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ আবদুল হামীদ (১৮৮৬-১৯৬০খ্রি.)। নির্বাচনে মাওলানা ওহীদ জয়ী হন। ১৯৩৭ সালে এপ্রিল মাসে স্যার সা'দ উল্লাহর নেতৃত্বে আসামের মন্ত্রিসভা গঠিত হলে শামসুল উলামা ওহীদকে শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়।[৮৯] ১৯৩৮ সালের ফ্রেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়কালে তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বিখ্যাত ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

শামসুল উলামা আবূ নসর ওহীদের খ্যাতিমান শিক্ষার্থীদের মধ্যে অন্যতম হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. এস.এম হোসাইন, সাবেক স্পীকার বিচারপতি আবদুল জব্বার খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. সিরাজুল হক, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রাক্তন ডিরেক্টর জেনারেল জনাব এ. এফ. এম. আবদুল হক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস বিভাগের সাবেক

---

৮৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

৮৫. University of Dacca, *Annual Report*, 1922-23, p.

৮৬. Vice Chancellor's address at the first meeting of the court, 17 August, 1921

৮৭. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮

৮৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮-২১৯

৮৯. *মাহে নও*, ঢাকা: জুলাই, ১৯৫৩, পৃ. ৫৬

প্রধান মুঈনুদ্দীন আহমদ খান প্রমুখ। শিক্ষাবিদ ওহীদ খুবই উদার মনের মানুষ ছিলেন। তিনি নিজ তহবিল থেকে বৃত্তি দিয়ে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতেন।[৯০] সিলেট সরকারী হাই স্কুলে তার ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আবদুল হামীদ ও বসন্তকুমার দাস, যারা পরবর্তীতে মন্ত্রী হয়েছিলেন।[৯১] কলকাতা মাদরাসায় তাঁর ছাত্রদের মধ্যে খ্যাতিমান ছিলেন সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি আবূ সালেহ মুহাম্মাদ আকরম ও আমীর উদ্দীন আহমদ, ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি আমীন আহমদ, কলকাতা হাইকোর্টের ডেপুটি রেজিস্ট্রার বদরুদ্দীন আহমদ প্রমুখ।

পারিবারিক জীবন

আবূ নসর ওহীদ কুমিল্লার জমিদার সৈয়দ আবদুল জব্বারের কন্যাকে বিয়ে করেন। তাঁর প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু হলে শ্যালিকার সাথে পুনঃ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি চার পুত্র ও দু' কন্যার জনক ছিলেন।[৯২] তার জ্যৈষ্ঠ পুত্র আবূ সাঈদ মাহমুদ, যিনি টেকস্ট বুক বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র সন্তান হলেন মুহাম্মাদ ফযলুর রব। তিনি কুমিল্লা সেকেন্ডারি শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন।[৯৩]

চরিত্র ও কৃতিত্ব

শামসুল উলামা আবূ নসর ওহীদ সুন্দরতম চারিত্রিক মাধুর্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি বিনয়ী, সদালাপী ও পরোপকারী হিসেবে সকলের নিকট শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। সমকালীন আলিম ও ইসলামী ব্যক্তিত্বদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হলেও তিনি ছিলেন নিরহঙ্কারী। অধীনস্থদের সাথে তাঁর আচরণ ছিলো ভালোবাসাপূর্ণ। শিক্ষার্থীরা তাঁর মমতাপূর্ণ আচরণে সতত অনুপ্রাণিত হতো। তাঁর চরিত্রের অন্যতম দিক ছিলো, তিনি কঠিন ও নিরস বিষয়কেও হাস্যরসের মাধ্যমে সহজভাবে উপস্থাপন করতে পারতেন। প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক দায়িত্বের সকল পর্যায়ে তিনি সৎ ও কর্তব্যপরায়ণ হিসেবে সমাদৃত হয়েছিলেন।
'রিফর্মড মাদরাসা স্কীম' প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ছিল আবূ নসর ওহীদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। পূর্ব বাংলার মুসলিম সমাজের জন্য এ প্রকল্পটি ছিল বৈপ্লবিক ও সময়োপযোগী। নিউ স্কীম শিক্ষা পদ্ধতি প্রণয়নের জন্য তিনি দেশ বিদেশের বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সফর করেন এবং বিভিন্ন ধারার শিক্ষা সিলেবাস রচনা ও প্রণয়নের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। তাঁর এ নতুন পদ্ধতিটি ধর্মীয় ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে বাংলার মুসলিমদেরকে সমকালীন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম জাতি হিসেবে গড়ে তোলে।[৯৪] আবূ নসর ওহীদের কর্ম প্রচেষ্টা ও যোগ্যতার স্বীকৃতি স্বরূপ ভারত সরকার ১৯০৯ সালের ২৫ জুন তাঁকে 'শামসুল উলামা' বা আলিমকুলের রবি উপাধীতে ভূষিত করে। 'রিফর্মড মাদরাসা স্কিম' প্রবর্তন ও বাস্তবায়নের স্বীকৃতি দিতে ১৯২১ সালে ভারত সরকার এটিকে Indian Education Service-এ অন্তর্ভুক্ত করেন। আবূ নসর ওহীদের আরেকটি কৃতিত্ব হলো, ১৯১৭ সালে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার প্রাক্কালে তিনি সে বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পাঠ্যসূচি তৈরিতে অবদান রাখেন। ১৯১৩ সালে আসাম সরকার কলকাতা মাদরাসার আদলে সিলেট শহরে একটি সিনিয়র মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৩৩ সালে ঢাকা সেকেন্ডারি বোর্ডের অধীনে এ মাদ্রাসাটিকে নিউ স্কিম হাই মাদ্রাসায় পরিণত করা হয়, পরবর্তীতে আবূ নসর ওহীদের প্রচেষ্টায় মাদ্রাসাটি আলীয়া মাদ্রাসায় উন্নীত হয় এবং এখানে টাইটেল কোর্স চালু হয়। উল্লেখ্য, বর্তমানে এটি সিলেট সরকারি আলিয়া মাদরাসা হিসেবে পরিচিত।

বিদেশ ভ্রমণ

'রিফর্মড মাদ্রাসা স্কিম' সম্পর্কে মতবিনিময় ও শিক্ষাক্রম সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মাওলানা আবূ নসর ওহীদ সমকালীন বিশ্বের অনেকগুলো দেশে গমন করেন, যেগুলোর মধ্যে মিসর, তুরস্ক, দামেস্ক, বৈরূত,

৯০. আবুয যোহা নুর আহমদ, *উনিশ শতকের ঢাকার সমাজ জীবন* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৫), পৃ. ৫৪

৯১. সৈয়দ মুর্তাজা আলী, *মুজতবা কথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬

৯২. ড. এ.কে.এম. নূরুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

৯৩. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯

৯৪. ড. এ.কে.এম. নূরুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

Dhaka University Institutional Repository

সিরিয়া, জার্মানী, ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়া অন্যতম।। তিনি এ সকল দেশের বড় বড় শহর ও রাজধানী ঘুরে বেরিয়েছেন। এ সকল দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেছেন। তিনি মিসর সফর শেষ করে তুরস্কে গমন করেন। যদিও মিসর যাওয়ার পর থেকেই তাঁর সফরের উপর ভারত সরকার কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয় তথাপিও তিনি পিছপা হননি। নিজের লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট থেকেছেন। ভারত সরকার কর্তৃক তাঁকে বাধা দেয়ার কারণ ছিলো, তৎকালীন সময়ে তুরস্ক ছিলো প্যান ইসলামিক আন্দোলন এবং ইসলামী খিলাফত ব্যবস্থার প্রধান কেন্দ্র। তাই ব্রিটিশ সরকারের আশংকা ছিলো, তিনি এ আন্দোলনে যুক্ত হতে পারেন।[৯৫]

গবেষণাকর্ম

মওলানা আবূ নসর ওহীদের অধিকাংশ গ্রন্থ পাঠ্যপুস্তক শ্রেণির। নিউ স্কিম মাদ্রাসার কারিকুলাম অনুসারে তিনি এ গ্রন্থগুলো রচনা করেন। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো,

১. مرقات الادب
২. باكورة الادب
৩. خطب النبى والصحابة
৪. نخب
৫. نخب العلوم
৬. غاية الانتباه لمن جاء على انفاه قفاه
৭. منتخب من ثلاثين قرأة.[৯৬]

এর বাইরে তিনি অনেকগুলো আরবী গ্রন্থের উর্দু অনুবাদ করেছিলেন। যেমন-

১. كتاب الادب الشريعة
২. مبادى العربية

উপরোল্লিখিত গ্রন্থগুলো ছাড়া তিনি অনেকগুলো প্রবন্ধ ও নিবন্ধ রচনা করেন বলে জানা যায়, তবে সংরক্ষিত না থাকায় সেগুলো সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না।

মৃত্যু

মাওলানা ওহীদ জীবনের সকল কর্মব্যস্ততা থেকে অবসর গ্রহণ করে শেষ সময় পৈত্রিক নিবাস সিলেটের হাওয়াপাড়ায় কাটানোর সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর ঐকান্তিক মনকামনা ছিলো সিলেটের মাটিতেই যেন মৃত্যু হয়। এ জন্য স্বীয় কবরের স্থানও তিনি নির্বাচন করে রেখেছিলেন। কিন্তু ১৯৫৩ সালে তিনি ঢাকায় আসেন এবং এখানেই ৩১ মে রবিবার দুপুর দুটার সময় ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। নারিন্দার শাহ শাহেব বাড়ি গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।[৯৭]

আব্দুল ওয়াহহাব (১৩.০৬.১৯২১)

মৌলভী আব্দুল ওয়াহহাব ‘গায়া’ জেলার ‘জাহানাবাদ’ থানার ‘পারসাইন’ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ২৩ এপ্রিল ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁকে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে রিডার পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়।[৯৮] উল্লেখ্য যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয় ১৯২১ সালের ১লা

---

৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬-৪৭

৯৬. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০-২২২

৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯

৯৮. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ২, ইসলামী শিক্ষা/ব্যক্তি:/শিক্ষক ১৯২২-২৬, নিয়োগপত্র, সূত্র নং ৪৫৭-সি, তারিখ: ২৩ এপ্রিল ১৯২১

জুলাই। কিন্তু আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরুর পূর্বে প্রস্তুতিমূলক কর্মকান্ড সম্পন্ন করার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে দু একজন শিক্ষককে ১লা জুলাই এর পূর্বেই নিয়োগ দেয়া হয়। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পূর্বে পাটনা বি.এন কলেজে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৩ জুন ১৯২১ সালে তিনি স্বীয় পদে যোগদান করেন এবং ৩০ জুন ১৯২৬ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অব্যাহতি গ্রহণের পর তিনি লাখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী বিভাগে রিডার পদে যোগদান করেন।

খলিল বিন মুহাম্মদ আরব (১৩.০৬.১৯২১)

খলিল বিন মুহাম্মদ আরব সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। রেকর্ড রূমে সংরক্ষিত ফাইল থেকে জানা যায় তিনি লাখনৌর বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর বাবার নাম মৌলভী শায়খ মুহাম্মদ আরব। ২৩ এপ্রিল ১৯২১ সালে তাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়।[৯৯]

১৩ জুন ১৯২১ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন এবং ২০ নভেম্বর ১৯২২ সাল পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পূর্বে তিনি ৩ নভেম্বর ১৯১৪ সাল থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত কলকাতা মাদ্রাসায় আরবী বিভাগে সহকারী মৌলভী পদে কর্মরত ছিলেন। এরপর তিনি লাখনৌর দারুল উলূম নাদওয়া মাদ্রাসায় চলে যান এবং সেখানে আরবী বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। লাখনৌ থেকে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি আবার লাখনৌ ফিরে যান এবং লাখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন।[১০০]

মাওলানা মুনাওয়ার আলী (১২.০৮.১৯২১)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরুর পর প্রথম পর্যায়ে যাদেরকে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয় মাওলানা মুনাওয়ার আলী তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, বিদগ্ধ মুফাসসির এবং বিশিষ্ট ইসলামী আইনজ্ঞ। তিনি ইল্‌ম ফিকহ-এর ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবের অনুসারী ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে নকশবন্দী তরীকার লোক ছিলেন। ধর্মীয় অগাধ জ্ঞানের অধিকারী প্রবাদ প্রতিম এ মনীষী তাঁর ইল্‌ম-এর গভীরতার স্বীকৃতি স্বরূপ 'শামসুল উলামা' উপাধিতে ভূষিত হন।

জন্ম ও শৈশবকাল

মাওলানা মুনাওয়ার আলীর জন্ম তারিখ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তাঁর পিতার নাম মাজহারুল হক। তাঁর পৈত্রিক বাড়ি ভারতের উত্তর প্রদেশের রামপুর গ্রামে। তিনি এ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং এখানেই শৈশবকাল অতিবাহিত করেন। তার গ্রামের সাথে সম্পৃক্ত করে তাকে মাওলানা মুনাওয়ার আলী রামপুরীও বলা হয়। এ ছাড়া তিনি 'মুহাদ্দিস-এ রামপুরী' নামেও প্রসিদ্ধ ছিলেন।[১০১]

শিক্ষাজীবন

মাওলানা মুনাওয়ার আলীর পিতা মাজহারুল হক ছিলেন একজন যোগ্য আলিম। ছোট বেলায় বাবার কাছে লেখাপড়ায় হাতেখড়ি হয়। মাধ্যমিক পর্যায়ে এসে বাবার নিকট 'আল-মুখতাসারাত' কিতাব অধ্যয়ন

---

৯৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ১, ইসলামী শিক্ষা/ব্যক্তি:/শিক্ষক/ ১৯২২-২৩, নিয়োগপত্র, সূত্র নং-৪৫৮-সি, ২৩ এপ্রিল ১৯২১

১০০. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ১, ইসলামী শিক্ষা/ব্যক্তি:/শিক্ষক/ ১৯২২-২৩, লাখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের পত্র, সূত্র নং-৩৯৫৯/ A.I1-16c, তারিখ: ১৩ নভেম্বর ১৯২২

১০১. ড. মুহাম্মদ আবদুল বাকী, *বাংলাদেশে আরবী, ফার্সী ও উর্দুতে ইসলামী সাহিত্য চর্চা* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৬৫

করেন। অতপর মৌলভী মোহাম্মদ সিদ্দীক রামপুরীর নিকট গমন করেন এবং তাঁর নিকট বিদ্যার্জন করেন। 'ইল্‌ম আল-মানতিক' (তর্কশাস্ত্র), 'ইল্‌ম আল-হিকমাহ ওয়াল ফালাসাফাহ' (দর্শনশাস্ত্র)-এর মত গুরুত্বপূর্ণ দুটি শাস্ত্র আল্লামা আবদুল হক ইবন ফযল হক খায়রাবাদীর নিকট অধ্যয়ন করে এ শাখায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। অতঃপর তিনি সাইয়্যেদ মুহাম্মদ শাহ ইবন হাসান শাহ আল হোছাইনী রামপুরী-এর নিকট 'ইল্‌ম আল-হাদীস'-এর দীক্ষা নেন এবং তাঁর নিকট থেকে হাদীস শাস্ত্রের গভীর জ্ঞান ও সনদ লাভ করেন।[১০২]

কর্মজীবন

মাওলানা মুনাওয়ার আলী রামপুরী লেখাপড়া শেষ করে রামপুর আলিয়া মাদ্রাসায় সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। এ মাদ্রাসায় দীর্ঘ সময় শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। অতঃপর **১৯২১** সালের **১২** আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে।[১০৩] **৫** মে **১৯২১** সালে তিনি উক্ত পদে যোগদান করেন। তিনি সারা জীবনের অর্জিত ইলম, জ্ঞান, প্রজ্ঞা দিয়ে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পরিতৃপ্ত করেন। তাঁর যোগ্যতা, দক্ষতা ও শিক্ষার্থী গড়ার নিপূণতা ছিলো অসাধারণ। তিনি **৩০** জুন **১৯৩২** সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন। অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করে রামপুরে চলে যান। তাঁর শিক্ষাদান, কর্মনিষ্ঠা, একাগ্রতা ও দক্ষতায় সন্তুষ্ট হয়ে **১৬** মার্চ **১৯৩২** সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য তাকে ধন্যবাদ পত্র প্রদান করেন। সে পত্রে উপাচার্য মহোদয় বলেন: "I recognize fully how much your personality and great learning have contributed to the reputation of the teaching of Islamic Studies of the University and I am deeply Conscious of the value of your work and influence."[104]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি মুনাওয়ার আলীর অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ সরকার তাকে 'শামছুল উলামা' উপাধীতে ভূষিত করে। "The Title of Shamsul Ulama has been awarded to Maulana Munawar Ali by government as a well deserved appreciation of the great Services he rendered to the University.[১০৫]

হজ্ব পালন

মাওলানা মুনাওয়ার আলী রামপুর আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক থাকাকালীন সময়ে **১৩২৩** হিজরী মোতাবেক **১৯০৫/৬** সালের দিকে পবিত্র হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা গমন করেন। সেখানে তিনি একবছর অবস্থান করেন। অতঃপর ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন।[১০৬]

গবেষণাকর্ম

মাওলানা সাহেবের গবেষণা ও পুস্তক রচনার তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে তাঁর একটি মৌলিক গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। আর তা হলো 'উসূল-এ-হাদীস, উসূল-এ-তাফসীর, উসূল-এ-

---

১০২. আব্দুল হাই আল-লাখনৌবী, *নুঝহাতুল খাওয়াতির ওয়া বুহজাতুল মাসামি ওয়ান নাওয়াযির* (বৈরূত : দারু ইবন হাজম, ১৯৯৯ খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ১৩৮৫

১০৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৮, আরবী/ব্যক্তি:/শিক্ষক/ ১৯২৯-৩০, নিয়োগপত্র, সূত্র নং ৬০৭৩, তারিখ: ০৫.০৫.১৯২১

১০৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৮, আরবী/ব্যক্তি:/শিক্ষক/ ১৯২৯-৩০, উপাচার্যের প্রত্যয়নপত্র, সূত্র নং ১৫৫৬২, তারিখ: ১৬ মার্চ ১৯৩২

১০৫. University of Dacca, *Annual Report*, 1931-32, p. 6.

১০৬. আব্দুল হাই আল-লাখনৌবী, *নুঝহাতুল খাওয়াতির ওয়া বুহজাতুল মাসামি ওয়ান নাওয়াযির*, খ. ৮, পৃ. ১৩৮৫

Dhaka University Institutional Repository

ফিকহ'। এ গ্রন্থটি উর্দূ ভাষায় রচিত একটি অনবদ্য সংকলন।[১০৭] এটি ভারতের 'কামীলুল মাতাবী' থেকে মুদ্রিত হয়। বইটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের তদানীন্তন চেয়ারম্যান ড. আবদুস সাত্তার সিদ্দিকীর অনুরোধে রচিত হয় এবং ঢাকা মাদ্রাসার সুপারিনটেন্ডেন্ট মৌলবী আহমদ হুসাইনের তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত হয়। এতে তিনটি অংশ আছে। যথা :

প্রথমাংশের শিরোনাম : *'উসূল-এ-হাদীস* (১ পৃষ্ঠা থেকে ৫৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত)। এই অংশটি ১৯২৫ সালে রচিত হয়। এতে হাদীস, উসূলে হাদীসের সংজ্ঞা, হাদীসের প্রকারভেদ, গ্রহণীয় হাদীসের প্রকারভেদ, বর্জনীয় হাদীসের বিবরণ, সাহাবী ও তাবে'য়ীর সংজ্ঞা, হাদীসের শ্রবণ ও বর্ণনা সংক্রান্ত মুহাদ্দিসগণের পরিভাষা, সবশেষে আবুল ফারাহ আশবীলীর কাসীদাকারে আরবীতে লিখিত হাদীসের পরিভাষাসমূহ সংযোজিত করা হয়েছে।

দ্বিতীয়াংশের শিরোনাম হলো *'উসূলে তাফসীর'*। (পরিসর ১-৪২ পৃষ্ঠা) এই অংশটিও ১৯২৫ সালে রচিত হয়। এতে ইলম-এ-তাফসীর এর সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, কুরআন অবতীর্ণের গতিপ্রকৃতি, সূরাগুলো সাজানোর অনুক্রম, কুরআন অবতরণের স্থান ও সময়ের ভিত্তিতে সূরার নামকরণ, সূরা অবতরণের অবস্থানিক প্রকারভেদ, কুরআন শরীফের ভাষা ও ভাবের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রমাণিকীকরণ, ভাষা ও ভাবের রহিত হওয়ার প্রকারভেদ, কুরআনের সূরা, আয়াত, শব্দ ও হরফের সংখ্যা, কুরআন সংকলনের ইতিহাস, কুরআন আবৃত্তি ও শিক্ষাদান পদ্ধতি, কুরআন তিলাওয়াতের জন্য অনুসরণীয় ও পালনীয় আদব-কায়দা এবং কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয়াংশের শিরোনাম হলো- *'উসূল-এ-ফিকহ'* (পরিসর ১-৩৪ পৃষ্ঠা)। এ অংশটি ১৯২৩ সালে রচিত হয়। এতে 'উসূল-এ-ফিকহ'-এর সংজ্ঞা, উৎস হওয়ার বিবরণ, কিয়াসের শর্তাবলী, ইসতিহসান, ইসতিসহাব এর বিবরণ, বিভিন্ন প্রমাণের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও এর সমাধান এবং ইজতিহাদের বিবরণ স্থান লাভ করেছে। সম্পূর্ণ বইটি মোট ১৩২ পৃষ্ঠা।[১০৮]

মৃত্যু

মাওলানা মুনাওয়ার আলী ১৩৫১ হিজরী মোতাবেক ১ লা এপ্রিল ১৯৩৩ সালে ইন্তেকাল করেন।[১০৯] ১৯ আগস্ট ১৯৩৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর স্মরণে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ফিদা আলী খান তাকে স্মরণ করে বক্তব্য প্রদান করেন।[১১০]

আবু উসমান খালিদ (০৮.০৯.১৯২১)

জন্ম

জনাব আবু উসমান খালিদ পাটনার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন।[১১১] কবে জন্মগ্রহণ করেন তার কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

শিক্ষাজীবন

জনাব আবু উসমান খালিদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাজীবন নিয়ে তেমন কিছু জানা যায় না। তবে রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ফাইল অনুসন্ধান করে যতটুকু জানা যায় তা হলো, তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবীতে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন। উক্ত পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জন করায় তাকে স্বর্ণপদকে ভূষিত করা হয়। জনাব খালিদ জেনারেল

---

১০৭. University of Dacca, *Annual Report*, 1926-27, p. 6

১০৮. ড. মুহা. আব্দুল বাকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

১০৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

১১০. University of Dacca, *Annual Report*, 1933-34, p. 6

১১১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ে রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং-১, আরবী/ব্যক্তি:/শিক্ষক/১৯২২-২৭

শিক্ষাধারায় পড়ালেখার পাশাপাশি কানপুরের একটি প্রাইভেট মাদ্রাসা থেকে দরসে নিজামীয়া পদ্ধতিতেও পড়ালেখা সমাপ্ত করেছেন।[১১২]

কর্মজীবন

জনাব খালিদ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবীর প্রভাষক হিসেবে যোগদান করার মাধ্যমে কর্মজীবনের সূচনা করেন। সেখানে তিনি একবছর শিক্ষকতা করেন। পরবর্তীতে ৮ সেপ্টেম্বর ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। ৩০ জুন ১৯২৪ সাল পর্যন্ত এ বিভাগে কর্মরত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত থাকাবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে সৃষ্ট জটিলতার দরুন তাকে চাকুরী থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৯২৫ সালে আবদুল ওয়াহহাব এর রিডার পদ শূন্য হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রিডার পদের জন্য বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। তখন আবু উসমান খালিদ উক্ত পদের জন্য আবেদন করেন। কিন্তু সিলেকশন কমিটি ড. আবদুল হককে রিডার পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করেন। কমিটি সুপারিশে এটিও উল্লেখ করেন যে, ড. আবদুল হককে না পাওয়া গেলে তার স্থলে দুইজন প্রভাষক নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে। যার প্রেক্ষিতে পুনরায় আবু উসমান খালিদকে তিন বছরের জন্য প্রভাষক পদে নিয়োগ দেয়া হয় এবং ৪ আগস্ট ১৯২৬ সালে তিনি দ্বিতীয় বার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন।[১১৩]

৩০ জুন ১৯২৯ সালে তার নিয়োগের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও বিভিন্ন কারণে তার মেয়াদ বৃদ্ধি করে ১৯৩১-১৯৩২ সালে ফার্স্ট টার্ম পরীক্ষা শেষ হওয়া পর্যন্ত তাকে চাকুরীতে বহাল রাখা হয়।[১১৪] তার গবেষণা কর্ম বা মৃত্যু সন সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

শামসুল উলামা নাজির হাসান (০১.০৭.১৯২২)

শামসুল উলামা নাজির হাসান সাহারানপুর জেলার দেওবন্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দারুল উলূম দেওবন্দ মাদ্রাসায় পড়ালেখা করেন। মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরী ছিলেন তাঁর হাদীসের ওস্তাদ। তিনি প্রথমে মিরাঠের অন্দরকোট ইসলামিয়া মাদ্রাসায় অতঃপর ভূপাল ও লক্ষ্ণৌর নদওয়াতুল ওলামা-এ কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। ১৯১৪ সালে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় সহকারী প্রধান অধ্যাপক পদে এবং ১৯১৫ সালে সাময়িকভাবে প্রধান অধ্যাপকের পদে কর্মরত ছিলেন।[১১৫]

১৯২২ সালের ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল-এর সভায় তাকে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়।[১১৬] উক্ত নিয়োগের প্রেক্ষিতে তিনি ৬ জুলাই ১৯২২ সালে প্রভাষক পদে যোগদান করেন।[১১৭] তাঁর শিক্ষকতা ও গবেষণা সম্পর্কিত কোনো কিছু জানা যায় না।

শামসুল উলামা নাজির হাসান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরীরত অবস্থায় ১৬ জুলাই ১৯২৩ সালে ঢাকায় ইন্তেকাল করেন।[১১৮] ঢাকার বংশাল হাজী বাড়ীর কবরস্থানে তাকে সমাহিত করা হয়।

---

১১২. প্রাগুক্ত

১১৩. University of Dacca, *Annual Report*, 1926-27, p. 6.

১১৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং-১, আরবী/ব্যক্তি:/শিক্ষক/১৯২২-২৭

১১৫. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী (র:), *হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস*, ঢাকা: এমদাদিয়া পুস্তকালয় (প্রাঃ) লিঃ, মার্চ ২০০৮, পৃ. ২১১

১১৬. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং- ৩৮, আরবী/ব্যক্তি:/শিক্ষক/ ১৯২২, নিয়োগপত্র, সূত্র নং- ৩৪৮, তারিখ: ১০.০৭. ১৯২২

১১৭. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং- ৩৮, আরবী/ব্যক্তি:/শিক্ষক/ ১৯২২

১১৮. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ আব্দুস সোবহান (২১.০৭.১৯২২)

জন্ম

সৈয়দ আবদুস সোবহান ১৮৯৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ঢাকার মালিবাগে বসবাস করতেন বলে জানা যায়।[১১৯]

শিক্ষাজীবন

সৈয়দ আব্দুস সোবহান ১৯১৫ সালে চট্টগ্রাম মাদ্রাসা থেকে মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯১৮ সালে আলীগড় এম.এ.ও কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন। ১৯২০ সালে একই কলেজ থেকে বি.এ অনার্স ও ১৯২২ সালে এম. এ সম্পন্ন করেন। ১৯৩৮ সালে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য গমন করেন। সেখানে 'ফ্যাকাল্টি অব ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ'-এ Professor H.A.R. Gibb ও Professor A Guillaume এর অধীনে "An enquiry into the Causes of the failure of the Mutazilities" শীর্ষক বিষয়ে গবেষণা করেন। ১৯৪৫ সালে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.লিট ডিগ্রি প্রাপ্ত হন।[১২০]

কর্মজীবন

সৈয়দ আবদুস সোবহান একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও প্রথিতযশা গবেষক ছিলেন। তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় ১৯১৫ সালে মিথ্যাছারা জুনিয়র মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করার মাধ্যমে। পরবর্তীতে ১৯২০ সালে তিনি জোড়াগঞ্জ আর.আর হাইস্কুল-এর হেড মৌলভী হিসেবে যোগদান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর তিনি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। ২১ জুলাই ১৯২২ সালে তিনি সহকারী প্রভাষক হিসেবে যোগদান করলেও ২১ আগস্ট ১৯২২ সালে তাকে সহকারী প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।[১২১]

৪ নভেম্বর ১৯৩০ সালে ২ মাসের জন্য আবু ওসমান খালিদের ছুটিজনিত কারণে তাকে অস্থায়ী লেকচারার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।[১২২] অস্থায়ী লেকচারার হিসেবে দায়িত্ব পালনের মেয়াদ শেষ হলে তাকে 'সহকারী লেকচারার' হিসেবে পুনঃ নিয়োগ দেওয়া হয় এবং ১৯৩৩ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে ১৯৩৩ সালের ১ জুলাই তাকে লেকচারার হিসেবে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। প্রথমে ২ বছর করে ৪ বছরের জন্য এবং সর্বশেষ ২ জুন ১৯৩৬ সালে তাকে অবসর গ্রহণ পর্যন্ত লেকচারার পদে স্থায়ীভাবে নিয়োগ দেওয়া হয়।[১২৩]

দীর্ঘ ৩৫ বছর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সাথে যুক্ত ছিলেন। নিয়মানুযায়ী ৬০ বছর বয়সে ১৯৫৮ সালের ৩০ জুন তার অবসর গ্রহণের কথা থাকলেও তিনি চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেন। তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১ বছরের জন্য অর্থাৎ ৩০ জুন ১৯৫৯ পর্যন্ত তার চাকরীর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।[১২৪]

---

১১৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং- ৪১, আরবী/ব্যক্তি:/শিক্ষক/ ১৯২২-৪০

১২০. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং- ৪১, আরবী/ব্যক্তি:/শিক্ষক/ ১৯২২-৪০

১২১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং- ৪১, আরবী/ব্যক্তি:/শিক্ষক/ ১৯২২-৪০, নিয়োগপত্র, সূত্র নং ২৫৫৬, তারিখ ২১.০৮.১৯২২

১২২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং- ৪১, আরবী/ব্যক্তি:/শিক্ষক/১৯২২-৪০, নিয়োগপত্র, সূত্র নং ৬১৮১, তারিখ ০৪.১১.১৯৩০

১২৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং- ৪১, আরবী/ব্যক্তি:/শিক্ষক/১৯২২-৪০, নিয়োগপত্র, সূত্র নং ১২১১৩, তারিখ ২ জুন ১৯৩৬

১২৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং- ৪১, আরবী/ব্যক্তি:/শিক্ষক/১৯২২-৪০, বিভাগীয় চেয়ারম্যান কর্তৃক সুপারিশ পত্র, সূত্র নং- ২৬১৮/৫৮-৫৯.তাং ১০ মার্চ ১৯৫৯

গবেষণাকর্ম

জনাব আব্দুস সোবহান "An enquiry into the Causes of the failure of the Mutazilities" শীর্ষক বিষয়ে গবেষণা করে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.লিট ডিগ্রি প্রাপ্ত হন। এ ছাড়াও তাঁর অন্যান্য গবেষণাকর্মগুলো হলো:-

ক. গ্রন্থসমূহ

- *ভন হেনরিচ স্টেইনার অব লীপজিগ* (Von Heinrich Steiner of Leipzig) কর্তৃক লিখিত পুস্তক 'Die Mu'tazilitin oder Die Freidenken in Islam' এর ইংরেজি অনুবাদ করেছেন।
- ইমাম আল-আশআরী কর্তৃক লিখিত গ্রন্থ *"কিতাবু মাকালাতিল ইসলামিয়্যীন ওয়া ইখতিলাফিল মুসাল্লিন"* বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ করেছেন। যার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিলো প্রায় ৬১১।
  - ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী লিখিত *"কিতাবুন নাফস"* এর সম্পাদনা কার্যক্রম সম্পন্ন করেছেন।[১২৫]

খ. প্রবন্ধসমূহ

১. What is the true interpretation of Islam? *মুসলিম হল ম্যাগাজিন*, ১৯২৯
২. New Sources of the history of the Mutazila Movement, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জার্নাল*, ১৯৩১
৩. Wasil Ibn Ata, the founder of Mutasilism, *মুসলিম হল ম্যাগাজিন*, ১৯৩২
৪. The Mutazila Movement, *মুসলিম হল ম্যাগাজিন*, ১৯৩৩
৫. A comparative estimate of the Mutazilite and the Asharite movements, *মুসলিম হল ম্যাগাজিন*, ১৯৩৪
৬. Individual moral responsibility in Islam, *মুসলিম হল ম্যাগাজিন*, ১৯৩৫
৭. Jahm Bin Safwan and his Philosophy, *Islamic Culture,* Deccan, April 1937
৮. Mutazilite view on Beatific Vision, *Islamic Culture,* Deccan, Oct. 1941
৯. Influence of Islam on Indian Culture, *The Young Pakistan,* Dacca, Vol: I, No. III, August 1942
১০. The relation of God to time and space as seen by the Mutazilites, *Islamic Culture,* Deccan, April 1943
১১. Abu Raihan al-Biruni, Morning News, *Magazine Section,* Sun. June 16, 1946
১২. Cultural activities of North Eastern India, *Islamic Culture,* Deccan, July 1947
১৩. The nature of the 'Summum Bonum' in Islam, *Islamic Culture,* Deccan, October, 1947
১৪. The significance of the 'Shahadah' recalled, *Islamic Culture,* Deccan, July 1948
১৫. Cultural activities of Eastern Pakistan. , *Islamic Culture,* Deccan, Jan & April 1949
১৬. Causes of the failure of the Mutazilites, *New Values,* Dacca, Vol: 1, No. 3, 4, 1949
১৭. The Message of Islam, *The Islamic Review,* Woking, Surrey, England, Vol: xxxvii, No. 9, September 1949

---

১২৫. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং- ৪১, আরবী/ব্যক্তি:/ শিক্ষক/ ১৯২২-৪০

Dhaka University Institutional Repository

১৮. The Highest Good of life in Islam is Beatific Vision, *The Islamic Review,* Woking, Surrey, England, Vol: xxxviii, No. 6, June 1950

১৯. The Highest Good of life in Islam, *The Islamic Literature*, Lahore, Vol: 2, No. 7, July 1950

২০. The Universalism of Islam,*The Islamic Review,* Woking, Surrey, England, Vol: xxxviii, No. 8, August 1950

২১. Different aspects of Muslim philosophy, *'মুহাম্মদী'*, অগ্রহায়ন ১৩৫০

২২. Abu Ali Ibn Sina, *The Islamic Literature, Lahore*, Vol: 5, No. 4, April 1953

২৩. Why must we believe in one God? *The Islamic Review*, Woking, Surrey, England, Vol: xii, No. 8, Aug. 1953

২৪. খাজা ফরিদুদ্দীন আত্তার, *মাহে নও*, ফেব্রুয়ারী ১৯৫৩

২৫. The Conquest of Constantinople by the Arabs, *মাহে নও*, খ. ৫, সংখ্যা. ১, ১৯৫৩

২৬. হযরত নূর কুতবুল আলম, *মাহে নও*, নভেম্বর ১৯৫৪

২৭. The World before and after Muhammad, *The Islamic Literature*, Lahore, Vol: 4, No. 1, January 1954

২৮. A Pioneer of Muslim renaissance, *Ramadan Annual of "The Muslim Digest"* Durban, South Africa, May 1954

২৯. ইবন খালদুন, *দিলরুবা*, আষাঢ় ১৩৫৬

৩০. জালালুদ্দীন রূমী, *মুহাম্মদী*, জৈষ্ঠ্য ১৩৫৮

৩১. The Back-ground of the world prophethood, *মুহাম্মদী*, শ্রাবণ ১৩৫৮

৩২. Literary and Scientific Spirit of Islam, *মুহাম্মদী*, আশ্বিন ১৩৫৮

৩৩. Muhammad as a general, *মুহাম্মদী*, পৌষ, ১৩৫৮

মৃত্যু

সৈয়দ আবদুস সোবহান ১৯৫৯ সালের ১লা জুন রাত ১.৩০ মিনিটে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬১ বছর।[১২৬]

মৌলভী শামসামুদ্দীন (২০.১১.১৯২২)

শিক্ষা দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মৌলভী শামসামুদ্দীন ২০ নভেম্বর ১৯২২ হতে ১৫ এপ্রিল ১৯২৪ পর্যন্ত অস্থায়ী প্রভাষক হিসেবে বিভাগে কর্মরত ছিলেন।[১২৭] তাঁর শিক্ষাজীবন, গবেষণা, কর্মজীবন, জন্ম ও মৃত্যু সম্পর্কে কোনো তথ্য জানা যায় না।

মাওলানা সাআদাতুল্লাহ ইসরায়েলী (২৭.০৮.১৯২৩)

জন্ম ও শিক্ষা

মাওলানা সাআদাতুল্লাহ ইসরায়েলী একজন বিদগ্ধ ইসলামী শিক্ষাবিদ। জ্ঞানচর্চা ও শিক্ষাদানের কাজেই তিনি গোটা জীবন অতিবাহিত করেছেন। ১৮৮০ সালের ১৫ অক্টোবর তিনি আগ্রায় জন্মগ্রহণ করেন।

---

১২৬. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং- ৪১, আরবী/ব্যক্তি:/শিক্ষক/ ১৯২২-৪০; বিভাগীয় চেয়ারম্যান ড. সিরাজুল হক কর্তৃক রেজিস্টার দফতরে প্রেরিত পত্র, নং ২৬৫৮/৫৮-৫৯. তাং- ২ জুন ১৯৫৯

১২৭. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং- ২, আরবী/ব্যক্তি:/শিক্ষক/ ১৯২২

Dhaka University Institutional Repository

এখানেই তাঁর প্রাথমিক জীবন অতিবাহিত হয়। ২০ বছর বয়সে তিনি অনার্স কোর্স সমাপ্ত করেন এবং কানপুরের মাওলানা আহমাদ হাসানের হাতে দস্তারবন্দী গ্রহণ করেন।

কর্মজীবন

শিক্ষাজীবন শেষে তিনি শিক্ষকতা পেশায় আত্মনিয়োগ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পূর্বে প্রায় ৩০ বছর ধরে তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেন। সর্বশেষ তিনি আগ্রার মাদরাসায়ে মুহাম্মদীয়ার হেড মুদাররিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২৭ আগস্ট ১৯২৩ সালে তাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়।[১২৮] তিনি ৩০ জুন ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

মারগুব আহমাদ তাওফিক (০৮.০৭.১৯২৪)

জন্ম

মারগুব আহমাদ তাওফিক ১২ জুলাই ১৮৮৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম মৌলভী মোহাম্মদ ওসমান।

শিক্ষাজীবন

জনাব মারগুব আহমাদ ১০ বছর বয়সে কুরআন হিফয করেন।[১২৯] এরপর তিনি দিল্লী ও দেওবন্দের মাদ্রাসাসমূহে লেখাপড়া করেন। এ সময় তিনি আরবী ও ফার্সি সাহিত্যের উপর গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। পরবর্তীতে ১৯০৫ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন 'ওরিয়েন্টাল কলেজ' লাহোর থেকে "High Proficiency in Arabic language and literature" 'মৌলভি আলিম' পাশ করেন। পরের বছর ১৯০৬ সালে "Honours in Persian language and literature' 'মুন্সি ফাযিল' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর ১৯০৭ সালে একই কলেজ থেকে "Honours in Arabic language and literature" 'মৌলভি ফাযিল' পাশ করেন। তিনি সবগুলো পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং সরকারী বৃত্তি প্রাপ্ত হন।

আরবী সাহিত্যের গভীর জ্ঞান অর্জনের পর প্রচলিত ধারায় শিক্ষাগ্রহণের জন্য তিনি সাধারণ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ১৯০৮ সালে মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তারপর আলীগড় কলেজে ইন্টারমিডিয়েট-এ ভর্তি হন। কিন্তু ইন্টারমিডিয়েট শেষ না করেই দিল্লীর একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক পদে যোগদান করেন। ২/৩ বছর যেতে না যেতেই চাকরী ছেড়ে দিয়ে পুনরায় শিক্ষার্জনে ব্রতী হন। ১৯১৩ সালে 'মিরুট কলেজ' থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে সফলতার সাথে কৃতকার্য হন। ইন্টারমিডিয়েট অধ্যয়নরত অবস্থায় ইংরেজি, যুক্তিবিদ্যা ও ইতিহাস বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। এরপর এই মিরুট কলেজের 'আরবী ও ফার্সীর' শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন এবং দীর্ঘ ৭ বছর কর্মরত ছিলেন। মিরুট কলেজে কর্মরত অবস্থায় ১৯১৭ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ অনার্স সম্পন্ন করেন। অতপর ১৯২২ সালে সেন্ট স্টিফেন কলেজ দিল্লী থেকে এম. এ পাশ করেন। এর বাইরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও এম. এ ডিগ্রি অর্জন করেন।[১৩০]

মাওলানা মারগুব আহমাদ শিক্ষাজীবনে যে সকল খ্যাতিমান ব্যক্তিদের শিক্ষক হিসেবে পেয়েছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন- শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান, মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী, মাওলানা আব্দুল আলী, শামসুল উলামা মুফতী আব্দুল্লাহ টংকী, শামসুল উলামা নাজির হাসান প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

১২৮. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৩, ইসলামী শিক্ষা/ব্যক্তি:/শিক্ষক/১৯২৩-৩২, নিয়োগপত্র, সূত্র নং ৫৮২৯, তারিখ-২৭.০৮.১৯২৩

১২৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং-৪, আরবী/ব্যক্তি:/ শিক্ষক/ ১৯২৩-২৭

১৩০. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

কর্মজীবন

জনাব মারগুব আহমাদ ৮ জুলাই ১৯২৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। ১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬ সালে তিনি রিডার পদে অস্থায়ী ভিত্তিতে পদোন্নতি পান। ড. এস. এম হোসাইন যখন রিডার পদ হতে প্রফেসর পদে উন্নীত হন তখন ২২ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯ সালে তিনি রিডার পদে স্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন।[১৩১]

গবেষণাকর্ম

মারগুব আহমাদ রচিত কয়েকটি প্রবন্ধের সন্ধান পাওয়া যায়। সেগুলো হলো-

১. A Sketch of the Idea of Education in Islam, *Islamic Culture, Hyderabad*, Vol. XVII, No. 3, july 1943.[১৩২]
২. The Place of history in Man's progress: Supplement to the star of India.
৩. Is Taqlid Shakhsi necessary? *Kahkashan*, Delhi.
৪. Socialism in the light of Islam, *The daily `zamzam'* Lahore.[133]

মোহাম্মদ এছহাক (২৫.০৭.১৯২৪)

মোহাম্মদ এছহাক এর জন্ম ও প্রাথমিক-মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তাঁর সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় তা হলো- তিনি ছাত্রজীবনে বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ছিলেন। তিনি বিএসসি পাশ করেন এরপর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৩ সালে আরবীতে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। তার সম্পর্কে তৎকালীন বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর আব্দুস সাত্তার সিদ্দিকী বলেন, "Besides having a very good knowledge of Arabic, Mr. Ishaq is a B.sc. a combination which is rather rare and Valuable. He is also a good teacher, and was very much liked by his pupils in this department. He took great pains in preparing his lectures which were very interesting."[১৩৪]

জনাব এছহাক ২৫ জুলাই ১৯২৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত হন।[১৩৫] তিনি ১০ আগস্ট ১৯২৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অস্থায়ী এ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে যোগদান করেন এবং ৩০ জুন ১৯২৫ সাল পর্যন্ত কর্মরত থাকেন।

ড. আব্দুস সাত্তার সিদ্দিকী (০৭.১১. ১৯২৪)

ড. আব্দুস সাত্তার সিদ্দিকীর জন্ম সংক্রান্ত কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

শিক্ষাজীবন

ড. আব্দুস সাত্তার সিদ্দিকীর প্রাথমিক শিক্ষাজীবন এর বিষয়ে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। ড. সিদ্দিকী ১৯১০-১৯১২ সাল পর্যন্ত আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবী সাহিত্যে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করেন এবং ১৯১২ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবী সাহিত্যে এম. এ. পাশ করেন। এরপর ১৯১২ সালে সরকারী বৃত্তি প্রাপ্ত হয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য ইউরোপ গমন করেন। ১৯১২-১৯১৩ সাল পর্যন্ত

---

১৩১. প্রাগুক্ত

১৩২. University of Dacca, *Annual Report*, 1942-43, p. 11

১৩৩. University of Dacca, *Annual Report*, 1940-41, p. 9

১৩৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, বিভাগীয় চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র, তারিখ: ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯২৫

১৩৫. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নিয়োগপত্র, সূত্র নং-১৯৭৪, তারিখ: ২৫.০৭.১৯২৪

Dhaka University Institutional Repository

University of Strass burg এ প্রফেসর লিটম্যান থাম্ব-এর অধীনে আরবী ও ফার্সী সাহিত্যে জ্ঞানার্জন করেন। তারপর ১৯১৩-১৯১৯ পর্যন্ত সময়ে University of Goettingen থেকে আরবী, হিব্রু, ইরানী, ইংরেজি এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে উচ্চশিক্ষা অর্জন করেন। এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই সেপ্টেম্বর ১৯১৯ সালে Persian loan- Words in classical Arabic অভিসন্দর্ভের জন্য পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন Professor F.C. Andreas.

কর্মজীবন

পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জনের পর আব্দুস সাত্তার ভারতবর্ষে ফিরে আসেন এবং আলীগড় এম.এ.ও কলেজের আরবি বিভাগে রিসার্চ প্রফেসর হিসেবে যোগদান করেন। ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনি এখানে শিক্ষকতা করেন। এরপর ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসেই হায়দ্রাবাদ ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯২৪ পর্যন্ত কর্মরত থাকেন। এরপর কিছু দিনের জন্য এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেলো হিসেবে কাজ করেন।[১৩৬]

জনাব সিদ্দিকী ২৬ মার্চ ১৯২৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রফেসর এবং বিভাগীয় প্রধান হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হলেও ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে তিনি কয়েক মাস বিলম্বে ১ নভেম্বর ১৯২৪ সালে উক্তপদে যোগদান করেন।[১৩৭] তবে ১লা নভেম্বর ১৯২৭ সাল থেকে তাকে বিভাগে স্থায়ীভাবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। ১৯২৭ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি তাঁকে তৎকালীন মুসলিম হলের প্রভোস্ট হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। তিনি ৪ জুলাই প্রভোস্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ঢাক বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত অবস্থায় ২৮ আগস্ট ১৯২৮ সালে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ও ফার্সী বিভাগের প্রফেসর হিসেবে যোগদানের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দুই বছরের জন্য বিনা বেতনে ছুটির আবেদন করেন। ১লা নভেম্বর ১৯২৮ সাল থেকে তাকে দুই বছরের জন্য ছুটি প্রদান করা হয়। এ ছুটিতে থাকাবস্থায় স্ত্রীর অসুস্থতার দরুন তিনি ২৯ মার্চ ১৯৩০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর চাকরী থেকে ইস্তফা দেন। ৩ এপ্রিল ১৯৩০ সালে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সভায় তার পদত্যাগ গৃহীত হয়।[১৩৮]

গবেষণাকর্ম

জনাব আব্দুস সাত্তার সিদ্দিকী-এর উল্লেখযোগ্য গবেষণা কর্মগুলো হলো-

ক. গ্রন্থ

১. ১৯১৬ সালে জার্মান ভাষায় প্রফেসর লিটম্যানের সাথে যৌথভাবে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর বইয়ের নাম হলে- "*Harut and Marut*"

খ. প্রবন্ধসমূহ

১. Sawda-*Encyclopedia of Islam*, Vol. II, Fasciculus, D.J Brill, Leyden 1926.[১৩৯]
২. Shibli Numani: Encyclopedia of Islam, 1926.
৩. Construction of Clock and Islamic Civilisation; *Islamic Culture*, Hyderabad, April 1927.
৪. Is Guava the real name of amrud? *The Journal of the Royal Asiatic Society*, London, July 1927.

---

১৩৬. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৪, ইসলামী শিক্ষা/ব্যক্তি:/শিক্ষক/১৯২৪-২৯

১৩৭. নিয়োগপত্র, সূত্র নং- ১৭৯১৩, তারিখ: ২৬.০৩.১৯২৪, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং- ৪, ইসলামী শিক্ষা/ব্যক্তি:/শিক্ষক/১৯২৪-২৯

১৩৮. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং- ৪, ইসলামী শিক্ষা/ব্যক্তি:/শিক্ষক/১৯২৪-২৯

১৩৯. University of Dacca, *Annual Report*, 1926-27, p. 6

৫. Siddiq Hasan, *The Encyclopedia* of Islam, Vol. II, Fasciculus G, Leyden, 1927.
৬. The Letter Qaf and its importance in persian loan-words in Arabic, *The proceedings of the Fourth Oriental Conference*, (held in Allahabad in November 1926), vol. Ii, pp. 223-232.[140]
৭. ১৯১৭ সালে জার্মান ভাষায় লিখিত "*Zeichnungen von Riza Abbasi*" নামক গ্রন্থের উপর প্রফেসর লিটম্যান ও প্রফেসর আন্দ্রেসের সাথে যৌথভাবে একটি রিভিউ লিখেন।
৮. ১৯১৮ সালে Perisian and Indian Miniature painting শীর্ষক প্রবন্ধ লেখেন।

গ. প্রবন্ধ পাঠ

১. প্রফেসর সিদ্দিকী নভেম্বর ১৯২৮ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত Oriental Conference -এ যোগদান করেন এবং "Fairs in Pre-Islamic Arabia" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।
২. ১৯২৬ সালে বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে তিনি Wilson philological lecture প্রদান করেন।
৩. ১৯২৬ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত 4th Oriental Conference এ যোগদান করেন এবং The letter Qaf and its importance in Persian loan words in Arabic শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।[১৪১]

মোছলেহ উদ্দীন (১৮.০২.১৯২৬)

জনাব মোছলেহ উদ্দীন সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। শুধু এতটুকু জানা যায় যে, তাকে ১৯২৬ সালের ১৮ ই ফেব্রুয়ারী কিছু সময়ের জন্য অস্থায়ী সহকারী প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়।[১৪২]

আব্দুল আজীজ (১৭.০৭.১৯২৬)

জন্ম

জনাব আব্দুল আজীজ ২৯ এপ্রিল ১৯৩২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক পদের জন্য আবেদন করেন। উক্ত আবেদন পত্রে তিনি নিজের বয়স ৩১ বছর বলে উল্লেখ করেছেন।[১৪৩] সে হিসেবে তিনি ১৯০১ সালের দিকে জন্মগ্রহণ করেন বলে অনুমিত হয়।

শিক্ষাজীবন

আব্দুল আজীজ ১৯১৫ সালে ঢাকা মাদ্রাসা থেকে লোয়ার মাদ্রাসা স্ট্যান্ডার্ড পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হন। ১৯১৭ সালে ঢাকা মাদ্রাসা থেকে 'নিজামিয়া কোর্সে' হায়ার মাদ্রাসা স্ট্যান্ডার্ড পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ২য় হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। ১৯১৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এর অধীনে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে মেট্রিক পরীক্ষায় অংশ নিয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯২১ সালে ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে কৃতকার্য হন। অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে বি. এ. অনার্সে ভর্তি হন। ১৯২৪ সালে সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ ৮২% শতাংশ নম্বর পেয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থানসহ বি.এ. অনার্স সম্পন্ন করেন। ১৯২৫ সালে একই বিভাগ

---

১৪০. University of Dacca, *Annual Report*, 1927-28, p. 8
১৪১. University of Dacca, *Annual Report*, 1928-29, p. 6
১৪২. University of Dacca, *Annual Report*, 1925-26, p. 4
১৪৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং-৫, ইসলামী শিক্ষা/ব্যক্তি:/শিক্ষক/১৯২৬-২৭

Dhaka University Institutional Repository

থেকে এম.এ পরীক্ষায় ৭২% নম্বর পেয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেন। পরবর্তীতে ১৯৩১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফার্সী বিভাগ থেকে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।[১৪৪]

কর্মজীবন

জনাব আবদুল আজীজ ১৯১৮ সালে ত্রিপুরার উজানচর কে.এন ইনষ্টিটিউশনে এ্যাংলো পার্সীয়ান টিচার হিসেবে নিয়োগ লাভের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন এবং ১৯১৯ সাল পর্যন্ত সেখানে কর্মরত থাকেন। ১৯২৫ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করার পর জুলাই ১৯২৫ থেকে ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, ঢাকা (বর্তমান কবি নজরুল কলেজ)- এ শিক্ষকতা শুরু করেন। এরপর ১৭ জুলাই ১৯২৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে সহকারী প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। সেখানে দুই বছর শিক্ষকতা করার পর ১৯২৭ সালে তিনি ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, চট্টগ্রাম-এ আরবী প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন এবং সেখানে চার বছর কর্মরত থাকেন।[১৪৫]

অতঃপর মার্চ ১৯৩১ সালে চট্টগ্রাম কলেজে আরবী ও ফার্সীর প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। এরপর ৩রা নভেম্বর ১৯৩২ সালে তিনি পুনরায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৩০ বছর শিক্ষকতায় নিযুক্ত থাকার পর শেষ দিকে এসে শারীরিক অসুস্থতার কারণে দুর্বল হয়ে পড়েন। তাই নিয়মানুযায়ী ১ জুলাই ১৯৬২ সালে তাঁর অবসরে যাওয়া কথা থাকলেও প্রায় একবছর পূর্বে ১ লা নভেম্বর ১৯৬১ সালে তিনি শিক্ষকতা থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করেন।[১৪৬]

জনাব আবদুল আজীজ শিক্ষক হিসেবে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আচার আচরণে ছিলেন নম্র, ভদ্র ও অমায়িক। তাঁর সম্পর্কে তাঁর প্রিয় শিক্ষক প্রফেসর আব্দুস সাত্তার সিদ্দিকী বলেন:“Besides being a very good Scholar of Islamic subjects and of Arabic, Mr. Abdul Aziz has a very good knowledge of Persian and Urdu.”[147]

আবুল হাশিম (৩১.১০.১৯২৭)

জনাব আবুল হাশিমের শিক্ষাজীবন সম্পর্কে বিস্তারিত না জানা গেলেও তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবীতে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন বলে তার ব্যক্তিগত ফাইলে উল্লেখ আছে।[১৪৮] তিনি ৩১ অক্টোবর ১৯২৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থায়ী এ্যাসিস্ট্যান্ট প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পূর্বে তিনি ভোলা এ.আর.হাই মাদ্রাসাতে সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ১১ অক্টোবর ১৯২৮ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন।[১৪৯]

---

১৪৪. প্রাগুক্ত

১৪৫. প্রাগুক্ত

১৪৬. প্রাগুক্ত

১৪৭. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং-৫, ইসলামী শিক্ষা/ব্যক্তি:/শিক্ষক/১৯২৬-২৭, প্রফেসর ড. আব্দুস সাত্তার সিদ্দিকী কর্তৃক প্রত্যায়নপত্র, তারিখ- ২০ নভেম্বর ১৯২৫

১৪৮. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৬, ইসলামী শিক্ষা/ ব্যক্তি:/শিক্ষক/১৯২৭-২৮

১৪৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৬, ইসলামী শিক্ষা/ ব্যক্তি:/শিক্ষক/১৯২৭-২৮, নিয়োগপত্র, সূত্র নং-৬৬৩, তারিখ: ১২.০৭. ১৯২৮

Dhaka University Institutional Repository

জনাব নূর বখশ (৩১.১০.১৯২৭)

জনাব নূর বখশ ১৯২৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থানসহ বি.এ অনার্স সম্পন্ন করেন। ১৯২৭ সালের ৩১ অক্টোবর জনাব আ: আজীজ এর ছুটিজনিত কারনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অস্থায়ী সহকারী লেকচারার হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন।[১৫০] পরবর্তীতে ১লা আগস্ট ১৯২৮ সালে তিনি চাকরী থেকে অব্যাহতি নেন।[১৫১]

ড. সিরাজুল হক (০১.০৮.১৯২৮)

ড. সিরাজুল হক ছিলেন একজন খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ, বিশ্ববরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক ও জ্ঞান তাপস। তিনি কেবল আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ নয়, বরং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অতি অল্প সংখ্যক কালজয়ী শিক্ষাবিদদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। সারা জীবন জ্ঞানচর্চা ও সাধনায় নিজেকে আত্মনিবেদিত করেছেন। যার স্বীকৃতিস্বরূপ 'স্বাধীনতা পুরস্কার' ও 'একুশে পদকে' ভূষিত হয়েছিলেন।

জন্ম ও শৈশবকাল

ড. সিরাজুল হক ১লা এপ্রিল ১৯০৫ খ্রি. মোতাবেক ১৫ মাঘ ১৩০৮ বঙ্গাব্দে বৃহত্তর নোয়াখালী অঞ্চলের লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জ উপজেলার ভোলাকোট গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম মৌলভী মুহাম্মাদ হামিদউল্লাহ পাটওয়ারী, মাতার নাম মাইমুনা খাতুন।[১৫২] ড. সিরাজুল হক-এর পূর্বপুরুষগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন বলে জানা যায়। তাঁর পিতামহের দাদার নাম ছিলো অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। কয়েক শতাব্দী পূর্বে 'জাযীরাতুল আরব' থেকে আসা ধর্ম প্রচারকদের নিকট ইসলাম কবুল করে নিজের নাম রাখেন অন্তি মুহাম্মদ। তিনি উত্তর ভারত থেকে এসে ঢাকার অদূরে অবস্থিত বিক্রমপুর এলাকায় বসতি স্থাপন করেন। পরবর্তী সময়ে বিক্রমপুর থেকে বর্তমান লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জ উপজেলার ভোলাকোট গ্রামে স্থায়ী বসবাস শুরু করেন। অন্তি মুহাম্মদ থেকেই মূলত ড. সিরাজুল হক এর পরিবারের মুসলিম হিসেবে যাত্রা সূচনা হয়। সে হিসেবে ড. সিরাজুল হকের বংশধারা হলো- অন্তি মুহাম্মদ, তাঁর একমাত্র ছেলে রেজা মুহাম্মদ, তাঁর একমাত্র ছেলে তকী পাটওয়ারী, তাঁর ছেলে হামিদউল্লাহ পাটওয়ারী, হামিদউল্লাহ পাটওয়ারীর সাত ছেলের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছেলে ড. সিরাজুল হক। বাঙালী পরিবার হলেও ঐতিহ্যগতভাবে তাঁরা আরবী ও ফার্সী ভাষায় পারদর্শী ছিলেন।[১৫৩]

শিক্ষাজীবন

ড. সিরাজুল হকের বাবা ছিলেন একজন আলিম এবং তাঁর পারিবারিক পরিবেশ ছিল নিখাদ ধর্মীয় অনুশাসনভুক্ত। পারিবারিক রীতি ও তৎকালীন ঐতিহ্য অনুযায়ী নিজ পরিবার থেকে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের সূচনা হয়। পারিবারিক পরিমন্ডলে প্রাথমিক দ্বীনি শিক্ষালাভের পর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে তিনি রামগঞ্জে নানা বাড়ীর কাছে ভাট্টা মাদরাসায় ভর্তি হন।[১৫৪]

ভাট্টা মাদ্রাসার পর তিনি দৌলতপুরে ক্বারী মাওলানা ইব্রাহীম (রহ.) এর নিকট কুরআন মাজীদ ও তাজভীদ অধ্যয়ন করেন। বরেণ্য শিক্ষকের নিকট শেখার বদৌলতে তিনি ইলম আল-কিরা'আতের নিয়ম মেনে সুমধুর কণ্ঠে তিলাওয়াত করতে পারতেন।[১৫৫]

---

১৫০. University of Dacca, *Annual Report*, 1927-28, p. 8

১৫১. University of Dacca, *Annual Report*, 1928-29, p. 5

১৫২. আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দীন, **'ড. সিরাজুল হক ঃ সুপরিচিত জ্ঞান-তাপস বহু শিক্ষকের শিক্ষক'**, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, বর্ষ. ৪৫, সংখ্যা. ৩, জানুয়ারী-মার্চ, ২০০৬, পৃ. ১৫

১৫৩. জিয়াউল হক, **'ড. সিরাজুল হক: ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন'**, *A Quest For Islamic Learning*, Ed. Md. Akhtaruzzaman, Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, December, 2011, p.5

১৫৪. ড. মুহাম্মদ আবদুর রশীদ, **নীরবে চলে গেলেন ইসলামী চিন্তাবিদ ড. সিরাজুল হক**, *দৈনিক আমার দেশ*, জুন ১, ২০০৫

১৫৫. আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রাথমিক শিক্ষা শেষে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য ড. হক ঢাকায় আসেন। ১৯১৭ সালে ঢাকার প্রসিদ্ধ 'মুহসিনিয়া মাদরাসায়' (বর্তমান কবি নজরুল কলেজ) ভর্তি হন। এ সময় মুহসিনিয়া মাদরাসা সরকারী ব্যবস্থাপনায় আবূ নসর ওহীদের প্রবর্তিত পদ্ধতির আলোকে 'নিউস্কীম মাদরাসায়' রূপান্তরিত হয়। ফলে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি তিনি ইংরেজি শেখার সুযোগ পান। ১৯২১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। ১৯২৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে ঢাকা বোর্ডের অধীনে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন।[১৫৬]

উচ্চশিক্ষার জন্য ১৯২৩ সালে ড. হক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ভর্তি হন। অতঃপর ১৯২৬ সালে বি.এ অনার্স পরীক্ষায় ১ম শ্রেণিতে ১ম স্থান এবং ১৯২৭ সালে এম.এ পরীক্ষায় ১ম শ্রেণিতে ২য় স্থান অর্জন করেন।[১৫৭] ১৯৩০ সালে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে ফার্সী বিভাগ থেকে এম.এ পরীক্ষায় ২য় শ্রেণিতে ১ম স্থান অধিকার করেন। উল্লেখ্য সে বছর ফলাফল বিপর্যয়ের কারণে কেউ প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয়নি।[১৫৮]

ড. হক তৎকালীন ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রধান ড. জে. ডব্লিউ ফুইকের নিকট জার্মান ভাষা শেখেন এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে গবেষণা কর্ম শুরু করেন। কিন্তু গবেষণা শেষ হওয়ার আগে ড. ফুইক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরী ছেড়ে দিয়ে ফ্রাংকফোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যান। পরবর্তীতে ড. হক ১৯৩৫ সালে পিএইচ.ডি গবেষণার জন্য লন্ডন গমন করেন এবং ১৯৩৭ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্কুল অব ওরিয়েন্টাল এন্ড আফ্রিকান স্টাডিজ' থেকে "Ibn Taimiya and his projects of Reform" শীর্ষক বিষয়ে গবেষণার জন্য পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন বিখ্যাত ওরিয়েন্টালিস্ট স্যার হেমিল্টন এ. আর. গিব। তিনি ড. হকের পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ মূল্যায়নে লিখেন,

> "He showed the utmost diligence and application in his work, and his thesis was highly thought of by his Examiners. He has read widely in Hadith and in Arabic Theology and Philosophy (including Tafsir and Fiqh), acquiring a good knowledge of the sources and of the literature based upon them, and has attended several of the University courses in Islamic history. I believe that he will, if placed in a suitable position, be able to do valuable work in the future".[১৫৯]

এছাড়াও তাঁর থিসিসের বহিরাগত পরীক্ষক Dr. A. Gullame (Principal, Oxford Diocesam Training Collage) ভূয়সী প্রশংসা করে লিখেছেন,

> "He seemed to me to have a real interest in his author and his symphathetic approach made his thesis interesting to read. He has an excellent knowledge of Arabic and, what is perhaps not so common, a good knowledge of English Language."[160]

---

১৫৬. জিয়াউল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

১৫৭. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৬, আরবী/ব্যক্তি:/শিক্ষক/১৯২৭-৫৩, প্রফেসর পদের আবেদন পত্র

১৫৮. Bio-Data of Dr. Serajul Haque, p.1 (ড. সিরাজুল হকের নিজের লেখা জীবনবৃত্তান্ত)।

১৫৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৬, আরবী/ব্যক্তি:/শিক্ষক/১৯২৭-৫৩

১৬০. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য যে, ড. হক এর পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুজিবুর রহমান এটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন এবং এটিও ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশ করে।[১৬১]

কর্মজীবন

১৯২৭ সালে এম.এ পাসের পর ১৯২৮ সালের ১ আগস্ট ড. সিরাজুল হক বিভাগের সহকারী প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। তাঁর নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের রিপোর্টে বলা হয়েছে, "Mr. Nur Bakhsh having resigned his post as Assistant Lecturer (Temporary), Mr. Serajul haque, M. A (Dacca) was appointed Assistant Lecturer in his place from the first of August, 1928.[১৬২]

১৯৩৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত অবস্থায় ২ বছরের ছুটি নিয়ে পিএইচ.ডি গবেষণা করেন। ১৯৩৭ সালে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভের পর বিভাগে লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন। এরপর ১৯৪৩ সালে রিডার (যা বর্তমানে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে বিবেচিত) এবং ১৯৫১ সালের ২৮ জুলাই প্রফেসর হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন।[১৬৩]

১৯৫১ হতে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ২০ বছর তিনি আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের 'হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট' হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ৪২ বছর তিনি শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। অবশেষে ১৯৭০ সালে ৩০ জুন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি জাহাঙ্গীরনগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে অবৈতনিক ট্রেজারার হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। এ পদে তিনি প্রায় চার বছর ছয় মাস দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৫ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রফেসর ইমেরিটাস হিসেবে নিযুক্ত করে। ১৯৮০ সালে আরবী এবং ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ নামে স্বতন্ত্র দুটি বিভাগের যাত্রা শুরু হলে তিনি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে থেকে যান, কারণ তিনি মূলত ইসলামিক স্টাডিজের ছাত্র ছিলেন।[১৬৪]

উল্লেখযোগ্য ছাত্রবৃন্দ

ড. সিরাজুল হক ছিলেন একজন সফল শিক্ষক। তাঁর অসংখ্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনেকেই কর্মজীবনে বড় বড় দায়িত্ব পালন করছেন। সে সকল ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম কয়েজন হলেন, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের খ্যাতিমান শিক্ষক ড. মোহাম্মদ এসহাক, অক্সফোর্ড থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভকারী প্রথমে ঢাকা ও পরে কোয়েটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ছগীর হোসাইন মাসুমী, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রি প্রাপ্ত পরবর্তীতে রাজশাহী ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান ড. এম. এ. বারী, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রি প্রাপ্ত বিভাগের শিক্ষক ড. এ. বি. এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী, ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জনকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. মোহাম্মাদ আবদুস সাত্তার, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্কুল অব ওরিয়েন্টাল এন্ড আফ্রিকান স্টাডিজ' থেকে পিএইচ.ডি অর্জনকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার উপাচার্য ড. মুহাম্মাদ মুস্তাফিজুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও পাকিস্তান ইসলামাবাদের ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটের খ্যাতিমান গবেষক ও লন্ডন থেকে পিএইচ.ডি অর্জনকারী ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আ. ন. ম.

---

১৬১. আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

১৬২. University of Dacca, *Annual Report,* 1928-29, p. 5

১৬৩. আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

১৬৪. মোহাম্মদ আবু জাফর খান, **ড. সিরাজুল হক: আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে তাঁর অবদান,** *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, বর্ষ. ৪৭, সংখ্যা. ১, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০০৭, পৃ. ৭৬

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল মান্নান খান ও আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দিন, ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য বিভাগের খ্যাতিমান শিক্ষক ড. আ. ন. ম. রইছ উদ্দিন, লন্ডন হতে বার এট ল' সম্পন্নকারী ব্যারিষ্টার কোরবান আলীসহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।[১৬৫]

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন

ড. সিরাজুল হক দৈহিক গঠনে উঁচু-লম্বা, গোলগাল চেহারা ও ফর্সা রং বিশিষ্ট ছিলেন। প্রথম দেখায় অনেকেই তাঁকে বিদেশী হিসেবে মনে করতো। তিনি সবসময় পরিপাটি থাকতে পছন্দ করতেন। সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। তাঁর চরিত্র মাধুর্য ছিল অত্যন্ত অমায়িক। এত বড় ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। তিনি ছিলেন নম্র, ভদ্র ও সদালাপী। ছিলেন কোমল হৃদয়ের অধিকারী, সত্য প্রিয়, স্পষ্টভাষী। তাঁর এ বৈশিষ্ট্যের জন্য তিনি সকলের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তিনি সব সময় মাথায় টুপি রাখতেন ও সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতেন।[১৬৬]

ড. হক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হওয়ার কয়েক বছর পর ১৯২৯ সালের ২৭ ডিসেম্বর জ্ঞানতাপস ও ভাষা বিজ্ঞানী ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর জ্যেষ্ঠ কন্যা মাহযূযা খাতুনের সাথে শুভ পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। ড. সিরাজুল হক ও মাহযূযা দম্পতির সংসারে ৫ ছেলে ও ৪ মেয়ে জন্ম গ্রহণ করেন।[১৬৭]

প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন

ড. সিরাজুল হক ছিলেন দক্ষ প্রশাসক। অধ্যাপনার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে নানা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি সলীমুল্লাহ মুসলিম হলে ৪ বছর সহকারী আবাসিক শিক্ষক ও ১ বছর আবাসিক শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৪০-৪৪ মোট ৪ বছর সহকারী প্রক্টর ও ১৯৪৫ সালে ১ বছর প্রক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৪৪ সালে এক বছরের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক হিসাবেও কর্মরত ছিলেন। ঢাকা জাদুঘরের তত্ত্বাবধায়ক ড. এ.এম. হাবিবুল্লাহ ১৯৫৩-৫৪ সালে এক বছরের জন্য উচ্চ ডিগ্রি নিতে লন্ডন চলে গেলে তার স্থলে ড. সিরাজুল হককে অস্থায়ী তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ১৯৬৪-৬৫, ১৯৬৫-৬৬ এবং ১৯৬৮-৬৯ সেশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডিনের দায়িত্ব পালন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণের পর প্রায় চার বছর ছয় মাস তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈতনিক ট্রেজারারের দায়িত্ব পালন করেন।[১৬৮]

বিভিন্ন সংগঠনে দায়িত্ব পালন

ড. সিরাজুল হক বরেণ্য শিক্ষাবিদ ও যোগ্য প্রশাসক হওয়ার সাথে সাথে দক্ষ সংগঠকও ছিলেন। তিনি সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের আবাসিক ছাত্র হিসেবে ১৯২৬ -২৭ সেশনে 'থিওলজিক্যাল সোসাইটির সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেন। সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র সংসদে ১৯২৯-৩০ ও ১৯৩১-৩২ দুই সেশনে শিক্ষক প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন 'সেন্ট্রাল সোসাল সার্ভিস লীগ অব দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি' এর ১৯৩৯-৪০ এবং ১৯৪০-৪১ সেশনের সেক্রেটারী। তিনি 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তানের' সেক্রেটারী জেনারেল ও সহ সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ জাতীয় কারিকুলাম ও সিলেবাস কমিটি কর্তৃক আরবী ও ইসলামিয়াত বিষয়ের সিলেবাস সাব-কমিটির সদস্য নিযুক্ত হন এবং উক্ত কমিটির কার্যক্রমে নিয়মিত অংশ গ্রহণ করেন।[১৬৯]

---

১৬৫. মুহাম্মদ ঈসা কাদেরী, *ড. সিরাজুল হক: জীবন সাধনা ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে তাঁর অবদান*, অপ্রকাশিত পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২, পৃ. ১২৭-১৩১

১৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

১৬৭. জিয়াউল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮-৯

১৬৮. মোহাম্মদ আবু জাফর খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

১৬৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, *৫৫তম বার্ষিক বিবরণী*, ১৯৭৫-৭৬, পৃ. ৭৬

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর ১৯৭৮-৭৯ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।[১৭০]

তিনি পূর্ব পাকিস্তান মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের সদস্য ও সদস্য সচিব ছিলেন। এছাড়াও তিনি অনেকগুলো সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত ছিলেন। যেমন, Institute of Islamic Education and research (IIER) ঢাকা, বাংলাদেশের ব্যবস্থাপক কমিটির চেয়ারম্যান, The Alumnai Association of German University of Bangladesh এর প্রেসিডেন্ট, Council of Islamic Socio-Cultural Organization (CISCO) এর প্রেসিডেন্ট, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বোর্ড অব গভর্নরস'এর সদস্য, সরকারি তিতুমীর কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান, ঢাকা তিব্বিয়া হাবীবীয়া কলেজের ব্যবস্থাপক কমিটির চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইসলামিক শিক্ষা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, বাংলাদেশ যাকাত বোর্ডের সম্মানিত সদস্য ইত্যাদি।[১৭১]

কৃতিত্বপূর্ণ অবদান ও সম্মাননা লাভ

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ ড. সিরাজুল হকের ভূয়সী প্রশংসা করে লেখেন, 'ড. সিরাজুল হক ছিলেন একজন মহান শিক্ষাবিদ ও গবেষক। সর্বোপরি তিনি ছিলেন একজন আদর্শ মানুষ। তিনি তাঁর মেধা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও আদর্শের দ্বারা সকলের সম্মান ও সমাদর লাভ করেছিলেন। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত শিক্ষা ও গবেষণায় কাটিয়েছেন তিনি।'[১৭২] ড. হক তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীকে দান করেন।[১৭৩] কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে তিনি বিভিন্নভাবে সম্মানিত হয়েছেন। যেমন,

১. ১৯৬৯ সালে পাকিস্তান সরকার তাঁকে "সিতারায়ে ইমতিয়ায" খেতাব প্রদান করে।
২. ১৯৭৩ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ তাঁকে ফেলোশীপ প্রদান করে।
৩. শিক্ষা ও গবেষণায় অনন্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৯৭৫ সালে তাকে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ইমেরিটাস অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত করে।
৪. ১৯৮৬ সালের ২৬ শে মার্চ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে গৌরবময় অবদান ও কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ তাকে ১৯৮৩ সনের স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করেন।
৫. ১৯৮৫ সালে ইসলামী বিষয়ে গবেষণার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন তাঁকে পদক প্রদান করে।
৬. ১৯৯৬ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি অব কলকাতা তাঁকে প্রফেসর সুকুমার সেন স্বর্ণপদক প্রদান করে।
৭. ১৯৯৭ সালে তিনি একুশে পদক লাভ করেন।
৮. ২০০২ সালে ঢাকা আহছানিয়া মিশন তাকে "খান বাহাদুর আহছান উল্লা স্বর্ণপদক" এ ভূষিত করে।[১৭৪]

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ

ড. হক দেশ বিদেশে বহু সভা-সেমিনার, কনফারেন্সে যোগ দিয়েছেন। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে,

- ১৯৩৬ সালে জার্মানীর 'বন' শহরে International Oriental Conference অনুষ্ঠিত হয়। এতে ভারতীয় প্রতিনিধি হিসেবে ড. সিরাজুল হক অংশ গ্রহণ করেন।[১৭৫]

---

১৭০. অনার বোর্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ-এর কার্যালয়, ঢাকা

১৭১. আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

১৭২. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, মনীষা, খ্যাতিমান ইসলামী চিন্তাবিদ ও শিক্ষক ড. সিরাজুল হক, *দৈনিক দেশবাংলা*, জুন ১, ২০০৫, পৃ. ১২

১৭৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, *৫৫তম বার্ষিক বিবরণী*, ১৯৭৫-৭৬, পৃ. ৭৬

১৭৪. মোহাম্মদ ঈসা কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯-১০০

Dhaka University Institutional Repository

- পকিস্তানের মুলতানে 'দারুল উলুম' নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য কায়েদে আজম মেমোরিয়াল ফান্ড' এর কেন্দ্রীয় কমিটি 'দারুল উলুম' নামে একটি কমিটি করে, সে কমিটির সদস্য হিসেবে ড. সিরাজুল হককে মনোনীত করা হয়। এ কমিটির মিটিংয়ে যোগদানের জন্য বেশ কয়েকবার ড. হক পাকিস্তান গমন করেন। ১৯৫১ সালের জুলাই ও আগস্টে করাচিতে অনুষ্ঠিত সভায় তিনি অংশ গ্রহণ করেন। এরপর ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রাওয়ালপিন্ডির মিটিংয়েও তিনি যোগ দেন। অতপর ১৯৫৩ সালে করাচিতে দারুল উলুম কমিটির একটি সভায়ও তিনি অংশগ্রহণ করেছেন।[১৭৬]
- 'ইউনেস্কো'র উদ্যোগে ১৯৫৩ সালে নাওয়ারা ইলিয়া, সিলন (বর্তমান শ্রীলঙ্কা)-এ অনুষ্ঠিত "Contribution of Modern Languages towards living in a world Community" শীর্ষক সেমিনারে ড. সিরাজুল হক পাকিস্তানের প্রতিনিধি হয়ে অংশগ্রহণ করেন এবং "The Teaching of Arabic in Pakistan" শিরোনামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।[১৭৭]
- ১৯৫৬ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের 'উলামা ডেলিগেট' হিসেবে মাসব্যাপি এক সফরে চীন গমন করেন। এ সফরের উদ্দেশ্য ছিল চীনের মুসলমানদের অবস্থা স্টাডি করা ও সেখানের মসজিদসমূহ পরিদর্শন করা। এ সফরে তিনি ছাড়াও আরো দু'জন ছিলেন, তারা হলেন- (তাঁর শ্বশুর) ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও আজিজুল হক। ড. হক তাঁর এ সফরকে জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[১৭৮]
- পাকিস্তানের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৫৭ সালের একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে তিনি যোগদান করেন এবং "Islam`s Contribution to World Peace" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।
- ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের হায়দারাবাদে আন্তর্জাতিক দর্শন সম্মেলন হয়। এ সম্মেলনের ৫ম অধিবেশনে ড. হক একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন যার শিরোনাম ছিল- "Bahaism and Its Philosophy."
- ১৯৫৮ সালে কানাডার মন্ট্রিলে অনুষ্ঠিত অষ্টম কমনওয়েলথ বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।[১৭৯]
- ১৯৫৮ সালের ৯ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করেন। এ সময় তিনি এশিয়া ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে যুক্তরাষ্ট্রের এডুকেশনাল ইনস্টিটিউটসমূহ পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে অধ্যয়ন করেন।[১৮০]

  এই সফরে আমেরিকার মিশিগান শহরে পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসেবে "Religion and The State University" শীর্ষক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়াও মিশিগানে ছাত্র ইউনিয়নের সভায় ইসলাম সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন এবং মহিলা কলেজ পরিদর্শন করেন।[১৮১]
- ১৯৫৯ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পাকিস্তান ফিলোসপিক্যাল কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং The Grades of Haqiqat শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন।[১৮২]

---

১৭৫. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৬, আরবী/ব্যক্তি:/ শিক্ষক/১৯২৭-৫৩

১৭৬. Universtiy of Dacca, *Annual Report,* 1952-53, p. 8

১৭৭. *Bio-Data of Dr. Serajul Haque,* op. cit. p.2

১৭৮. মোহাম্মদ আবু জাফর খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭-৭৮

১৭৯. *Bio-Data of Dr. Serajul Haque,* op. cit. p.3

১৮০. University of Dacca, *Annual Report 1958-59,* p. 43

১৮১. আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

১৮২. University of Dacca, *Annual Report, 1959-60,* p. 47

- ১৯৬০ সালে পশ্চিম জার্মানের মারবার্গে অনুষ্ঠিত ১০ম ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস ফর দি হিস্ট্রি অব রিলিজিয়নে ড. হক অংশগ্রহণ করেন এবং "Islam and World Brotherhood" শীর্ষক বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।[১৮৩]
- ১৯৬০ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পাকিস্তান দর্শন সম্মেলনের ৭ম অধিবেশনে "The Grades of Truth as Expounded by Imam Ibn Taimiyya." শীর্ষক বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন।
- ১৯৬৩ সালে তিনি পাকিস্তানের পেশোয়ারে অনুষ্ঠিত 'পাকিস্তান দর্শন কংগ্রেসের ১০ম অধিবেশনে যোগদান করেন।
- ১৯৬৪ সালের ২৭-৩১শে মার্চ পাকিস্তানের পেশোয়ারে অনুষ্ঠিত 'ইসলামিক স্টাডিজ কনফারেন্স'-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেন এবং 'Islamic Studies in East Pakistan' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন।
- ১৯৬৪ সালের ১১-১৮ এপ্রিল সিন্ধ ইউনিভার্সিটিতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান ফিলোসপিক্যাল কংগ্রেসে যোগ দেন এবং সেখানে Some Aspects of Tasawwuf শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন।[১৮৪]
- ১৯৬৫ সালে মিশরের রাজধানী কায়রোর আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় তিনি আল-আযহারের উপাচার্য শায়খ হাসান আল-মায়মূনের সাথে ফিলিস্তীনের 'গাযা' এলাকা ভ্রমন করেন ও দুর্দশাগ্রস্ত মুহাজিরদের পরিদর্শন করেন।[১৮৫]
- ১৯৭৪ সালে বেলজিয়ামের লাউভা (Lau Vain) বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত "Religion for Peace"শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন।[১৮৬]
- ১৯৭৪ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ১ম জাতীয় বাংলাদেশ ভূগোল সম্মেলনে ড. সিরাজুল হক যোগদান করেন এবং 'আল রুমী এবং ভূগোলশাস্ত্রে তাঁর অবদান' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।[১৮৭]
- ১৯৭৬ সালে বাগদাদে একটি উলামা কনফারেন্সে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদেন ও 'Islam's Attitude Toward Reveals Religions' এবং Zionism and Its Expansionist Attitude' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন।[১৮৮]
- ১৯৭৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত 'তাশখন্দ' ও সমরকন্দ' সফর করেন। সেখানে ইমাম বুখারী (রহ.) এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।[১৮৯]
- ১৯৭৬ সালের ৩রা মার্চ থেকে ১৬ইই মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডি, লাহোর, পেশোয়ার এবং করাচীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সীরাত সম্মেলনে ড. হক বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন।[১৯০]
- ১৯৭৬ সালের ২ শে ফেব্রুয়ারী 'স্যার হেমিলটন গিব এবং আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ তাঁহার অবদান' শীর্ষক প্রবন্ধটি ড. হক বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির মাসিক সভায় পাঠ করেন।[১৯১]

---

১৮৩. University of Dacca, *Annual Report, 1960-61,* p. 49

১৮৪. University of Dacca, *Annual Report,* 1963-64, p. 49

১৮৫. আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

১৮৬. তোফায়েল আহমেদ, *নোয়াখালির লেখক ও বুদ্ধিজীবী পরিচিতি* (ঢাকা: পাঁচগাঁও প্রকাশনী, ১৩৯৩ বাংলা), পৃ. ১১৭

১৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

১৮৮. মোহাম্মদ ঈসা কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

১৮৯. প্রাগুক্ত

১৯০. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, *৫৫তম বার্ষিক বিবরণী*, ১৯৭৫-৭৬, পৃ. ৭৬

১৯১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

- ১৯৭৭ সালে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত এশীয় আন্তর্জাতিক ধর্মীয় শান্তি কমিটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।[১৯২]
- ১৯৭৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সিতে অবস্থিত প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেন। এ সময় তিনি জাতিসংঘ সদর দফতর পরিদর্শন করেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কার্টারের সঙ্গে সাক্ষাত করেন।
- একই বছর (১৯৭৯ সাল) ভারতের হায়দারাবাদে অবস্থিত উসমানীয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গোল্ডেন জুবিলী উদযাপন উপলক্ষ্যে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে তিনি বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং "Some Basic principles of Constitution of an Islamic State." বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন।
- ১৯৭৯ সালে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত "Organization of Islamic Conference (OIC) কর্তৃক "Application of Shariah" শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারে ' Islam and Sciene ' শিরোনামে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।
- ১৯৮১ সালে টোকিওতে ইউনেসকোর উদ্যোগে আয়োজিত 'Moral Education in Asian Countries' শীর্ষক সম্মেলনে 'Moral Education in Bangladesh' শিরোনামে প্রবন্ধ পাঠ করেন।[১৯৩]
- ১৯৮১ সালে নয়া দিল্লীর বিজ্ঞান ভবনে অনুষ্ঠিত "Religion for Peace" শীর্ষক সেমিনারে "Education for Peace" শিরোনামে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।[১৯৪]
- ১৯৮৪ সালে নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত চতুর্থ "Asian Conference of Religion for Peace" শীর্ষক সেমিনারে যোগদান করেন এবং 'Religion for Human Dignity and World Peace' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। [১৯৫]
- ১৯৮৭ সালে পাকিস্তানের জাতীয় হিজরী কাউন্সিলের উপদেষ্টা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হিসেবে আন্তর্জাতিক হিজরী সম্মেলনে যোগদান করেন।[১৯৬]

গবেষণাকর্ম

ড. সিরাজুল হক শিক্ষাদান, প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড সম্পাদন ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনে নেতৃত্ব প্রদানের পাশাপাশি গবেষণা কার্যক্রমেও অসামান্য অবদান রেখেছেন। নিম্নে তাঁর গবেষণাকর্মসমূহ বিবৃত হলো-

ক. রচিত, অনূদিত ও সম্পাদিত গ্রন্থসমূহ

১. *Imam Ibn Taimiyya and His Projects of Feform*, পিএইচ.ডি থিসিস, ১৯৮২ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে।

২. *The Qaida Marrakushiya of Ibn Taimiya*, এটি The Studies in honour of H.A.R. Gibb by E.j. Brill, lieden, Halland- থেকে প্রকাশিত হয়।[১৯৭]

৩. *তাজরীদুল বুখারী*র অনুবাদ কার্যের সাথে জড়িত ছিলেন।[১৯৮]

---

১৯২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, *৫৭তম বার্ষিক বিবরণী*, ১৯৭৭-৭৮, পৃ. ৫০

১৯৩. আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

১৯৪. প্রাগুক্ত

১৯৫. মোহাম্মদ ঈসা কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

১৯৬. প্রাগুক্ত

১৯৭. University of Dacca, *Annual Report*, 1964-65, P. 134

৪. ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত ও বৃহৎ *ইসলামী বিশ্বকোষ* এর সম্পাদনা পরিষদের সদস্য এবং শেষের দিকে চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

৫. ইসলামিক ফাউন্ডেশনের *সীরাত বিশ্বকোষ* সম্পাদনা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে অসামান্য অবদান রাখেন।

খ. প্রবন্ধসমূহ

১. Al Hariri (আল হারীরী), *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জার্নাল*, ১৯৩৩
২. Ibn Taimiyya and His anthro-pomorphism. *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জার্নাল*, ১৯৩৪
৩. Some side lights on the Nusairis, *Dacca University Studies*, 1935.
৪. Ibn Taimiyya's Conception of Analogy and Consensus. *Islamic Culture*, Hydrabad, India, 1943.
৫. Sama and Rags of the Darwaishes, *Islamic Culture*, Hydrabad, India, 1944.
৬. A Letter of Ibn Taimiyya to prince Historian Abul Fida, *The Documenta Islami in Inedita*, Berlin, East Germany, 1952.[১৯৯]
৭. Teaching of Arabic in Pakistan, *UNESCO Volume on the Teaching of Modern Languages*, Paris, 1955
৮. A Poem of Imam Ibn Taimiyya on Predestination, *Journal of Asiatic Society of Pakistan*, 1956
৯. Su'al li Ibn Taimiyya, *Journal of Asiatic Society of Pakistan*, 1957
১০. Bahaism and its philosophy, *Pakistan philosophical Congress*,1958
১১. The Concept of Beauty in Islam, *Ninth Philosophical Congress of Peshwar*, 1963.[200]
১২. Grades of truth as expounded by Imam Ibn Taimiya, *ফিলোসফি কংগ্রেস* ১৯৬০ এর প্রসিডিংসে প্রকাশিত হয়।[২০১]
১৩. Ibn Taimiyya on Radd-al-Mantiq, A History of Muslim philosophi, MM Sharif ed. Wiesbaden, 1963-1966, পাকিস্তান সরকার কর্তৃক ২ খন্ডে প্রকাশিত হয়।
১৪. Imam Ibn Taimiya, *তরজুমানুল হাদীস*, ঢাকা, বর্ষ. ১৩, পৃ. ৪২৯।
১৫. الاسلام و السلام العالمى, *আল-আরব পত্রিকায় প্রকাশিত*, করাচী, ১৯৫৮।
১৬. Islam`s Attitude towards Progress, *বাংলাদেশ দর্শন সমিতির কার্যবিবরণী*, ১৯৭৭।
১৭. German Contribution to Arabic and Islamic Studies, *Asiatic Society of Bangladesh*. 1974.
১৮. The Aim of man and The Duties of the Religonist', *৫ম বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনের কার্যবিবরণীতে*, জাপান থেকে প্রকাশিত, ১৯৫৫।
১৯. "Religion and Security of Mankind", *মাসিক জার্নাল ANANAI-KYO*, খ. ৭, জাপান, ১৯৫৬।

---

১৯৮. মোহাম্মদ আবু জাফর খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২-৮৩

১৯৯. University of Dacca, *Annual Report*, 1951-52, p. 14

২০০. University of Dacca, *Annual Report*, 1963-64, p. 190

২০১. University of Dacca, *Annual Report*, 1960-61, p. 75

Dhaka University Institutional Repository

২০.Islam's Potential Contribution to world Peace, *ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক কলোকুইয়াম*, লাহোর, ১৯৫৮।

২১. The role of Wealth in the Economy of Islam, *Muslim Digest*, Durban, South Africa, 1957-58.

২২.Ibn Taimiyya on the problem of predestination, *Dacca University Journal*, Vol. XI, 1935, p. 98.[202]

২৩.Bahaullah and his Scheme of International peace, *The Clanion*, Hydrabad, Vol. III, 1947.[২০৩]

২৪.The Need for Pak-Arab Caltural Link, *The young Pakistan*, Dacca, June-July, 1949.[২০৪]

২৫. Islam and World Community, *Dhrama world*, Japan, May 1978.

২৬. শবে মেরাজ, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬।

২৭. دراسة اللغة العربية والادبية فى بنغلاديش *আল সাকাফা*, নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯৭৫।

২৮. الامام ابن تيمية حياته و عقائده *আস-সাকাফা*, সংখ্যা ২৩ ও ২৪।

মৃত্যু

শেষ বয়সে ড. সিরাজুল হক ধানমন্ডিস্থ নিজ বাসায় অবস্থান করতেন এবং আল্লাহর ইবাদতে সময় কাটাতেন। ২০০৪ সালের প্রথম দিক থেকেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরবর্তীতে তাকে ঢাকার লালমাটিয়াস্থ মিলেনিয়াম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মিলেনিয়াম হসপিটালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২০০৫ সালের ৪ এপ্রিল দুপুর ১২টা ৪০ মিনিটে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। সুবহানবাগ জামে মসজিদে তাঁর জানাযা অনুষ্ঠিত হয় এবং সুবহানবাগ কবরস্থানে তাকে সমাহীত করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১০০ বছর।[২০৫]

সাদত হোসাইন খান (১২.০১.১৯২৯)

জনাব সাদত হোসাইন খান সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে প্রাপ্ত তথ্য মতে জনাব সাদত হোসাইন খান কে ১২ জানুয়ারি ১৯২৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে সহকারী লেকচারার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।[২০৬]

ড. সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন (০৭.০৩.১৯৩০)

ড. সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলার প্রথম কীর্তিমান শিক্ষাবিদ যিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. ফিল ডিগ্রি অর্জন করে দেশ ও জাতির জন্য গর্ব বয়ে এনেছেন। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগ ও ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মত ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরের দায়িত্ব পালন করেন। তার বলিষ্ঠ ভূমিকা ও যোগ্য নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দুঃসময় কাটিয়ে আপন মহিমায় প্রস্ফুটিত হয়েছিলো। ১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তাঁকে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রফেসর ইমেরিটাস হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে।

---

২০২. University of Dacca, *Annual Report*, 1934-35, p. 7

২০৩. University of Dacca, *Annual Report*, 1947-48, p. 31

২০৪. University of Dacca, *Annual Report*, 1948-49, p. 45

২০৫. মোহাম্মদ আবু জাফর খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

২০৬. University of Dacca, *Annual Report*, 1928-29, p. 6

জন্ম ও শৈশবকাল

ড. মোয়াজ্জেম হোসেন ১৯০১ সালের ১ লা আগস্ট টাঙ্গাইলের বানিয়ারা গ্রামে এক অভিজাত সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা সৈয়দ কেরামত আলী সূফী সাধক ছিলেন। তাঁদের পূর্ব পুরুষের মধ্যে অনেক পীরের আগমন ঘটেছিল। তাঁর মায়ের নাম সৈয়দা সাবেরুন্নেসা। তিন ভাই দুই বোনের মধ্যে তিনি সবার ছোট ছিলেন।[২০৭]

শিক্ষা জীবন

ড. এস.এম হোসেন নিজ গ্রাম বানিয়ারাতে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। পঞ্চম শ্রেণির পরীক্ষায় তিনি টেলেন্টপুলে বৃত্তিলাভ করে উত্তীর্ণ হন। এরপর করটিয়া বিদ্যালয় থেকে ৮ম শ্রেণির পরীক্ষায়ও টেলেন্টপুলে বৃত্তি লাভ করেন। অতঃপর জামরকীতে অবস্থিত 'স্যার আবদুল গনী ইংরেজী বিদ্যালয়' থেকে ১৯১৮ সালে মাধ্যমিক (মেট্রিকুলেশন) পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ এবং ১৯২০ সালে ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন ও সরকারী বৃত্তিলাভ করেন। তারপর ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলে কর্ণার স্টোন বলে খ্যাত 'আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে তিনি ভর্তি হন।

১৯২৩ সালে তিনি বি.এ অনার্স পরীক্ষায় ১ম শ্রেণিতে ১ম স্থান অর্জন করেন। বি.এ অনার্স পরীক্ষায় তিনি কলা অনুষদের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত হয়ে বৃত্তিলাভ করেন। ১৯২৪ সালে তিনি এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থানসহ সরকারী বৃত্তি লাভের গৌরব অর্জন করেন। এরপর ১৯২৫-২৬ সেশনে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গল এর রিসার্চ স্কলার মনোনীত হন। তৎকালীন আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজের 'হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট' প্রফেসর ড. আব্দুস সাত্তার সিদ্দিকীর তত্ত্বাবধানে 'গরাইবুল কুরআন' (غرائب القران) বিষয়ে পিএইচ.ডি গবেষণা শুরু করেন। এ সময় তিনি বিখ্যাত হাদীস বিশারদ শামসুল উলামা মাওলানা নাজির হাসানের নিকট হাদীস ও তাফসীরের উচ্চতর শিক্ষা অর্জন করেন।

১৯২৫ সালে তিনি বেঙ্গল মাদরাসায় ফাইনাল পরীক্ষা দেয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। কিন্তু সরকারী বৃত্তিধারী হওয়ার কারণে উক্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেননি। ১৯২৬ সালে তিনি বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের স্টেট স্কলারশীপ নিয়ে ৩ বছরের পিএইচ.ডি কোর্সে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় গমন করেন। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে প্রফেসর ডি. এস মারগোলিউথ (D.S Margoliouth) এর তত্ত্বাবধানে "Ancient Arabic Poetry : Kitabal-Ikhtiyarain" শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য ডি.ফিল ডিগ্রি অর্জন করেন। তৎকালীন সময়ে উভয় বাংলায় তিনিই ছিলেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.ফিল ডিগ্রি অর্জনকারী প্রথম গবেষক। ডি.ফিল ডিগ্রি অর্জনের পর তিনি 'মুসলিম থিওলজি'র উপর বিশেষ অধ্যয়ন করেন। এ সময় তাঁর শিক্ষক ছিলেন বিশ্বের অন্যতম ইসলামী শিক্ষাবিদ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডি.এস. মারগোলিউথ (D.S Margoliouth) ও ড. এফ. ক্রেনাউ (Dr. F. Krenkow)।

১৯২৯-৩০ সালে রিচার্স স্কলার হিসেবে তিনি প্রাচ্যের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ শিক্ষার মূল কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি প্যারিস (Paris), মিলান (Milan), মিউনিখ (Munisch), বার্লিন (Berlin), ভিয়েনা (Viena) এবং কনস্টান্টিনোপল (Constantinople) এর বিশ্ববিদ্যালয়সমূহও পরিদর্শন করেন। সে সময় সিরিয়া ও মিসরে মডার্ন এ্যারাবিক স্টাডি করার জন্য এস.এম হোসেনের স্টেট স্কলারশিপের মেয়াদ আরও ছয় মাস বৃদ্ধি করা হয়। তিনি বৈরুত, দামেস্ক, জেরুজালেম এবং কায়রোর বিখ্যাত স্কলারদের সাহচর্য লাভ করেন এবং দামেস্ক ও মিসরীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষাদান পদ্ধতি ও প্রচলিত নিয়ম-কানুন আয়ত্ত করেন। ১৯৪৯ সালে কানাডার

২০৭. ড. মোহাঃ তোজাম্মেল হোসেন, **ড. সাইয়িদ মুয়াযযম হুসাইন আদর্শ শিক্ষাবিদ ও কীর্তিমান প্রশাসক**, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, বর্ষ. ৪৩, সংখ্যা. ৩, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৪, পৃ. ৮২

ডালহাউসিক ইউনিভার্সিটি থেকে এল.এল.ডি (অনারারী) ডিগ্রি অর্জন করেন। তৎকালিন পাকিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভাইস চ্যান্সেলরদের মধ্যে তিনিই প্রথম এমন ডিগ্রির অধিকারী ছিলেন।

কর্মজীবন

ড. মোয়াজ্জেম হোসেন পিএইচডি শেষ করে যখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং মডার্ন আরবী ও ইসলামী শিক্ষায় উচ্চতর গবেষণা করছিলেন, তখন ২৬ আগস্ট ১৯২৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক জি. এইচ. ল্যাংলী তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে চাকরী গ্রহণের নিমন্ত্রণ পত্র লিখেন। যেহেতু তিনি লন্ডনের স্টেট স্কলারশিপ নিয়ে মডার্ন আরবী ও ইসলামী শিক্ষায় উচ্চতর গবেষণা করছিলেন এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করছিলেন তাই এ সময় চাকরী গ্রহণ করার পূর্বে প্রফেসর মারগোলিউথের অনুমোদনের প্রয়োজন ছিল। প্রফেসর মারগোলিউথ তাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থে উক্ত চাকরি গ্রহণের অনুমতি প্রদান করেন।[২০৮]

ফলে দেশে ফিরে ৭ মার্চ ১৯৩০ সালে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে রিডার (বর্তমানে সহযোগী অধ্যাপক) হিসেবে যোগদান করেন। এ সময় বিভাগের হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট (ভারপ্রাপ্ত) এর দায়িত্বে ছিলেন খান বাহাদুর ফিদা আলী খান। ড. মোয়াজ্জেম হোসেন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পর থেকেই একজন যোগ্য শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। মাত্র পাঁচ বৎসরের মধ্যে ১৯৩৫ সালে তিনি প্রফেসর হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। জার্মান অধিবাসী ও হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট ড. জে ডব্লিউ ফুইক তাঁর পূর্বতন চাকরিস্থল জার্মানের ফ্রাংকফোর্ট বিশ্ববিদ্যালয় চলে গেলে ড. হোসেন ১ ডিসেম্বর ১৯৩৫ সালে হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। [২০৯]

প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন

ড. এস. এম. হোসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রফেসর ও দক্ষ গবেষক হওয়ার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাবিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৩৬-৪৮ সাল পর্যন্ত আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের হেড অব দি ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৩৭-৪০ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদের ডীন এর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৪২-৪৮ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যবাহী ছাত্রাবাস এস.এম. হলের প্রভোস্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪০-৪১ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ষষ্ঠ প্রক্টর হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

ড. এস. এম হোসেন ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ উপাচার্য নিযুক্ত হন এবং ৮ নভেম্বর ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরিরত অনেক বিদেশি শিক্ষক স্বদেশে চলে যান, যার কারণে তীব্র শিক্ষক সঙ্কটে পড়ে এ বিশ্ববিদ্যালয়। তার যোগ্য নেতৃত্বের কারণেই এ পরিস্থিতি মোকাবেলা করা সম্ভব হয়। আবার ৫২ এর ভাষা আন্দোলনের সময় তাঁর নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার বাঙালি জাতির পক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। উপাচার্য হিসেবে মেয়াদ পূর্ণ করার পর ১৯৫৩-৫৬ সাল পর্যন্ত তিনি ইংরেজী বিভাগের হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। একই সময় ১৯৫৩-৫৬ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান।

১৯৫৬-৫৭ সালে তিনি করাচি ইউনিভার্সিটি ইনকুইয়ারী কমিটির সদস্য মনোনীত হন। ১৯৫৭-৬৩ সাল পর্যন্ত তিনি ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৫০

---

২০৮. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৭, আরবী/ব্যক্তি/শিক্ষক/১৯২৯-৪৬

২০৯. University of Dacca, *Annual Report*, 1935-36, p. 6

সালে পাকিস্তান আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন। পূর্ব পাকিস্তান সরকার গঠিত ইসলামী আরবী ইউনিভার্সিটি কমিশন এর চেয়ারম্যান হিসেবে ১৯৬৩-৬৪ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫০ সালে পাকিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রতিনিধি হিসেবে ব্রিটিশ কমনওয়েলথভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ডের কার্যকরী সদস্যও মনোনীত হন। ১৯৫৯-৭০ সাল পর্যন্ত তিনি পাকিস্তানের ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটের গভর্নিং বোর্ডের সদস্য ও ১৯৬৪-১৯৭১ পূর্ব পাকিস্তান মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড এর প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৬৯-৭১ সালে ইসলামিক একাডেমী'র গভর্নিং বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন।

সম্মাননা লাভ

ড. মোয়াজ্জেম হোসেন এর অসামান্য কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতার স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৬৯ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট তাকে 'সেতারা-ই-কায়েদে আযম' উপাধিতে ভূষিত করে। অন্যদিকে শিক্ষা, সংস্কৃতি, গবেষণা, প্রশাসনিক দক্ষতা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৭৪ সালে তাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ইমেরিটাস নিযুক্ত করা হয়।[২১০]

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ

একজন খ্যাতিমান গবেষক, শিক্ষাবিদ ও শিক্ষাপ্রশাসক হিসেবে তিনি অসংখ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। যেমন,

১. ১৯৩০ সালে তিনি পাটনায় অনুষ্ঠিত All India Oriental Conference এ যোগদান করেন এবং An Unknown Ancient Arabic Ode by an Nazzar শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন।[২১১]

২. ১৯৩৫ সালে তিনি মাইশুরে অনুষ্ঠিত অষ্টম All India Oriental Conference এ যোগদান করেন এবং 'Muntaha i- Talab min Ash'ari i- Arab' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন।[২১২]

৩. ১৯৩৭ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানে গ্রেট ব্রিটেনের ব্রিটিশ একাডেমির প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন।

৪. ১৯৩৮ সালে বোম্বাই এ অনুষ্ঠিত All India Oriental Conference- এ তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন। এ সম্মেলনে তিনি 'تلبية الجاهلية' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

৫. ১৯৪০ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'All India Muslim Education Conference'- এ তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন।

৬. ১৯৪১ সালে আসাম ইউনিভার্সিটি বিল এ গুরুত্বপূর্ণ এডভাইসের জন্য আসাম সরকারের অনুরোধে 'Select Committee of the Assam Legislative Assembly'- তে যোগদান করেন।

৭. ১৯৪৮ সালে বৈরুতে অনুষ্ঠিত Third Session of UNESCO'- এ তিনি পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন।

৮. ১৯৪৯ সালে কানাডায় হেলিফ্যাক্স এ অনুষ্ঠিত 'Conference of the Executive Committee of the Heads of the Universities in the British Commonwealth' এ তিনি পাকিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন।

৯. ১৯৫১ সালে নিউজিল্যান্ডে অনুষ্ঠিত 'Conference of the Executive Committee of the Heads of the Universities in the British Commonwealth'- এ তিনি পাকিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন।

---

২১০. ড. মোহাঃ তোজাম্মেল হোসেন, *ড. সাইয়্যিদ মুয়াযযম হুসাইন আদর্শ শিক্ষাবিদ ও কীর্তিমান প্রশাসক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

২১১. University of Dacca, *Annual Report,* 1930-31, p. 8

২১২. University of Dacca, *Annual Report,* 1935-36, p. 7

১০. ১৯৫৬ সালে রেঙ্গুনে অনুষ্ঠিত 'বুদ্ধ জয়ন্তী সেলিব্রেশনে' তিনি পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন।[২১৩]

১১. ১৯৬৫ সালে পবিত্র মক্কা নগরীতে অনুষ্ঠিত 'World Islamic Conference'- এ তিনি পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন।

১২. ১৯৬৭ সালে মিসরের কায়রোতে অনুষ্ঠিত 'International Islamic Law Seminar'- এ তিনি পাকিস্তানী প্রতিনিধি দলের প্রধান হিসেবে যোগদান করেন।

১৩. ১৯৭৭ সালে মক্কায় অনুষ্ঠিত 'First World Conference on Muslim Education'- এ বাংলাদেশী প্রতিনিধি দলের প্রধান হিসেবে যোগদান করেন।

গবেষণাকর্ম

ড. সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনায়ও দক্ষতার পরিচয় দেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাবলী নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

ক. রচিত গ্রন্থাবলী

১. *মা'রিফাতু উলূমিল হাদীস* (معرفة علوم الحديث), হাদিস শাস্ত্রের নীতিমালার উপর রচিত ইমাম হাকিম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ হাফিয নিশাপুরী এর সংকলিত একটি গ্রন্থ। মুলত এ গ্রন্থের উপর তিনি টিকা-টিপ্পনী, নোট, সংকলকের পরিচিতি, সংশোধন, হাদিস সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত সংযোজন করেন এবং গ্রন্থটি তার তত্ত্বাবধানে ১৯৩০ সালে إدارة جمعية دائرة المعارف العثمانية، دكهن حيدرآباد (ইদারায়ে জামইয়্যাহ দায়িরাহ আল-মাআরিফ আল-উসমানিয়া দক্ষিণ হায়দারাবাদ) কর্তৃক প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে বইটি মিসরীয় স্টেট প্রেস, কায়রো ও 'আল-মাকতাবুত তিজারী', বৈরূত থেকে প্রকাশিত হয়।

২. *কিতাব আল রুমুজ* (كتاب الرموز) লাবিডিউ দিল একাডেমী আরব, দামেশ্ক, নং ১১-১২ নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৩১

৩. *اشعار السراقة بن مرداس البريقى*, এশিয়াটিক সোসাইটি অব গ্রেট ব্রিটেন

৪. *Early Arabic Odes*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৮

খ. প্রবন্ধসমূহ

১. An unknown Ancient Arabic Odes by An-nazzar bin Hashim al-asadi, *দি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব গ্রেট ব্রিটেন*, এপ্রিল ১৯৩৭

২. Islamic Education in Bengal, *ইসলামিক কালচার*, ভলিউম ৮, নং ৩. ১৯৩৪

৩. (تلبية الجاهلية) Published in the *Procedings of the All-India Oriental Conference held at Trivendrum*. 1938

৪. A Note on the Baharistan i-Ghaibi- a Persian Ms. On The Moghal Administration in Bengle. *দি স্টার অব ইন্ডিয়া* মে ১৯৩৫

৫. An Arabic Treatise on the Educational Ideals of Islam, *ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, ভলিউম- ২, ১৯৩৬

৬. نخبة من كتاب الإختيارين, *University of Dhaka*

৭. The poems of Suraqah b. Mirdas al Bariqi, an Umayyad poet, *Journal of the royal Asiatic society*, London

২১৩. ড. মোহাঃ তোজাম্মেল হোসেন, ড. *সাইয়িদ মুয়াযযম হুসাইন আদর্শ শিক্ষাবিদ ও কীর্তিমান প্রশাসক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫-৮৬

Dhaka University Institutional Repository

৮. Notice of an unknown Anthology of ancient Arabic poetry, *দি জার্নাল অব দি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব গ্রেট ব্রিটেন*, পার্ট- ৩, ১৯৩৭
৯. Abyssinia and Islam *ঢাকা ইউনিভার্সিটি জার্নাল*, ভলিউম ১৩, ১৯৩৭
১০. The anthology of al Asma-1, *published in the summary of papers for the tenth All India Oriental Conference held at Tirupati.*
১১. The Highest good according to the Quran (resume), ১৯৪১ সালে হায়দারাবাদে অনুষ্ঠিত *অল ইন্ডিয়া এবং ওরিয়েন্টাল কনফারেন্স* এর সারসংক্ষেপ।
১২. Ontology of the Holy Quran, part-1, *দি স্টার অব ইন্ডিয়া*, ১৯৪২
১৩. Ontology of the Holy Quran, part-2 & 3, *দি স্টার অব ইন্ডিয়া*, ১৯৪২
১৪. Parables in the Holy Quran, *পিচ (Peace) ১৯২৫*, এ ত্রৈমাসিক পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন ড. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ।
১৫. The Place of Psychology in the reconstruction of education for Pakistan, এই প্রবন্ধটি তিনি *৪র্থ পাকিস্তান বিজ্ঞান সম্মেলনে*- শিক্ষা, সমাজ বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান বিষয়ে সভাপতির ভাষণে উপস্থাপন করেছিলেন।
১৬. Effect of Tauba (Repentence) on Penalty in Islam, *দি ইংলিশ কোয়ার্টারলি* (ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা) ইসলামিক রিচার্স ইনস্টিটিউট, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান।[২১৪]

ড. এস. এম. হোসেনের কয়েকটি অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির কথাও জানা যায়। এগুলো হলো,

১. الامر بالمعروف والنهى عن المنكر - হাদীসের উপর ভিত্তি করে লিখিত।
২. ديوان النابغة الذبيانى – উমাইয়া যুগের আরবী সাহিত্যের প্রসিদ্ধ কবি।
৩. تحفة الفلاحين
৪. التعليق على الانواع لابن قتيبة
৫. طرائف التراب من اشعار العرب[২১৫]

মৃত্যু

শেষ জীবনে ড. মোয়াজ্জেম হোসেন দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন এবং বার্ধক্যজনিত কারণে ১৯৯১ সালের ১৪ আগস্ট বেলা ১:১০ মিনিটে ধানমণ্ডিস্থ নিজ বাসভবনে ইন্তিকাল করেন। টাঙ্গাইলস্থ পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

মুজাফফর আহমেদ (২৯.১০.১৯৩০)

জনাব মুজাফফর আহমেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে ১৯২১ সালে বি.এ অনার্স পরীক্ষায় ১ম শ্রেণিতে ২য় এবং ১৯৩০ সালে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন এবং স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত হন। তিনি অস্থায়ী সহকারী প্রভাষক পদে ২৯ শে অক্টোবর থেকে ২৩ ডিসেম্বর ১৯৩০ পর্যন্ত বিভাগে কর্মরত ছিলেন।[২১৬]

---

২১৪. ড. মোহাঃ তোজাম্মেল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮-৮৯

২১৫. তাহির আহমাদ, *আল-লুগাতুল আরাবিয়্যাহ ওয়া আদাবিহা ফী বংলাদেশ*, অপ্রকাশিত পিএইচডি থিসিস (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ১২৮।

২১৬. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৮, ইসলামী শিক্ষা/ ব্যক্তি:/শিক্ষক/ ১৯৩০-৩১, †রজিস্ট্রারের পত্র, সূত্র নং, ৬১৮১, তারিখ: ৪ নভেম্বর ১৯৩০

ড. জে. ডব্লিউ ফুইক (১৮.১১.১৯৩০)

জন্ম

ড. জে.ডব্লিউ ফুইক জার্মানীর ফ্রাংকফোর্ট শহরে ১৮৯৪ সালের ৮ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবন

ড. জে.ডব্লিউ ফুইক ১৯০৪-১৩ সাল পর্যন্ত Kaiser Friedrichs Grammar School-এ পড়ালেখা করেন। ১৯১৩ সাল থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত Semitic Philogogy and Islamic Studies' বিষয়ের উপর জার্মানীর প্রসিদ্ধ শহর 'হল', 'বার্লিন' এবং ফ্রাংকফোর্টের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। সে সময় তাঁর উল্লেখযোগ্য শিক্ষকবৃন্দ ছিলেন- 'হলে' Professor Brockelmann, Kahle, Bauer, Hultzsch, বার্লিনে Professor Sachav, Banth, Delitzsch, Mittwoch, এবং ফ্রাংকফোর্টে Professor Horovitz.

ড. জে. ডব্লিউ. ফুইক ১৯২১ সালে ফ্রাংকফোর্ট ইউনিভার্সিটির কলা অনুষদের অধীনে 'Muhammad Ibn Ishaq, Eine Literarhistorische Untersuchung' শীর্ষক বিষয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন- Professor J Horovitz, Professor of Semitic Languages, University of Frankfurt

কর্মজীবন

ড. ফুইক সেনাবাহিনীতে যোগদানের মধ্যদিয়ে কর্মজীবনের সূচনা করেন। তিনি ১৯১৬ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত সেনাবাহিনীর সদস্য হিসেবে কাজ করেন। এরপর ১৯১৮ সালে জার্মান গ্রামার স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। সেখানে তিনি গ্রীক, হিব্রু, ল্যাটিন এবং ধর্ম শেখাতেন। কয়েকবছর চাকরী করার পর পিএইচ.ডি গবেষণায় রত হন। পরবর্তীতে ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ফ্রাংকফোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়-এ 'Semitic Philology and Islamic Studies' বিষয়ের প্রভাষক হিসেবে নিযুক্ত হন। ২২ এপ্রিল ১৯৩০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রফেসর পদের জন্য বিজ্ঞাপন প্রদান করলে তিনি উক্ত পদের একজন প্রার্থী হিসেবে আবেদন করেন। ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩০ সালে সিলেকশন কমিটি তাকে প্রফেসর পদের জন্য নির্বাচিত করে। কিন্তু বিজ্ঞাপনে ২ বছরের জন্য প্রফেসর পদের কথা উল্লেখ থাকলেও তাকে প্রথম পর্যায়ে ১ বছরের জন্য নিয়োগ প্রদানের সুপারিশ করা হয়। কারন তিনি তাঁর দরখাস্তে ইংরেজি ভাষায় নিজেকে কিছুটা দুর্বল বলে উল্লেখ করেছিলেন। পরবর্তীতে ১৮ নভেম্বর ১৯৩০ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রফেসর পদে যোগদান করেন। এরপর ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩১ সালে এক্সিডিটিভ কাউন্সিলের সভায় পুনরায় ১ বছরের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। এরপরও তার নিয়োগ বৃদ্ধি করা হবে কি না সেজন্য এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল একটি কমিটি গঠন করে দেয়। এই কমিটির সদস্যবৃন্দ হলেন:-

১. ভাইস চ্যান্সেলর
২. স্যার আব্দুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী
৩. ড. হেদায়েত হোসাইন
৪. শামসুল উলামা আবূ নসর মোহাম্মদ ওহীদ
৫. মি. ফিদা আলী খান
৬. প্রফেসর আ: সাত্তার সিদ্দিকী
৭. মি.এইচ.ডি. ভট্টাচার্য

এই কমিটি ৭ মে ১৯৩২ সালে কলকাতার এক সভায় সিদ্ধান্ত নেয় যে, মি. ফুইক এর মেয়াদ তার যোগদানের তারিখ ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩০ থেকে পরবর্তী ৫ বছরের জন্য চূড়ান্ত করা হবে। সে মতে ১৩ জুলাই ১৯৩২ সালে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সভায় তাঁর নিয়োগ ১৮ নভেম্বর ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরের জন্য চূড়ান্ত করা হয়। পরবর্তীতে তার মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত বর্ধিত করা হলেও

৩০ নভেম্বর ১৯৩৫ সালেই তিনি জার্মানীর ফ্রাংকফোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করেন।[২১৭]

গবেষণাকর্ম

ড. ফুইক অনেকগুলো মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ ও পুস্তক রচনা করেন। সেগুলো হলো-

১. *Eine arabische literaturegeschichte aus dem 10,* janrhundert: Zeitschrift der deutschen morgenlandischen Gesellschaft, Brand 84, (N.S.q) S. IIIFF.
২. *Review of : Die Mukatarah von at Tajalisi hrsg. V. R. Geyer* ; Islamica vol. Iv, Fasc. 5.
৩. *Review of : Fritz Trummeter, Ibn Saids Geschichte der vorislamischen Araber : Islam,* Brand XIXS, 169F.[218]
৪. Some remarks on Neo-Arabic literature, *the Dacca University Journal,* 1933, vol. IX, p. 113.[219]
৫. The political Re organisation of the Near East after the war : *the Muslim Hall Magazine,* 1932-33, p. 70.
৬. Zu an nasi : Orientalistische literaturzeitung, 1933, Nr 5, p. 280.
৭. Zum problem der koranischen Erzahlungen : orientalistische literaturzeitung, 1934, Nr. 2, p. 73.
৮. Al-Nadim : *The Encyclopaedia of Islam,* vol. III, No. 49, p. 808.
৯. The role of Manicheism in the Abbasid period : *The Muslim hall Magazine,* vol. VIII, 1934, p. 92.[220]
১০. Eine Konkordanz der kanonischen Tradition des Islam: Orientalistische. *Literaturzeitung,* 1934, Nr. 12. P. 722.
১১. Spuren des Zindiqtums in der Islamischen Tradition : *Festschrift paul kahle,* Brill, leiden, 1935.[221]
১২. Mit einer Beilage: *Die alte Einteitung der arabischen Dichter und das Amr-Buch des Ibn al-Jarrah,* Kitab-et-Fihrist by Ibn Nadim for the Bibliotheca Islamica

শামসুল উলামা মাওলানা ইসহাক বর্ধমানী (০৪.০৭.১৯৩৭)

জন্ম ও শৈশবকাল

মাওলানা ইসহাক বর্ধমানী হলেন উপমহাদেশের একজন খ্যাতিমান আলিম। তিনি ১২৮৩ হিজরী মোতাবেক ১৮৬৬ সালে ‘বর্ধমান’ জেলার ‘কইথন’ নামক গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[২২২] তাঁর পিতার নাম কাজী লুতফুল হুদা, অন্য মতে লতীফুল হুদা।[২২৩] তাঁর বাবা এলাকার

২১৭. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ১০, আরবী/ব্যক্তি:/শিক্ষক/১৯৩০-৩৬, নিয়োগপত্র, সূত্র নং ১৩০৭, তারিখ: ১৫ জুলাই ১৯৩২

২১৮. University of Dacca, *Annual Report,* 1930-31, p. 8

২১৯. University of Dacca, *Annual Report,* 1932-33, p. 6

২২০. University of Dacca, *Annual Report,* 1933-34, p. 5.

২২১. University of Dacca, *Annual Report,* 1934-35, p. 6.

২২২. ড. মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ (১৮০১-১৯৭১)*, পৃ. ৫১

২২৩. আব্দুল হাই, খ. ৮, পৃ. ১১৮৫

Dhaka University Institutional Repository

একজন গণ্যমান্য ও সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। মাওলানা বর্ধমানী ধর্মীয় আচার-আচরণ, আদব-কায়দা, শিষ্টাচার পারিবারিক পরিমন্ডল থেকেই রপ্ত করেছিলেন।

শিক্ষাজীবন

মাওলানা বর্ধমানী মৌলবী মমতাজ হুসাইন বর্ধমানী, মাওলানা মুহাম্মদ মঙ্গলকোটি ও মাওলানা মুমাইয়েজুল হক বর্ধমানী প্রমুখের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। এরপর বিহারের 'আরা' নামক জেলায় বসবাসরত প্রসিদ্ধ আলিম মুহাম্মাদ হানীফের নিকট দু'বছর আরবী ও ইসলামী আদর্শবাদ বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন।[২২৪] পরবর্তীতে তিনি কানপুর গমন করেন। এখানে প্রসিদ্ধ মাদরাসা 'জামিউল উলূম'-এ ভর্তি হন ও ১৮৮৭-৮৮ সাল পর্যন্ত এ মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করেন। অতঃপর হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভীর নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন এবং ১৮৯১-৯২ সালে সনদ লাভ করেন।[২২৫] মাওলানা বর্ধমানী অত্যন্ত প্রখর মেধার অধিকারী ছিলেন। কানপুরে জামেউল উলূমে শিক্ষকতা করার সময় তিন মাসে (৮৪ দিনে) হাফেজ আব্দুল্লাহ ছাহেবের নিকট কোরআন পাক হেফজ করেন।[২২৬]

কর্মজীবন

মাওলানা বর্ধমানী কানপুর জামিউল উলূম মাদরাসা থেকে অধ্যয়ন শেষ করে সেখানেই শিক্ষক নিযুক্ত হওয়ার মাধ্যমে কর্মজীবনের সূচনা করেন। এ মাদরাসায় থাকাবস্থায় দারুল ইফতার মুশরিফ বা জিম্মাদারীর ভার তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী অধ্যক্ষের দায়িত্ব হতে অবসর গ্রহণ করার পর তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। দীর্ঘদিন যাবত তিনি এ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। মাদরাসার এক অভ্যন্তরীণ গোলযোগের কারণে তিনি কানপুর ত্যাগ করেন। তারপর কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় ১৯১০ সালে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন।[২২৭] পরবর্তীতে ১৯১৯ সালে ঢাকার ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে (বর্তমান কাজী নজরুল কলেজ) প্রভাষক পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হন এবং পরবর্তীতে অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। মাওলানা ইসহাক বর্ধমানীর কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতার স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯২৬ সালে ভারত সরকার তাকে 'শামসুল উলামা' উপাধিতে ভূষিত করে। এর নয় বছর পর ১৯৩৩ সালে সরকারী চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পর ১৯৩৭ সালের ২৫ জুন তাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়।[২২৮] ১৯৩৭ সালের ৪ জুলাই তিনি যোগদান করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্বে বহাল ছিলেন।[২২৯]

গবেষণাকর্ম

মওলানা ইসহাক বর্ধমানী অনেকগুলো কিতাব রচনা করেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ,

১. *سهل الوصول الى علم الاصول* , ফিকহ শাস্ত্রের মূলনীতির উপর লিখিত অনবদ্য গ্রন্থ। বইটি কাজী আদুর রশীদ কর্তৃক ঢাকা থেকে মুদ্রিত হয়েছে।

২. *الحكمة البالغة فى مكارم الاخلاق والادب* , আদব-কায়দা, শিষ্টাচার বিষয়ে রচিত একটি গ্রন্থ। প্রভেনসিয়াল প্রেস, ঢাকা থেকে ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয়।

---

২২৪. ড. মুহাম্মদ আব্দুল বাকী, *বাংলাদেশে আরবী, ফার্সী ও উর্দুতে ইসলামী সাহিত্য চর্চা*, পৃ. ৬৮

২২৫. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২০৯-২১০

২২৬. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১

২২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫

২২৮. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ডরুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৭, ইসলামী শিক্ষা/ ব্যক্তি:/শিক্ষক/১৯৩৬-৩৭, নিয়োগপত্র, সূত্র নং-১৬২৩৬, তারিখ: ২৫.০৬.১৯৩৭

২২৯. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১-৫২

৩. *رسالة احسن النزل لاصحاب عرس الكل* , রহমানিয়া প্রেস, ঢাকা থেকে ১৯২৪ সালে প্রকাশিত হয়।

৪. *التنقيحة السنية فى تحريم الرقص والغناء والسجدة التحية*

৫. *النوع اللامع*, হাদিস শাস্ত্রের উপর রচিত একটি গ্রন্থ।

৬. *لؤلؤ المكنون*, এটিও হাদিসের একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। কলকাতার মুজতাবাই প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।[২৩০]

উল্লেখ্য যে, মাওলানা ইসহাক বর্ধমানী হানাফী মাযহাবের একজন বিশিষ্ট আলিম ও ফকীহ ছিলেন। মাসয়ালা-মাসায়েল ও ফিকহের ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবকেই তিনি প্রাধান্য দিতেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থাবলী হানাফী মাযহাবের আলোকে লিখিত। উপমহাদেশে হানাফী মাযহাবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠায় তাঁর লেখনীর অবদান অনবদ্য।

মৃত্যু

১৯৩৮ সালের ৩রা অক্টোবর কলকাতায় এক মটর দূর্ঘটনায় তিনি মারা যান। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিলো ৭৩ বছর।

মির্জা রজব আলী (১০.০৭.১৯৩৬)

মির্জা রজব আলী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের একজন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি Sukkari’s Kitab al Lusus এর উপর মৌলিক গবেষণা করেছেন বলে জানা যায়। মির্জা রজব আলী ১০ জুলাই ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অস্থায়ী লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন এবং স্বীয় পদে কিছুদিন কর্মরত ছিলেন।[২৩১]

কে. এম. এ রহমান (১৭.০৮.১৯৩৬)

জন্ম

জনাব কে এম এ রহমান এর পূর্ণ নাম খন্দকার মুহাম্মদ আব্দুর রহমান। তিনি ১৯০৮ সালে জন্ম গ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবন

কে.এম.এ রহমান ১৯২৫ সালে হাই মাদ্রাসা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯২৭ সালে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায়ও তিনি প্রথম বিভাগ প্রাপ্ত হন। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক শ্রেণিতে ভর্তি হন এবং ১৯৩০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী বিভাগ থেকে বি.এ অনার্স এবং ১৯৩২ সালে এম.এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। উভয় পরীক্ষাতেই তিনি প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। খন্দকার আব্দুর রহমান ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ স্টুডেন্ট হিসেবে কাজ শুরু করেন। তার গবেষণার বিষয় ছিলো- Yaqut, an Arabic writer at the dawn of the Moghal invasion.[২৩২]

কর্মজীবন

১৭ আগস্ট ১৯৩৬ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অস্থায়ী শিক্ষক হিসেবে দুই বছরের জন্য নিয়োগ প্রাপ্ত হন। দুই বছর অতিবাহিত হওয়ার পর ১৯৩৮ সালের ২২ আগস্ট

---

২৩০. ড. মুহাম্মদ আব্দুল বাকী, *বাংলাদেশে আরবী, ফার্সী ও উর্দুতে ইসলামী সাহিত্য চর্চা*, পৃ. ৬৭-৬৮

২৩১. University of Dacca, *Annual Report*, 1936-37, p. 8

২৩২. University of Dacca, *Annual Report*, 1932-33, p. 6

Dhaka University Institutional Repository

তাকে স্থায়ী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। দীর্ঘদিন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন। ৩২ বছরের কর্মজীবন শেষে ১৯৬৮ সালের ৩০ জুন তিনি আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে সিনিয়র প্রভাষক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।[২৩৩]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করার পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সুপারনিউমারারী শিক্ষক হিসেবে তিন বছর কর্মরত ছিলেন। এরপর ১৮ অক্টোবর ১৯৭৩ সালে পুনরায় তাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে সুপারনিউমারারী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয় এবং ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ সাল থেকে সেটি কার্যকর বলে গণ্য করা হয়।[২৩৪] এরপর আরো এক দফায় তাঁর শিক্ষকতার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। সর্বশেষ ৩১ আগস্ট ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত তিনি সংখ্যাতিরিক্ত টিচার হিসেবে বিভাগে কর্মরত ছিলেন। এরপর আর মেয়াদ বাড়ানো হয়নি।[২৩৫]

গবেষণাকর্ম

জনাব খন্দকার আব্দুর রহমান এর দুটি প্রকাশনার তথ্য পাওয়া যায়,

1. The Arab Geographer Yaqut al Rumi, *Asiatic Society of Pakistan*, 1958.[236]
2. The Sources of Yaqut's Irshad: *Zeitschrift fur Semitistik*, Band 10, Leipzig, 1935.

মৌলভী আমীর হাসান (২৮.১০.১৯৩৮)

মৌলভী আমীর হাসান দারুল উলূম দেওবন্দ মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করেন এবং সেখানে তিনি মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মৌলভী আমীর হাসান হামীদিয়া মাদ্রাসা ঢাকার হেড মৌলভী পদে কর্মরত ছিলেন। ২৮ অক্টোবর ১৯৩৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অস্থায়ী প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে।[২৩৭]

২৯ অক্টোবর ১৯৩৮ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। কিন্তু হামিদিয়া মাদ্রাসা থেকে ছুটিজনিত জটিলতার কারণে তিনি ১১ আগস্ট ১৯৩৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এর নিকট দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়ে আবেদন করেন। ফলে ২২ আগস্ট ১৯৩৯ সালে তাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।[২৩৮]

কে. এম. আব্দুস সালাম (০৩.১১.১৯৩৮)

তাঁর জন্ম সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

শিক্ষাজীবন

জনাব খন্দকার মো: আব্দুস সালাম ১৯২৭ সালে হাই মাদ্রাসা পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন। ১৯৩২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগে বি. এ অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম

---

২৩৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং- ৩৫, আরবী/ব্যক্তি:/শিক্ষক/১৯৭৩-৭৪

২৩৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং- ৩৫, আরবী/ব্যক্তি:/শিক্ষক/১৯৭৩-৭৪, নিয়োগপত্র, সূত্র নং ২৮৭৫৮, তারিখ: ১৮ অক্টোবর ১৯৭৩

২৩৫. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং- ৩৫, আরবী/ব্যক্তি:/শিক্ষক/১৯৭৩-৭৪

২৩৬. University of Dacca, *Annual Report*, 1935-36, p. XLVII

২৩৭. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৪০, আরবী/ব্যক্তি:/শিক্ষক/১৯৩৮-৩৯, নিয়োগপত্র, সূত্র নং ৫৯৫২, তারিখ ২৮ অক্টোবর ১৯৩৮

২৩৮. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৪০, আরবী/ব্যক্তি:/শিক্ষক/১৯৩৮-৩৯

এবং ১৯৩৫ সালে একই বিভাগ থেকে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন। ১৯৩৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণিতে বি.টি ডিগ্রি অর্জন করেন।

কর্মজীবন

জনাব আব্দুস সালাম লেখাপড়া শেষে মদনপুর ও ভোলা মাদ্রাসায় দুই বছর সুপারিন্টেনডেন্ট হিসেবে কাজ করেন। এ ছাড়াও তিনি পি.কে. কলেজে আরবীর প্রভাষক হিসেবে তিন বছর কর্মরত ছিলেন। পাহাড়পুর হাইস্কুল রাজশাহীতে প্রধান শিক্ষক হিসেবে একবছর কর্মরত ছিলেন। এরপর চট্টগ্রামের গভর্ণমেন্ট মুসলিম হাইস্কুলে ইংরেজির সহকারী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান। ১৯৩৮ সালের ৩ নভেম্বর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অস্থায়ী প্রভাষক পদে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ সালে তিনি চাকুরী থেকে অব্যাহতি নেন এবং হুগলী ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে স্থায়ী প্রভাষক পদে যোগদান করেন।[২৩৯]

ছাত্র জীবনে আব্দুস সালাম মুসলিম হল ছাত্র সংসদের সদস্য ছিলেন। ১৯৩৪ সাল থেকে তিনি খাদেমুল ইনসান সোসাইটি, কলকাতার কেন্দ্রীয় সভাপতি ছিলেন। এ ছাড়াও তিনি ইউ.টি.সি. এর সদস্য ছিলেন। কে এম আব্দুস সালাম তাঁর সময়ে একজন লেখক, গবেষক এবং বিতার্কিক হিসেবে সমাদৃত ছিলেন।

গবেষণাকর্ম

তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি রচনা হলো-

ক. রচিত গ্রন্থ

১. *বাংলা ফারায়েজ শিক্ষা*

খ. প্রবন্ধসমূহ

১. The Semites of Babylonia and their civilization, *Dacca University Journal*, Vol. VIII, 1932.
২. কবি ইয়াজিদ, *মুসলিম হল ম্যাগাজিন*।
৩. তা'রাফা, *দি মুয়াজজিন*।
৪. মুহাম্মদ আল-হানিফা, *দি মুয়াজজিন*।[২৪০]

মাওলানা ফজলুর রহমান (১২.০৮.১৯৩৯)

জন্ম

মাওলানা ফজলুর রহমান ১৮৮৬ সালে চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী থানার জলদী গ্রামে এক প্রসিদ্ধ আলেম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৌলবী আব্দুল কাদের।[২৪১]

শিক্ষাজীবন

মাওলানা ফজলুর রহমান আপন চাচা মৌলবী খাদেম আহমাদের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করার পর ১৯০৪ সালে চট্টগ্রাম মোহছিনিয়া মাদ্রাসায় ৩য় শ্রেণিতে ভর্তি হন। শিক্ষান্তরের প্রত্যেক শ্রেণিতে বৃত্তিপ্রাপ্ত হয়ে ১৯১৩ সালে উলা পাস করেন। তারপর ১৯১৪ সালে হাদীসশাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে দারুল

২৩৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ১০, ইসলামী শিক্ষা/ব্যক্তি:/শিক্ষক/১৯৩৮-৩৯, অব্যাহতির আবেদন পত্র, তারিখ: ৩১ আগস্ট ১৯৩৯

২৪০. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ১০, ইসলামী শিক্ষা/ব্যক্তি:/শিক্ষক/১৯৩৮-৩৯

২৪১. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী (র:), *হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস* (ঢাকা: এমদাদিয়া পুস্তকালয় (প্রাঃ) লিঃ, মার্চ ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ২২১

Dhaka University Institutional Repository

উলূম দেওবন্দ গমন করেন। দারুল উলূম দেওবন্দে মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী ও মাওলানা শিব্বীর আহমদ ওসমানী তাঁর অন্যমত শিক্ষক ছিলেন।[২৪২]

কর্মজীবন

মাওলানা ফজলুর রহমান উচ্চশিক্ষা শেষে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং চট্টগ্রাম দারুল উলূম মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। এই মাদ্রাসায় তিনি সহকারী শিক্ষক, সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও প্রিন্সিপাল পদে দীর্ঘ ৪৬ বছর কর্মরত ছিলেন। ১৯৫৯ সালে তিনি দারুল উলূম মাদ্রাসা থেকে পদত্যাগ করে পটিয়া জমিরিয়া কাসেমুল উলুম মাদ্রাসায় শায়খুল হাদীস ও পৃষ্ঠপোষকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।[২৪৩]

মৌলভী আমীর হাসান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বীয় পদ থেকে অব্যাহতি নিলে তৎকালীন ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের হেড ড. সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন তাঁর স্থলে মাওলানা ফজলুর রহমানকে অস্থায়ী প্রভাষক পদে নিয়োগের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বরাবর সুপারিশ করেন। ১২ আগস্ট ১৯৩৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে অস্থায়ী প্রভাষক পদে নিয়োগ প্রদান করে।[২৪৪] তিনি ২৩ আগস্ট ১৯৩৯ সালে যোগদান করে ১ লা ফেব্রুয়ারী ১৯৪০ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন।[২৪৫]

মাওলানা ফজলুর রহমান হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী রহ. এর নিকট মুরীদ হন এবং মাওলানা জাফর আহমদ থানবী থেকে খেলাফত লাভ করেন। তিনি একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও নীরব প্রকৃতির বুজুর্গ আলেম ছিলেন। তিনি চট্টগ্রামের দারুল উলূম মাদ্রাসায় কর্মরত থাকাকালীন মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী তাঁর নিকট মিশকাত শরীফ অধ্যয়ন করেছিলেন।

মৃত্যু

মাওলানা ফজলুর রহমান ১৯৬৪ সালের ৩রা অক্টোবর তাঁর নিজ বাড়ীতে ইন্তেকাল করেন।[২৪৬]

শায়খ আব্দুর রহীম (১৩.০৯.১৯৩৯)

জন্ম ও শৈশবকাল

শায়খ আবদুর রহীম লেখক, গবেষক, শিক্ষক ও সংস্কারক হিসেবে তৎকালীন সময়ের একজন খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি ১৯০৪ সালের ১লা মে ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত 'জঙ্গিপুর' এলাকার 'মুহাম্মাদপুর' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম মুহাম্মাদ ইয়াকুব মোল্লা এবং দাদার নাম গোলাপ সরকার। শায়খ আব্দুর রহীমের বাবা 'জঙ্গিপুর' এলাকার একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ছিলেন এবং তাঁর দাদা রঘুনাথপুরের বড় জমিদারের বিশ্বস্ত কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করতেন। জনাব ইয়াকুব মোল্লার ঔরষে দুই ছেলে ও দুই মেয়ের জন্ম হয়। তাদের মধ্যে শায়খ আব্দুর রহীম হলেন তৃতীয়।[২৪৭]

শিক্ষাজীবন

শায়খ আবদুর রহীম প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা নিজ পরিবারে অর্জন করেন। অতঃপর শামসুল উলামা আবূ নসর ওহীদ-এর উদ্ভাবিত ফর্মুলা- 'নিউস্কীম' পদ্ধতিতে পরিচালিত জঙ্গিপুর হাই মাদরাসায় ভর্তি হন। এই মাদরাসা থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে হুগলী চলে যান। সেখানের নিউস্কীম মাদরাসায় (বর্তমানে

---

২৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১-২২২

২৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২

২৪৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নিয়োগপত্র, সূত্র নং ৪০৫০, তারিখ: ১২.০৮.১৯৩৯

২৪৫. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল

২৪৬. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২

২৪৭. হাফিজা আক্তার, *শাইখ আব্দুর রহীম: ইসলামী শিক্ষায় তাঁর অবদান*, অপ্রকাশিত এম. ফিল অভিসন্দর্ভ, (কুষ্টিয়া : ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ২

যার নাম হাজী মুহসীন কলেজ) মাধ্যমিক শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে ভর্তি হন। এ মাদরাসায় থাকা অবস্থায় তিনি মাতৃভাষার পাশাপাশি আরবী, উর্দু, ফারসী ও ইংরেজী ভাষায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি মাধ্যমিক শিক্ষান্তরে জেনারেল বিষয়গুলোর মধ্যে গণিত, দর্শন ও ইতিহাসেও দক্ষতা অর্জন করেন। ১৯১৯ সালে প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করে মেট্রিকুলেশন পাশ করেন। এরপর ১৯২৪ সালে ঢাকার ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ (বর্তমানে সরকারী কবি নজরুল কলেজ) থেকে প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থানসহ আই.এ পাশ করেন।[২৪৮]

ড. আব্দুল্লাহ, 'বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ' বইয়ে উল্লেখ করেছেন যে, শায়খ আবদুর রহীম স্থানীয় মাদরাসা থেকে লেখাপড়া শেষ করে ঢাকার ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে ১৯২৩ সালে হাই মাদরাসা ও ১৯২৫ সালে আই. এ. পাশ করেন।[২৪৯] এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ভর্তি হন। এ বিভাগ থেকে ১৯২৮ সালে বি.এ অনার্স পরীক্ষায় ১ম শ্রেণিতে ২য় এবং ১৯২৯ সালে এম.এ পরীক্ষায়ও ১ম শ্রেণিতে ২য় স্থান অর্জন করেন।[২৫০] এ সময় তিনি শামসুল উলামা মুনাওয়ার আলী রামপুরীর নিকট 'সিহাহ সিত্তাহ' এর দরসও গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে আইন বিষয়ে অনুরাগ থাকায় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হন এবং ১৯৩২ সালে এ বিভাগ থেকে কৃতিত্বের সাথে বি.এল স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন।[২৫১]

অতঃপর শায়খ আব্দুর রহীম কলকাতার 'ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজে' ভর্তি হন। এখানে তিনি ইংরেজী, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সালে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে ১ম স্থান অধিকার করেন ও বি.লিট ডিগ্রি প্রাপ্ত হন। কলেজের তৎকালীন প্রিন্সিপাল এম.সি. চক্রবর্তী তাঁর এ সাফল্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে লেখেন- "One of the few best Teachers of the year is very earnest and confidant in his ways, Knowledge strong, has personality is very responsible and reliable."[২৫২]

শায়খ আব্দুর রহীম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে যোগদানের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ইলমে হাদীস ও তাফসীর শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জনের জন্য তাকে পৃথিবী বিখ্যাত দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 'দারুল উলূম দেওবন্দ' এ প্রেরণ করা হয়। শায়খ রহীম জগৎবিখ্যাত এ প্রতিষ্ঠানে ১৯৪০-৪৩ সাল পর্যন্ত শিক্ষারত থাকেন। এ সময় তিনি হাদীস ও তাফসীরে সর্বোচ্চ শিক্ষাস্তর 'দাওরা ডিগ্রি' সম্পন্ন করেন এবং 'ফাযেলে দেওবন্দ' বা ফারেগে দেওবন্দ' হিসেবে স্বীকৃতি পান।[২৫৩]

দেওবন্দ মাদরাসায় সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনানে নাসায়ী, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, শরহু মায়ানিল আছার, শামায়েলে তিরমিযী, মুয়াত্তা মালেক, মুয়াত্তা মুহাম্মাদ, তাফসীরে ইবনে কাছীর, তাফসীরে বায়যাভী, শরহে মাওয়াকেফ, কাযী মুবারক, খেয়ালী ও উমূরে আম্মাহ ইত্যাদি কিতাবাদির দরস গ্রহণ করেন। সমাপনী পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল করে মহান শিক্ষকদের মন জয় করতে সক্ষম হন। ফলে দেওবন্দ মাদরাসার নিয়মানুসারে ফারেগে দেওবন্দ হিসেবে যুগশ্রেষ্ঠ বুযুর্গ, আলিম, ফকীহ, বিদগ্ধ-পণ্ডিত শিক্ষকগণ তাকে সনদ প্রদান করেন এবং হাদীসের যোগ্য শিক্ষার্থী হিসেবে তাকে স্বীকৃতি দেন।[২৫৪] শায়খ আব্দুর রহীম দেওবন্দে থাকাবস্থায় যাদের সাহচর্য লাভ করেছেন তাদের মধ্যে

---

২৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

২৪৯. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

২৫০. M.A. Rahim, *The History of the University of Dacca*, Ibid, pp. 230-231

২৫১. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

২৫২. হাফিজা আক্তার, *শাইখ আব্দুর রহীম: ইসলামী শিক্ষায় তাঁর অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪-৫

২৫৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং- ১১, আরবী/ব্যক্তি:/শিক্ষক/১৯৩৯-৪০

২৫৪. হাফিজা আক্তার, *শাইখ আব্দুর রহীম: ইসলামী শিক্ষায় তাঁর অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৮

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন- মাওলানা সাইয়্যিদ হুসাইন আহমাদ মাদানী, ইবরাহীম বলইয়াবী, ই'জায আলী, মুফতী শফী' ও শাব্বির আহমাদ উসমানী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

কর্মজীবন

শায়খ আব্দুর রহীম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করে ১৯৩০ সালে স্বল্প সময়ের জন্য ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। অতঃপর ১৯৩২ সালে বি.এল. ডিগ্রি সম্পন্ন হলে নিজ এলাকা জঙ্গিপুর দেওয়ানী আদালতে ওকালতি শুরু করেন। আইন বিষয়ে অধ্যয়ন করার কারণে স্বল্প সময়ের জন্য হলেও কর্ম হিসেবে আইন ব্যবসা শুরু করেছিলেন তিনি।[২৫৫]

অতঃপর পুনরায় শিক্ষকতার পেশায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১৯৩৯ সালের শুরুর দিকে 'জঙ্গিপুর হাই মাদরাসা' (নিউস্কীম) এর সুপারিনটেন্ডেন্ট হিসেবে দায়িত্বগ্রহণ করেন। একই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর শিক্ষকতার ডাক পেলে তিনি এ চাকরীটি ছেড়ে দেন এবং ১৯৩৯ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ২য় শ্রেণির প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। এক বছরের মাথায় ১ম শ্রেণির প্রভাষক পদে উন্নীত হন। এ পদে থাকাবস্থায়ই মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাকে দারুল উলূম দেওবন্দ এ জ্ঞানার্জনের জন্য পাঠানো হয়।[২৫৬]

দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে ফিরে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপদে পুনরায় শিক্ষকতার জীবন শুরু করেন। অতঃপর ১৯৪৮ সালের ৫ ফেব্রুয়ারী পদোন্নতি পেয়ে 'মাওলানা' পদে উন্নীত হন। ৩০ মে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত উক্ত পদে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন। তারপর ১৯৬৯ সালের ১ জুন সিনিয়র প্রভাষক পদে উন্নীত হন এবং ৩০ জুন ১৯৭০ সাল পর্যন্ত এ পদে বহাল ছিলেন। এরপর তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২ মাস ১১ দিনের পূর্ণ বেতনে ছুটি গ্রহণ করেন। সবশেষে ১৯৭০ সালের ৭ সেপ্টেম্বর শায়খ আব্দুর রহীম চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন।[২৫৭]

শায়খ আবদুর রহীমের দীর্ঘ কর্মজীবনে বহু ছাত্র রয়েছে। তাঁর ছাত্ররা দেশ বিদেশের বিভিন্ন বড় বড় পর্যায়ে সফলতার সাথে কাজ করেছেন। তাঁর অসংখ্য ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন- ড. আবুল খায়ের মুহাম্মাদ আইউব আলী, সাবেক অধ্যক্ষ মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা, ড. মুহাম্মাদ আবদুল বারী, সাবেক চেয়ারম্যান বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দিন, ড. মু. মুস্তাফিজুর রহমান, মুহাম্মদ আব্দুল মালেক প্রমুখ।

কৃতিত্ব ও অবদান

শায়খ আবদুর রহীম বাংলা, আরবী, ফারসি ও ইংরেজি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। লেখা-লেখি, ওয়াজ-মাহফিল, বক্তৃতা ইত্যাদির মাধ্যমে ধর্মীয় বিষয়গুলোতে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনি নিরলস কাজ করে গেছেন। বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য চর্চার নতুন দ্বার তিনি খুলে দেন। তিনি আহলে হাদীস জামাআতের মুখপত্র 'তর্জুমানুল হাদীস' সাময়িকীর ১৯৬২-১৯৭০ সাল পর্যন্ত সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।[২৫৮]

এ সময় তাঁর হাত ধরে ইসলামী সাহিত্যের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানে অবদান রাখার পাশাপাশি সামাজিক ও সাংগঠনিক কাজেও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। তিনি আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় লোক ছিলেন। তিনি ১৯৫১ সালের দিকে ঐতিহ্যবাহী সংগঠন 'জমঈয়তে

---

২৫৫. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

২৫৬. University of Dacca, *Annual Report*, 1939-40, p. 7.

২৫৭. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং- ১১, আরবী/ব্যক্তি:/শিক্ষা/ ১৯৩৯-৪০

২৫৮. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

Dhaka University Institutional Repository

উলামায়ে পাকিস্তান' এর সেক্রেটারী জেনারেল নিযুক্ত হন। সে সময় উক্ত সংগঠনের সভাপতি ছিলেন মাওলানা আতাহার আলী। এছাড়াও তিনি বংশাল নাজিরা বাজার এলাকায় অবস্থিত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'মাদরাসাতুল হাদীস' এর পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হিসেবে খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। তিনি পরিবাগ জামে মসজিদের আজীবন সদস্য ছিলেন। মোদ্দাকথা শায়খ আবদুর রহীম সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সাংগঠনিক ও দ্বীন চর্চার কাজে বিশাল অবদান রেখেছেন।

গবেষণাকর্ম

শায়খ আবদুর রহীম একজন খ্যাতিমান লেখক ছিলেন। তিনি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

১. *'তাজরীদুল বুখারী'* এর ১ম খন্ডের অংশ বিশেষ অনুবাদ করেন।
২. ইমাম তিরমিযীর *শামায়েল-ই-তিরমিযীর* প্রথমার্ধের বাংলা অনুবাদ করেন এবং এর টীকায় সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহের বরাত, রাবীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও কঠিন শব্দগুলোর বিশ্লেষণ করেন।
৩. *আরবী ব্যাকরণ ও আরবী সাহিত্য* (মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড)
৪. পবিত্র কুরআনুল কারীমের সূরা ফাতিহা, সূরা বাকারাহ ও সম্পূর্ণ আমপারা বা ৩০ নং পারার তাফসীর, *তরজুমানুল হাদীস*, বর্ষ. ১২, সংখ্যা. ১-৬।[২৫৯]
৫. 'বুলুগুল মারাম' হাদীসগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা, (অধ্যায়: লিআন, ইদ্দত, শোক প্রকাশ, গর্ভ সঞ্চার নিরূপণ, স্তন্যপান, লালন-পালন ও অভিভাবকত্ব, অপরাধের দন্ড, নর হত্যাজনিত প্রানদন্ড ও রক্তপণ), *তরজুমানুল হাদীস*, ঢাকা, বর্ষ. ১১, সংখ্যা. ৪-৯।[২৬০]
৬. 'রাষ্ট্রাধিনায়ক পদে নারীর অযোগ্যতা সম্পর্কিত হাদীস, *তরজুমানুল হাদীস*, বর্ষ. ১২, সংখ্যা. ৩।
৭. ঈদ বা আনন্দ উৎসব'
৮. আরবী সংখ্যা লিখন
৯. রমজান ও তাসাওউফ, *তরজুমানুল হাদীস*, ঢাকা, বর্ষ. ১১, সংখ্যা. ৫।
১০. দীনদারীতে ভেজাল, *তরজুমানুল হাদীস*, বর্ষ. ১২, সংখ্যা. ৬।
১১. ঈমানের হাকীকত, *তরজুমানুল হাদীস*, খ. ৫, সংখ্যা. ১০, ১৯৬২।
১২. মসজিদের ইমামের শিক্ষার মান, তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, *তরজুমানুল হাদীস*, জুন-জুলাই, ১৯৬১।
১৩. সালমান ফার্সীর জীবনী, *তরজুমানুল হাদীস*, খ. ১৪, সংখ্যা. ১২
১৪. A Paper on اسجدوا لآدم, *তরজুমানুল হাদীস*, ঢাকা, ১৯৬১।
১৫. Reorientation of Madrasah Education, *তরজুমানুল হাদীস*।
১৬. ১৫টি খুৎবার বঙ্গানুবাদ, *National Reconstruction Bureau,* East Pakistan

মৃত্যু

তিনি ১৯৭৩ সালের ২৯ এপ্রিল, রবিবার, ভোর রাত্রে ঢাকার পরিবাগস্থ নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন এবং নতুন আজিমপুর গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।[২৬১] মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৬৯ বছর।

জাফর আহমাদ উসমানী (০১.০২.১৯৪০)

জন্ম ও শৈশবকাল

মাওলানা জাফর আহমাদ উসমানী ১৩ রবিউল আওয়াল ১৩১০ হিজরী মোতাবেক ৪ অক্টোবর ১৮৯২ সালে ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দ মাদরাসার সন্নিকটে দেওবন্দ নামক গ্রামে এক বিখ্যাত আলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম লতিফ আহমাদ। মাত্র তিন বছর বয়সে তিনি মাকে হারান।

---

২৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪
২৬০. হাফিজা আক্তার, *শাইখ আব্দুর রহীম: ইসলামী শিক্ষায় তাঁর অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০
২৬১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৫২তম *বার্ষিক বিবরণী*, ১৯৭২-৭৩, পৃ. ৫১

Dhaka University Institutional Repository

দাদী তার লালন পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁর দাদী একজন খোদাভীরু সৎ নেককার নারী ছিলেন। তাঁর দাদা শেখ নেহাল আহমদ উসমানী ছিলেন দেওবন্দ দারুল উলুম মাদরাসার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী ছিলেন জাফর আহমদের মামা।[২৬২]

শিক্ষাজীবন

নিজ পরিবারে প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করেন মাওলানা জাফর আহমাদ উসমানী। ৫ বছর বয়স থেকে আরবী এবং ৭ বছর বয়স থেকে উর্দু, ফার্সী ভাষার বিভিন্ন গ্রন্থ পড়তে শুরু করেন এবং গণিত শাস্ত্র ও শরীর চর্চা বিদ্যা অর্জন করেন। এ সময় তাঁর মহান শিক্ষক ছিলেন মুফতি আযম পাকিস্তান আল্লামা মুহাম্মদ শফী এর বাবা শায়েখ মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াসীন। এরপর তিনি দেওবন্দ থেকে থানাভবন গমন করেন। সেখানে স্বীয় মামা হাকীমুল উম্মাত আশরাফ আলী থানভীর নিকট থেকে ইলমে তাজবীদ, *'তালখিসাতুল আশার'* নামক কিতাবের কিছু অংশ, জালালুদ্দীন রুমী রচিত *'মাসনুভী'* নামক গ্রন্থের কিছু অংশ অধ্যয়ন করেন।। এখানে তিনি মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ গাংগুহীর নিকট 'নাহু' (আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্র), 'সরফ' (আরবী শব্দপ্রকরণ বিদ্যা) এবং আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন কিতাবাদি অধ্যয়ন করেন।[২৬৩]

'তাফসীরে বয়ানুল কুরআন' লিখা শুরুর পর আশরাফী আলী থানভী (র) তাকে 'কানপুর' প্রেরণ করেন। সেখানে মাওলানা থানভীর প্রতিষ্ঠিত জামিউল উলূম মাদ্রাসায় তিনি হন। এ মাদরাসায় মাওলানা ইছহাক বর্ধমানী, মাওলানা মুহাম্মদ রশীদ কানপুরী প্রমুখকে জাফর আহমদের শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। কানপুরে থাকালীন সময়ে জাফর আহমদ মহান এ দুই মনীষীর নিকট হাদীসশাস্ত্রের কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করেন। তিনি তাদের কাছে সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনান আবু দাউদ, সুনান নাসাঈ, সুনান তিরমিযী, সুনান ইবন মাজাহ, মিশকাতুল মাসাবিহসহ অপরাপর উলূমুল হাদীসবিষয়ক গ্রন্থসমূহও অধ্যয়ন করেন। এমনিভাবে উক্ত মাদ্রাসায় থাকাকালীন সময়ে ফিকহশাস্ত্র, তাফসীর শাস্ত্র ও আরবী সাহিত্যের নির্বাচিত গ্রন্থাদির অধ্যয়নও শেষ করেন।[২৬৪]

কানপুরে অধ্যয়ন শেষে ১৯০৯ সালে জাফর আহমদ সাহারানপুর গমন করেন। সেখানকার প্রসিদ্ধ মাদ্রাসা মাজাহিরুল উলূমে ভর্তি হন এবং সুনানে আবু দাউদ শরীফের বিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'বাজলুল মাজহুদের' প্রণেতা মুহাদ্দিস খলীল আহমাদ সাহারানপুরীর নিকট হাদীসের দরস গ্রহণ করেন এবং তাঁর থেকে ইলম হাদীস ও অন্যান্য শাস্ত্রের সনদ লাভ করেন। এ মাদরাসায় থাকাবস্থায় মাওলানা উসমানী ইলম মানতিক বা যুক্তিবিদ্যা, জ্যোর্তিবিজ্ঞান, দর্শন, শারিরীক শিক্ষা ইত্যাদিতেও উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণ করেন। মাত্র ১৮ বছর বয়সেই মাওলানা জা'ফর আহমদ জ্ঞানের এ বিশাল সমুদ্র পাড়ি দিয়েছেন। এত স্বল্প বয়সে জ্ঞানের এতগুলো শাখা পাড়ি দেওয়া কঠিন হলেও আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিভা ও তীক্ষ্ণ মেধার কারণে তিনি সফলতার সাথেই ইলমের এ কঠিন পথ অতিক্রম করতে সক্ষম হন।[২৬৫]

কর্মজীবন

মাওলানা জা'ফর আহমদের কর্মজীবন শুরু হয় সাহারানপুর মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করার মাধ্যমে। তিনি সাহারানপুর মাদ্রাসা থেকে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় উচ্চতর শিক্ষা সমাপ্ত করলে তাঁর মেধা ও যোগ্যতায় অভিভূত হয়ে কর্তৃপক্ষ তাকে মাদ্রাসার শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন। এ প্রতিষ্ঠানে তিনি ফিকহ, উসূলে ফিকহ, যুক্তিবিদ্যা, দর্শন ইত্যাদি শাস্ত্র শিক্ষাদান করতেন। এখানে প্রায় ৭ বছর শিক্ষকতা করার পর ১৯১৭ সালের দিকে থানাভবনে প্রতিষ্ঠিত ইমদাদুল উলুম মাদ্রাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন। সেখানে তিনি একজন হাদীসবিশারদ হিসেবে ৭টি বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থের দরস প্রদান করতেন।

---

২৬২. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

২৬৩. জাফর আহমাদ উসমানী, *কাওয়ায়িদু ফী উলূমিল হাদীস* (বৈরূত : মাকতাবাতুন নাহদাহ, তা.বি.), পৃ. ৮

২৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

২৬৫. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া তিনি ফিকহ ও তাফসিরবিষয়ক পাঠদানও করতেন। এখানে থাকাকালীন সময়েই স্বীয় মামা হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভীর নির্দেশে তিনি গবেষণা ও লেখা-লেখিতে মনোনিবেশ করেন। মামার অধীনে বৃহদাকার ছয় খন্ডে তাঁর বিখ্যাত ফতোয়া সংকলন "ইমদাদুল আহকাম" রচনা করেন। কিছু সময়ের জন্য মাওলানা জাফর আহমাদ বার্মার রেঙ্গুনে অবস্থিত মাদ্রাসা-ই-মুহাম্মদিয়ায় গমন করেন। সেখানে দরস-তাদরীস, শিক্ষা-দীক্ষা, ওয়াজ নসীহত, দাওয়াত, তাবলীগ ইত্যাদি কাজে প্রায় ২ বছর পর্যন্ত লিপ্ত থাকেন। তারপর রেঙ্গুন থেকে পুনরায় থানাভবন প্রত্যাবর্তন করেন। কিছুকাল পরে ১৯৪০ সালের দিকে থানাভবন থেকে ঢাকা গমন করেন। এ সময় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে হাদীস, ফিকহ ও উসূলে ফিকহের বিশেষজ্ঞ শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন।[২৬৬]

মাওলানা জাফর আহমাদ ১ লা ফেব্রুয়ারী ১৯৪০ সাল থেকে ৩১ জানুয়ারী ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত সময়ের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে 'মাওলানা' পদে প্রাথমিকভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন।[২৬৭] এরপর পুনরায় তাকে তিন বছরের জন্য মাওলানা পদে নিয়োগ দেয়া হয়। যা শেষ হয় ৩০ জানুয়ারী ১৯৪৮ সালে। এরপর ১৯৪৮-১৯৫২ সাল পর্যন্ত তিনি সরকারী মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা'র সদরুল মুদাররিসীন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময়ই তিনি ঢাকার লালবাগে জামিয়া কুরআনিয়া আরাবিয়্যা নামে একটি দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এ মাদ্রাসাটি এখনো পর্যন্ত উচ্চতর দ্বীনি শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে সুপরিচিত এবং ঢাকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাদ্রাসা হিসেবে বিবেচিত। এরপর তিনি পাকিস্তান চলে যান। ১৯৫৫ সাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সিন্ধু প্রদেশের অন্তর্গত আশ্রাফাবাদ টাণ্ডুল্লাইয়ারে অবস্থিত মাওলানা শাব্বির আহমাদ উসমানী প্রতিষ্ঠিত ও মাওলানা ইহতিশামুল হক থানভী পরিচালিত 'দারুল উলুম আল-ইসলামিয়ার' সদরুল মুদাররিসীন ও শায়খুল হাদীস পদে দায়িত্ব পালন করেন। এখানে তিনি হাদীসের দরস প্রদান করতেন এবং জনগণের বিভিন্ন প্রশ্ন ও উদ্ভূত সমস্যার শরয়ী সমাধান প্রদান করতেন।[২৬৮]

গবেষণাকর্ম

মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী গবেষণায় অনন্য অবদান রেখেছেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থাদি প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়। হাদীস-উসূল হাদীস, ফিকহ-উসূল ফিকহ, ও তাফসীর শাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে তার রচনাসমূহ এখনও স্বীকৃত ও সমাদৃত। নিম্নে তাঁর রচিত গ্রন্থাদির একটি তালিকা পেশ করা হলো।

১. *إعلاء السنن*, দীর্ঘ ২০ বছরের অধ্যয়ন, অধ্যাবসায় ও গবেষণার ফসল হলো এ গ্রন্থটি। মূল গ্রন্থটি ১৮টি খন্ডে রচিত হয়েছে এবং এর শুরুতে দুটি খন্ড ভূমিকাস্বরূপ সংকলন করা হয়েছে। এভাবে সম্পূর্ণ কিতাবটি মোট ২০ খন্ডে প্রকাশিত হয়।

২. *إنجاء الوطن عن الازدراء بإمام الزمن*, এ গ্রন্থটি ই'লাউস সুনানের শেষে সংযোজন করে প্রকাশিত হয়েছে।

৩. *دلائل القرآن على مسائل النعمان*, এটি ইমাম জাসসাস কর্তৃক আহকামুল কুরআনের অনুকরণে রচিত অনবদ্য একটি গ্রন্থ। যা ২ খন্ডে ১৩৮৭-৮৮ হিজরীতে করাচী থেকে প্রকাশিত হয়।

৪. *قواعد فى علوم الحديث*, এ গ্রন্থটি উসুল হাদীসের উপর লিখিত একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। পরবর্তীতে এর সম্পাদনা, টিকা ও ব্যাখ্যা লিখেছেন বিখ্যাত হাদীস বিশারদ শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ। এ গ্রন্থটি মূলত ই'লাউস সুনানের ভূমিকার অন্তর্ভুক্ত।

৫. *القول المتين فى الاخفاء بآمين*

---

২৬৬. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৭

২৬৭. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ১২, আরবী/ব্যক্তি:/ শিক্ষক ১৯৪০-৪৮

২৬৮. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭-৮৮

৬. *شق الغبن عن حق رفع اليدين*

৭. *رحمة القدوس فی ترجمة بهجة النفوس*

৮. *فاتحة الكلام فی القراءة خلف الامام*

৯. *كشف الدجی عن وجه الربا*

১০. *وسيلة الظفر فی مدح خير البشر*

১১. *الشفاء*

১২. *ولادت محمديه كا راز*

১৩. *فضائل جهاد*

১৪. *براءت عثمان*

১৫. *سفر نمائ حجاج*

১৬. *تحذير المسلمين عن مؤالات المشركين*

১৭. *نور علی نور*

১৮. *البنيان المشيد*

১৯. *انوار النظر فی آثار السفر*

২০. *القول المنصور فی ابن منصور*

২১. *الدر المندود*

২২. *احكام القرآن*

২৩. *كشف الدعاء عن وجه الربا*

২৪. *ممالک غير اسلام ميں سود اور قيمار كا حكم*

২৫. حياة نزول مسيح كی تحقيق ،*لكهنو* ، مارس، ١٩٤٥.

২৬. مسلمان كيلئ حياة عمل ، *تنوير ديلی*، لكهنو، ابريل ١٩٤٧.

২৭. *رحمة عالم* ، *مفكر* ، داكا.

২৮. The Problem of Interest and Gambling in non Muslim Country, *Ma'arif, Azamgarh*, May 1945.

২৯. A Fatwa re. the present problem of the Musalmans, *Asr-i-Jadid*, August 1945.

৩০. The problem of Interest between a Muslim and a Harbi, *Ma'arif, Azamgarh*, June and July 1946.

৩১. سلسله شاه ولی الله كی خدمت حديث , *মা'আরিফ*, খ. ৫৩, সংখ্যা. ৫, মে-জুন, ১৯৪৪

৩২. إمداد الاحكام فی مسائل الحلال والحرام – *المعروف* ب الفتاوی الامدادية

উক্ত গ্রন্থটি মূলত মানুষের বিভিন্ন সময়ে জিজ্ঞাসিত বিষয় ও উদ্ভূত সমস্যার শরীয় সমাধান দেয়ার লক্ষ্যে লিখিত অনবদ্য ফাতওয়া সংকলন। এ সকল ফাতওয়া তিনি স্বীয় মামা হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবীর নিকট হতে সত্যায়ন করে প্রদান করেছেন। সম্পূর্ণ সংকলনটি ৭টি খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

মৃত্যু

১৯৭৪ সালের ৮ই ডিসেম্বর রোজ রবিবার ৮৪ বছর বয়সে করাচীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। সেখানে আশরাফ আলী থানভীর অন্যতম প্রধান খলীফা আব্দুল গণী ফুলপুরীর কবরের পার্শ্বে তাঁকে সমাহিত করা হয়।[২৬৯]

রুস্তম আলী (১৯৪৪)

জন্ম

জনাব রুস্তম আলী ১৯১৮ সালের ১ লা অক্টোবর রংপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবন

১৯৩৫ সালে রাজশাহী হাই মাদ্রাসা থেকে হাই মাদ্রাসা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৩৭ সালে ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ঢাকা থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ৩য় স্থান অর্জন করেন। ১৯৪০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর আরবী বিভাগ থেকে বি.এ অনার্স পরীক্ষায় ২য় শ্রেণিতে ১ম এবং ১৯৪১ সালে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন। এরপর ১৯৪২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রিসার্চ স্কলার হিসেবে প্রফেসর এস.এম. হোসেন এর অধীনে A Critical Edition of al-Asmaiyyat বিষয়ের উপর দুই বছর গবেষণা করেন।

কর্মজীবন

জনাব রুস্তম আলী কর্মজীবনের শুরুতে ১৯৪২ সালে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। এরপর ১৯৪৪ সালের শুরুর দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থায়ী লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন এবং প্রায় ৪ মাস কর্মরত ছিলেন।

গবেষণাকর্ম

জনাব রুস্তম আলীর একটি প্রবন্ধের খোঁজ পাওয়া যায়; আর তা হলো : The Prolegomena of Ibn Khaldun, এফ.এইচ হল ম্যাগাজিন, ১৯৪১-৪২।[২৭০]

ড. মুহাম্মদ ছগীর হাসান মাছুমী (০৭.১১.১৯৪৪)

জন্ম

ড. মুহাম্মদ ছগীর হাসান মাছুমী ১লা জুন ১৯১৮ সালে পাটনা জেলার অন্তর্গত বিহার শরীফ গ্রামের এক আলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মাওলানা মোহাম্মদ আমীর হাছান।[২৭১]

শিক্ষাজীবন

জনাব ছগীর হাসান এর প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। তিনি ১৯৩২ সালে হাম্মাদীয়া সিনিয়র মাদ্রাসা থেকে আলিম পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৩৪ সালে একই মাদ্রাসা থেকে ফাজিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ৫ম হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। ১৯৩৪ সালে ধর্মীয় শিক্ষায় উচ্চতর জ্ঞান আহরণের জন্য ভারতের বিখ্যাত দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দারুল উলুম দেওবন্দে গমন করেন। সেখানে মাওলানা হোসাইন আহমাদ মাদানী তাকে দরসে বসার অনুমোদন দেন। এ সময় দারুল উলুমে এমন ব্যবস্থা ছিলো। একে 'সামাআতে'র ইজাজত দেওয়া হয়েছে বলে অভিহিত করা হতো।

এখানে তিনি প্রায় ৬ মাস অধ্যয়ন করেন। এ সময় তিনি শায়খুল আদব মাওলানা ইজাজ আলীর নিকট আরবী সাহিত্য এবং ফিকহ, মাওলানা ইব্রাহীম বলইয়াবীর নিকট দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা অধ্যয়ন করেন।

---

২৬৯. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

২৭০. M.A. Rahim, *History of the University of Dacca*, Ibid, p. 213

২৭১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ১৩, আরবী/ব্যক্তি:/ শিক্ষক ১৯৪৬-৪৭

এসময় তিনি 'সদরা' ও 'কাযি মুবারক' নামক দুটি কিতাবও অধ্যয়ন করেন। ১৯৩৬ সালে ফাইদ আল গুরাবাহ মাদ্রাসা, আররা, শাহাবাদ থেকে দরসে নিজামীয়া কোর্স সম্পন্ন করেন। এখানে তিনি হাদীস, তাফসীর, উসূল, ফিলোসোফি, লজিক ও থিওলোজী বিষয়ে পড়া-লেখা করেন। এরপর ১৯৩৮ সালে হাই মাদ্রাসা পরীক্ষায় অংশ নিয়ে প্রথম বিভাগে পঞ্চম স্থান লাভ করে উত্তীর্ণ হন। ১৯৪০ সালে ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ঢাকা থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় রেকর্ড সংখ্যক নম্বর প্রাপ্ত হয়ে প্রথম বিভাগে প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ১৯৪৩ সালে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে বি.এ অনার্স পরীক্ষায় ১ম শ্রেণিতে ২য় স্থান অর্জন করেন। ১৯৪৪ সালে একই বিভাগ থেকে এম.এ পরীক্ষায়ও ১ম শ্রেণিতে ২য় হন।[২৭২]

১৯৫০ সালে উচ্চ শিক্ষাগ্রহণের লক্ষ্যে যুক্তরাজ্য গমন করেন। ১৯৫২ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.ফিল ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর গবেষণার শিরোনাম ছিলো- "Ibn Bajjah's Paraphrase of Aristotle's De Anima"। তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী এবং গ্রীক ফিলোসোফি বিভাগের সিনিয়র প্রভাষক R. R. Walzer.[273]

কর্মজীবন

মাওলানা ছগীর হাসান দেওবন্দ মাদ্রাসায় অধ্যয়নকালীন সময়ে 'আল-বায়ান' ম্যাগাজিনের সহকারী সম্পাদক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। দরসে নিজামিয়ার কোর্স সমাপ্ত করার পর তিনি দুই বছর হাম্মাদীয়া সিনিয়র মাদ্রাসায় 'সিনিয়র শিক্ষক' হিসেবে কর্মরত ছিলেন।[২৭৪] ৭ ই নভেম্বর ১৯৪৪ সালে তিনি অস্থায়ী প্রভাষক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে যোগদান করেন। ২ জুলাই ১৯৪৬ সালে প্রভাষক হিসেবে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন। ১৯৬০ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন। নভেম্বর ১৯৬০ সালে তিনি ইউনিভার্সিটি অফ সিন্ধ, হায়দ্রাবাদে মুসলিম হিস্ট্রি বিভাগে রিডার এবং বিভাগীয় প্রধান হিসেবে যোগদানের জন্য আবেদন করেন।[২৭৫]

আবেদন পত্র গৃহীত হলে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লিয়েনে ছুটি গ্রহণ করে ১লা ডিসেম্বর ১৯৬০ সালে সিন্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। তিনি ইউনিভার্সিটি অব সিন্ধ- এ প্রায় একবছর ৬ মাস কর্মরত ছিলেন। এরপর একাডেমী অফ ইসলামিক স্টাডিজ, কোয়েটায় ডেপুটি ডিরেক্টর পদে যোগদান করেন। এরই মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে ২৭ মার্চ ১৯৬২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে রিডার পদে নিয়োগ প্রদান করে।[২৭৬] উক্ত নিয়োগ পত্রে তাকে ১ এপ্রিল থেকে যোগদান করতে বলা হয়। কিন্তু ১৭ এপ্রিল ১৯৬২ সালে তিনি এক পত্রের মাধ্যমে আরো এক বছর লিয়েনে ছুটির আবেদন করেন। যার প্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছুটি না বাড়িয়ে ১৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৩ সালে রিডার পদে তাঁর নিয়োগ বাতিল করে।[২৭৭]

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ

মাওলানা ছগীর হাসান মাছুমী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনেকগুলো কনফারেন্সে যোগদান করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো-

---

২৭২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ১৩, আরবী/ব্যক্তি:/ শিক্ষক ১৯৪৬-৪৭, আবেদন পত্র, তারিখ: ১৫ জানুয়ারী ১৯৬২

২৭৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ১৩, আরবী/ব্যক্তি:/ শিক্ষক ১৯৪৬-৪৭

২৭৪. প্রাগুক্ত.

২৭৫. University of Dacca, *Annual Report*, 1960-61, p. 48.

২৭৬. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ১৩, আরবী/ব্যক্তি:/ শিক্ষক ১৯৪৬-৪৭, নিয়োগপত্র, সূত্র নং ২০০৫৯, তারিখ ২৭ মার্চ ১৯৬২

২৭৭. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ১৩, আরবী/ব্যক্তি:/ শিক্ষক ১৯৪৬-৪৭, অব্যাহতিপত্র, সূত্র নং ৩১৭৭৪, তারিখ ১৮.০২.১৯৬৩

Dhaka University Institutional Repository

- ড. ছগীর হাসান এপ্রিল ১৯৫৬ তে পাকিস্তানের পেশোয়ারে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান ফিলোসপিক্যাল কংগ্রেসে যোগ দেন এবং Al Farabi নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন।
- ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে যোগদান করেন ।
- ১৯৫৮ সালের মার্চ মাসে হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত দর্শন সম্মেলনে যোগ দেন এবং Farabi's Political Philosophy শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন।
- ১৯৫৮ সালে তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি পাকিস্তানের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।[২৭৮]
- ১৯৫৯ সালে করাচীতে Islamic the Modern World শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করেন।[২৭৯]
- ১৯৫৯ সালে পাকিস্তান ফিলোসপিক্যাল কংগ্রেসে যোগ দেন এবং Importance of reason in Islam শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

গবেষণাকর্ম

মাওলানা ছগীর হাসান মাছুমী রচিত অনেক গ্রন্থ ও গবেষণাপ্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। নিম্নে তার একটি তালিকা তুলে ধরা হলো।

১. Ilm al-Nafs, *Pakistan Historical Society*, Karachi. 1961.
২. Kitab al-Nafs Li ibn Bajjah, *al-majma'*, Damscus, Syria.
৩. *Ibn Hazm's Risalah al-Bahira*, Arabic text with English Translation.
৪. *Al-Ash'ary's Maqal al-Islamiyyin*, Two Volumes, English Translation And Notes
৫. An Appreciation of Shah Waliyullah, *Islamic Culture*, Hydrabad, 1946.
৬. Sonargaon's Contribution to Islamic Learnig, *Islamic Culture*, Hyd, 1953.
৭. Islam's influence on Western History and Culture, *Isl. Col*. Lahore 1958.
৮. Professor Ahmad Amin, *Islamic Literature*, Lahore, April, 1955.
৯. Ibn al-Imam, *Islamic Quarterly*, London, Dec.1960.
১০. Ikhwan al-safa, *Islamic Literature*, Lahore, 1950.
১১. Sayyid Abdussubhan of East Pakistan, *Journal of Asiatic Society*, Pakistan, Vol. IV, 1959.
১২. Ibn al-Imam, the disciple of Ibn Bajjah, *Journal of Asiatic Society*, Pakistan, Vol. III, 1958.
১৩. An Appraisal of the invasion of Spain under Hadrat uthman, *History and Culture*,1961.
১৪. Rational outlook as obtained in the thought process of the sahabah, *Islamic Culture*, Hydrabad, 1953.
১৫. Al-Xindias a thinker, *Islamic Culture*, Hydrabad, 1955.
১৬. A Glimpse of the western Boundary lands of India on the eve of Arab invasion, *Journal of the Asiatic Society of Pakistan*, vol. IV, 1959
১৭. The Mutazilites in their true perspective, *Islamic Literature*, Lahore, August, 1950.

---

২৭৮. University of Dacca, *Annual Report*, 1957-58, p. 43

২৭৯. University of Dacca, *Annual Report*, 1958-59, p. 43

১৮. The Bodleian MS of Hayy ibn Yaqzan by Ibn Sina, *Islamic Literature*, Lahore, April, 1953.
১৯. A side-light on the Muslim Psychological works, *Islamic Literature*, Lahore, June 1954.
২০. Ibn Bajjah on the Agent Intellect, *Journal of Asiatic Society of Pakistan*, Dacca, Vol. V, 1960.
২১. Ibn Bajjah on Human Mind, *Journal of Asiatic Society of Pakistan*, Dacca, Vol. II, 1957.
২২. Al-Farabi's political views, *Journal of Asiatic Society*, Pakistan, Dacca, Vol. IV, 1959.
২৩. A Treaties on Soul By Ibn Sina, *Shafi presen*, volume, Lahore, Armughan.
২৪. Ibn Rushd's Synopsis of Aristotle's Physics, *Dacca University Studies*, 1956.
২৫. Ibn Bajjah on prophecy, *Journal of University of Sind*, 1961.
২৬. Notes on the Edition of the kitab al-Nafs ascribed to Ishaq ibn Hunayn, *Journal of Royal Asiatic Society*, London, 1956.
২৭. The position of Hadith as it is, *Islamic Literature*, Lahore, March 1954.
২৮. Women in Islam, *Islamic Literature*, Lahore, Jan-Feb 1957.
২৯. The Status of women in Islam with special reference to Pardah and employment. *Islamic Literature*, June 1957.
৩০. The significance of Ita'at in Islam, *Islamic Literature*, Jan 1956.
৩১. Rusafi – a Modern poet of Iraq, *Islamic Culture*, Hydrabad, 1950.
৩২. Al-Ma'arry's Creed of Intellect, *Decca University Studies*, 1959.
৩৩. Rural Scenes as depicted in Modern Arabic poetry,, *Iqbal*, Lahore 1957.
৩৪. Kindi ka Falasafa, *Ma'arif*, Azamgarh, October and November, 1954.
৩৫. Sunargaon, *Ma'arif*, Azamgarh, Jan. 1959.
৩৬. Ibn Bajjah al-Andalusi, *Azamgarh*, Feb. and March, 1954.
৩৭. Jama'at Ikhwan al-safa, *Azamgarh*, June, 1949.
৩৮. Ibn Bajjah ke Ba'd pesh raw awr mu'athir Falasifah, *Iqbal*, Lahore, 1957.
৩৯. Ma'ani al-Quran lil-Farra, *Azamgarh*, 1946.
৪০. Islamic Concept of Society, *Philosophical Conf. Rajshahi*, 1962.

মুফতী দীন মোহাম্মদ খান (০০.০০. ১৯৪৬)

জন্ম ও শৈশবকাল

মুফতী দীন মোহাম্মদ খান ১৯০০ সালের জানুয়ারীতে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ব পুরুষগণ পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশের বাজুড় এলাকার অধিবাসী ছিলেন। বাবা নুরুল্লাহ খান বৃটিশ সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন ছিলেন। মনিপুরের (আসাম) যুদ্ধ চলাকালে তাকে বাংলায় প্রেরণ করা হয়। চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি স্থায়ীভাবে ঢাকায় বসবাস শুরু করেন। মুফতী দীন মোহাম্মদ ঢাকাতেই বেড়ে ওঠেন।[২৮০]

শিক্ষাজীবন

মুফতী দীন মুহাম্মদ 'এক ছাত্র এক শিক্ষক' পদ্ধতিতে শিক্ষাগ্রহণ করেন। তিনি প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষা থেকে আরম্ভ করে হাদীসের সিহাহ সিত্তাহ পর্যন্ত চকবাজার জামে মসজিদে অবস্থানরত বিশিষ্ট আলিম

২৮০. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা ইব্রাহীম পেশওয়ারীর নিকট অধ্যয়ন করেন। এরপর উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য ভারতের দেওবন্দ মাদ্রাসায় গমন করেন। সেখানে তিনি ১৯১৫ সাল থেকে পাঁচ বছর অবস্থান করে হাদীস, তাফসীর, ফিকহ ইত্যাদি বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। এ সময় তিনি 'মোল্লা ফাযেল' পরীক্ষায়ও অংশ গ্রহণ করেন। দিল্লীর আমীনিয়া মাদ্রাসার মাওলানা মুফতী কিফায়তুল্লাহ দেহলভীর নিকটও কিছু দিন হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি দেওবন্দ মাদ্রাসায় প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী এর নিকটও হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯২১ সালে তিনি ঢাকায় ফিরে আসেন।

কর্মজীবন

মুফতী দীন মোহাম্মদ খান প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষে ঢাকার হাম্মাদিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। এ মাদ্রাসাসহ আরো দু-একটি মাদ্রাসায় প্রায় একযুগ শিক্ষকতার সাথে জড়িত ছিলেন। এ সময় জনপ্রিয় আলিম মাওলানা আব্দুল করীম মাদানীর সাথে তাঁর সখ্যতা গড়ে ওঠে। মাওলানা মাদানী আরবী ভাষায় ওয়ায-নসীহত করতেন আর একজন দোভাষী তা উর্দু বা বাংলায় অনুবাদ করে শ্রোতাদের বুঝিয়ে দিতেন। মাওলানা মাদানী ১৯৩১ সালের শেষের দিকে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বার্মা গমন করলে মুফতী দীন মোহাম্মদ খানও তাঁর সফরসঙ্গী হন ও দোভাষী হিসেবে ইসলাম প্রচারে রত থাকেন। তবে কিছুকাল একসাথে থাকার পর জনাব খান মাওলানা মাদানী থেকে পৃথক হয়ে যান এবং বার্মার রেঙ্গুনস্থ বাঙ্গালীদের জামে মসজিদে মুফতী ও খতীব হিসেবে নিযুক্ত হন। এ সময় থেকেই তিনি লোকসমাজে 'মুফতী' নামে পরিচিতি পান। মসজিদের খতীব, ধর্মীয় বিশষেজ্ঞ ও দ্বীন প্রচারের কাজে প্রায় একযুগ রেঙ্গুনে অবস্থান করেন তিনি। এরপর ১৯৪০ সালে ঢাকায় ফিরে আসেন। মুফতী দীন মোহাম্মদ খান ১৯৪৬ সাল থেকে কিছুদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অধ্যাপনা করেন। অতঃপর ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসায় তিন বছর শিক্ষকতা করেন। ১৯৫০ সালে জামি'আ কোরআনিয়া আরাবিয়া, লালবাগ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি হাদীস ও তাফসীরের শিক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি এ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও উপদেষ্টা কমিটির সেক্রেটারী হিসেবে আমৃত্যু দায়িত্ব পালন করেছেন।[২৮১]

কৃতিত্ব ও অবদান

মুফতী দীন মোহাম্মদ খান শিক্ষকতার সাথে দ্বীন প্রচারে অসামান্য অবদান রাখেন। তিনি ঢাকার চক বাজার মসজিদে তাফসীর মাহফিল করতেন। নিয়মিত তাফসীর অনুষ্ঠান হতো বলে তিনি কয়েক বার পবিত্র আল-কুরআনের আদ্যোপান্ত ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হন। 'কুরআনে হাকীম ও আমাদের জিন্দেগী' শীর্ষক অনুষ্ঠানে তিনি ঢাকা বেতারে তাফসীর বর্ণনা করতেন। ঢাকার মৌলভীবাজার জামে মসজিদ ও বায়তুল মোকাররম মসজিদে প্রতিবছর রমযান মাসে আরবী শিক্ষিত ও উচ্চ শিক্ষিত লোকদের জন্য তাফসীরের বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করতেন। তাফসীর সংক্রান্ত ধারাবাহিক এ সকল কার্যক্রমের ফলে সমাজে আল-কুরআনের মর্মবাণীর প্রসার ঘটে। মানুষ কুরআনের শিক্ষায় আলোকিত হয়ে সঠিক ভাবে দ্বীনপালনের দীক্ষা পান।

গবেষণাকর্ম

মুফতী দীন মোহাম্মদ খান ওয়ায-নসীহত, ধর্ম প্রচার, তাফসীর প্রোগ্রামসহ নানাবিদ কাজে ব্যস্ত থাকতেন, ফলে লেখালেখিতে তেমন সময় দিতে পারেননি। এতদ্বসত্বেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। সেগুলো হলো-

১. *কুরআনের সুন্দরতম কাহিনী (আহসানুল কাসাস)*, তৎকালালীন সময়ের কেন্দ্রীয় তাফসীর কমিটির উদ্যোগে ১৯৫২ সালে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।
২. *তাফসীরে সূরা-এ-ইউসুফ*, বাংলা ভাষায় লিখিত একটি অনবদ্য গ্রন্থ। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে ২০০৯ সালে এটি প্রকাশিত হয়।

২৮১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

৩. *মুশকিল আসান*, দু'আ-দরূদ বিষয়ে উর্দু-বাংলায় লিখিত একটি জনপ্রিয় পুস্তিকা।

৪. *ازهار العرب فى الترجمة والانشاء والادب* , শতাধিক পৃষ্ঠা সংবলিত আরবী গ্রন্থটি ১৯২৫ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়।

মৃত্যু

মুফতী দীন মোহাম্মদ খান ১৯৭৪ সালের ২রা ডিসেম্বর ইন্তেকাল করেন। ঢাকার লালবাগ শাহী মসজিদ প্রাঙ্গনে তাঁকে সমাহিত করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৭৪ বছর।[২৮২]

ড. মোহাম্মদ এছহাক (০৭.০১.১৯৪৭)

জন্ম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ যে সব কালজয়ী গবেষক ও শিক্ষকবৃন্দের জন্য অবিরাম জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে ড. মোহাম্মদ এছহাক তাদের মধ্যে অন্যতম। ড. মোহাম্মদ এছহাক ১৯১৭ সালের ১লা অক্টোবর তৎকালীন পাবনা বর্তমান সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ থানার ধানঘরা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৌলভী আব্দুল কুদ্দুস।[২৮৩]

শিক্ষাজীবন

ড. মোহাম্মদ এছহাক ১৯৩৩ সালে ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ সিরাজগঞ্জ থেকে হাই মাদরাসা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ত্রয়োদশ স্থান অর্জন করেন। ১৯৩৫ সালে একই কলেজ থেকে আই. এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে একাদশ স্থান অর্জন করেন। ১৯৩৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে বি.এ অনার্স পরীক্ষায় ২য় শ্রেনীতে ২য় স্থান অর্জন করেন। ১৯৩৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে ২য় স্থান অর্জন করেন। অতঃপর ১৯৪৭ সালে ড. সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন-এর তত্ত্বাবধানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর গবেষণা অভিসন্দর্ভের শিরোনাম ছিলো- India's Contribution to the Study of Hadith Literature'।[২৮৪]

ড. এছহাকের গবেষণাকর্ম সর্বমহলে দারুনভাবে প্রশংসিত হয়। তাঁর এ গবেষণা হযরত উমরের খিলাফতকালে ভারতে আরবদের অভিযানের বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে এক নতুন দিক উন্মোচিত করে। ড. এছহাক এর গবেষণা সম্পর্কে ড. নবী বখশ খান বালোচ বলেন:

> "To Mr. Ishaq belongs the credit for having brought into relief the confusing difficulties in the determination of the date of the first Arab Expeditions to India and for having successfully exposed the myth of Al-Mughira's death at ad-Daibul in Sind."[২৮৫]

ড. এছহাক পিএইচ.ডি গবেষণার সময় ভারতীয় উপমহাদেশের বিখ্যাত মনীষী সৈয়দ সুলায়মান নদভীর সাহচর্যে দারুল মুসান্নিফীন, শিবলী একাডেমীতে প্রায় ছয় মাস অতিবাহিত করেন। এসময় তিনি লক্ষ্ণৌতে ফিরিংগিমহল ও নদওয়াতুল উলামার গ্রন্থাগারদ্বয়ের পুস্তকাদি এবং নদওয়াতুল উলামার প্রাক্তন

---

২৮২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪।

২৮৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৪৪, আরবী/ব্যক্তি:/ শিক্ষক/১৯৪৭-৮২; ড. মোহাম্মাদ এছহাক ১৯১৩ সালের এপ্রিল মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে তাঁর বড় ছেলে মুহাম্মদ যাকারিয়া এক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। (*মাসিক আল-কাউসার*, এপ্রিল ২০০৯, পৃ.১১)

২৮৪. প্রাগুক্ত

২৮৫. *Islamic Culture*, July 1946, p. 250.

Dhaka University Institutional Repository

নাযিম বিখ্যাত শায়খ আল্লামা মরহুম সৈয়দ আবদুল হাইয়ের অপ্রকাশিত আরবী পান্ডুলিপিসমূহ অধ্যয়ন করেন।[২৮৬]

ড. এছহাকের পিএইচ.ডি থিসিস ১৯৫৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। প্রফেসর জে ডব্লিউ ফুইক, প্রফেসর এন জেড সিদ্দিকী (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ফার্সী বিভাগের প্রধান) তাঁর অভিসন্দর্ভের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। হাদীস শাস্ত্রে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের পর বাহওয়ালপুর জামে আব্বাসীয়ার শায়খুল হাদীস মুফতী ফারুক আহমাদ সাহেব ড. এছহাককে সিহাহ সিত্তাহ শিক্ষা দেওয়ার ইজাযত দান করেন।[২৮৭]

কর্মজীবন

ড. মোহাম্মদ এছহাক বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার কাজ করেছেন। তিনি কর্মজীবন শুরু করেন ১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে দিনাজপুরের ফার্সীপাড়া হাই মাদ্রাসার সুপারিনটেন্ডেন্ট হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে। তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানে প্রায় ছয় মাস নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর ১৯৪২ সালে ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ঢাকায় ১ মাস প্রভাষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৪৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ক্যাটালগার হিসেবে ৩ মাস কাজ করেন। ১৯৪৩ সালের শেষের দিকে তৎকালীন জগন্নাথ কলেজে আরবী ও ফার্সী বিভাগে অস্থায়ী শিক্ষক হিসেবে ৫ মাস কাজ করেন। ১৯৪৪ সালে আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে উর্দু ইনস্ট্রাকটর হিসেবে ৭ মাস কর্মরত ছিলেন।
১৯৪৫ সালে পাবলিক সার্ভিস কমিশন কলকাতা কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে ফরিদপুর জেলায় প্রায় ১১মাস রাজস্ব কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেন। অতঃপর প্রথমে ১৯৪৬ সালে জানুয়ারী থেকে মার্চ পর্যন্ত তিন মাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থায়ী লেকচারার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে ৭ জানুয়ারী ১৯৪৭ সালে পুনরায় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থায়ী প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন এবং সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ সালে সিলেকশন গ্রেড প্রাপ্ত হন। এরপর ২৫ মে ১৯৬৩ সাল থেকে তাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে রিডার পদে নিয়োগ দেয়া হয়।[২৮৮] সবশেষে ১৯৭২ সালের ৯ সেপ্টেম্বর প্রফেসর পদে উন্নীত হন।[২৮৯]

১৯৭০ সালের ১লা জুলাই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ৩০ জুন ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত বিভাগীয় চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে ১ জুলাই ১৯৭৯ সাল থেকে ৪ জুলাই ১৯৮০ সাল পর্যন্ত পুনরায় বিভাগীয় চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। তিনিই ছিলেন আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সর্বশেষ চেয়ারম্যান। ড. এছহাক ১৯৭৩ সালের ২ শে এপ্রিল থেকে ১ মে পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডীন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[২৯০] ৩০ জুন ১৯৭৮ সালে তাঁর অবসর গ্রহণের সময় হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রথমে ১ জুলাই ১৯৭৮ সাল থেকে দুই বছরের জন্য তাকে পুনঃনিয়োগ প্রদান করে। এরপর ২৬জুন ১৯৮০ সালে পুনরায় তার মেয়াদ দুই বছরের জন্য বর্ধিত করা হয়। সবশেষ ১লা জুলাই ১৯৮২ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেন।[২৯১]

---

২৮৬. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৪৪, আরবী/ব্যক্তি:/শিক্ষক/১৯৪৭-৮২, সৈয়দ সোলায়মান নদভী কর্তৃক প্রদত্ব প্রত্যয়নপত্র, তারিখ ৮ই মে ১৯৪১

২৮৭. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৪৪, আরবী/ব্যক্তি:/শিক্ষক/১৯৪৭-৮২

২৮৮. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৪৪, আরবী/ব্যক্তি:/শিক্ষক/১৯৪৭-৮২, নিয়োগপত্র, সূত্র নং ৪৪৮১০, তারিখ ২০ জুন ১৯৬৩

২৮৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৪৪, আরবী/ব্যক্তি:/শিক্ষক/১৯৪৭-৮২, নিয়োগপত্র, সূত্র ২০৫৫১, তারিখ ২৬.০৯.১৯৭২

২৯০. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৫২তম *বার্ষিক বিবরণী*, ১৯৭২-৭৩, পৃ. ৫২।

২৯১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৪৪, আরবী/ ব্যক্তি:/শিক্ষক/১৯৪৭-৮২

Dhaka University Institutional Repository

পারিবারিক জীবন

ড. মোহাম্মদ এছহাক পারিবারিক জীবনে ১১ সন্তানের জনক ছিলেন। তাঁর সন্তানদের সবাইকেই তিনি উচ্চশিক্ষিত হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। যথাক্রমে তাঁর সন্তানদের নাম হলো- যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ইয়াকুব, ইলিয়াস, আব্দুল্লাহ, ইফসুফ, শোয়াইব, সালেহ, হারুন, মুসা, আহমেদ কাওকাব।[২৯২]

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনারে যোগদান ও বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ

ড. মোহাম্মদ এছহাক তাঁর কর্মময় জীবনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন। এ সকল দেশ ভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো জ্ঞান আহরণ ও বিতরণ। তিনি পৃথিবী বিখ্যাত নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে যোগ দিয়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন।

- ড. এছহাক ১৯৫৮ সালের জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত মায়ানমার, সিঙ্গাপুর, হংকং ও জাপান সফর করেন। সফরকালে তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর মিশন সম্পর্কে টোকিও ওরিয়েন্টাল ইউনিভার্সিটির আয়োজনে এক প্রোগ্রামে বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও তিনি এসময় জাপান-পাক কালচারাল এসোসিয়েশন এবং তার্কিশ এসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত বিভিন্ন সেমিনারে বক্তব্য রাখেন।
- ১৯৬৩ সালের ১২ থেকে ১৪ জানুয়ারী সিন্ধ ইউনিভার্সিটি কর্তৃক আয়োজিত Fiqh and Jurisprudence of the all Pakistan Islamic Studies' শীর্ষক কনফারেন্সের একটি সেশনে সভাপতিত্ব করেন এবং সেখানে The Historical Survey of Fiqh and Jurisprudence' শীর্ষক শিরোনামে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।
- ১৯৬৪ সালে প্রায় ছয় মাস যাবত তিনি ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জ্ঞান আহরণের জন্য মধ্যপ্রাচ্য সফর করেন। তখন বাহরাইন, সৌদি আরব, সুদান, আরব আমিরাত, বৈরুত, সিরিয়া, জর্ডান এবং ইরাক ভ্রমণ করেন। সফরকালে তিনি মসজিদুল আকসা পরিদর্শন করেন। এছাড়াও তিনি মক্কা, কায়রো, সুদান, আলেকজান্দ্রিয়া, আম্মান ও বসরায় বিভিন্ন প্রোগ্রামে আরবীতে বক্তৃতা করেন।[২৯৩]
- ১৯৬৮ সালে রাওয়ালপিন্ডীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে যোগদান করেন। এটি ওহী অবতীর্ণের চৌদ্দশত বছর পূর্তি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।
- তিনি ১৯৭৩ সালের ৫ জানুয়ারী থেকে ৪ ফেব্রুয়ারী দিল্লীর জামিয়া মিল্লিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও নদওয়াতুল উলামা লক্ষ্ণৌ গমন করেন এবং সেখানকার ছাত্র শিক্ষকদের সাথে মত বিনিময় করেন।[২৯৪]
- ১৯৭৩ সালের ৩০ ও ৩১ মার্চ ঢাকা মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার ময়দানে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার সংস্থা এবং বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ড. এছহাক সেখানে অভ্যর্থনা কমিটির সভাপিতি ছিলেন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উক্ত সম্মেলন উদ্বোধন করেন। সম্মেলনে অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে ড. মুহাম্মদ এছহাক উদ্বোধনী অধিবেশনে তাঁর মুদ্রিত অভিভাষণ পাঠ করেন।[২৯৫]
- ১-৮ ডিসেম্বর ১৯৭৩ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত সপ্তাহব্যাপী ইসলামিক স্টাডিজ সম্মেলনে তিনি বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

---

২৯২. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, ড. মোহাম্মদ এছহাক-এর দ্বিতীয় ছেলে মুহাম্মদ ইয়াহইয়া, বাসভবন, রোড নং ০৪, বাসা নং ১০, ধানমন্ডি, তারিখ- ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২১।

২৯৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৪৪, আরবী/ ব্যক্তি:/ শিক্ষক/১৯৪৭-৮২

২৯৪. প্রাগুক্ত

২৯৫. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, *৫২তম বার্ষিক বিবরণী*, ১৯৭২-৭৩, পৃ. ৫২

Dhaka University Institutional Repository

- ১৫ ই নভেম্বর ১৯৭৪ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত ইসলামী গবেষণা সম্মেলনে তিনি যোগদান করেন।
- ২৭ নভেম্বর ১৯৭৮ সালে ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি যোগদান করেন।
- ১৯৭৭ সালের ৬-১০ জুলাই মস্কোতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ধর্মীয় কনফারেন্সে তিনি অংশগ্রহণ করেন।
- ১৯৭৭ সালের আগস্ট মাসে দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপের বসনিয়ায় এক সেমিনারে তিনি ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন।
- ১৯৮০ সালে ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত দশ রাষ্ট্রের "লুনার ক্যালেন্ডার কমিশন" এ তিনি বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন। তথায় অবস্থানকালে সোলায়মানিয়া লাইব্রেরী থেকে কতগুলো দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করেন।

কৃতিত্ব ও অবদান

ড. মোহাম্মদ এছহাক একজন বরেণ্য শিক্ষাবিদ হিসেবে দেশ ও দশের কল্যাণে অসামান্য অবদান রেখেছেন। তিনি জাতীয় পর্যায়ে বড় বড় সংগঠন ও সোসাইটির সদস্যপদ লাভ করে শিক্ষা সংস্কৃতিতে বিরাট অবদান ও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছেন। ২৪ জুন ১৯৭৫ সালে তাকে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বোর্ড অব গভর্ণরস এর সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হয়।[২৯৬] তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি ও বাংলা একাডেমীর সদস্য ছিলেন। ড. এছহাক ১৯৪৯-১৯৫৭ সাল পর্যন্ত সময়ে নিয়মিত রেডিও পাকিস্তানের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তান টেক্সট বুক বোর্ডের সদস্য ছিলেন। তিনি ইসলামী শিক্ষার কারিকুলাম ও সিলেবাস প্রনয়ণ কমিটির সদস্য ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে বিভাগীয় সেমিনার লাইব্রেরী তাঁর নামে নামকরণ করে।

গবেষণাকর্ম

ড. মোহাম্মদ এছহাক গবেষণামুখী একজন বিদগ্ধ পন্ডিত ছিলেন। তাঁর লিখিত গবেষণা প্রবন্ধ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। নিম্নে তাঁর প্রকাশনাসমূহের একটি তালিকা পেশ করা হলো:

ক. রচিত ও অনূদিত গ্রন্থসমূহ

১. India's contribution to the study of Hadith Literature. এটি মূলত তাঁর পিএইচ.ডি থিসিস। এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত হয়। এই থিসিসের উর্দু অনুবাদ ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশেই প্রকাশিত হয়। আরব বিশ্বে এই থিসিসের আরবী অনুবাদও প্রকাশিত হয়। ইসলামিক ফাইন্ডেশন কর্তৃক বাংলা অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা অনুবাদ করেছেন তাঁরই সুযোগ্য সন্তান মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া।[২৯৭]

২. আবুল ফরজ ইবনুল যাওজীর 'কিতাবু হিফযুল ইলম' নামক পাণ্ডুলিপির আরবী টিকাসহ সম্পাদনা ও ইংরেজী অনুবাদ করেন।[২৯৮]

খ. প্রবন্ধসমূহ

১. A Peep into the first Arab Expeditions to India, *Islamic Culture*, Hyderabad, Deccan, April, 1945

২. A Glimse of the Western Boundary Lands of India on the Eve of Arab Invasion, *Journal of the Asiatic Society of Pakisthan*, Dacca, vol. iv. 1959.

---

২৯৬. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৪৪, আরবী/ ব্যক্তি:/ শিক্ষক/১৯৪৭-৮২, মনোনয়নপত্র, সূত্র নং এফ, ১০ম -১৫৫/৭৪, তারিখ ২৪ জুন ১৯৭৫

২৯৭. মুহাম্মদ নুরুন্নবী, 'জ্ঞান পিপাসু মাওলানা ড. মোহাম্মদ এছহাক রহ.' *মাসিক মদীনা*, আগস্ট ২০০৯, পৃ. ১২।

২৯৮. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, *৫৫তম বার্ষিক বিবরণী*, ১৯৭৫-৭৬, পৃ. ৩৮৫।

৩. The Auto-biographical sketch of Imam Jalal al-Din al-Suyuti, *Journal of the Asiatic Society of Pakistan,* Dacca, vol. vii-1. 1962.
৪. Historical survey of Fiqh and Muslim Jurisprudence, *Journal of the Asiatic Society of Pakistan,* Dacca, vol. viii, No. 1, June 1963.
৫. A Scholar prince of Sistan, *Journal of the Asiatic Society of Pakistan,* Dacca, vol. X, No. 1, June, 1965.[299]
৬. Al-Asamm the Deaf Traditionist of Nishapur, *Journal of the Asiatic Society of Pakistan,* Dacca, vol. x, No. 1, 1965.
৭. Hakim Bin Jabala – An Heroic personality of Early Islam, *Journal of the Pakistan Historical Society,* April, 1955.
৮. The Role of Hadith in the Diffusion of Learning, *Islamic Literature,* Lahore, January, 1952.
৯. Book Review: Descriptive Catalogue of The Persian, *Urdu & Arabic Manuscripts in the Dacca University Libraty,* Vol, II, Urdu & Arabic Manuscripts, by Dr. A.B.M. Habibullah, Published by the University Library, Dacca, 1968, *Journal of the Asiatic Society of Pakistan,* Dacca, vol, XIV, 1969.
১০. The Autobiographical Sketch of Imam Jalal al-din al-Suyuty, *Journal of Asiatic Society of Pakistan, Dhaka,* Vol. 2, No. 1, June 1962.
১১. Early Expansion of Islam in South India, *Dacca University Journal,* 1942
১২. A short critical study of the Sihah Sittah, *সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ম্যাগাজিন*, ১৯৩৯
১৩. A few words on the Musnad of Ahmed Bin Hanbal, *সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ম্যাগাজিন*, ১৯৪০
১৪. A side-light on the companions of the Prophet (s.), *সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ম্যাগাজিন*, ১৯৪১
১৫. Muhammad Bin Qasim as a Preacher of Islam, *সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ম্যাগাজিন*, ১৯৪৪
১৬. *চিন্তবীদ হিসেবে শাহ ওয়ালী উল্লাহ*, ন্যাশনাল বুর্য়ো রিকনস্ট্রাকশন, ঢাকা।[৩০০]
১৭. হযরত মুহাম্মদ (স.) রসূলরূপে: *তর্জুমানুল হাদীছ*, ঢাকা, আষাঢ় ১৩৭৭।
১৮. সুলতান গিয়াসুদ্দীন আযম শাহের মক্কাস্থিত মাদরাসার ইতি কাহিনী, *ইতিহাস পত্রিকা*, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৬।
১৯. উর্দূ কবি জাফর আলী খান, ঢাকা: *এলান*, রেডিও পাকিস্তান, জুন ১৯৫২
২০. হযরত শাহ জালাল তাবরিযী, *এলান*, এপ্রিল ১৯৫৩
২১. ইকবালের দর্শনে কাল ও সীমানা, *এলান*, এপ্রিল ১৯৫৩
২২. সিন্ধু দেশে ইসলামের অভ্যুদয়, *এলান*, আগস্ট ১৯৫৩
২৩. পাঞ্জাবে ইসলামের অভ্যূদয়, *এলান*, নভেম্বর ১৯৫৩
২৪. টলেরডোর পতন, *এলান*, এপ্রিল ১৯৫৪
২৫. হা*দীসে আরবাঈন*, ঢাকা: নূর, সেপ্টেম্বর ১৯৫৪
২৬. *জাফর সাদিক হযরত আলী*, ঢাকা: নূর, সেপ্টেম্বর ১৯৫৪
২৭. রমযানের তাৎপর্য, *মাহে নাও*, ঢাকা, ১৯৫৭
২৮. কুরআনের বাণী, *মাহে নাও*, ঢাকা, মার্চ ১৯৫৮
২৯. উম্মী, আরবী থেকে বাংলায় অনূদিত, ঢাকা: ইমরোজ, ১৯৪৯।[৩০১]

২৯৯. University of Dacca, *Annual Report,* 1964-65, p. 134.
৩০০. University of Dacca, *Annual Report,* 1966-67, p. LXII.

মৃত্যু

ড. মোহাম্মদ এছহাক অত্যন্ত সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। অসুস্থতার জন্য তাকে কখনোই হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়নি। ২০০৮ সালের ৭ ডিসেম্বর রবিবার সকাল ০৮:৩০ মিনিটে ধানমন্ডিস্থ তাঁর নিজ বাসায় ইন্তেকাল করেন। আজিমপুর কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।[৩০২]

শামসুল উলামা মাওলানা বেলায়েত হোসাইন (১৯৪৮)

জন্ম ও শৈশবকাল

মাওলানা বেলায়েত হোসাইন পশ্চিম বঙ্গের বীরভূম জেলার অন্তর্গত 'লাভপুর' থানাধীন 'শাও' বা 'ছাও' গ্রামের সাইয়্যেদ পরিবারে ১২৯৪ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সাইয়্যেদ মেসবাহুদ্দীন। প্রপিতার নাম মীর মুহাম্মদ কাবিজ। প্রপিতামহের নাম সাইয়্যেদ আলাউদ্দীন; তিনি তৎকালীন সময়ের বীরভূমের পাঠান রাজার দরবারী কাযী বা বিচারক ছিলেন।[৩০৩]

শিক্ষাজীবন

পারিবারিক পরিমন্ডলে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। পিতার নিকট তিনি ফরীদুদ্দীন আত্তার লিখিত পান্দনামা, ফার্সী কবি শেখ সা'দী লিখিত বিখ্যাত দুটি গ্রন্থ গোলেস্তাঁ ও বোস্তাঁ এবং ইউসুফ যুলাইখা ও সেকান্দারনামা নামক কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করেন। এরপর তিনি নিজ গ্রামের পার্শ্ববর্তী 'নও' গ্রামের অধিবাসী মৌলভী মুফাযযল হোসাইনের কাছে ফার্সী ভাষার পরবর্তী স্তরের কিতাবাদির দীক্ষা নেন এবং আরবী ভাষার প্রাথমিক পুস্তকসমূহ শেষ করেন। অতঃপর তিনি বর্ধমান জিলার 'আনখোনা' নিবাসী মাওলানা আবু ইবরাহীম সিদ্দীকীর নিকট আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রের শিক্ষাগ্রহণ করেন। এ সময় তিনি যে সব কিতাবাদি অধ্যয়ন করেন তা হলো- 'নাহু-মীর', 'শরহে মিয়াতে আমিল' ইত্যাদি। পরবর্তী শিক্ষাস্তরের জন্য মাওলানা বেলায়েত বর্ধমানের বিখ্যাত গ্রাম মঙ্গলকোটের 'ইশাআতুল উলুম মাদ্রাসায়' ভর্তি হন। এ মাদরাসার শিক্ষার্থী থাকাবস্থায় নাহু সরফ ও মানতিকের বহু কিতাবাদি অধ্যয়ন করেন এবং 'কাফিয়া' ও 'শাফিয়ার' ন্যায় উঁচু স্তরের নাহু-সরফের কিতাব মুখস্ত করেন। এ ছাড়া 'আলফিয়া ইবনে মালেক' গ্রন্থটির অর্ধেক মুখস্থ করেছিলেন। ১৯০৫ সালে মাওলানা বেলায়েত লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে ঢাকায় গমন করেন। ঢাকার প্রসিদ্ধ মুহসিনিয়া মাদরাসা (বর্তমান কবি নজরুল কলেজ) যাকে ঢাকা মাদরাসাও বলা হয় এর হেড মৌলভী মাওলানা মুহাম্মদ ফযলুল করীম বর্ধমানী সাহেবের নিকট এককভাবে অপ্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখা শুরু করেন। তাঁর কাছে ফিকহ, উসূলে ফিকহ, মানতিক, হিকমত ও আরবী ভাষার ব্যাকরণ এর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করেন। [৩০৪]

১৯০৭ সালের দিকে ঢাকা মাদরাসায় ভর্তি হন এবং 'সিনিয়র ছালে ছুওম' এর সরকারী কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে সরকারী বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ১৯০৯ সালে তৎকালীন প্রচলিত আরবী মাদরাসার সর্বশেষ পরীক্ষা 'সিনিয়র ছালে চাহারুম'-এ প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি ১৯১০ সালে দরসে নেযামী ও দরসে হাদীসে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য ইউ.পি গমন করেন। ইউ.পির রামপুর স্টেট ইলমের জন্য বিখ্যাত ছিল। তিনি সেখানে গিয়ে বিখ্যাত আলিম শায়খ মুহাম্মদ তাইয়্যেব মক্কী, ফাযেল আবদুল হক

---

৩০১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৪৪, আরবী/ব্যক্তি:/শিক্ষক/১৯৪৭-৮২

৩০২. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, ড. মোহাম্মদ এছহাক-এর দ্বিতীয় ছেলে মুহাম্মদ ইয়াহইয়া, বাসভবন, রোড নং ০৪, বাসা নং ১০, ধানমন্ডি, তারিখ- ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২১।

৩০৩. মুহাম্মদ আব্দুল মালেক, শামসুল উলামা মাওলানা বেলায়েত হোসাইন, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮০, পৃ. ৫৩-৫৪।

৩০৪. মুহাম্মদ আব্দুল মালেক, শামসুল উলামা মাওলানা বেলায়েত হোসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪-৫৫

Dhaka University Institutional Repository

খায়রাবাদীর শ্রেষ্ঠ শাগরেদ মাওলানা আবদুল আযীয আমবীঠভী, মাওলানা মুহাম্মাদ আমীন সারহাদী এবং শামসুল উলামা মাওলানা মুহাম্মাদ মুনাওয়ার আলী রামপুরী (পরবর্তীতে তিনি ১৯২১-৩২ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষক ছিলেন) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের নিকট বিভিন্ন কিতাব অধ্যয়ন করেন। কিতাবসমূহ হলো- মীর যাহেদ উমূরে আম্মাহ, মোল্লা জালাল, হামদুল্লাহ, সদরা, শামসে বাযেগা, শরহে সুল্লাম, কাযী মুবারক, রিসালা ই কুতুবিয়্যাহ, তাফসীরে বায়যাভী ইত্যাদি। ব্যক্তিগতভাবে মানতিক, হিকমত এবং তাফসীরশাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপ্ত করার পর ১৯১১ সালে রামপুরের মাদরাসা ই আলিয়ার হাদীস বিভাগে ভর্তি হন।[৩০৫]

এ বিভাগে তিনি সিহাহ সিত্তাহ ও শরহে নুখবাহ পড়েন। বিভাগের ফাইনাল পরীক্ষায় ডিস্টিংশনসহ (নেযামিয়া পাঠক্রমের আট শ্রেণি এবং হাদীস বিভাগের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম বারের মত সকলের চেয়ে অধিক নম্বর পেয়ে পরীক্ষায় পাস করা বুঝায়) প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন। এর ফলে তিনি নিযামিয়ার সর্বোচ্চ বৃত্তি লাভ করেন। রামপুরের মাদরাসা ই আলিয়া থেকে হাদীস বিভাগের পড়া শেষ করে তাকমীল বিভাগে ভর্তি হন। এ বিভাগের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে প্রাচীন 'হুকামার' গ্রন্থাবলী যেমন শরহে ইশারাত, শরহে তাজরীদ এবং আকাঈদ শাস্ত্রের শরহে আকাঈদ, মোল্লা জালাল দাওয়ানী ইত্যাদি পড়ানো হতো। এ কিতাবগুলো রামপুর আলিয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ প্রখ্যাত আলিম মাওলানা ফযলে হক রামপুরী এর নিকট তিনি অধ্যয়ন করার সুযোগ পান।[৩০৬]

কর্মজীবন

মাওলানা বেলায়েত হোসেন ১৯১৩ সালের ১লা মে ঢাকা মাদরাসায় শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবনের সূচনা করেন। তিনি রামপুর আলিয়া মাদরাসায় অধ্যয়নরত থাকা অবস্থায় ঢাকা মাদরাসার তদানীন্তন অধ্যক্ষ শামসুল উলামা মাওলানা আবূ নসর ওহীদের প্রচেষ্টায় এ মাদরাসার জনৈক শিক্ষক মাওলানা বেলায়েত হোসাইনকে পত্রমারফত জানান যে, 'মাদরাসার একটি পদ শূণ্য হতে যাচ্ছে, তুমি অবশ্যই উক্ত পদের জন্য দরখাস্ত করবে।'[৩০৭]

এ পত্রের সূত্র ধরেই ঢাকা মাদরাসায় তাঁর কর্মজীবনের সূচনা হয়। ১৯২২ সালে ঢাকা মাদরাসা হতে তিনি চট্টগ্রাম সরকারী মাদরাসায় বদলী হন। পরবর্তী বছর পুনরায় ঢাকা মাদরাসায় প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯২৬ সালের ১লা জুলাই তিনি কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় 'সহকারী মৌলভী' পদে যোগদান করেন। ১৯২৭ সালে তিনি এ মাদ্রাসায় প্রভাষক পদে উন্নীত হন। ১৯৩৮ সালে এ প্রতিষ্ঠানের 'অতিরিক্ত হেড মৌলভী' পদে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা বলে ১৯৪২ সালে তিনি কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার 'হেড মৌলভী' পদে অধিষ্ঠিত হন। অতঃপর দীর্ঘ কর্মজীবন সমাপ্ত করে ১৯৪৮ সালের ১৬ ই জুন শিক্ষকতার চাকরী থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করেন। কলকাতা মাদরাসা থেকে অবসর গ্রহণ করার পর ১৯৪৮ সালে ১লা ডিসেম্বর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে 'ধর্মীয় শিক্ষা বিশেষজ্ঞ' হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন।[৩০৮] ১৯৪৮-১৯৫৫ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সাত বছর এখানে কর্মরত থাকেন।[৩০৯]

বিখ্যাত শিক্ষার্থীবৃন্দ

মাওলানা বেলায়েত হোসাইন তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনে অসংখ্য কৃতি শিক্ষার্থী গড়ে তুলেছেন। তাঁর অগণিত যোগ্য ও দেশবরেণ্য ছাত্র উপমহাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে আছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন,

---

৩০৫. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

৩০৬. মুহাম্মদ আব্দুল মালেক, **শামসুল উলামা মাওলানা বেলায়েত হোসাইন**, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

৩০৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

৩০৮. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ১৫, আরবী/ব্যক্তি:/ শিক্ষক/ ১৯৪৮-৪৯, নিয়োগপত্র, সূত্র নং ৬৫৭৯, তারিখ: ৯ ডিসেম্বর ১৯৪৮

৩০৯. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭-১০৮।

Dhaka University Institutional Repository

১. ড. সিরাজুল হক, প্রফেসর ইমেরিটাস, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
২. আল্লামা মুফতী মাওলানা সাইয়্যেদ আমীমুল এহসান মুজাদ্দেদী বরকতী, সাবেক হেড মৌলভী, ঢাকা আলিয়া মাদরাসা এবং খতিব, বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ, ঢাকা।
৩. জনাব আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী, প্রাক্তন মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ও জনশিক্ষা পরিচালক, তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান।
৪. ড. এ.কে.এম. আইউব আলী, সাবেক অধ্যক্ষ, মাদরাসা ই আলিয়া, ঢাকা।
৫. শায়খ আবদুর রহীম, 'মাওলানা' ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৬. ড. মোমতাযুদ্দীন আহমদ, প্রাক্তন জনশিক্ষা পরিচালক, পণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
৭. ড. মুঈনউদ্দীন আহমদ খান, প্রাক্তন মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

চরিত্র ও কৃতিত্ব

মাওলানা বেলায়েত হোসাইন সদালাপী ও কোমল হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। সত্য বলতে পিছপা হতেন না। তিনি কোনো অস্পষ্টতা বা রাখঢাক না রেখে স্পষ্ট বক্তব্য দিতে পছন্দ করতেন। তিনি ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতিকে সমর্থন করতেন না। তাঁর এমন চরিত্রের প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৬৩ সালে তদানীন্তন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইউব খানের সাথে এক সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে দেয়া বক্তব্য থেকে। সে অনুষ্ঠানে তিনি প্রেসিডেন্টের সাথে একান্ত সাক্ষাতে মিলিত হন। তখন আলোচনা প্রসঙ্গে মহামান্য প্রেসিডেন্ট রাজনীতি চর্চা সম্পর্কে তাঁর অভিমত জানতে চান। তিনি উত্তরে বলেন: "ছাত্রজীবন হতেই রাজনীতির সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। শিক্ষকতার জীবনেও রাজনীতি হতে দূরে থাকার জন্য মাঝে মধ্যে সরকারী নির্দেশ আসত। সুতরাং সেটা আমার জন্য সোনায় সোহাগা হত। শিক্ষকদের সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত অভিমত এই যে, তাঁরা যেন একমাত্র শিক্ষা-দীক্ষার ব্রতে নিয়োজিত থাকেন; আওতা বহির্ভূত বিষয়ে জড়িত হয়ে নিজেদের অমূল্য সময়ের অপচয় না করেন। কেননা, রাজনীতি করার জন্য লোকের অভাব নেই।"[৩১০]

অনন্য অবদান ও সম্মাননা লাভ

১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে মাওলানা বেলায়েত হোসাইনের যোগ্যতা, কর্মনিষ্ঠা এবং পান্ডিত্যের স্বীকৃতি স্বরূপ তদানীন্তন ভারত সরকার তাকে 'শামসুল উলামা' উপাধীতে ভূষিত করে। এ প্রসঙ্গে তদানীন্তন ভারতের বড়লাট লর্ড উইলিংডন বলেন: "শিক্ষক হিসেবে আপনি অতি চমৎকার দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। হাদীসশাস্ত্রে আপনি একজন নির্ভরযোগ্য পন্ডিত। আপনি প্রায় বিশ বছর কাল যাবৎ শিক্ষাবিভাগে বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করে আসছেন। একজন গ্রন্থকার হিসেবে আপনার খ্যাতি ছাড়াও আপনি একজন পরম ধর্মভীরু ও সুপন্ডিত ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত।"[৩১১]

উপমহাদেশে আরবী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। আরবী ও ফার্সী কাব্য রচনায় তাঁর তুলনা মেলা ভার। আল্লাহ তাকে এমন প্রতিভা দান করেছিলেন যে, তাৎক্ষনিক কাব্য রচনা করতে পারতেন। তাঁর রচিত কাব্যগুলো বিরল প্রতিভা ও সাহিত্যানুরাগের স্বাক্ষর বহন করে। তিনি একজন সুপন্ডিত হিসেবে নানাভাবে অবদান রেখে গেছেন। ১৯৬৪ ও ১৯৬৯ সালে দু দফা পাকিস্তান ইসলামী উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য মনোনিত হয়ে তিনি যোগ্যতা ও কৃতিত্বের প্রমাণ দেন।[৩১২]

গবেষণাকর্ম

শামসুল উলামা বেলায়েত হোসাইন ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ আরবী কবি ও সুসাহিত্যিক। বরেণ্য শিক্ষাবিদ ও ধর্মীয় পন্ডিত হিসেবে উপমহাদেশে তাঁর সুখ্যাতি রয়েছে। তিনি কর্মজীবনের সম্পূর্ণ সময় ব্যয় করেছেন

৩১০. মুহাম্মদ আব্দুল মালেক, শামসুল উলামা মাওলানা বেলায়েত হোসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩।
৩১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।
৩১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।

শিক্ষা ও গবেষণায়। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করাসহ বিখ্যাত বহু কিতাবের অনুবাদ, ব্যাখ্যা সংযোজন ও সম্পাদনার কাজ আঞ্জাম দিয়েছিলেন। নিম্নে তাঁর গবেষণাকর্মগুলো উপস্থাপন করা হলো:

১. "كتاب التربية والارشاد" নামক কিতাব টি তৎকালীন আমলে মাদরাসা সিলেবাসভুক্ত ছিলো। এ বইটিকে সহজ ও প্রাঞ্জল উর্দু ভাষায় অনুবাদ করে তিনি শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী করেছিলেন। ফলে মাদরাসার পাঠ্যপুস্তক হিসেবে এটি পড়ানো হত।

২. "درة العباسية" বইয়ের উর্দু অনুবাদ করেন। এটিও পাঠ্য পুস্তক হিসেবে পরিগণিত হয়।

৩. كتاب الارشاد الى تربية الاولاد

৪. ريحانة الأدب

৫. مائدة الأدب

৬. ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত *কুরআনুল কারীমের বাংলা অনুবাদ* ও সম্পাদনা বোর্ডের সভাপতি ছিলেন।

৭. বাংলা একাডেমী, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত *'তাজরীদুল বোখারী'* নামক গ্রন্থের অনুবাদ ও সম্পাদনা বোর্ডের সভাপতি ছিলেন।

৮. *'নালা-ই-হুসাইনি'* নামক ফার্সী ভাষায় একটি মর্সিয়া কাব্য রচনা করেন। এ কবিতাটি একশত পঞ্চাশ শ্লোক বিশিষ্ট ছিলো। ঢাকা মাদরাসার হেড মৌলভী এবং মাওলানা বেলায়েত হোসাইনের শিক্ষক ও শ্বশুর মাওলানা ফযলুল করীম বর্ধমানীর ইন্তেকালে শোকগাঁথা হিসেবে তিনি এটি রচনা করেন।

৯. *'কাসীদা-ই-তাবরীকিয়্যাহ'*, ১৯০৯ সালে রচিত ফার্সী ভাষার একটি কাব্য সংকলন। মাওলানা বেলায়েত এর অত্যন্ত প্রিয়ভাজন শিক্ষক শামসুল উলামা আবূ নসর ওহীদ 'শামসুল উলামা' উপাধি লাভ করলে তাঁর শানে এ কাব্যটি রচনা করেন।

১০. الرشاء *(আল-রাশা)* নামক আরবী ভাষায় একটি শোকগাঁথা কবিতা রচনা করে। ১৯১৫ সালে নওয়াব সলিমুল্লাহ মৃত্যুবরণ করলে তাঁর বিয়োগে পঞ্চাশটি শ্লোক বিশিষ্ট এ কবিতাটি তিনি রচনা করেন।

১১. জৈনপুরের বিখ্যাত আলিম ও বুযুর্গ মাওলানা হাফেজ আবদুল আউয়াল জৌনপুরী ১৯২০ সালে ইন্তেকাল করলে তাঁর বিয়োগে আরবী ভাষায় পঞ্চাশটি শ্লোক বিশিষ্ট একটি *মর্সিয়া* প্রকাশ করেন। যা ঢাকার আলেকজান্দ্রিয়া ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এ মর্সিয়াটির ভূয়সি প্রশংসা করে প্রখ্যাত আলিম সোলাইমান নদভী একখানা পত্র প্রেরণ করে শামসুল উলামাকে আরবী ভাষায় আরো কাব্য রচনার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেন।

১২. শামসুল উলামা তাঁর পিতার ইন্তেকালে মর্মাহত হয়ে শতাধিক শ্লোক বিশিষ্ট এক দীর্ঘ কাসীদা রচনা করেন। এ কাসীদার নামকরণ করেন *(الدنيا خيال)* যার বাংলা অনুবাদ হলো দুনিয়া অলীক। আল্লামা ইবনুল ওররাক এর কাসীদায়ে লামিয়াহ এর অনুকরণে এটি রচনা করেছিলেন।

১৩. "البطاقة" (পত্র, ক্ষুদ্র লিপি, ছাড় পত্র), কবি ইবনে যুহায়র ও তাঁর রচিত 'কাসীদাহ-ই-বানাত সু'আদ' এর অনুসরণে সত্তরটি শ্লোক বিশিষ্ট রাসূলুল্লাহ সা. এর প্রশংসায় রচিত অতি উচ্চাঙ্গের আরবী কবিতা। ১৯৫৪ সালে ঢাকার তাজ প্রিন্টিং ওয়ার্কস থেকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

১৪. "البطاقة الاخرى" , আল্লামা বুসীরী এবং তাঁর লিখিত বিখ্যাত কাসীদা গ্রন্থ 'কাসীদাহ বুরদাহ' এর অনুকরণে একশত ত্রিশটি শ্লোক বিশিষ্ট রাসূলুল্লাহ স. এর প্রশংসায় রচিত দ্বিতীয় কাব্য। ১৯৬১ সালে কাসীদাহটি তাজ প্রিন্টিং ওয়ার্কস থেকে বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তীতে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের এম.এ. ক্লাসে আল-বিতাকাহ' কে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত করা হয়।[৩১৩]

৩১৩. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮-১১২

Dhaka University Institutional Repository

মৃত্যু

শামসুল উলামা মাওলানা বেলায়েত হোসাইন ১৯৮৪ সালের ৯ই ডিসেম্বর ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। বংশাল মালিবাগ মসজিদ সংলগ্ন হাজীবাড়ী কবরস্থানে তাকে সমাহিত করা হয়। তিনি তিন পুত্র ও এক কন্যা এবং নাতি নাতনী রেখে মারা যান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৯৭ বছর।[৩১৪]

এ এইচ এম মহিউদ্দীন (০১.১১.১৯৫০)

জন্ম

জনাব এ এইচ এম মহিউদ্দীন ১লা সেপ্টেম্বর ১৯১৮ সালে কলকাতায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[৩১৫]

শিক্ষাজীবন

জনাব মহিউদ্দীন প্রাইমারি ও মাধ্যমিকের গন্ডি পেরিয়ে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে ১৯৩৩ সালে আলিম শ্রেণিতে পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলসহ উত্তীর্ণ হন। ১৯৩৫ সালে একই মাদ্রাসা থেকে ফাযিল পরীক্ষায় কৃতকার্য হন। অতঃপর ১৯৩৭ সালে টাইটেল মুমতাজুল ফুকাহা বা কামিল (ফিকহ) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর ১৯৩৮ সালে উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে মিশর গমন করেন। মিশরের বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে সুদীর্ঘ ৮ বছর অধ্যয়ন করে বিভিন্ন বিষয়ে একাধিক ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৩৯ সালে আল ইনতিসাব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৪১ সালে আত-তাখাসসুস ফি উসূলীদ দ্বীন কোর্স সমাপ্ত করেন। 'আত তাখাস্‌সুস ফি উসুলিদ দীন' (Specialization Course in Islamic Principles) বিষয়ে অধ্যয়ন করার সময় তিনি যে সকল বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন তা হলো- উলূমুল কুরআন, উলূমুল হাদীস, তুলনামূলক ধর্ম তত্ত্ব, ইলমুল মিলাল ওয়ান নিহাল বা বিভিন্ন সভ্যতা ও মতবাদ, তুলনামুলক ইতিহাস, ইলমুল আখলাক বা ইথিকস্‌, সোশাল সাইকোলোজী, সমাজ বিজ্ঞান, ইলমুল খিতাবাহ বা উপস্থাপন ও বক্তৃতা বিদ্যা, আরবী সাহিত্য ইত্যাদি। 'আত-তাখাস্‌সুস ফি উসূলিদ দ্বীন'-এর অধ্যয়ন শেষে "Comparative Study of the Aryan & Semitic Religions শীর্ষক বিষয়ে অভিসন্দর্ভ রচনা করেন।[৩১৬]

১৯৪১ সালে আত তাখাসসুস ফি উসূলিদ দ্বীন কোর্স সমাপ্ত করার মাধ্যমে তিনি আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি 'আল-আলমিয়্যা' ডিগ্রি লাভ করেন। 'আল-আলমিয়্যা' আল আযহারের এমন একটি ডিগ্রি যা পিএইচ.ডি সমমান হিসেবে বিবেচিত। যারা এ ডিগ্রি সম্পন্ন করেন মিশরে তাদেরকে উসতায নামে ডাকা হয়। প্রথম ইন্ডিয়ান হিসেবে আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এ ডিগ্রি লাভ করেন।[৩১৭]

১৯৪৩ সালে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ভাষা অনুষদের অধীন 'আত-তাখাস্‌সুস ফিত তাদরীস' বা M. A. in Education বিষয়ে ভিন্ন একটি ডিগ্রি লাভ করেন। এ ডিগ্রি অর্জনকালীন যে সকল বিষয় তিনি অধ্যয়ন করেন তা হলো- শিক্ষার ইতিহাস, শিক্ষার পদ্ধতি, প্রাকটিক্যাল শিক্ষাদানের

---

৩১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮

৩১৫. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ১৬, আরবী/ব্যক্তি:/শিক্ষক/১৯৫০-৫১

৩১৬. প্রাগুক্ত

৩১৭. *Royal Egyptian Embassy*, Karachi. (Latter) No. 351-9/1. Date 1 February 1950; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ১৬, আরবী/ব্যক্তি:/শিক্ষক/১৯৫০-৫১

মূলনীতি, মনোবিজ্ঞান (শিশুদের), সাধারণ মনোবিজ্ঞান, স্কুল এডমিনিস্ট্রেশন, স্কুল হাইজিন, মুসলিম ক্যালিগ্রাফী, ক্ল্যাসিক্যাল সেমিটিক ভাষা, জার্মান ভাষা, ইত্যাদি। উক্ত ডিগ্রির জন্য তিনি The Development of English Education in British India' শীর্ষক বিষয়ে গবেষণা থিসিস রচনা করেন।

১৯৪৩ সালেই তিনি কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯৪৫ সালে আর্টস ফ্যাকাল্টির অধীনে মাস্টার্স ডিগ্রি (M. Litt) সম্পন্ন করেন। এ সময় তিনি ইসলামের ইতিহাস, ইসলামী দর্শন, ওরিয়েন্টাল লেঙ্গুয়েজ ইত্যাদি বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। কলা অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. আবদুল ওয়াহাব আযযাম এর তত্ত্বাবধানে 'The Saracens in Sind' শীর্ষক বিষয়ে এ সময়ে তিনি গবেষণা অভিসন্দর্ভ সম্পন্ন করেন।

কর্মজীবন

জনাব মহিউদ্দীন মিশর থাকাকালীন সময়ে পড়ালেখার পাশাপাশি কর্মজীবনও শুরু করেছিলেন। তিনি ১৯৪০-৪৫ সাল পর্যন্ত সময়ে আল-আযহারের প্রসিদ্ধ গবেষণা জার্নাল 'নূরুল ইসলাম' এর সাব-এডিটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৩-৪৫ সাল পর্যন্ত সময়ে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস ফ্যাকাল্টির অধীন ইনস্টিটিউট অব ওরিয়েন্টাল ল্যাঙ্গুয়েজে প্রভাষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৪৪-৪৫ সালে ওয়াই. এম. সি. এ. (মিলিটারী ব্রাঞ্চ) কায়রোতে এডুকেশন সুপারিনটেনডেন্ট পদে দায়িত্বরত ছিলেন। এরপর তিনি মিশর থেকে কলকাতা ফিরে আসেন। ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ফার্সী বিভাগে পোস্ট গ্রাজুয়েট লেকচারার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ সালে লিয়েনে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে আরবী ও ফার্সী বিভাগে প্রফেসর হিসেবে যোগদান করেন। ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত এখানে কর্মরত ছিলেন। ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ সালে তিনি নাজিমুদ্দীন কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হন এবং ১৫ জানুয়ারী ১৯৪৯ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব মহিউদ্দীন ১৬ জানুয়ারী ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ১ লা নভেম্বর ১৯৫০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অস্থায়ী প্রভাষক পদে যোগদান করেন।[৩১৮]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে কর্মরত অবস্থায় তিনি ১৯৫২ সালে কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ ইন্সটিটিউটে রিসার্চ এ্যাসিসটেন্ট হিসেবে বৃত্তিপ্রাপ্ত হন। তখন তিনি উচ্চতর অধ্যয়নের জন্য ১ বছরের ছুটির আবেদন করেন। যেহেতু তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত ছিলেন তাই তাকে ছুটি না দিয়ে ৩০ আগস্ট ১৯৫২ সাল থেকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। পরবর্তীতে তিনি কানাডা থেকে যুক্তরাজ্য গিয়ে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।[৩১৯]

বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ

জনাব মহিউদ্দীন তাঁর গবেষণাকর্ম সম্পাদন ও একাডেমিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও বিশ্ববিদ্যালয় সফর করেছেন। তিনি মিসরে থাকাকালীন অবস্থায় সেখানকার প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয় সফর করেছেন। তিনি ইতালী, জার্মানী এবং ফ্রান্সের প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয় ভ্রমণ করেছেন এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়ারিয়েন্টালিস্টদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। তাঁর থিসিস কার্যক্রমের অংশ হিসেবে

৩১৮. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ১৬, আরবী/ ব্যক্তি:/ শিক্ষক/১৯৫০-৫১, নিয়োগপত্র, সূত্র নং ৪৫৬৪. তারিখ ১৪ অক্টোবর ১৯৫০

৩১৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ১৬, আরবী/ ব্যক্তি:/ শিক্ষক/১৯৫০-৫১, অব্যাহতি প্রত্র, সূত্র নং ৩৬৭০, তারিখ: ৩০.০৮.১৯৫২

Dhaka University Institutional Repository

তাকে প্যারিস ও সৌদি আরব সফর করতে হয়েছে। তিনি প্যালেস্টাইন, জর্ডান, সিরিয়া, লেবানন, ইরাক, লিবিয়া, তিউনিশিয়া, আলজেরিয়া, মরক্কো এবং তুরস্কসহ বেশ কিছু দেশ সফর করেছেন।[৩২০]

সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন ও সদস্যপদ লাভ

তিনি বহু সোসাইটি ও সংগঠনের সাথে যুক্ত থেকে দায়িত্ব পালন করেছেন। সেগুলো হলো-

- কলা ও বিজ্ঞান অনুষদের পোস্ট গ্রাজুয়েট টিচিং কাউন্সিল এর সদস্য ছিলেন।
- বেঙ্গল রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা এর কাউন্সিল সদস্য ছিলেন।
- কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এর সর্বোচ্চ পরীক্ষা বোর্ডের সদস্য ছিলেন।
- রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির স্কলার নিয়োগ দানে সিলেকশন কমিটির সদস্য ছিলেন।
- মিসর সরকারের শিক্ষা বোর্ডের অধীন কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ভাষা বিভাগের রয়েল একাডেমি সদস্য পদ লাভ করেছিলেন।
- শিক্ষা ক্ষেত্রে মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থার নিউ স্কীম ও ওল্ড স্কীম এর মিনিস্ট্রিয়াল কমিটির সদস্য ছিলেন।
- ওল্ড স্কীম মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থার সিলেবাস প্রণয়ন কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
- কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত স্কুল ও কলেজগুলোতে আরবী ও ফার্সী রিভিশনের জন্য ইউনিভার্সিটি কর্তৃক একটি কমিটি হয়, উক্ত কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।
- বেঙ্গল, টেক্সট বুক কমিটির সদস্য ছিলেন।[৩২১]

গবেষণাকর্ম

জনাব মহিউদ্দীন গবেষণা ক্ষেত্রে অসামান্য কৃতিত্ব রেখেছেন। তিনি অনেক মৌলিক বিষয়ে গবেষণা করেছেন। নিম্নে তাঁর গবেষণাকর্মসমূহ তুলে ধরা হলো-

১. '*The comparison between Aryan & Semitic religious thoughts'* এই গবেষণাটি মূলত তার অনবদ্য পরিশ্রমের ফসল। এই গবেষণার মাধ্যমে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি আল-আলমিয়্যা' অর্জন করেন।
২. '*The Saracens in Sind'* এটি হচ্ছে তাঁর এম.লিট ডিগ্রির থিসিস পেপার। যা তিনি কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্জন করেছেন।
৩. "*Egypt in 1945*", Calcutta University Press-1946.
৪. "*The Seracenes in Sind*", Calcutta University Press, 1947.
৫. *Muslim Rule in 1600, A.D. (A comparative study of the moghuls of India,* Safavides of Persia and Ottomans of Turkey during 16th Century).
৬. *Reconstruction of Taurat Zabur and Ingil.*
৭. دولة المغول الاسلامية فى الهند
৮. *Fatimid Caliphate.*[৩২২]

---

৩২০. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ১৬, আরবী/ ব্যক্তি:/ শিক্ষক/১৯৫০-৫১

৩২১. প্রাগুক্ত

৩২২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ১৬, আরবী/ ব্যক্তি:/ শিক্ষক/ ১৯৫০-৫১, প্রভাষক পদে আবেদন পত্র, ১০ জুন ১৯৫০

ড. সৈয়দা ফাতেমা সাদেক (০১.১১.১৯৫০)

জন্ম ও শৈশবকাল

ড. ফাতেমা সাদেক ১৯ ডিসেম্বর ১৯১৭ সালে চট্টগ্রামের এক শিক্ষিত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা খলিলুর রহমান আরবী ও ফার্সী ভাষার প্রফেসর ছিলেন। আর তাঁর স্বামী ড. আবদুস সাদেক পূর্ব পাকিস্তান সরকারের পরিসংখ্যান বোর্ডের পরিচালক ছিলেন। ড. ফাতেমা সাদেক নিজের নামের শেষাংশে স্বামীর নাম জুড়ে দিতেন।

শিক্ষাজীবন

ড. ফাতেমা সাদেক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা লাভ করেন চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ স্কুল 'ড. খাস্তগীর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়' থেকে। এখানে তিনি ১৯২৫ সাল থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। অতঃপর ১৯৩৪ সালে হুগলীর 'চিনসূরা ডাফ হাই ইংলিশ স্কুল' থেকে প্রথম বিভাগে মেট্রিকুলেশন পাশ করেন। এরপর তিনি 'হুগলী মহসীন কলেজে' ভর্তি হন। তবে এখানে বেশি দিন পড়া হয়নি, পরবর্তীতে তিনি চট্টগ্রাম সরকারী কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯৩৬ সালে এ কলেজ থেকে অনিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে প্রথম বিভাগে আই. এ. পাশ করেন। অতঃপর উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য কলকাতার 'ব্যাটন কলেজে' ভর্তি হন। ১৯৩৯ সালে 'ব্যাটন কলেজ' থেকে বি.এ. অনার্স ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৪১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ থেকে দ্বিতীয় শ্রেণিতে এম.এ পাস করেন। ড. ফাতেমা সাদেক ১৯৪৬ সালে উচ্চ শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে লন্ডন গমন করেন। সেখানে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্কুল অব ওরিয়েন্টাল এন্ড আফ্রিকান স্টাডিজ' (SOAS)-এ অধ্যাপক বার্নাড লুইস ও ড. ডি.এস. রিচ -এর তত্ত্বাবধানে 'Some unpublished Arabic text relating to the regin of Baybars l of Egypt' বিষয়ে গবেষণা শুরু করেন। ১৯৪৯ সালের ৩০ মার্চ লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অধীনে "Arabic and Historical Literature of the Mamluk Period" শিরোনামে অভিসন্দর্ভের জন্য 'এ' গ্রেডে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত এটাই ছিল মামলুক যুগের উপর একমাত্র গবেষণাকর্ম। তাঁর এ গবেষণাকর্মটি ১৯৫৬ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে Baybars l of Egypt, Vol.1 শিরোনামে প্রকাশিত হয়।[৩২৩] ড. সৈয়দ ফাতেমা সাদেক পরবর্তীতে ১৯৬৫ সালে ব্রিটিশ কাউন্সিল ফেলো হিসেবে পোস্ট ডক্টরেট রিসার্চ এর জন্য পুনরায় লন্ডন গমণ করেন।[৩২৪]

কর্মজীবন

ড. ফাতেমা সাদেক ১৯৪১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ ডিগ্রি সম্পন্ন করার পর 'কলকাতা লেডি ব্রাবর্ন কলেজে' আরবী বিষয়ের প্রভাষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। এখানে ৫ বছর শিক্ষকতা করার পর উচ্চ শিক্ষার জন্য লন্ডন গমন করেন। ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে পিএইচ. ডি শেষে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান চলে আসেন এবং এপ্রিল মাসে ইডেন মহিলা কলেজে আরবী ও ফার্সী বিষয়ের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। একই বছরের আগস্ট মাসে Pakistan Public Service Commission তাঁকে ডেপুটেশনে করাচি সেন্ট্রাল গভ. কলেজ ফর উইম্যান-এ আরবী বিষয়ে সিনিয়র প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ দেন। ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক হিসেবে নিয়োগের জন্য আবেদন করলে ১লা আগস্ট থেকে তিনি অস্থায়ী প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। তবে যেহেতু তিনি করাচি সেন্ট্রাল গভ. কলেজ ফর উইম্যান এ কর্মরত ছিলেন এবং সরকারের পক্ষ থেকে কোনো ছাঁড়পত্র পাননি, তাই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করতে পারেননি। পরবর্তীতে ১৯৫০ সালের ২৬ অক্টোবর করাচি সেন্ট্রাল গভ. কলেজ ফর উইম্যান থেকে ছাড়পত্রসহ

---

৩২৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৩১, আরবী/ ব্যক্তি:/ শিক্ষক/১৯৬৮-৬৯

৩২৪. University of Dacca, *Annual Report*, 1965-66, p. 41.

Dhaka University Institutional Repository

পুনরায় প্রভাষক পদে নিয়োগের জন্য আবেদন করেন। ফলশ্রুতিতে ১৯৫০ সালের ১ লা নভেম্বর বিভাগের রিডারের শুন্য পদের বিপরীতে অস্থায়ী সিনিয়র প্রভাষক পদে তিনি নিয়োগ পান। তারপর ১৯৫০ সালের ৯ ডিসেম্বর এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সভায় (সিন্ডিকেট) তা অনুমোদিত হয়। ১৯৬২ সালে 'টিউটোরিয়াল স্কীম' এর আওতায় আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থায়নে একটি রিডার পদ সৃষ্টি হলে তিনি উক্ত পদে ২৫ মে ১৯৬৩ সালে অস্থায়ী ভিত্তিতে যোগদান করেন। এরপর ২৭ জুলাই ১৯৭০ সালে সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাকে বিভাগে স্থায়ীভাবে রিডার পদে নিয়োগ দেওয়া হয়।[৩২৫]

ড. ফাতেমা সাদেক ১৯৭১ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৬ জানুয়ারী ১৯৭২ সাল পর্যন্ত ৪ মাসের কর্তব্যছুটি নিয়ে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের ২৬তম সেশনে যোগদান করেন। সে সময় দেশে যুদ্ধাবস্থা বিরাজমান। কিন্তু যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে কর্মস্থলে যোগদান না করে তিনি বিদেশে অবস্থান করছিলেন। ফলে ২৯ জুলাই ১৯৭২ সালে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল থেকে তাকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করা হয়। পরবর্তীতে তিনি ১৯৭২ সালের ১৭ জানুয়ারী থেকে পুনরায় ছুটির আবেদন করলে তার ছুটির আবেদনটি মঞ্জুর না করে ১৯৭২ সালের ১৭ জানুয়ারী থেকে তাকে চাকরী হতে চূড়ান্তভাবে অপসারণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৩ সালে তাঁর নাগরিকত্ব বাতিল করা হলেও ১৯৭৯ সালে তা ফেরত প্রদান করা হয়।[৩২৬]

প্রশাসনিক দায়িত্বপালন

ড. ফাতেমা সাদেক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক থাকাবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Women's Residence Management কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত 'সেন্ট্রাল উইমেন কলেজ ও ফেডারেশন অব দি ইউনিভার্সিটি উইমেন' কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কলেজসমূহের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন যাবত 'ভিকারুন্নেসা নূন গার্লস হাই স্কুল' এর সরকার কর্তৃক মনোনিত পরিচালনা পরিষদের সদস্য ছিলেন।[৩২৭]

তিনি ১৯৫৬-৫৯ এবং ১৯৬৬-৬৯ সালে পাকিস্তান ফেডারেশন অব ইউনিভার্সিটি উইমেন, পূর্ব পাকিস্তান ঢাকা এর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৬০ সাল থেকে Pakistan Council for Child Welfare-এর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং ১৯৬২ ও ৬৩ সালে কার্যকরি কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।[৩২৮]

১৯৭০ সালের এপ্রিলে তিনি এ সংগঠনে দুবছরের জন্য সভাপতিও নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৬৫ ও ১৯৬৭ সালে রোকেয়া হলের ভারপ্রাপ্ত প্রভোষ্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭১ সালে জানুয়ারী মাসে তিনি শামসুন্নাহার হলের প্রভোষ্ট পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হন।[৩২৯]

অনন্য অবদান ও সম্মাননা লাভ

ড. সৈয়দা ফাতেমা সাদেক ছিলেন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের পুরোধা ব্যাক্তিত্ব। ভারত উপমহাদেশে যতজন নারী উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন ড. ফাতেমা সাদেক। তিনি আরবী ভাষায় অত্যন্ত দক্ষ সুপন্ডিত ছিলেন। সামাজিক অবক্ষয় রোধ, বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী অধিকার,

---

৩২৫. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৩১, আরবী/ ব্যক্তি:/ শিক্ষক/১৯৬৮-৬৯, নিয়োগপত্র, সূত্র নং ৬২২৮, তারিখ: ১৫.০৮.১৯৭০

৩২৬. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৩১, আরবী/ ব্যক্তি:/শিক্ষক/১৯৬৮-৬৯, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন, নং-২২৫৯-বহি/৩, তারিখ: ০৪.০৯.১৯৭৯

৩২৭. University of Dacca, *Annual Report*, 1966-67, p. 45

৩২৮. University of Dacca, *Annual Report*, 1962-63, p. 51

৩২৯. University of Dacca, *Annual Report*, 1966-67, p. 45

নারী উন্নয়ন ও নারী শিক্ষা নিয়ে কাজ করাকে তিনি নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য মনে করতেন। এতদ্বঞ্চলে নারী অধিকার ও নারী শিক্ষার পথিকৃত ছিলেন তিনি। ১৯৫৮ সালের জাতীয় দিবসে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট শিক্ষা ও সামাজিক কর্মে তাঁর বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ "তামগা-এ-কায়িদ-ই-আযম" গ্রেড-২ উপাধিতে তাকে ভূষিত করে।

বিভিন্ন কনফারেন্সে যোগদান

ড. ফাতেমা সাদেক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অনেক সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন। ফলে তিনি বিভিন্ন দেশে ভ্রমন করেন এবং বক্তব্য ও প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। নিম্নে যে সকল কনফারেন্সে তিনি যোগদান করেন তাঁর বিবরণ উপস্থাপিত হলো-

১. ১৯৫৬ ও ১৯৫৯ সালে পাকিস্তান 'ফেডারেশন অব ইউনিভার্সিটি উইমেন'-এর তিনটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদানের জন্য যথাক্রমে তিনি প্যারিস ও হেলসিংকি গমন করেন।

২. ১৯৫৭ সালে লীডার এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম-এর আওতায় তিনি যুক্তরাষ্ট্র গমন করেন। তখন যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ পড়ানো হয় সেগুলো পরিদর্শন করেন। যেমন-প্রিন্সটন, হার্ভার্ড, শিকাগো, নর্থওয়েস্টার্ণ, ক্যালিফোর্নিয়া, মিশিগান ও ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়।

৩. ৭-১০ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত কনফারেন্সে যোগদান করেন এবং সেখানে 'Mobilizing Financial Resources for our Social Needs' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

৪. ১৯৫৯ সালে ফিনল্যান্ডে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করেন এবং সেখানে 'The Maladjusted Children Must be re-educated, the orphan and the waif Must be sheltered and succoured' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন।[৩৩০]

৫. ১৯৬০ সালের আগস্ট মাসে ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত International Council of Women' শীর্ষক সম্মেলনে যোগ দেন এবং সেখানে Philosophical Background of Islamic way of life and its repercussion on women's education in the east' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।[৩৩১]

৬. ১৯৬১ সালের ১৩-১৫ এপ্রিল করাচীতে অনুষ্ঠিত 'পাকিস্তান শিশু কল্যাণ কাউন্সিল' কর্তৃক আয়োজিত কনফারেন্সে যোগ দেন এবং সেখানে 'Social education of the community, Particularly Parents' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

৭. ১৯৬১ সালের নভেম্বর মাসে পাকিস্তান ফেডারেশন অব ইউনিভার্সিটি উইমেনের কনফারেন্সে যোগ দিতে লাহোর গমন করেন এবং এপ্রিল ১৯৬২ সালে ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অব সোশাল ওয়ার্ক এ যোগ দিতে করাচী গমন করেন।[৩৩২]

৮. ড. ফাতেমা সাদেক ১৪-১৬ মার্চ ১৯৬৪ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত 'পাকিস্তান শিশু কল্যাণ কাউন্সিল'-এর সম্মেলনে যোগদান করেন।[৩৩৩]

৯. ১৯৬৬ সালে জার্মানীর বন বিশ্ববিদ্যালয়ে 'Position of University Women in Pakistan' শীর্ষক লেকচার উপস্থাপন করেন।

১০. ১৯৬৬ সালে পশ্চিম জার্মানী সরকারের আমন্ত্রনে জার্মান গমন করেন এবং মারবার্গ, বন, তুবিগেন ও হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন।

---

৩৩০. University of Dacca, *Annual Report*, 1959-60, p. 47

৩৩১. University of Dacca, *Annual Report*, 1960-61, p. 49

৩৩২. University of Dacca, *Annual Report*, 1961-62, p. 68

৩৩৩. University of Dacca, *Annual Report*, 1963-64, p. 49

১১. ১৯৬৭ সালে করাচীতে অনুষ্ঠিত 'Vocational Education for Women in Pakistan' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারে যোগ দেন এবং সেখানে Commercial Art and Design' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।[৩৩৪]

১২. ড. ফাতেমা সাদেক জানুয়ারী ১৯৬৭ সালে ইসলামিক একাডেমী ঢাকার একটি কনফারেন্সে যোগদান করেন এবং 'Problems of women in the modern world and how Islam proposes to solve them' শিরোনামে প্রবন্ধ পাঠ করেন।[৩৩৫]

১৩. ১৯৬৮ সালে পশ্চিম জার্মানীতে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেল অব দ্যা ইউনিভর্সিটি উইম্যান এর ১৬তম ত্রৈবার্ষিক সম্মেলনে যোগদান করেন।

গবেষণাকর্ম

ড. ফাতেমা সাদেক বহু গবেষণা গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন তার মধ্যে যে সকল প্রবন্ধের তথ্য পাওয়া যায় সেগুলোর একটি তালিকা নিম্নে পেশ করা হলো-

ক. রচিত গ্রন্থ

১. *Baybars I of Egypt,* এটি মূলত তাঁর পিএইচ.ডি থিসিস, ১৯৫৬ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে প্রকাশিতহয়।

খ. প্রবন্ধসমূহ

১. "The significance of the Mamluk regime in Egypt in Islamic History", *the Journal of the Pakistan History Conference,* 1955

২. "A forgotten chapter in Syrian history", *Pakistan Observer*- 1955.

৩. "Development of al-Barid or Mail-Post during the reign of Baybars I of Egypt (1260-75) A.D.", J*ournal of the Asiatic society of Pakistan,* Dacca, vol. XIV, No. 2, August 1969.

৪. "The Court and Household of the Mamluk of Egypt (13th to 15th Centuries)", *Journal of the Asiatic Society of Pakistan,* Dacca, vol. XIV, No. 3, 1969.

৫. "Position of Women in Islam", *Pakistan Observer*, 1956.

৬. "The role of religious leadership in social welfare", *Pakistan Observer,* 1960.

৭. "The Islamic way of life in the Modern world with particular reference to Pakistan", *Morning News,* 1961.

৮. "Our Cultural heritage", *পাক সমাচার*, আগস্ট, ১৯৬৯

মৃত্যু

ড. ফাতেমা সাদেক ২০০৭ সালের ৩১ এপ্রিল করাচীতে ইন্তেকাল করেন।

---

৩৩৪. University of Dacca, *Annual Report*, 1967-68, p. 43

৩৩৫. University of Dacca, *Annual Report*, 1966-67, p. 45

Dhaka University Institutional Repository

এস. এম. আহসান (০৮.১১.১৯৫১)

জন্ম

জনাব এস.এম আহসান ১ লা এপ্রিল ১৯২৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন।[৩৩৬]

শিক্ষাজীবন

জনাব এস. এম আহসান ১৯৪৩ সালে মেট্রিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৪৫ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে কৃতকার্য হন। তিনি ১৯৪৫ সালে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে আলিম পরীক্ষায়ও প্রথম বিভাগ প্রাপ্ত হন। পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আরবী বিভাগে বি. এ অনার্স পরীক্ষায় এবং ১৯৪৯ সালে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেন।[৩৩৭]

কর্মজীবন

জনাব এস.এম আহসান শিক্ষাজীবন শেষ করার এক বছরের মাথায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ৮ নভেম্বর ১৯৫১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ড. সৈয়দ ফাতেমা সাদেক এর ছুটিজনিত কারণে তাঁর পরিবর্তে জনাব আহসানকে অস্থায়ী প্রভাষক পদে নিয়োগ প্রদান করে।[৩৩৮] পরবর্তীতে ২১ ডিসেম্বর ১৯৫১ সালে তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।[৩৩৯]

জনাব আহসান বাংলা, উর্দু, আরবী, ইংরেজী ও ফার্সী ভাষায় সমানভাবে দক্ষ ছিলেন। ছাত্রজীবনে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য ছিলেন।[৩৪০]

আব্দুল জাব্বার (১৬.০৪.১৯৫২)

জন্ম ও শিক্ষাজীবন

জনাব আব্দুল জাব্বার ১৯২১ সালের ১লা মার্চ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অন্যতম মেধাবী শিক্ষার্থী ছিলেন। তিনি ১৯৪১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে বি.এ অনার্স পরীক্ষায় ১ম শ্রেণিতে ১ম এবং ১৯৪২ সালে এম.এ পরীক্ষায় ১ম শ্রেণিতে ১ম হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। এরপর তিনি The Reconstrution of Tafsir-i-Ibn Abbas শীর্ষক বিষয়ে মৌলিক গবেষণা করেন।[৩৪১]

কর্মজীবন

১৯৫২ সালের ১৬ এপ্রিল থেকে ৪ মে পর্যন্ত সময়ের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ.এইচ.এম মুহিউদ্দিনের অনুপস্থিতির দরুন আব্দুল জাব্বার কে অস্থায়ী প্রভাষক পদে নিয়োগ প্রদান করে।[৩৪২]

---

৩৩৬. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ১৮, আরবী/ ব্যক্তি:/ শিক্ষক ১৯৫১-৫২

৩৩৭. প্রাগুক্ত

৩৩৮. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ১৮, আরবী/ব্যক্তি:/ শিক্ষক ১৯৫১-৫২, নিয়োগপত্র, সূত্র নং- ৬১৪৭, তারিখ: ১৮ নভেম্বর ১৯৫১

৩৩৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ১৮, আরবী/ব্যক্তি:/ শিক্ষক ১৯৫১-৫২, অব্যাহতিপত্র, সূত্র নং ৮৩১৭, তারিখ: ২২ ডিসেম্বর ১৯৫১

৩৪০. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ১৮, আরবী/ব্যক্তি:/ শিক্ষক ১৯৫১-৫২

৩৪১. University of Daccca, *Annual Report*, 1951-52, p. 14

৩৪২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ১৭, আরবী/ব্যক্তি:/ শিক্ষক/১৯৫১-৫২, নিয়োগপত্র, সূত্র নং ১৪৬২৫, তারিখ ১২ এপ্রিল ১৯৫২

Dhaka University Institutional Repository

এ. এইচ. এম. করীম (২৬.০৬.১৯৫৮)

জন্ম

জনাব আবুল হাশেম মুহাম্মদ করীম ১ লা জানুয়ারী ১৯৩৩ সালে বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার জালিয়াল গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুমতাজুল করীম।[৩৪৩]

শিক্ষাজীবন

জনাব মুহাম্মদ করীম চট্টগ্রামের আহমদিয়া মাদ্রাসা থেকে ১৯৪৮ সালে হাই মাদ্রাসা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হন। ১৯৫০ সালে চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ১১তম স্থান অর্জন করেন। এরপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে স্নাতক ভর্তি হন। এ সময় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হলে অবস্থান করতেন। ১৯৫৩ সালে আরবী বিভাগে বি.এ অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন এবং একই বিভাগ থেকে ১৯৫৪ সালে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন। অতঃপর ১৯৫৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যাচেলর অব টিচিং (বি.টি) পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হন। ১৯৫৭ সালে দি এ্যামেরিকান ইউনিভার্সিটি অব বৈরূত থেকে Theory and Practice of Education' শিরোনামে ডিপ্লোমা ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৫৮ সালে দি অ্যামেরিকান ইউনিভার্সিটি অব বৈরূত থেকে শিক্ষায় এম.এ ডিগ্রিও অর্জন করেন। তার এম.এ থিসিসের শিরোনাম ছিলো- A Proposed Philosophy of Education for Pakistan.[৩৪৪]

কর্মজীবন

জনাব মুহাম্মদ করীম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। ২৬ জুন ১৯৫৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অস্থায়ী প্রভাষক পদে নিয়োগ প্রদান করে।[৩৪৫] ২ জুলাই ১৯৫৮ সালে অস্থায়ী প্রভাষক পদে যোগদান করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ কর্মরত অবস্থায় ১৯৫৮ সালে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এর শিক্ষা বিভাগে প্রভাষক পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। ফলে ১৯৫৮ সালের ২৭ আগস্ট তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর চাকুরী থেকে ইস্তফা দিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন।[৩৪৬]

মুতিউর রহমান (০১.১০.১৯৫৮)

জন্ম

জনাব মুতিউর রহমান ১৯০১ সালের জুলাই মাসে তৎকালীন বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার লক্ষীপুর উপজেলার অন্তর্গত মীর্জাপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম মুনশী নূর বখশ শহীদ।[৩৪৭]

শিক্ষাজীবন

জনাব মুতিউর রহমান ১৯১৮ সালে ওল্ড স্কীম পদ্ধতিতে ফাইনাল মাদ্রাসা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হন। ১৯২১ সালে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে কৃতকার্য হন। এরপর

---

৩৪৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ২০, আরবী/ব্যক্তি:/ শিক্ষক ১৯৫৮-৫৯

৩৪৪. প্রাগুক্ত

৩৪৫. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ২০, আরবী/ ব্যক্তি:/ শিক্ষক ১৯৫৮-৫৯, নিয়োগপত্র, সূত্র নং ১৯৭৬৪, তারিখ ২৬ জুন ১৯৫৮

৩৪৬. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ২০, আরবী/ ব্যক্তি:/ শিক্ষক ১৯৫৮-৫৯

৩৪৭. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ২২, আরবী/ ব্যক্তি:/ শিক্ষক ১৯৫৮-৫৯

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ভর্তি হন এবং ১৯২৪ সালে বি. এ অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। এরপর একই বিভাগ থেকে ১৯২৫ সালে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন। পরবর্তীতে ১৯৩৩ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সী বিভাগ থেকে এম.এ পরীক্ষায়ও প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন সময়ে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের আবাসিক ছাত্র ছিলেন। হলের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেন তিনি।[৩৪৮]

কর্মজীবন

ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে আরবী বিষয়ের প্রভাষক পদে যোগদান করার মাধ্যমে কর্মজীবনের সূচনা করেন। এরপর তিনি রাজশাহী সরকারী মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ১০ মার্চ ১৯৫০ সাল থেকে ১৫ জুলাই ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সার্ভিসের অধীনে ইডেন কলেজে আরবী ও ফার্সী বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।[৩৪৯] ১৯৫৬ সালের ১৫ জুলাই সরকারী চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

১৯৫৮ সালের ১ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অস্থায়ী প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে।[৩৫০] অবশ্য মুতিউর রহমান ১৯৫৮ সালের ৯ সেপ্টেম্বর থেকেই বিভাগে কর্মরত ছিলেন।[৩৫১] প্রথমবার তাঁর নিয়োগের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর পুনরায় বিভাগীয় শিক্ষক আবদুল আজীজ ছুটিতে গেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৬ নভেম্বর ১৯৬০ সালে পুনরায় তাকে অস্থায়ী প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে।[৩৫২] কিন্তু তিনি দ্বিতীয়বার চাকরীতে যোগদান করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।

আব্দুর রহমান (১৯.১১.১৯৫৮)

জন্ম

জনাব আব্দুর রহমান ১৫ ই এপ্রিল ১৮৯৯ সালে তৎকালীন ত্রিপুরা বর্তমান কুমিল্লা জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার বাহিচর গ্রামের সম্ভ্রান্ত এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৌলভী আমীরুদ্দীন।[৩৫৩]

শিক্ষাজীবন

জনাব আব্দুর রহমান ওল্ড স্কীম মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থায় লেখা-পড়া করেন। ওল্ড স্কীম পদ্ধতিতে ফাইনাল মাদ্রাসা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে মেধা তালিকায় ৩য় স্থান লাভ করেন। এরপর মুসলিম হাই স্কুল, ঢাকা থেকে মেট্রিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তারপর জগন্নাথ কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং নবাব বাহাদুর স্কলারশীপ লাভ করেন। অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ থেকে বি.এ অনার্স পরীক্ষায় ২য় শ্রেণিতে এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী এবং ফার্সী বিভাগ থেকে এম.এ পরীক্ষায় ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তিনি আরবী, ফার্সী, উর্দু ও ইংরেজি ভাষায় দক্ষ ছিলেন।[৩৫৪]

---

৩৪৮. প্রাগুক্ত

৩৪৯. প্রাগুক্ত

৩৫০. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ২২, আরবী/ব্যক্তি:/ শিক্ষক ১৯৫৮-৫৯, নিয়োগপত্র, সূত্র নং ৬৭০৬, তারিখ : ১ অক্টোবর ১৯৫৮

৩৫১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ২২, আরবী/ব্যক্তি:/ শিক্ষক ১৯৫৮-৫৯, যোগদানপত্র, তারিখ ৫ নভেম্বর ১৯৫৮

৩৫২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ২২, আরবী/ব্যক্তি:/ শিক্ষক ১৯৫৮-৫৯, নিয়োগপত্র, সূত্র নং ৯৫৮৯, তারিখ ১৬ নভেম্বর ১৯৬০

৩৫৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ২১, আরবী/ব্যক্তি:/ শিক্ষক/১৯৫৮-৫৯

৩৫৪. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

কর্মজীবন

জনাব আব্দুর রহমান কর্মজীবনে বহু প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনা করেছেন। প্রথমে প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা, এরপর চট্টগ্রাম কলেজ, ঢাকা কলেজ এবং ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে আরবী ও ফার্সী বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। সর্বশেষ তিনি ঢাকা কলেজে ১৫ বছর প্রভাষক পদে এবং এক বছর অধ্যাপক পদে কর্মরত ছিলেন। ঢাকা কলেজ থেকে ১৬ এপ্রিল ১৯৫৩ সালে তিনি অধ্যাপক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।[৩৫৫]

অবসর গ্রহণের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রভাষক মাওলানা এম.এ আজীজ এর ছুটিজনিত কারণে তার পরিবর্তে আব্দুর রহমানকে ১৯ শে নভেম্বর ১৯৫৮ সালে অস্থায়ী প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে।[৩৫৬] ১৯ নভেম্বর থেকে ২০ ডিসেম্বর ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত তিনি বিভাগে কর্মরত ছিলেন।

ড. আফতাব আহমাদ রহমানী (০৬.১২.১৯৬০)

জন্ম ও শৈশবকাল

জনাব আফতাব আহমাদ রহমানী ১৯৩৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলার মুরাদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দারুল হাদীস রহমানীয়া মাদ্রাসায় লেখা-পড়ার কারণে খুব সম্ভবত নামের শেষে রহমানী শব্দ ব্যবহার করতেন। নামের শেষে প্রতিষ্ঠানের নাম সম্বন্ধ করার এমন প্রচলন বর্তমান সময়েও চালু আছে। তাঁর পিতার নাম মৌলভী মুহাম্মদ ওমর। তিনি দিনাজপুর জেলার পাহাড়পুরের একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ছিলেন।

শিক্ষাজীবন

জনাব আফতাব আহমাদের শিক্ষাজীবন কয়েকটি ধারায় সম্পন্ন হয়েছে। তিনি নিউ স্কীম এর অধীনে হাই মাদ্রাসায় পড়েছেন। আবার নিজামিয়া শিক্ষাব্যবস্থায় পড়েছেন এবং জেনারেল শিক্ষাপদ্ধতিতেও অধ্যয়ন করেছেন। জনাব রহমানী ১৯৪৯ সালে দিনাজপুর হাই মাদ্রাসা থেকে 'হাই মাদ্রাসা পরীক্ষায়' প্রথম বিভাগে ৩য় স্থান অর্জন করেন। ১৯৫২ সালে সিরাজগঞ্জ ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে আই.এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। ১৯৫৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর আরবী বিভাগে বি.এ অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন এবং নীলকান্ত স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। ১৯৫৬ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবী বিভাগে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। এর বাইরেও তিনি ১৯৪৬ সালে দারুল হাদীস রহমানীয়া মাদ্রাসা দিল্লী থেকে দরসে নিজামী কোর্স সমাপ্ত করেন এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মৌলভী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।[৩৫৭]

১৯৬৮ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি প্রথম পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে ১৯৭০ সালে পুনরায় ইংল্যান্ডের ক্যামব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয় এর 'ইনস্টিটিউট অব ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ থেকেও তিনি পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর পিএইচ.ডি গবেষণার শিরোনাম ছিলো- The Life and Works of Ibn Hajar Al-Asqalani accompanied by a critical editiion of certain sections of Al-Sakhawi's Al-Jawahir wa al-Durar।[৩৫৮]

---

৩৫৫. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ২১, আরবী/ব্যক্তি:/শিক্ষক/১৯৫৮-৫৯, পূর্বপাকিস্তান এ্যাকাউন্টস জেনারেল এর অফিস কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র, সূত্র নং- GAV/D/958, তারিখ: ২২.১১.১৯৫৮

৩৫৬. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ২১, আরবী/ব্যক্তি:/শিক্ষক/১৯৫৮-৫৯, নিয়োগপত্র, সূত্র নং ৯৮৮৯, তারিখ: ১৯ নভেম্বর ১৯৫৮

৩৫৭. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ২৩, আরবী/ব্যক্তি:/শিক্ষক ১৯৬০-৬১

৩৫৮. *মাসিক আত-তাহরিক*, নভেম্বর, ২০২০

কর্মজীবন

জনাব আফতাব আহমাদ রিসার্চ স্কলার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি ১৯৫৮ সালের মার্চ মাস থেকে ১৯৬০ সালের আগস্ট পর্যন্ত সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রিসার্চ স্কলার হিসেবে কাজ করেন। তিনি কিছু দিনের জন্য নুরুল হুদা এবং সুখীপুর হাই মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মাওলানা আবদুল আজীজ এর ছুটিজনিত কারণে আফতাব আহমাদ রহমানীকে ১৯৬০ সালের ৬ ডিসেম্বর আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অস্থায়ী প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে।[৩৫৯]

জনাব রহমানী ৮ ডিসেম্বর ১৯৬০ সালে অস্থায়ী প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন এবং ৭ জুন ১৯৬২ সাল পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। এরপর ৮ জুন ১৯৬২ সাল থেকে তিনি বিভাগে ফেলো হিসেবে দায়িত্ব পালন শুরু করেন। যদিও ২০ জুলাই ১৯৬২ সালে তাকে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অস্থায়ী ফেলো হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়।[৩৬০]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত থাকা অবস্থায় তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষা বিজ্ঞান বিভাগে প্রভাষক পদের জন্য আবেদন করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত হলে তিনি ১ লা অক্টোবর ১৯৬২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করেন।[৩৬১] এরপর তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিজ্ঞান বিভাগে যোগদান করেন। পরবর্তীতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগে কর্মরত ছিলেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন।

জনাব আফতাব আহমাদ সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের তৎকালীন বিভাগীয় চেয়ারম্যান প্রফেসর ইমেরিটাস ড. সিরাজুল হক বলেন:

“Mr. Rahmani is one of the brilliant products of this University, He is a young man of active habits and amiable disposition.”[৩৬২]

গবেষণাকর্ম

জনাব আফতাব আহমেদ একজন গবেষণাপ্রেমী মানুষ ছিলেন। গবেষণা দিয়েই কর্মজীবন শুরু করেন তিনি। তিনি যেহেতু রিসার্চ স্কলার ও রিসার্চ ফেলো হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করেছেন তাই এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, তিনি অনেক গবেষণাকর্ম সম্পাদনা করেছেন। তিনি মাসিক ও পাক্ষিক পত্রিকাসমূহে নিয়মিত লেখালেখি করতেন। তিনি ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক *‘তর্জুমানুল হাদীছ’* পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। যেসব পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখতেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আরাফাত, তরজুমানুল হাদীস, নাজাত ইত্যাদি। তাঁর রচিত যে সকল গ্রন্থ ও প্রবন্ধের সন্ধান পাওয়া যায় তা হলো :

ক. গ্রন্থ

১. *The Life and Works of Ibn Hajar Al-Asqalani, Islamic Foundation Bangladesh,* July, 2000.

---

৩৫৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ২৩, আরবী/ব্যক্তি:/ শিক্ষক ১৯৬০-৬১, নিয়োগপত্র, সূত্র ১১২৬৪, তারিখ ৬ ডিসেম্বর ১৯৬০

৩৬০. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ২৩, আরবী/ব্যক্তি:/ শিক্ষক ১৯৬০-৬১, নিয়োগপত্র, সূত্র নং ২৭২৭, তারিখ ২০ জুলাই ১৯৬২

৩৬১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ২৩, আরবী/ব্যক্তি:/ শিক্ষক ১৯৬০-৬১, অব্যাহতি গ্রহণ পত্র, সূত্র ৯৮৩৭, তারিখ ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৬২

৩৬২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ২৩, আরবী/ব্যক্তি:/ শিক্ষক ১৯৬০-৬১, প্রত্যয়নপত্র, সূত্র ১১৭/৬০-৬১, তারিখ ১৪ ডিসেম্বর ১৯৬০

খ. প্রবন্ধসমূহ

১. ইবনে হাজার আল-আসকালানী, এটি লাহোর *ইসলামী সাহিত্য* পত্রিকায় জানু-ফেব্রুয়ারী ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত হয়।
২. হাদিসের প্রামাণিকতা, *তরজুমানুল হাদীস*, বর্ষ. ৯, সংখ্যা. ২ ও ৩।
৩. পাক-ভারত উপমহাদেশের কতিপয় হাদীস শাস্ত্র বিশারদ, *তরজুমানুল হাদীস*, বর্ষ. ২
৪. ইসলামী অর্থনীতির গোড়ার কথা, *তরজুমানুল হাদীস*, বর্ষ. ৯, সংখ্যা. ৪ ও ৫।[৩৬৩]
৫. ইমাম আবুল হাসান আশয়ারী, *তরজুমানুল হাদীস*, বর্ষ. ১০, সংখ্যা. ১, আগস্ট ১৯৬১।
৬. সোস্যালিজম ও ইসলাম, *তরজুমানুল হাদীস*, বর্ষ. ১০, সংখ্যা. ২ ও ৬, অক্টোবর ১৯৬১ ও এপ্রিল-মে ১৯৬২।[৩৬৪]
৭. ফিকহুল আকবরের লেখক পরিচিতি।
৮. ইসলামী সংস্কৃতির তাৎপর্য।
৯. মধ্যপ্রাচ্যের ঐতিহাসিক পটভূমি, *সাপ্তাহিক আরাফাত*।
১০. সোস্যালিজম ও ইসলাম, *তরজুমানুল হাদীস*।
১১. গৌতমবুদ্ধ ও কুরআনে বর্ণিত সাবেয়ী ধর্ম, *তরজুমানুল হাদীস*।
১২. আল-কুরআনে নসখ, *তরজুমানুল হাদীস*।

মৃত্যু

জনাব আফতাব আহমাদ ১৯৮৪ সালে ইন্তেকাল করেন।

ড. জিয়াউদ্দীন আহমেদ (১৮.০১.১৯৬১)

জন্ম

ড. জিয়াউদ্দিন আহমেদ বৃহত্তর বরিশাল জেলার অন্তর্গত মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলায় ১ লা অক্টোবর ১৯৩৩ সালে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৌলভী হাবীবুর রহমান। তিনি তৎকালীন বরিশাল জেলার মেহেন্দীগঞ্জ-এর মুসলিম বিবাহ রেজিস্ট্রার ছিলেন।[৩৬৫]

শিক্ষাজীবন

ড. জিয়াউদ্দীন আহমেদ ঐতিহ্যবাহী 'ছারছীনা আলিয়া মাদ্রাসা' থেকে ১৯৪৬ সালে আলিম পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। ১৯৪৮ সালে একই মাদ্রাসা থেকে ফাযিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে নবম এবং ১৯৫০ সালে কামিল পরীক্ষায়ও প্রথম শ্রেণিতে নবম স্থান অধিকার করে কৃতকার্য হন। ১৯৫৩ সালে বরিশাল 'নূরিয়া হাই মাদ্রাসা' থেকে হাই মাদ্রাসা পরীক্ষায় পাশ করেন। ১৯৫৪ সালে 'লতিফ ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ' বরিশাল থেকে আই.এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে চতুর্থ হন। অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৫৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ অনার্স, ১৯৫৮ সালে এম. এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।[৩৬৬]

১৯৬৬ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্কুল অব ওরিয়েন্টাল এন্ড আফ্রিকান স্টাডিজ' (SOAS) থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভের শিরোনাম ছিলো- 'A Critical edition of the first volume of Al-Musnad min Masa'il Abi Abd Allah Ibn Muhammad Ibn Hanbal'। তাঁর গবেষণা অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন- Dr. W.N.

---

৩৬৩. University of Dacca, *Annual Report*, 1960-61, p. LXXVI

৩৬৪. University of Dacca, *Annual Report*, 1961-62, p. 203

৩৬৫. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৪২, আরবী/ ব্যক্তি:/ শিক্ষক/১৯৬৫-৬৬

৩৬৬. প্রাগুক্ত

Arafat। তিনি ড. জিয়াউদ্দিন সম্পর্কে বলেন: "During the time he was at the school Dr. Ahmed proved himself a very pleasant person and an able scholar. He had a through knowledge of the background of his subject and a perfect command of the Arabic language and grammar."[৩৬৭]

কর্মজীবন

শিক্ষাজীবন শেষ করার পর ১৮ জানুয়ারী ১৯৬১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ড. জিয়াউদ্দিনকে অস্থায়ী ফেলো হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে। ২৪ জানুয়ারি তিনি বিভাগে যোগদান করেন। ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৬২ সাল পর্যন্ত তিনি এ পদে কর্মরত ছিলেন। এরপর পিএইচ.ডি গবেষণার জন্য পাকিস্তান সরকার কর্তৃক বৃত্তিপ্রাপ্ত হয়ে লন্ডন গমন করেন। পিএইচ.ডি শেষে দেশে ফিরলে ২৩ মে ১৯৬৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে অস্থায়ী প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে।[৩৬৮]

অস্থায়ী প্রভাষক পদে ১৭ ডিসেম্বর ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। ১৮ ডিসেম্বর ১৯৬৭ সালে তাকে অস্থায়ী সিনিয়র প্রভাষক এবং ১০ জুলাই ১৯৬৮ সালে সিনিয়র প্রভাষক পদে নিয়োগ দেয়া হয়। এই পদে থাকা অবস্থায় তিনি ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট ইসলামাবাদে রিডার পদের জন্য আবেদন করেন। রিডার পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দুই বছরের জন্য ছুটির আবেদন করেন। ছুটি মঞ্জুর হলে ১ জানুয়ারি ১৯৭০ সালে তিনি রিডার পদে যোগদান করেন। ২ বছরের ছুটি শেষে তিনি বিভাগে যোগদান না করে ১৫ মার্চ ১৯৭২ সালে পুনরায় এক বছরের জন্য ছুটির আবেদন করেন। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁর ছুটি মঞ্জুর না করে ১ জানুয়ারি ১৯৭০ সাল থেকে তাকে চাকরী থেকে অপসারনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

গবেষণাকর্ম

ড. জিয়াউদ্দিন এর লিখিত একাধিক গবেষণাগ্রন্থ ও প্রবন্ধ রয়েছে। নিম্নে তা উপস্থাপন করা হলো-

ক. প্রকাশিত গ্রন্থ

১. *Al-Musnad min Masa'il Abi Abd-Allah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal,* The Asiatic Society of Pakistan

খ. প্রবন্ধসমূহ

১. Ahmad Ibn Hanbal- His life and works, *Journal of the Asiatic Society of Pakistan,* Vol: xi, No. 3. December 1966
২. Abu Bakr Al-Khallad- The compiler of the teachings of Imam Ahmad bin Hanbal, *Journal of the Asiatic Society of Pakistan*
৩. A brief Survey of the Development of Theology in Islam.
৪. Role of U'rf and Istihsan in Muslim Jurisprudence.

মৃত্যু

ড. জিয়াউদ্দিন ইসলামাবাদে থাকাবস্থায় ১৯৯০ সালের ১০ মে বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টায় ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিলো ৫৭ বছর। তিনি ৩ মেয়ে ও ১ ছেলেসহ অসংখ্য ভক্ত ও সুহৃদ রেখে মারা যান। তাঁর সন্তানগণ হলেন। ১. মাসউদা, ২. ড. রাজিউদ্দিন মাহমুদ, ৩. মাহবুবা, ৪. ফাহমিদা শিরীন।[৩৬৯]

---

৩৬৭. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৪২, আরবী/ ব্যক্তি:/শিক্ষক/১৯৬৫-৬৬, প্রত্যয়নপত্র, তারিখ ২৭.০৯.১৯৬৬

৩৬৮. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৪২, আরবী/ ব্যক্তি:/শিক্ষক/১৯৬৫-৬৬, নিয়োগপত্র, সূত্র নং ৩৩০৫৩, তারিখ ২৩.৫.১৯৬৬

৩৬৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৪২, আরবী/ ব্যক্তি:/ শিক্ষক/১৯৬৫-৬৬

Dhaka University Institutional Repository

আফতাব উদ্দীন আহমাদ (২০.০৭.১৯৬২)

জন্ম

জনাব আফতাব উদ্দীন আহমাদ ১৯৩৫ সালের ১২ নভেম্বর খুলনা জেলার চিতলমারী থানাধীন কালিগাটি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আলহাজ্ব মৌলভী আবদুল হামীদ। তিনি পেশায় একজন ব্যবসায়ী ছিলেন।[৩৭০]

শিক্ষাজীবন

জনাব আফতাব উদ্দীন আহমাদ ১৯৫০ সালে ইউনিভার্সিটি অব লাক্ষ্ণৌ থেকে 'ডিপ্লেমা অব ফাযিল-ই-তাফসীর' পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হন। এরপর ১৯৫৪ সালে মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা থেকে আলিম পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এছাড়াও তিনি জেনারেল শিক্ষাব্যবস্থায় ১৯৫৫ সালে বি.কে. ইউনিয়ন ইনস্টিটিউশন, খুলনা থেকে মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগ প্রাপ্ত হন। এরপর ১৯৫৭ সালে বি.এল. কলেজ, দৌলতপুর, খুলনা থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন। তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে বি.এ সম্মান শ্রেণিতে ভর্তি হন। ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে ১৯৬০ সালে বি.এ অনার্স ও ১৯৬১ সালে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। এ ছাড়াও জনাব আফতাব উদ্দীন ভারতের 'দারুল উলুম দেওবন্দ মাদরাসা' থেকে দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন করেন বলে জানা যায়।[৩৭১]

জনাব আফতাব উদ্দীন আহমাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক থাকাকালীন ১৯৬৭ সালে পিএইচ.ডি-এর উদ্দেশে কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন। সেখানে প্রফেসর M.Y. Ha'iri এর অধীনে গবেষণা করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিলো- History of Legal thought among the Ibn Ash'ari Shi'ah।

কর্মজীবন

জনাব আফতাব উদ্দীন আহমাদ পড়া-লেখা শেষ করে শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি প্রথমে পাটনা একাডেমিতে সহকারী হেডমাস্টার হিসেবে প্রায় ৯ মাস কর্মরত ছিলেন। তারপর ২০ জুলাই ১৯৬২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ছয় মাসের জন্য অস্থায়ী ফেলো হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন।[৩৭২] পরবর্তীতে বিভাগীয় চেয়ারম্যান ড. সিরাজুল হকের সুপারিশে তার ফেলোশিপের মেয়াদ আরো ছয় মাস বাড়ানো হয়। এরপর ১৫ জুলাই ১৯৬৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে ১লা আগস্ট ১৯৬৩ সাল থেকে দুই বছরের জন্য অস্থায়ী প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন।[৩৭৩]

পরবর্তীতে ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬৭ সালে তিনি সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। এ সময় তিনি শিক্ষা ছুটি নিয়ে পিএইচ.ডি-এর উদ্দেশ্যে কানাডায় গমন করেন। পিএইচ.ডি সম্পন্ন না হওয়ায় কয়েক দফায় তাঁর শিক্ষা ছুটি বর্ধিত করা হয়। সর্বশেষ তিনি ১০ নভেম্বর ১৯৭৪ সালে এক পত্রের মাধ্যমে পিএইচ.ডি থিসিস কমপ্লিট না হওয়ায় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের অক্ষমতার কথা ব্যক্ত করেন। যার ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে সহকারী অধ্যাপক

---

৩৭০. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৫১, আরবী/ব্যক্তি:/সহ: অধ্যাপক/১৯৯১

৩৭১. প্রাগুক্ত

৩৭২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৫১, আরবী/ব্যক্তি:/সহ: অধ্যাপক/১৯৯১, নিয়োগপত্র, সূত্র নং ২৭৩৩, তারিখ: ২০ জুলাই ১৯৬২

৩৭৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৫১, আরবী/ব্যক্তি:/সহ: অধ্যাপক/১৯৯১, নিয়োগপত্র, ১৬৯৯, তারিখ: ১৫ জুলাই ১৯৬৩

পদে তাঁর নিয়োগ শিক্ষাছুটিতে গমনের তারিখ অর্থাৎ ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৬৭ সাল থেকে বাতিল করে।[৩৭৪] পরবর্তীতে তিনি দেশে না ফিরে কানাডায় নাগরিত্বসহ অবস্থান করেন।

গবেষণাকর্ম

জনাব আফতাব উদ্দীন আহমাদ এর একটি প্রবন্ধের সন্ধান পাওয়া যায়, যথা-

১. Fundamental Rights in Islam, *তরজুমানুল হাদীস*, ঢাকা, ১৯৬৪-৬৫।

ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান (১২.১২.১৯৬২)

জন্ম ও শৈশবকাল

ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান ছিলেন একজন দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ। তিনি স্বীয় মেধা ও যোগ্যতার কারণে দেশ-বিদেশে যেমন সমাদৃত হয়েছেন, তেমনি বিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সুনাম কুড়িয়েছেন।

ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান বর্তমান পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া থানার টিকিকাটা ইউনিয়নের সূর্যমনী গ্রামে ১লা জানুয়ারী ১৯৪১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আলহাজ্ব মৌলভী আবদুল মজীদ। তাঁর মাতার নাম লাল বরু বেগম।

শিক্ষাজীবন

ড. মুস্তাফিজুর রহমান-এর প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পারিবারিক পরিমন্ডলেই শুরু হয়। তাঁর লেখা-পড়ার উন্নতির জন্য গৃহশিক্ষকের ব্যবস্থা করা হয়। তাঁর সে গৃহশিক্ষকের নাম হলো মাওলানা খলীলুর রহমান। ড. মুস্তাফিজুর রহমান বাংলা, ইংরেজী, আরবী ও ফার্সী ভাষার প্রাথমিক জ্ঞান মাওলানা খলীলুর রহমানের নিকট থেকে লাভ করেন। পরবর্তীতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে তাঁর অর্জিত প্রাথমিক জ্ঞান অত্যন্ত ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করেছে।[৩৭৫]

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শেষে ড. মুস্তাফিজুর রহমান প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে বেতমন মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখানে কিছুকাল পড়ার পর ছারছীনা দারুসসুন্নাত আলিয়া মাদরাসায় অনুষ্ঠিতব্য ‘দরজা -এ-ইসতিদাদ’ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। এরপর তিনি ঝালকাঠি জেলাধীন হদুয়া মাদরাসায় এবং টুমচর মাদরাসায়ও কিছুদিন লেখা-পড়া করেন। ছারছীনা মাদরাসায় দাখিল শশম থেকে ফাযিল পর্যন্ত তিনি অধ্যয়ন করেন। ১৯৫৫ সালে সরকারী মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা থেকে কামিল (ফিকহ) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৫৬ সালে বরিশাল আলেকান্দা নূরিয়া হাই মাদরাসা থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ লাভ করেন। অতঃপর ১৯৫৮ সালে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট স্কুল (বর্তমান কবি নজরুল কলেজ) থেকে আই.আই. এস পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। পরবর্তীতে উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ভর্তি হন এবং ১৯৬১ সালে আরবী বিভাগ থেকে বি.এ. অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন এবং নীলকান্ত সরকার স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত হন। পরবর্তী বছর ১৯৬২ সালে আরবী বিভাগ থেকে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন।[৩৭৬]

ড. মুস্তাফিজুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক থাকাকালীন কমনওয়েলথ স্কলারশীপ লাভ করে ১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পিএইচ.ডি-এর উদ্দেশ্যে লন্ডন গমন করেন। তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘স্কুল অব ওরিয়েন্টাল এণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজ’ এ ‘ইমাম মাতুরিদী রচিত তাবীলাতু আহলিস সুন্নাহ’ এর

---

৩৭৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৫১, আরবী/ব্যক্তি:/সহ: অধ্যাপক/১৯৯১, রেজিস্ট্রার অফিস, স্মারক নং ১২০৩, তারিখ: ৫.৭.১৯৭৫

৩৭৫. ড. মুহাম্মদ আব্দুল বাকী, *বাংলাদেশে আরবী, ফার্সী ও উর্দুতে ইসলামী সাহিত্য চর্চা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

৩৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম দুই অধ্যায় তথা সূরা ফাতিহা ও সূরা বাকারা- এর সম্পাদনার উপর গবেষণা করেন এবং ১৯৭০ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন।[৩৭৭] তাঁর গবেষণার শিরোনাম ছিলো- An edition of the First two Chapter of Al Maturidi's Tawilat Ahl Al-Sunnah.' তারঁ গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন Dr. W.N.Arafat, তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব নিয়ার এন্ড মিডল ইস্ট এর আরবী বিভাগের প্রফেসর ছিলেন।[৩৭৮]

কর্মজীবন

ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান ১৯৬২ সালের ১২ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ফেলো হিসেবে যোগদান করার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৬৩ সালের ২৪ মে পর্যন্ত উক্ত পদে কর্মরত ছিলেন। তারপর ২৫ মে ১৯৬৩ সালে লেকচারার, ১ জুলাই ১৯৬৪ সালে সহকারী অধ্যাপক, ২৯ আগস্ট ১৯৭৮ সালে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। সর্বশেষ ১৯ ডিসেম্বর ১৯৮৩ সালে অধ্যাপক পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হন।[৩৭৯] ১ জুলাই ১৯৮০ সাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ আলাদা দুটি বিভাগ হিসেবে কার্যক্রম শুরু করলে ২ জুলাই ১৯৮০ সালে তাকে আরবী বিভাগের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব প্রদান করা হয়।[৩৮০] সে মতে ৫ জুলাই ১৯৮০ সালে তিনি প্রফেসর মোহাম্মদ এছহাক-এর নিকট থেকে আরবী বিভাগের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ৩০ জুন ২০০৭ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন।

প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন

ড. মুস্তাফিজুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার পাশাপাশি অন্যান্য যে সব প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো তিনি ১৯৫৯-১৯৬২ সেশনে ইকবাল হলের প্রফেক্ট ছিলেন। ১৯৫৮-১৯৬২ ডিপার্টমেন্টাল স্টুডেন্ট এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী ছিলেন। ১৯৬৩-৬৭ সাল পর্যন্ত এস.এম হলের সহকারী হাউজ টিউটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৫-৬৭ সালের ডিপার্টমেন্টাল স্টুডেন্ট এসোসিয়েশনের ট্রেজারার ছিলেন এবং ১৯৭৭-৮০ সাল পযন্ত উক্ত এসোসিয়েশনের এডভাইজর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[৩৮১]

ড. মুস্তাফিজুর রহমান ১৯৮০ সালে সৌদি আরবের রিয়াদ ইসলামিক ইউনিভার্সিটিতে ভিজিটিং প্রফেসর হিসাবেও নিযুক্ত হন। এছাড়াও তিনি ১৯৮৯-৯০ সালে ও.আই.সি এর অধীনে ICTVTR (Islamic Centre for Technical and Vocational Training and Research) এ খন্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। শিক্ষাবিদ ও গবেষক এ মহৎপ্রাণ মানুষটি ৯ ডিসেম্বর ২০০১ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার উপাচার্য পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং ১০ তারিখে তিনি উপাচার্য হিসেবে দায়িত্বগ্রহণ করেন।[৩৮২]

---

৩৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

৩৭৮. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যাক্তিগত ফাইল, নং ৪৯, আরবী/ব্যক্তি:/ অধ্যাপক ১৯৬৩-৮৪

৩৭৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৪৯, আরবী/ব্যক্তি:/ অধ্যাপক ১৯৬৩-৮৪, নিয়োগপত্র, সূত্র নং ২৭৮৪, তারিখ ২০.০৭ ২০০৪

৩৮০. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যাক্তিগত ফাইল, নং ৪৯, আরবী/ব্যক্তি:/অধ্যাপক ১৯৬৩-৮৪, চেয়ারম্যান নিয়োগ পত্র, সূত্র ৩১৯, তারিখ ০২,০৭.১৯৮০

৩৮১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যাক্তিগত ফাইল, নং ৪৯, আরবী/ব্যক্তি:/অধ্যাপক ১৯৬৩-৮৪

৩৮২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যাক্তিগত ফাইল, নং ৪৯, আরবী/ব্যক্তি:/অধ্যাপক ১৯৬৩-৮৪, শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের প্রজ্ঞাপন নং- শা: ১৫/৭ আই. ইউ-২/৯৫/৩৯৯, তারিখ ০৯.১২.২০০১

৩রা এপ্রিল ২০০৪ সাল পর্যন্ত তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ৩রা এপ্রিল ২০০৪ সালে তাকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়-এর উপাচার্য পদ থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়।[৩৮৩]

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ

ড. মুস্তাফিজুর রহমান তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে অংশ গ্রহণ করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলে :

- ১৯৭৭ সালের ৩রা মার্চ সৌদি আরবের মক্কায় অনুষ্ঠিত কিং আব্দুল আজীজ ইউনিভার্সিটির একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের সদস্য হয়ে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সেমিনারের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিলো- First World Conference on Muslim Education'।
- ১৯৭৭ সালে ৬-১০ জুন সোভিয়েত রাশিয়ার মস্কোতে অনুষ্ঠিত 'World Conference of Lasting Peace' শীর্ষক সম্মেলনে তিনি যোগদান করেন।
- ১৯৭৯ সালে লিবিয়ার বেনগাজীতে অনুষ্ঠিত 'International Seminar on Green Book' শীর্ষক কনফারেন্সে তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং সেখানে Era of Masses শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।[৩৮৪]
- ১৯৭৯ সালে পাকিস্তানের ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত 'International Conference of Muslim Scholars' শীর্ষক সম্মেলনে তিনি যোগদান করেন।
- ১৯৮৩ সালে লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপোলিতে অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করেন।[৩৮৫]
- ১৯৭৯ সালে তিনি বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে সৌদি আরবের যাকাত বোর্ড ও ধর্ম মন্ত্রনালয়ের তথ্য সংগ্রহের জন্য সৌদি আরব গমন করেন।
- ১৯৯৪ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের হজ্ব সহায়ক ও কল্যাণ দলের সদস্য হিসেবে তিনি রাষ্ট্রীয়ভাবে হজ্ব পালন করেন।
- ১৯৮২ সালে ইরানের রাজধানী তেহরানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে তিনি অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য যে, এ ধরনের প্রায় পঞ্চাশের অধিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি যোগদান করেছেন বলে জানা যায়।

বিভিন্ন সংগঠনের দায়িত্ব পালন

ড. মুস্তাফিজুর রহমান দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন সংস্থা, সংগঠনের কার্যকরী কমিটির সাথে সংযুক্ত ছিলেন। নিম্নে এমন কিছু সংস্থার তালিকা পেশ করা হলো।

- তিনি ১৯৯৫ সালে Organization of Islamic Co-operation (OIC) এর Image of Islam in the Outsite World' কমিটির একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

---

৩৮৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৪৯, আরবী/ব্যক্তি:/অধ্যাপক ১৯৬৩-৮৪, শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের প্রজ্ঞাপন, নং-শা:১৫/৭ আই.ইউ-২/৯৫/২৮৯, তারিখ ০৩.০৪.২০০৪

৩৮৪. হাফিজা আক্তার, *শাইখ আব্দুর রহীম: ইসলামী শিক্ষায় তাঁর অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

৩৮৫. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যাক্তিগত ফাইল, নং ৪৯, আরবী/ব্যক্তি:/ অধ্যাপক ১৯৬৩-৮৪

Dhaka University Institutional Repository

- তিনি বাংলাদেশ সৌদি আরব ভ্রাতৃ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন।
- তিনি ১৯৮০-৮৫ সাল পর্যন্ত সময়ে Islamic Research and Training Academy Bangladesh এর পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।
- তিনি ১৯৭৯ সালে প্ল্যানিং কমিশন বাংলাদেশের কনসালটেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
- তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশের আজীবন সদস্য ছিলেন।
- ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর সদস্য ছিলেন।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট এর গভর্ণিং বডির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
- ঢাকা যাদুঘরের বোর্ড অব ট্রেজারারের সদস্য ছিলেন।
- ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, রিসার্চ এডভাইজরি বোর্ড এর মেম্বার ছিলেন।
- ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তাফসীর কমিটির সদস্য ছিলেন।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রিসার্চ ফোরাম এর সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।
- বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড এর সদস্য ছিলেন।

গবেষণাকর্ম

ড. মুস্তাফিজুর রহমান বাংলা ইংরেজী ও আরবী ভাষায় বহু গবেষণা প্রবন্ধ রচনা করেছেন। যেগুলো দেশ বিদেশের বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। নিম্নে তাঁর রচিত গবেষণাকর্মসমূহের একটি তালিকা উপস্থাপিত হলো-

ক. রচিত গ্রন্থ

১. *تاويلات اهل السنة* (তাবীলাতু আহলিস সুন্নাহ), এটি মূলত তাঁর পিএইচ.ডি থিসিস। দুই খন্ডে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক যথাক্রমে ১৯৮২ ও ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত হয়। উভয় খন্ড একত্রে ১৯৮৩ সালে ইরাকের ধর্ম মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

২. *An Introduction to Al-Maturidi's Tawilat Ahl Al-Sunna* নামক গ্রন্থটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তক ১৯৮১ সালে প্রকাশিত হয়।

৩. *পবিত্র আল-কুরআনুল কারীমের ইংরেজি উচ্চারণসহ অনুবাদ* করেছেন। বাংলা ভাষাভাষী লেখকদের মধ্যে তিনিই প্রথম এমন একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বইটি ২০০১ সালে প্রকাশিত হলে স্বর্বমহলে প্রশংসিত হয়।

৪. *আল মুনীর আরবী-বাংলা অভিধান'* নামে একটি অভিধান দারুল হিকমাহ বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এ অভিধানটি তাঁর চিন্তা চেতনার ফসল এবং তিনি এ অভিধান রচনা ও সম্পাদনা পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন।

৫. *আরবী-বাংলা অভিধান*, ৬৪ হাজার শব্দ সম্বলিত, রাবেতা আলম আল ইসলামী, মক্কা, সৌদি আরব থেকে প্রকাশিত হয়।

৬. *Islam in Bangladesh through Age*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত গ্রন্থের দ্বিতীয় ভলিউমে Development of Traditional Islamic Education in Bangladesh শীর্ষক একটি অধ্যায় তিনি রচনা করেন।

খ. প্রবন্ধসমূহ

১. বাংলাদেশের ধর্মীয় শিক্ষা' শীর্ষক শিরোনামে একটি প্রবন্ধ মক্কার *রাবেতার আলম-আল ইসলামী' জার্নালে* ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত হয়।[৩৮৬]

---

৩৮৬. ড. মুহাম্মদ আব্দুল বাকী, *বাংলাদেশে আরবী, ফার্সী ও উর্দুতে ইসলামী সাহিত্য চর্চা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

২. ইমাম আবুল মনসূর আল-মাতুরীদী’ শিরোনামে একটি প্রবন্ধ ১৯৭১ সালের ২রা আগস্ট *পাকিস্তানের এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকায়* পৃষ্ঠা ১৯৭-২০৮ প্রকাশিত হয়।[৩৮৭]
৩. মসজিদঃ ব্যাক্তি ও সমাজ জীবনে, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন*, ১৯৮৭.
৪. Religious Education in Bangladesh’ *রাবেতা আলম আল ইসলামী জার্ণাল*, ভলিউম , সংখ্যা ৬, এপ্রিল ১৯৭৭, পৃ. ২০-২৫.
৫. Religious Education in Bangladesh, Islam and the modern age, *New Delhi*.
৬. Contribution of Islam towards the development of social Institutions, *Conference Paper of International Conference of Muslim Scholars,* মার্চ ৭-১০, ১৯৮১, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান, ভলিউম ১, পৃ. ১৪২-১৫৩.
৭. Sirat e Rasul: Islamic Culture and Civilization, *সীরাত মোবারক*, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ১৫-১৮
৮. আবির্ভাবঃ রাহমাতুল্লিল আলামীন, *সীরাত মোবারক* ১৯৮১, পৃ. ২১-২৫.
৯. ইসলামী সংস্কৃতির রূপরেখা, মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকার দুইশত বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত গ্রন্থ, পৃ. ৩২-৩৫.
১০. বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা, *ইসলামী শিক্ষা সেমিনার*, ১৯৭৮, পৃ.৫৭-৬৭.
১১. সিয়াম ও রমাদান, এই গবেষণা প্রবন্ধটি ১৯৭৯ সালের ২১ জুলাই *টি.এস.সি* - তে তিনি উপস্থাপন করেন। যা বাংলাদেশ সৌদি ফ্রেন্ডশীপ সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়।
১২. Science in Islam’ এই প্রবন্ধটি তিনি বিজ্ঞান যাদুঘরের সেমিনারে ১৯৭৮ সালে উপস্থাপন করেন।
১৩. كيفية اقتصاد القرآن *ইসলামিক ফাউন্ডেশন*, ১৯৮০, পৃ. ১৪-১৭.

মৃত্যু

বিশিষ্ট এ শিক্ষাবিদ ২০১৪ সালের ১৮ ই জানুয়ারী বার্ধক্যজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে ঢাকার ইউনাইটেড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৮৮ বছর। তিনি স্ত্রী, চার ছেলে এবং দুই মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয়স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। উত্তরার ৩নং সেক্টরের ১২ নম্বর রোডের উত্তরা জামে মসজিদ ঈদগাহ মাঠে তাঁর জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। উত্তরা কবরস্থানে তাকে সমাহিত করা হয়।[৩৮৮]

শেখ শরাফুদ্দীন (১৭.০৩.১৯৬৪)

জন্ম

শেখ শরাফুদ্দীন ১৯০০ সালের ১ লা অক্টোবর তৎকালীন পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ উপজেলার ফুলবাড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম মৌলভী শেখ মাছীরুদ্দীন।[৩৮৯]

শিক্ষাজীবন

জনাব শরাফুদ্দীন পাঁচ বছর বয়সে স্থানীয় মাওলানা মাহমুদুল আলমের নিকট ধর্মীয় শিক্ষা আরম্ভ করেন। তারপর ধনগড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক পণ্ডিত আব্দুর রহমানের তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে সিরাজগঞ্জ নিম্ন মাধ্যমিক স্কুলে কিছুদিন পড়ালেখা করেন। এরপর বনওয়ারীলাল হাইস্কুল থেকে ১৯১৭ সালে প্রথম বিভাগে মেট্রিক পাশ করেন। তারপর ১৯১৯ সালে এডওয়ার্ড কলেজ পাবনা থেকে

---

৩৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

৩৮৮. Campuslive24.com, *চলে গেলেন ইবির সাবেক ভিসি ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান*, ১৮ জানুয়ারী ২০১৪।

৩৮৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ২৭, আরবী/ব্যক্তিঃ/শিক্ষক/১৯৬৪

ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর রংপুর কারমাইকেল কলেজে বি.এ-তে ভর্তি হন। উক্ত কলেজ হতে ১৯২১ সালে প্রথম শ্রেণিতে বি.এ পাস করেন। ১৯২৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবী বিভাগে এম. এ পরীক্ষায় ১ম শ্রেণিতে ২য় স্থান অর্জন করেন। তারপর ১৯২৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফার্সী সাহিত্যে এম.এ পরীক্ষা দিয়ে ২য় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। ১৯৩২ সালে বি.এল পরীক্ষায় ২য় শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন।[৩৯০]

কর্মজীবন

জনাব শরাফুদ্দীন দীর্ঘ কর্মজীবনে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসহ নানা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন। তিনি পড়ালেখা শেষ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ও ফার্সী বিভাগে অস্থায়ী পোস্ট গ্রাজুয়েট প্রভাষক হিসেবে ১ বছর কর্মরত ছিলেন। এরপর ১৯২৬ সালে রাজশাহী কলেজে আরবী ও ফার্সী বিভাগের প্রভাষক হিসেবে নিযুক্ত হন এবং ১৯৩৪ সালে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেন। তিনি ১৯৪২ সাল পর্যন্ত রাজশাহী, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও কলকাতায় বিভিন্ন সরকারী কলেজে আরবী বিভাগে অধ্যাপনা করেন। ১৯৪৬ সালে সিনিয়র এডুকেশন সার্ভিসে পদোন্নতি লাভ করে ঢাকা ইসলামিক ইনটারমিডিয়েট কলেজের প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন। ১৯৫৩ সালে তিনি মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকার প্রিন্সিপাল এবং পদাধিকার বলে মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের রেজিস্ট্রার নিযুক্ত হন।[৩৯১] ১৯৫৫ সালের ১ অক্টোবর তিনি অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পর তাকে জগন্নাথ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। তিনি জগন্নাথ কলেজে ৪ বছর ৬ মাস অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

১৯৬৪ সালের ১৭ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে ড. মোহাম্মদ এছহাক এর ছুটিজনিত কারণে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অস্থায়ী প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে।[৩৯২] তিনি ২০ মার্চ ১৯৬৪ সালে অস্থায়ী প্রভাষক পদে যোগদান করেন এবং ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৬৪ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন।[৩৯৩] এরপর পাকিস্তান সরকার তাকে Organaising Committee of Central Institute of Islamic Research এর সদস্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন।

পারিবারিক জীবন

তাঁর পরিবার সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য না পাওয়া গেলেও বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী ড. আব্দুল্লাহ আল মুতী জনাব শরাফুদ্দীন-এর সন্তান ছিলো বলে জানা যায়।

গবেষণাকর্ম

জনাব শরাফুদ্দীন বাংলা, ইংরেজি, আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষায় সমানভাবে দক্ষ ছিলেন। তিনি ইসলামী সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে আরবী ও বাংলায় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতেন। তিনি কলকাতা রিভিউ, ইসলামিক কালচার হায়দারাবাদ, পাকিস্তান অবজারভার, মাসিক মোহাম্মদী এবং আজাদ পত্রিকায় নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতেন। সংরক্ষণের অভাবে অনেক তথ্য-উপাত্ত আজ হারিয়ে গেছে।[৩৯৪]

মৃত্যু

তিনি ১৯৮০ এর দশকে ঢাকা শহরের নারিন্দা মনির হোসাইন লেনে নিজ বাড়িতে বার্ধক্য জনিত কারণে প্রায় ৮০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।[৩৯৫]

---

৩৯০. প্রাগুক্ত

৩৯১. মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমাদ, *মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার ইতিহাস*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ৩৮-৩৯

৩৯২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং- ২৭, আরবী/ব্যক্তি:/শিক্ষক/১৯৬৪, নিয়োগপত্র, সূত্র নং ৩২৫১৬, তারিখ ১৭ মার্চ ১৯৬৪

৩৯৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ২৭, আরবী/ব্যক্তি:/শিক্ষক ১৯৬৪

৩৯৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ২৭, আরবী/ব্যক্তি:/শিক্ষক ১৯৬৪

৩৯৫. মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমাদ, *মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মমতাজউদ্দীন আহমদ (০১.০৩.১৯৬৫)

জন্ম ও শৈশবকাল

মাওলানা মমতাজউদ্দীন আহমদ ১৮৮৬/১৮৮৯ সালে নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত মানিকপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সম্মানিত পিতার নাম মোঃ জালিশ ভূঁইয়া।[৩৯৬]

শিক্ষাজীবন

মাওলানা মমতাজউদ্দীন আহমদ স্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে ১৯০৬ সালে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে ১৯১০ সালে আলিম, ১৯১৩ সালে ফাযিল এবং ১৯১৬ সালে ফখরুল মুহাদ্দিসীন পরীক্ষায় পাশ করেন। তিনি মাওলানা ইসহাক বর্ধমানী ও মাওলানা নাযির হাসান দেওবন্দীর নিকট হাদীস এবং মাওলানা আবদুল হক হক্কানী, মাওলানা লুৎফর রহমান বর্ধমানী, মাওলানা ফযলে হক রামপূরীর ন্যায় ধর্মীয় জ্ঞানবিশারদের নিকট ফিকহসহ অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। এরপর ১৯১৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেট্রিক পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।[৩৯৭]

কর্মজীবন

মাওলানা মমতাজউদ্দীন ১৯১৯ সালে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষক নিযুক্ত হয়ে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সেখানে কর্মরত ছিলেন। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। সর্বশেষ ১লা জুন ১৯৫৩ সালে মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা থেকে 'মাওলানা' হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।[৩৯৮]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে শায়খ আব্দুর রহীমের ছুটিজনিত কারনে অস্থায়ী সুপার নিউমারারী শিক্ষক হিসেবে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ১ লা মার্চ ১৯৬৫ সালে নিয়োগ প্রদান করে।[৩৯৯] তিনি শায়খ আবদুর রহীম-এর স্থলে হাদীস ও তাফসীর বিষয়ে শিক্ষাদান করতেন। উক্তপদে তিনি ৮ মার্চ ১৯৬৫ সালে যোগদান করেন এবং ৩১ মার্চ ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন।[৪০০]

পারিবারিক জীবন

মাওলানা মমতাজউদ্দীন আহমদ এর ৯ পুত্র ও ৩ কন্যা সন্তান ছিলো। তাদের মধ্যে একজন হলেন বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ।

গবেষণাকর্ম

মাওলানা মমতাজউদ্দীন আহমদ অনেক প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও গবেষণা গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি আরবী, উর্দু, ফার্সি ও বাংলা ভাষায় দক্ষ ছিলেন। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এর 'কাব্য আমপারার' বাংলা অনুবাদ রচনাকালে তিনি কবিকে প্রচুর সহায়তা করেন, যা কবি নজরুল ইসলাম তাঁর কাব্য আমপারার প্রথম সংস্করণের ভূমিকাতে গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে উল্লেখ করেছেন।[৪০১] তিনি বাংলা, উর্দু ও আরবীতে অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার মধ্যে স্ববিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো-[৪০২]

---

৩৯৬. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ২৬, আরবী/ব্যক্তি:/ শিক্ষক ১৯৬৪-৬৫

৩৯৭. প্রাগুক্ত

৩৯৮. প্রাগুক্ত

৩৯৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ২৬, আরবী/ব্যক্তি:/ শিক্ষক ১৯৬৪-৬৫, নিয়োগপত্র, সূত্র ২৮০৯৬, তারিখ ১ মার্চ ১৯৬৫

৪০০. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ২৬, আরবী/ব্যক্তি:/ শিক্ষক ১৯৬৪-৬৫

৪০১. মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমাদ, *মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩

৪০২. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪

Dhaka University Institutional Repository

- *سهل الاصول لحديث الرسول*
- *نعمة المنعم فى شرح مقدمة صحيح مسلم*
- *حل العقدة فى شرح سبع المعلقة*
- *الكوكب الدري شرح مقدمة الدهلوى*
- *كشف المعانى فى شرح مقامات الحريرى*
- *كشف المعانى فى شرح مقامات بديع الزمان الهمدانى*
- *إيضاح المعانى على مقامات الزمخشرى*
- *নবী পরিচয়*
- *কোরআন পরিচয়*
- *মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার ইতিহাস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারী, ২০০৪।*
- *পরীবাগের শাহ সাহেবের জীবনী*

মৃত্যু

মাওলানা মমতাজউদ্দীন আহমদ ৭ জুলাই ১৯৭৪ সালে রাত ১টার সময় ঢাকা মেডিকেলে ইন্তিকাল করেন। নোয়াখালীর পারিবারিক কবরস্থানে তাকে সমাহিত করা হয়।

মুহাম্মদ মূসা (২৯.০৯.১৯৬৫)

জন্ম ও শৈশবকাল

মুহাম্মদ মূসা ১৯৩৪ সালের ১ লা মার্চ রংপুর জেলার কিশোরগঞ্জ উপজেলার কালিকাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোঃ সালেহউদ্দীন। তাঁর বাবা একজন কৃষক ও ব্যবসায়ী ছিলেন।[৪০৩]

শিক্ষাজীবন

জনাব মুহাম্মদ মূসা ১৯৪৮ সালে তিস্তা মাওলানা মোশতাক সিনিয়র মাদ্রাসা থেকে আলিম পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ৮ম স্থান অর্জন করেন। ১৯৫০ সালে একই মাদ্রাসা থেকে ফাজিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ১৪তম হন। ১৯৫৪ সালে মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা থেকে কামিল (হাদীস) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। উল্লেখ্য যে, তিনি মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকায় অধ্যয়নকালে যে সকল শিক্ষকদের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেছেন, তারা হলেন- জাফর আহমাদ উসমানী, মাওলানা মমতাজউদ্দীন আহমাদ, মুফতী আমীমুল এহসান, মুহাম্মদ ওসমান গণী, আব্দুর রহমান কাশগরী, মুহাম্মদ শাফি হুজ্জাতুল্লাহ আনছারী। তারা তাকে 'তাফসীরে বায়যাভী, কাশশাফ, আল-ইতকান, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী ও ইবনে মাযাহ-সহ শরহে নুখবাহ, তারিখে ইসলাম ইত্যাদি কিতাবসমূহের ইযাজত ও তাদের সূত্রে শিক্ষাদানের অনুমোদন প্রদান করেন।[৪০৪] এরপর ১৯৫৫ সালে হাই মাদ্রাসা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৫৬ সালে বি.এম.সি কলেজ নওগাঁ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ৪র্থ হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। অতঃপর ১৯৬০ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ অনার্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ প্রিলিমিনারী পরীক্ষায় বহিরাগত পরীক্ষার্থী হিসেবে ১ম শ্রেণিতে ২য় হন। পরবর্তীতে ১৯৬৪ সালে এম.এ চূড়ান্ত পরীক্ষায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী বিভাগ থেকে ১ম শ্রেণিতে ২য় স্থান অর্জন করেন।

---

৪০৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ২৯, আরবী/ব্যক্তি:/শিক্ষক/১৯৬৫-৬৬

৪০৪. প্রাগুক্ত, (হাতে লেখা আরবী সনদপত্র)

Dhaka University Institutional Repository

কর্মজীবন

মুহাম্মদ মূসা কর্মজীবনে একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন। তিনি প্রথমে খালিশাহ চাপানী সিনিয়র মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে এক বছর চাকরী করেন। তারপর নুরুল হুদা হাই মাদ্রাসার হেড মাওলানা হিসেবে তিন বছর, এরপর নীলফামারী মডেল হাই স্কুলে উর্দুর শিক্ষক হিসেবে সাত বছর কর্মরত ছিলেন। সর্বশেষ তিনি ১৯৬৩ সাল থেকে নীলফামারী কলেজের আরবী বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ২৯ শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ড. সৈয়দ ফাতেমা ছাদেক এর ছুটিজনিত কারণে তাকে অস্থায়ী প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে।[৪০৫] ১৯ অক্টোবর ১৯৬৫ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অস্থায়ী প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন এবং উক্ত পদে ৪ ডিসেম্বর ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন।[৪০৬]

মুহাম্মদ মূসা আরবী ভাষা ও সাহিত্যে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন এবং ইসলামী সংস্কৃতি সভ্যতা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখতেন। তিনি কর্মঠ ও যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে প্রফেসর ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. সিরাজুল হক বলেন:

"Mr. Musa is a young man of excellent parts, He is amiable, judicious and hard working, He took keen interest in the corporate activities of the university. He possesses a sound knowledge of Arabic language and literature and also Islamic culture and civilization.[৪০৭]

জনাব মুহাম্মদ মূসা এর গবেষণাকর্ম ও মৃত্যু সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

মো: মেসবাহ উদ্দিন (৩০.১০.১৯৬৭)

জন্ম ও শৈশবকাল

জনাব মো: মেসবাহ উদ্দিন ১৯৩৯ সালের ১ জানুয়ারী তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ উপজেলার ভাটিয়াপাড়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৌলভী মহিউদ্দিন। তিনি কর্মজীবনে একজন শিক্ষক ছিলেন। হাইস্কুলের শিক্ষকতা করার মাধ্যমে পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করতেন।[৪০৮]

শিক্ষাজীবন

জনাব মেসবাহ উদ্দিন ১৯৫৩ সালে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে আলিম পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে নবম স্থান অধিকার করেন। তারপর একই মাদ্রাসা থেকে ১৯৫৫ সালে ফাযিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে অষ্টম ও ১৯৫৭ সালে কামিল পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন। এরপর ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, ঢাকা থেকে ১৯৫৯ সালে 'হাই মাদ্রাসা পরীক্ষায়' ২য় বিভাগ ও ১৯৬২ সালে আই.এ. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। এরপর ১৯৬৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে বি.এ অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে ২য় এবং একই বিভাগ থেকে ১৯৬৫ সালে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন। অতঃপর তিনি ইল্‌ম হাদীস ও তাফসীরের উপর

---

৪০৫. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ২৯, আরবী/ব্যক্তি:/ শিক্ষক ১৯৬৫-৬৬, নিয়োগপত্র, সূত্র নং ৮২৩৯, তারিখ ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫

৪০৬. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ২৯, আরবী/ব্যক্তি:/ শিক্ষক ১৯৬৫-৬৬

৪০৭. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ২৯, আরবী/ব্যক্তি:/ শিক্ষক ১৯৬৫-৬৬, বিভাগীয় চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত্ব প্রত্যয়নপত্র, সূত্র নং- ৫২/৬৪-৬৫, তারিখ ৯ এপ্রিল ১৯৬৫

৪০৮. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৩০, আরবী/ব্যক্তি:/ শিক্ষক/১৯৬৮-৮০

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চতর প্রশিক্ষন গ্রহণ করার জন্য করাচী গমন করেন। সেখানে আল মাদ্রাসাতুল আরাবিয়াহ আল-ইসলামিয়া- তে ভর্তি হন। এখানে ১৯৬৮-৭০ সাল পর্যন্ত দুই বছর হাদীস-তাফসীর অধ্যয়ন করেন। তিনি সিরীয় সাংস্কৃতিক এ্যাটাচির মাধ্যমে প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে আরবী ভাষার উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এ ছাড়াও তিনি জামেয়া কোরআনিয়া লালবাগ থেকে দাওরা কোর্স সম্পন্ন করেন।[৪০৯]

জনাব মেসবাহ উদ্দিন সুদীর্ঘ শিক্ষাজীবনে প্রথিতযশা খ্যাতিমান বহু শিক্ষকের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম কয়েকজন হলেন- মুফতী আমীমুল ইহসান, ড. সিরাজুল হক, শেখ শরাফুদ্দীন, শামসুল উলামা বেলায়েত হোসেন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

কর্মজীবন

জনাব মেসবাহ উদ্দিন খুলনা আলিয়া মাদ্রাসায় প্রিন্সিপ্যাল হিসেবে দায়িত্বগ্রহণের মাধ্যমে কর্মজীবনের শুরু করেন। এখানে তিনি মার্চ ১৯৬৬ থেকে ডিসেম্বর ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত দুই বছর প্রিন্সিপ্যাল পদে কর্মরত ছিলেন। ৩০ অক্টোবর ১৯৬৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক পদে নিয়োগ প্রদান করে। তবে নিয়োগপত্রে তাঁর জন্য দুটি শর্তারোপ করা হয়। যথা: প্রথমত: প্রভাষক হিসেবে যোগদানের পর হাদীস ও তাফসীর শাস্ত্রে দুই বছরের জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। দ্বিতীয়ত: প্রশিক্ষণ শেষে ফিরে কমপক্ষে পাঁচ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেবা প্রদান করতে হবে।[৪১০]

উল্লিখিত শর্ত মোতাবেক তিনি ৯ জানুয়ারী ১৯৬৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। এরপর ২০ মার্চ ১৯৬৮ সালে তিনি হাদীস ও তাফসীর শাস্ত্রে উচ্চতর প্রশিক্ষনের জন্য আল মাদরাসাতুল আরাবিয়াতুল ইসলামিয়া করাচি গমন করেন, প্রশিক্ষণ শেষে তিনি ১৯ জানুয়ারী ১৯৭০ সালে পুনরায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। এরপর ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭২ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন।[৪১১] এর বাহিরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উর্দু ও ফার্সী বিভাগে অস্থায়ী শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

গবেষণাকর্ম

জনাব মেসবাহ উদ্দিন বেশ কিছু প্রবন্ধ ও একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। যথা-

ক. গ্রন্থ

- *الاسماء الرجال* নামে আরবী ভাষায় একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ বইটি হাদীস শাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ একটি মৌলিক গ্রন্থ। রাবীদের জীবনী শীর্ষক সংকলন।

খ. প্রবন্ধসমূহ

- ইসলামী শরীয়তে হাদীসের স্থান
- তারিখ ও তাদবীনে হাদীস
- ইসলামি অর্থনীতির ধারা
- রাবাতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ইসলামী সম্মেলন: একটি পর্যবেক্ষণ, *মাসিক মদীনা*, অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৬৯।

মৃত্যু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত অবস্থায় ১৯৮০ সালের ৯ জুলাই রাত ১১টায় সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে মাত্র ৪১ বছর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন।[৪১২]

---

৪০৯. প্রাগুক্ত

৪১০. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৩০, আরবী/ব্যক্তি:/ শিক্ষক/১৯৬৮-৮০, রেজিস্ট্রারের পত্র, সূত্র নং ১৪৩৫৯, তারিখ ৮ নভেম্বর ১৯৬৭

৪১১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৩০, আরবী/ব্যক্তি:/ শিক্ষক/১৯৬৮-৮০, নিয়োগপত্র, সূত্র নং ২০৫৮৬, তারিখ ২৬.৯.১৯৭২

৪১২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৩০, আরবী/ব্যক্তি:/ শিক্ষক/১৯৬৮-৮০, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞপ্তি, স্মারক নং ২৩৫৬-৪৫৫, তারিখ ১০.০৭.১৯৮০

Dhaka University Institutional Repository

মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান খান (০৬.০১.১৯৬৮)

জন্ম

জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান খান ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ সালে চট্টগ্রাম জেলার সন্দীপ উপজেলার মাইট ভাংগা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৌলভী আবদুল ওয়াদুদ।

শিক্ষাজীবন

জনাব আব্দুল মান্নান খান ১৯৫২ সালে বশীরিয়া আহমাদিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা, সন্দীপ থেকে আলিম পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৫৪ সালে একই মাদ্রাসা থেকে ফাযিল পরীক্ষায় ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৫৬ সালে দারুল উলুম আলিয়া মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম থেকে কামিল পরীক্ষায় ২য় শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। ১৯৫৯ সালে পূর্ব পাকিস্তান মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড এর অধীনে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে 'হাই মাদরাসা' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৬১ সালে ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ চট্টগ্রাম থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৬৪ সালে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে বি.এ. অনার্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণিতে দ্বিতীয় এবং ১৯৬৫ সালে একই বিভাগ থেকে এম.এ পরীক্ষায় ১ম শ্রেণিতে ৩য় স্থান অর্জন করেন। ১৯৬৭ সালে টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা থেকে বি.এড পরীক্ষায় ২য় শ্রেণিতে ২য় হন। পরবর্তীতে তিনি "মাওলানা সায়্যিদ হুসাইন আহমাদ মাদানী: রাজনীতি ও শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অবদান" শীর্ষক বিষয়ে পিএইচ.ডি গবেষণা শুরু করেন। কিন্তু তিনি গবেষণা সম্পন্ন করতে পারেন নি।[৪১৩]

কর্মজীবন

জনাব আব্দুল মান্নান খান ১৯৬৮ সালের ৫ জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অস্থায়ী প্রভাষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন।[৪১৪] ৬ জানুয়ারী তিনি বিভাগে যোগদান করেন। ২৮ আগস্ট ১৯৭৮ সালে তিনি আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে সহকারী অধ্যাপক এবং ৪ এপ্রিল ১৯৮৬ সালে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। ৪ জুলাই ১৯৮৩ সাল থেকে পরবর্তী তিন বছর তিনি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন।[৪১৫]

এর বাইরে তিনি ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ সাল থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮২ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। অপর দিকে তিনি 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ' এবং 'বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতির' আজীবন সদস্য ছিলেন।

গবেষণাকর্ম

জনাব আব্দুল মান্নান খান অনেকগুলো গবেষণা প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

১. হাদিস চর্চায় মাওলানা সায়্যিদ হুসাইন আহমাদ মাদানী, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*
২. আশরাফ আলী থানবী (রহ.) ঃ জীবনী ও অবদান, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, সংখ্যা ৪১, অক্টোবর ১৯91
৩. হাদিস চর্চায় শায়খুল ইসলাম, *এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ*
৪. মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী ঃ রাজনীতি ও শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁহার অবদান, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, সপ্তদশ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৯০ জুন ১৯৮৩

---

৪১৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ১২, ইসলামী শিক্ষা/ব্যক্তি:/শিক্ষক/১৯৬৮-৯৫

৪১৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ১২, ইসলামী শিক্ষা/ব্যক্তি:/শিক্ষক/১৯৬৮-৯৫, নিয়োগপত্র, সূত্র নং-২১৮৮১, তারিখ: ৫.১.১৯৬৮

৪১৫. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ১২, ইসলামী শিক্ষা/ব্যক্তি:/শিক্ষক/১৯৬৮-৯৫, চেয়ারম্যান নিযুক্তির পত্র, সূত্র নং-৫৬৩৪৪, তারিখ ৩০.০৬.১৯৮৩

৫. মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) এর জীবনী ও রচনাবলী, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*।

মৃত্যু

জনাব আব্দুল মান্নান খান ১৯৯৬ সালের ১৪ এপ্রিল ইহকালীন জীবন ত্যাগ করে পরলোক গমন করেন।

আ.ন.ম. আব্দুল মান্নান খান (০৮.০২.১৯৬৮)

জন্ম ও শৈশবকাল

অধ্যাপক আবু নো'মান মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান খান ১৯৪৩ সালের ১লা মার্চ বর্তমান ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলার কসবা থানাধীন সৈয়দাবাদ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আলহাজ্ব আবুল একরাম মোহাম্মদ হাবীবুল ইসলাম খান।[৪১৬]

শিক্ষাজীবন

আ.ন.ম. আব্দুল মান্নান খান ১৯৫৭ সালে তালশহর মাদ্রাসা থেকে ফাযিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে কৃতকার্য হন। এরপর সরকারী মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকার কামিল (হাদীস) শ্রেণিতে ভর্তি হন এবং ১৯৬০ সালে কামিল পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস প্রাপ্ত হয়ে উত্তীর্ণ হন। অপর দিকে ১৯৫৯ সালে 'হাই মাদ্রাসা পরীক্ষায়' তিনি কৃতিত্বের সাথে পাশ করেন। ১৯৬২ সালে ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, ঢাকা থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ৪র্থ স্থান লাভ করেন। তারপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ভর্তি হন। এ সময় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এস.এম হলের আবাসিক ছাত্র ছিলেন। ১৯৬৫ সালে আরবী বিভাগ থেকে বি.এ অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন এবং নীলকান্ত সরকার ও বাহরুল উলূম সোহরাওয়ার্দী স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত হন। পরবর্তী বছর ১৯৬৬ সালে একই বিভাগ থেকে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন। এরপর তিনি আরব ইউনেস্কোর বৃত্তি লাভ করে ১৯৭৭-১৯৭৯ সালে খারতুম ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট, সুদান- থেকে 'অনারব ভাষীদের জন্য আরবী ভাষা শিক্ষার উপর স্পেশাল ডিপ্লোমা' ডিগ্রি অর্জন করেন। এ সময় তিনি খারতুম ইনস্টিটিউটে "الدراسة التقابلية بين اللغة العربية و البنغالية" এবং "على مستوى التركيب النحوى" শীর্ষক বিষয়ে মৌলিক থিসিস দাখিল করেন। তিনি ৮০% মার্ক পেয়ে ডিপ্লোমা সম্পন্ন করেন। তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ড. তাজরীদ আহমেদ।[৪১৭]

খারতুমে অধ্যয়নকালীন ড. আব্দুল মান্নানের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন শিক্ষক হলেন: ড. মোহাম্মদ হিজাযী, ড. আবু তালাল, ড. মাহমুদ আল নাক্বা, ড. এ.বি. ইউসুফ খলিফা, ড. সাঈদ সুবহি, ড. তাজরীদ আহমেদ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

কর্মজীবন

ড. আব্দুল মান্নান ২৯ জানুয়ারী ১৯৬৭ সালে চাখার ফজলুল হক কলেজে প্রভাষক হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। এখানে তিনি ৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। অতঃপর ৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং ২১ জুন ১৯৭০ সাল পর্যন্ত প্রভাষক পদে কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে ২২ জুন ১৯৭০ সালে সহকারী অধ্যাপক এবং ১২ মার্চ ১৯৮৯ সালে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। সর্বশেষ ১৪ অক্টোবর ১৯৯৬ সালে অধ্যাপক হিসেবে উন্নীত হন।[৪১৮] ড. খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৩০ জুন ২০০৯ সালে অবসর গ্রহণ করেন।[৪১৯]

---

৪১৬. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৫৩, আরবী/ব্যক্তি:/অধ্যাপক/১৯৯৫

৪১৭. প্রাগুক্ত

৪১৮. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৫৩, আরবী/ব্যক্তি:/অধ্যাপক/১৯৯৫, রেজিস্ট্রারের অফিস, নং সংস্থাপন-১/২৯২৩৪, তারিখ, ১৩.১০.১৯৯৭

৪১৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৫৩, আরবী/ব্যক্তি:/অধ্যাপক/১৯৯৫, রেজিস্ট্রারের অফিস, নং-রেজি:প্রশা-১/৪৪০৮৩, তারিখ, ১২/৫/২০০৮

তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে মডার্ণ এ্যারাবিক এর পার্ট টাইম শিক্ষক ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৮০ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত সময়ে খন্ডকালীন শিক্ষক ছিলেন।

ড. আব্দুল মান্নান সহযোগী অধ্যাপক থাকাবস্থায় ৫ জুলাই ১৯৯২ সালে আরবী বিভাগের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন।[৪২০] তিনি এছাড়াও বেশ কয়েকবার বিভাগের এক্টিং চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ১০ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮ সাল থেকে ৪ নভেম্বর ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত হাজী মুহাম্মদ মুহসীন হলের হাউজ টিউটর ও একাধিকবার এক্টিং প্রভোস্ট হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়াও আরবী বিভাগের স্টুডেন্ট ইউনিয়নে প্রায় ১২ বছর যাবত ট্রেজারার এবং ১৯৬৫-৬৬ সেশনে স্টুডেন্ট এ্যাসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে অংশগ্রহণ

১. জনাব আ.ন.ম. আব্দুল মান্নান খান ২০ ডিসেম্বর থেকে ২৩ ডিসেম্বর ২০০১ এ অনুষ্ঠিত 'ওয়ার্ল্ড মুসলিম লিডার সামিট' এ অংশগ্রহণ করার জন্য জাকার্তা, ইন্দোনেশিয়া গমন করেন।
২. ২৪ জানুয়ারি ২০০০ থেকে ২৬ জানুয়ারি ২০০০ সালে লিবিয়ার ত্রিপোলিতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ করেন।
৩. ১৯৮৪ সালে ইরানের রাজধানী তেহরানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে যোগদান করেন।

গবেষণাকর্ম

ড. আব্দুল মান্নান খান ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত 'ছোটদের বিশ্বকোষ' এবং 'জরুরী ফাতওয়া ও মাসায়েল'-এর প্রজেক্ট কমিটির সদস্য ও সম্পাদনা পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি শিক্ষা ও গবেষণার কাজে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সফর করেন। যেমন- ভারত, পাকিস্তান, সুদান, সাউদি আরব, ইরান ও বাহরাইন ইত্যাদি। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী বিভাগ থেকে প্রকাশিত গবেষণা পত্রিকা 'আল-মাজাল্লাতুল আরাবিয়্যাহ' এর প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। নিম্নে তাঁর গবেষণাকর্মসমূহ এর একটি তালিকা পেশ করা হলো।

ক. গ্রন্থসমূহ

১. *العربية العصرية*', এটি মাদরাসা ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মডার্ণ আরবী -এর পাঠ্যপুস্তক বই হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়, ১৯৯১ ইং
২. *উচ্চ মাধ্যমিক ইসলাম শিক্ষা*, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৮, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৯১ ইং
৩. *الدروس العربية*, আরবী পাঠ্যবই, সপ্তম শ্রেণি, ১৯৮১ ইং
৪. *القراءة العربية*، মাধ্যমিক আরবী বই, অষ্টম শ্রেণি, ১৯৮২ ইং
৫. *المنتخب العربية*, মাধ্যমিক আরবী বই, নবম-দশম শ্রেণি, ১৯৮৪ ইং
৬. *القراءة الجديدة*, দাখিল ৬ষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যবই, ১৯৮৩ ইং
৭. *القراءة المبتدى*, ১৯৮৪ ইং
৮. *مرقات الترجمة*', প্রথম পার্ট, ১৯৮৮ ইং
৯. *مرقات الترجمة*', দ্বিতীয় পার্ট, ১৯৮৮ ইং
১০. *উচ্চ মাধ্যমিক ইসলাম শিক্ষা গাইড*, ১৯৮৯ ইং
১১. *أفضل الادب*', ১৯৯০ ইং
১২. *احسن الادب*', ১৯৯০ ইং

৪২০. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৫৩, আরবী/ব্যক্তি:/ অধ্যাপক/১৯৯৫, রেজিস্ট্রার অফিস কর্তৃক পত্র, স্মারক নং সংস্থাপন-১/৬৬৮, তারিখ ২ জুলাই ১৯৯২

১৩. *انور الادب*, ১৯৯০ ইং

১৪. *ورق ابيض على نزاع ماء الغنغا*, "white paper on gangas water Dispute", এর আরবী অনুবাদ। এটি বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত হয়।

খ. প্রবন্ধসমূহ

১. The Crisis of Marriage and Family: from Islamic Perspective, *ওয়ার্মহার্ট জার্নাল*, সেপ্টেম্বর ১৯৯৬।

২. تطور التعليم العربى الاسلامى و منهجه و اساليبه عبر القرون, *বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত*, ১৯৮১।

৩. الشيخ شاه جلال و خدماته الدينية , *ইসলামিক ফাউন্ডেশন আরবী পত্রিকা*, ১৯৮৩।

৪. اللغة البنغالية و تنميته فى ظل الاسلام والمسلمين , *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৮৪

৫. خالد بن الوليد-سيف من سيوف الله , *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ১৯৮৪

৬. القصيدة العربية و تطور منهجها و تقديرها الفنى , *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, জানুয়ারী-জুন, ১৯৮৫

৭. جمعية الصليب الأحمر والهلال الأحمر العالمية- أهميتها ونشأتها., *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৮৭

৮. الاديب المصرى نجيب محفوظ أوّل نيل جائزة فى الادب العربى', ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ১৯৮৯।

৯. Islam's Attitude Towards other Religions of the world', *International Journal on Inter religious harmony,* Warmheart association, 1989

১০. Hazrat Muhammad (s.) The Best Teacher of all Times', *মাসিক সাওতুল মাদীনা*, ১৯৯৩

১১. Al-Quran al-Karim and its literary value', *সিরাজুম মুনিরা জার্নাল*, ডিসেম্বর ১৯৯৩

১২. Manifestation of Japanees patriotism in the poetry of Hafez Ibrahim' *International Journal on Inter religious harmony, warmheart association,* 1989

১৩. معروف الرصافى وتأثير القرآن الكريم فى شعره، (*المجلة العربية*، جامعة داكا، المجلد الثانى، يونيو١٩٩٦م.

এছাড়াও নিম্নের ২৪টি আর্টিকেল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বি.এ পাস কোর্স এ্যারাবিক সিলেকশন *(নিউ এডিশন)*-এ ১৯৯২ সালে প্রকাশ করা হয়। উক্ত ২৪টি প্রবন্ধে ১২ জন আরবী গদ্য লেখক ও ১২ জন পদ্য লেখকের জীবন ও কর্ম আলোচনা করা হয়েছে। যথা-

১. উমর বিন আল-খাত্তাব রা. পৃ. ৩৫৫-৩৫৬
২. হাশিম বিন আব্দুল মুসান্নাফ, পৃষ্ঠা নং ৩৫৫
৩. ইবন আল-আমিদ, পৃ. ৩৫৯-৩৬০
৪. বদিউজ্জামান আল-হামদানী, পৃ. ৩৬০-৩৬১
৫. আবু বকর আল বাকিল্লানী. পৃ. ৩৬১-৩৬২
৬. আল-হারীরী. পৃ. ৩৬২
৭. ইবনে খাল্লিকান. পৃ. ৩৬২-৩৬৩

৮. ইবনে বতুতা. পৃ. ৩৬৪-৩৬৫.
৯. আবু হামীদ মুহাম্মদ আল গাজালী, পৃ. ৩৬৫-৩৬৬
১০. মুস্তফা আল-রাফেয়ী. পৃ. ৩৬৯-৩৭০
১১. ড. তোহা হোসাইন. পৃ. ৩৭০-৩৭২
১২. নাজিব মাহফুজ. পৃ. ৩৭২-৩৭৩
১৩. ইমরুল কায়েস. পৃ. ৩৭৩-৩৭৪
১৪. তারাফা বিন আল আব্দ. ৩৭৪-৩৭৬
১৫. আলী বিন আবি তালিব. পৃ. ৩৭৭-৩৭৮
১৬. হাসসান বিন সাবিত. পৃ. ৩৭৮-৩৭৯
১৭. কা'ব বিন জুহায়ের. পৃ. ৩৭৯-৩৮০
১৮. আল-ফারাযদাক. পৃ. ৩৮০-৩৮১
১৯. আবু আল আতাহিয়্যাহ. পৃ. ৩৮১-৩৮২
২০. ইবন আল মু'তাজ্জ. পৃ. ৩৮২-৩৮৩
২১. আবু আল তাইয়্যেব আল মুতানাব্বী. পৃ. ৩৮৩-৩৮৪
২২. আল-বারুদী. পৃ. ৩৮৬-৩৮৭
২৩. হাফিয ইবরাহীম. পৃ. ৩৯০-৩৯১
২৪. আহমাদ জাকী আবু শাদী. পৃ. ৩৯২-৩৯৩

মৃত্যু

জনাব আ.ন.ম. আবদুল মান্নান খান ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সম্মিলিত সামরিক হাসাপাতালে (সিএমএইচ) ১ লা আগস্ট ২০০৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন।[৪২১]

নাজির আহমদ (২০.০৭.১৯৬৮)

জন্ম

জনাব নাজির আহমদ ১৯৩৮ সালের ১লা নভেম্বর যশোর জেলার মহেশপুর থানার পদ্মপুকুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম মৌলভী মুজিবুদ্দীন আহমদ।[৪২২]

শিক্ষাজীবন

জনাব নাজির আহমদ ১৯৫২ সালে কোটচাঁদপুর মাদ্রাসা থেকে দাখিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ১০ম হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। এরপর ১৯৫৬ সালে একই মাদ্রাসা থেকে আলিম পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ প্রাপ্ত হন। অতঃপর ১৯৫৮ সালে লাউড়ী সিনিয়র মাদ্রাসা থেকে ফাযিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এরপর সরকারী মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা থেকে ১৯৬০ সালে কামিল পরীক্ষায় ২য় শ্রেণিতে পাশ করেন।

তারপর ১৯৬৩ সালে ঝিনাইদহ কলেজ থেকে এইচ.এস.সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৬৫ সালে মাগুরা কলেজ থেকে বি.এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে তৃতীয় স্থান অর্জন করেন। ১৯৬৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী বিভাগ থেকে এম.এ ফাইনাল পরীক্ষায় ১ম শ্রেণিতে ১ম স্থান অর্জন করেন। জনাব নাজির আহমদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এবং ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব মদীনা কর্তৃক পরিচালিত আধুনিক আরবীর উপর উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।[৪২৩]

---

৪২১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৫৩, আরবী/ব্যক্তি:/ অধ্যাপক/১৯৯৫

৪২২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৪৬, আরবী/ব্যক্তি:/ অধ্যাপক ১৯৬৮-৯৬

৪২৩. প্রাগুক্ত

কর্মজীবন

জনাব নাজির আহমদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। ২০ জুলাই ১৯৬৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অস্থায়ী প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে ২২ জুলাই তিনি স্বীয় পদে যোগদান করেন।[৪২৪] অতঃপর ১ জুন ১৯৭৪ সালে সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। ১৯৮০ সালে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে যাত্রা শুরু করলে তিনি আরবী বিভাগের শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮০ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে ৩০ জানুয়ারী ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউ.জি.সি.) এর রিসার্চ ফেলো হিসেবে বিভাগের শিক্ষক ড. মুস্তাফিজুর রহমানের অধীনে গবেষণায় রত ছিলেন। ১২ মার্চ ১৯৮৯ সালে সহযোগী অধ্যাপক ও ১৪ অক্টোবর ১৯৯৫ সালে অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। ৫ জুলাই ১৯৯৫ থেকে পরবর্তী তিন বছরের জন্য আরবী বিভাগের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন।[৪২৫] ২৯ ডিসেম্বর ২০০৪ সাল পর্যন্ত তিনি বিভাগে কর্মরত ছিলেন।

এর বাইরে তিনি বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলাদেশের ইতিহাস সমিতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

গবেষণাকর্ম

জনাব নাজির আহমদ-এর গবেষণাকর্মমূহের বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

ক. গ্রন্থসমূহ

১. *ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম শাসনের ইতিহাস*, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৮৮.
২. *মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস*, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৮১.
৩. *مبادئ العربية* , বাংলা, প্রথম খন্ড, (ইলমুস সরফ), আরাফাত পাবলিকেশন্স, ১৯৭৭
৪. *مبادئ العربية*, বাংলা, দ্বিতীয় খন্ড, (ইলম-নাহু), আরাফাত পাবলিকেশন্স, ১৯৭৮
৫. *انوار التنزيل* , আরাফাত পাবলিকেশন্স, ১৯৭৮
৬. *Learn English Grammar*, Translation & composition (ed.),Ahmed publishing house, Dhaka 1985.

খ. প্রবন্ধসমূহ

১. 'Shah waliullah and his literary Works', *Dhaka university studies*, part A, vol. 45, No. 1, june 1988.
২. Shah waliullah and the contemporary Political scene, *Dhaka University studies*, part A, vol. 46, No. 2, December 1989.
৩. الاخوة بين دول الاسلامية , *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী পত্রিকা*, ১৯৯২।
৪. হাজী মুহাম্মদ মুহসীন, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ১৯৮০।
৫. Arabic Language, First Lesson, *international youth exchange*, Dhaka, 1975.
৬. Arabic Language, Second Lesson, 1976.
৭. Arabic Language, Third Lesson, 1976.
৮. আরব বীরাঙ্গনা, মাদ্রা*সা-ই-আলিয়া ম্যাগাজিন*, ১৯৬০।

মৃত্যু

জনাব নাজির আহমদ ১৮ এপ্রিল ২০১৫ সালে ইন্তেকাল করেন।

---

৪২৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৪৬, আরবী/ব্যক্তি:/ অধ্যাপক ১৯৬৮-৯৬, নিয়োগপত্র, সূত্র নং ১৭২৮, তারিখ ২০.০৭.১৯৬৮

৪২৫. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৪৬, আরবী/ব্যক্তি:/ অধ্যাপক ১৯৬৮-৯৬, রেজিস্ট্রারের পত্র, সূত্র নং সংস্থাপন-১/১৩৩ তারিখ ১.৭.১৯৯৫

Dhaka University Institutional Repository

ড. সাহেরা খাতুন (০১.০৫.১৯৭০)

জন্ম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ যে কয়েকজন নারী শিক্ষকের জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়েছে ড. সাহেরা খাতুন তাদের মধ্যে অন্যতম। ড. সাহেরা খাতুন ১৯৪০ সালের ২১ জানুয়ারী ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।[৪২৬]

শিক্ষাজীবন

ড. সাহেরা খাতুন এর শিক্ষাজীবন শুরু হয় মাদ্রাসায়। তিনি ১৯৪৫ সালে 'সাবেরা সোবহান মাদ্রাসায়' ভর্তি হন। ১৯৫০ সালে সাবেরা সোবহান জুনিয়র মাদ্রাসা, ব্রাহ্মনবাড়িয়া থেকে 'জুনিয়র মাদ্রাসা স্কলারশীপ' পরীক্ষায় পূর্ববঙ্গের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেন। ১৯৫৫ সালে 'রানী সরোজিনী গার্লস উচ্চ বিদ্যালয়' থেকে মেট্রিক পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৫৭ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৬০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী বিভাগ থেকে বি.এ অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন এবং নীলকান্ত সরকার গোল্ড মেডেল প্রাপ্ত হন। ১৯৬১ সালে এম.এ পরীক্ষায় ১ম শ্রেণিতে ২য় হন। ১৯৮১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'Persian's contribution to Arabic literature with special reference to Fourth/Tenth Century' শীর্ষক বিষয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন প্রফেসর ড. মোহাম্মদ এছহাক।[৪২৭]

কর্মজীবন

শিক্ষাজীবন শেষে সাহেরা খাতুন ১৯৭০ সালের ১লা মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে খন্ডকালীন প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। সে সময় তিনি বেগম রোকেয়া হলের পূর্ণকালীন হাউস টিউটর হিসেবেও নিয়োগপ্রাপ্ত হন। ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত প্রভাষক পদে কর্মরত ছিলেন। এরপর ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ সালে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। তিনি ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত রোকেয়া হল ছাত্র সংসদের কোষাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[৪২৮]

১৩ মার্চ ১৯৮৫ সালে সহযোগী অধ্যাপক এবং ১৪ অক্টোবর ১৯৯৫ সালে তিনি অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। ড. সাহেরা খাতুন ৫ জুলাই ১৯৮৬ সাল থেকে ৪ জুলাই ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত আরবী বিভাগের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। ২৯ ডিসেম্বর ২০০৫ সালে এ মহীয়সী নারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতার পেশা থেকে অবসর গ্রহণ করেন।[৪২৯]

গবেষণাকর্ম

ড. সাহেরা খাতুন বেশ কিছু গবেষণা প্রবন্ধ রচনা করেন। নিম্নে তাঁর প্রকাশনাসমূহের তালিকা উপস্থাপন করা হলো-

ক. রচিত গ্রন্থ

১. *Persian's contribution to Arabic literature with special reference to the Fourth/Tenth century*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৩.

---

৪২৬. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৪৭, আরবী/ব্যক্তি:/অধ্যাপক ১৯৭২

৪২৭. প্রাগুক্ত

৪২৮. প্রাগুক্ত

৪২৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৪৭, আরবী/ব্যক্তি:/ অধ্যাপক ১৯৭২

খ. প্রবন্ধসমূহ

১. ابو محجن الثقفى و ديوانه , *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী বিভাগ জার্নাল*, সংখ্যা ২, জুন ১৯৯৬
২. আব্দুল্লাহ বিন আমের ও তাঁর রাজ্য জয়, *ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, জুন ১৯৬৬
৩. Al Sahib bin Abbad and his contribution to Arabic language and literature, *ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, ১৯৯২.
৪. رسالة نافعة على كتاب عمل اليوم والليلة لابن السنى , *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী বিভাগ জার্নাল*, ১৯৯৩.
৫. ابو حاتم السجستانى و كتابه المعمرين *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী বিভাগ জার্ণাল*।
৬. Shaikh al Hanfiyya abu Bakr al Jassas wa kitabuhu Ahkamul Quran,شيخ الحنفية ابو بكر الجصاص وكتابه احكام القرآن *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী বিভাগ জার্নাল*।
৭. A critical study of life and works of Abu Nu'aim al Isbahani (d.430) a versatile Scholar of early 5th /11th Century. *ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*।
৮. Ibn Manda, a globe – trotter of Ispahan. *এশিয়াটিক সোসাইটি*, ঢাকা।

মৃত্যু

ড. সাহেরা খাতুন ২০১৪ সালের ২রা মার্চ ইন্তেকাল করেন।

মুহাম্মদ আব্দুল মালেক (১৯.০৮.১৯৭০)

জন্ম ও শৈশবকাল

জনাব মুহাম্মদ আব্দুল মালেক ১৯৪৩ সালের ১১ জানুয়ারী তৎকালীন বাকেরগঞ্জ জেলার স্বরূপকাঠী থানার মাগুরা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম: মোঃ মোসলেম আলী মিঞা ও মাতার নাম মোসাম্মৎ সবূরা খাতুন। [৪৩০]

শিক্ষাজীবন

জনাব মুহাম্মদ আব্দুল মালেকের শিক্ষাজীবন শুরু হয় ছারছীনা মাদ্রাসা সংলগ্ন প্রাইমারী স্কুলে, তিনি সেখানে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। এরপর ১৯৫০ সালে ছারছীনা আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। ১৯৫৪ সালে ছারছীনা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে দাখিল পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৫৮ সালে ছারছীনা দারুসসুন্নাত আলিয়া মাদ্রাসা থেকে আলিম পরীক্ষায় ১ম বিভাগে ৪র্থ স্থান অর্জন লাভ করেন। ১৯৬০ সালে একই মাদ্রাসা থেকে ফাযিল পরীক্ষায় ১ম বিভাগে ৭ম স্থান এবং ১৯৬২ সালে কামিল পরীক্ষায় ১ম শ্রেণিতে ৭ম স্থান অধিকার করেন। জনাব আব্দুল মালেক ১৯৬১ সালে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে মেট্রিক পরীক্ষায় উচ্চতর দ্বিতীয় বিভাগ এবং ১৯৬৪ সালে ফজলুল হক কলেজ থেকে এইচ.এস.সি পরীক্ষায় উচ্চতর দ্বিতীয় বিভাগে কৃতকার্য হন। ১৯৬৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে বি.এ অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম এবং ১৯৬৮ সালে একই বিভাগ থেকে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। ১৯৭২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সী বিভাগ থেকে এম.এ প্রথম পর্ব পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে ৩য় স্থান অর্জন করেন।

জনাব আব্দুল মালেক প্রখর মেধা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে তাঁর প্রিয় শিক্ষক শায়খ আব্দুর রহীম বলেন: "ছাত্র হিসেবে কাকে শেখাবো? আব্দুল মালেকের মত ছাত্র তো এখন পাই না। বিভাগে আব্দুল মালেকই আমার দেখা একমাত্র ছাত্র ছিলো যে সত্যিকার অর্থে কিতাব বুঝতো।"[৪৩১]

---

৪৩০. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুল মালেক, আজিমপুরস্থ বাস ভবন, তারিখ: ২০ ডিসেম্বর ২০১৮

Dhaka University Institutional Repository

কর্মজীবন

জনাব মুহাম্মদ আব্দুল মালেক ১৯৬৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ফজলুল হক কলেজে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে লেকচারার হিসেবে যোগদান করার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। এ কলেজে ১৩ আগস্ট ১৯৭০ সাল পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ১৯ আগস্ট ১৯৭০ সাল থেকে ২ এপ্রিল ১৯৭১ সাল পর্যন্ত অস্থায়ী প্রভাষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এরপর তিনি কবি নজরুল সরকারী কলেজে ১১ আগস্ট ১৯৭১ সালে প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন এবং ৩১ মার্চ ১৯৭২ সাল পর্যন্ত সেখানে কর্মরত থাকেন। পরবর্তীতে আবার তিনি ৪ এপ্রিল ১৯৭২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক পদে নিযুক্ত হন। অতঃপর ২৮ আগস্ট ১৯৭৮ সালে সহকারী অধ্যাপক, ৪ এপ্রিল ১৯৮৬ সালে সহযোগী অধ্যাপক এবং সর্বশেষ ১১ জানুয়ারী ১৯৯৯ সালে অধ্যাপক পদে নিয়োগ লাভ করেন।[৪৩২] ৫ জুলাই ১৯৯২ সাল থেকে ৪ জুলাই ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত বিভাগীয় চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০09 সালের ৩০ জুন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পর ৫ বছর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সুপারনিউমারারি প্রফেসর এবং এরপর ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত অনারারি প্রফেসর পদে কর্মরত ছিলেন।

গবেষণাকর্ম

অধ্যাপক আব্দুল মালেক ছিলেন একজন প্রথিতযশা গবেষক। তিনি সারাজীবন গবেষণাকর্মে নিজেকে নিয়োজিত রেকেছেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে অনেক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। নিম্নে তাঁর গবেষণাকর্মের তালিকা উপস্থাপিত হলো-

ক. রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থসমূহ

১. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত *‘তাফসীরে রুহুল মা’আনী*, ১ম ও ২য় খন্ড, *তাফসীরে কাবীর* ১ম খন্ড, *ই’লাউস সুনান* ৭ম খন্ড, *আল-বিদায়া ওয়া আন-নিহায়া* ৬ষ্ঠ খন্ড এর একক সম্পাদনা করেছেন।
২. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত *নাসায়ী শরীফ*, *ইবনে মাজাহ শরীফ*, *সীরাতে ইবনে হিশাম*, *আল-হিদায়া*-এর সম্পাদনা পরিষদ সদস্য ছিলেন।
৩. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত ১৩ খন্ডের বৃহৎ কলেবরের *‘তাফসীরে মাযহারী’* এর সম্পাদনা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
৪. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত নবম ও দশম শ্রেণির *ইসলাম শিক্ষা* বই রচনা করেছেন।
৫. সদস্য, পাঠ্যসূচী পরিমার্জন ও নবায়ন কমিটি, *ইসলামী শিক্ষা* (৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণি) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।
৬. *‘হিদায়াতুত তিলমিয’* (মূল লেখক ইবনে শিহাব যুহরী)-এর বাংলা অনুবাদ করেছেন।[৪৩৩]

খ. প্রবন্ধসমূহ

১. ভারতীয় ও সেমিটিক ধর্মে মরনোত্তর জীবন: একটি তুলনামূলক আলোচনা, *দর্শন ও প্রগতি*; ১৬ বর্ষ, জুন-ডিসেম্বর ১৯৯৯, গোবিন্দচন্দ্র দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

---

৪৩১. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, মোফাজ্জল হোসাইন খান, মগবাজারস্থ বাস ভবন, তারিখ: ২৩ ডিসেম্বর ২০২০

৪৩২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ১৬, ইসলামী শিক্ষা/ব্যক্তি:/অধ্যাপক/১৯৭৮, নিয়োগপত্র, সূত্র নং-৪৮৯২২, তারিখ: ২৭, ০১, ১৯৯৯

৪৩৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৫৬তম *বার্ষিক বিবরণী*, ১৯৭৬-৭৭, পৃ. ১৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

২. The Methodology and Role of Hadith in explaining the Holy Quran, Asiatic Society of Bangladesh, Vol. 45, No. 1, June 2000, pp. 25-30.
৩. হাজী শরীয়তুল্লাহ ও তাঁর ফরায়েজী দর্শন, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৪০বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০০০.
৪. শামসুল উলামা মাওলানা বেলায়েত হোসাইন, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৮০.
৫. শামসুল উলামা মাওলানা বেলায়েত হোসাইন, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮০.
৬. The Mutazilite thesis of the Freedom of Will, *The Dhaka University Studies*, Part-A, Vol. 48, No. 1, June 1991
৭. ধর্ম, বিজ্ঞান ও ইসলাম, *বাংলাদেশ দর্শন সমিতির পত্রিকা দর্শন*, ভলিউম XIII, সংখ্যা ১-২, জুন-ডিসেম্বর ১৯৯৪.
৮. The Treatment of Slaves in the Ancient and Medieval ages, *The Dhaka University Studies*, Vol. 53, No.1, June 1996
৯. ইসলামে সূফী দর্শন, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ভলিউম ৩, জানুয়ারি-মার্চ, ১৯৯৭.
১০. সূরা আল-ফাতিহার দার্শনিক তাৎপর্য, *দর্শন ও প্রগতি*, গোবিন্দচন্দ্র দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ভলিউম XIV, সংখ্যা ১ ও ২, জুন-ডিসেম্বর ১৯৯৭.
১১. Scientific Methodology for the Authentication of Hadith Materials, *The Dhaka University Studies*, Vol. 55, No. 2, December 1918
১২. বেলায়েত হোসাইন, শামসুল উলামা মাওলানা, *এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগস্ট ১৯৮৫, পৃ. ৭৭-৭৯.
১৩. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের *ইসলামী বিশ্বকোষ* প্রকল্পে মোট ২১টি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে ১ম খণ্ডে ৬টি অনূদিত, ১২টি মৌলিক, ২য় খণ্ডে ১টি অনূদিত এবং ৪র্থ খন্ডে ২টি অনূদিত নিবন্ধ স্থান পেয়েছে। মৌলিক নিবন্ধসমূহ হলো- ১. আল-আফতাস, ২. আফলাহ বিন আবু আল-কায়েস, ৩. আফলাহ, মাওলা আল-নবী, ৪. আনিয়ারা আল শায়বানী, ৫. আনজাশা আল আসওয়াদ, ৬. আনাস বিন আরকাম, ৭. আনাস বিন আল হারিস, ৮. আফলাহ মাওলা উম্মে সালামা ৯. আনামা আল জুহানী, ১০. আনাস বিন জুনাইম, ১১. আনাস বিন আউস.

মৃত্যু

জনাব আব্দুল মালেক ৯ এপ্রিল ২০২১, শুক্রবার দিবাগত রাত ১০.০৫ মিনিটে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্তিকাল করেন। পিরোজপুর জেলার নেছারাবাদ উপজেলায় নিজ বাড়ীতে তাকে দাফন করা হয়।

এ.কে.এম. আব্দুল মালেক (২৮.১০.১৯৭০)

জন্ম

আবুল খায়ের মোঃ আবদুল মালেক ১৯৪০ সালের ১লা এপ্রিল তৎকালীন বাকেরগঞ্জ জেলার মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলার দুর্গাপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কোব্বাদ আলী সিকদার। তাঁর মাতার নাম হালিমা খাতুন।[৪৩৪]

শিক্ষাজীবন

জনাব আবদুল মালেক ১৯৫৩ সালে আলিমাবাদ সিনিয়র মাদ্রাসা থেকে আলিম পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে কৃতকার্য হন। এরপর ১৯৫৫ সালে ছারছীনা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে ফাযিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ

৪৩৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৩২, আরবী/ব্যক্তি:/শিক্ষক/১৯৭০-৭১

Dhaka University Institutional Repository

হন। ১৯৫৭ সালে একই মাদ্রাসা থেকে কামিল পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণি প্রাপ্ত হন। অতঃপর ১৯৬১ সালে মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৬৩ সালে ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, ঢাকা থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এরপর উচ্চশিক্ষার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯৬৬ সালে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে বি.এ অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম এবং ১৯৬৭ সালে একই বিভাগ থেকে এম. এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে ৩য় স্থান অর্জন করেন। ১৯৬৮ সালে টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা থেকে বি.এড পরীক্ষায় ২য় শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন।[৪৩৫]

কর্মজীবন

জনাব আব্দুল মালেক ১৯৬৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর থেকে ৩১ শে অক্টোবর পর্যন্ত পাতারহাট আর.সি কলেজে প্রভাষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ২রা নভেম্বর ১৯৬৯ সালে পটুয়াখালী সরকারী কলেজে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। অতঃপর ৯ এপ্রিল ১৯৭০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক পদের জন্য আবেদন করেন। ১৯৭০ সালের ২৮ শে অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে আফতাব উদ্দীন আহমেদের ছুটিজনিত কারণে অস্থায়ী প্রভাষক হিসেবে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে নিয়োগ প্রদান করে।[৪৩৬] ৪ জানুয়ারী ১৯৭১ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। কিন্তু তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশি দিন শিক্ষকতার সুযোগ পাননি। মাত্র দুই বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন।[৪৩৭]

মৃত্যু

জনাব এ.কে.এম আবদুল মালেক ১৯৭৩ সালের ১২ ই অক্টোবর সকাল ৭:০০টার সময় টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হয়ে নিজ গৃহে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি তার মাতা, স্ত্রী, দুই পুত্র ও দুই কন্যা রেখে যান। তার সন্তানদের নাম হলো-আফিফা বেগম, কামরুন্নেসা, ইনামুল হক, নবজাতক পুত্র (যার নাম জানা যায়নি)[৪৩৮]

নুরুল করীম (১৯.০৪.১৯৭২)

জন্ম

জনাব নুরুল করীম এর সঠিক জন্ম তারিখ জানা সম্ভব না হলেও রেকর্ড রুমের তথ্য অনুযায়ী ১ অক্টোবর ১৯৭০ সালে তার বয়স হয় ৫৯ বছর ১০ মাস। সে হিসেবে বলা যায় যে, তিনি ১৯১১ সালের অক্টোবর মাসে জন্ম গ্রহণ করেন।[৪৩৯]

শিক্ষাজীবন

জনাব নুরুল করীম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর ইতিহাস বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন। এ ছাড়া তাঁর শিক্ষাজীবন নিয়ে আর কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

কর্মজীবন

জনাব নুরুল করীম এর কর্মজীবন সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না, তবে তিনি ১৯৩৬-৩৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে প্রভাষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এ ছাড়াও তিনি ১৯৫০-৫১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে অস্থায়ী প্রভাষক হিসেবে কর্মরত

---

৪৩৫. প্রাগুক্ত

৪৩৬. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৩২, আরবী/ব্যক্তি:/শিক্ষক/১৯৭০-৭১, নিয়োগপত্র, সূত্র নং ১৬৯৫২. তারিখ ২৮ অক্টোবর ১৯৭০

৪৩৭. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৩২, আরবী/ব্যক্তি:/শিক্ষক/১৯৭০-৭১, মেডিকেল অফিসার কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র, সূত্র নং ৪৩২৫, তারিখ ২৭.১১.৭৩

৪৩৮. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৩২, আরবী/ব্যক্তি:/শিক্ষক/১৯৭০-৭১

৪৩৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৩৩, আরবী/ব্যক্তি:/শিক্ষক/১৯৭২-৭৩

ছিলেন। অধ্যাপক নুরুল করীম কর্মজীবনে বিভিন্ন সরকারী কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। সর্বশেষ সরকারী টি.টি কলেজ রাজশাহী এর অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং ১ অক্টোবর ১৯৭০ সালে ৫৯ বছর ১০ মাস বয়সে অবসর গ্রহণ করেন।[৪৪০]

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের রিডার ড. ফাতেমা সাদেক ব্যক্তিগত কারণে বিভাগে যোগদান না করলে তৎকালীন বিভাগীয় প্রধান ড. মোহাম্মদ এছহাক তার পরিবর্তে প্রফেসর নুরুল করীমকে বিভাগে নিয়োগ প্রদানের জন্য সুপারিশ করেন।[৪৪১] বিভাগীয় প্রধানের সুপারিশ মোতাবেক ১৯ এপ্রিল ১৯৭২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে অস্থায়ী সহকারী অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে।[৪৪২] যদিও ৭ এপ্রিল ১৯৭২ সালে তিনি বিভাগে যোগদান করেন এবং ৬ মাস বিভাগে কর্মরত ছিলেন। এরপরও কিছু দিন তিনি বিভাগে খন্ডকালীন অধ্যাপনা করেছেন বলে জানা যায়।

আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দীন (০০.০৬.১৯৭২)

জন্ম ও শৈশবকাল

পুরো নাম আবু তাহির মুহাম্মদ মুছলেহ উদ্দীন, আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন নামে পরিচিত। তিনি ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯২৯ সালে ফেনী জেলার উত্তর চাড়িপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মমতায উদ্দীন আহমদ, তাঁর মাতার নাম আসিয়া খাতুন এবং দাদার নাম রিয়াজুদ্দীন আহমদ।[৪৪৩]

শিক্ষাজীবন

আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীনের শিক্ষাজীবন মুরু হয় বার্মার আকিয়াবে। তাঁর বাবা সেখানে চাকুরী করতেন। আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন আকিয়াবে বাড়ীতে গৃহ শিক্ষকের কাছে চার বছর লেখা পড়া করেন। এরপর এ্যাংলো ব্যাংগলোর স্কুলে ১ম শ্রেণিতে ভর্তি হন। দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ার সময় প্রধান শিক্ষকের অনুরোধে তাকে স্কুল থেকে নিয়ে আসা হয়। স্থানীয় কোনো মাদ্রাসা না থাকায় ফেনী থেকে গৃহ শিক্ষক নিয়ে এক বছর তার কাছে শিক্ষার্জন করেন।

এরপর বৃহত্তর নোয়াখালীর সোনাপুর ইসলামিয়া মাদরাসায় প্রথমে ভর্তি হন। সেখানে কিছুকাল পড়া-লেখার পর ফেনী সিনিয়র মাদরাসায় (বর্তমান ফেনী আলিয়া) ভর্তি হন। ফেনী মাদরাসায় প্রায় ৯ বছর লেখাপড়া করেন। ১৯৪০ সালে 'ছোয়াম' পরীক্ষায় আসাম বেঙ্গল মাদরাসা বোর্ডে প্রথম বিভাগে ২০তম স্থান লাভ করেন।[৪৪৪] ১৯৪১ সালে ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা, ফেনী থেকে আলিম পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ১৯তম হন।[৪৪৫] তারপর কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন এবং ১৯৪৪ সালে ফাযিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। অতঃপর ১৯৪৬ সালে হুগলী ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থানসহ আই.এ. পাশ করেন।[৪৪৬]

এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ভর্তি হন এবং ১৯৪৯ সালে আরবী বিভাগ থেকে বি.এ অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় ও ১৯৫০ সালে একই বিভাগ থেকে এম.এ

---

৪৪০. প্রাগুক্ত

৪৪১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৩৩, আরবী/ব্যক্তি:/ শিক্ষক/১৯৭২-৭৩, বিভাগীয় চেয়ারম্যান কর্তৃক সুপারিশ পত্র, সূত্র নং ৯৪৪/৭১-৭২, তারিখ ১৪ মার্চ ১৯৭২

৪৪২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৩৩, আরবী/ব্যক্তি:/ শিক্ষক/১৯৭২-৭৩, নিয়োগপত্র, সূত্র নং ২৯৩৩৯, তারিখ ১৯, ৪, ১৯৭২

৪৪৩. প্রফেসর ড. আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী, "অধ্যাপক আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দীন : আরবী ও ইসলামী শিক্ষায় তাঁর অবদান", *দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ (পার্ট-এ)*, খ. ২০, সংখ্যা. ১, ডিসেম্বর ২০১৭, পৃ. ১

৪৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২

৪৪৫. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল

৪৪৬. হাফিজা আক্তার, *শাইখ আব্দুর রহীম: ইসলামী শিক্ষায় তাঁর অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩; আরবী ও ইসলামী শিক্ষা চর্চায় মাদরাসা-ই-আলিয়ার অবদান, পৃ. ১৯০

পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন। শিক্ষানুরাগী ড. মুছলেহ উদ্দিন ১৯৫৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগ থেকে এম.এ পরীক্ষায় ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পরবর্তীতে ১৯৭৩ সালে ফার্সী বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে এম.এ ডিগ্রি অর্জন করেন।[৪৪৭]

কর্মজীবন

জনাব মুছলেহ উদ্দীন কর্মজীবন এর শুরু হয় রাজশাহী নওয়াবগঞ্জ কলেজ (যার বর্তমান নাম নওয়াবগঞ্জ সরকারী কলেজ) এ প্রভাষক হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে। এখানে কিছু দিন অধ্যাপনার পর তিনি কুষ্টিয়া চলে যান। বর্তমান কুষ্টিয়া সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে (তৎকালীন নাম কুষ্টিয়া কলেজ) প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। অতঃপর চাঁদপুর সরকারী কলেজে কিছুদিন কর্মরত ছিলেন। এরপর ১৯৬২ সালে চট্টগ্রাম সরকারী কলেজে যোগ দেন। দীর্ঘ ৫ বছর এ কলেজে শিক্ষকতা করার পর ১৯৬৭ সালে ঐতিহ্যবাহী বরিশাল বি.এম. কলেজে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৬৭ সালের শেষের দিকে বাংলা একাডেমী ঢাকা-এর সহকারী সেক্রেটারী হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। এ সময় তিনি বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত 'বাংলা অভিধান' এর সম্পাদনার কাজ করেন। পরবর্তীতে বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষের অনুরোধে ১৯৬৯-১৯৭২ সাল পর্যন্ত সেক্রেটারী-এর দায়িত্ব পালন করেন।

দেশ স্বাধীন হলে ১৯৭২ সালের জুন মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং ১৯৮৫ সালে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন এবং ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত এ পদেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯৮০ সালের ১ জুলাই হতে ১৯৮২ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত বিভাগীয় ছাত্র উপদেষ্টা এবং ৫ জুলাই ১৯৮৩ সাল থেকে ৪ জুলাই ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত আরবী বিভাগের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৯ সালে বিভাগ হতে অবসর গ্রহণ করলেও ১৯৯০ সাল থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত এক্সটেনশন-এ থাকেন। এরপর ১৯৯৫ সাল থেকে বিভাগের সুপারনিউমারারি অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন এবং আমৃত্যু এ পদে বহাল থাকেন।[৪৪৮]

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে অংশগ্রহণ

আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দিন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ করেছেন এবং প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন।

১. তিনি ১৯৮৭ সালের ২৩ মার্চ থেকে ২৮ মার্চ আইসিসকো আয়োজিত মরক্কোর 'ফেজ' এ অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে 'বাংলাদেশে আরবী শিক্ষা' শীর্ষক বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।
২. ১৯৯৮ সালের ১৬ মার্চ থেকে ১৯ মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তানের করাচীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক আরবী ভাষা সম্মেলনে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন এবং 'মুসলিম বিশ্বে আরবী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।
৩. ১৯৯১ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত সীরাতুন্নবী (স) সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন এবং 'নবী করিম (স) এর শিক্ষানীতি' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।
৪. ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে অবস্থিত ইরানী দূতাবাসের সাংস্কৃতিক সংস্থা কর্তৃক ইমাম খোমেনীর ৩য় মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে সেমিনারে যোগ দেন এবং বক্তব্য প্রদান করেন। এ সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত 'হজ্জের গুরুত্ব' শীর্ষক সেমিনারের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।
৫. ১৯৮২ সালে বাংলাদেশে ভূগোল সমিতি কর্তৃক আয়োজিত ৩য় আন্তর্জাতিক ভূগোল সম্মেলনে 'মধ্যযুগীয় মুসলিম ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিকদের রচনায় বাংলাদেশ' শীর্ষক বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

---

৪৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

৪৪৮. হাফিজা আক্তার, *শাইখ আব্দুর রহীম: ইসলামী শিক্ষায় তাঁর অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

৬. ১৯৮৪ সালের সেপ্টেম্বরে বিভাগীয় চেয়ারম্যান হিসেবে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এবং মক্কা উম্মুল কুরা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন।[৪৪৯]

গবেষণাকর্ম

আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দীন বাল্যকাল থেকে লেখা-লেখিতে অনুরক্ত ছিলেন। ফেনী মাদরাসায় পড়াকালীন সময়ে তাঁর ৬টি উর্দু প্রবন্ধ তৎকালীন ভারতের 'বিজনূর' থেকে প্রকাশিত 'গুনচা' (ফুলের কলি) নামক সাপ্তাহিক শিশু পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে 'সলিমুল্লাহ মুসলিম হল' থেকে ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত ম্যাগাজিনে 'জ্ঞান বিজ্ঞানের গবেষণায় আরবী ভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

জনাব মুছলেহ উদ্দীন এর তত্ত্বাবধানে এ পর্যন্ত ৪টি পিএইচ.ডি ও ৫টি এম.ফিল গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশের বাংলাপিডিয়ার সম্পাদনা পরিষদের সদস্য, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ, সীরাত বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদে ও আরবী-বাংলা অভিধান সম্পাদনা পরিষদের সদস্য ও সভাপতি হিসেবে কাজ করেছেন। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের গবেষণা মূল্যায়ন কমিটির সদস্য ছিলেন।[৪৫০] জনাব মুছলেহ উদ্দীন-এর গবেষণাকর্মসমূহ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

ক. রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থসমূহ

১. *'আরবী সাহিত্যের ইতিহাস'* নামে একটি গ্রন্থ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক ১৯৮২ সালের জুন মাসে প্রকাশিত হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৬৬টি।

২. *'আরবী ছোট গল্প প্রসঙ্গ'* নামক একটি ছোট বই গ্লোব প্রিন্টার্স লিমিটেড, আজিমপুর, ঢাকা থেকে ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত হয়।

৩. তিনি মাদরাসা শিক্ষার জন্য *'বাংলা সাহিত্য'* নামে একটি বই সংকলন করেন যা ১৯৫২ সাল থেকে কয়েক সেশন পাঠ্য পুস্তক হিসেবে চালু ছিলো।

খ. প্রবন্ধসমূহ

১. সেমিটিক (সামী) ভাষা, *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, ঢাকা: কার্তিক-চৈত্র ১৩৮২

২. আরবী ছোট গল্প প্রসঙ্গে, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৭৬।

৩. খুৎবা, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, জানুয়ারি-মার্চ, ১৯৮০।

৪. জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণা ও আরবী ভাষা, *সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ম্যাগাজিন* ১৯৫০।

৫. মুফতি আবদুহু, *পাক জমহুরিয়াত*, ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯।

৬. শহীদ তিতুমীর, *পাক জমহুরি*য়াত, মার্চ ১৯৬৯।

৭. শাহ হামাদান, *পাক জমহুরিয়াত*, এপ্রিল ১৯৭০।

৮. পাক-ভারত উপমহাদেশে আরবী ভাষা ও সাহিত্য, *পাক জমহুরিয়াত*, ডিসেম্বর ১৯৭০

এছাড়াও বাংলা ইসলামী বিশ্বকোষ ১ম-১৯শ খন্ডে তাঁর ৭০টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে কমপক্ষে তিনশত প্রবন্ধের সম্পাদনা ও রিভিউ এর কাজ তিনি একা করেছেন।

তিনি তাঁর জীবনের প্রায় সময়টাই ব্যয় করেছেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশনার কাজে। এছাড়া বাংলাদেশের প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের শতাধিক প্রবন্ধও রিভিউ করেছেন তিনি।[৪৫১]

মৃত্যু

জনাব আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দীন ২০১৪ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী ইন্তিকাল করেন।[৪৫২]

---

৪৪৯. ড. আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী, "অধ্যাপক আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দীন : আরবী ও ইসলামী শিক্ষায় তাঁর অবদান", প্রাগুক্ত, পৃ. ২-৩।

৪৫০. হাফিজা আক্তার, *শাইখ আব্দুর রহীম: ইসলামী শিক্ষায় তাঁর অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

৪৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫-২৬

Dhaka University Institutional Repository

ড. মোঃ আবু বকর সিদ্দীক (০২.০৭.১৯৭৩)

জন্ম

ড. মোঃ আবু বকর সিদ্দীক ১৬ জুলাই ১৯৪৫ সালে বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত হাতিয়া উপজেলার চর আমানুল্লাহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোয়াজ্জম হোসাইন।[৪৫৩]

শিক্ষাজীবন

ড. আবু বকর সিদ্দীক রহমানিয়া সরকারী মাদরাসা থেকে ১৯৫৫ সালে দাখিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তারপর টুমচর ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসায় ভর্তি হন। ১৯৫৯ সালে টুমচর মাদ্রাসা থেকে আলিম পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ৪র্থ এবং একই মাদরাসা থেকে ১৯৬১ সালে ফাযিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। তারপর নোয়াখালী কারামতিয়া আলিয়া মাদরাসায় কামিল (হাদিস) শ্রেণিতে ভর্তি হন। ১৯৬৩ সালে কামিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এরপর ১৯৬৫ সালে এ.কে.পি. হাই স্কুল থেকে মানবিক বিভাগে এস.এস.সি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। চট্টগ্রাম কলেজ থেকে ১৯৬৭ সালে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং একই বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৭০ সালে আরবী বিভাগে বি.এ অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করে স্বর্ণপদক লাভ করেন। একই বিভাগ থেকে ১৯৭১ সালে এম.এ পরীক্ষা দেওয়ার কথা থাকলেও মহান মুক্তিযুদ্ধের কারণে উক্ত পরীক্ষা ১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭৩ সালে এম.এ পরীক্ষায়ও প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন। এরপর তিনি আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি, ইন্ডিয়া- তে ১৯৮০ সালে পিএইচ.ডি গবেষণার জন্য ভর্তি হন এবং তিন বছরের গবেষণা শেষে ১৯৮৩ সালে "A Critical Study to Abu Mansur al-Thaalibi's Contribution to Arabic Literature" শীর্ষক বিষয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় এর আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. মুখতার উদ্দীন।[৪৫৪]

ড. সিদ্দীক একজন বিশিষ্ট ভাষাবিদ ছিলেন। তিনি একাধিক ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। আরবী, ইংরেজী, উর্দূ, ফার্সী, হিন্দী ও জার্মান ভাষায় সমান ভাবে পারদর্শী ছিলেন তিনি।

কর্মজীবন

ড. আবু বকর সিদ্দীক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি ২রা জুলাই ১৯৭৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। অতঃপর ২৮ শে এপ্রিল ১৯৭৮ সালে সহকারী অধ্যাপক, ২২ শে ডিসেম্বর ১৯৮৫ সালে সহযোগী অধ্যাপক এবং ৩০ নভেম্বর ১৯৯২ সালে অধ্যাপক পদে উন্নীত হন।[৪৫৫] ৩০ জুন ২০১২ সালে ড. আবু বকর সিদ্দীক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেন।[৪৫৬] এর বাইরে তিনি ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০০ সাল থেকে ২১ অক্টোবর ২০০১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড এর চেয়ারম্যান হিসেবে ডেপুটেশনে দায়িত্ব পালন করেন।

---

৪৫২. ড. আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী, "অধ্যাপক আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দীন : আরবী ও ইসলামী শিক্ষায় তাঁর অবদান", পৃ. ৩

৪৫৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৫৪, আরবী/ব্যক্তি:/ অধ্যাপক/১৯৮৫

৪৫৪. প্রাগুক্ত

৪৫৫. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৫৪, আরবী/ব্যক্তি:/ অধ্যাপক/১৯৮৫, অধ্যাপক নিয়োগপত্র, স্মারক নং প্রশাসন-৫/৩৪২৯-২২, তারিখ, ১/১২/১৯৯২

৪৫৬. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৫৪, আরবী/ব্যক্তি:/ অধ্যাপক/১৯৮৫, রেজিস্ট্রারের পত্র, নং প্রশাসন-১/৩৮২১৮, তারিখ, ১৯.০২.২০০৯

গবেষণাকর্ম

ড. আবু বকর সিদ্দীক বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন, সেগুলো হলো-

ক. রচিত গ্রন্থ

১. *A critical Study of Abu Mansur al-Thaalibi's contribution to Arabic literature,* ph.D thesis work, Sultana Prokashani, Dhaka, June 1991.
২. *আরবী সাহিত্য সমালোচনা*, গবেষণাগ্রন্থ, সুলতানা প্রকাশনী, ঢাকা, ডিসেম্বর, ১৯৮৯.

খ. প্রবন্ধসমূহ

১. 'Abu Mansur Abd al-Malik al-Thaalibi (350/961-429/1037)', *Journal of The Asiatic Society of Bangladesh,* vol. 23, No.3, December,1978, pp. 144-166.
২. 'Thaalibi, the author of the Ghurar al-Siyar', *Dhaka University Studies,* part-A, Vol. 41, December 1984, pp. 29-40.
৩. 'Abu al-Fadi al-Mikali: a notable Scholar, prince of Nishapur', *Journal of The Asiatic Society of Bangladesh,* vol. 30, No. 1, June 1985, pp. 1-17.
৪. 'Tuhfat al-wuzara and other Extant works on Wazirs: A comparative study', *Dhaka University Studies,* part-A, vol. 42, No.2, December 1985, pp. 61-75.
৫. 'Yatimat al-Dahr and Thaalibi's Methods of Criticism: A Review', *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh,* vol. 31, No.1, June 1986, pp. 97-127.
৬. 'The controversy Relating to Thaalibi's Eleven Books', *The Dhaka University Studies,* part-A, vol. 43, No.2, Dec.1986.
৭. আধুনিক আরবী গদ্য সাহিত্যের ক্রমবিকাশ', *সাহিত্য পত্রিকা*, ত্রিংশবর্ষ, প্রথম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৯৩, অক্টোবর ১৯৮৬, পৃ. ৯৭-১৩৮
৮. 'Al-Barudi a pioneer poet of the Neo-Classical Movements', *The Dhaka University Studies,* part-A, vol. 44, No.2, December, 1987, pp. 85-103.
৯. "Najib Mahfuz, Tarthara fawq al-Nil, Cairo, Maktaba Misr, 1966, pp. 203" *Dhaka University Studies,* part A, vol 45, No 2, December 1988
১০. আরবী সাহিত্য তত্ত্ব ও সমালোচনার ধারা', *সাহিত্য পত্রিকা*, একত্রিংশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ফালগুন ১৩৯৫ অক্টোবর ১৯৮৮, পৃ. ৭৩-৯৬.
১১. 'Khalil Mutran and The pre-Romantic poetry in Modern Arabic', *The Dhaka University Studies,* part-A, vol. 45, No.2, Dec 1988, pp. 121-128.
১২. 'নাজীব মাহফুয ও আরবী কথা-সাহিত্য', সাহিত্য পত্রিকা, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*, বত্রিশবর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, আষাড় ১৩৯৬, জুন ১৯৮৯, পৃ. ১৫১-২১৬.
১৩. 'Yahya Haqqi and his Artistic Style in qindil umm Mashim', *the Dhaka University Studies,* Part-A, vol. 47, No.2, Dec 1989. Pp. 151-167.
১৪. মিসরে আরবী সাংবাদিকতা সাহিত্যের বিকাশ, *সাহিত্য পত্রিকা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বত্রিশবর্ষ, প্রথম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৯৫, অক্টোবর ১৯৮৮, পৃ. ৭৩-৯৬
১৫. মিসরের বাইরে আরবী সাংবাদিকতা সাহিত্য', *সাহিত্য পত্রিকা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, তেত্রিশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ফালগুন ১৩৯৬, ফেব্রুয়ারী ১৯৯০, পৃ. ১২৩-১৫১.
১৬. 'Some Aspects of Development of Non-Islamic Religious Thought in Modern Egyptian Drama and Fiction', *Department of History, Jahangir Nagar University,* Savar, Dhaka.

১৭. اصول القصة والرواية العربية الحديثة و اتجاهاتهما الفنية, *Dhaka University Arabic Journal*, 1st issue, June 1992.

প্রবন্ধ পাঠ

- ১৯৯৩ সালে মরক্কোর ফেজ নগরীতে আইসিস্কো ও আল কারাবীন বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত "The Cultural Future of the Islamic World in the light of present day reality" শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন এবং "Islamic Countries in the face of current and future cultural and civilizational challenges" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

ড. মুহাম্মদ আনসার উদ্দীন (১১.০৭.১৯৭৪)

জন্ম

ড. মুহাম্মদ আনসার উদ্দীন ১৯৪৩ সালের ১ এপ্রিল তৎকালীন পটুয়াখালী বর্তমান বরগুনা জেলার বামনা উপজেলার চেচাঁন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম: মরহুম মোঃ নুরুল ইসলাম।

শিক্ষাজীবন

ড. আনসার উদ্দীন ১৯৫৪ সালে ছারছীনা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে আলিম পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ প্রাপ্ত হন। একই মাদ্রাসা থেকে ১৯৫৬ সালে ফাযিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ ও ১৯৫৮ সালে কামিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এরপর ১৯৬১ সালে ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে 'হাই মাদ্রাসা' পরীক্ষায় উচ্চতর ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৬৭ সালে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে দ্বিতীয় বিভাগে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন। অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৭০ সালে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে বি.এ. অনার্স এবং ১৯৭১ সালে একই বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান লাভ করে এম.এ পাশ করেন। ১৯৭৩ সালে টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে বি.এড পরীক্ষায় উচ্চতর ২য় শ্রেণি প্রাপ্ত হন। ১৯৯৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে "মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র:) ও ফিকহশাস্ত্রে তাঁহার অবদান" শীর্ষক বিষয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর গবেষণা অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন- ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান।[৪৫৭]

কর্মজীবন

ড. আনসার উদ্দীন ১১ জুলাই ১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অস্থায়ী প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। এরপর ৩০ জানুয়ারী ১৯৮৬ সালে সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। তারপর ১৫ জানুয়ারী ১৯৯৩ সালে সহযোগী অধ্যাপক এবং ২৮ ডিসেম্বর ২০০৩ সালে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন।[৪৫৮] ১৬ আগস্ট ২০০৭ সালে তিনি বিভাগীয় চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত হন।[৪৫৯]

গবেষণাকর্ম

ড. আনসার উদ্দীন বেশ কয়েকটি গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর সে প্রকাশনাগুলো হলো-

---

৪৫৭. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ১৭, ইসলামী শিক্ষা/ ব্যক্তি:/অধ্যাপক/২০০৩

৪৫৮. প্রাগুক্ত

৪৫৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ১৭, ইসলামী শিক্ষা/ব্যক্তি:/অধ্যাপক/২০০৩, চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ পত্র, সূত্র নং-প্রশাসন-১/৫৯৮৮, তারিখঃ ১৩. ০৮. ২০০৭

ক. রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থসমূহ

১. *আল্লাহর ৯৯ নাম (আল-আসমাউল হুসনা)*, এফ,এম জিন্নাত আলী কর্তৃক প্রকাশিত, ২০০০.
২. *একাদশ দ্বাদশ শ্রেণির ইসলাম শিক্ষা*, ঢাকা বুক সেন্টার, ১৯৭৯.
৩. *কুরআন ও তাজবীদ শিক্ষা*, ৮ম শ্রেণি, বাংলাদেশ মাদ্রসা শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা।
৪. *আক্বাঈদ ও ফিকহ শিক্ষা*, ৭ম শ্রেণি, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা।
৫. *আক্বাঈদ ও ফিকহ শিক্ষা*, ৮ম শ্রেণি, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা।
৬. ইসলামিক ফাউন্ডেশনের *নাসাঈ শরীফ* ও *ইবনে মাজাহ শরীফ* এর সম্পাদনা পরিষদের সদস্য ছিলেন।

খ. প্রবন্ধসমূহ

১. মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) এর শিক্ষামূলক ও রাজনৈতিক চিন্তাচেতনা, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৯১.
২. শায়খ আহমাদ সিরহিন্দী (রহ.) এর জীবন ও কর্ম, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০০২.
৩. মানবতার নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.), *সীরাত মোবারক বার্ষিক ম্যাগাজিন*, সীরাত মিশন, ঢাকা।
৪. প্রিয় নবীর অন্তিম বাণী, সীরাত মোবারক, সীরাত মিশন কর্তৃক প্রকাশিত *বার্ষিক ম্যাগাজিন*।
৫. ইসলামিক ফাউন্ডেশনের *ইসলামী বিশ্বকোষ* প্রকল্পে নিম্নোক্ত শিরোনামে প্রবন্ধ লিখেছেন, আকাক, আল-আনফাল, আবদান, আবাবীল, আল্প আরসালান, আল ইকওয়া, ইসমাঈলিয়া, ইসমাঈল বিন সুবুক্তগীন, ইত্যাদি।

মৃত্যু

ড. আনসার উদ্দীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত অবস্থায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ২৮ জানুয়ারী ২০০৮ সালে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট হাসপাতালে ভর্তি হন এবং ১৭ ফেব্রুয়ারী ২০০৮ সালে দুপুর ১২:৫০ মিনিটে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিলো ৬৫ বছর।

ড. আ. র. ম. আলী হায়দার (০৫.০৮.১৯৭৪)

জন্ম ও শৈশবকাল

পুরো নাম- আবু রায়হান মোহাম্মদ আলী হায়দার, আ.র.ম. আলী হায়দার নামে পরিচিত। তিনি ১৯৪৬ সালের ১ লা সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ব পুরুষদের স্থায়ী আবাসস্থল ছিল তৎকালীন ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার রানীনগর থানার অন্তর্গত বর্ধনপুর গ্রাম। তাঁর পরিবার দেশ বিভাগের পূর্বে রাজশাহী জেলার রাজপাড়া থানার অন্তর্ভূক্ত মহিষবাথানে স্থায়ীভাবে আবাস গড়েন। তাঁর পিতার নাম শাহ্ সূফী মৌলভী মোহাম্মাদ রাহাতুল্লাহ মিয়া ও তাঁর মাতার নাম মোসাম্মাৎ যুবায়দা খাতুন।[৪৬০] তাঁরা উভয়ে আধ্যাত্মিক বা তরিকতপন্থী লোক ছিলেন। তার পিতা ও মাতা উভয়েই শাহ্ সূফী ওয়াহহাজুদ্দীন খন্দকারের হাতে বায়আত গ্রহন করে তাঁর মুরিদ হয়েছিলেন। ড. আলী হায়দারের বয়স যখন মাত্র দুই বছর তখন তাঁর 'মা' ইন্তেকাল করেন। ফলে নানী ও ফুফুদের হাতে তিনি লালিত পালিত হন।

শিক্ষাজীবন

ড. আলী হায়দার বাড়ির কাছে মক্তবে লেখাপড়া শুরু করেন। পরবর্তীতে দাড়াকটি মাদরাসায় ভর্তি হয়ে সেখান থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন। অতঃপর চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ থানার অধীন ছত্রাজিতপুর ইসলামিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ১৯৫৬ সালে দাখিল পরীক্ষায় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরবর্তীতে তিনি ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া

৪৬০. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ১৯, ইসলামিক স্টাডিজ/ব্যক্তি:/অধ্যাপক/১৯৯৯

মাদরাসায় ভর্তি হন এবং ১৯৬০ সালে আলিম ও ১৯৬২ সালে ফাযিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করেন। ১৯৬৪ সালে ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলীয়া মাদরাসা থেকে কামিল (হাদিস) পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ লাভ করেন। ১৯৬৬ সালে যশোর মাগুরা কলেজ থেকে উচ্চতর দ্বিতীয় বিভাগে এইচ.এস.সি পাশ করেন। অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ভর্তি হন।

১৯৬৯ সালে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থানসহ বি.এ অনার্স সম্পন্ন করেন। বি.এ অনার্স পরীক্ষায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত হওয়ায় নীলকান্ত সরকার ও বাহরুল উলুম ওবায়দী শীর্ষক দুটি স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। ১৯৭০ সালে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ড. আলী হায়দার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক থাকাকালীন সময়ে দুটি ডিপ্লোমা কোর্স সম্পন্ন করেন। একটি হলো পবিত্র কুরআনুল কারীমের তাফসীরের উপর এবং অন্যটি হলো আরবী ভাষার উপর। দুটি কোর্স যথাক্রমে ১৯৭৬ ও ১৯৭৯ সালে সমাপ্ত করেন। বরেণ্য এ শিক্ষাবিদ ১৯৯৮ সালে "শাহ্ সূফী ফতহ আলী, শাহ্ সূফী আবূ বকর সিদ্দীকী ও শাহ্ সূফী মাওলানা নিসারুদ্দীন (র.): বাংলার এই তিন সাধকের জীবন ও কর্মের সমীক্ষা" শীর্ষক বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর গবেষণা অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন- ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান।[৪৬১]

ড. আলী হায়দার বাহ্যিক ইলম হাসিল করার সাথে সাথে আধ্যাত্মিক ইলমও অর্জন করেন। তিনি তাঁর শিক্ষাজীবনের দাখিল থেকে আলিম (১৯৫২-১৯৬০) সময়ের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার সবক নেন এবং চিশতিয়া, কাদরিয়া, নকশবন্দীয়া ও মুজাদ্দেদীয়া তরীকায় কামালিয়াত লাভ করে খিলাফত ও ইজাযত প্রাপ্ত হন।

কর্মজীবন

১৯৭০ সালের ২২ আগস্ট ফেনী ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক পদে নিয়োগ লাভের মাধ্যমে ড. আলী হায়দারের কর্মজীবন শুরু হয়। এই কলেজে ১৯৭৪ সালের ৪ আগস্ট পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। অতঃপর ১৯৭৪ সালের ৫ আগস্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অস্থায়ী প্রভাষক পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। ১৯৮৬ সালের ৩১ জানুয়ারী সহকারী অধ্যাপক এবং ১৯93 সালের ১৫ জানুয়ারী সহযোগী অধ্যাপক পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। সর্বশেষ ১৯৯৯ সালের ১১ জানুয়ারী অধ্যাপক পদে উন্নীত হন।[৪৬২]

এছাড়া তিনি ১৯৭৫-৭৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খন্ডকালীন পেশ ইমাম এর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৯-১৯৯৫ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ে জহুরুল হক হলের হাউস টিউটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৮ সালের ১৬ আগস্ট থেকে ২০০1 সালের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত তিনি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৮-২০১১ সাল পর্যন্ত সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ড. সিরাজুল হক ইসলামী গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি এ গবেষণা কেন্দ্র থেকে বাংলা ও ইংরেজী জার্নাল প্রকাশ করেন। তাছাড়া হাইকোর্ট মাজার থেকে প্রকাশিত "সিরাজুম মুনীরা" গবেষণা পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ড. হায়দার ২০১৩ সালের ৩০ জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সুপারনিউমারারি প্রফেসর হিসেবে কর্মরত আছেন।

গবেষণাকর্ম

ড. হায়দার বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ইসলাম সম্পর্কিত নানা বিষয়ে গবেষণা প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর এ ধরনের প্রবন্ধের সংখ্যা প্রায় ২৮টি। এ ছাড়াও তিনি স্বীকৃত জার্নালে প্রায় ১১টি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ইসলামিক

৪৬১. প্রাগুক্ত

৪৬২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ১৯, ইসলামিক স্টাডিজ/ ব্যক্তি:/অধ্যাপক/১৯৯৯, নিয়োগপত্র, সূত্র নং- ৪৮৯১৪, তারিখ: ২৭.০১.১৯৯৯

ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত ইসলামী বিশ্বকোষে ১১টি ও এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ কর্তক প্রকাশিত বাংলা পিডিয়াতে ১টি নিবন্ধ রয়েছে।। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশের একজন আজীবন সদস্য। ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত সহীহ বুখারী শরীফের কিতাবুত তাফসীর অধ্যায় (৭ম ও ৮ম খন্ডে) অনুবাদ করেন। আল কুরআনুল কারীম সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষে তার একাধিক নিবন্ধ রয়েছে।

ড. হায়দার রচিত একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

১. *বাংলা অনুবাদ বুখারী শরীফ*, ৬ষ্ঠ খন্ড, প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৯১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
২. *আল্লাহর সাথে দিদার (১ম ও ২য় খন্ড)*, রাশেদ বুক হাউস, বাংলাবাজার, ঢাকা, ১৯৮৭।
৩. *দিক দর্শন*, ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরী, ১৯৯১।
৪. *ওযীফাতুল মুসলিমীন ও ইসমে আজম*, খাজা পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৫
৫. *নীতি কথা*
৬. *উচ্চ মাধ্যমিক ইসলাম শিক্ষা*।

প্রবন্ধসমূহ

১. ওয়ু কী এবং এর তাৎপর্য, বাংলাপিডিয়া ২য় খন্ড, *এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ*, মার্চ ২০০৩
২. নওয়াব আলী ঃ জীবন এবং শিক্ষা বিস্তারে তাঁর অবদান, *এশিয়াটিক সোসাইটি জার্নাল*, জুন-ডিসেম্বর, ২০০০।
৩. আবু যর গিফারীর অর্থনৈতিক মতবাদ, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, জানুয়ারী-মার্চ ১৯৮৬।
৪. আবু যর গিফারী: জীবন, কৃচ্ছ্র সাধন ও অর্থনৈতিক দর্শন, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, জুন ১৯৮৬।
৫. আবু যর গিফারী: জীবন ও অর্থনৈতিক চিন্তাধারা, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ*, এপ্রিল ১৯৮৬।
৬. ইসলামে সেবা ও আধ্যাত্মিকতা, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, সেপ্টেম্বর, ১৯৯২।
৭. তাসাউফের তত্ত্ব জ্ঞান, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ*, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫।
৮. জরবাদী দর্শন ও সূফী দর্শন, একটি তুলনামূলক আলোচনা, *দর্শন পত্রিকা*, ডিসেম্বর ১৯৯৪.
৯. ভারতীয় ও সেমেটিক ধর্মে মরনোত্তর জীবন: একটি তুলনামূলক আলোচনা, *দর্শন ও প্রগতি*, ১৬ শ বর্ষ, জুন-ডিসেম্বর, ১৯৯৯.
১০. শাহসূফী সৈয়দ ফতহ আলী ওয়ায়শী (রহ.): জীবন ও কর্ম, *ইসলাকি ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৩৮বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৯৯.
১১. শিক্ষা বিস্তার ও সংস্কারে শাহসূফী আবু বকর সিদ্দিকী (র.); *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৪০ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০০০.
১২. A Brief Account of Three Stages of Knowkedge; Islamic Research Institute, *International Islamic University*, Islamabad.
১৩. *বাংলা ইসলামী বিশ্বকোষ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত গবেষণাকর্মসমূহ
    - আইয বিন আমর
    - আইয বিন মায়েজ
    - আইয বিন সাঈদ
    - আইযুল্লাহ
    - আনাস বিন মালেক
    - আনাস বিন মুআজ

- আনাস বিন মুদরিক
- আব্দুল্লাহ বিন আবি হাদরাদ
- আব্দুল্লাহ বিন আবি হাবিবাহ.
- আব্দুল্লাহ বিন হাবিব, ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, খ. ১, জুন-১৯৮৬.
- আবু ইউসুফ, ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ২, আগস্ট ১৯৮৬

১৪. *সিরাজুম মুনীরা* পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহ:-

- রাবিয়া বসরী (র), ডিসেম্বর ১৯৯৩.
- রমযানের তাৎপর্য, নভেম্বর ২০০৪
- মহানবী স. এর নামাজ, মে ২০০৩
- খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (র): জীবন ও কর্ম, আগস্ট ১৯৯৪.
- শাহ সূফী আব্দুল মমীন (র), ডিসেম্বর ১৯৯৪.
- ইসলামে তাসাওউফ ও আবু হাশিম সূফী (র), আগস্ট ১৯৯৩.
- বাবা ফরিদউদ্দীন মাসউদ গঙ্গশেকর (র), নভেম্বর ১৯৯৭.
- যিকরের ফজিলত, জুলাই ১৯৮২
- তাসাউফের হাকীকত, এপ্রিল ১৯৮৩

আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে যোগদান

- ১৯৮৪ সালে ইরানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে তিনি যোগদান করেন এবং "وحدة المسلمين فى صدر الاسلام سبب فى انتصارهم" শীর্ষক প্রবন্ধ পেশ করেন।[৪৬৩]

পবিত্র হজ্ব পালন

ড. আলী হায়দার বহুবার পবিত্র হজ্ব পালন করেছেন।

- ১৯৭৫ সালে ১৮১৬ জন হজ্জযাত্রীর আমিরুল হজ্জ নিযুক্ত হন এবং চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর থেকে হিজবুল বাহার জাহাজ যোগে পবিত্র হজ্জ পালন করেন।
- ২০১১ সালে রাজকীয় সৌদি আরবের রয়েল গেষ্ট হিসেবে হজ্জ পালন করেন।
- ড. আলী হায়দার ১৯৭৪ -২০১২ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ে প্রায় ১৫ বার হজ্জ পালনের জন্য সৌদি আরব গমন করার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

ড. এ.বি.এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী (২২.১১.১৯৭৪)

জন্ম ও শৈশবকাল

ড. এ. বি. এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী ১৯৪৪ সালের ১লা মার্চ বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার সাত্রাপাড়া গ্রামে জন্ম গ্রহন করেন। তাঁর পিতার নাম মাওলানা জামাল উদ্দীন। তিনি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বুযুর্গ আলিম হিসেবে এলাকায় পরিচিত ছিলেন। হাবিবুর রহমান হলেন তাঁর ৬ষ্ঠ ও কনিষ্ট পুত্র। বাকি পাঁচ পুত্রকেও জামাল উদ্দীন বড় আলিম ও উচ্চ শিক্ষিত হিসেবে গড়ে তুলেছেন। হাবিবুর রহমানের জন্মের মাত্র দু'বছর পরেই তাঁর পিতা ইন্তিকাল করেন। ফলে ড. হাবিবুর রহমানের বাল্যকাল ও শিক্ষাজীবন অত্যন্ত কষ্টের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। বড় ভ্রাতাগণ শিক্ষিত ও পারিবারিক পরিবেশ দ্বীনী হওয়ার কারণে পড়ালেখায় আত্মনিয়োগ ই ছিলো তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। তাই ছোটবেলা থেকে পড়া লেখার প্রতি তীব্র মনোযোগী ছিলেন তিনি।[৪৬৪]

৪৬৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৬৩তম *বার্ষিক বিবরণী*, ১৯৮৩-৮৪, পৃ. ৪২

৪৬৪. ড. মুহাম্মদ আব্দুল বাকী, *বাংলাদেশে আরবী, ফার্সী ও উর্দুতে ইসলামী সাহিত্য চর্চা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা জীবন

ড. হাবিবুর রহমান গ্রামের পাঠশালা ও পারিবারিক পরিমন্ডলে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ১৯৬০ সালে নোয়াখালী ইসলামিয়া আলিয়া মাদরাসা থেকে মাদরাসা শিক্ষার শেষ পর্ব কামিল পরীক্ষায় ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এর পূর্বে একই মাদ্রাসা থেকে আলিম ও ফাজিল পাশ করেন। তিনি ১৯৬১ সালে এন.এফ কলেজ পশ্চিমগাঁও, কুমিল্লা থেকে হাই মাদরাসা পরীক্ষায় পাশ করেন। ১৯৬২ সালে একই কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৬৫ সালে বি.এ অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম এবং ১৯৬৬ সালে এম. এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। ১৯৬৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী বিভাগ থেকে এম.এ পরীক্ষায় ২য় শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর ১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘স্কুল অব অরিয়েন্টাল এন্ড আফ্রিকান স্টাডিজ’ বিভাগে Professor W. Arafat এর অধীনে পিএইচ.ডি গবেষণা শুরু করেন। কয়েক বছরের চেষ্টা সাধনায় গবেষণা থিসিস সম্পন্ন করে ১৯৭৩ সালে থিসিস মূল্যায়নের জন্য জমা দেন। ১৯৭৪ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাকে পিএইচ.ডি ডিগ্রি প্রদান করে। তাঁর গবেষণার শিরোনাম ছিলো-

ثلاثة ابحاث فى تحقيق كتاب الاسراء لابن العربى و كتاب النجاه لابن سودكين و كتاب الابتهاج للغيطى فى موضوع الاسراء والمعراج

(Three treatises on the theme of Al Isra wa al-Miraj being on edition of Ibn Arabi’s kitab al-Isra Ila al Maqam al Asra, Ibn Sawdakin’s Kitab al-Najah and Al-Ghaiti’s Kitab Al-Ibtihaj)

থিসিসটিতে মূলত সূফী মি’রাজ এর উপর ব্যাপকভাবে লিখিত তিনটি দুর্বোধ্য ও জটিল আরবী পান্ডুলিপি বিশেষ যত্ন সহকারে গবেষক কর্তৃক সম্পাদিত হয়। থিসিসটি ৭০৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত, যার মধ্যে প্রথমে ৩৪২ পৃষ্ঠায় উক্ত তিনটি গ্রন্থের লেখকের জীবনীসহ মূল বিষয়ের উপর ইংরেজীতে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।[৪৬৫]

কর্মজীবন

ড. হাবিবুর রহমানের কর্মজীবন শুরু করেন শিক্ষকতার মাধ্যমে। তিনি ১৯৬৫ সালের ১ লা মার্চ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত টি এন্ড টি কলেজ, মতিঝিল, ঢাকায় প্রভাষক পদে কর্মরত ছিলেন। তারপর ১লা জানুয়ারী ১৯৬৭ সাল থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত তৎকালীন সময়ের প্রসিদ্ধ বিদ্যাপীঠ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ১৯৬৮-১৯৭৩ সাল পর্যন্ত পিএইচ. ডি করার উদ্দেশ্যে লন্ডনে অবস্থান করেন। ডিগ্রি লাভের পর দেশে ফিরলে ১৬ নভেম্বর ১৯৭৪ সালে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় তাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়।[৪৬৬]

২৯ আগস্ট ১৯৭৮ সালে সহযোগী অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। অতঃপর ১৯৮০ সালে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে কার্যক্রম শুরু করলে তিনি এ বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। উক্ত পদে ৫ জুলাই ১৯৮০ থেকে ৪ জুলাই ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত দায়িত্বরত ছিলেন। ১৩ মার্চ ১৯৮৫ সালে তিনি প্রফেসর পদে উন্নীত হন। ড. হাবিবুর রহমান ৩০ জুন ২০১০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।[৪৬৭] এছাড়া তিনি

৪৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭

৪৬৬. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ১৮, ইসলামী শিক্ষা/ব্যক্তি:/অধ্যাপক/২০০৯, নিয়োগপত্র, সূত্র নং-২৬৪১৪, তারিখ ২১.১১.১৯৭৪

৪৬৭. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ১৮, ইসলামী শিক্ষা/ব্যক্তি:/অধ্যাপক/২০০৯

Dhaka University Institutional Repository

আই.ইউ.টি-এর পার্ট-টাইম শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি শিক্ষকতার পাশাপামি এক্সিম ব্যাংকের শরীয়া বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্বও পালন করেন।

গবেষণাকর্ম

ড. হাবিবুর রহমান ছিলেন একজন বিদগ্ধ ও সুপণ্ডিত গবেষক। তিনি বাংলা, ইংরেজী, উর্দু, আরবী, ফার্সী, তার্কিশ, জার্মান ও স্প্যানিশ ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি, তাহজীব-তামাদ্দুন ও গবেষণায় অনন্য অবদান রেখেছেন এ মহান মনীষী। তিনি বাংলা একাডেমি, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এবং ইতিহাস পরিষদ- এর আজীবন সদস্য ছিলেন। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর বোর্ড অব গভর্নরস এর মেম্বার এবং Royal Asiatic Soceity of Great British এর ফেলো ছিলেন। ড. হাবিবুর রহমানের গবেষণা ক্ষেত্রে অমরকীর্তি হলো তাঁর পিএইচ.ডি থিসিস। থিসিসটির শিরোনাম হলো-

ثلاثة ابحاث فى تحقيق كتاب الاسراء لابن العربى و كتاب النجاه لابن سودكين و كتاب الابتهاج للغيطى فى موضوع الاسراء والمعراج

সূফী মি'রাজের উপর লিখিত তিনটি দুর্বোধ্য ও জটিল আরবী পান্ডুলিপির সম্পাদনা ও সহজসাধ্য করার প্রয়াস চালিয়েছেন ড. হাবিবুর রহমান। ইবনুল আরবী একজন সূফী দার্শনিক হিসেবে তার কিতাবুল ইসরা- তে রাসূল সা. এর মি'রাজের রূহানিয়াতের দিকটি সূফীগণের আত্মিক মি'রাজের সাথে তুলনামূলকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। ইবন সাওদাকীন ছিলেন ইবনুল আরাবীর শিষ্য। ইবনে সাওদাকীন এর কিতাবুল নাজাত মূলত ইবনুল আরাবীর কিতাবুল ইসরা এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ। অন্যদিকে ইমাম আল গাইতি তাঁর গ্রন্থে মি'রাজের হাকীকত ও আসল দিকটি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এমন তাৎপর্যপূর্ণভাবে বর্ণনা করেন যাতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এর মতবাদ দৃঢ় হয়। এ তিনটি গ্রন্থ একটি অপরটির পরিপুরক। তিনটি বইকে সামনে রেখে এর সম্পাদনা ও সহজ সরল করার কাজটি আঞ্জাম দেন ড. হাবিবুর রহমান। তাঁর এ গবেষণা থিসিসের ভূয়সি প্রশংসা করে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক রেজিস্ট্রার মন্তব্য করেন যে- *"I am also to inform you that the examiners have reported that your thesis is suitable for publication as submitted ".*[৪৬৮]

প্রবন্ধসমূহ

১. 'Three Stages of the Soul' (*Journal of the Asiatic Society of Bangladesh,* xx, No.2. August) 1975.
২. 'Abd Allah b. Sa'd b. Abi Sarh and his conquest of North Africa' (*Journal of the Asiatic Society of Bangladesh,* xx, No.2. August) 1976.
৩. 'The Concordance of Arabic, Persian and Turkish Words in the works of Tegore, *Nazrul and other prominent poets and literatures,* First Vol. Published, 1970.
৪. "The Religion and Science", 'Islamic Thought', Jo*urnal of the Ministry of Religious Affairs,* Algeria, 1978.
৫. الدين والعلم (Al-din wa'l-Ilm),الاصالة، *مجلة ثقافية*، الجزائر، ١٩٧٨
৬. "Socio-Economic and cultural impact of European Science in India", *Indian National Science Academy Journal,* New Delhi, 110002, 1980.
৭. Islam and the West, *Geneva* 1979
৮. Human Rights in Islam, *Geneva* 1979

৪৬৮. ড. মুহাম্মদ আব্দুল বাকী, *বাংলাদেশে আরবী, ফার্সী ও উর্দুতে ইসলামী সাহিত্য চর্চা*, পৃ. ২০৭

৯. The Prophet Muhammad (sm) as peacemaker, *Journal of Islam and Modern world*.
১০. Contribution of Islam to non Violence, *International Non Violence Journal*, Vienna.
১১. Status of Women in Islam', *Human Rights in Islam*, 1980.
১২. উপমহাদেশে মুসলিম শাসনামলের শিক্ষাব্যবস্থা', (System of Education during the Muslim rule in the Sub-continent), *মাদ্রাসা-ই-আলিয়া ঢাকা অতীত ও বর্তমান ১৭৮০-১৯৮০*, প্রকাশকাল ১৯৮১।
১৩. মধ্য এশিয়ায় ইসলাম ও মুসলমান, *বাংলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকা*, (মাঘ-চৈত্র সংখ্যা), ১৯৮৪।
১৪. বনু কুরায়যার বিদ্রোহ ও সামরিক দন্ড ঃ কিছু নতুন তথ্য, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, একবিংশ সংখ্যা।
১৫. الاسلام فى بنغلاديش و مساعدة الازهر الشريف فى اشاعة الاسلام فى العالم الاسلامى ، *Al-Azhar*, No, March-April, Academy of Islamic Research. 1983.
১৬. "Crises of the family as an institution- its reality, causes and unsettling effect it has on contemporary society" Jour*nal of the Academy of the Kingdom of Morocco*, 1982.
১৭. Imam Najm al-Din and his contribution", *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, 1984.
১৮. Sociology in Islam", *Journal of the International Institute of Islamic thoughts*, Washington DC. 20041, 1984.
১৯. Islam and International Relations", *Dhaka University studies*, 1984.
২০. Social System in the Quran, *Journal of the International Islamic Philosophical Asso*. 1984.
২১. Non-Arab Muslim states and the impact of Arab Islamic culture", Islam and the modern world, *an International Islamic Quarterly Journal*, 1984.
২২. The ways of Unifying Muslim world, *Tehran University Magazine*, 1992.
২৩. কুরআন প্রসঙ্গ কিছু ভাবনা, *এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ*, ১ম খন্ড. ১৯৮৩.
২৪. ইয়াহুদী ষড়যন্ত্র ও মহানবীর ক্ষমা-কিছু নূতন তথ্য", *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, ১৯৮৪.

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে যোগদান

১. ড. এ.বি.এম হাবিবুর রহমান চৌধুরী ১৯৭৭ সালে আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮ম রিসার্চ কনফারেন্সে যোগদান করেন এবং "আহওয়ালুল আলফিল ইসলামী" ও 'কাদিয়াতু ফিলিসতীন ওয়া বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন।
২. ১৯৮৬ সালে জেনেভার Human Rights কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঢাকায় Active Non-Violence শীর্ষক সেমিনারে Contribution of Islam to Peace and Non-Violence শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।
৩. ১৯৯৩ সালে শ্রীলঙ্কায় মানবাধিকার শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।[৪৬৯]
৪. তিনি ১৯৯৫ সালে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে যোগদান করেন।
৫. ১৩ অক্টোবর ১৯৭৭ থেকে ১লা নভেম্বর ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত 'আল-আযহার ইউনিভার্সিটি, মিসর-এর ইসলামিক রিসার্চ কাউন্সিল-এর কনফারেন্সে যোগ দেন ও আরবীতে দুটি বক্তব্য প্রদান করেন।

---

৪৬৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৭৩তম *বার্ষিক বিবরণী*, ১৯৯৩-৯৪, পৃ. ৭১

Dhaka University Institutional Repository

৬. ১৯৭৮ সালের ৭-১৪ সেপ্টেম্বর আলজেরিয়ায় অনুষ্ঠিত ১২তম 'ইসলামিক থট' কনফারেন্সে আরবী ও ইংরেজি ভাষায় দুটি বক্তব্য প্রদান করেন।

৭. ১৯৮০ সালের ১১-১৩ ফেব্রুয়ারী নয়া দিল্লিতে "Science and technology in India 18-19th century" শীর্ষক সেমিনারে "Socio-Economic and cultural impact of European science in India" বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন।

৮. ১৯৮০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মৌচাক স্কাউট ক্যাম্প, বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত International Islamic youth camp শীর্ষক সেমিনারে ইংরেজি ও আরবীতে দুটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

৯. ১৯৮০ সালের ৮-১৪ ডিসেম্বর 'International commission of jurists', Geneva-এর পৃষ্ঠপোষকাতায় কুয়েতে অনুষ্ঠিত "Human Rights in Islam" শীর্ষক সেমিনারে যোগ দেন।

১০. ১৯৮১ সালের ৫-১১ মার্চ ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল-এ অনুষ্ঠিত "Third world conference on Muslim education" শীর্ষক সেমিনারে যোগদান করেন।

১১. ১৯৮০ সালের ১৪-১৬ অক্টোবর প্যারিসে অনুষ্ঠিত "Islam and the west" শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে যোগ দেন।

১২. ১৯৮১ সালের ২৭-৩০ নভেম্বর রাবাতে অনুষ্ঠিত "The spiritual and Intellectual crisis in the contemporary world" শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে "The Crisis of the family as an Institution: its reality, causes and the Unsettling effect it has on contemporary society" শিরোনামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।[৪৭০]

১৩. ১৯৮৩ সালের ১৮-২৫ মার্চ, আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক হাজার বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে 'আল-আযহার ইউনিভার্সিটি ইসলামিক রিসার্চ কাউন্সিল-এর ৯ম আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে যোগদান করে الاسلام فى بنغلاديش و مساعدة الازهر الشريف فى اشاعة الاسلام فى العالم الاسلامى শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

১৪. ১৯৮৪ সালের ২৯-৩১ জুলাই চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত "Second International Islamic Philosophical conference" শীর্ষক সেমিনারে Islam and International Relations বিষয়ে বক্তব্য দেন।

১৫. ১৯৮৪ সালের ১০-১৩ সেপ্টেম্বর, সেভিল্লা, স্পেনে অনুষ্ঠিত International conference on Islam and the West শীর্ষক সেমিনারে Impact of Islam and Christianity in Bangladesh বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।

মৃত্যু

ড. এ বি এম হাবিবুর রহমান চৌধুরী ২০১৯ সালের ৩ আগস্ট ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। নিজ গ্রাম সোনাইমুড়িতে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

ড. সৈয়দ লুৎফুল হক (০৮.০৩.১৯৭৫)

জন্ম

ড. সৈয়দ লুৎফুল হক ১লা আগস্ট ১৯২২ সালে নোয়াখালী জেলার লামছীপ্রসাদ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম মাওলানা সৈয়দ সিরাজুল হক।

শিক্ষাজীবন

সৈয়দ লুৎফুল হক ১৯৩৭ সালে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে আলিম পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৩৯ সালে একই মাদ্রাসা থেকে প্রথম বিভাগে ফাযিল ও ১৯৪১ সালে প্রথম বিভাগে কামিল (ফিকহ) পাশ করেন। ১৯৩৯ সালে তিনি প্রাইভেট মেট্রিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৪৪

---

৪৭০. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৬১তম *বার্ষিক বিবরণী*, ১৯৮০-৮১, পৃ. ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

সালে ইসলামিয়া কলেজ কলকাতা থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৪৬ সালে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আরবী বিভাগে বি.এ অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম এবং ১৯৪৮ সালে একই বিভাগে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় হন। তৎকালীন সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজ এই অঞ্চলের অন্যতম সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিলো। সেখান থেকে পড়া লেখা শেষ করে ১৯৫৩ সালে উচ্চশিক্ষার ব্রতে বিলেত পাড়ি জমান। ১৯৫৬ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্কুল অব ওরিয়েন্টাল এন্ড আফ্রিকান স্টাডিজ' থেকে Professor R.B. Sera jeant এর তত্ত্বাবধানে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর পিএইচ.ডি থিসিসের শিরোনাম ছিলো- نهاية السول والامنية فى تعليم عمل الفروسية (Nihayatul sul wal Umniyah fi Talim Amal al-Furusiyah').[৪৭১]

কর্মজীবন

সৈয়দ লুৎফুল হক প্রেসিডেন্সি কলেজে লেখা-পড়া শেষ করে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে অধ্যাপনা শুরু করার মাধ্যমে কর্মজীবনে পা রাখেন। এ কলেজে অধ্যাপনাবস্থায় ১৯৫৩ সালে উচ্চশিক্ষার জন্য লন্ডন গমন করেন। লন্ডন থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করে দেশে ফিরে আসেন এবং পুনরায় অধ্যাপনার সাথে জড়িত হন। তিনি ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ে রাজশাহী সরকারী কলেজে আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে শিক্ষকতা করেছেন। এরমধ্যে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬ থেকে এপ্রিল ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত রাজশাহী সরকারী কলেজে উপাধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। অতঃপর ১৯৬৮ সালের আগস্ট মাসে তিনি সরকারী মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা-এর অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৬৯ সালের নভেম্বর পর্যন্ত সেখানে কর্মরত ছিলেন। ১৯৬৯ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৭২ সালের আগস্ট পর্যন্ত সিলেট এম.সি কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭২ সালের আগস্ট থেকে ১৯৭৩ সালের অক্টোবর পর্যন্ত শিক্ষাঅধিদপ্তরের পাবলিক ইন্সট্রাকশন বিভাগের সহকারী পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৭৩ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৭৫ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ডেপুটি ডিরেক্টর পি.আই (উপজনশিক্ষা পরিচালক) হিসেবে খুলনা-তে কর্মরত ছিলেন। এরপর ১৯৭৫ সালের ৮ই মার্চ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট ডেপুটেশনে তাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অস্থায়ী সহযোগী অধ্যাপক পদে নিয়োগ প্রদান করে। ১১ এপ্রিল ১৯৭৫ সাল তিনি উক্ত পদে যোগদান করেন।[৪৭২]

তিনি যেহেতু সরকারী চাকুরীরত ছিলেন তাই ৫৭ বছর বয়স পূর্ণ হলে ৩১ জুলাই ১৯৭৯ সালে তিনি সরকারী চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এরপর ১৯৭৯ সালের ১লা আগস্ট থেকে তাকে পুনরায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অস্থায়ী সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে পুনঃনিয়োগ প্রদান করা হয়। ১ জুলাই ১৯৭৬ থেকে ৩০ জুলাই ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। ৩০ জুন ১৯৮৩ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। অবসরের পর ১৯৮৪ সালের ১লা জুলাই তাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগে অনারারি শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। তিনি ১৯৯১ সালের ৩১ জানুয়ারী পর্যন্ত এ পদে কর্মরত ছিলেন।[৪৭৩]

গবেষণাকর্ম

সৈয়দ লুৎফুল হক ১৯৮২ সালের ১৬-১৮ নভেম্বর পাটনায় অনুষ্ঠিত Contribution of Bihar in Arabic, Persian and Islamic Learning' শীর্ষক কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন। তিনি

৪৭১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৪৫, আরবী/ব্যক্তি:/ শিক্ষক/১৯৭৫-৮৯

৪৭২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৪৫, আরবী/ব্যক্তি:/ শিক্ষক/১৯৭৫-৮৯, নিয়োগপত্র, সূত্র নং- ৫১২৪৩, তারিখ ২২.০৩.১৯৭৫

৪৭৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ৪৫, আরবী/ব্যক্তি:/ শিক্ষক/১৯৭৫-৮৯

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ টেক্সট বুক বোর্ডের একজন সদস্য ছিলেন। এছাড়াও তিনি কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন বলে জানা যায়। যেমন-

- *نهاية السول والامنية فى تعليم اعمال الفروسية*, এ গ্রন্থটি তার পিএইচ.ডি গবেষণা অভিসন্দর্ভ। ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ইসলামাবাদ থেকে এটি প্রকাশিত হয়।
- *আল আদাবুল জাদীদ (الأدب الجديد):* এটি মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড এর দাখিল শ্রেণির পাঠ্য বই।
- *আল-ফারুক:* এটি একটি অনুবাদ কর্ম। মূল কিতাব শামসুল উলামা শিবলী নোমানী কর্তৃক ওমর রা. এর জীবনীর উপর লেখা উর্দু সংকলন। তিনি এটির বাংলা অনুবাদ করেছেন।

ড. আ.ন.ম. রইছউদ্দিন (১১.০৯.১৯৭৮)

জন্ম ও শৈশবকাল

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে যে সকল শিক্ষক বিভাগের সুনাম ও সুখ্যাতি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দিয়েছেন, ড. আ.ন.ম. রইছউদ্দিন তাদের মধ্যে অন্যতম। জনাব ড. আ.ন.ম. রইছউদ্দিন ১৯৪৯ সালের ২ ডিসেম্বর নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত বেগমগঞ্জ থানাধীন কাশিপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৌ: সেকান্দার আহমাদ।[৪৭৪]

শিক্ষাজীবন

ড. আ.ন.ম. রইছউদ্দিন ১৯৬২ সালে সোনাইমুড়ী আলিয়া মাদ্রাসা থেকে আলিম পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৬৪ সালে একই মাদ্রাসা থেকে প্রথম বিভাগে ফাযিল পাশ করেন। অতঃপর ১৯৬৭ সালে চৌমুহনী কলেজ থেকে এইচ.এস.সি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৭০ সালে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থানসহ বি.এ অনার্স এবং ১৯৭১ সালে একই বিভাগ থেকে প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান লাভ করে এম.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৮৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে ড. মোহাম্মদ এছহাক-এর তত্ত্বাবধানে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর গবেষণা অভিসন্দর্ভের শিরোনাম ছিলো:- Spainish Contribution to the Study of Hadith Literature'।[৪৭৫]

কর্মজীবন

ড. রইছউদ্দিন কর্মজীবনের শুরুতে পূর্ব মাদারীপুর ডিগ্রি কলেজে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রভাষক হিসেবে এক বছর অধ্যাপনা করেন। এরপর ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে রিসার্চ ফেলো হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ সালে তিনি আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন।[৪৭৬] ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮১ সালে সহকারী অধ্যাপক, ৩ জুন ১৯৮৫ সালে সহযোগী অধ্যাপক ও ১৯৯১ সালের ২৭ আগস্ট অধ্যাপক পদে নিয়োগ লাভ করেন। ৭ মে ২০১৫ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন। এছাড়াও তিনি OIC কর্তৃক পরিচালিত যেটি বর্তমানে Islamic University of Technology নামে পরিচিত সেখানে ১৯৮৫ সাল থেকে দীর্ঘদিন খন্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন

অধ্যাপক রইছউদ্দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পাশাপাশি নানাবিধ কার্যক্রমে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ১ জুন ১৯৮৪ সালে বি.এন.সি.সি ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্লাটুনের কমান্ডার নিযুক্ত হন।[৪৭৭] ২০১৪ সালের ২

---

৪৭৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ২১, ইসলামিক স্টাডিজ/ব্যক্তি:/অধ্যাপক/১৯৯১

৪৭৫. প্রাগুক্ত

৪৭৬. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ২১, ইসলামিক স্টাডিজ/ব্যক্তি:/অধ্যাপক/১৯৯১, নিয়োগপত্র, সূত্র নং-১১৩৮৯, তারিখ: ১১. ০৯. ১৯৭৮

৪৭৭. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ২১, ইসলামিক স্টাডিজ/ব্যক্তি:/অধ্যাপক/১৯৯১, সূত্র নং- 1501/71/103/GS (SD), তারিখ ৩০ মে ১৯৮৪

Dhaka University Institutional Repository

এপ্রিল তাকে ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়-এর প্রথম উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়।[৪৭৮] ৬ এপ্রিল ২০১৪ সালে তিনি উপাচার্য হিসেবে যোগদান করেন। কিন্তু ব্যক্তিগত কারনে তিনি ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ সালে উক্ত পদ থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করেন। তিনি ড. সিরাজুল হক ইসলামী গবেষণা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ছিলেন। ২০০২-২০০৫ সাল পর্যন্ত তিনি গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ৫ জুলাই ১৯৮৯ থেকে ৪ জুলাই ১৯৯২ সাল পর্যন্ত তিনি ইসলামিক স্টাডিজ বিবাগের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনারে যোগদান

১. ড. রইছউদ্দিন ১৯৮১ সালে ভেনিজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করেন এবং Privete property and State Property শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন।[৪৭৯]
২. ১৯৮৯ সালে তিনি থাইল্যান্ডের চিয়াংমাইতে অনুষ্ঠিত ইন্টার রিলিজিয়াস কনফারেন্স অন পিস'-এ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন এবং Islam and Peace in Human Society শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন।[৪৮০]
৩. ১৯৯১ সালে তিনি লাহোরে অনুষ্ঠিত On the Heritage of Muslim Spain এর উপর আন্তর্জাতিক সেমিনারে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন এবং Muslim Arrival in Spain and their Contribution to Human Civilization শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।[৪৮১]
৪. ১৯৯৪ সালে তিনি ইউরোপে একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে যোগদান করেন এবং Islam and peace in human community শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।
৫. ১৯৯৪ সালে আফ্রিকায় একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করেন এবং In Quest of Peace শীর্ষক প্রবন্ধ পেশ করেন।[৪৮২]
৬. ১৯৮৪ সালের ১৮-২৩ সেপ্টেম্বর নিউ দিল্লীর বিজ্ঞান ভবনে অনুষ্ঠিত Asian Symposium on the Green Book এ অংশগ্রহণ করেন এবং Man, State and Freedom শীর্ষক বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।
৭. ১৯৯৫ সালের ২১ শে সেপ্টেম্বর থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপোলিতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে যোগদান করেন।

গবেষণাকর্ম

অধ্যাপক ড. রইছ উদ্দিন বিভিন্ন বিষয়ে অনেক গবেষণা গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেন, যেগুলো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। নিম্নে তার একটি তালিকা পেশ করা হলো-

গ্রন্থসমূহ

১. *তানভীরুল কুরআন*, এটি কুরআনুল কারীমের সহজ বাংলায় অনুবাদগ্রন্থ। অন্বেষা প্রকাশন থেকে ২০০৯ সালে এটি প্রকাশিত হয়।
২. *আনোওয়ারুল হাদিস*, অন্বেষা প্রকাশন, ২০০৯
৩. *আল-কালাম-আকায়েদে ইসলামি*

---

৪৭৮. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ২১, ইসলামিক স্টাডিজ/ব্যক্তি:/অধ্যাপক/১৯৯১, নিয়োগপত্র, সূত্র নং-শিম/শা:১৮/ইস:আ:বি:-১/২০১৩/১১৫, তারিখ, ২.৪.২০১৪

৪৭৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, *৬১তম বার্ষিক বিবরণী*, ১৯৮১-৮২, পৃ. ৩৯

৪৮০. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, *৬৯তম বার্ষিক বিবরণী*, ১৯৮৯-৯০, পৃ. ২৮

৪৮১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, *৭০তম বার্ষিক বিবরণী*, ১৯৯০-৯১, পৃ. ২৬

৪৮২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় *৭৪তম বার্ষিক বিবরণী*, ১৯৯৪-৯৫, পৃ. ৬৭।

৪. *সুফিবাদ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়*, অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৬
৫. *Spanish Contribution to the Study of Hadith Lite*rature, Royal Book Company, Karachi, Pakistan.
৬. *Economic system of Islam', a few approaches and analysis from Eminent Scholars*, A book, 1st edition, 1985.
৭. *শিক্ষা স্বাস্থ্য পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশ উন্নয়নে ইসলামের তা'লিম*, বাংলাদেশ সরকারের ধর্মমন্ত্রণালয় ও ইউনিসেফ এর যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত।
৮. *Saying of the Holy Prophet in our day to day life (in English, Bengali and Arabic).*
৯. *How to be a Muslim.*
১০. *No compulsion in Religion*
১১. *Islam attitude towards Heavenly Religions*.
১২. *التوحيد* নামক একটি বই আরবী থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। যেটি ICTVTR এ পাঠ্যপুস্তক হিসেবে গণ্য ছিলো।

প্রবন্ধসমূহ

১. Amr b. al.b-as and his conquest of Egypt', *Islamic culture,* Hyderabad, India. Vol. 4, No. 4, October 1981
২. Observation on the Muslim conquest of Spain", *Dhaka University studies,* part-A, June 1985.
৩. Economic system of Islam and human betterment', *পাথেয়*-তে প্রকাশিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল ১৯৮৬।
৪. বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮৭ ও সেপ্টেম্বর ১৯৮৮।
৫. ধর্মের ইতিহাস ও দর্শন, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ঢাকা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮১।
৬. মানব দেহের স্বরূপ ও পারস্পরিক সম্বন্ধ, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮৪।
৭. মুআবিয়া বিন সালেহ এবং স্পেনে হাদীস চর্চায় তাঁর অবদান, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, জানুয়ারি-মার্চ ১৯৯২।
৮. Spain and its conquest by the Muslim", *journal of Islamic Foundation,* January-March, 1987.
৯. Baqi B. Makhlad Al-Qurtubi and his contribution to Hadith literature in Spain", *Islamic Studies journal of Islamic Research Institute,* Pakistan, summer issue, 1988, volume 27.
১০. Ibn Abd al-Barr (364-463) and His Contribution to the Study of Hadith Literature in Spain, *Muslim Education Quarterly*, Cambridge, UK, Vol. 7c, No. 3.
১১. Ibn Abd al-Barr and his Contribution to the study of Hadith Literature, *Islamic Culture,* Hydrabad, India.
১২. Yahya b. Yahya al- Masmudi (152-234/769-851) and his contribution to the study of Hadith literature in Spain', *Muslim education quarterly journal, Islamic Academy Cambridge,* U.K.
১৩. Muslim arrival in Spain and their contribution to human civilization', *Islamic culture,* Hydrabad, India.

১৪. Abdi Pasha, Encyclopedia of Islam, *Islamic Foundation Bangladesh.*
১৫. Abshar, Encyclopedia of Islam, *Islamic Foundation*, Dhaka, Bangladesh.
১৬. Al-abdari, Encyclopedia of Islam, *Islamic Foundation*, Dhaka, Bangladesh.
১৭. Why religion is necessary? Dhirayet, Dhaka, June 1986.
১৮. "Islamic concept of peace", January-February 1988, *issue of Dharma world*, Tokyo, Japan.
১৯. State Property and private property", Published in four languages from Caracus, Vanizula.
২০. Terrorism Islamic Concept of Jihad, Journal of Dr. *Sirajul Haque Islamic Research Center*, No. 1 & 2, January-June & July-December 2010. [৪৮৩]

মৃত্যু

অধ্যাপক ড. আ.ন.ম. রইছ উদ্দিন ৭ মে ২০১৫ সালে ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। গ্রামের বাড়িতে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

ড. এ.এইচ.এম. মুজতবা হোছাইন (১৮.১২.১৯৭৯)

জন্ম ও শৈশবকাল

ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন ১৯৫৩ সালের ২২ শে মার্চ ঢাকার আজিমপুরে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম আলহাজ্ব মাওলানা মোঃ তাফাজ্জল হোসাইন।[৪৮৪]

শিক্ষাজীবন

ড. মুজতবা হোছাইন ১৯৬৮ সালে ইসলামিয়া হাইস্কুল-এ মাধ্যমিক শ্রেণিতে ভর্তি হন। ১৯৭০ সালে এ স্কুল থেকেই এস.এস.সি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৭২ সালে জগন্নাথ কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে এইচ.এস.সি পাশ করেন। অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৭৫ সালে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে বি.এ অনার্স এবং ১৯৭৬ সালে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন। উভয় পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করে কৃতকার্য হন।[৪৮৫] পরবর্তীতে ১৯৯৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে "শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান ও তাঁর রাজনীতি" শীর্ষক শিরোনামে তিনি পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন।[৪৮৬] তাঁর গবেষণা অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ড. এ.বি.এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী।

কর্মজীবন

ড. মুজতবা হোছাইন ১লা জানুয়ারী ১৯৭৯ সালে হাফেজ মুসা কলেজ, ঢাকা-তে প্রভাষক পদে যোগ দেন এবং ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত সেখানে কর্মরত থাকেন। পরবর্তীতে ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। তারপর ৩০ জানুয়ারী ১৯৮৬ সালে সহকারী অধ্যাপক ও ১৫ জানুয়ারী ১৯৯৩ সালে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেন। সবশেষে তিনি ১১ জানুয়ারী ১৯৯৯ সালে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন[৪৮৭] তিনি ১৬ আগস্ট ২০০১ সাল

---

৪৮৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ২১, ইসলামিক স্টাডিজ/ব্যক্তি:/অধ্যাপক/১৯৯১

৪৮৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ২২, ইসলামিক স্টাডিজ/ব্যক্তি:/অধ্যাপক/১৯৯৯

৪৮৫. প্রাগুক্ত

৪৮৬. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ২২, ইসলামিক স্টাডিজ/ব্যক্তি:/অধ্যাপক/১৯৯৯, পিএইচ.ডি ডিগ্রি প্রদানের বিজ্ঞপ্তি, মেমো নং ৩৯৩-৪০২/শা-২/গ

৪৮৭. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ২২, ইসলামিক স্টাডিজ/ব্যক্তি:/অধ্যাপক/১৯৯৯, রেজিস্টার অফিস পত্র, সংস্থাপন নং-১/৪৮৯০৬, তারিখ: ২৭,০১, ১৯৯৯

থেকে ১৫ আগস্ট ২০০৪ সাল পর্যন্ত ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ এর সদস্য ছিলেন। ইসলামিক স্টাডিজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদের কার্যকরি মেম্বার ছিলেন। তিনি ২০১৬ সালে ইন্তেকাল পর্যন্ত ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে কর্মরত ছিলেন।

গবেষণাকর্ম

ড. মুজতবা হোছাইন বিভিন্ন বিষয়ে অনেকগুলো গবেষণা প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর সে সকল প্রকাশনাসমূহের একটি তালিকা নিম্নে পেশ করা হলো-

ক. রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থসমূহ

১. *হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স) ঃ সমকালীন পরিবেশ ও জীবন*, এটি শায়খুল হাদীস মাওলানা তফাজ্জল হোছাইন রচিত এগারশত পৃষ্ঠার সীরাত গ্রন্থ। ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন গ্রন্থটির সম্পাদনা করেছেন।
২. *হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স) ঃ মু'জিযার দার্শনিক তাৎপর্য ও মু'জিযা*, এই গ্রন্থটিও মাওলানা তফাজ্জল হোছাইন কর্তৃক লিখিত ও ড. মুজতবা হোছাইন কর্তৃক সম্পাদিত।
৩. *ড: মুহাম্মদ শফীকুল্লাহ কর্তৃক রচিত ইমাম ত্বহাবীর জীবনী* এবং হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান গ্রন্থটির সম্পাদনা। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত, মার্চ ১৯৯৮।
৪. *নামাযের হাকীকত*
৫. মাদ্রাসা বোর্ডের দাখিল শ্রেণির *'মুনশাইব'*এর বাংলা সংস্করণ, এশা'য়াত মনজিল লাইব্রেরী, চকবাজার।
৬. ৭ম শ্রেণির আরবী সাহিত্য *الأدب العربي*
৭. ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ের বি.এ. অনার্সের সিলেবাসভুক্ত আরবী ব্যাকরণ *"মাবাদিউল আরাবিয়া"* এর সরফ অংশের বাংলা সংস্করণ ১৯৮১ সালে এশায়াত মনযিল লাইব্রেরী, চকবাজার, থেকে প্রকাশিত হয়।

খ. প্রবন্ধসমূহ

১. "মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানূতভী" *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, জানু-জুন- ১৯৮২,
২. Shaikh al-Hind Mowlana Mahmud Hasan : His contribution to Education and politics", *The Dhaka University Studies* 'A', December 1984.
৩. উপমহাদেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ও আল্লামা নানূতভী', *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫।
৪. Dr. Serajul Haq. "Imam ibn Taimiya and his projects of reform" *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*. Dec, 1985.
৫. Barbara Daly Metcalf : Islamic Revival in British India : Deoband, 1860-1900" *The Dhaka University Studies* 'A', June 1986.
৬. The Role of Memory in the Preservation of Hadith' *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*. June 1990.
৭. ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান, বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা", *সমালোচনা প্রবন্ধ*, এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা।
৮. "হযরত মাওলানা মামলূক আলী : শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর অবদান" *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*।
৯. "Role of Mowlana Mahmud Hasan in the Freedom Movement of the Sub-Continent" *The Dhaka University Studies* 'A', Vol. 50, No. 2.
১০. মাওলানা আকরম খাঁ ঃ সাংবাদিকতায় তাঁর অবদান, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, সংখ্যা ৪৪।

১১. "হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী ঃ ইলমে তাসাওউফে তাঁর অবদান" *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা* ৩৪ বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

১২. "মাওলানা আকরম খাঁ ঃ সীরাত সাহিত্যে তাঁর অবদান", *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা* ৩৫ বর্ষ, সংখ্যা ১।

১৩. মাওকাফুল ইসলামী লিহাল্লিল মুশকিলাতিল ম'আসিরাত, *আল-হায়'আতুল ইলমিয়্যা*, প্যালেস্টাইন।

১৪. শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান : ইসলামী সাহিত্যে তাঁর অবদান, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮।

১৫. ওহুদ যুদ্ধ ঃ ফলাফল ও নৈতিক শিক্ষা, *সীরাত স্মরনিকা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৯৯৮

১৬. শেষ নবীর আবির্ভাব আরবে কেন? অগ্রপথিক, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন*, ১৯৯৮

১৭. ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত *ইসলামী বিশ্বকোষে* নিম্নোক্ত প্রবন্ধসমূহের ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেনঃ- Abhar, Al-Abhar, Abid b. al-abras, Abi Ward, Al abi wardi, Abkayk

১৮. ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত *ইসলামী বিশ্বকোষে* নিম্নোক্ত বিষয়ে নিবন্ধ লিখেছেন। (ক) "মাহমুদ হাসান মাওলানা", (খ) "কাসিম নানূতভী মুহাম্মদ"

১৯. বিশ্বনবী সাঃ এর নবুয়তের বৈশিষ্ট্য, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, এপ্রিল-জুন ২০০৪

২০. স্বাধীনতা আন্দোলনে শায়খুল হিন্দ ও মাওলানা মাহমুদ হাসান (র.)-এর সাংগঠনিক কার্যক্রম, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, বর্ষ. ৩৮, সংখ্যা. ৩, জানুয়ারী-মার্চ ১৯৯৯, পৃ. ৫-২৩

২১. শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান (র.) ঃ স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর কূটনৈতিক তৎপরতা, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, বর্ষ. ৩৯, সংখ্যা. ২, অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৯, পৃ. ৫-৭০

২২. বিশ্বনবী সাঃ এর নবুয়তের বৈশিষ্ট্য, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, এপ্রিল-জুন ২০০৪

মৃত্যু

ড. মুজতবা হোছাইন ২০১৫ সালের শেষের দিকে শারীরিক অসুস্থতার কারণে বারডেম জেনারেল হাসপাতাল-এ ভর্তি হন। উক্ত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ২০১৬ সালের ৪ঠা জানুয়ারী সকাল ৯:৫০ মিনিটে ইন্তেকাল করেন।[৪৮৮]

শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক (০০.০০.১৯৭৯)

জন্ম ও শৈশবকাল

শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক ১৯১৯ সালে মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলার ভিরিচ খাঁ গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত কাজী পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আলহাজ্ব এরশাদ আলী। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তাঁর মাতা ইন্তেকাল করলে একই জেলার কলমা অঞ্চলে নানা বাড়িতে নানী ও খালার কাছে তিনি লালিত-পালিত হন। আজিজুল হকের বাবা ব্যবসার কাজে বি.বাড়িয়া শহরে অবস্থান করতেন, তাই তাকেও মাত্র সাত বছর বয়সে এই শহরে চলে আসতে হয়। সে সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে বাংলাদেশের বিখ্যাত তিন আলিম শামসুল হক ফরিদপুরী, মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী ও আব্দুল ওয়াহাব পীরজী অবস্থান করছিলেন। তাদের সকলের সাথে মাওলানা আজিজুল হকের বাবার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো, তাই তিনি নিজ পুত্রকে মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরীর বিশেষ তত্ত্বাবধানে অর্পণ করেন।[৪৮৯]

শিক্ষাজীবন

মাওলানা আজিজুল হক নানা বাড়ি কলমা এলাকার মক্তবে কুরআন মাজীদের নাজেরা পড়া শেষ করেন। এরপর মাওলানা ফরিদপুরীর তত্ত্বাবধানে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামি'য়া ইউনুসিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। এখানে

---

৪৮৮. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ২২, ইসলামিক স্টাডিজ/ব্যক্তিঃ/অধ্যাপক/১৯৯৯, Death Certificate, Birdem General Hospital, Death Reg. No. 1414/2016. Date 04 Jan 2016

৪৮৯. মাওলানা মুহাম্মাদ মামুনুল হক, "শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা আজিজুল হক রাহ. : জীবন ও খেদমতের কয়েকটি দিক", *মাসিক আল-কাউসার*, বর্ষ. ০৮, সংখ্যা. ১১, ডিসেম্বর ২০১২

Dhaka University Institutional Repository

তিনি ৪ বছর লেখাপড়া করেন। তারপর ১৯৩১ সালে মাওলানা ফরিদপুরী ও তাঁর দুই সহকর্মী মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী ও আব্দুল ওয়াহাব পীরজী ঢাকা চলে আসেন এবং বড়কাটারায় 'আশরাফুল উলুম মাদরাসা' প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সুবাধে মাওলানা আজিজুল হকও এই মাদ্রাসায় চলে আসেন। এখানে দীর্ঘ বছর লেখাপড়া করার পর ১৯৪০-৪১ সালে দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত করেন। তখন আল্লামা জা'ফর আহমদ উসমানী ঢাকায় অবস্থান করছিলেন। তিনি তখন বড়কাটারা আশরাফুল উলুম মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস ছিলেন। সে সুবাধে মাওলানা আজিজুল হক তাঁর নিকট তাফসীরে বায়যাভী, সহীহ বুখারী ও জামি' তিরমিযী অধ্যয়নের সুযোগ পান।

১৯৪৩ সালে উচ্চ শিক্ষার জন্য ভারতের বোম্বের সুরত জেলার ডাভেলে জামিয়া ইসলামিয়ায় তিনি ভর্তি হন। সেখানে মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহ.), মাওলানা বদরে আলম মিরাঠী (রহ.) প্রমুখের নিকট হাদীসশাস্ত্রে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। শাব্বীর আহমদ উসমানী-এর নিকট সহীহ বুখারী পড়ার সময় তাঁর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ গুরুত্বের সাথে নোট করে রাখতেন। পরবর্তীতে মাওলানা উসমানী দেওবন্দ মাদ্রাসায় চলে আসেন এবং আজিজুল হকের নোটকৃত বুখারীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিরীক্ষাও সম্পাদনার জন্য তাকে একবছরের জন্য নিজের কাছে রেখে দেন। এই সুযোগে মাওলানা আজিজুল হক দারুল উলূম দেওবন্দ-এ তাফসীর বিভাগে ভর্তি হন এবং বিখ্যাত তাফসীরকারক মাওলানা ইদরীস কান্দলভী (রহ.) এর তত্ত্বাবধানে তাফসীর বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। এরপর তিনি ঢাকায় চলে আসেন।[৪৯০]

কর্মজীবন

মাওলানা আজিজুল হক দেওবন্দ থেকে ফিরে এসে কর্মজীবনে পদার্পণ করেন। তিনি ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ঢাকার বড়কাটরা মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত লালবাগ মাদ্রাসায় অধ্যাপনার কাজ করেন। এখানে তিনি বুখারী শরীফের অধ্যাপনায় রত ছিলেন বলে তাকে 'শায়খুল হাদীস' খেতাব দেয়া হয়। লালবাগ মাদ্রাসায় অধ্যাপনাকালী তিনি ১৯৭১ সাল থেকে দুই বছর বরিশাল মাহমুদিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন।

১৯৭৮ সালে এপ্রিল মাসে কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড 'বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ'-এর প্রতিষ্ঠা হলে তিনি প্রথম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৭৯ সাল থেকে তিন বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে বুখারী শরীফের দরসের দায়িত্বও পালন করেন। লালবাগ মাদ্রাসায় অধ্যাপনার দায়িত্ব ছেড়ে ১৯৮৬ সালের দিকে মোহাম্মদপুরের মোহাম্মদী হাউজিং-এ জামিয়া মুহাম্মদিয়া আরাবিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে ১৯৮৮ সালে 'জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া' নামে মাদ্রাসাটি মোহাম্মাদপুরের সাত মসজিদের পার্শ্বে স্থানান্তরিত হয়। জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত মাওলানা আজিজুল হক এই মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা প্রধান ও শায়খুল হাদীসের দায়িত্ব পালন করেন।

উল্লেখ্য যে, এ সময় তিনি আরো কতিপয় মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। যেমন- জামিউল উলুম মাদরাসা, মিরপুর-১৪, দারুস সালাম মাদরাসা, লালমাটিয়া মাদরাসা, সাভার ব্যাংক কলোনী ও বনানী জামিয়া ইসলামিয়া ইত্যাদি। এর বাইরে মাওলানা আজিজুল হক লালবাগ কেল্লা জামে মসজিদ, মালিবাগ শাহী মসজিদ ও আজিমপুর স্টেট জামে মসজিদে খতীব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। জাতীয় ঈদগাহেও বেশ কয়েক বছর ঈদের নামাজের ইমামতি করেছিলেন তিনি। তিনি আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংকের শরীয়া বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবেও দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেন।[৪৯১]

সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন ও তাঁর কৃতিত্ব

মাওলানা আজিজুল হক জাতীয় পর্যায়ের একজন ইসলামিক স্কলার ও প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ ছিলেন। তিনি সামাজিক ভাবে ইসলামী রীতি-নীতি ও কৃষ্টি-কালচার প্রতিষ্ঠায় আজীবন কাজ করে গেছেন। নিম্নে তাঁর কৃতিত্ব ও অবদানসমূহ উপস্থাপিত হলো-

- তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের 'জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম'-এর সভাপতির দায়ত্বি পালন করেন।

৪৯০. https://bit.ly/3DeVVyO , Accessed on 7 July 2021

৪৯১. ড. মাওলানা মো: মোরশেদ আলম সালেহী, *হাদীসচর্চায় বাংলাদেশী মুহাদ্দিসগণের অবদান (১৯৭১-২০১২)* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৮ খ্রি.), পৃ. ১৮৪-৮৫

Dhaka University Institutional Repository

- ১৯৮১ সালে হাফেজ্জী হুজুরের প্রতিষ্ঠিত 'খেলাফত আন্দোলনে' যোগ দেন ও সিনিয়র নায়েবে আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮২ সালে হাফেজ্জী হুজুর (রহ.) এর সফরসঙ্গী হিসেবে ইরান, ইরাক, মধ্যপ্রাচ্য সফর করেন। এ সফরে ইরান-ইরাক যুদ্ধ বন্ধের জন্য ইরানের তৎকালীন সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনী ও ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের সাথে বৈঠক করেন।
- ১৯৮৭ সালে তিনি 'ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন' নামে নতুন একটি দল গঠন করেন। এ সময় তিনি স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন।
- পরবর্তীতে ১৯৮৯ সালের ৮ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস প্রতিষ্ঠা করেন।
- ১৯৯১ সালে কয়েকটি ইসলামী দল নিয়ে ইসলামী ঐক্যজোট গঠন হলে তিনি এর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।
- ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর ভারত সরকারের মদদে অযোধ্যার ঐতিহ্যবাহী বাবরী মসজিদ ভাঙ্গা হলে তিনি এর প্রতিবাদে সরব ভূমিকা রাখেন এবং ১৯৯৩ সালের ২-৪ জানুয়ারী বাবরী মসজিদ পুণ:নির্মাণের উদ্দেশ্যে ঢাকা থেকে যশোর বেনাপোল হয়ে অযোধ্যা অভিমুখে ঐতিহাসিক লংমার্চে নেতৃত্ব দেন।
- ১৯৯৪ সালে গঙ্গার পানি সংকট নিরসন আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।
- ২০০৬ সালের ১৬ আগষ্ট কওমী মাদরাসা সনদের সরকারী স্বীকৃতির দাবীতে পল্টনে আয়োজিত জাতীয় ছাত্র কনভেনশনে দেশ, জাতি ও সরকারের উদ্দেশ্যে তিনি এক দীর্ঘ ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন।[৪৯২]

গবেষণাকর্ম

শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক একজন প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ। হাদীসসহ অন্যান্য বিষয়ে তাঁর কয়েকটি অনবদ্য গ্রন্থ রয়েছে। নিম্নে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর তালিকা উপস্থাপিত হলো-

১. *'বুখারী শরীফের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা'*, ১০ খণ্ডে প্রকাশিত বুখারী শরীফের বিশদ ব্যাখ্যা গ্রন্থটি শায়খুল হাদীস আজিজুল হকের অনন্য সংকলন। ১৯৫২ সালে পবিত্র হজ্জের সফরে এর কাজ শুরু করেন। দীর্ঘ ১৬ বছরের কঠোর পরিশ্রমে তা সমাপ্ত করেন।
২. *'ফজলুল বারী শরহে বুখারী'*, উর্দু ভাষায় বুখারী শরীফের এ ব্যাখ্যা গ্রন্থটি তিনি ছাত্রজীবনেই রচনা করেন। ১৮০০ পৃষ্ঠার বইটি পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছে।
৩. *'মুসলিম শরীফ ও অন্যান্য হাদীসের ছয় কিতাব'*, বিষয় ভিত্তিক হাদীসসমূহ অনুবাদসহ দুটি খন্ড প্রকাশিত হয়েছে।
৪. *মাছনবীয়ে রূমীর বঙ্গানুবাদ*
৫. *পূঁজিঁবাদ, সমাজবাদ ও ইসলাম*
৬. *কাদিয়ানি মতবাদের খণ্ডন*
৭. *মাসনূন দোয়া 'মুনাজাতে মাকবূল'* (অনুবাদ)
৮. *সত্যের পথে সংগ্রাম* (বয়ানসংকলন)

মৃত্যু

শায়খুল হাদীস আজিজুল হক ২০১২ সালের ৮ আগষ্ট, বুধবার প্রায় ৯৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। পরদিন বেলা ১১টার সময় জাতীয় ঈদগাহে তাঁর জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয়। মোহাম্মদপুরের পার্শ্ববর্তী কেরানীগঞ্জের আটিবাজার সংলগ্ন ঘাটারচর পারিবারিক কবরস্থানে তাকে সমাহিত করা হয়। মহান এ মনীষী পারিবারিক জীবনে ৫ ছেলে ও ৮ মেয়ের জনক। তাঁর পরিবারের প্রায় সকলেই আল-কুরআনের হাফিজ।[৪৯৩]

৪৯২. https://bit.ly/3izjsD0 , Accessed on 7 July 2021

৪৯৩. মাওলানা মুহাম্মদ মামুনুল হক, "শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা আজিজুল হক রাহ. : জীবন ও খেদমতের কয়েকটি দিক", প্রাগুক্ত, পৃ. ৫-৬।

শায়খুল হাদীস কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ (০০.০০.১৯৮০)

কাজী মুতাসিম বিল্লাহ ছিলেন একজন দেওবন্দি ধারার বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলার, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, লেখক, সমাজ সংস্কারক, আধ্যাত্মিক গুরু ও ক্ষনজন্মা মহান পন্ডিত ব্যক্তিত্ব। তিনি জামিয়া শরইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা এর মহাপরিচালক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খন্ডকালীন অধ্যাপক ছিলেন। তিনি হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. এর শিষ্যত্ব গ্রহণ ও তাঁর চিন্তাধারার একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। তাকে রসিকতা করে মাদানী রহ. 'চর্তুদশ শতকের 'মুজতাহিদ' খিতাবে ডাকতেন। তিনি একজন সাহিত্য প্রেমী মানুষ ছিলেন। বাংলাদেশের আলেম সমাজে বাংলা সাহিত্যের পথিকৃৎ হিসেবে তাকে মূল্যায়ন করা হয়। তিনি কওমি মাদরাসায় বাংলা ভাষায় পাঠদানের পদ্ধতি চালু করাসহ সাহিত্য সভা, বাংলা সাময়িকী, বক্তৃতা মজলিস ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেন। অপরদিকে মহান এ মনীষী বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালনের মাধ্যমে অবিস্মরণীয় ব্যাক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন। নিম্নে বরেণ্য এ শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারকের সংক্ষিপ্ত জীবনী তুলে ধরা হলো-

জন্ম ও শৈশবকাল

কাজী মুতা'সিম বিল্লাহ ১৯৩৩ সালের ১৫ জুন ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত গোপালপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতা কাজী সাখাওয়াত হুসাইন ছিলেন বিশিষ্ট আলিম ও রাজনীতিবিদ। তার মাতার নাম কুররাতুন নিসা। কাজী পরিবারে জন্মগ্রহণ করায় পারিবারিক সূত্রে তার নামের শুরুতে কাজী উপাধি যোগ করা হয়। কর্মজীবনে তিনি কাজী সাহেব নামেই সমধিক পরিচিত।[৪৯৪]

শিক্ষাজীবন

কাজী মুতা'সিম বিল্লাহ পারিবারিক ঐতিহ্য ও রীতি অনুযায়ী পিতা-মাতার কাছে শিক্ষার প্রাথমিক পাঠ সম্পন্ন করেন। আলিম পরিবার হওয়ার সুবাধে ছোট বেলা থেকে ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হন। গ্রামের স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার পর মাতুলালয়ে গমন করেন। সেখানকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন করে ১৯৪৩/৪৪ সালের দিকে তার বাবার কর্মস্থল যশোরের মনিরামপুর থানার লাউড়ি আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। এই মাদ্রাসায় নহম বা মিজান জামাত/শ্রেণি থেকে উলা বা ফাজিল পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। তিনি ফাজিল বার্ষিক পরীক্ষায় স্টার মার্ক পেয়ে উত্তীর্ণ হন। এরপর ১৯৫৩ সালে তিনি ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসায় গমন করেন। সেখানে 'ফুনুনাত ও মাওকুফ আলাই' বিভাগে অধ্যয়ন করেন। পরবর্তীতে ১৯৫৬ সালে দাওরায়ে হাদীসে ভর্তি হয়ে হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. এর শিষ্যত্ব লাভ করেন এবং তার থেকে হাদীসের সনদ লাভ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছেন- হুসাইন আহমদ মাদানী, ইজাজ আলী আমরুহী, ইবরাহীম বলিয়াভি, কারী মুহাম্মদ তৈয়ব প্রমুখ খ্যাতিমান মনীষীগণ।

কর্মজীবন

১৯৫৭ সালে দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে পড়াশোনা শেষ করে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এ সময় তিনি লাউড়ি আলিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করার মাধ্যমে কর্মজীবনের সূচনা করেন। এরপর ১৯৫৯ সালে ঢাকার প্রসিদ্ধ দ্বীনি এদারা 'বড়কাটারা মাদ্রাসা'তে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তারপর ১৯৬২ সালে কিশোরগঞ্জের জামিয়া ইমদাদিয়ার শিক্ষক হন। ১৯৬৬ সালের শেষের দিকে ময়মনসিংহ কাতলাসেন আলিয়া মাদ্রাসায় প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৯৬৯ সালে ঢাকার যাত্রাবাড়ি এলাকায় 'জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম মাদানিয়া, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে দীর্ঘ আট বছর

৪৯৪. আবু নাঈম মুফতী মুঈনুদ্দীন, **"হযরত আল্লামা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ (রহ.),"** *মাসিক আল-আবরার*, বর্ষ. ২, সংখ্যা. ৭, আগস্ট ২০১৩, পৃ. ৩৯-৪০

মহাপরিচালক ও শায়খুল হাদীসের দায়িত্ব পালন করেন। অত:পর ১৯৭৭ সালে পুনরায় ময়মনসিংহ এর কাতলাসেন আলিয়া মাদ্রাসায় যোগদান করেন। ১৯৭৯-৮০ সালের দিকে এক বছর মিরপুরের জামিয়া হোসাইনিয়া আরজাবাদ' এর শিক্ষক ছিলেন। তারপর ১৯৮০ সালে জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা এর মুহতামিম পদে নিযুক্ত হন। ১৯৯২ সালের শুরুর দিকে তিনি যশোরের দড়টানা মাদ্রাসা ও ১৯৯৪ সালে তাঁতি বাজারের জামিয়া ইসলামিয়াহ-এর মহাপরিচালক ও শায়খুল হাদিস এর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৭ সালে পুনরায় মালিবাগ জামিয়া শরইয়্যাহ এর মহাপরিচালক ও শায়খুল হাদিসের পদ অলংকৃত করেন। আমৃত্যু তিনি উক্ত পদে ই বহাল ছিলেন।

১৯৮০ সালে মালিবাগ মাদ্রাসার মহাপরিচালক থাকাবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে খন্ডকালীন অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেড় বছর দায়িত্ব পালন করেন।[৪৯৫]

গবেষণাকর্ম

কাজী মুতাসিম বিল্লাহ ছিলেন বাংলাদেশের আলিমদের পথিকৃৎ ব্যক্তিত্ব। তিনি একজন সাহিত্যপ্রেমী সমাজসংস্কারক। বাংলা ভাষায় তার একাধিক মৌলিক ও অনুবাদ গ্রন্থ রয়েছে। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন তাফসীর, হাদিস ও ধর্মীয় গ্রন্থের সম্পাদনা করেছেন। আল-কুরআন, সিহাহ সিত্তাহ এর টিকা টিপ্পনী লেখা, বিশ্বকোষের সম্পাদনা পরিষদে দায়িত্ব পালন করার মাধ্যমে বহু গবেষণাকর্ম সম্পাদন করার প্রয়াস পান। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে তার সম্পাদিত বইয়ের সংখ্যা প্রায় ৪২টি। পর্যালোচিত গ্রন্থ সংখ্যা ৫১টি। তার মোট প্রকাশিত স্বতন্ত্র গ্রন্থ সংখ্যা ৬টি। অপ্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে বাংলায় ১টি, উর্দুতে ১টি ও আরবীতে ১টি রয়েছে। তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হলো-

ক. রচিতগ্রন্থ

১. *ইসলামের দৃষ্টিতে জন্ম নিয়ন্ত্রণ*
২. *বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যের সুর (১ম ও ২য় খন্ড)*
৩. *জমিয়ত পরিচিতি*

খ. অনুবাদগ্রন্থ

১. *কিতাবুল আদব*
২. *তানভিরুল মিশকাত (৫ম ও ৬ষ্ঠ খন্ড টিকাসহ)*
৩. *হেদায়া (৪র্থ খন্ডের কিতাবুল ওসায়ার অনুবাদ)*
৪. *মসজিদের মর্মবানী*

অপ্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে 'রদ্দে মওদুদিয়্যাত' ও বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যের সুর এর অবশিষ্ট অংশ রয়েছে।

মৃত্যু

কাজী মুতাসিম বিল্লাহ ২০১৩ সালের ১৫ জুলাই ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিলো ৮০ বছর। তাকে ঢাকার শাহজাহানপুর কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।[৪৯৬]

ড. মুহা. আবদুল বাকী (০২.০৫.১৯৮১)

জন্ম ও শৈশবকাল

ড. মুহা. আবদুল বাকী ১৯৫৩ সালের ১ জানুয়ারী কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত দাউদকান্দি (বর্তমানে তিতাস) থানাধীন বন্দরামপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম মৌলভী আব্দুল হামিদ ও মাতার নাম মধু বিবি।

---

৪৯৫. ব্যক্তিগত সাক্ষাতকার, ড. মুহা: আব্দুল বাকী, আজিমপুরস্থ বাসভবন, ২১ জুন ২০২১

৪৯৬. মাওলানা আবুল ফাতাহ মুহা. ইয়াহইয়া (সম্পা.), *শাইখুল হাদীস আল্লামা কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ (রহ.) স্মারকগ্রন্থ* (ঢাকা: জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ৫৮

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষাজীবন

প্রফেসর ড. মুহা. আব্দুল বাকী ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা থানার অন্তর্গত আড়াই বাড়ি মাদ্রাসা থেকে ১৯৬২ সালে দাখিল পাশ করেন। এরপর কুমিল্লা জেলার ধামতী আলিয়া মাদ্রাসা থেকে ১৯৬৬ সালে আলিম পাশ করেন। ১৯৬৮ সালে ধামতি আলিয়া মাদ্রাসা থেকে ফাযিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান এবং ১৯৭০ সালে কামিল (হাদীস) পরীক্ষায় ১ম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। ১৯৭১ সালে ঢাকার প্রসিদ্ধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৎকালীন জগন্নাথ কলেজ থেকে আই.এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে কৃতকার্য হন। অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ভর্তি হন এবং উক্ত বিভাগ থেকে ১৯৭৪ সালে স্নাতক ও ১৯৭৫ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। উভয় পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। ১৯৯৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে ড. এ.বি.এম হাবীবুর রহমান চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে পিএইচ.ডি ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। তাঁর পিএইচ.ডি গবেষণার বিষয় ছিলো- “বাংলাদেশে আরবী, ফার্সী ও উর্দুতে ইসলামী সাহিত্য চর্চা (১৮০১-১৯৭১)”।[৪৯৭] এছাড়াও তিনি উর্দু ভাষায় ডিপ্লোমা সম্পন্ন করেছেন বলে তথ্য পাওয়া যায়।

কর্মজীবন

ড. আব্দুল বাকী শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি ২১ অক্টোবর ১৯৭৮ সাল থেকে ১লা মে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত ‘মিরপুর গার্লস আইডিয়াল ল্যাবরেটরী ইনস্টিটিউট’-এ প্রভাষক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। এরপর ২৬ এপ্রিল ১৯৮২ সাল থেকে ২৫ শে আগস্ট ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত খন্ডকালীন মুহাদ্দিস হিসেবে মোহাম্মদপুর আলিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। অতঃপর ২রা মে ১৯৮১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন। ৩রা জুলাই ১৯৮৬ সালে সহকারী অধ্যাপক এবং ৩রা জুলাই ১৯৯২ সালে সহযোগী অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। সবশেষে ৩রা জুলাই ১৯৯৯ সালে অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অনারারি অধ্যাপক পদে কর্মরত রয়েছেন। তিনি ৫ জুলাই ১৯৯৫ থেকে ১৫ আগস্ট ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত বিভাগীয় চেয়ারম্যান-এর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৪ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত সময়ে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের সহকারী হাউস টিউটর, হাউস টিউটর এবং ভারপ্রাপ্ত প্রভোস্ট এর দায়িত্ব পালন করেন।[৪৯৮]

গবেষণাকর্ম

ড. আব্দুল বাকী রচিত একাধিক গবেষণামূলক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস পরিষদের সদস্য। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অধীনে কয়েকটি গবেষণা প্রকল্প সম্পাদন করেছেন। তাঁর গবেষণাকর্মের একটি তালিকা নিম্নে পেশ করা হলো-

ক. গ্রন্থসমূহ

১. *ইসলামী সাহিত্য চর্চায় ঢাকা বিভাগের অবদান*, আলোর ভূবন, বাংলাবাজার, ঢাকা।
২. *বাংলাদেশে বিভিন্ন মুসলিম সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত ও মতাদর্শ*, মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, বাংলাবাজার, ঢাকা।
৩. *“বাংলাদেশে আরবী, ফার্সী ও উর্দুতে ইসলামী সাহিত্য চর্চা”*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫।

খ. প্রবন্ধসমূহ

১. ‘মাওলানা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী’, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, সংখ্যা, মার্চ ১৯৮৪।
২. দারুল উলুম দেওবন্দ প্রসঙ্গে, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, জুন ১৯৮৫।

৪৯৭. https://www.du.ac.bd/faculty/faculty_details/IST/1263, Accessed on 21 June 2021.
৪৯৮. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, ড. মুহা. আব্দুল বাকী, আজিমপুরস্থ বাসভবন, ২১ জুন ২০২১।

৩. 'বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ' গ্রন্থের সমালোচনা, *এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, ডিসেম্বর, ১৯৮৬।
৪. নাদওয়াতুল উলামা : বিকাশ ও ভূমিকা, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭।
৫. আমাদের জাতীয় ইতিহাসে নওয়াব সলীমুল্লাহর স্থান, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৮৮।
৬. ঢাকার কাজী পরিবার, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ঢাকা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৯১।
৭. স্যার আব্দুর রহীম : জীবন ও কর্ম (গ্রন্থ পর্যালোচনা), *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, জুন, ১৯৯১।
৮. নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী : জীবন ও কর্ম, উত্তরাধিকার, *বাংলা একাডেমি*, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮৮।
৯. বৃটিশ আমলে ইংরেজি শিক্ষা সম্পর্কে উপমহাদেশীয় উলামা, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬।
১০. নওয়াব সলীমুল্লাহ : জীবন ও কর্ম, *এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, ডিসেম্বর, ১৯৮৭।
১১. দেওবন্দী উলামার চিন্তার দুটি স্বতন্ত্র ধারা, *ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা*, ঢাকা, নং: ১ ও ৩, ১৪০০ বাংলা।
১২. নবাব সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসাইন : জীবন ও কর্ম, *ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা*, ঢাকা, ১৩৯৮ বাংলা।
১৩. মাওলানা মুহাম্মদ আলী, *ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা*, ঢাকা, ১৩৯৪ বাংলা।
১৪. তাফসীর সাহিত্যের গতিধারা, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, ঢাকা, জুন, ১৯৯০।
১৫. ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে দারুল উলূম দেওবন্দের ভূমিকা, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, এপ্রিল-জুন, ১৯৯৪।
১৬. 'আহমাদ বে' শীর্ষক একটি নিবন্ধ (অনুবাদ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৯৮৭।
১৭. 'বিশ্বনবী (স.) এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব', *সিরাজাম মুনীরা*, ঢাকা, সংখ্যা জানুয়ারী, ১৯৮৩।
১৮. বিশ্বনবী মুহাম্মদ মোস্তফা (স.) ও এলমে গায়েব', *মাসিক তরজুমান*, চট্টগ্রাম সংখ্যা মে, ১৯৮২।
১৯. আল্লাহ ও রাসুলের মহব্বত ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গলের চাবিকাঠী, *রাহমাতুল্লিল আলামীন*, ঢাকা, সংখ্যা ২৮ মে-ডিসেম্বর, ১৯৮২।
২০. মহানবী (স.) বিশ্বজগতের জন্য রহমত স্বরূপ', *রাহমাতুল্লিল আলামীন*, ঢাকা, সংখ্যা ৮ ই জানুয়ারী ১৯৮২।
২১. মহানবী (স.) মহামানব বা অতিমানব, *রাহমাতুল্লিল আলামীন*, ঢাকা, সংখ্যা ঈদে মীলাদুন্নবী-১৯৮৪।
২২. মুসলিম শাসনামলে বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা ও সাহিত্যচর্চা, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৩।
২৩. বাংলাদেশে ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির বিভিন্ন ধারা, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, অক্টোবর ১৯৯৪-সেপ্টেম্বর ১৯৯৫।[৪৯৯]

ড. মুহাম্মদ আব্দুস সাত্তার (১৯.০৯.১৯৮২)

জন্ম

ড. মুহাম্মদ আব্দুস সাত্তার ১৯৪৪ সালের ১ লা মার্চ কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত দেবীদ্বার উপজেলাস্থ জগরী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৌলভী মোঃ আবুল হোসাইন।[৫০০]

৪৯৯. প্রাগুক্ত

শিক্ষাজীবন

ড. মুহাম্মদ আব্দুস সাত্তার ধামতী আলিয়া মাদ্রাসা থেকে ১৯৫২ সালে প্রথম বিভাগে 'দাখিল' পাশ করেন। একই মাদ্রাসা থেকে ১৯৫৬ সালে 'আলিম' পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ এবং ১৯৫৮ সালে ফাযিল পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর ১৯৬০ সালে ছারছীনা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে কামিল পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। মাদরাসা শিক্ষা সমাপ্ত করে সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় পড়া-লেখা শুরু করেন। ১৯৬২ সালে হাই মাদ্রাসা পরীক্ষা পাশ করেন এবং ১৯৬৩ সালে নওয়াব ফয়জুন্নেসা কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৬৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে বি.এ অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে এবং ১৯৬৭ সালে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। পরবর্তীতে ১৯৭৪ সালে ক্যামব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয় এর 'ফ্যাকাল্টি অব ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ' থেকে প্রফেসর আর.বি সারজেন্ট-এর তত্ত্বাবধানে তিনি পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর গবেষণা থিসিসের শিরোনাম হলো- Al Hiri's life and works with an edition of his Wajuh al Quran'।

কর্মজীবন

ড. মুহাম্মদ আব্দুস সাত্তার ১৯৬৭ সালে টি এন্ড টি কলেজে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি উক্ত কলেজে প্রায় দুই বছর কর্মরত ছিলেন। এরপর নারী শিক্ষা মন্দির কলেজ নামক প্রতিষ্ঠানে ইসলামিক স্টাডিজ এর প্রভাষক হিসেবে কিছু দিন কর্মরত ছিলেন। অতঃপর ১৯৬৯-১৯৭৪ সাল পর্যন্ত পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য ক্যামব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান করেন। পিএইচ.ডি শেষে ১৯৭৪-৭৫ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট ডক্টরাল গবেষণায় রত ছিলেন। তারপর ১০ জুলাই ১৯৭৫ সালে তিনি University SAINS Malaysia তে মানবিক বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন এবং ৯ জুলাই ১৯৭৮ পর্যন্ত সেখানে কর্মরত ছিলেন। এরপর তিনি পোস্ট ডক্টরাল রিসার্চ এর জন্য পুনরায় ইংল্যান্ড গমন করেন এবং সেখানে দারুল হিকমা (The House of Wisdom) নামে ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৮২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন।[৫০১] ১৯৮৫ সালের ৩ জুন সহযোগী অধ্যাপক এবং ১৯৯১ সালের ২৭ আগস্ট অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেন।

ড. আব্দুস সাত্তার ১৯৭১-৭৫ সাল পর্যন্ত ক্যামব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয় মুসলিম সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। এ ছাড়াও তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের সদস্য ছিলেন।

গবেষণাকর্ম

ড. আব্দুস সাত্তার বহু গবেষণা প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেছেন। নিম্নে তার রচিত প্রকাশনাসমূহের তালিকা উপস্থাপিত হলো-

ক. রচিত গ্রন্থ

১. *ইসলাম ও জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইসলামিক রিসার্চ একাডেমী, ১৯৯২।*
২. *Islam, the true religion of Allah, Malaysia, 1978.*

---

৫০০. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ১৩, ইসলামী শিক্ষা/ব্যক্তি:/শিক্ষক/১৯৮২

৫০১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ১৩, ইসলামী শিক্ষা/ব্যক্তি:/শিক্ষক/১৯৮২, নিয়োগপত্র, সূত্র নং-১৪৫৮২, তারিখ: ১৯. ০৯. ১৯৮২

৩. *Life and Works of Al-Hiri*
৪. *An Introduction to Islam*
৫. *Wujuh-al-Quran of al-Hiri*

(৩, ৪ ও ৫ নং গ্রন্থগুলো ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশের জন্য গৃহীত হলেও তাঁর ইন্তিকালের পর তা আর প্রকাশিত হয়নি।)

খ. প্রবন্ধসমূহ

১. গণিত-বিজ্ঞান চর্চায় মুসলমানদের অবদান, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, জানুয়ারি-মার্চ, ১৯৯৪।
২. Contribution of Nishapur to Islamic learning, *Asiatic Society Journal*, Decca, December 1985.
৩. Tafsir literature: An Evaluation, *Asiatic Society Journal*, June, 1986.
৪. Wujuh-al Quran, A branch of Tafsir literature, *Islamic Studies Journal*, Islamabad, Pakistan, 1978.
৫. Al Hiri's Kifayat al-Tafsir, A manuscript, *Islamic Studies Journal*, Pakistan, 1977.
৬. Contribution of Muslim Towards Sciences,*University Sains Malaysia*, 1976.
৭. ইসলামের দৃষ্টিতে জ্ঞান বিজ্ঞান, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, জানুয়ারি-মার্চ ১৯৮৬।

মৃত্যু

ড. আব্দুস সাত্তার ২০০১ সালের ৪ঠা মে কাটাবন এলাকায় এক সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২০০১ সালের ২৪ মে দুপুর ১:২০ মিনিটে তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো- ৫৭ বছর।

ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন (২৪.০২.১৯৮৮)

জন্ম

ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন ১৯৫৪ সালের ১লা মার্চ কুমিল্লা জেলার লাকসাম থানার অন্তর্গত পশ্চিমগাঁও গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত আলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মাওলানা আব্দুল মজিদ।[৫০২]

শিক্ষাজীবন

ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন ১৯৬৭ সালে দৌলতগঞ্জ গাজীমুরা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে দাখিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৬৯ সালে একই মাদ্রাসা থেকে আলিম পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ৩য় হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। অতঃপর ১৯৭১ সালে একই মাদ্রাসা থেকে ফাযিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৭৩ সালে নওয়াব ফয়জুন্নেসা মহাবিদ্যালয় থেকে এইচ.এস.সি পরীক্ষায় ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৭৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে বি.এ অনার্স পরীক্ষায় ১ম শ্রেণিতে প্রথম এবং ১৯৭৭ সালে একই বিভাগ থেকে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি ১৯৯৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর গবেষণা থিসিসের শিরোনাম ছিলো- "বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সুফীদের অবদান ১৭৫৭-১৮৫৭"। তাঁর গবেষণা অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন- ড. আ.ন.ম. রইছউদ্দিন।[৫০৩]

কর্মজীবন

ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন ২৮ এপ্রিল ১৯৮৪ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশে ভাষা শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন এবং ২৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। অতঃপর ২৪ ফেব্রুয়ারী

---

৫০২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ২০, ইসলামিক স্টাডিজ/ব্যক্তি:/অধ্যাপক/২০০৩

৫০৩. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। তিনি ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ সালে সহকারী অধ্যাপক, ১১ জানুয়ারী ১৯৯৯ সালে সহযোগী অধ্যাপক এবং ২৮ ডিসেম্বর ২০০৩ সালে অধ্যাপক পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হন।[৫০৪] ১৬ আগস্ট ২০০৪ সাল থেকে তিন বছর তিনি বিভাগীয় চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৮ সালের শেষের দিকে এসে তিনি প্যারালাইসিস রোগে আক্রান্ত হন। স্ট্রোক, হৃদরোগ, কিডনী সহ নানাবিধ সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে শিক্ষকতার দায়িত্ব যথাযথ ভাবে আঞ্জাম দিতে অপারগ হয়ে পড়েন। যার পরিপ্রেক্ষিতে ২৭ অক্টোবর ২০১৪ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন।[৫০৫]

ড. রুহুল আমীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতার পাশাপাশি 'এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ'-এর ভিজিটিং প্রফেসর ছিলেন। এ ছাড়াও তিনি ন্যাশনাল লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড এর শরীয়াহ কাউন্সিলের মেম্বার ছিলেন।

গবেষণাকর্ম

ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন উপমহাদেশের প্রাক-ইসলামিক ইতিহাস, বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ, ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে অনেকগুলো গবেষণা প্রবন্ধ রচনা করেছেন। নিম্নে তাঁর রচিত গবেষণাকর্মসমূহের একটি তালিকা পেশ করা হলো-

ক. রচিত গ্রন্থ

১. *মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস*, আরাফাত পাবলিকেশন্স, বাংলাবাজার, ঢাকা, ১৯৯৫।

খ. প্রবন্ধসমূহ

১. 'শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা (রহ.)', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, একত্রিশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা ও বত্রিশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ও জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৯২।
২. 'মানব ধর্ম ঃ আল-ইসলাম', *দর্শন ও প্রগতি*, ১১শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা জুন-ডিসেম্বর ১৯৯৪, গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৩. ইসলামে মানবাধিকার ঃ নাগরিক ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গ', *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, যুক্ত সংখ্যা, ৪৭, ৪৮, ৪৯ অক্টোবর ১৯৯৩, জুন ১৯৯৪।
৪. 'বাংলা সীরাত সাহিত্য ঃ উদ্ভব ও বিকাশধারা', *সাহিত্য পত্রিকা*, ৪০ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৫. 'শায়খ শরফুদ্দিন আহমদ ইয়াহইয়া মুনিরী ঃ জীবন ও কর্ম', *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, ষষ্ঠদশ খন্ড, ১ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৪০৫।
৬. 'দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাত ঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ', *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, ৬৫ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৯৯।
৭. "শায়খ আহমাদ সিরহিন্দীর সূফী চিন্তাধারা", *দর্শন ও প্রগতি*, ১৭শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০০০।
৮. "বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মাদকদ্রব্য ও মাদকাসক্তি ঃ ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি", *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৪২ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ-২০০৩।
৯. ইসলামে সমাজ-কল্যাণ চিন্তা ও তার ব্যাপ্তি, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৪২ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ, ২০০৩।

---

৫০৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ২০, ইসলামিক স্টাডিজ/ব্যক্তি:/অধ্যাপক/২০০৩, নিয়োগপত্র, সূত্র নং- ২০১২৪, তারিখ: ৩. ১. ২০০৪

৫০৫. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নং ২০, ইসলামিক স্টাডিজ/ব্যক্তি:/অধ্যাপক/২০০৩, অবসর গ্রহণের পত্র, সূত্র, প্রশা-১/২১৪৪০, তারিখ: ২৯.১০.২০১৪,

১০. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামের ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থা ঃ পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, সংখ্যা: ৭৬, জুন, ২০০৩।

১১. ইসলামী অর্থব্যবস্থায় উশর ঃ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর একটি প্রায়োগিক পর্যালোচনা, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৪৪ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০০৪।

১২. ইসলামী বিশ্বকোষে প্রকাশিত প্রবন্ধমালা

- 'আবু ইউসুফ ইয়াকুব', *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা, ১৫২-৫৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।
- 'ইবনুল আব্বার', *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা, ২৮৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।
- ইবরাহীম ইবন আলী ইবন হাসান আস-সাক্কা, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা, ৩৯৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।
- ইবরাহীম ইবনুল আশতার', *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা, ৪০৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

মৃত্যু

ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন ২০১৭ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারী বিকাল ৫ ঘটিকায় ধানমন্ডিতে ইন্তেকাল করেন। লাকসামে তাঁর নিজ গ্রামে তাকে সমাহিত করা হয়।

ড. মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ (২২.১২.১৯৯০)

জন্ম

ড. মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ ১৯৬৭ সালের ১লা জানুয়ারী গাজীপুর জেলার সদর থানার অন্তর্গত বলধা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মো: আবুল কাশেম এবং মাতার নাম মোসাঃ গোলনাহার।

শিক্ষাজীবন

ড. মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ ১৯৭৭ সালে খাতিয়া বন্দান ইসলামিয়া জুনিয়র মাদ্রাসা থেকে দাখিল পরীক্ষায় ১ম বিভাগে ৫ম স্থান, ১৯৭৯ সালে দুর্বাটি মদীনাতুল উলুম কামিল মাদ্রাসা থেকে আলিম পরীক্ষায় ১ম বিভাগে ৪র্থ স্থান এবং ১৯৮১ সালে কামরা মাশুক সিনিয়র মাদ্রাসা থেকে ফাযিল পরীক্ষায় ১ম বিভাগে ৭ম স্থান অর্জন করেন। অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে ১৯৮৫ সালে স্নাতক পরীক্ষায় ১ম শ্রেণিতে ২য় স্থান ও ১৯৮৬ সালে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় ১ম শ্রেণিতে ৫ম স্থান অর্জন করেন। শিক্ষাজীবনের পরিক্রমায় তিনি ২০০১ সালে "শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা, শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মুনায়রী ও নূর কুতবুল আলম (র.) ঃ সাধকত্রয়ের জীবন ও কর্মের উপর তুলনামূলক সমীক্ষা" বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে পিএইচ.ডি সম্পন্ন করেন। তাঁর গবেষণা অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন- ড. আ.ন.ম. রইছউদ্দিন।[৫০৬]

কর্মজীবন

ড. মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ ১৯৯০ সালের ২২ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে লেকচারার হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। ১৯৯৪ সালের ৩০ অক্টোবর সহকারী অধ্যাপক, ২০০৩ সালের ২১ মে সহযোগী অধ্যাপক এবং ২০০৬ সালের ৫ সেপ্টেম্বর অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। তিনি ২০০৮ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারী থেকে ২০১১ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন

৫০৬. https://www.du.ac.bd/faculty/faculty_details/IST/2591, Accessed on 21 June 21

Dhaka University Institutional Repository

করেন। এছাড়াও ৩রা এপ্রিল ২০০৪ থেকে ২রা এপ্রিল ২০১৪ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জহুরুল হক হলের হাউজ টিউটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২১ জুলাই ২০১৪ সাল থেকে ২০ জুলাই ২০১৭ সাল পর্যন্ত ড. সিরাজুল হক ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র-এর ডিরেক্টর পদে কর্মরত ছিলেন।[৫০৭]

গবেষণাকর্ম

ড. মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ বহু গবেষণা প্রবন্ধ ও নিবন্ধ রচনা করেছেন। নিম্নে তাঁর গবেষণাকর্ম সমূহের একটি তালিকা পেশ করা হলো-

প্রবন্ধসমূহ

১. ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ঃ মানব মর্যাদা, ইবাদত ও সৃষ্টিসেবা, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, খণ্ড. ৭৭-৭৮, অক্টোবর, ২০০৩ - ফেব্রুয়ারী, ২০০৪, পৃ. ৫৯-৮২।

২. ইসলামী সংস্কৃতি ঃ একটি সমীক্ষা, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, এপ্রিল-জুন, ১৯৯৪, পৃ. ৭৬-৯২।

৩. দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাত ঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, খন্ড. ৬৫, অক্টোবর, ১৯৯৯, পৃ. ৭১-১১৪।

৪. ইবন হিশাম ও জীবনী সাহিত্য, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, খন্ড. ৫০, ৫১ ও ৫২, অক্টোবর,১৯৯৪, জুন, ১৯৯৫, পৃ. ১২৯-১৩৭।

৫. ইসলামী দৃষ্টিকোণে গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতায় দায়িত্ববোধ, *দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ পত্রিকা*, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, খন্ড. ১১, সংখ্যা নং. ২, জুন, ২০০৩, পৃ. ৮১-৯০।

৬. আল্লামা ‘উমর নাসাফী ঃ জীবন ও কর্ম, *উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খন্ড. ৮, জুন, ১৯৯৪, পৃ. ১৩৭-১৫০।

৭. শায়খ শারফুদ্দিন আহমাদ ইয়াহইয়া মানেরী (র)-এর সুফী চিন্তাধারা, *দর্শন ও প্রগতি পত্রিকা*, গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, খন্ড. ২৩, সংখ্যা নং. ১ ও ২, জুন-ডিসেম্বর, ২০০৬, পৃ. ৪৭-৬৫।

৮. জালালুদ্দীন সুয়ূতী ঃ হায়াতুহু ওয়া আছারুহু, (আরবী ভাষায়), *ঢাকা ইউনিভার্সিটি এ্যারাবিক জার্নাল*, জুন, ১৯৯৮, জুন, ১৯৯৯, পৃ. ২৩১-২৪৮।

৯. জিবরান খলিল জিবরান : ব্যক্তি সাহিত্য ও চিন্তাধারা, *কলা অনুষদ পত্রিকা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সংখ্যা ১, জুলাই, ২০০৫, জুন, ২০০৬, পৃ. ১৬৩-১৭৬।

১০. ইসলামে সুফীবাদের উদ্ভব ও বিকাশ, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, খন্ড. ৪৬, সংখ্যা. ১, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০০৬, পৃ. ৫৪-৭০।

১১. ইসলামে সুফী দর্শন, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, খন্ড.৩৬, সংখ্যা. ৩, জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৯৭, পৃ. ২০-৩৯।

১২. The Arab Genius Al- Khwarizmi: His Life and Scientific Thoughts, *The Dhaka University Journal of Islamic Studies*, vol.Vol-1, no.1, January-June-2007, pp. 31-53.

১৩. ইসলামে নারীর অধিকার, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, খন্ড. ৩৯, সংখ্যা. ৩, জানুয়ারী-মার্চ, ২০০০, পৃ. ৫-২৮।

১৪. বাংলা সীরাত সাহিত্য ঃ উদ্ভব ও বিকাশধারা, *সাহিত্য পত্রিকা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খন্ড. ৪০, সংখ্যা. ২, ফালগুন, ১৪০৩, পৃ. ৯৯-১১৮।

১৫. শায়খ আহমাদ সিরহিন্দীর সুফী চিন্তাধারা, *দর্শন ও প্রগতি পত্রিকা*, গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খন্ড. ১৭, সংখ্যা, ১, ডিসেম্বর, ২০০০, পৃ. ৮৭-১০১।

১৬. ইসলামে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিকাশ, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, খন্ড. ৪৬, সংখ্যা. ৪, এপ্রিল-জুন, ২০০৭, পৃ. ৭-২৭।

৫০৭. ড. মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ-এর নিকট থেকে প্রাপ্ত জীবনবৃত্তান্ত।

Dhaka University Institutional Repository

ড. মুহাম্মদ শফিক আহমেদ (০৬.০৮.১৯৯২)

জন্ম

ড. মুহাম্মদ শফিক আহমেদ ১৯৬৭ সালের ১লা মার্চ চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ থানাধীন বড়গাঁও গ্রামের এক মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মাওলানা নুর মুহাম্মদ এবং মাতার নাম মাহবুবা খানম। কর্মজীবনে ড. শফিক আহমেদ এর বাবা কামতা ফাযিল মাদ্রাসা, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর এর সাবেক অধ্যক্ষ ছিলেন।

শিক্ষাজীবন

ড. মুহাম্মদ শফিক আহমেদ বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড এর অধীনে অনুষ্ঠিত ১৯৭৯ সালের দাখিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ৫ম স্থান অধিকার করেন। ১৯৮১ সালে আলিম পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ প্রাপ্ত হন এবং ১৯৮৩ সালে ফাযিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ৫ম স্থান অধিকার করেন। পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে ১৯৮৭ সালে বি.এ অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে ৮ম এবং ১৯৮৮ সালে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেনীতে প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। ২০০১ সালে Human Rights in UN Instruments and Islam বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে পিএইচ.ডি সম্পন্ন করেন। তাঁর গবেষণা অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন- অধ্যাপক ড. আ.ন.ম. রইছউদ্দিন।[৫০৮]

ড. শফিক আহমেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট থেকে জুনিয়র ইংলিশ সার্টিফিকেট কোর্স সম্পন্ন করেন ও প্রথম শ্রেণিতে ৭ম স্থান অর্জন করেন। মানারাত ইন্টারন্যাশনাল স্কুল-এ মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ‘আরবী ভাষা কোর্স’ সম্পন্ন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদের উদ্যোগে আয়োজিত ‘কম্পিউটার ফান্ডামেন্টাল কোর্স’ও তিনি সম্পন্ন করেন।

কর্মজীবন

ড. মুহাম্মদ শফিক আহমেদ ১৯৯২ সালের ৬ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের লেকচারার পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তারপর ১৯৯৬ সালের ২৪ এপ্রিল সহকারী অধ্যাপক ও ২০০৩ সালের ২১ মে সহযোগী অধ্যাপক এবং ২০০৬ সালের ৫ সেপ্টেম্বর অধ্যাপক পদে নিয়োগ লাভ করেন। তিনি ২০১১ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারী থেকে ২০১৪ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান এর দায়িত্বপালন করেন। ড. শফিক আহমেদ ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত এসএম হল ও ২০০৩ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের হাউজ টিউটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২০১৭-২০২০ সাল পর্যন্ত ড. সিরাজুল হক ইসলামী গবেষণা কেন্দ্রের ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[৫০৯] এ ছাড়াও তিনি বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের গবেষণা সংশ্লিষ্ট কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এছাড়াও তিনি পিপলস ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশে খন্ডকালীন শিক্ষক হিসেবেও অধ্যাপনা করছেন।

গবেষণাকর্ম

ড. মুহাম্মদ শফিক আহমেদ-এর একাধিক গবেষণা প্রবন্ধ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তার গবেষণা ক্ষেত্রগুলো হলো- দাসপ্রথা ও ইসলাম, ইসলামে মানবাধিকার, ইসলামের ব্যবসা নীতি, হাদীসের প্রামাণ্যতা ও ইসলামে নারীবাদ ইত্যাদি।

নিম্নে তাঁর গবেষণা প্রবন্ধের তালিকা পেশ করা হলো-

---

৫০৮. https://www.du.ac.bd/faculty/faculty_details/IST/1266, Accessed on 6 June 2021

৫০৯. প্রাগুক্ত

১. On the Rights Given to Salves in the First Half of the Seventh Century", *Islamic Culture,* Volume LXXIV, No. 2, April 2000, pp. 37-46, Hyderabad-Deccan, India.
2. Right to Own Property and Security of Property in Islamic Law", Islam and the Modern Age, Volume XXXV, No. 2, February 2004, pp. 81-96, Jamia Millia Islamia, New Delhi, India.
৩. "Social Security Right in Islam", *Islam and the Modern* Age, Volume XXXVIII, No. 1, February 2007, pp. 31-41, Jamia Millia Islamia, New Delhi, India.
৪. Human Rights Violations: Remedies in Islam", *Islam and the Modern Age,* Volume XXXVIII, No. 3, August 2007, pp. 45-52, Jamia Millia Islamia, New Delhi, India.
৫. "The Treatment of Slaves in the Ancient and Medieval Ages", *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ*, কলা অনুষদ জার্নাল, খন্ড. ৫৩, সংখ্যা. ১, জুন, ১৯৯৬, পৃ. ৭৭-৯২।
৬. ইসলামে মানবাধিকার: নাগরিক ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গ, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, ভলিউম. ৪৭,৪৮,৪৯, সংখ্যা নং. ৪,১,২, অক্টোবর ১৯৯৩, জুন ১৯৯৪, পৃষ্ঠা. ১৫৩-১৮৭।
৭. ইসলামে যুদ্ধকালীন মানবাধিকার, *দর্শন ও প্রগতি*, গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ভলিউম. ১৩, নং. ১১, জুন-ডিসেম্বর ১৯৯৬, পৃষ্ঠা. ১০৭-১২৭।
৮. "Scientific Methodology for the Authentication of Hadith Materials", *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ*, কলা অনুষদ জার্নাল, খন্ড. ৫৫, সংখ্যা. ২, ডিসেম্বর, ১৯৯৮, পৃ. ১০৭-১২৭।
৯. "Prohibited Trades in Islam", *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ*, কলা অনুষদ জার্নাল, খন্ড. ৫৬, সংখ্যা. ১, জুন, ১৯৯৯, পৃ. ১৭১-১৮৩।
১০. "Morality in Trade Under the Perspective of Islam", *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, খন্ড. ৪৪, সংখ্যা. ২, ডিসেম্বর, ১৯৯৯, পৃ. ৬১-৮৩।
১১. "The Methodology and Role of Hadith in Explaining the Holy Quran", *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, খন্ড. ৪৫, সংখ্যা. ১, জুন, ২০০০, পৃ. ২৫-৩০।
১২. "Islam on the Right to Justice Under an Independent Judiciary", *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ*, কলা অনুষদ জার্নাল, খন্ড. ৫৯, ৫৯, ৬০, সংখ্যা. ১, ২, ৩, জুন, ২০০২, ডিসেম্বর, ২০০২, পৃ. ১০৯-১২৮।
১৩. "Political Rights in Islam", *দর্শন ও প্রগতি*, গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, খ. ৩২-৩৪, সংখ্যা. ১, ২, জুন-ডিসেম্বর ২০০৩, পৃ. ৮৩-১২০
১৪. "Civil Rights in Islam", *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ*, কলা অনুষদ জার্নাল, খন্ড. ৬০, সংখ্যা. ২, ডিসেম্বর, ২০০৩, পৃ. ১২১-১৫৪।
১৫. "Islamic Idea of Human Rights", *দর্শন ও প্রগতি*, গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, খ. ৪১-৪২, সংখ্যা. ১, ২, জুন-ডিসেম্বর ২০০৭, পৃ. ১১-৩০
১৬. "Rights of Workers in Islamic Law", D*haka University Journal of Business Studies,* Vol. XXV, No. 2, Dec 2004, pp. 225-236.
১৭. "The Rights of the Minorities in Islam", *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ*, কলা অনুষদ জার্নাল, খন্ড. ৬২, সংখ্যা. ১, জুন, ২০০৫, পৃ. ৭৯-১০৪।
১৮. Human Rights Law: Its Early Development and Reconciliation with Shari'h", *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ*, কলা অনুষদ জার্নাল, খন্ড. ৬২, সংখ্যা. ২, ডিসেম্বর, ২০০৫, পৃ. ৫১-১৬৮।

১৯. "Rights of Women in Islam", *কলা অনুষদ জার্নাল*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খন্ড. ১, সংখ্যা. ১, জুলাই, ২০০৫, জুন ২০০৬, পৃ. ১৫৫-১৬৮।

কনফারেন্সে অংশগ্রহণ

২০১৮ সালের ১৮ অক্টোবর তিনি মরহুম বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী এর উপর তুরস্কের ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে যোগদান করেন এবং "Racial Tolerance in Inta-Muslim Relation in the Light of the Qur'n, Hadith and Bediuzzaman Said Nursi's Thougt" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ (০১.১০.১৯৯৭)

জন্ম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ শতাব্দীকালের পথযাত্রায় যে সব খ্যাতিমান শিক্ষকবৃন্দের দ্বারা সমাদৃত হয়েছে, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ড. আব্দুর রশীদ ১৯৬৮ সালের ১লা মার্চ পিরোজপুর জেলার অন্তর্গত নেছারাবাদ উপজেলার সেহাংগল গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৌলভী মুহাম্মদ সুলতান হোসাইন এবং মাতার নাম রিজিয়া বেগম।

শিক্ষাজীবন

ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ ছারছীনা দারুসসুন্নাত আলিয়া মাদ্রাসা থেকে ১৯৮০ সালে দাখিল ও ১৯৮২ সালে আলিম পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। একই মাদ্রাসা থেকে ১৯৮৪ সালে ফাযিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ১৪তম স্থান অর্জন করেন। অতঃপর ড. আব্দুর রশীদ উচ্চশিক্ষার জন্য প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়'-এর ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ভর্তি হন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮৮ সালে স্নাতক ও ১৯৮৯ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। উভয় পরীক্ষাতেই তিনি প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। অতঃপর ২০০২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে "শাহ ওয়ালীউল্লাহ দিহলবী ঃ জীবন ও চিন্তাধারা" (Shah Wali Allah Dehlawi: Life and Thoughts) শীর্ষক বিষয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। তাঁর গবেষণা অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ড. আ.ন.ম. রইছউদ্দিন।

কর্মজীবন

ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ আবু যর গিফারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ-এ প্রভাষক পদে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবনের সূচনা করেন। তিনি এ প্রতিষ্ঠানে ৬ নভেম্বর ১৯৯৫ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। অতঃপর ১৯৯৭ সালের ১ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে লেকচারার পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। ২০০০ সালের ৭ নভেম্বর সহকারী অধ্যাপক, ২০০৩ সালের ২১ সহযোগী অধ্যাপক ও সর্বশেষ ২০০৬ সালের ৫ সেপ্টেম্বর অধ্যাপক পদে তিনি উন্নীত হন। ড. আব্দুর রশীদ ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৪ থেকে ১৭ই ফেব্রুয়ারী ২০১৭ পর্যন্ত বিভাগীয় চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও একই সময়ে তিনি বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ২০২০ সালের ২১ জুলাই থেকে তিনি ড. সিরাজুল হক ইসলামী গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।[৫১০]

ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ অত্যন্ত কর্মঠ ও যোগ্য একজন প্রশাসক। তাঁর কর্মদক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২০ সালের ১ জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে কবি জসিমউদ্দীন হলের প্রাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। এ পদেও তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

৫১০. https://www.du.ac.bd/faculty/faculty_details/IST/1260, Accessed on 22 June 2021

কৃতিত্ব ও অবদান

ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ অত্যন্ত সফল একজন ব্যক্তিত্ব। তিনি যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন সেখানেই দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর কৃতিত্বসমহের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো:-তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের কারিকুলাম প্রণয়ন করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন বিভাগ হওয়া সত্ত্বেও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের কোন কারিকুলাম অতীতে ছিলো না। তিনি এবং তাঁর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি দীর্ঘ শ্রম ও সাধনার বিনিময়ে বিভাগের অত্যন্ত যুগোপযোগী একটি কারিকুলাম প্রণয়নে সক্ষম হন। ডিসেম্বর ২০১৮ সালে অনার্স ও মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্য প্রণীত আলাদা দুটি কারিকুলাম মুদ্রিত হয়।

তাঁর আরেকটি উল্লেখযোগ্য অবদান হলো ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ অ্যালামনাই এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীনতম বিভাগ হিসেবে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ তাঁর যাত্রার শত বছর পূরণের দ্বারপ্রান্তে এলেও বিভাগের কোন এ্যালামনাই এসোসিয়েশন না থাকা ছিলো বিস্ময়কর ও দুর্ভাগ্যজনক। অথচ নিজেদের মধ্যে সম্পর্কোন্নয়ন ও পারস্পরিক যোগাযোগের জন্য অ্যালামনাই এসোসিয়েশন ছিলো অনিবার্য বাস্তবতা। যাহোক এ প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করে ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ ১৬ জুন ২০১৬ সালে বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দের সহযোগিতায় ইসলামিক স্টাডিজ অ্যালামনাই এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে তিনিই এ সংগঠনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন।

এছাড়াও ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ রেডিও, টেলিভিশনে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একজন ধর্মীয় বক্তা হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলছেন। ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান, ধর্মের বিভিন্ন বিধানাবলী কুরআন সুন্নাহর আলোকে উপস্থাপন এবং ধর্মের অপব্যাখ্যা ও ধর্মীয় কুসংস্কার রোধে ড. আব্দুর রশীদের ভূমিকা ও অবদান ইতোমধ্যে সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে।

বিভিন্ন সংগঠনের দায়িত্ব পালন

ড. আব্দুর রশীদ প্রথিতযশা খ্যাতিমান ইসলামিক স্কলার হিসেবে সারা দেশে পরিচিতি লাভ করেছেন। তিনি শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় অঙ্গনসহ বিভিন্ন কর্মকান্ড সম্পাদনের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত অসামান্য অবদান রেখে চলেছেন। তিনি বিভিন্ন সংগঠন, সাময়িকী ও জার্নালের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। তিনি একাধারে একজন শিক্ষাবিদ, গবেষক, সম্পাদক, সংগঠক ও প্রশাসক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি যে সকল দায়িত্বে ছিলেন বা রত আছেন তার একটি তালিকা পেশ করা হলো-

১. চেয়ারম্যান: শরীয়াহ সুপারভাইজরি কমিটি, সোনালী ব্যাংক লি. ঢাকা।
২. চেয়ারম্যান: শরীয়াহ সুপারভাইজরি কমিটি, অগ্রণী ব্যাংক লি. ঢাকা, বাংলাদেশ।
৩. সম্মানিত খতিব (ইসলামিক স্পিকার): বাইতুল মুবারক জামে মসজিদ, ৩২০ ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, সোনারগাও রোড, কলাবাগান, ঢাকা, ১০০০।
৪. চেয়ারম্যান: নীলক্ষেত হাই স্কুল ম্যানেজিং কমিটি।
৫. সদস্য: Institutional Review Board (IRB), Institute of Epidemiology Disease Control & Research (IEDCR). Mohakhali, Dhaka-1212.
৬. সদস্য: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়-এর ইনস্টিটিউশনাল রিভিউ বোর্ড।
৭. সদস্য: একাডেমিক কাউন্সিল, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৮. সদস্য: এক্সিকিউটিভ কমিটি, সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড-ইসলামিক ব্যাংক বাংলাদেশ, ট্রেড সেন্টার, ৬৯/১. পুরানা পল্টন লাইন, ভিআইপি রোড, কাকরাইল, ঢাকা।
৯. সদস্য: শরীয়াহ সুপারভাইজরি কমিটি, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ, রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল।
১০. সদস্য: শরীয়াহ সুপারভাইজরি কমিটি, প্রাইম ব্যাংক লি.।
১১. সদস্য: শরীয়াহ সুপারভাইজরি কমিটি, ইউনাইটেড কমার্সিয়াল ব্যাংক লি.।

১২. সদস্য: শরীয়াহ সুপারভাইজরি কমিটি, হজ্ব ফাইন্যান্স কোম্পানী লি. (বাংলাদেশ মালোয়েশিয়া জয়েন্ট ভ্যাঞ্চার কোম্পানী)।

১৩. সাবেক সিন্ডিকেট সদস্য, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

১৪. সাবেক সদস্য: ইথিক্যাল রিভিউ কমিটি, আই সি ডি ডি আর বি, ৬৮ শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ স্মরণী, মহাখালী, ঢাকা।

১৫. ডিরেক্টর: ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ, ৩২০ সোনারগাঁও রোড, ঢাকা।

১৬. সম্পাদক: সবুজ মিনার, মাসিক গবেষণা পত্রিকা, ৩২০ সোনারগাঁ রোড, ঢাকা।

১৭. আজীবন সদস্য: এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ঢাকা।

১৮. আজীবন সদস্য: বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১৯. আজীবন সদস্য: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই এসোসিয়েশন।

গবেষণাকর্ম

ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ একজন শিক্ষাবিদ ও গবেষক হিসেবে বহু গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেছেন। এম.ফিল ও পিএইচ.ডি ডিগ্রির সুপারভাইজর হিসাবেও অসামান্য অবদান রেখেছেন। তাঁর অধীনে এ পর্যন্ত প্রায় ২১জন গবেষক পিএইচ.ডি ডিগ্রি এবং ১৪জন গবেষক এম.ফিল ডিগ্রি লাভ করেছেন। নিম্নে তাঁর গবেষণাকর্মসমূহ-এর তালিকা তুলে ধরা হলো-

ক. সম্পাদিত গ্রন্থাবলি

১. *A Quest For Islamic Learning: Essays In memory of Professor Serajul Haque* (Editorial Board: Professor Dr. Md. Akhtaruzzaman, Professor Dr. A.N.M. Raisuddin, Professor Dr. Najma Begum, Professor Dr. Mohammad Ibrahim, **Professor Dr. Muhammmad Abdur Rashid**). জেনারেল সেক্রেটারী, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ৫ ওল্ড সেক্রেটারিয়েট রোড, নিমতলী, রমনা, ঢাকা- কর্তৃক ২০১১ সালে প্রথম প্রকাশিত।

২. *"পীরে কামেল ও মুকাম্মেল আলহাজ্জ হযরত মাওলানা অধ্যাপক মুহাম্মদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) এর জীবন দর্শন ও তাসাউফ চর্চা"*, (লেখক: সেলিম-উল ইসলাম সিদ্দিকী), প্রকাশনায়: সিদ্দীকি ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ: ২০১২।

৩. *"ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান"*, (লেখক: ড. আশিকুর রহমান.), ঢাকা-১২০৫, চিত্রা প্রকাশনী, কাটাবন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: ২০১৬।

৪. *আর রিসালাতুল কুশায়রিয়্যাহ*, (রচনা: ইমাম আবুল কাসিম আব্দুল কারীম ইবন হাওয়াযিন আল-কুশায়রী, আরবী থেকে অনুবাদ; আব্দুল্লাহ যোবায়ের, ঐতিহ্য, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারী ২০১৬।

৫. *আল কুরআন বিশ্বকোষ ১ম খন্ড*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা, ২০১৭।

৬. *আল কুরআন বিশ্বকোষ ২য় খন্ড*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা, ২০১৭।

৭. *শায়খ আব্দুল কাদির জিলানি রহ. প্রণীত ফুতুহুল গায়ব এর ব্যাখ্যা*, (রচনা: শায়খুল ইসলাম তাকি উদ্দিন ইবন তাইমিয়া আল হাররানি রহ., আরবী থেকে অনুবাদ: আব্দুল্লাহ যোবায়ের), ঐতিহ্য, বাংলাবাজার, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ: মে ২০১৮।

৮. *ইয়াযিদকে নিন্দা করার বৈধতা ও বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তিখন্ডন*, (রচনা: ইমাম আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযি রহ. , আরবী থেকে অনুবাদ: আব্দুল্লাহ যোবায়ের), ঐতিহ্য, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারী ২০১৯।

৯. *শায়খ আব্দুল কাদির জিলানি রহ.: জীবনদর্শন*, (রচনা: ইমাম ইবন হাজার আসকালানি, আরবী থেকে অনুবাদ: আব্দুল্লাহ যোবায়ের), ঐতিহ্য, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারী ২০১৯।

১০. *নারী সুফিদের জীবন কথা*, (রচনা: ইমাম আবু আব্দুর রহমান আস সুলামি, আরবি থেকে অনুবাদ আব্দুল্লাহ যোবায়ের), ঐতিহ্য, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: জুন ২০১৯।

খ. বাংলা থেকে ইংরেজি ভাষায় অনূদিত গ্রন্থের তালিকা

১. *Islam and Moral Education For Class Three*, Prof. Dr. Muhammad Abdul Mabud, Prof. Muhammad Tamizuddin, Prof. A.B.M. Abdul Mannan Mea & Muhammd Qurban Ali, (Translated By: Prof. Dr. Muhammad Abdur Rashid & Muhammad Omar Faruque, Dhaka-1000, First Publication: Augus 2012, Pages 1-76.

গ. আরবী থেকে বাংলা ভাষায় অনূদিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের তালিকা:

১. *শেখ হাসিনা: উপাখ্যান ও বাস্তবতা*, (মূল: মিশরীয় লেখক ও সাংবাদিক মুহসিন আল আরিশি, আরবী থেকে বাংলা অনুবাদ ও সম্পাদনা: ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ), প্রকাশক: আহমেদ মাহফুজুল হক, সুবর্ণ, ৩৮/৩, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০১৮।

গ. রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা

১. *শায়খুল হাদীস আল্লামা নিয়াজ মাখদুম আল খোতানী আত তুর্কিয়ানী (রহ.)*, সবুজ মিনার প্রকাশনী, বাইতুল মুবারক জামে মসজিদ কমপ্লেক্স, ৩২০ সোনারগাঁও রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪ খ্রি.।

২. *ইসলামের দৃষ্টিতে মুরতাদ ও তার শাস্তি*, সবুজ মিনার প্রকাশনী কর্তৃক জুলাই-১৯৯৪ সালে প্রকাশিত।

৩. *বঙ্গবন্ধু ও তাঁর ইসলামী খিদমত*, সবুজ মিনার প্রকালনী, পিরোজপুর, প্রথম প্রকাশ, ১৫ আগস্ট ১৯৯৭ খ্রি.।

৪. *মানবতাবোধ প্রতিষ্ঠায় ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব*, সবুজ মিনার প্রকাশনী, বাইতুল মুবারক জামে মসজিদ কমপ্লেক্স, ৩২০ সোনারগাঁও রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০০২ খ্রি.।

৫. *দ্বীনের পাথেয়*, সালসাবিল এসোসিয়েটস, ১৯২ ফকিরের পুল, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০০৭।

৬. *ইসলামী আইন ও আইনবিজ্ঞান*, খন্ড ১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন গবেষণা বিভাগ, ঢাকা, বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ জুন ২০১১ খ্রি.।

৭. *ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা নবম-দশম শ্রেণি*, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০১২।

৮. *ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণি*, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০১২।

৯. *ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা সপ্তম শ্রেণি*, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০১২।

১০. *ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা ষষ্ঠ শ্রেণি*, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০১২।

১১. *ইসলামে মানবাধিকার*, মেরিট ফেয়ার প্রকাশনী, ১২ বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারী ২০১৫। (যৌথ)

১২. *ফিকহশাস্ত্রের মূলনীতি ও ইতিহাস*, মেরিট ফেয়ার প্রকাশনী, ১২ বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারী ২০১৫। (যৌথ)

১৩. *আল-কুরআন ও আল-কুরআন পাঠকারীর মর্যাদা*, সবুজ মিনার প্রকাশনী, বাইতুল মুবারক জামে মসজিদ কমপ্লেক্স,৩২০ সোনারগাও রোড, ধানমন্ডী, ঢাকা-১২০৫, প্রথম প্রকাশ: মার্চ ২০১৬।

১৪. *পবিত্র কুরআন ও হাদীসে মা-বাবা*, মিনার প্রকাশনী, বাইতুল মুবারক জামে মসজিদ কমপ্লেক্স, প্রথম প্রকাশ: মার্চ ২০১৭।

১৫. *ইসলামী দাওয়াহ*, মেরিট ফেয়ার প্রকাশনী, ১২ বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারী ২০১৮। (যৌথ)

১৬. *"মুজাদ্দেদে জামান আবু বকর আল-সিদ্দীক (রহ.): জীবন ও তাসাউফ চর্চা"*, ইলহাম প্রকাশনী, ৩/১-এইচ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০, প্রথম প্রকাশ: মে ২০১৯।

১৭. *বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, রোদেলা প্রকাশনি, বাংলাবাজার, ঢাকা, জানুয়ারি-২০২০ (যৌথ)।

১৮. *নারী নির্যাতন ও নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ইসলামী দিক-নির্দেশনা : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ*, রোদেলা প্রকাশনি, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০২০।

১৯. *করোনা ভাইরাস : ইসলামী নির্দেশনা ও আমাদের করণীয়*, সবুজ মিনার প্রকাশনী, বাইতুল মুবারক জামে মসজিদ কমপ্লেক্স,৩২০ সোনারগাও রোড, ধানমন্ডী, ঢাকা-১২০৫, ২০২০।

২০. *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ইতিহাস ও ঐতিহ্য (২০১৪-২০১৭)*, সবুজ মিনার প্রকাশনী, বাইতুল মুবারক জামে মসজিদ কমপ্লেক্স,৩২০ সোনারগাও রোড, ধানমন্ডী, ঢাকা-১২০৫, ডিসেম্বর ২০২০।

ঘ. প্রবন্ধসমূহ

১. পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যায় মু'তাযিলা দৃষ্টিভঙ্গী", *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৩৫ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৬।

২. পবিত্র হাদীস গ্রন্থাবলীর পরিচিতি ও শ্রেণি বিভাগ", (প্রথম অংশ)। *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৩৭ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৯৮।

৩. পবিত্র হাদীস গ্রন্থাবলীর পরিচিতি ও শ্রেণি বিভাগ", (দ্বিতীয় অংশ), *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৩৭ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ১৯৯৮।

৪. নবীযুগে হাদীসের লিখন প্রসঙ্গে", *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৩৮ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ ১৯৯৯।

৫. "মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (র): জীবন ও কর্ম", *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৪১ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ ২০০২।

৬. আল-কুরআনের শৈল্পিক বিন্যাস ও রচনা শৈলীর উৎকর্ষ: একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ", *সাহিত্য পত্রিকা*, ৪৪ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী ২০০১, (প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারী ২০০২) বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৭. ইসলামের বিশ্বজনীন মানবতা বোধ: সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব", *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, যুক্ত সংখ্যা-৭০, ৭১ ও ৭২, জুন ২০০১, ফেব্রুয়ারী ২০০১, (প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারী ২০০২, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৮. "শায়খ আহমদ সিরহিন্দী (র) এর জীবন ও কর্ম: সমীক্ষা", *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৪২ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০২।

৯. ইসলাম-পূর্বযুগে আরবী গদ্য-সাহিত্যের বৈশিষ্ট", *সাহিত্য পত্রিকা*, ৪৫ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, অক্টোবর ২০০১, (প্রকাশকাল জুন ২০০৩) বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১০. আল্লামা ইবন কাসির ও তাঁর তাফসীর-পদ্ধতি", *দর্শন ও প্রগতি' পত্রিকা*, ১৯শ বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা, জুন-ডিসেম্বর ২০০২, (প্রকাশকাল: ২০০৪) গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১১. "হাজী শরীয়তুল্লাহ ও তাঁর ফরায়েযী দর্শন", *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, বর্ষ ৪০, সংখ্যা. ২, পৃ. ২৯-৪৩, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০০০।

১২. "শিষ্টাচার", *হাদীস ও সামাজিক বিজ্ঞান*, প্রথম খন্ড, প্রথম প্রকাশ, জুন, ২০০৪, গবেণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

১৩. Maulana Ashraf Ali Thanwi's Thought On Education, Philosophy And Progress. Dev Centre for Philosophical Studies, *University of Dhaka*, vol. xxxiii–xxxiv, pp. 4-60, June-December, 2003.

১৪. সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলামের ভূমিকা", *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৪৪ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৪।

১৫. ভারতীয় উপমহাদেশের স্বনামধন্য আলিম মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) জীবন ও কর্ম", *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৪৪ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ ২০০৫।

১৬. শাহ ওলী উল্লাহ দিহলবী: দর্শন ও হাদিসচর্চা' *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, ত্রয়োদশ খন্ড ১ম ও ২য় সংখ্যা, জুন ও ডিসেম্বর ২০০৪।

১৭. الدكتور اى، ام، ايوب على: مساهمته لتعليم اللغة العربية والدراسات الاسلامية" *المجلة العربية*، المجلد- ١٠، العدد-١١، ربيع الثانى ١٤٢٦ه\يونيو ٢٠٠٥م تصدر من قسم العربية لجامعة داكا، الصفحات: ١٤٩-١٥٨.

১৮. শাহ ওলীউল্লাহ দিহলবীর রাষ্ট্রচিন্তা, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, সংখ্যা ৮০, অক্টোবর ২০০৪।

১৯. শাহ ওলী উল্লাহ দিহলবী (রহ.): জীবন ও সাহিত্যকর্ম", *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৪৫ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৫।

২০. Education and Women Development in Islam, *Journal of Teacher Education*, School of Education, Bangladesh Open University Gazipur – 1705, Bangladesh. , vol.2 , 2004 (Published – August-2005), .

২১. Social Thoughts of Shah Wali Ullah Dehlawi, The Dhaka University Studies, *Journal of the Faculty of Arts*, University of Dhaka, Bangladesh. , vol.61 , no.2 , December- 2004 .

২২. "সন্ত্রাস দমন ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় হযরত মুহাম্মদ (সা.)" *সুবহে সাদিক*, ঈদ-ই-মীলাদুন্নবী সা. স্মারক ২০০৫, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে তালামীযে ইসলামিয়া, ফুলতলী ভভন, ১৯/এ, নয়া পল্টন, ঢাকা।

২৩. ইসলামে ইজতিহাদঃ একটি পর্যালোচনা", *দর্শন ও প্রগতি*, ২২শ বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা, জুন-ডিসেম্বর, ২০০৫, গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

২৪. Mujaddi-i-Alfethani : His Movement for Religious Reforms, *Philosophy and progress*, Dev Centre for Philosophical Studies, University of Dhaka. , vol.XXXVII , June-December 2005 .

২৫. "সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা", *পবিত্র ঈদ-ই-মীলাদুন্নবী (সা) স্মারক* ১৪২৭ হিজরী/২০০৬, রাহবার ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশেন, সিলেট।

২৬. শাহ আব্দুল আযীয দেহলবীঃ জীবন ও চিন্তাধারা", *কলা অনুষদ পত্রিকা*, সংখ্যা ১, জুলাই ২০০৫, জুন-২০০৬, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

২৭. "বাঙালা কাব্যে রাসূল (স.) প্রসঙ্গ ও নজরুলের মরু-ভাষ্কর", *নজরুল গবেষণা সংকলন ২০০৫-২০০৬*, নজরুল গবেষণা কেন্দ্র, কলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

২৮.আল-কুরআন গবেষণায় শাহ ওলী উল্লাহ দিহলবীর চিন্তাধারাঃ একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা", *ইসলামিক স্টাডিজ জার্ণাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, প্রথম খন্ড, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারী-ডিসেম্বর ২০০৬, ড. সিরাজুল হক গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

২৯."শাহ ওলী উল্লাহ দিহলবীর সংস্কার কার্যক্রমঃ একটি পর্যালোচনা", *সামাজিক বিজ্ঞান পত্রিকা*, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ, পার্ট-ডি) ২য় খন্ড, ২য় সংখ্যা, পৌষ ১৪১৩/ডিসেম্বর ২০০৬, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৩০.ফিকহ শাস্ত্র গবেষণায় শাহ ওলী উল্লাহ দিহলবীর চিন্তাধারাঃ একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা", *দর্শন ও প্রগতি*, ২৪শ বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা, জুন-ডিসেম্বর, ২০০৭, গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৩১. শাহ ওয়ালী উল্লাহ দিহলবীর চিন্তাধারার যোগ্য উত্তরসূরী হযরত কায়েদ ছাহেব হুজুর (রহ.), *ইনসানে কামেল হযরত কায়েদ ছাহেব হুজুর রহ.*, হযরত কায়েদ ছাহেব হুজুর (রহ.) ফাউন্ডেশন, ঝালকাঠি, ফেব্রুয়ারি, ২০১৯।

৩২. পবিত্র কুরআন ও হাদীসে 'মা', *ঘাসফুল নদী-জল সংখ্যা*, ঢাকা, ২০১৭।

৩৩. রাহমাতুল্লিল আলামীন, *তাসনিম*, (পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্মারক), মার্চ ২০১৮, শাহজালাল লতিফিয়া ইসলামিক সেন্টার, নিউজার্সি, আমেরিকা।

৩৪."শিরনি", "কদল খান গাজী", "মাযার", বাংলাপিডিয়া, *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি*, ঢাকা।

৩৫. বাংলাদেশের ইলমে হাদীসের প্রচার-প্রসারে মুফতী ওবাইদুল হক নঈমী (রহ.)-এর অবদান, *শেরে মিল্লাত মুফতী ওবাইদুল হক নঈমী (রহ.) স্মারক গ্রন্থ*, আল-ইমাম মুসলিম (রহ.) ফাউন্ডেশন, চট্টগ্রাম, নভেম্বর-২০২০।

৩৬. গরীবে নেওয়াজ, *সওতুল মদীনা*, ফেব্রুয়ারি-মার্চ-২০২১।

ড. মুহাম্মদ শফিকুর রহমান (০১.১০.১৯৯৭)

জন্ম

ড. মুহাম্মদ শফিকুর রহমান ১৯৬৫ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম থানার অন্তর্গত মানিকপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম হাজী মাজিদুর।

শিক্ষাজীবন

ড. মুহাম্মদ শফিকুর রহমান ১৯৭৭ সালে সালে সুপুয়া সাফারিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা থেকে দাখিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ, ১৯৭৯ সালে আলিম পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ১০ম স্থান এবং ১৯৮১ সালে ফাযিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ লাভ করেন। পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে ১৯৮৫ সালে বি.এ অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম ও ১৯৮৬ সালে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেন। ২০০৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর পিএইচ.ডি গবেষণার বিষয় ছিলো-"বাংলাদেশে পরিবার কল্যাণ ও নারী সমতা বিষয়ক ইসলামী নীতিমালার সমস্যা ও সম্ভাবনা"। তাঁর গবেষণা অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন।

কর্মজীবন

ড. শফিকুর রহমান ১৯৯৩ সালের ২০ মে থেকে ১৯৯৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে আই.ই.এম ইউনিটে 'সহকারী পরিচালক' (ধর্মীয় বিভাগ) পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯৯৭ সালের ১লা অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন। ১৩ নভেম্বর ২০০০ সালে সহকারী অধ্যাপক, ৩রা মে ২০০৫ সালে সহযোগী অধ্যাপক এবং ২৩ মার্চ ২০০৮ সালে অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। ২০১৭ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী থেকে ২০২০ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান

হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। এছাড়াও ১৯৯৮ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের সহকারী হাউস টিউটর ও হাউস টিউটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এর বাইরে তিনি মানিকপুর ডি.এস গার্লস আলিম মাদরাসা এর প্রতিষ্ঠাতা এবং ইস্টার্ণ আইডিয়াল কলেজ, সিদ্ধীরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ এর চেয়ারম্যান।[৫১১]

গবেষণা কর্ম

ড. শফিকুর রহমান চিন্তাশীল, বিদগ্ধ ইসলামী পণ্ডিত। সামসময়িক বিষয়ে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করে অনেকগুলো গবেষণা প্রবন্ধ রচনা করেছেন তিনি। তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র হলো- ইসলামী সামাজিক ব্যবস্থা ও সমাজকল্যাণ, পারিবারিক কাঠামো ও সম্পর্ক, বিবাহ, পরিবার কল্যাণ, পরিবার পরিকল্পনা ও বহুবিবাহ ইত্যাদি। নিম্নে তাঁর উল্লেখযোগ্য গবেষণাকর্মসমূহের একটি তালিকা উপস্থাপন করা হলো-

ক. গ্রন্থসমূহ

১. *ইসলামে পরিবার ও পারিবারিক কল্যাণ*, ঢাকা, কামিয়াব প্রকাশন, ২০০৪ খ্রি.।
২. *ইসলাম ও পারিবারিক জীবন*; ঢাকা, আইইএম ইউনিট, ডিপার্টমেন্ট অব ফ্যামিলি প্লানিং ঢাকা- ১৯৯৭

খ. প্রবন্ধসমূহ

১. ইমাম গাযালীর অর্থনৈতিক দর্শন ও নির্দেশনা: একটি পর্যালোচনা, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, খন্ড, ৮৩-৯৪, পৃষ্ঠা. ৪৩-৫৮, অক্টোবর ২০০৫ ও ফেব্রুয়ারী ২০০৬।
২. শিশুকে মাতৃদুগ্ধ দান প্রসঙ্গে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ভলিউম, ৪৪. নং, ০২. পৃষ্ঠা. ১৫৬-১৬৩, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৪।
৩. আইন-শৃংখলার উন্নয়ন ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে আল-কুরআনে বর্ণিত পরকাল দর্শন: একটি পর্যালোচনা, *দর্শন ও প্রগতি*, গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ভলিউম. ১ ও ২, পৃষ্ঠা. ৬৭-৮৪, জুন-ডিসেম্বর ২০০৬।
৪. الاسلام دين الوسط ، *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যারাবিক জার্ণাল*, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ভলিউম. ০৬, নং. ০৭, পৃষ্ঠা. ২০১-২১২, জুন ২০০১।
৫. আধুনিক সমাজকল্যাণের উদ্ভব ও বিকাশে ইসলামের প্রভাব, *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, ভলিউম. ০৯, নং ০২, পৃষ্ঠা. ৭৫-৮৮, জুন ২০০০।
৬. মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) প্রণীত তাফসীর: প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য, *কলা অনুষদ জার্নাল*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ভলিউম. ০১, পৃষ্ঠা. ১৭৭-১৯২, জুলাই ২০০৫-জুন ২০০৬।
৭. ভিক্ষাবৃত্তি ও ইসলামের দৃষ্টিতে এর প্রতিকার : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ভলিউম. ৪৫, নং. ০১, পৃষ্ঠা. ১০৭-১২১, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৫।
৮. ড. সিরাজুল হক : জীবন ও কর্ম, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ জার্ণাল*, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ভলিউম. ০১, নং. ০১, পৃষ্ঠা. ৮০-৯৬, জানুয়ারী-জুন ২০০৭।
৯. বাংলাদেশে সুফীবাদের বিকাশ : সমীক্ষা, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ভলিউম. ৪০, নং. ০৩, পৃষ্ঠা. ৬৭-৮৮, জানুয়ারী-মার্চ ২০০০।
১০. সন্তানের গুরুত্ব ও পরিচর্যা : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ভলিউম ৩৯, নং.৩, পৃষ্ঠা. ৭৫-৯১, জানুয়ারী-মার্চ ২০০০।
১১. সমাজকল্যাণ দর্শন ও ইসলামী মূল্যবোধ, *দর্শন ও প্রগতি*, গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ভলিউম. ১৯, নং. ১ ও ২, পৃষ্ঠা. ৮৩-১২০, ডিসেম্বর ২০০২।
১২. মানবাধিকার সংরক্ষণে ইসলামে পারিবারিক কাঠামো : একাধিক বিয়ে, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ভলিউম. ৩৭, নং. ০৪, পৃষ্ঠা ৬৫-৭৬, এপ্রিল-জুন ১৯৯৮।

---

৫১১. https://www.du.ac.bd/faculty/faculty_details/IST/1267, Accessed on 22 June 2021

১৩. স্থাপত্য শিল্পের উদ্ভব ও বিকাশে মুসলমানদের অবদান, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ভলিউম. ৪৭, নং. ০৪, পৃষ্ঠা. ৯৯-১১২, এপ্রিল-জুন ২০০৮।

১৪. ধর্ম ও দর্শনের দৃষ্টিতে আত্মা, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ভলিউম. ৪৬, নং. ০৪, পৃষ্ঠা. ১১০-১২২, এপ্রিল-জুন ২০০৬।

১৫. মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) : ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর অবদান, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ভলিউম. ৪৫, নং. ০৪, পৃষ্ঠা. ৫৮-৭২, এপ্রিল-জুন ২০০৬।

১৬. শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় পরিবারের ভূমিকা : ইসলামী চিন্তাধারা, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ভলিউম. ৪২, নং. ০৪, পৃষ্ঠা. ৪৩-৫৮, এপ্রিল-জুন ২০০৩।

১৭. দূর্নীতি প্রতিরোধে ইসলামের আদর্শ ও বিধি-বিধান: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, *ঢাকা ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব ইসলামিক স্টাডিজ*, বর্ষ. ১, সংখ্যা. ২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৭।

১৮. জ্যোতির্বিদ্যা : উন্নয়ন ও বিকাশে মুসলিম মনীষীগণের ভূমিকা, *ঢাকা ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব ইসলামিক স্টাডিজ*, বর্ষ. ২, সংখ্যা. ১, জানুয়ারী-জুন ২০০৮।[৫১২]

ড. মোঃ শামছুল আলম (০৯.১১.২০০০)

জন্ম

ড. মো: শামসুল আলম ১ জানুয়ারি ১৯৬৯ সালে ভোলা জেলার বোরহান উদ্দিন উপজেলার বাটামারা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রশীদ আহমাদ, মাতার নাম আশরাফুন নেসা।

শিক্ষাজীবন

ড. শামসুল আলম ১৯৮৫ সালে আলেকজান্ডার আলিয়া মাদ্রাসা থেকে দাখিল পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৮৭ সালে রাউতকোনা সিনিয়র মাদ্রাসা থেকে আলিম পরীক্ষায় ১ম বিভাগে ২য় স্থান অর্জন করেন। ১৯৮৭ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ভর্তি হন এবং ১৯৯০ সালে ১ম শ্রেণিতে ১ম স্থান অর্জন করে বি.এ অনার্স সম্পন্ন করেন। ১৯৯১ সালে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায়ও ১ম শ্রেণিতে ১ম স্থান অর্জন করেন। শিক্ষানুরাগী ড. আলম পরবর্তীতে ২০০৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে "মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় ইসলামের ভূমিকা ঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ (১৯৭১-২০০১)" শীর্ষক বিষয়ে পিএইচ. ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর গবেষণা থিসিসের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ড. আ ন ম রইছউদ্দিন।

কর্মজীবন

ড. আলম ১৪ অক্টোবর ১৯৯৫ সাল থেকে ০৮ নভেম্বর ২০০০ সাল পর্যন্ত রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল এ্যান্ড কলেজ-এ প্রভাষক হিসেবে শিক্ষকতা করেন। তিনি ২০ তম বিসিএস-এ উত্তীর্ণ হয়ে শিক্ষা ক্যাডারেও সুপারিশ প্রাপ্ত হন। কিন্তু শিক্ষা ক্যাডারে তিনি যোগদান করেননি। মেধাবী, প্রতিভাধর ড. আলম ০৯ নভেম্বর ২০০০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। ২০০4 সালের ১২ আগস্ট সহকারী অধ্যাপক, ২০০৮ সালের ২৬ মে সহযোগী অধ্যাপক এবং ২০১২ সালের ৪ আগস্ট অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। ২০২০ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারী থেকে তিনি অত্র বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।[৫১৩]

গবেষণাকর্ম

শিক্ষা ও গবেষণায় ড. আলম বাংলাদেশের একজন পরিচিত ব্যক্তিত্ব। ইসলামের নানা বিষয়ে তিনি গবেষণা গ্রন্থ, একাধিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করেছেন। গবেষণা সম্পর্কিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক একাধিক

---

৫১২. প্রাগুক্ত

৫১৩. https://www.du.ac.bd/faculty/faculty_details/IST/1268, Accessed on 22 June 2021.

কর্মশালা ও প্রশিক্ষণে তিনি অংশ নিয়েছেন। নিম্নে ড. শামসুল আলমের গবেষণাকর্মগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হলো-

ক. রচিত গ্রন্থাবলি

১. *ইসলামের মর্মকথা*, মেরিট ফেয়ার পাবলিকেশন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ২০০৭।

২. ড. মো: শামসুল আলমসহ আরো অন্যান্য, *'আরবী-বাংলা অভিধান'*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬।

খ. প্রবন্ধসমূহ

১. কাব্য চর্চায় ইসলামী দৃষ্টিকোণ, *সাহিত্য পত্রিকা*, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ভলিউম: ৩, সংখ্যা: ৪৫, পৃ. ১০২-১২৫, জুন- ২০০২।
২. "বিপন্ন পরিবেশ, বনায়ন ও ইসলাম", *দর্শন ও প্রগতি*, গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯ শ বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা, জুন-ডিসেম্বর ২০০২।
৩. "পরিবেশ ঃ পানিদূষণ ও ইসলাম" *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ঢাকা, ৪২ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৩।
৪. "পরিবেশ ঃ বায়ু দূষণ ও ইসলাম" *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ঢাকা, ৪৩ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৪।
৫. "ইসলামের দৃষ্টিতে মাতৃভাষা চর্চার গুরুত্ব" *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ঢাকা, ৪৪ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৪।
৬. "পরিবেশ ঃ শব্দ দূষণ ও ইসলাম" *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ঢাকা, ৪৫ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৫।
৭. "ইকবাল কাব্য ও চিন্তা-দর্শনে রুমীর প্রভাব" *কলা অনুষদ পত্রিকা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সংখ্যা ১, জুলাই ২০০৫-জুন ২০০৬।
৮. "মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে ইসলামের ভূমিকা" *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৪৫ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা,জানুয়ারি-মার্চ ২০০৬।
৯. "জীব-জন্তুর অধিকার সংরক্ষণে ইসলামের ভূমিকা" *ইসলামিক স্টাডিজ জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিচার্স সেন্টার*, ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিচার্স সেন্টার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খন্ড. ১, সংখ্যা. ১, জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০০৬।
১০. "ইসলাম একমাত্র পরিপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা" *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৪৬ বর্ষ, সংখ্যা. ৩, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৭।
১১. "ইসলামের শিক্ষাদর্শন" *দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব ইসলামিক স্টাডিজ*, বর্ষ ১, সংখ্যা ১, জানুয়ারি-জুন ২০০৭।
১২. "ইসলামে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা" *কলা অনুষদ পত্রিকা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খন্ড. ২, সংখ্যা. ২ ও ৩, জুলাই ২০০৬ - জুন ২০০৮।
১৩. "মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে ইসলামের অবদান" *দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব ইসলামিক স্টাডিজ*, বর্ষ. ২, সংখ্যা. ২, জানুয়ারি-জুনস ২০০৮।
১৪. "মুহাম্মদের খুত্ববার প্রকৃতি" *কলা অনুষদ পত্রিকা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খন্ড. ৩, সংখ্যা. ৪ ও ৫, জুলাই ২০০৮-জুন ২০১০।
১৫. ইসলামী আইন ও বিচারে মানবিকতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, *ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা*, বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিচার্স এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ঢাকা, বর্ষ. ৬, সংখ্যা. ২৩, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১০।

১৬. "ইসলামে শ্রমের গুরুত্ব ও মর্যাদা ঃ একটি পর্যালোচনা" *ইসলামিক স্টাডিজ জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিচার্স সেন্টার*, সংখ্যা. ১ ও ২, জানুয়ারি-জুন ও জুলাই- ডিসেম্বর, ২০১০।

১৭. দাম্পত্য বিরোধ নিষ্পত্তির উপায় ঃ কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি, *ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা*, বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিচার্স এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ঢাকা, বর্ষ. ৬, সংখ্যা. ২৪, অক্টোবর- ডিসেম্বর ২০১০।

১৮. ইসলামে ন্যায় বিচারের গুরুত্ব ও পদ্ধতি, *ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা*, বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিচার্স এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ঢাকা, বর্ষ. ৭, সংখ্যা. ২৬, এপ্রিল-জুন, ২০১১।

১৯. "ইসলামে মানবিক মূল্যবোধের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা" *কলা অনুষদ পত্রিকা*, খন্ড ৪, সংখ্যা. ৬ , ২০১০-২০১১, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

২০. গবেষণার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ঃ প্রেক্ষিত ইসলাম, *ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা*, বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিচার্স এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ঢাকা, বর্ষ. ৮, সংখ্যা. ২৯, জানুয়ারি-মার্চ ২০১২।

২১. "সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় ইসলামের ভূমিকা" *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সংখ্যা. ৩ ও ৪, জানুয়ারি-জুন ও জুলাই-ডিসেম্বর ২০১১।

২২. The Role of Education to Establish Human Values : Perspective Islam, *কলা অনুষদ জার্নাল*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ভলিউম: ৭, সংখ্যা: ৯, ২০১৪, পৃ. ২৪৫-২৫৬।

২৩. The Expansion and Impact of Drug and Drug addiction in Bangladesh : View-point of Islam to Overcome it, *ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা*, বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিচার্স এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ঢাকা, খন্ড. ৩৩, সংখ্যা. ৯, ২০১৩, পৃ. ৮৫-১১০।

২৪. Development of Health Sciences and Related Institutions during the First six Centuries of Islam, *The CDR Journal*, University of Dhaka , vol.3 & 4 , no.December 2007-December 2008 , pp.51-63 , 2008.

২৫. نشأة البلاغة و تطورها حتى القرن الثالث الهجرى , (Origin and Development of Balagah till third Century of Hizrah), *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী বিভাগ জার্নাল*, ভলিউম: ৭ ও ৮, ২০০২, পৃ. ৫৯-৭০।

২৬. হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবন ও কর্মে মানবিক মূল্যবোধ, *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, সংখ্যা.৬, জুলাই-ডিসেম্বর ২০১২।[৫১৪]

ড. মোঃ ছানাউল্লাহ (১৮.০১.২০০৪)

জন্ম

ড. মো: ছানাউল্লাহ ১৯৭০ সালের ১লা মার্চ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলাস্থ দেলী নামক গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মো: আমিনুর রহমান ও মাতার নাম আয়েশা খানম।

শিক্ষাজীবন

ড. মো: ছানাউল্লাহ ১৯৮৫ সালে সৈয়দপুর আলিয়া মাদ্রাসা থেকে প্রথম বিভাগে আলিম পাশ করেন। ১৯৮৭ সালে একই মাদ্রাসা থেকে ফাযিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

---

৫১৪. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, ড. মো: শামসুল আলম, বিভাগীয় চেয়ারম্যানের কার্যালয়, কলা ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২৯ ডিসেম্বর ২০২০।

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে ১৯৯১ সালে স্নাতক পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে চতুর্থ স্থান ও ১৯৯২ সালে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান লাভ করেন। পরবর্তীতে ২০০৩ সালে 'পারিবারিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামী বিধি-বিধান অনুসরণের সুফল' বিষয়ে অভিসন্দর্ভ রচনা করে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন- অধ্যাপক ড. আ.ন.ম. রইছউদ্দিন। এছাড়াও তিনি পবিত্র কুরআনুল কারীমের হিফযও সম্পন্ন করেছেন।

কর্মজীবন

ড. ছানাউল্লাহ ১৮ জানুয়ারী ২০০৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রভাষক পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। পরবর্তীতে ১৯ এপ্রিল ২০০৬ সালে সহকারী অধ্যাপক এবং ২৩ আগস্ট ২০০৮ সালে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে উন্নীত হন। সর্বশেষ ১০ এপ্রিল ২০১৩ সালে অধ্যাপক পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তিনি ২০১১ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের হাউজ টিউটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন।[৫১৫]

গবেষণাকর্ম

ড. মো: ছানাউল্লাহ বিশ এর অধিক গবেষণা প্রবন্ধ ও ১ টি গ্রন্থ রচনা করেন। তার গবেষণার দিকগুলো হলো- ইতিহাস, তাফসীর, ইসলামে সমাজ নীতি, ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামী সংস্কৃতি ও সভ্যতা। নিম্নে তার গবেষণাকর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

ক. রচিত গ্রন্থ

১. *পারিবারিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলাম*, আহসান পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১১।

খ. প্রবন্ধসমূহ

১. পারিবারিক জীবন ব্যবস্থার গুরুত্ব ঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ঢাকা, খন্ড. ৪৭, সংখ্যা. ১, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০০৭, পৃ. ১৪৬-১৫৬।
২. মানুষের পারস্পারিক সম্পর্কের ভিত্তি ও গুরুত্ব: ইসলামী দৃষ্টিকোণ, *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, খন্ড. ৭-৯, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৩, ও জানুয়ারী-জুন ২০১৪, পৃ. ১১-২৬।
৩. মুসলিম সমাজে ফাহশা ও মুনকার বন্ধে সালাত : একটি পর্যালোচনা, *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, খন্ড. ৬, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১২, পৃ. ২৩-৩৬।
৪. দুর্নীতি প্রতিরোধে ইসলামের আদর্শ ও বিধি-বিধান: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ জার্নাল*, খন্ড. ২, সংখ্যা. ২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৭, পৃ. ৪০-৫৬।
৫. The Beauty & Loveliness in Islam: A Discussion, *দর্শন পত্রিকা*, দর্শন বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, খন্ড. ৩, জুলাই, ২০১৩, পৃ. ২৩-৩১।
৬. ঈমানের প্রকৃতি, পরিধি ও গুরুত্ব : একটি পর্যালোচনা, *কলা অনুষদ জার্নাল*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খন্ড. ৬, সংখ্যা. ৮, জুলাই ২০১২-জুন ২০১৩।
৭. The Status of Senior Citizen in the light of Islam: A Review, *কলা অনুষদ জার্নাল*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খন্ড. ৪, সংখ্যা. ৬, জুলাই ২০১০-জুন ২০১১, পৃ. ২৩৫-২৫০।
৮. তাফসীর কাশশাফ ও তাফসীর বায়যাভী : প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক আলোচনা, *কলা অনুষদ জার্নাল*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খন্ড. ২, সংখ্যা. ২ ও ৩, জুলাই ২০০৬-জুন ২০০৮, পৃ. ৭৩-৮৬।

---

৫১৫. https://www.du.ac.bd/faculty/faculty_details/IST/1269, Accessed on 22 June 2021.

৯. কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথীর (রহ) তাফসীর ঃ প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য, *ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ জার্নাল*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জানুয়ারী-জুন, ২০০৭।

১০. আল্লাহর প্রতি আহ্বান : পদ্ধতি ও উপকরণ, *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, খন্ড. ৩-৪, জানুয়ারী-জুন ও জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১১, পৃ. ৩৭-৬৩।

১১. The righteous deed: A review, *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, খন্ড. ১ ও ২, জানুয়ারী-জুন ও জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১০, পৃ. ১৭৫-১৯৪।

১২. ইসলামী অর্থব্যবস্থায় কর্‌য হাসান: সামাজিক বন্দন সুদৃঢ়করণে এর প্রভাব, *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, খন্ড. ৫, জানুয়ারী-জুন ২০১২, পৃ. ১১-২৬।

১৩. আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাযি.) ঃ জীবন ও তাফসীর সাহিত্যে তাঁর অবদান, *ইসলামিক স্টাডিজ জার্নাল*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খন্ড. ১, জানুয়ারী-জুন, ২০০৭, পৃ. ১৪৪-১৬০।

১৪. ইসলামে তাকওয়ার স্বরূপ ও সমাজ-জীবনে এর প্রভাব, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ঢাকা, খন্ড. ১, জানুয়ারী-মার্চ, ২০০৮, পৃ. ২৩-২৪।

১৫. মুফতি মুহাম্মদ শফি' ঃ ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর অবদান, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ঢাকা, খন্ড. ৪, এপ্রিল-জুন, ২০০৬, পৃ. ৫৮-৭২।

১৬. The Philosophy of the Hereafter described in Al-Quran to Development of law & Order and preventing corruption: A Review, *দর্শন ও প্রগতি*, গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খন্ড. ১ ও ২, বর্ষ. ২৩, জুন-ডিসেম্বর, ২০০৬, পৃ. ৬৭-৮৪।

১৭. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ ও সম্পর্ক, *ইসলামী জীবন*, ঢাকা, খন্ড.১, সংখ্যা. ১, ২০১২, পৃ. ৩৭।

১৮. Importance and Influence of Family teaching on children (in Bengali), Waysis, vol. 1, no. 2, pp. 35, 2015.

১৯. The out look of Islam to develop Human Resource: A Review, *কলা অনুষদ জার্নাল*, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, খন্ড. ১, সংখ্যা. ১, ২০১১, পৃ. ২৬-৩৮।

২০. মুফতী মুহাম্মদ শফী (র:) প্রণীত তাফসীর : প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য, *কলা অনুষদ জার্নাল*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খন্ড. ১, সংখ্যা. ১, জুলাই ২০০৫ - জুন ২০০৬, পৃ. ১৭৭-১৯২।

২১. আমলে সালিহ : একটি পর্যলোচনা, *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, সংখ্যা. ১ ও ২, জানুয়ারী-জুন ও জুলাই-ডিসেম্বর ২০১০।[৫১৬]

ড. মোঃ আখতারুজ্জামান (১৮.০১.২০০৪)

জন্ম

ড. মো: আখতারুজ্জামান ১৯৭৮ সালের ১লা মার্চ খুলনা জেলার পাইকগাছা থানাধীন নাসিরপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম মো: মকবুল হোসাইন এবং মাতার নাম মানোয়ারা মকবুল।

শিক্ষাজীবন

ড. আখতারুজ্জামান ১৯৯২ সালে কেশবপুর বাহরুল উলূম আলিয়া মাদ্রাসা থেকে প্রথম বিভাগ প্রাপ্ত হয়ে দাখিল পাশ করেন। ১৯৯৪ সালে একই মাদ্রাসা থেকে আলিম পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তারপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে ১৯৯৭ সালে বি.এ. অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম ও ১৯৯৮ সালে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে ৩য় স্থান অর্জন করে কৃতকার্য হন।

---

৫১৬. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে ২০০৭ সালে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর গবেষণার শিরোনাম ছিলো- "বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ পদ্ধতি ঃ একটি পর্যালোচনা"। গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. এ বি এম হাবিবুর রহমান চৌধুরী ও ব্যাংকিং বিভাগের অধ্যাপক এম মুজাহিদুল ইসলাম। এছাড়াও তিনি ১৯৮৬ সালে কুরআনুল কারীম হিফয করেছেন।

কর্মজীবন

ড. আখতারুজ্জামান অক্টোবর ২০০০ থেকে জানুয়ারি ২০০৪ সাল পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এ সিনিয়র অফিসার পদে কর্মরত ছিলেন। এরপর তিনি ২০০৪ সালের ১৮ জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে লেকচারার পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। পরবর্তীতে ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০৬ সালে সহকারী অধ্যাপক ও ২২ এপ্রিল ২০০৯ সালে সহযোগী অধ্যাপক এবং ১০ এপ্রিল ২০১৩ সালে অধ্যাপক পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। এ ছাড়াও তিনি ৫ অক্টোবর ২০০৪ থেকে ৪ অক্টোবর ২০১৫ সাল পর্যন্ত হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলে সহকারী হাউজ টিউটর ও হাউজ টিউটর এর দায়িত্ব পালন করেন।[৫১৭] এছাড়াও তিনি বাংলা একাডেমী এবং বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি এর জীবন সদস্য।

গবেষণাকর্ম

ড. আখতারুজ্জামান অনেকগুলো গবেষণা প্রবন্ধ রচনা করেছেন। ১০ টি এম.ফিল ডিগ্রি ও ৫ টি পিএইচ.ডি ডিগ্রির সুপারভাইজর হিসেবে ভূমিকা পালন করেছেন। ইসলামিক ব্যাংকিং নিয়ে গবেষণা তাঁর প্রধান আগ্রহের জায়গা। নিম্নে তার গবেষণাকর্মসমূহের একটি তালিকা পেশ করা হলো-

ক. প্রবন্ধসমূহ

১. ইসলামী ব্যাংক উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৪৩ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ ২০০৪।
২. যশোর তথা দক্ষিণ বঙ্গে ইসলামের আগমন ও প্রচার-প্রসার : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৪৪ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০০৫।
৩. ভগবানিয়া সম্প্রদায়ের লোকৌষধি ও লোকাচার, *কলা অনুষদ পত্রিকা*, জুলাই ০৫, জুন ০৬, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৪. Mudaraba: An Alternative to Conventional Financing, *কলা অনুষদ জার্নাল*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খন্ড. ১, জুলাই ২০০৫-জুলাই ২০০৬।
৫. The Untouchables and Their Present Educational Scenario: A Sociological Perspective of Three Marginalized Communities of Southwestern Bangladesh, *কলা অনুষদ জার্নাল*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খন্ড. ৬২, সংখ্যা. ২, ডিসেম্বর, ২০০৫।
৬. Internet Banking Adoption: A lesson for Islami Banks in Bangladesh, *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খন্ড. ১ ও ২, সংখ্যা. ১, জানুয়ারী-ডিসেম্বর ২০০৬।
৭. ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগে ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি: একটি পর্যালোচনা, *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, ১ম খন্ড, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারী-ডিসেম্বর ২০০৬।
৮. ইকবালের রাজনৈতিক দর্শন: একটি পর্যালোচনা, *দর্শন ও প্রগতি*, গোবিন্দদেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ২৩শ বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা, জুন-ডিসেম্বর ২০০৬।
৯. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর পদ্ধতি ভিত্তিক বিনিয়োগ ধারা বিশ্লেষণ, *দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব ইসলামিক স্টাডিজ*, বর্ষ. ১, সংখ্যা. ২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৭।
১০. বিশ্বের প্রধান ধর্মসমূহে স্রষ্টার ধারণা ঃ একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, *ইসলামিক স্টাডিজ জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিচার্স সেন্টার*, সংখ্যা. ১ ও ২, জানুয়ারী-জুন ও জুলাই-ডিসেম্বর ২০১০

৫১৭. https://www.du.ac.bd/faculty/faculty_details/IST/1270, Accessed on 22 June 2021.

১১. বায়' সালাম বিনিয়োগ পদ্ধতি : একটি পর্যালোচনা, *ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা*, বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২৫তম সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ২০১১।
১২. ইসলামী ব্যাংকে অনুসৃত বায়' মুরাবাহা বিনিয়োগ পদ্ধতি : একটি সমীক্ষা, *ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা*, বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২৬তম সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০১১।
১৩. শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি: এর পদ্ধতি ভিত্তিক বিনিয়োগ ধারা : একটি পর্যালোচনা, *ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা*, বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২৭তম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১১।
১৪. The Impact of ownership Culture on Shareholders' Right of Islamic Banks of Bangladesh, *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, Vol. 3 & 4, January-June & July-December 2011.[৫১৮]

ড. মুহাম্মদ ইউসুফ (১৮.০১.২০০৪)

জন্ম

ড. মুহাম্মদ ইউসুফ ১৯৭৬ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী ভোলা জেলার সদর উপজেলার বাপ্তা চৌদ্দঘর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম মো: হোসাইন এবং তাঁর মাতার নাম রাজিয়া বেগম।

শিক্ষাজীবন

ড. মুহাম্মদ ইউসুফ নিজ জেলা ভোলায়ই প্রাথমিক শিক্ষাস্তর সম্পন্ন করেন। তিনি ১৯৯০ সালে মানবিক বিভাগে ভোলা দারুল হাদীস আলিয়া মাদ্রাসা থেকে দাখিল পরীক্ষায় ১ম বিভাগ প্রাপ্ত হয়ে উত্তীর্ণ হন। পরবর্তীতে নরসিংদী জামিয়া কাসেমিয়া কামিল মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ১৯৯২ সালে আলিম পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে কৃতকার্য হন। তিনি ১৯৯৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে বি.এ অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে কৃতকার্য হন। ১৯৯৭ সালে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন এবং আব্দুল্লাহ মেমোরিয়াল গোল্ড মেডেল প্রাপ্ত হন। পরবর্তীতে ২০০৯ সালে 'ইসলামে সামাজিক নিরাপত্তা' (Social security in Islam) বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি সম্পন্ন করেন। তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. শাহ কাওসার মুস্তফা আবুল উলায়ী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুল মালেক।[৫১৯]

কর্মজীবন

ড. মুহাম্মদ ইউসুফ ২০০৪ সালের ১৮ জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার পদে যোগদান করেন। ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৬ সালে সহকারী অধ্যাপক, ২৭ জানুয়ারী ২০১০ সালে সহযোগী অধ্যাপক এবং ১০ এপ্রিল ২০১৩ সালে অধ্যাপক পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। ড. ইউসুফ ০৫ অক্টোবর ২০০৪ সাল থেকে ৪ অক্টোবর ২০১৪ সাল পর্যন্ত হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের হাউজ টিউটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এর বাইরে তিনি ১লা মে ২০০৩ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত 'এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে পার্ট টাইম শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১ লা জানুয়ারী ২০০৬ থেকে ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি চিটাগং এর ঢাকা ক্যাম্পাস-এ পার্ট টাইম শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১লা জুলাই ২০১৩ সাল থেকে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়-ঢাকা সিটি ক্যাম্পাস-এর পার্ট টাইম শিক্ষক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। বর্তমানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অধ্যাপক পদে কর্মরত রয়েছেন।

---

৫১৮. ড. মো: আখতারুজ্জামান এর নিকট থেকে প্রাপ্ত জীবনবৃত্তান্ত।
৫১৯. https://www.du.ac.bd/faculty/faculty_details/IST/1271, Accessed on 22 June 2021.

গবেষণাকর্ম

ড. মুহাম্মদ ইউসুফ বিভিন্ন বিষয়ে অনেকগুলো গবেষণা প্রবন্ধ রচনা করেছেন। নিম্নে তাঁর গবেষণা কর্মের একটি তালিকা পেশ করা হলো-

১. স্বর্ণ ব্যবহার ইসলামী দৃষ্টিকোণ, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৪৫ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৫, পৃ. ১০১-১০৮।
২. মেহমান-মেযবান সম্পর্কের বিভিন্ন দিক: প্রেক্ষিত ইসলাম, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৪৬ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৬।
৩. আরাফা দিবসে রোযা রাখার হুকুম, নফল শুরু করলে তা পূর্ণ করা জরুরী ই'তিকাফের বিধান। গবেষণাগ্রন্থ: *হাদীস ও মাসাইলে আহনাফ*, খ. ২, জুন-২০০৬, গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
৪. Space for Women in the Mosque: Trends, Text and Traditions, কলা অনুষদ পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খন্ড. ১, জুলাই২০০৫-জুন ২০০৬।
৫. Concept of worship (Ibadah) in Islam, The CDR Journal, vol. I, no.I, june-2006, published February-2007.
৬. Significance of Sawm (Fasting), *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জানুয়ারী-ডিসেম্বর, ২০০৬, প্রকাশ ২০০৭।
৭. ইসলামে যুদ্ধবন্দিদের প্রতি আচরণ: একটি পর্যালোচনা, *দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব ইসলামিক স্টাডিজ*, বর্ষ-২, সংখ্যা-২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৮।
৮. The Five-times a day' prayer (salah): Lessons for an individual" *দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, ১৪ খন্ড, ২য় সংখ্যা, ২০০৬-২০০৭।
৯. ইসলামে জিন প্রসঙ্গ: একটি পর্যালোচনা, *কলা অনুষদ পত্রিকা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খন্ড. ৩, পৃ. ৭১-৮৪, জুলাই ২০০৮-জুন ২০১০।
১০. The Exegesis of the Quran: In Search of a New Epistemological Methodology, *Bangladesh Journal of Islamic Thought*, vol. 5, no. 6, .
১১. ব্যবসা-বাণিজ্য ও সুদ, *ইসলামী আইন ও বিচার*, বর্ষ. ৭, সংখ্যা. ২৭. জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১১।
১২. ইসলামের উত্তরাধিকার আইন: একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা, *ইসলামী আইন ও বিচার*, বর্ষ. ৬, সংখ্যা. ২৩, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১০।
১৩. দারিদ্র্য নিরসন ও যাকাত, *ইসলামী আইন ও বিচার*, বর্ষ ৬, সংখ্যা ২৪, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১০।
১৪. ইসলামী আক্বিদায় রাশিচক্র : একটি পর্যালোচনা, *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, সংখ্যা-৫, জানু-জুন ২০১২।
১৫. অসচ্ছলদের অভাব মোচনে নিকটাত্মীয়দের দায়িত্ব: ইসলামী দৃষ্টিকোণ, *কলা অনুষদ পত্রিকা*, খন্ড. ৫, সংখ্যা. ৭, বর্ষ ২০১১-১২।
১৬. ইসলামে সফরের বিধান এবং মুসাফিরের সামাজিক নিরাপত্তা, *ইসলামী আইন ও বিচার*, বর্ষ. ৯, সংখ্যা. ৩৪, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৩।
১৭. দারিদ্র্য দূরীকরণে বায়তুল মাল এর ভূমিকা, *ইসলামী আইন ও বিচার*, বর্ষ. ১৩, সংখ্যা. ৫১ ও ৫২, জুলাই-সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৭।
১৮. শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদ জার্নাল*, ভলিউম. ৯, সংখ্যা. ১২-১৩, জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৮।
১৯. ইসলামে সাদাকাহর প্রকৃতি, *ইসলামিক স্টাডিজ জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিচার্স সেন্টার*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খন্ড. ১ ও ২, জানুয়ারী-জুন, জুলাই-ডিসেম্বর ২০১০, পৃ. ১৩৭-১৫০।[৫২০]

৫২০. ড. মুহাম্মদ ইউসুফ এর নিকট থেকে প্রাপ্ত জীবনবৃত্তান্ত।

Dhaka University Institutional Repository

ড. মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন (১৮.০১.২০০৪)

জন্ম

জনাব মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন ১৯৭৭ সালের ১ জানুয়ারী কুমিল্লা জেলার তিতাস থানাধীন কড়িকান্দি, বন্দরামপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম: অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুল বাকী, যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের একজন খ্যাতিমান অধ্যাপক ছিলেন।

শিক্ষাজীবন

জনাব মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন ১৯৯১ সালে ধামতী আলিয়া মাদ্রাসা থেকে দাখিল পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এরপর ১৯৯৩ সালে মোহাম্মদপুর আলিয়া মাদ্রাসা থেকে আলিম পরীক্ষায়ও প্রথম বিভাগে কৃতকার্য হন। তারপর উচ্চশিক্ষার জন্য দেশের শীর্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯৯৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে বি.এ. অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম ও ১৯৯৭ সালের এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন। পরবর্তীতে ২০০৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শফিকুর রহমান এর তত্ত্বাবধানে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। তার গবেষণার শিরোনাম ছিলো-"সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নাদভী : ধর্ম ও সমাজচিন্তা"।

কর্মজীবন

ড. মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন ২০০১ সালের ২৩ জুন মিরপুর গার্লস আইডিয়াল ল্যাবরেটরী ইনস্টিটিউট-এ প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন এবং ২০০৪ সালের ১৭ জানুয়ারী পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। অতঃপর ১৮ জানুয়ারী ২০০৪ সালে ঢাকা বিশ্বাবিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯ এপ্রিল ২০০৬ সালে সহকারী অধ্যাপক ও ২রা অক্টোবর ২০১১ সালে সহযোগী অধ্যাপক এবং ২৬ নভেম্বর ২০১৪ সালে অধ্যাপক পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তিনি ২৮ নভেম্বর ২০০৭ থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭ সাল পর্যন্ত স্যার এ.এফ রহমান হলের হাউস টিউটর হিসেবে দায়িত্বপালন করেন। ২১ আগস্ট ২০০৫ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর এর পাইলট অফিসার হিসেবেও কর্মরত আছেন। বর্তমানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।[৫২১]

গবেষণাকর্ম

ড. মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন একক ও যৌথভাবে বিশ এর অধিক গবেষণা প্রবন্ধ রচনা করেন। ইসলামে মানবাধিকার ও মানবসমাজ উন্নয়ন নিয়ে গবেষণা তাঁর প্রধান আগ্রহের বিষয়। নিম্নে তার গবেষণাকর্ম একটি তালিকা পেশ করা হলো-

প্রবন্ধসমূহ:

১. দারুল উলূম দেওবন্দ, আলীগড় কলেজ ও দারুল উলূম লাখনৌ ঃ বিকাশ, ভূমিকা ও তুলনা, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, জানুয়ারী-মার্চ ২০০৪।
২. এইড্স প্রতিরোধে ইসলাম, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, জানুয়ারী-মার্চ ২০০৫।
৩. ভিক্ষাবৃত্তি ও ইসলামের দৃষ্টিতে এর প্রতিকার : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৫।
৪. প্রাচীন ইসলামী শিক্ষা ও আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার সমন্বয়ে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনে মাওলানা শিবলী নুমানীর অবদান এবং পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে এর প্রভাব, *কলা অনুষদ পত্রিকা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জুলাই ২০০৫- জুন ২০০৬।

---

৫২১. https://www.du.ac.bd/faculty/faculty_details/IST/1272, Accessed on 22 June 2021.

Dhaka University Institutional Repository

৫. সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নাদভীর আন্তর্জাতিক ধর্মীয় চিঠি ঃ একটি পর্যালোচনা, *ইসলামিক স্টাডিজ জার্ণাল অব ড. সিরাজুল ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জানুয়ারী-জুন ও জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৬।

৬. আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.): জীবন ও তাফসীর শাস্ত্রে তাঁর অবদান, *দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি জার্ণাল অব ইসলামিক স্টাডিজ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জানুয়ারী-জুন ২০০৭।

৭. ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়নে মাওলানা শিবলী নুমানীর অবদান এবং বাংলাদেশে এর প্রভাব, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, জানুয়ারী-মার্চ ২০০৭।

৮. ধর্ম ও দর্শনের দৃষ্টিতে আত্মা, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, এপ্রিল-জুন ২০০৭।

৯. বাংলাদেশে হাদীস চর্চা ঃ একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা, *উচ্চতর সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১০।

১০. তাফসীর কাশশাফ ও তাফসীর বায়যাবী : প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক আলোচনা, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদ পত্রিকা*, খন্ড. ২, সংখ্যা ২ ও ৩, জুলাই২০০৬-জুন ২০০৮।

১১. কাযী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ পানীপথী রহ. প্রণীত তাফসীর: প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য, *দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব ইসলামিক স্টাডিজ*, বর্ষ. ৩, সংখ্যা. ১, জানুয়ারী-জুন, ২০০৯।

১২. দাসপ্রথা রহিতকরণ ও গৃহকর্মীর প্রতি মানবিক আচরণে ইসলামের ভূমিকা, *কলা অনুষদ জার্নাল*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খন্ড: ৫, নং. ৭, পৃ. ১৪৯-১৬০, জুলাই ২০১৩।

১৩. যৌন হয়রানি ও ধর্ষণ প্রতিরোধে ইসলামী মূল্যবোধ: একটি পর্যালোচনা, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, বর্ষ. ৫৪, নং. ৩, পৃ. ৫৭-৬৯, জানু:-মার্চ ২০১৫।

১৪. আল্লাহর গুণাবলী: মু'তাযিলা ও আশা'ইরা চিন্তাদর্শন, *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ভলিউম: ৬, পৃ. ৩৭-৫৫, জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৩।

১৫. মহানবী (স) এর সন্ধি-চুক্তি, সমরনীতি ও বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট পত্র প্রেরণের তাৎপর্য বিশ্লেষণ, *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, ভলিউম: ৮-৯, পৃ. ২৭-৪৮, জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৩, এবং জানুয়ারী-জুন ২০১৪।

১৬. ইসলামে মানবাধিকারের ধারণা, *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,ভলিউম: ৩-4, পৃ. ৯১-১১৮, জানু-জুন এবং জুলাই-ডিসেম্বর ২০১১, ও জুন ২০১২।

১৭. মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বহুজাতিক রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের অধিকার ও নিরাপত্তার স্বরুপ, *ইসলামী আইন ও বিচার*, বাংলাদেশ ইসলামী ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ঢাকা, ভলিউম. ৩৫, পৃ. ২৭-৪৬ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৩।

১৮. ইকবাল ও রবীন্দ্র কাব্যে মৃত্যুভাবনা, *জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদ জার্নাল*, ভলিউম. ২, নং. ২, পৃ. ১৬-২৯, জুলাই-ডিসেম্বর ২০১২।

১৯. উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে নারীর অধিকার: একটি পর্যালোচনা, *কলা অনুষদ পত্রিকা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ভলিউম. ৭, নং. ৯, পৃ. ৯৯-১১১, জুলাই ২০১৩, জুন ২০১৪, ফেব্রুয়ারী ২০১৫।

২০. স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর কুরআনের তাফসীরে মু'তাযিলা দর্শনের প্রভাব, *দর্শন ও প্রগতি*, দেব সেন্টার ফর ফিলোসিপিক্যাল স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ষ ৩১, নং. ১, ও ২, পৃ. ৬৭-৭৭, জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৬।

২১. পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে ইসলামী মূল্যবোধ: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, বর্ষ. ৫৩, নং. ১, পৃ. ৯১-১০৪, ২০১৩।

২২. ইসলামের যুদ্ধসমূহে অহিংস চেতনা, *দর্শন ও প্রগতি পত্রিকা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, দেব সেন্টার ফর ফিলোসোফিক্যাল স্টাডিজ, বর্ষ. ২৯, নং. ১ ও ২, পৃ. ১০৩-১১৬, জানুয়ারী-জুন ২০১৩।

২৩. নৈতিক সংকট উত্তরণে ইসলামের নির্দেশনা : পরিপেক্ষিত বাংলাদেশ, *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, সংখ্যা. ১০ ও ১১, জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৪ ও জানুয়ারী-জুন ২০১৫।[৫২২]

---

৫২২. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

ড. মোঃ মাসুদ আলম (১৫.১১.২০০৫)

জন্ম ও শৈশবকাল

ড. মোঃ মাসুদ আলম ১৯৭৬ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী বগুড়া জেলার ধূনট উপজেলাস্থ নাংলু গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ডা. আলহাজ্জ মো: নূরুল ইসলাম এবং মাতার নাম আনোয়ারা বেগম।

শিক্ষাজীবন

ড. মাসুদ আলম ১৯৯০ সালে নাংলু এম.কে.এম ফাজিল মাদরাসা থেকে দাখিল এবং ১৯৯২ সালে আলিম পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৯৫ সালে শহীদ জিয়া মহাবিদ্যালয় থেকে এইচ.এস.সি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৯৯ সালে বি.এ অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে ২য় স্থান ও ২০০০ সালে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেন। অতঃপর তিনি ২০১০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর গবেষণা অভিসন্দর্ভের শিরোনাম ছিলো- ইসলামের বাণিজ্য নীতি : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ (Trade Policy in Islam : Perspective Bangladesh), তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন- অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ।

কর্মজীবন

ড. মাসুদ আলম ২৪তম বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারে উত্তীর্ণ হয়ে সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ২ জুলাই ২০০৫ থেকে ১৪ নভেম্বর ২০০৫ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। এরপর তিনি ২০০৫ সালের ১৫ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। ২০০৮ সালের ২৭ নভেম্বর সহকারী অধ্যাপক, ২০১১ সালের ২ অক্টোবর সহযোগী অধ্যাপক এবং ২০১৪ সালের ২৬ নভেম্বর অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। বর্তমানে তিনি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। তিনি ২০০৬ সালের ৮ই মার্চ থেকে ২০১৬ সালের ৮ই মার্চ পর্যন্ত দীর্ঘ ১০ বছর হাজী মুহম্মদ মুহসিন হলের হাউস টিউটর এর দায়িত্ব পালন করেছেন।[৫২৩]

ড. মাসুদ আলম শিক্ষকতার পাশাপাশি গবেষণামূলক সংগঠন, স্টুডেন্টস এসোসিয়েশনসহ সামাজিক সংগঠনগুলোতে কার্যকর ভূমিকা রেখে চলেছেন। তিনি বাংলা একাডেমী এবং বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি এর একজন সদস্য। এছাড়া স্যার এফ.রহমান হল এ্যালামনাই এসোসিয়েশন, ইসলামিক স্টাডিজ এ্যালামনাই এসোসিয়েশন-এর অন্যতম সদস্য। তিনি ইথিক্যাল রিভিউ কমিটি আই.সি.ডি.ডি.আর.বি এর ধর্মীয় এক্সপার্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এসোসিয়েশন অব ব্লাড ডোনেটর (বাঁধন) ও সমাজের জন্য জাগরণ (সাজজা), এসোসিয়েশন অব ব্লাইন্ড স্টুডেন্টস ডি.ইউ এর উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি ২০১৫-১৬ ও ২০১৮-১৯ সেশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের কার্যকরী পরিষদের সদস্য ছিলেন। এছাড়া ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাকালীন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

গবেষণাকর্ম

ড. মাসুদ আলম শিক্ষকতা ও সামাজিক কর্মকান্ডে যেমন অবদান রেখে চলেছেন তেমনি গবেষণা জগতেও সুনাম ধরে রেখেছেন। তিনি ইসলামিক ট্রেড সিস্টেম এর উপর গবেষণা করে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি ২৫টিরও অধিক গবেষণা প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এছাড়াও তার তত্ত্বাবধানে ৪টি পিএইচ.ডি ও ৫টি এম.ফিল গবেষণা সম্পাদিত হয়েছে। নিম্নে তাঁর প্রকাশনাসমূহের একটি তালিকা পেশ করা হলো-

---

৫২৩. https://www.du.ac.bd/faculty/faculty_details/IST/1273, Accessed on 22 June 2021

ক. প্রবন্ধ সমূহ

১. Contrasting Picture Of The Concept Of Terrorism And Jihad In Islamic Perspective, *ইসলামিক স্টাডিজ জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিচার্স সেন্টার*, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খন্ড. ১ ও ২, সংখ্যা. ১, জানুয়ারী-ডিসেম্বর, ২০০৬, পৃ. ২০১-২০৮।

২. Some Fundamentals Of Islam In Relation To Those Of Zoroastrianism, *The CDR Journal* (University of Dhaka) Volume 1, Number 2, December 2006.P. 11-18

৩. জরথুস্ত্র ও তাঁর ধর্মতত্ত্ব : একটি সমীক্ষা, *দর্শন ও প্রগতি*, গোবিন্দদেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ষ. ২৪, সংখ্যা. ১-২, জুন-ডিসেম্বর, ২০০৭, পৃ. ২৩৩-২৪৬।

৪. ইসলামে সুশাসন ঃ একটি পর্যালোচনা, *ইসলামিক স্টাডিজ পত্রিকা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ষ. ১, সংখ্যা. ২, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০০৭, পৃ. ৩১-৪৩।

৫. অংশীদারী পদ্ধতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থায়ন : ইসলামী দৃষ্টিকোণ, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, এপ্রিল-জুন ২০১১।

৬. ইসলামে নারীর মর্যাদা ও বাংলাদেশের নারী সমাজ, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, বর্ষ. ৪৮, সংখ্যা. ১, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০০৮, পৃ. ৭৩-৮৭।

৭. Pan Islamic Movement Of Jamaluddin Afgani : A Review, *কলা অনুষদ পত্রিকা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খন্ড. ৩, সংখ্যা. ৪ ও ৫, জুলাই ২০০৬-জুন ২০০৮, পৃ. ১০৩-১১২।

৮. Consumer Rights In Islam : A Review, *ইসলামিক স্টাডিজ গবেষণা পত্রিকা*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, খন্ড. ৩, ডিসেম্বর, ২০০৮-২০০৯, পৃ. ১৫৯-১৭৮।

৯. Historical Mohasthangarh And Shah Sultan Balkhi(R.) : A Historical Review, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, বর্ষ. ৪৯, সংখ্যা. ৪, এপ্রিল-জুন, ২০১০, পৃ. ৭৮-৮৯।

১০. শরীয়াহ আইনের উৎস ও বৈশিষ্ট্য : একটি পর্যালোচনা, *ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা*, বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিচার্স এণ্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ঢাকা, বর্ষ. ৬, সংখ্যা. ২৩, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১০, পৃ. ৮১-৮৪।

১১. ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্যের মূলনীতি : একটি পর্যালোচনা, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, বর্ষ. ৫০, সংখ্যা, ২, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১০, পৃ. ১১৫-১২৫।

১২. বাংলাদেশে ইসলামী আইন : সমস্যা ও সম্ভাবনা, *ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা*, বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিচার্স এণ্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, বর্ষ. ৬, সংখ্যা. ২৪, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১০, পৃ. ১১৩-১২৪।

১৩. ইসলামে নারীর পোষাক ও সাজসজ্জাঃ একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা, *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সংখ্যা. ১ ও ২, জানুয়ারী-জুন ও জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১০, পৃ. ১২৩-১৩৬।

১৪. ইসলামে চুক্তি আইন : একটি পর্যালোচনা, *ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা*, বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিচার্স এণ্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, বর্ষ. ৭, সংখ্যা. ২৫, জানুয়ারী-মার্চ, ২০১১, পৃ. ৩৭-৫৩।

১৫. আল কুরআন ও আল হাদীসে ব্যবসা-বাণিজ্য : একটি পর্যালোচনা, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, বর্ষ. ৫০, সংখ্যা. ৩, জানুয়ারী-মার্চ, ২০১১, পৃ. ৩৪-৫০।

১৬. Language Relevant In The View Point Of al-Quran : A review, *ইসলামিক স্টাডিজ গবেষণা পত্রিকা*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, খন্ড. ৫, ডিসেম্বর, ২০১১।

১৭. ভোগাধিকার প্রয়োগে ইসলামী নীতিমালা ঃ একটি পর্যালোচনা, *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খন্ড. ৩-৪, জানুয়ারী-জুন, ও জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১১, পৃ. ১৩৭-১৫২।

১৮. ব্যবসায়-বাণিজ্যে ক্রেতার স্বাধীনতা : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি, *ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা*, বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিচার্স এণ্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, বর্ষ. ৮, সংখ্যা. ৩০, এপ্রিল-জুন, ২০১২, পৃ. ৮৯-১০২।

১৯. অংশীদারী ব্যবসায় অর্থায়ন : ইসলামী দৃষ্টিকোণ, *কলা অনুষদ পত্রিকা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খন্ড. ৫, সংখ্যা. ৭, জুলাই, ২০১১-জুন ২০১২, পৃ. ২১৫-২৩৩।

২০. ব্যবসা-বানিজ্যে নৈতিকতা ও ইসলাম, *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খন্ড. ৬, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১২, পৃ. ৫৭-৭৭।

২১. ইসলামের আলোকে নিষিদ্ধ ব্যবসায় : একটি পর্যালোচনা, *ইসলামী আইন ও বিচার*, বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিচার্স এণ্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, বর্ষ. ৯, সংখ্যা, ৩৪, এপ্রিল-জুন, ২০১৩, পৃ. ২৫-৪২।

২২. Product Marketing in Business : Islamic System, *কলা অনুষদ পত্রিকা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খন্ড. ৭, সংখ্যা. ৯, জুলাই ২০১৩-জুন ২০১৪, পৃ. ১৯৯-২১৪।

২৩. শেয়ার বাজার : ইসলামী দৃষ্টিকোণ, *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খন্ড. ৮-৯, জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৩ ও জানুয়ারী-জুন ২০১৪, পৃ. ৪৯-৬৮।

২৪. ইসলামে মানবসম্পদ উন্নয়ন: একটি পর্যালোচনা, *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খন্ড. ১০-১১, জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৪ ও জানুয়ারী-জুন ২০১৫, পৃ. ২৯-৫৩।

২৫. স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ইসলামী বিধান, *ইসলামিক স্টাডিজ গবেষণা পত্রিকা*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, খন্ড. ২, ২০১৮-২০১৯, পৃ. ৯৩-১০৬।

২৬. পণ্যে ভেজাল প্রতিরোধে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ, *ইসলামী আইন ও বিচার* পত্রিকা, ৩৭তম সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ২০১৪।[৫২৪]

ড. হাফিজ মুজতাবা রিজা আহমাদ (১৫.১১.২০০৫)

জন্ম

ড. হাফিজ মুজতাবা রিজা আহমাদ ১৯৭৩ সালের ১লা মার্চ কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলার মেল্লা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম বশির আহমেদ এবং মাতার নাম হাবিবাতুর রাজিয়া।

শিক্ষাজীবন

ড. হাফিজ মুজতাবা রিজা আহমাদ নিজ গ্রামের পাঠশালা থেকে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্জন করেন। ১৯৮২ সালে বাড্ডা রহমতপুর মিফতাহুল উলুম মাদরাসা থেকে হিফজুল কুরআন সমাপ্ত করেন। ১৯৮৭ সালে রাঙ্গুনিয়া আলমশাহ পাড়া আলিয়া মাদরাসা থেকে দাখিল ও ১৯৮৯ সালে দৌলতগঞ্জ গাজীমুড়া আলিয়া মাদরাসা থেকে আলিম পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৯২ সালে প্রথম শ্রেণিতে চতুর্থস্থান সহ স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৯৩ সালে একই বিভাগ থেকে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। পরবর্তীতে ২০০৭ সালে এম.ফিল ও ২০১১ সালে পিএইচ.ডি সম্পন্ন করেন। এম.ফিল গবেষণার বিষয় হলো- ইসলামী ব্যাংকিং, পল্লীউন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ (Islamic Banking, Rural Development and Poverty Alleviation: Bangladesh Perspective), এবং

৫২৪. প্রাগুক্ত।

পিএইচ.ডি গবেষণার শিরোনাম হলো-দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংগুলোর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থা (Microfinance System of Islamic Banks in Bangladesh for Poverty Alleviation)।

কর্মজীবন

ড. হাফিজ মুজতাবা রিজা আহমাদ একজন ব্যাংকার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক লি. এর মতিঝিল শাখায় ১৯৯৭ সালের ১লা জুন থেকে ১৯৯৮ সালের ৩০ মে পর্যন্ত প্রবেশনারী অফিসার এবং ১৯৯৮ সালের ১ জুন থেকে ২০০১ সালের ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ২০০১ সালের ২৬ এপ্রিল থেকে ২০০৪ সালের ৩১ মে পর্যন্ত শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর হেড অফিসে সিনিয়র অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে ২০০৪ সালের ১ জুন থেকে ২০০৫ সালের ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড এর প্রধান শাখায় প্রিন্সিপ্যাল অফিসার পদে কর্মরত ছিলেন। এরপর ১৫ নভেম্বর ২০০৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে লেকচারার হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। ২০০৭ সালের ১৭ নভেম্বর সহকারী অধ্যাপক ও ২০১২ সালের ৪ আগস্ট সহযোগী অধ্যাপক এবং ২০১৭ সালের ১৪ জুন অধ্যাপক পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। বর্তমানে তিনি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অধ্যাপক পদে কর্মরত রয়েছেন।[৫২৫]

গবেষণাকর্ম

ড. রিজা এম.ফিল ও পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ রচনার সাথে সাথে ইসলাম সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর ২৯টি প্রবন্ধ বিভিন্ন জাতীয় জার্নালগুলোতে প্রকাশিত হয়েছে। নিম্নে তাঁর প্রকাশনাগুলোর একটি তালিকা প্রদান করা হলো-

১. আল্লামা আযাদ সুবহানী : কর্ম ও জীবন দর্শন, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৩৫ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৯৬
২. সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৪২ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০০২
৩. ইসলামে বিজ্ঞান চর্চা ও মুসলিম অবদান : চিকিৎসাশাস্ত্র, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৪৫ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০০৫
৪. মুসলিম শল্য চিকিৎসাবিদ : আবুল কাশেম আল-যাহরাবী, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৪৬ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ, ২০০৭
৫. ইমাম গাযালীর অর্থনৈতিক দর্শন ও নির্দেশনা : একটি পর্যালোচনা, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, যুক্ত সংখ্যা: ৮৩-৮৪, অক্টোবর ২০০৫ ও ফেব্রুয়ারী ২০০৬, মুদ্রণকাল, মার্চ ২০০৭
৬. ইসলামের সামাজিক মূল্যবোধ : একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা, *দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব ইসলামিক ষ্টাডিজ*, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০০৭
৭. স্থাপত্য শিল্পের উদ্ভব ও বিকাশে মুসলমানদের অবদান, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৪৭ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ, ২০০৮
৮. গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিডেট এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থা : একটি সমীক্ষা, *দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব ইসলামিক ষ্টাডিজ*, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারী-জুন, ২০০৮
৯. Prophet's Attitude Towards the Rights of other Faiths : A Study on Principles and Practice, *দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব ইসলামিক ষ্টাডিজ*, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারী-জুন, ২০০৯

৫২৫. https://www.du.ac.bd/faculty/faculty_details/IST/1275, Accessed on 22 June 2021

Dhaka University Institutional Repository

১০. নওয়াব ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী : ইসলামী শিক্ষা-সাহিত্য ও মানবসেবায় তাঁর অবদান, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৪৯ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন, ২০১০

১১. Environmental Degradation : An Islamic Perspective, Social Science Review,*The Dhaka University Studies*, Part-D, Volume 27, Number 1. June, 2010.

১২. আবূ যার গিফারী (রা.) ও তাঁর অর্থনৈতিক মতাদর্শ, *ইসলামিক স্টাডিজ জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিচার্স সেন্টার*, সংখ্যা ১ ও ২, জানুয়ারী-জুন ও জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১০

১৩. Moral Responses of Islam in Donating Blood, *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, সংখ্যা ৩-৪, জানুয়ারী-জুন ও জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১১

১৪. হিজড়া জনগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণ: ইসলামী দৃষ্টিকোণ, *জার্নাল অব সোসিওলোজি*, খন্ড. ৫, সংখ্যা. ২, জানুয়ারী-সেপ্টেম্বর, ২০১৩।

১৫. দেশপ্রেম : ইসলামী দৃষ্টিকোণ, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৫৩ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৩

১৬. আত্মহত্যা প্রতিরোধে ইসলামী মূল্যবোধ, *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, সংখ্যা ৮-৯, জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৩ ও জানুয়ারী-জুন, ২০১৪

১৭. ইসলামে উন্নয়ন ধারণা ও বাস্তবায়ন কৌশল: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ, *কলা অনুষদ পত্রিকা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খন্ড ৬, সংখ্যা ৮, জুলাই ২০১২-জুন ২০১৩

১৮. বাংলাদেশে ক্ষুদ্র অর্থায়ন : গতি-প্রকৃতি, *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, সংখ্যা ৭, জানুয়ারী-জুন ২০১৩

১৯. দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থা: একটি পর্যালোচনা, *ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা*,বর্ষ ৯,সংখ্যা ৩৫, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৩

২০. ইসলামে ক্যালিগ্রাফি চর্চা : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৫৪বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ, ২০১৫

২১. Identity of Rohingya Muslim and their Rights, The Quranic Studies, *Journal of the Department of Al-Quran and Islamic Studies*, Islamic University, Vol. 5, No. 3, June, 2015

২২. Muslim al-Chemist Jabir Ibn Haiyan and His Contribution, *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, সংখ্যা ১০-১১, জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৪ ও জানুয়ারী-জুন, ২০১৫

২৩. মানব পাচার প্রতিরোধে ইসলাম: বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৫৫ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন, ২০১৬

২৪. Nursi's Thoughts on Ethical Values and Wasatiyyah: An Overview, *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, সংখ্যা ১২-১৩, জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৫ ও জানুয়ারী-জুন ২০১৬

২৫. Said Nursi and his thinking: a short study, Annoor, Nursi Studies, Conference in India, 2016, *Department of* Arabic, University of Kerala, India, 2017

২৬. সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নাদবী (র.) : জীবন ও সমাজচিন্তা, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৫৭ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন, ২০১৮

Dhaka University Institutional Repository

২৭. নারীর সতীত্ব রক্ষা ও নান্দনিকতায় হিজাব: ইসলামী দৃষ্টিকোণ, *দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, থিওলোজি ও ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ, খন্ড. ২১, সংখ্যা. ১, ডিসেম্বর, ২০১৮।

২৮. বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী (র.): জীবন ও রচনাবলীর মূল্যায়ন, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৫৮ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন, ২০১৯

২৯. Brotherhood in Islam and Thoughts of Said Bediuzzaman Nursi, *কলা অনুষদ পত্রিকা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খন্ড. ১০, সংখ্যা. ১৪-১৫, জুলাই ২০১৮-জুন ২০২০, নভেম্বর ২০২০।[৫২৬]

ড. শেখ মো: ইউসুফ (১৫.১১.২০০৫)

জন্ম

ড. শেখ মোঃ ইউসুফ ১৯৭৮ সালের ১ ফেব্রুয়ারি নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলায় মেইশাদি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোঃ ইউনুস আলী ও মাতার নাম মনোয়ারা বেগম।

শিক্ষাজীবন

জনাব ইউসুফ প্রাথমিক স্তরে লেখাপড়া করেন নরসিংদীর শিবপুরে। এরপর নরসিংদীর ঈসাখালী ফাযিল মাদরাসায় ভর্তি হন এবং ১৯৯২ সালে এই মাদ্রাসা হতে ১ম বিভাগে দাখিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর ঢাকার তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসায় আলিম শ্রেণিতে ভর্তি হন এবং ১৯৯৪ সালে জাতীয় মেধায় পঞ্চদশ স্থানসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এরপর শেখ মোঃ ইউসুফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ভর্তি হন। তিনি ১৯৯৭ সালে স্নাতক পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় স্থান এবং ১৯৯৮ সালে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায়ও প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ২০১০ সালে 'বাংলাদেশে মুসলিম সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার ও ইসলামী শরীআতের দৃষ্টিভঙ্গি : একটি পর্যালোচনা' বিষয়ে অভিসন্দর্ভ প্রণয়নের জন্য শেখ মোঃ ইউসুফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর পিএইচ.ডি গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন-অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ।

কর্মজীবন

ড. ইউসুফ ২০০১ সালের ১ আগস্ট নরসিংদীর পলাশ শিল্পাঞ্চল ডিগ্রি কলেজে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রভাষক হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন এবং ১৪ নভেম্বর ২০০৫ পর্যন্ত তিনি সেখানে কর্মরত ছিলেন। ১৫ নভেম্বর ২০০৫ তারিখে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক নিযুক্ত হন। ২০০৭ সালের ১৭ নভেম্বর সহকারী অধ্যাপক পদে এবং ২০১১ সালের ২ ফেব্রুয়ারি সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেন। বর্তমানে তিনি সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। বিভাগে যোগদানের অল্পকাল পরে তিনি ছাত্র উপদেষ্টা নিযুক্ত হন এবং অদ্যাবধি অত্যন্ত দক্ষতা ও ছাত্রপ্রিয়তার সঙ্গে এ দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।[৫২৭]

গবেষণাকর্ম

ড. ইউসুফ ২টি গ্রন্থ ও ১৫টি গবেষণা প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তার প্রকাশিত গবেষণাগ্রন্থ ও প্রবন্ধের তালিকা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

ক. গ্রন্থসমূহ

১. *'কুর'আন সুন্নাহর আলোকে বাংলাদেশের মুসলিম সংস্কৃতি*, ঢাকা: কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, (আগস্ট ২০১১।

২. *সুন্নাত ও প্রচলিত বিদ'আত*, ঢাকা: মাকতাবাতুল আখতার, বাংলাবাজার (নভেম্বর ২০১৪।

---

৫২৬. ড. হাফিজ মুজতাবা রিজা আহমাদ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য

৫২৭. https://www.du.ac.bd/faculty/faculty_details/IST/1274, Accessed on 22 June 2021.

খ. প্রবন্ধসমূহ

১. ‘মুসলিম সমাজে ভিন্ন মতবাদের উৎপত্তি : একটি পর্যালোচনা, *দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, খন্ড. ১৮, সংখ্যা. ১, ডিসেম্বর ২০১৪।
২. ‘মরমী কবি সাবির আহমেদ কাব্যে আল-কুর’আনের ভাবধারা : একটি পর্যালোচনা, *দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, খন্ড. ১৮, সংখ্যা. ২, জুন, ২০১৫।
৩. ‘বর্গাচাষ : ইসলাম ও বর্তমান সমাজ’, *ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা*, বাংলাদেশ ইসলামিক ল’ রিসার্চ এণ্ড লিগাল এইড সেন্টার, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৪।
৪. ‘ভাগ্য পরিবর্তনে প্রচলিত কুসংস্কার : ইসলামী দৃষ্টিকোণ, *সমাজবিজ্ঞান জার্নাল*, খন্ড. ৬, সংখ্যা ১, জানুয়ারী-জুন ২০১৪।
৫. ‘মরমী কবি সাবির আহমেদ-এর কাব্যে ইসলামের প্রভাব, *জার্নাল অব ইসলামিক এডুকেশন এন্ড রিসার্চ*, খণ্ড. ৮, সংখ্যা১ ,ডিসেম্বর ২০১২।
৬. ‘প্রচলিত দু’আ ও মুনাজাতের শর‘ঈ ভিত্তি : একটি পর্যালোচনা’, *দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, খন্ড. ২২, সংখ্যা ২।
৭. ‘বিভিন্ন ধর্মে বহু বিবাহ প্রথা ও ইসলাম ধর্মে এর তাৎপর্য : একটি পর্যলোচনা’, কলা অনুষদ পত্রিকা, খণ্ড ২ সংখ্যা ২ ও ৩, জুলাই ২০০৬-জুন ২০০৮।
৮. ‘হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা.) ও তাঁর কবিতায় রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রশস্তি’, *ইসলামিক স্টাডিজ জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিচার্স সেন্টার*, সংখ্যা ১ ও ২, জানুয়ারি-জুন ও জুলাই-ডিসেম্বর ২০১০।
৯. ‘মহানবী (সা) ও কাব্য চর্চা’, *ইসলামিক স্টাডিজ জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিচার্স সেন্টার*, খণ্ড. ১, সংখ্যা. ১, জানুয়ারি - ডিসেম্বর ২০০৬।
১০. Significance of Sawm(Fasting), *ইসলামিক স্টাডিজ জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিচার্স সেন্টার*, খন্ড ১ ও ২, সংখ্যা. ১, জানুয়ারি - ডিসেম্বর ২০০৬।
১১. ‘বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং : সমস্যা ও সম্ভাবনা’, *দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব ইসলামিক স্টাডিজ*, বর্ষ ১, সংখ্যা ১, জানুয়ারি - জুন ২০০৭।
১২. ‘ইরানের সমকালীন প্রখ্যাত কবি শাহরিয়ার : জীবন ও কাব্য’, *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, খন্ড ১০, সংখ্যা ২, ডিসেম্বর ২০০২।
১৩. ‘অশুভ শক্তির অকল্যাণ প্রতিরোধে প্রচলিত কুসংস্কার ও ইসলামী শরী‘আতের দৃষ্টিভঙ্গি : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ’, *সমাজবিজ্ঞান জার্নাল*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খন্ড ৫, সংখ্যা ২, জানুয়ারী-ডিসেম্বর ২০১৩।
১৪. ‘রোগ সংক্রমন ও রোগ নিরাময়ে প্রচলিত কুসংস্কার : ইসলামী দৃষ্টিকোণ, *কলা অনুষদ পত্রিকা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খণ্ড. ৭, সংখ্যা. ৯, ২০১২- ২০১৩।
১৫. ‘ভাগ্য পরিবর্তনে প্রচলিত কুসংস্কার : ইসলামী দৃষ্টিকোণ’, *সমাজবিজ্ঞান জার্নাল*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খন্ড. ৬, সংখ্যা. ১, জানুয়ারী-জুন, ২০১৪।[৫২৮]

ড. মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম (১৫.১১.২০০৫)

জন্ম

মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম ১৯৭৪ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী গাজীপুর জেলার সদর উপজেলার অন্তর্গত উত্তর বুরুলিয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসাইন ও মাতার নাম হুরুন্নাহার।

শিক্ষাজীবন

ড. মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম গাজীপুর সিনিয়র মাদ্রাসা থেকে ১৯৮৮ সালে দাখিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৯০ সালে তা’মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা থেকে ৭০.৩% নম্বর লাভ করে আলিম

৫২৮. ড. শেখ মো: ইউসুফ এর নিকট থেকে প্রাপ্ত জীবনবৃত্তান্ত।

Dhaka University Institutional Repository

পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পরবর্তীতে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৯৩ সালে স্নাতক সম্মান পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে ৩য় স্থান এবং ১৯৯৪ সালের স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। এম.এ পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের কারণে তিনি কিউ.এম. আব্দুল্লাহ মেমোরিয়াল গোল্ড মেডেল প্রাপ্ত হন। পরবর্তীতে ২০১৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে "আল্লামা যামাখশারী ও কাশশাফ গ্রন্থে মু'তাযিলা আকীদা" (Allama Zamakhshari and Mu'tazili beliefs in Tafseer Al –Kashshaf) শীর্ষক বিষয়ে পিএইচ.ডি সম্পন্ন করেন। তাঁর গবেষণা থিসিসের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন- প্রফেসর এ.বি.এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী।

কর্মজীবন

ড. মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম ৭ জুন, ১৯৯৮ সালে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড-এ সিনিয়র অফিসার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৪ নভেম্বর, ২০০৫ সাল পর্যন্ত উক্ত পদে কর্মরত ছিলেন। এরপর ১৫ নভেম্বর ২০০৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। ২০০৮ সালের ২৭ নভেম্বর তিনি সহকারী অধ্যাপক এবং ৩০ জানুয়ারী ২০১৮ সালে সহযোগী অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। বর্তমানে তিনি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক পদে কর্মরত রয়েছেন।[৫২৯]

কনফারেন্সে অংশগ্রহণ

- ড. মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম ২০১৮ সালের অক্টোবরে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া এর উদ্যোগে আয়োজিত Religion, Culture and Governance in Contemporary World শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করেন এবং Relation between Poverty and Terrorism: Perspective Bangladesh শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।
- তিনি ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে আলিয়া ইউনিভার্সিটি কলকাতা, কর্তৃক আয়োজিত Women Rights in Islam শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করেন এবং Concept of Gender Equality in Islam শীর্ষক প্রবন্ধ পেশ করেন।

গবেষণাকর্ম

ড. জহিরুল ইসলাম কুরআনিক স্টাডিজ, তাফসির, হাদীস, মুসলিম দর্শন, মানবাধিকার, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, ইসলামের ইতিহাস, ইসলামী ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা করছেন। তিনি এসকল বিষয়ে দশ এর অধিক গবেষণাকর্ম সম্পাদন করেছেন। নিম্নে তার একটি তালিকা প্রদান করা হলো-

১. وجوه ايجاز القرآن على ضوء زمخشرى : دراسة تحليلية, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী পত্রিকা*, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খন্ড. ২০, সংখ্যা. ২২, জুন ২০১৯।
২. তাফসীরে কাশশাফের রচনাশৈলী ও বৈশিষ্ট্য : একটি পর্যালোচনা, *ইসলামিক স্টাডিজ গবেষণা পত্রিকা*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, খন্ড. ১১, ২০১৮-২০১৯।
৩. দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি, *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খন্ড. ১২-১৩, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৫।
৪. مكانة المرأة فى الاسلام *বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, খন্ড. ২, সংখ্যা. ১, জানুয়ারী-জুন, ২০০৮। (যৌথ)

---

৫২৯. https://www.du.ac.bd/faculty/faculty_details/IST/1276, Accessed on 22 June 2021.

৫. جلال الدين السيوطى : حياته و آثاره, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী পত্রিকা*, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খন্ড. ৪, সংখ্যা. ৪-৫, জুন, ১৯৯৯। (যৌথ)
৬. U`rf as a sources of Islamic Shariah, *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খন্ড. ৩-৪, ডিসেম্বর, ২০১১।
৭. আবূ যার গিফারী (রা.) ও তাঁর অর্থনেতিক মতাদর্শ, *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খন্ড. ১-২, ডিসেম্বর, ২০১০।
৮. আল্লামা যামাখশারী ও কাশ্‌শাফ গ্রন্থ : একটি পর্যালোচনা, *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খন্ড. ১-২, ডিসেম্বর, ২০১১।
৯. পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন ২০১৩ : একটি পর্যালোচনা, *ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা*, বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিচার্স এণ্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, খন্ড. ৪৬, এপ্রিল-জুন, ২০১৬।
১০. রাসূলুল্লাহ (সা:) এর পত্রাবলী : একটি পর্যালোচনা, *দি কুরআনিক স্টাডিজ*, আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, খ. ৫, ২০১৬।
১১. ইসলামে সামাজিক মূল্যবোধ: একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ পত্রিকা*, খন্ড. ২, ডিসেম্বর, ২০০৭।
১২. গ্রামীন জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরিকরণে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থা: একটি সমীক্ষা, *ইসলামিক স্টাডিজ পত্রিকা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খন্ড. ৩, জুন ২০০৮।[৫৩০]

ড. মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম (২৫.০৯.২০১০)

জন্ম

ড. মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম ১৯৮০ সালের ১লা মার্চ বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলার ৩নং জল্লা ইউনিয়নের বাহেরঘাট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আলহাজ্ব মুহাম্মদ আব্দুল করীম ও মাতার নাম জামিলা খাতুন। ৮ ভাই ও ৩ বোনের মধ্যে তিনি ৭ম।[৫৩১]

শিক্ষাজীবন

ড. মুহাম্মাদ জাহিদুল ইসলাম স্থানীয় প্রাইমারী স্কুল থেকে প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণ করেন। এরপর ছারছীনা দারুসসুন্নাত আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। ১৯৯৪ সালে ছারছীনা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে দাখিল পরীক্ষায় মেধা তালিকায় চতুর্থ এবং ১৯৯৬ সালে আলিম পরীক্ষায় মেধা তালিকায় পঞ্চদশ স্থান লাভ করেন। পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে ১৯৯৯ সালে স্নাতক ও ২০০০ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। উভয় পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করায় 'কিউ.এ.এম আব্দুল্লাহ স্বর্ণ পদক' প্রাপ্ত হন। ২০১৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি সম্পন্ন করেন। পিএইচ.ডি গবেষণার শিরোনাম হলো- "ইসলামে ফাতওয়া: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ"। তাঁর গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ।

কর্মজীবন

ড. জাহিদুল ইসলাম ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৪ সালে ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজে ইসলামিক স্টাডিজের প্রভাষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন এবং সেখানে ১লা জুলাই ২০০৫ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। এরপর ২৪তম বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারে উত্তীর্ণ হয়ে ২ জুলাই ২০০৫ সালে ভোলা সরকারী কলেজ এর ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। ২০০৮ সালের ৮ অক্টোবর ভোলা

৫৩০. ড. মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম এর নিকট থেকে প্রপ্ত জীবনবৃত্তান্ত।
৫৩১. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, ড. মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কলাভবন, ১৪ জুন ২০২১।

সরকারী কলেজ থেকে বদলী হয়ে বরিশাল সরকারী মহিলা কলেজে যোগদান করেন। ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১০ পর্যন্ত বরিশাল মহিলা কলেজে কর্মরত ছিলেন। এরপর ২০১০ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে লেকচারার পদে নিযুক্ত হন। ২০১৩ সালের ২৩ জুন সহকারী অধ্যাপক ও ২০১৮ সালের ৩০ জানুয়ারী সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। বর্তমানে তিনি সহযোগী অধ্যাপক পদে কর্মরত রয়েছেন।[৫৩২]

গবেষণাকর্ম

ড. জাহিদুল ইসলাম ১০টি গবেষণা প্রবন্ধ রচনা করেন । যথা:-

১. Sufism : The Quranic Overview, *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খ. ১, ২, নং. ১, ২, পৃ. ২০৬-২২১, ২০১০।

২. ইসলামে চুক্তি আইন ঃ একটি বিশ্লেষণ, *ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা*, বাংলাদেশ ইসলামিক ল' এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, সংখ্যা নং. ২৫, পৃ. ৩৭-৫০, ২০১১।

৩. ইসলামে সাক্ষ্য আইন ঃ একটি বিশ্লেষণ, *ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা*, বাংলাদেশ ইসলামিক ল' এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, সংখ্যা. ২৯, পৃ. ২৭-৩৮, ২০১২।

৪. আল্লামা ইবন তাইমিয়্যা ঃ জীবন ও চিন্তাধারা, *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খ. ৭, নং. ৭, পৃ. ৩৫-৫১, ২০১৩।

৫. ইমাম গাযালীর জ্ঞান তত্ত্ব : একটি পর্যালোচনা, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, খ. ৩, পৃ. ৫৫-৬৫, ২০১৩।

৬. ইবনুল আরাবীর আহকামুল কুরআন : রচনাশৈলী ও বৈশিষ্ট্য, *কলা অনুষদ পত্রিকা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খ. ৮, সংখ্যা. ১০-১১, পৃ. ২৬২-২৮০, ২০১৪।

৭. ইসলামে নিঁখোজ ব্যক্তি সম্পর্কিত বিধানাবলী, *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খ. ৮ ও ৯, সংখ্যা. ১০-১১, পৃ. ৮৯-১০২, ২০১৪

৮. হাদীস শাস্ত্রে ইবন আব্দ আল বার এর অবদান: একটি পর্যালোচনা, জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খ. ১০, সংখ্যা. ১০, পৃ. ৭৭-৯৯, ২০১৫।

৯. কুড়িয়ে পাওয়া সম্পদের বিধান: একটি ফিকহী পর্যালোচনা, *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, খ. ২ ও ৩, ২০১৯।

১০. ইসলামে লাকীত বা কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর বিধান: একটি পর্যালোচনা, *ইসলামী আইন* ও বিচার পত্রিকা, খ. ১৫, সংখ্যা. ৫৯, ২০১৯।[৫৩৩]

মোস্তফা মনজুর (২৫.০৯.২০১০)

জন্ম

জনাব মোস্তফা মনজুর ১৭ ই সেপ্টেম্বর ১৯৮১ সালে হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুহাম্মদ আব্দুল হাই তালুকদার এবং তাঁর মাতার নাম সুলতানা আরা বেগম।

শিক্ষাজীবন

জনাব মোস্তফা মনজুর প্রাথমিক শিক্ষা নিজ উপজেলায় সম্পন্ন করেন। তিনি ১৯৮৭-৯১ সালে শিশুনিকেতন কিন্ডারগার্টেন, চুনারুঘাট থেকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। ১৯৯২ সালে হাজী আলীম উল্লা সিনিয়র মাদ্রাসায় ভর্তি হন। ১৯৯৭ সালে হাজী আলীম উল্লা সিনিয়র মাদ্রাসা, চুনারুঘাট থেকে স্টার মার্ক্স পেয়ে দাখিল পাশ করেন। তারপর ১৯৯৯ সালে ধামতী ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা থেকে মানবিক বিভাগে প্রথম বিভাগে ১৩তম স্থান লাভ করে আলিম পাশ করেন। ২০০৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৫৩২. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত।

৫৩৩. https://www.du.ac.bd/faculty/faculty_details/IST/1277, Accessed on 23 June 2021

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে বি.এ অনার্স এবং ২০০৪ সালে এম.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। উভয় পরীক্ষাতেই তিনি প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন। এম.এ পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য কিউ.এ.এম. আব্দুল্লাহ স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। এরপর ২০১০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে এম.ফিল গবেষণা সম্পন্ন করেন। তাঁর গবেষণার শিরোনাম ছিলো- "বাংলাদেশে বিদ্যমান মুসলিম-অমুসলিম সম্পর্ক: ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি", গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন প্রফেসর মুহাম্মদ আব্দুল মালেক। ২০১৪ সালে কিং সাউদ ইউনিভার্সিটি, রিয়াদ থেকে শিক্ষক প্রশিক্ষণের উপরে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা সম্পন্ন করেন। বর্তমানে তিনি ইউনিভার্সিটি অব নটিংহ্যামে পিএইচ.ডি গবেষণারত রয়েছেন।[৫৩৪]

কর্মজীবন

জনাব মনজুর ১ এপ্রিল ২০০৮ থেকে ৩০ জুন ২০০৮ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে রিসার্চ অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১ জুলাই ২০০৮ সালে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। সেখানে ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১০ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। তারপর ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন। এরপর ২০১৩ সালের ২৩ জুন সহকারী অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। এর বাইরেও তিনি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমীতে গেস্ট লেকচারার হিসেবে জুন ২০১১ থেকে ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।[৫৩৫] বর্তমানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক পদে কর্মরত অবস্থায় শিক্ষাছুটিতে রয়েছেন।

গবেষণাকর্ম

১. The Reason behind the Muslim majority of Population in Bengal: An analysis, *Journal of The Department of Islamic Studies*, Jagannath University, Issue 2, 2016, pp. 41-58.

২. An Analysis on the Practices of Prophet Muhammad (pbuh) in Resolving Conflicts, *Journal of the Bangladesh Association of Youn Researchers (JBAYR)*, Vol. 1, No. 1, January 2011, pp. 109-125.

৩. Characteristics of Leadership: Islamic Perspective, *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, Combined Issue, January-June & July-December, 2010, pp. 123-140.

৪. Environmental Degradation: An Islamic Perspective, Social Science Review, *Journal of Faculty of Social Science*, University of Dhaka, Vol. 27, No. 1, June 2010, pp. 185-199.

৫. যুদ্ধবন্দি এবং ইসলাম, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, বর্ষ. ৪৬, সংখ্যা. ৪, এপ্রিল-জুন, ২০০৭, পৃ. ১৮৫-১৯৯।

৬. খ্রিস্টবাদ প্রসঙ্গে ইবন তায়মিয়ার রচনাবলী: একটি পর্যালোচনা, *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সংখ্যা. ১২-১৩ জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৫, ও জানুয়ারি-জুন ২০১৬।[৫৩৬]

---

৫৩৪. জনাব মোস্তফা মনজুর, গবেষকের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ, সোশ্যালমিডিয়া, ১৮ জুন ২০২১

৫৩৫. https://www.du.ac.bd/faculty/faculty_details/IST/1278, Accessed on 23 June 2021.

৫৩৬. ব্যক্তিগত যোগাযোগ, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

প্রবন্ধ উপস্থাপন

জনাব মোস্তফা মনজুর ১০-১২ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত 3rd Biruni (Al-Biruni) International Interdisciplinary Conference শীর্ষক কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন এবং সেখানে Islam and Muslim in al Biruni's Book 'Kitab al-Hind' বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন।

ড. মোঃ রফীকুল ইসলাম (১৫.১১.২০১৪)

জন্ম

ড. মো: রফীকুল ইসলাম ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ সালে বরিশাল জেলার বানারীপাড়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মাও: মো: আবুল হাশেম এবং মাতার নাম আছিয়া খাতুন।

শিক্ষাজীবন

ড. রফীকুল ইসলাম এর প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা হয় ছারছীনা দারুসসুন্নাত আলিয়া মাদ্রাসায়। সেখানে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। এরপর ১৯৮৫ সালে চরমোনাই আহসানাবাদ রশীদিয়া কামিল মাদ্রাসা থেকে দাখিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৮৭ সালে জামেয়া কাসেমীয়া কামিল মাদ্রাসা নরসিংদী থেকে আলিম পরীক্ষায় ১ম বিভাগে পাশ করেন। ড. রফীক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে ১৯৯০ সালে বি.এ অনার্স পরীক্ষায় ১ম শ্রেণিতে ৪র্থ এবং ১৯৯১ সালে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে চতুর্থ স্থান অর্জন করেন। পরবর্তীতে ২০০৫ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর গবেষণার শিরোনাম হলো- "ইবনুল জাওযী : তাফসীর চর্চায় তাঁর অবদান। গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বেলাল হোছাইন।

কর্মজীবন

ড. রফীকুল ইসলাম ১৯৯৫ সালের ২০ এপ্রিল ঢাকা দোহার নবাবগঞ্জ কলেজে প্রভাষক হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। এখানে ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। তারপর ২০০০ সালের ৩১ জানুয়ারী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-এ লেকচারার হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। ১লা ডিসেম্বর ২০০৪ সালে সহকারী অধ্যাপক এবং ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। পরবর্তীতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন। ২০১৬ সালের ৩১ অক্টোবর সহকারী অধ্যাপক এবং ২০১৮ সালের ৩০ জানুয়ারী সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে উন্নীত হন। বর্তমানে তিনি সহযোগী অধ্যাপক পদে কর্মরত আছেন।[৫৩৭]

গবেষণাকর্ম

ড. রফিকুল ইসলাম এর তত্ত্বাবধানে ৫টি এম.ফিল ও ২টি পিএইচ.ডি ডিগ্রি সম্পন্ন হয়েছে। এর বাইরে তিনি একাধিক গ্রন্থ ও গবেষণা প্রবন্ধ রচনা করেছেন। যেমন-

ক. রচিত গ্রন্থ

১. *আল আদিল্লাতুল কাতি'আহ 'আলা খাতামিন নবুওয়াহ*, রাজশাহী: ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, ২০১৬।
২. *ইবনুল জাওযী : জীবন ও তাফসীর চর্চা*, ঢাকা: রিয়াদ পাবলিকেশন, ২০১৪।

খ. প্রবন্ধসমূহ

১. ইসলামে ব্যক্তি মালিকানার প্রকৃতি : একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, খ. ২, সংখ্যা ৫৭, পৃ. ২৮-৫৫, ২০১৭।
২. শরীয়াহ আইনের উৎস আল ইসতিহসান : একটি পর্যালোচনা, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, খ. ১, সংখ্যা. ৫৫, পৃ. ৫-১৮, ২০১৫।

---

৫৩৭. https://www.du.ac.bd/faculty/faculty_details/IST/1281, Accessed on 23 June 2021.

Dhaka University Institutional Repository

ড. আমীর হোসেন (৩১.১২.২০১৪)

জন্ম

ড. আমীর হোসেন ১৯৮২ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি বরিশাল জেলার মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলার কাঁটাখালী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুল মালেক আকন্দ ও মাতার নাম রাজিয়া বেগম।

শিক্ষাজীবন

জনাব আমীর হোসেন ১৯৯৬ সালে খন্ডাখালি রাজাপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা থেকে স্টার মার্কস্‌সহ প্রথম বিভাগে দাখিল পাশ করেন এবং ১৯৯৮ সালে বাঘিয়া আল আমিন কামিল মাদ্রাসা থেকে আলিম পরীক্ষায় জাতীয় মেধায় ত্রয়োদশ স্থানসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ভর্তি হন। ২০০২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে স্নাতক সম্মান ও ২০০৩ সালে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ২০২১ সালে 'কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে ইসলামের দিকনির্দেশনা : বাংলাদেশ সরকারের কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহের উপর একটি সমীক্ষা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ প্রণয়ন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ।

কর্মজীবন

জনাব আমীর হোসেন ২৬তম বিসিএস-এ শিক্ষা ক্যাডারে উত্তীর্ণ হয়ে ২০০৬ সালের ০২ এপ্রিল সরকারি কবি নজরুল কলেজে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন এবং ২০১৪ সালের ০৬ নভেম্বর সহকারী অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। ২০১৪ সালের ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত কবি নজরুল সরকারী কলেজে কর্মরত ছিলেন। এরপর ২০১৪ সালের ১৫ নভেম্বর থেকে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত ফজীলাতুন্নেছা সরকারী মহিলা কলেজ, ভোলা-তে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে সহকারী অধ্যাপক পদে কর্মরত ছিলেন। ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর ড. আমীর হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। ২০১৬ সালের ৩০ অক্টোবর সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেন। বর্তমানে তিনি সহকারী অধ্যাপক পদে কর্মরত রয়েছেন।

ড. আমীর হোসেন নায়েমে (NAEM) শিক্ষকতা বিষয়ে দীর্ঘ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এ ছাড়াও তিনি সিলেটের বিআরডিটিআই–তে পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন বিষয়ক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে তিনি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের দপ্তর সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং সফলভাবে পুনর্মিলনী আয়োজনের ব্যাপারে প্রণিধানযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। এ ছাড়া তিনি বিএনসিসি'র ক্যাডেট আন্ডার অফিসার (সিইউও) এবং ইসলামিক স্টাডিজ কালচারাল ফোরামের প্রেসিডেন্ট হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

গবেষণাকর্ম

ড. আমীর হোসেন সামসময়িক বিভিন্ন বিষয়ে বেশ কয়েকটি গবেষণা প্রবন্ধ রচনা করেছেন। নিম্নে তাঁর প্রকাশনাসমূহের তালিকা উপস্থাপন করা হলো-

১. পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন ২০১৩: পরিপ্রেক্ষিত ইসলাম, *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, খন্ড. ১০-১১, পৃ. ১২৩-১৪৮, জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৪ ও জানুয়ারী-জুন ২০১৫।
২. ইসলামে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন : একটি পর্যালোচনা, *ইসলামিক স্টাডিজ গবেষণা পত্রিকা*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, এপ্রিল ২০১৬, খন্ড. ৯।
৩. ইসলামে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ধর্ম পালনের অধিকার : একটি পর্যালোচনা, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, খন্ড. ৫৭, সংখ্যা. ২, পৃ. ৫৬-৭৭, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৭।

৪. Concept of Development in Labor Philosophy of Islam, *Rabindra journal*, World poet Rabindranath Institute of Agricultural Technology , vol.Vol.34 , no.No.01 , pp.111-136 , October 2015.
৫. রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মদীনা সনদে অসাম্প্রদায়িক চেতনা: একটি পর্যালোচনা, *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খন্ড. ১২-১৩, জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৬ ও জানুয়ারী-জুন ২০১৭।
৬. এতীমের অধিকার সুরক্ষায় ইসলামের নির্দেশনা : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ, *কলা অনুষদ পত্রিকা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খন্ড. ৯, সংখ্যা. ১২-১৩, পৃ. ১১৯-১৩৬, জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৮।[৫৩৮]

কাজী ফারজানা আফরিন (৩১.১২.২০১৪)

জন্ম

কাজী ফারজানা আফরিন ১৯৮৪ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি পটুয়াখালী জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম: কাজী মুহাম্মদ ইদ্রিস ও মাতার নাম হাফিজা খানম।

শিক্ষাজীবন

কাজী ফারজানা আফরিন পটুয়াখালি সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয় হতে ১৯৯৮ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে এবং ২০০০ সালে পটুয়াখালি সরকারি মহিলা কলেজ হতে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর কাজী ফারজানা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ২০০৫ সালে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে স্নাতক সম্মান পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় এবং ২০০৬ সালে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। বর্তমানে তিনি The Role of Islamic Culture in the Enriching Human Life: Bangladesh Perspective বিষয়ে পিএইচ.ডি গবেষণায় রত রয়েছেন।

কর্মজীবন

কাজী ফারজানা আফরিন ২০১৪ সালে ৩১ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন এবং ২০২০ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারী সহকারী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। বর্তমানে তিনি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে সহকারী অধ্যাপক পদে কর্মরত রয়েছেন।

গবেষণাকর্ম

কাজী ফারজানা আফরিন তিনটি গবেষণা প্রবন্ধ রচনা করেছেন। সেগুলো হলো-

১. নারীর সামাজিক ক্ষমতায়ন: প্রেক্ষাপট ইসলাম, *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, খন্ড. ১০-১১, জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৪ ও জানুয়ারী-জুন, ২০১৫।
২. সন্তানের নামকরণের ইসলামী বিধান ও এর গুরুত্ব : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, *ইসলামী আইন ও বিচার* পত্রিকা, খন্ড. ১৫, সংখ্যা. ৫৮, এপ্রিল-জুন, ২০১৯।
৩. পারিবারিক অপরাধ প্রতিরোধে ইসলামী দিক নির্দেশনা : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, *ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা*, খন্ড. ১৫, সংখ্যা. ৬০, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৯।[৫৩৯]

জাহিদুল ইসলাম সানা (৩১.১২.২০১৪)

জন্ম

জনাব জাহিদুল ইসলাম সানা ২৫ নভেম্বর ১৯৮৯ সালে খুলনা জেলার কয়রা উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আরশাদ আলী সানা ও মাতার নাম ছালেহা বেগম।

৫৩৮. ড. আমীর হোসেন এর নিকট থেকে প্রাপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

৫৩৯. কাজী ফারজানা আফরিন এর নিকট থেকে প্রাপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

শিক্ষাজীবন

জনাব জাহিদুল ইসলাম ২০০৪ সালে কুশাডাঙ্গাঁ আলহাজ কমরউদ্দীন আলিম মাদ্রাসা থেকে দাখিল পরীক্ষায় জি পি এ ৪.৭৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হন। ২০০৬ সালে একই মাদ্রাসা থেকে আলিম পরীক্ষায় জিপিএ ৫.০০ পেয়ে উত্তীর্ণ হন। ২০১০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে বি.এ অনার্স পরীক্ষায় জিপিএ ৩.৭২ এবং ২০১১ সালে এম.এ পরীক্ষায় জিপিএ ৩.৯১ প্রাপ্ত হন।

কর্মজীবন

জনাব জাহিদুল ইসলাম ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে লেকচারার পদে যোগদান করেন। ২০২০ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারী সহকারী অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। বর্তমানে তিনি সহকারী অধ্যাপক পদে কর্মরত রয়েছেন।

গবেষণাকর্ম

জনাব জাহিদুল ইসলাম একাধিক গবেষণা প্রবন্ধ রচনা করেছেন। যথা-

১. Time Value of Money Concept : Perspective Islamic Finance, *Jagannath University Islamic Studies Journal*, Dhaka, 2019
২. Marine Resources Management : An Islamic Perspective, *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, University of Dhaka, 2019.
৩. Food Security Management : Perspective An Islam, *Arts Faculty Journal*, University of Dhaka, 2018
৪. Critical analysis on Socio-Psychological Philosophy: Perspective on Bengal Society, Anoshandhan, *Pachimbango Itihas Samsad Journal (Presented in the Seminar)*, West Bengal, India, 2017. [540]

কনফারেন্সে যোগদান

- ২০১৬ সালে পশ্চিম বঙ্গে অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে যোগদান করেন এবং সেখানে "International Relationship Development among Muslim-Non-Muslim Country: Perspective Islam" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

মোহাম্মদ ইমাউল হক সরকার (৩১.১২.২০১৪)

জন্ম

মোহাম্মদ ইমাউল হক সরকার ব্রাক্ষ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার শ্রীরামপুর গ্রামে ১৯৮৩ সালের ৩০ জুন জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আজিজুল হক ও মাতার নাম আফিফা হক।

শিক্ষাজীবন

মোহাম্মদ ইমাউল হক সরকার ১৯৯৮ সালে নবীনগর পাইলট হাইস্কুল হতে এস.এস.সি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগ থেকে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তিনি ২০০০ সালে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ হতে এইচ.এস.সি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগ থেকে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হওয়ার পর জনাব ইমাউল হক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ভর্তি হন এবং ২০০৫ সালে স্নাতক সম্মান পরীক্ষা ও ২০০৬ সালে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।[৫৪১]

---

৫৪০. https://www.du.ac.bd/faculty/faculty_details/IST/1285, Accessed on 23 June 2021.

৫৪১. জনাব মোহাম্মদ ইমাউল হক এর নিকট থেকে প্রাপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

কর্মজীবন

জনাব ইমাউল হক ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন। ২০২০ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারী সহকারী অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। তিনি ২০১৭ সালের ৫ এপ্রিল থেকে হাজী মুহাম্মদ মুহসীন হলের হাউজ টিউটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ১২ জানুয়ারী ২০১৫ সাল থেকে বিভাগের ছাত্র উপদেষ্টা পদে নিযুক্ত রয়েছেন। জনাব ইমাউল হক সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন রেজিস্ট্রার্ড গ্রাজুয়েট এবং জিয়া হল এ্যালামনাই এসোসিয়েশন ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ এ্যালামনাই এসোসিয়েশনের জীবন সদস্য। বর্তমানে তিনি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে সহকারী অধ্যাপক পদে কর্মরত রয়েছেন।

গবেষণাকর্ম

জনাব ইমাউল হক এর তিনটি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো হলো,

১. Chemistry in the Quran and the Hadith, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, বর্ষ. ৫৬, সংখ্যা. ৪, এপ্রিল-জুন, ২০১৭, পৃ. ১১৫-১২৭।
২. In recent times armed terrorist attack in Bangladesh: An overview in the light of Islam, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, বর্ষ. ৫৭, সংখ্যা. ৪, এপ্রিল-জুন, ২০১৮, পৃ. ১১১-১২৫।
৩. মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, বর্ষ. ৫৮, সংখ্যা. ৪, এপ্রিল-জুন, ২০১৯, পৃ. ১২২-১৩৬।

ড. এস.এম মাছুম বাকী বিল্লাহ (৩১.১২.২০১৪)

জন্ম

জনাব এস.এম মাছুম বাকী বিল্লাহ ১৯৮৭ সালের ১ মার্চ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইলে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মো: হাবীবুল্লাহ এবং মাতার নাম নীগার হাবীব।

শিক্ষাজীবন

ড. মাছুম বাকী বিল্লাহ ২০০৩ সালে সরাইল রহমাতুল্লিল আলামীন দাখিল মাদ্রাসা থেকে দাখিল পরীক্ষায় A Grade পেয়ে উত্তীর্ণ হন। ২০০৫ সালে জামিয়া আহমাদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম থেকে A Grade প্রাপ্ত হন। ২০০৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে বি.এ অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে চতুর্থ স্থান এবং ২০১০ সালে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। অতঃপর ২০১৯ সালে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ এর তত্ত্বাবধানে পিএইচ.ডি সম্পন্ন করেন। তাঁর গবেষণা অভিসন্দর্ভের শিরোনাম হলো- "ইসলামের প্রচার-প্রসার ও আধ্যাত্মবাদে হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) এর অবদান।"

কর্মজীবন

জনাব মাছুম বাকী বিল্লাহ কর্মজীবনের শুরুতে ২০১২ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত মোহাম্মদপুর কাদেরীয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া মাদ্রাসায় আরবী প্রভাষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এরপর ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। ২০২০ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারী সহকারী অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। বর্তমানে তিনি সহকারী অধ্যাপক পদে কর্মরত রয়েছেন।

গবেষণাকর্ম

ড. মাছুম বাকী বিল্লাহ একাধিক গবেষণা প্রবন্ধ রচনা করেন। যেমন-

১. ইসলামে তাসাওউফে ওয়াজদ : ইসলামী দৃষ্টিকোণ, *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, খ. ১২-১৩, জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৫ ও জানুয়ারী-জুন ২০১৬, পৃ. ৬৯-৮৬
২. জঙ্গিবাদ ও ইসলাম : একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা, *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, খ. ১০-১১, জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৪ ও জানুয়ারী-জুন ২০১৫, পৃ. ১৪৯-১৬৬
৩. ইসলামের দৃষ্টিতে তাওবার গুরুত্ব ও তাৎপর্য, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, খ. ৫৮, সংখ্যা. ৪, এপ্রিল-জুন ২০১৯, পৃ. ১৬৭-১৭৫.[৫৪২]

১৯২১ সাল থেকে শুরু করে অদ্যাবধি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে পূর্ণকালীন খন্ডকালীন মিলে ৮৯ জন শিক্ষক কর্মরত ছিলেন/আছেন। যেহেতু বিভাগে শিক্ষকবৃন্দের পূর্ণাঙ্গ কোনো তালিকা বা তথ্য সংরক্ষিত নেই, তাই এক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ডরুমে সংরক্ষিত বিভিন্ন ফাইল এবং বিভাগের সিনিয়র অধ্যাপকগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। এর বাইরেও দু-একজন শিক্ষক থাকতে পারেন, কিন্তু নির্ভরযোগ্য কোনো সূত্র না পাওয়ার কারণে তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে মাওলানা মুনাওয়ার আলী রামপুরী, শামসুল উলামা নাজির হাসান, শামসুল উলামা মাওলানা ইসহাক বর্ধমানী, শায়খ আব্দুর রহীম, মাওলানা জাফর আহমাদ উসমানী, মুফতী দ্বীন মোহাম্মদ খান, শামসুল উলামা মাওলানা বেলায়েত হোসাইন, মাওলানা মমতাজউদ্দীন আহমদ, অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুল মালেক এবং শায়খুল হাদীস মাওলানা আজীজুল হকের মতো জগদ্বিখ্যাত আলিম ও হাদীস বিশারদ যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন ড. সিরাজুল হক, ড. জে ডব্লিউ ফুইক, ড. মুহাম্মদ ছগীর হাসান মাছুমী, ড. মোহাম্মদ এছহাক, ড. সৈয়দ ফাতেমা সাদেক, ড. জিয়াউদ্দীন আহমাদ, আতম মুসলেহ উদ্দীন এবং ড. এবিএম হাবীবুর রহমান চৌধুরীর মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান শিক্ষাবিদগণ।

এছাড়াও ছিলেন শামসুল উলামা আবূ নসর মুহাম্মদ ওহীদ, ড. সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন, ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান এবং ড. আনম রইছ উদ্দিনের মতো শিক্ষাবিদ ও দক্ষ প্রশাসক। যারা একাধারে জ্ঞান-গবেষণা এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।

শতবর্ষী এ বিভাগের খ্যাতিমান শিক্ষকগণ জ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় যে অনন্য অবদান রেখে গেছেন তা সত্যিই ঈর্ষণীয়। ইসলামের প্রচার-প্রসার, ইসলামের সঠিক বার্তা গণমানুষের নিকট পৌঁছে দেয়া, ইসলামের অপব্যাখ্যা ও ধর্মীয় কুসংস্কার রোধ এবং কুরআন-সুন্নাহর সঠিক ব্যাখ্যা প্রদানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ভূমিকা ও অবদান পাক-ভারত উপমহাদেশ তো বটেই গোটা বিশ্বব্যাপীই প্রশংসনীয়। বর্তমানেও যারা বিভাগের শিক্ষক হিসেবে রয়েছেন তারও অতীতের ধারবাহিকতায় এবং পূর্বসুরীদের উত্তরাধিকার হিসেবে জ্ঞানচর্চা ও গবেষণা এবং ইসলামের প্রচার-প্রসারে অবদান রেখে চলছেন। শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে যারা ইন্তিকাল করেছেন, মহান আল্লাহ তাদের জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করুন এবং যারা বেঁচে আছেন তাদের যোগ্যতা আরো বাড়িয়ে দিন এবং জ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় আরো অবদান রাখার তৌফিক দান করুন।

৫৪২. https://www.du.ac.bd/faculty/faculty_details/IST/1282, Accessed on 23 June 2021.

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীবৃন্দ (১৯২১-২০২০ইং)

- বি.এ অনার্স ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের তালিকা
- এম.এ ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের তালিকা
- এম.ফিল গবেষকদের তালিকা
- পিএইচ.ডি গবেষকদের তালিকা
- শিক্ষার্থীদের পরিসংখ্যান সারণী
- নারী শিক্ষার্থীদের পরিসংখ্যান সারণী

বি.এ অনার্স ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের তালিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে বি.এ. অনার্স শ্রেণির শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯২১ থেকে ২০২০ ইং পর্যন্ত চার সহস্রাধিক শিক্ষার্থী বি.এ অনার্স ডিগ্রিপ্রাপ্ত হয়েছেন। রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ভর্তি রেজিস্ট্রেশন ডকুমেন্টস ও বিভিন্ন শিক্ষাবর্ষের ফলাফল বিবরণী ফাইল অনুসন্ধান করে ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের এ তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। দীর্ঘ একশত বছরের সংরক্ষিত ডকুমেন্টস ও রেকর্ডসমূহ অনুসন্ধান করে প্রাপ্ত তথ্য মূল্যায়নে দেখা যায়, কিছু সেশনের তথ্য অনুপস্থিত রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শুরু থেকে মেধা অনুসারে প্রথম শ্রেণি, দ্বিতীয় শ্রেণি ও তৃতীয় শ্রেণি হিসেবে ফলাফল প্রকাশ করা হতো; তবে ২০১১ সাল থেকে গ্রেডিং সিস্টেমে সিজিপিএ ৪ পয়েন্ট ধরে ভর্তি রোল নম্বর অনুযায়ী ফলাফল প্রকাশ শুরু হয়।

শত বছরের ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের তালিকা প্রণয়ন অত্যন্ত দুরূহ কাজ বলে বিবেচিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের তালিকা প্রণয়ণের ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তরকে মূল ভরসার কেন্দ্র হিসেবে মনে করা হলেও সেখানকার ফাইলসমূহ অত্যন্ত জীর্ণশীর্ণ ও প্রায় দুর্বোধ্য হওয়ার করণে সেখান থেকে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। তাই ১৯২১-২২ সেশন থেকে ১৯৪৬-৪৭ সেশন পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের ফলাফল সংগ্রহ করা যায়নি। সেক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ভর্তি রেজিস্ট্রেশন বই থেকে শিক্ষার্থীদের তালিকা সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে তারা সকলে বি.এ অনার্স ডিগ্রিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন কি না সেটি নিশ্চিত করা যায়নি। কেবল যারা প্রথম শ্রেণি প্রাপ্ত হয়ে ছিলেন, এম.এ রহীম রচিত The History of the University of Dacca বই থেকে তাদের তালিকা নিশ্চিত করা গিয়েছে।

১৯৪৭-৪৮ সেশন থেকে শিক্ষার্থীদের চূড়ান্ত ফলাফল সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। ফলাফল সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে ফজলুল হক মুসলিম হল, শহীদুল্লাহ হল এবং সলীমুল্লাহ মুসলিম হলের অফিস থেকে সহায়তা নেয়া হয়েছে। তবে এ তালিকায় কিছু সেশনে ফলাফল স্থগিত থাকার কারণে কোনো কোনো শিক্ষার্থীর নাম বাদ পড়েছে। মোট কৃতকার্য শিক্ষার্থীদের সংখ্যার আলোকে ফলাফল পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে। ফলে কৃতকার্য শিক্ষার্থীদের নাম কোনো সেশনে উল্লিখিত না হলেও পরিসংখ্যান এর ক্ষেত্রে ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের যথাযথ সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে।

বি.এ অনার্স ভর্তি রেজি. ১৯২১-২২, পরীক্ষা ১৯২৪

প্রথম শ্রেণি: এ.ইউ ওয়ালীউল্লাহ, আব্দুল আজীজ, মোঃ মোসলেহ উদ্দীন, তুরাব আলী, মুতিউর রহমান।

রেজিস্ট্রেশনকৃত শিক্ষার্থীদের রোল নং ও নাম

১৩৮. আব্দুস সুবহান, ১৫২. ফজলুর রহমান, ১৬৫. সৈয়দ আব্দুল মান্নান, ১৬৬. আব্দুল মোতালেব, ১৭৬. মোঃ আবুল হোসাইন, ১৭৮. হাবিবুল্লাহ, ১৮২. আব্দুল বাশির, ১৮৫. মোঃ আব্দুল উসাই, ১৮৮. আব্দুল মাজিদ, ১৯৫. মোঃ হারুন সিদ্দিক, ১৯৬. মোঃ নুরুল হক, ১৯৮. আব্দুল হাফিজ।

বি.এ অনার্স ভর্তি রেজি. ১৯২২-২৩, পরীক্ষা-১৯২৫

প্রথম শ্রেণি: নূর বখশ

৩৩. সৈয়দ আহমাদ, ৩৬. আব্দুল মালেক চৌধুরী, ৩৭. মুহাম্মদ সানাউল্লাহ, ৪৩. নাজির আহমদ, ৪৮. মুহাম্মদ সোলাইমান, ৪৭. খন্দকার মোঃ তাজাম্মুল হোসাইন, ৫০. মুহাম্মদ বাশিরুদ্দিন, ৫২. এ.এস. মোঃ আব্দুর রহমান।

বি.এ অনার্স ভর্তি রেজি. ১৯২৩-২৪, পরীক্ষা-১৯২৬

প্রথম শ্রেণি: সাদাত হোসাইন, সিরাজুল হক

বি.এ অনার্স ভর্তি রেজি. ১৯২৪-২৫, পরীক্ষা-১৯২৭

প্রথম শ্রেণি: আলী আহমাদ, সাদাত হুসাইন, সিরাজুল হক

২৭. আব্দুল মাজিদ, ১১৫. আবুল জারহ মোঃ নূরুল্লাহ, ১৩৩. সৈয়দ আব্দুল মাবুদ।

বি.এ অনার্স ভর্তি রেজি. ১৯২৫-২৬, পরীক্ষা-১৯২৮

প্রথম শ্রেণি: এ.এফ.এম. আব্দুল হক, শায়খ আব্দুর রহীম

২৫. মো: ইউসুফ সিরাজুদ্দীন আহমাদ, ২৬. মো: আব্দুল কাদের, ৪৩. আব্দুল আউয়াল, ৮৫. এ.কে.এম. আব্দুল আজিজ, ১৫০. শায়খ হাবিবুর রহমান, ৭৩. আবুল ফায়েজ মো: নুরুল হুদা

বি.এ অনার্স ভর্তি রেজি. ১৯২৬-২৭, পরীক্ষা-১৯২৯

প্রথম শ্রেণি: আজিজ আহমেদ, মুজাফ্ফর আহমেদ

৬. আবুল বাশার মো: আখতারুজ্জামান, ১৭. মুহাম্মদ ইসহাক, ১৯. মুহাম্মদ আব্দুল হাই, ২৫. কাজী ফাইজ আহমাদ, ২৭. আবুল জারাহ মো: আব্দুল আজিজ, ৩৩. মুহাম্মদ আব্দুল গফুর, ৪৭. মো: দলিল উদ্দিন খান, ৫৮. মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান,৭৬. সৈয়দ আবুল কাশেম মো: জালালুদ্দিন, ১০৩. এ.জেড. নুর আহমাদ, ১২৫. আফাজুদ্দিন আহমাদ।

বি.এ অনার্স ভর্তি রেজি. ১৯২৭-২৮, পরীক্ষা-১৯৩০

প্রথম শ্রেণি: আবু তাহির মো: আব্দুল হাই

২৮. আবু সাঈদ মো: জুলফিকার হায়দার, ৭১. মুহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান, ৭২. উবায়দুর রহমান, ৮২. মুহাম্মদ আব্দুল সাত্তার, ৯৭. সাহেবজাদা আবু সাঈদ মাহমুদ, ৯৮. হারুনুর রাশিদ, ১১৫. শাহ সৈয়দ শামসুল হক।

বি.এ অনার্স ভর্তি রেজি. ১৯২৮-২৯, পরীক্ষা-১৯৩১

প্রথম শ্রেণি: আহমাদ হুসাইন, বজলুর রহমান, নায়েব আলী, ফখরুল আহসান

২১. মুহাম্মদ আজিজুল বারী, ২২. মুহাম্মদ বজলুর রহমান, ২৪. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, ৪২. আবুল মুকার্‌রম মো: খলিলুর রহমান, ৫০. এ.এফ.এম কারীম বখশ, ৫১. মুহাম্মদ ফজলুল করীম, ৬০. আবুল খায়ের মুহাম্মদ হোসাইন, ১০৫. এখলাস উদ্দিন আহমাদ, ১০৬. মুহাম্মদ মুনাওয়ার হুসাইন, ১৬৩. মুহাম্মদ নুরুল ইমাম, ১৬২. আলী আহমাদ।

বি.এ অনার্স ভর্তি রেজি. ১৯২৯-৩০, পরীক্ষা-১৯৩২

প্রথম শ্রেণি: মোখলেসুর রহমান, আব্দুল জলীল

৫৭. সৈয়দ আহমাদ উল্লাহ, ১০৬. সিরাজুল ইসলাম, ১২৯. নাজির আহমাদ, ১৫৮. মোহাম্মদ আবুল হোসাইন, ১৭১. আব্দুল গণি, ১৭২. মুহাম্মদ সাঈদ আলী, ১৮২. মো: খলিলুর রহমান, ১৯৫. মুহাম্মদ আব্দুল আজিজ।

বি.এ অনার্স ভর্তি রেজি. ১৯৩০-৩১, পরীক্ষা-১৯৩৩

প্রথম শ্রেণি: নাজিরুল্লাহ, জয়নাল আবেদীন

৪. মুহাম্মদ আব্দুল গাফুর, ৬. আবুল গাজী শামসুদ্দিন আহমাদ, ১৬. কাজী আব্দুল আউয়াল, ২৬. মুহাম্মদ ইসহাক, ৪৬. মুহাম্মদ সানাউল্লাহ, ৫৪. মুআজ উদ্দিন আহমাদ, ৫৯. আব্দুল লতিফ চৌধুরী, ৬৭. মোহাম্মদ আফতাব উদ্দিন, ১১৩. নাজিম উদ্দিন আহমাদ, ১১৪. মুহাম্মদ আব্দুস সালাম।

বি.এ অনার্স ভর্তি রেজি. ১৯৩১-৩২, পরীক্ষা-১৯৩৪

প্রথম শ্রেণি: নুরুল ইসলাম

৪৩. আব্দুস সালাম, ৪৭. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, ৬৩. রিয়াজুদ্দিন আহমাদ, ৮৩. মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান।

Dhaka University Institutional Repository

বি.এ অনার্স ভর্তি রেজি. ১৯৩২-৩৩, পরীক্ষা-১৯৩৫

প্রথম শ্রেণি: আদামুদ্দীন, জামালউদ্দীন

৩৫. শেখ মোহাম্মদ কেফায়েতুল্লাহ, ৩৭. আবু রাইহান ফজলুল হক, ৮১. মুহাম্মদ সাহাবুদ্দিন, ৯৯. মাহবুবুর রহমান, ১২১. মুহাম্মদ আব্দুল হক।

বি.এ অনার্স ভর্তি রেজি. ১৯৩৩-৩৪, পরীক্ষা-১৯৩৬

প্রথম শ্রেণি: আবুল খায়ের মো: আব্দুল লতিফ, আব্দুল আজীজ, মো: ফাউজুল কবির

৭. মুহাম্মদ শামসুল হক, ৬৭. সৈয়দ আবুল আবরার গোলাম জিলানী, ১৫৭. মুহাম্মদ আজিজুর রহমান, ১৫৮. হাফিজ আহমাদ, ১৬১. মুহাম্মদ খলিলুর রহমান, ২০১. মুহাম্মদ আরিফ।

বি.এ অনার্স ভর্তি রেজি. ১৯৩৪-৩৫, পরীক্ষা-১৯৩৭

প্রথম শ্রেণি: মো: খাওয়াজুদ্দীন

৫০. মো: আব্দুল মান্নান, ১০৪. আবুল হোসাইন, ১২৭. আব্দুল জাব্বার, ১২৮. মুহাম্মদ মানসুরুর রাহমান, ১৫২. মো: আব্দুস সামাদ, ১৬৯. মুহাম্মদ নুরুল হক।

বি.এ অনার্স ভর্তি রেজি. ১৯৩৫-৩৬, পরীক্ষা-১৯৩৮

প্রথম শ্রেণি: আব্দুল গণী, আবু হোসাইন, হায়াতুল্লাহ

২. মুহাম্মদ আরিফ, ১৭. আবু রাইহান মো: আতাউল হক, ১৩৮. ইজ্জত আলী, ১৮১. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, ১৮৩. মুহাম্মদ ইসহাক, ২১৭. মুহাম্মদ তায়্যিবুর রহমান, ২৩৯. মো: কলিমুদ্দিন।

বি.এ অনার্স ভর্তি রেজি. ১৯৩৬-৩৭, পরীক্ষা-১৯৩৯

প্রথম শ্রেণি: শামসুল হক

৩৯. মুহাম্মদ মুবারক আলী, ৫০. কাজী আবুল মানসুর রশিউদ্দিন আহমাদ, ৫১. আবু সাদেক মো: হামিদুর রহমান খান, ৮৩. মো: আব্দুল কুদ্দুস, ৯৩. কাজী গোলাম রাসুল, ১২৩. আবু মোহাম্মদ শামসুদ্দিন, ১২৫. খাজা মো: আব্দুল জলিল খন্দকার, ১৯১. আবুল বাশার মুহাম্মদ সাঈদ হোসাইন, ২২৯. মো: সোহরাব মিয়া।

বি.এ অনার্স ভর্তি রেজি. ১৯৩৭-৩৮, পরীক্ষা-১৯৪০

প্রথম শ্রেণি: হাশমাতুল্লাহ

৫৪. মুহাম্মদ ফজলুর রব, ১৬৩. মুহাম্মদ কামাল, ১৬৪. আলী আযম।

বি.এ অনার্স ভর্তি রেজি. ১৯৩৮-৩৯, পরীক্ষা-১৯৪১

প্রথম শ্রেণি: আব্দুল জাব্বার

১৫. মুহাম্মদ মুহিব্বুর রহমান, ২১৯. মুহাম্মদ মিসির আলী।

বি.এ ভর্তি রেজি. ১৯৩৯-৪০, পরীক্ষা-১৯৪২

প্রথম শ্রেণি: এম. কামাল, আবু নোমান সিকান্দার আহমদ খান, ফজলুর রব, মুহাম্মদ আশরাফ আলী

১৯৫. সৈয়দ আব্দুল আলী, ২২৪. মুহাম্মদ আব্দুল আজিজ, ২৮৭. মো: আশরাফুদ্দিন শাহ।

বি.এ অনার্স ভর্তি রেজি. ১৯৪০-৪১, পরীক্ষা-১৯৪৩

প্রথম শ্রেণি: এ.কে.এম. আইউব আলী, শামসুল হক

২২৩. মুহাম্মদ নাজমুল হক খান, ২৫৭. আব্দুল গাফুর, ২৯৬. মো: আজহার আলী।

বি.এ অনার্স ভর্তি রেজি. ১৯৪১-৪২, পরীক্ষা-১৯৪৪

২৬. আবু নসর মুহাম্মদ মুমতাজুদ্দিন, ৩৫. মুহাম্মমদ ওমর, ১৪৪. মুহাম্মদ আহমাদুল হক, ১৪৫. আবুল খায়ের মো: কুনাত হুসাইন, ১৭০. মুহাম্মদ ইদরিস সিদ্দিক, ২১৬. মুহাম্মদ শাহাদাত হোসাইন।

বি.এ অনার্স ভর্তি রেজি. ১৯৪২-৪৩, পরীক্ষা-১৯৪৫

প্রথম শ্রেণি: আবুল কালাম মোঃ শফিউল্লাহ, আব্দুল লতিফ, মুহাম্মদ আব্দুর রউফ, আবুল মুকাররম মোঃ আব্দুল খালেক

৭১. মোহাম্মদ তারিকুল্লাহ, ১৩৪. সৈয়দ ওয়াজদুল হক, ১৮৭. মোঃ তাজাম্মুল হোসাইন চৌধুরী, ২১৭. সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম।

বি.এ অনার্স ভর্তি রেজি. ১৯৪৩-৪৪, পরীক্ষা-১৯৪৬

প্রথম শ্রেণি: মোঃ রুস্তম আলী

১১৩. মুহাম্মদ জালালুদ্দিন মিয়া।

বি.এ অনার্স ভর্তি রেজি. ১৯৪৪-৪৫, পরীক্ষা-১৯৪৭

প্রথম শ্রেণি: সৈয়দ মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন, আব্দুল খালেক, ডব্লিউ হক

৬২. মুহাম্মদ হিদায়েতুল্লাহ, ৮৬. আব্দুল খালেক, ১১০. আবুল খায়ের মোঃ মাহমুদুল হক।

বি.এ অনার্স ভর্তি রেজি. ১৯৪৫-৪৬, পরীক্ষা-১৯৪৮

৫৩. মুহাম্মদ মুফাজ্জল হক, ৬৭. মুহাম্মদ খেয়াল উদ্দিন, ৭৩. আবু জাফর মোঃ শফিউর রহমান, ৩৪. খন্দকার মোঃ আনোয়ার হোসাইন।

বি.এ অনার্স ভর্তি রেজি. ১৯৪৬-৪৭, পরীক্ষা-১৯৪৯

প্রথম শ্রেণি: আবুল হুসাইন রুশদী, মোঃ হাশমাতুল্লাহ

২৩. আবুল বাশার মুহাম্মদ নুরুল হক, ৭২. আবু তাহের আহমদ হুসাইন, ১০৩. মোঃ আলী আসগর, ১০৪. মোঃ আব্দুল খালেক, ১৩৪. মোঃ হাবিবুল্লাহ।[৫৪৩]

১৯৫০ সালের বি.এ. অনার্স পরীক্ষার ফলাফল (মেধা অনুসারে)

প্রথম শ্রেণি: মুহাম্মদ মুঈনুদ্দীন আহমাদ খান, মুহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ, মুহাম্মদ ওবাইদুর রহমান

দ্বিতীয় শ্রেণি: মুহাম্মদ গুলজার হোসাইন, মুহাম্মদ মুতিউর রহমান, মুহাম্মদ আশরাফুল্লাহ

১৯৫১ সালের বি.এ. অনার্স পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি: মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, মুহাম্মদ ইব্রাহীম আকন্দ, মুহাম্মদ বাকী বিল্লাহ খান

দ্বিতীয় শ্রেণি: মুহাম্মদ সাআদাতুর রহমান, মুহাম্মদ সিদ্দীক হুসাইন, মুহাম্মদ মুজাম্মিল হক, আবু জাফর মানসুর আহমাদ

১৯৫২ সালের বি.এ. অনার্স পরীক্ষার ফলাফল

(কোন পরীক্ষার্থী ছিলোনা)।

১৯৫৩ সালের বি.এ. অনার্স পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি: মুহাম্মদ ঈসা

দ্বিতীয় শ্রেণি: মোহাম্মদ আবু সাঈদ ভুঁইয়া, শেখ মোঃ ইব্রাহীম হুসাইন, আবুল মনসুর মোঃ গাজিউর রহমান প্রধানী, মুহাম্মদ সিরাজুদ্দীন খান

১৯৫৪ সালের বি.এ. অনার্স পরীক্ষার ফলাফল

দ্বিতীয় শ্রেণি: মুহাম্মদ সাজ্জাদ ইউসুফ

---

৫৪৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ডরূমে সংরক্ষিত ভর্তি রেজিস্ট্রেশন বই।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৫ সালের বি.এ. অনার্স পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি: আব্দুল হাই

১৯৫৬ সালের বি.এ. অনার্স পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি: মানজুরুর রহমান

দ্বিতীয় শ্রেণি: মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন

১৯৫৭ সালের বি.এ. অনার্স পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি: জিয়াউদ্দীন আহমেদ

তৃতীয় শ্রেণি: মুহাম্মদ আব্দুল কাদির

১৯৫৮ সালের বি.এ. অনার্স পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি: মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

দ্বিতীয় শ্রেণি: আবু তাহির মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, মুহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, মুহাম্মদ সালামাতুল্লাহ

তৃতীয় শ্রেণি: মো: ওসমান গনী, আবুল কালাম মুহা: আকরামুজ্জামান

১৯৫৯ সালের বি.এ. অনার্স পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি: মো: সিকান্দার

১৯৬০ সালের বি.এ. অনার্স পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি: মো: আফতাব উদ্দীন আহমেদ

১৯৬১ সালের বি.এ. অনার্স পরীক্ষার ফলাফল

দ্বিতীয় শ্রেণি: কামারুদ্দীন আহমেদ, মুহাম্মদ আব্দুল জাব্বার, মো: মোকাম্মেলুল হক

তৃতীয় শ্রেণি: মুহাম্মদ বেলায়েত হোসাইন

১৯৬২ সালের বি.এ. অনার্স পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি: আব্দুস সালাম খান

১৯৬৩ সালের বি.এ. অনার্স পরীক্ষার ফলাফল

দ্বিতীয় শ্রেণি: মো: নুরুল কবীর

১৯৬৪ সালের বি.এ. অনার্স পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি: মো: সাদেক, মো: মেসবাহ উদ্দীন।

দ্বিতীয় শ্রেণি: মুহাম্মদ আব্দুল বাসেত, মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান খান।

১৯৬৫ সালের বি.এ. অনার্স পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি: আবুল বারাকাত মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান চৌধুরী

দ্বিতীয় শ্রেণি: মো: খবির উদ্দিন ভূঁইয়া।

১৯৬৬ সালের বি.এ. অনার্স পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি: আব্দুল খায়ের মো: আব্দুল মালেক, মো: আব্দুস সাত্তার।

দ্বিতীয় শ্রেণি: কাজী মো: গিয়াস উদ্দিন, এ.এন.এম. ইমদাদুল্লাহ।

১৯৬৭ সালের বি.এ. অনার্স পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি: মুহাম্মদ আব্দুল মালেক, আবুল বাশার মুহাম্মদ ওমর সফিউল্লাহ, এ.কে. আফাজুদ্দিন আহমেদ।

দ্বিতীয় শ্রেণি: হাফিজ আনিসুর রহমান, মোঃ আব্দুল মান্নান, মীর হাসান আলী, মোঃ আব্দুস সাবুর তালুকদার।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৭জন, ১ম শ্রেণি ৩ জন, ২য় শ্রেণি ৪জন, মোট ৭জন, পাশের হার ১০০%

১৯৬৮ সালের বি.এ. অনার্স পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি: মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান।

দ্বিতীয় শ্রেণি: মোহাম্মদ আব্দুল হামীদ, মোঃ রায়হান উদ্দিন, আবুল ফজল মুহাম্মদ রুহুল আমিন।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৪ জন, ১ম শ্রেণি ১জন, ২য় শ্রেণি ৩জন, মোট ৪জন, পাশের হার ১০০%

১৯৬৯ সালের বি.এ. অনার্স পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি: এ.আর. মোঃ আলী হায়দার, মুহাম্মদ শামসুল আলম, আবুল ফজল মোহাম্মদ রুহুল আমিন, মানজুর আহমেদ।

দ্বিতীয় শ্রেণি: মোঃ মমিন উল্লাহ

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৫জন, ১ম শ্রেণি ৪জন, ২য় শ্রেণি ১জন, মোট ৫জন, পাশের হার ১০০%

১৯৭০ সালের বি.এ. অনার্স পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি: আবু নাঈম মোঃ রঈস উদ্দিন, মোঃ আনসার উদ্দিন, মোহাম্মদ মানসুরুর রহমান।

দ্বিতীয় শ্রেণি: মুহাম্মদ আব্দুন নূর খান, মুহাম্মদ আশরাফুজ্জামান খান, এ.কে.এম. মফিজুর রহমান, মোঃ আব্দুর রাজ্জাক।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৭জন, ১ম শ্রেণি ৩জন, ২য় শ্রেণি ৪জন, মোট ৭জন, পাশের হার ১০০%

১৯৭১ সালের বি.এ. অনার্স পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি

মুহাম্মদ মোছলেম উদ্দীন, মোঃ আব্দুল হক মন্ডল, মুহাম্মদ তমিজুদ্দীন, মোঃ আঃ রাজ্জাক, আবু নছর মোঃ আব্দুল কুদ্দুস, মোঃ আব্দুর রব, মোঃ আব্দুল খায়ের।

দ্বিতীয় শ্রেণি

মোঃ আব্দুর রহমান, মোঃ মোবারক আলী মিয়া, মুহাম্মদ সাঈদুর রহমান খান, মোঃ বজলুর রহমান, মোঃ হাবীবুর রহমান মিয়া, আবুল খায়ের মোঃ ইয়াছিন, মোঃ মেছবাহুদ্দীন মিয়া, মোঃ মনিরুলজ্জামান মোল্লা।

ফলাফল পরিসংখ্যান

মোট পরীক্ষার্থী ১৬জন, ১ম শ্রেণি ৭জন, ২য় শ্রেণি ৯জন, পাশের হার ১০০%

১৯৭২ সালের বি.এ. অনার্স পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি

আবু জাফর মুহাম্মদ সিকান্দার আলী, মোঃ আব্দুল আজিজ, আবু বকর সিদ্দিকুল্লাহ, মোঃ আনসারুল আলম, আবুল মোকাররম মোঃ আমজাদ হোসাইন।

দ্বিতীয় শ্রেণি

মো: গিয়াস উদ্দিন, মো: মোজাম্মেল হক, মুহাম্মদ আয়াজ, মো: শামসুল হক, আবুল খায়ের মো: ফজলুর রহমান, মো: মোফাজ্জাল হুসাইন খান, মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম, মুহাম্মদ আব্দুল জলিল মিয়া, মুহাম্মদ আলি, মো: আব্দুর রহমান, আবুল আলা মো: নাজমুল হুদা, মো: নুরুল হক, আলহাজ মো: গোলাম মুর্তজা।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ১৮ জন, ১ম শ্রেণি ৫ জন, ২য় শ্রেণি ১৩ জন, ৩য় শ্রেণি ০০, মোট ১৮ জন, পাশের হার ১০০%

১৯৭৩ সালের বি.এ. অনার্স পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি

আবুল বাশার মো: মোফাজ্জল হোসাইন, মুহাম্মদ ফজলে হক, হাফিজ মো: খলিলুর রহমান।

দ্বিতীয় শ্রেণি

আবু সালেহ মো: হাবিবুর রহমান, মো: হাতেম আলী, মো: আব্দুস শহিদ, মো: শহিদুল হক, মো: মোহসিন, মোহাম্মদ নুরুল হক, আবুল কালাম মুহাম্মদ জাকির হোসাইন, আব্দুল হক, মো: আব্দুল মতিন, শরীফ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, মো: আব্দুস সালাম।

তৃতীয় শ্রেণি

মুহাম্মদ আব্দুল মালেক, আবু ফজল মুহাম্মদ আব্দুর রব।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ২০ জন, ১ম শ্রেণি ৩জন, ২য় শ্রেণি ১৪ জন, ৩য় শ্রেণি ৩জন, মোট ২০জন, পাশের হার ১০০%

১৯৭৪ সালের বি.এ. অনার্স পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি

মো: আব্দুল বাকি, মুহাম্মদ শামসুল ইসলাম, আবুল আব্বাস মো: আব্দুল কুদ্দুস ভূঁইয়া, আবু জালাল মোহাম্মদ নাজমুল আজিজ।

দ্বিতীয় শ্রেণি

মুহাম্মদ সাইফুদ্দিন, মো: আনোয়ার হোসাইন, মোহাম্মদ শাহজাহান মিয়া, আবু সৈয়দ মো: শাব্বির আহমদ, মোহাম্মদ আবুল খায়ের, মো: আবু তাহের,

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ১৩ জন, ১ম শ্রেণি ৪ জন, ২য় শ্রেণি ৮ জন, ৩য় শ্রেণি ০, মোট ১২ জন, পাশের হার ৯২.৩%

১৯৭৫ সালের বি.এ. অনার্স পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি

এ.এইচ.এম. মুজতবা হুসাইন, নাজির আহমদ, মুহাম্মদ সাখাওয়াত হুসাইন, উম্মে সালমা বেগম, মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান, মো: খোরশেদ আলম।

দ্বিতীয় শ্রেণি

মো: যাইনুল আবেদীন, মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ, এ.কে.এম. আনোয়ার হুসাইন ভূঁইয়া, আবু নোমান মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ মিয়া, এ মো: আব্দুর রশীদ, আবু জাফর মো: হাবিবুল্লাহ, মো: আবুল কালাম পাটওয়ারী, মুহাম্মদ সৈয়দ আহমদ খান, আবুল বাশার মো: আব্দুল কাদের, মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান কাজি, মোহাম্মদ গোলামুল কুদ্দুস, এ.বি.এম মোখলেছুর রহমান মীর, মোহাম্মদ তায়েব উজ্জামান, মো: জালাল উদ্দিন, জিন্নাত নাহার, আবুল খায়ের মো: সোলাইমান, সৈয়দ আবুল ফায়েজ আশরাফ আহমেদ, মো: তাইবুর রহমান, আবুল খায়ের মো: আব্দুর রব, মো: হাসান আলী।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় শ্রেণি

মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ ফকির।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৩২ জন, ১ম শ্রেণি ৬ জন, ২য় শ্রেণি ২৪ জন, ৩য় শ্রেণি ১ জন, মোট ৩১ জন, পাশের হার ৯৬.৯%

১৯৭৬ সালের বি.এ. অনার্স পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি

মুহাম্মদ রুহুল আমিন, বিলকিস ভানু।

দ্বিতীয় শ্রেণি

এসকে. নূর মুহাম্মদ, মুহাম্মদ শামসুল আলম, আবুল হোসাইন মোহা. লুৎফুল হক ফারুকী, মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, মো: নজরুল ইসলাম, এ.এস.এম. মুসা, হোসনে আরা বেগম, আবুল খায়ের মো: মাসুম বিল্লাহ, মো: কেফায়েতুল্লাহ হেলালী, মমতাজ বেগম, রাফিয়া বেগম।

তৃতীয় শ্রেণি

রোকেয়া বেগম

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ১৫ জন, ১ম শ্রেণি ২জন, ২য় শ্রেনী ১১ জন, (৩য় শ্রেণি ২ জন ফলাফল স্থগিত) পাশের হার ১০০%

১৯৭৭ সালের বি.এ. অনার্স পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি

মো: আবুল ফাতাহ ভূঁইয়া

দ্বিতীয় শ্রেণি

মুহাম্মদ জাকারিয়া, এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম, মো: হাবিবুর রহমান মিয়া, এফ.এম.এ.এইচ.তাকী, মাহমুদল হক ফারুক, ফখরুদ্দীন মুহাম্মদ ইসা, মো: আসমত উল্লাহ, মো: আলিমুদ্দীন, মুহাম্মদ মফিজুর রহমান মৃধা, মো: মুহসিন, এ.বি.এম. আলাউদ্দিন আহমেদ, এ.কে.এম. আবু তাহের মিয়া, মোহাম্মদ আব্দুল জলিল মিয়া, এ.কে. মো: আনোয়ার হোসাইন চৌধুরী, এস.এম.পি.জেড. গোলাম মোস্তফা, মো: আব্দুল হালিম মিয়া, এম.এম. রফিক উল্লাহ, মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, মো: আব্দুর রহীম খান, মো: শফিকুল ইসলাম ফারুকী, মো: নজরুল ইসলাম খান, মো: আব্দুস সোবহান খান, আবুল বাশার মো: খালিদ।

তৃতীয় শ্রেণি

মো: আব্দুল কুদ্দুস আকন্দ, মো: এনামুল হক, মো: আব্দুল মান্নান।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৩০ জন, ১ম শ্রেণি ১ জন, ২য় শ্রেণি ২৪ জন, ৩য় শ্রেণি ৩ জন, মোট ২৮ জন, পাশের হার ৯৩.৩%

১৯৭৮ সালের ফাইনাল বি.এ. অনার্স পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি

আবুল কালাম মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, মো: শফিকুল ইসলাম, মো: আবুল কাশেম, আবুল ফারুক মো: বাদরুল ইসলাম মিয়া, মো: আতিকুর রহমান খান, আবুল হাসান মো: ইয়াহইয়া।

দ্বিতীয় শ্রেণি

মো: মানসুরুল হক, এ.বি.এম. মঈনুদ্দিন হেলালী, মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক মাতাব্বর, মো: হাবিবুর রহমান খান, উম্মে সালেমা বেগম, আবু তাহের মোহাম্মদ শামসুদ্দিন, খন্দকার মোহাম্মদ সোলাইমান,

মুহাম্মদ জাকির আমিন, মুহাম্মদ আব্দুস শুকুর, মোহাম্মদ আমানুল্লাহ, মোনোয়ারা বেগম, সুলতান আহমেদ, এ.কে.এম. সুলতান, সৈয়দা রাজিয়া নূর, মোঃ আনোয়ারুল হক, মোঃ রুহুল আমিন, মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, মোঃ মুজিবুর রহমান, মোঃ শামসুল হক, মোহাম্মদ আব্দুল কাইউম মিয়া, মোঃ সাহাবুদ্দিন।

তৃতীয় শ্রেণি

লুৎফুন্নেসা

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৩৩ জন, ১ম শ্রেণি ৬ জন, ২য় শ্রেণি ২২ জন, ৩য় ৫ জন (তবে চারজনের রেজাল্ট স্থগিত করা হয়েছে) মোট ৩৩ জন, পাশের হার ১০০%

১৯৮০ সালের কোর্স পদ্ধতিতে বি.এ. অনার্স পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি

আবু বকর মোহাম্মদ মৌদুদ খান, এ.এস.এম. আব্দুল ওয়াহাব, মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, এ.বি.এম. আমিরুল ইসলাম।

দ্বিতীয় শ্রেণি

মোঃ হারুনুর রশীদ, এ.এস.এম. মহিউদ্দিন, মুহাম্মদ নুরুল আমিন, মুহাম্মদ রুহুল আমিন, আবুল ফজল মোঃ রিয়াজ উদ্দিন, আবুল বাশার মোঃ আব্দুল হাই মিয়া, মুহাম্মদ শাহজাহান খান, মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম আশরাফী, মোহাম্মদ উল্লাহ ভূঞা, আবু নাসর আহমাদুল্লাহ মিয়াহ, মোঃ ইসহাক আলী, মুহাম্মদ জহুরুল হক, আবুল বাশার মোঃ আ.রব, সৈয়দ মুজতবা আহমদ খান, মোঃ নুরুজ্জামান, মোঃ নুরুল ইসলাম হাওলাদার, মোঃ আব্দুল লতিফ, আব্দুর রব, খালেদা বেগম, মোহাম্মদ এফাজুদ্দিন।

তৃতীয় শ্রেণি

ফেরদৌসী বেগম, গাজী নুরুজ্জামান, মোঃ আব্দুল মতিন।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ২৯ জন, ১ম শ্রেণি ৪ জন, ২য় শ্রেণি ২১ জন, ৩য় শ্রেনী ৩ জন, মোট ২৮ জন, পাশের হার ৯৬.৫%

১৯৮১ সালের কোর্স পদ্ধতিতে বি.এ. অনার্স পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি

মোহাম্মদ আছেম বিল্লাহ, মোঃ ইবরাহীম, মোঃ আবদুল আলী ফারুকী, মোঃ শাহ আলম ভূঞা।

দ্বিতীয় শ্রেণি

মোহাম্মদ ওয়ায়েজ উদ্দীন, আবুল কালাম আযাদ, আবুল বারাকাত মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, রাবেয়া হাবিব, আবু সালেহ মোঃ হারুনার রশীদ, মোহাম্মদ বিলাত খান, ফারজানা খন্দকার, আবুল খায়ের মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, ওয়াহিদুন নেসা, মোহাম্মদ ছাজ্জাদুর রহমান আতিকী, মোহাম্মদ মহি উদ্দিন মোল্লা, মোঃ আনিসুর রহমান, মোঃ খায়রুন আমিন, মোঃ শামসুল আলম।

ফলাফল পরিংখ্যান

উপস্থিত ১৯ জন, ১ম শ্রেণি ৪ জন, ২য় শ্রেণি ১৫ জন, মোট ১৯ জন, পাশের হার ১০০%

১৯৮২ সালের কোর্স পদ্ধতিতে বি.এ অনার্স পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি

মোহাম্মদ মহিউদ্দিন, আ. স. ম. মৈনুর, মোহাম্মদ আবদুল মোমিন।

দ্বিতীয় শ্রেণি

মোহাম্মদ তোফায়েল আহমদ, নাসির আহম্মদ, এ.কে.এম. সামসুল আলম, এ.এস.এম. সিরাজউদ্দিন আহাম্মেদ, মোঃ লুৎফর রহমান, এস.এম. ফারুক, মোঃ মাহতাব উদ্দিন, মোঃ মোছলেহ উদ্দিন, আবু খালেদ মোঃ ছাইফ উল্লাহ, মোঃ আঃ হান্নান মিয়া, মোঃ জয়নাল আবেদীন ভূঞা, নাসির উদ্দিন মোহাম্মদ

হুমায়ূন, আবুল খায়ের মোহাম্মদ আহসান উল্লাহ, মির্জা আবু মোঃ শহীদুল হক, আনোয়ারা বেগম, আবু জাকির মোঃ কফিল উদ্দিন, কাজী ফাতেমা জোহরা, সুলতানা বেগম, মোঃ জাহিদ হোসেন, মোঃ আঃ রাজ্জাক সিকদার, মোঃ ইদ্রিস, লুৎফুননেসা বেগম, মোঃ সাইফুল ইসলাম, সাহিন সুলতানা, গোলাম ফারুক, শীরিন সুলতানা, এ.টি.এম. হেমায়েত উদ্দীন, মোঃ আবদুস সালাম, নূরুন নেসা খাতুন, রুফিয়া আহম্মেদ, মোঃ আব্দুল গফুর মোল্লা, রোকেয়া বেগম, এম.ডি. আতাহার উদ্দিন, মোঃ আতিকুর রহমান, খোন্দকার মোঃ আলাউদ্দিন, হালিমা আক্তার।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৪১ জন, ১ম শ্রেণি ৩ জন, ২য় শ্রেণি ৩৬ জন, (৩য় শ্রেণি ২জন, ফলাফল স্থগিত করা হয়েছে), মোট ৪১ জন, পাশের হার ১০০%

১৯৮৩ সালের কোর্স পদ্ধতিতে বি.এ অনার্স পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি

মোঃ মমতাজ উদ্দিন, মোহাম্মদ বদর উদ্দীন, এ.কে.এম. মোসলেম উদ্দিন, মোঃ আবদুস সামাদ আল-মাহদী, মোহাম্মদ তৈয়বুর রহমান, মোঃ হুমায়ুন কবীর চৌধুরী।

দ্বিতীয় শ্রেণি

মোঃ রেজাউল করিম, নাফীসা বেগম, শাহনাজ বেগম, আবুল কাশেম মোঃ নুরুল করিম ভূঞা, আবুল বাশার মোঃ নওয়াব আলী, মোঃ মতিউর রহমান, রায়হানা বেগম, আবদুল গণি, মোঃ আলী ইসা, মোঃ আনোয়ার হোসেন, মুহাম্মদ আবদুল লতিফ, মোঃ আমীর হোসেন, সৈয়দ আবুল মজাররদ আশিক বিল্লাহ, এস.এম.মুজিবুর রহমান, মোহাম্মদ আবদুল আলীম নিজামী, ফেরদৌসী রহমান, মোঃ আবুল কালাম আজাদ, এস.এম.শহীদুল্লাহ, রাশিদা আখন্দ, আবুল খায়ের মোহাম্মদ আবদুল হাই, মোহাম্মদ শহীদুর রহমান, আবু জাফর মোহাম্মদ হেমায়েত উদ্দিন, আবুল হাসান নুর মোহাম্মদ খান, সুরাইয়া বেগম, এ.কে.এম. আনছার উদ্দীন তালুকদার, আ.ন.ম. আবদুল মতিন, এ. কে.এম আবদুল্লাহ, মোঃ আবদুল ওয়াজেদ, মুহাম্মদ খাদেমুল ইসলাম, মনোয়ারা বেগম, মমতাজ বেগম, মোঃ আবদুল হালিম, মোঃ আমিনুর রহমান, মোঃ মোজাম্মেল হক, মোঃ হাবিবুর রহমান, মোঃ আবদুল জলিল, আবু সাদাত মুহাম্মদ মুসা সাইদী, মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন, মোঃ আফজাল হোসাইন, মোঃ মফিজুল ইসাম, হোসনেয়ারা বেগম, মেহেরুন্নেসা খাতুন, শেখ মোঃ জাহাঙ্গীর হোসাইন, কাজী মিনার সুলতানা, খোন্দকার মমতাজ আলী, মুহাম্মদ আবদুর রহীম, রেহানা শিহাব, সৈয়দ জহিরুল হক, শবনম শিরিন, আবু নোমান মোঃ আমিন উল্লাহ, মোস্তফা কামাল, মোঃ আমিনুল ইসলাম, সৈয়দ আহমদ, আবু ছালেহ মোঃ খুরশীদ আলম, মোহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন, মোঃ শাহজাহান, মোঃ মাহফুজুর রহমান, মোঃ আবু তাহের, আবুল বাশার, সাহিদা আকতার, নাহিদা খানম, মোহাম্মদ মোহসিন উদ্দিন মোড়ল, আবুল কালাম আজাদ।

তৃতীয় শ্রেণি

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, মোঃ মাহফুজুল ইসলাম, আবুল হাছানাত মোঃ শোয়ায়েব, মোঃ মাহফুজুল ইসলাম, মোঃ আবদুল হামিদ, মোঃ আবদুল হাই।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৭৫ জন, ১ম শ্রেণি ৬ জন, ২য় শ্রেণি ৬৩ জন, ৩য় শ্রেণি ৪ জন, মোট ৭৩ জন, পাশের হার ৯৮%

১৯৮৪ সালের কোর্স পদ্ধতিতে বি.এ অনার্স পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, মোহাম্মদ আবুল কাসেম, মোঃ মজিবুর রহমান চৌধুরী, মুহাম্মদ আকবর হুছাইন।

দ্বিতীয় শ্রেণি

মোহাম্মদ আব্দুস সালাম, মো: নুরুল হক, মো: হাবীবুর রহমান, আবুল কালাম খান, মো: আবদুল মুছাব্বির, শেখ এ.কে. মোজাফফর হোসেন, এ.কে.এম. আব্দুছ ছালাম, আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন, মো: আলমগীর রহমান, মো: মোশাররফ হোছাইন, জিন্নাত আরা বেগম, মো: আলামুর রহমান, মোহাম্মদ মাইন উদ্দিন আকবরী, মো: আবদুল আলীম, জসীম উদ্দিন, মো: রেজাউল হাসান, মো: রুহুল আমিন, দেওয়ান আব্দুল কাদের, জোবাইদা খাতুন, মোসাম্মৎ শরীফা খাতুন, হাফেজ কাজী আহমাদুল্লাহ, সালমা বানু, মো: মাসুদ চৌধুরী, মো: এমরান হোসেন, মোসা: শাহেনা ইয়াছমিন, মো: গোলাম রহমান, আবু তাহের মো: আনোয়ার হোসেন, জেলিনা আক্তার খান, মো: নাছরুল্লাহ, মো: আবুদল বাতেন, নজরুল ইসলাম চৌধুরী, মুহাম্মদ নাজমুচ্ছায়াদাত, উম্মে আসমা, এস.এম. ফিরোজ আলম, মো: মোজাম্মেল হক, এ.কে.এম. খাইরুল্লাহ, কাজী সাখাওয়াৎ হোসেন, কাজী জেরীনা আক্তার, মো: মোখলেছুর রহমান খান, মো: আবদুল ওয়াজেদ, ফকির মোহা: আহছান উদ্দিন, নাজমুন নাহার, মোহাম্মদ এরশাদ উল্লাহ ভূঁঞা, আবু সাঈদ মো: ফরিদ, মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, আঞ্জুমান আরা পারভীন, মোহাম্মদ আমীন খান, মো: হাফিজুল ইসলাম, মোছা: রেবেকা সুলতানা, এম.এম. রেজোয়ানুল করিম, মোহা: ফজলুল হক, আ.ন.ম. ফখরুল আলম খান, চৌধুরী মুহাম্মদ আলমগীর, মো: আবদুস শুকুর, হোসাম উদ্দিন শেখ, মো: ওয়াহিদুজ্জামান সায়িদী, সৈয়দ মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, আখতারী বেগম, মো: মোছলেহ উদ্দিন, মো: ইকবাল কবীর খান, মোহাম্মদ শফিউল্লাহ, মো: আবুল কালাম, ফকির মোহাম্মদ আলী, মো: দেলওয়ার হোসেন মজুমদার, মো: জুলফিকার আলী খান, কে.এম.কওসার আলী, মো: ইমাম হোসেন, এইচ.এম.গোলাম ছারোয়ার, মো: ছোরমান আলী, মো: আমান উল্লাহ সরকার, আজিজ মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ, আবু ইউসুফ মুহা: মুসলিম,

তৃতীয় শ্রেণি

মো: নাসির উদ্দিন ফকির, মো: আমজাদ হোসেন, ফখরুল ইসলাম চৌধুরী।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৮৯ জন, ১ম শ্রেণি ৫ জন, ২য় শ্রেণি ৮০ জন, ৩য় শ্রেণি ৩জন, মোট ৮৮ জন, পাশের হার ৯৮%

১৯৮৫ সালের কোর্স পদ্ধতিতে বি.এ. অনার্স পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি

মো: শফিকুর রহমান, মো: আব্দুল লতিফ, হাফিজ মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম সিরাজী, মোহাম্মদ জিয়াউল হক, আহমাদুল্লাহ খান।

দ্বিতীয় শ্রেণি

মো: খাজা আহমদ মিয়াজী, হাফেজ মোহাম্মদ আবুল মোবারক, মো: নজরুল ইসলাম, মো: গিয়াস উদ্দিন, মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ, মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, মো: আব্দুন নূর, মো: শফিকুল ইসলাম, আবু সাঈদ মো: মোস্তফা কামাল, মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, ফকির মো: লিয়াকত আলী, মো: আ: ছালাম মিয়া, ফেরদৌস আরা খানম, মোহাম্মদ হাফিজ উল্লাহ খান, নুরুন নাহার, আবু নোমান মো; মফিজুর রহমান, আরজু খানম, আবু তালেব মুহাম্মদ নুরুল আবছার, মোহাম্মদ আবুল হোছাইন, মো: হাবিবুর রহমান, মো: আবদুস সাত্তার, মানসুর আহমাদ, খান মো: আ: খালেক ফারুকী, মোহাম্মদ নুরুল্লাহ, মুহাম্মদ ইলিয়াছ, মোহাম্মদ আবদুল মান্নান।

তৃতীয় শ্রেণি

মো: তাজুল ইসলাম

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৩৯ জন, ১ম শ্রেণি ৫ জন, ২য় শ্রেণি ৩০ জন, ৩য় শ্রেণি ২ জন (১জনের ফলাফল স্থগিত) মোট ৩৭ জন, পাশের হার ৯৪.৮%

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৬ সালের কোর্স পদ্ধতিতে বি.এ. অনার্স পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি

মুহাম্মদ আবদুর রশীদ, মো: আ: হাকিম, আহমাদ আলী মোল্লা, মুহাম্মদ হারুনুর রশীদ, মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম আকন, আহমদ আলী, মোহাম্মদ ইউসুফ আলী শেখ, মোহাম্মদ ইসরাইল হুসাইন, মুহাম্মদ ইব্রাহীম মিঞা, মোহাম্মদ আব্দুস সবুর, বদরুন্নাহার।

দ্বিতীয় শ্রেণি

শেখ মোহাম্মদ মজিবুর রহমান, মো: অহিদুল ইসলাম, মো: মোশাররাফ হোসাইন আযাদী, মো: লিয়াকত আলী, মোহাম্মদ মমিনুল ইসলাম মজুমদার, মোহাম্মদ নিয়াজুল ইসলাম, মো: আ: মজিদ আখন্দ, মো: খোরশেদ আলম, মো: জাহাঙ্গীর আলম, মোহাম্মদ মোহসীন আলী, মোহাম্মদ হযরত আলী, মো: আবদুছ ছালাম মিয়া, আবুল কাসেম মো: ফজলুল হক, মো: সিরাজুল ইসলাম, মোহাম্মদ আলাউদ্দিন, শরীফ মো: আব্দুল কুদ্দুস মিয়া, মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, হাফেজ মোহাম্মদ আবু মুছা, মোহাম্মদ মুহিব্বুল্লাহ, মোহাম্মদ আহছান উল্যা আল কাদেরী, মো: সাঈদুর রহমান, মো: শাহজাহান প্রধান, মুহাম্মদ ফখরুল আলম মিয়া, আবুল বাশার মো: নুরুল ইসলাম, আবু নাইম মোহাম্মদ শামসুল ইসলাম মাহমুদ।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৪১ জন, ১ম শ্রেণি ১২ জন, ২য় শ্রেণি ২৭ জন, মোট ৩৯ জন, পাশের হার ৯৫.৩%

১৯৮৭ সালের কোর্স পদ্ধতিতে বি.এ অনার্স পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি

মোহাম্মদ মাকুছুদুর রহমান, মুহাম্মদ মুশফিকুর রহমান, মুহাম্মদ আবদুল কবীর, মুহাম্মদ রাইছ উদ্দিন ভূঞা, মুহাম্মদ জমির উদ্দীন সিদ্দিকী, মোহাম্মদ আশরাফ উদ্দিন, মুহাম্মদ কামরুল বারী ইমামী, মুহাম্মদ শফিক আহমেদ।

দ্বিতীয় শ্রেণি

আবুল হাসানাত মো: আব্দুল্লাহ, মোহাম্মদ মনিরুল আলম, মুহাম্মদ হায়দার আলী আকন, মুহাম্মদ আবদুল মান্নান, এ.টি.এম.ওমর ফারুক, মো: মোজাম্মেলুল হক, মুহাম্মদ ইমামুল ইসলাম, আবু তৈয়ব আহমাদুল্লাহ, মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন মোল্লা, আবু তাহের মো: রুহুল আমীন, মো: আবুল বাসার ভূঞা, নূর মোহাম্মদ, মোহাম্মদ রশিদ আহাম্মদ হোছাইনী, মো: মোবারক হোসেন ভূঁঞা, আবুল মাছাকিন মো: আনোয়ারুল হক, আবু ছায়ীদ মো: নুরুল ইসলাম, মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান, মোহাম্মদ জিয়াউল হক, মো: আবুল হাসেম, মাইন উদ্দিন আহমদ, মানজুমা খানম শিল্পী, মো: জসীম উদ্দিন, মুহাম্মদ নুরুল আমিন, আবু নাঈম মো: ফয়েজুল্লাহ, মো: শহীদুল্লাহ, আবু নাইম মুহাম্মদ ফয়েজুল্লাহ, রোকসানা আকতার, মোহাম্মদ মুহিববুল্লাহ, আবুল বাশার মোহাম্মদ এমদাদুল্লাহ, মো: আবদুল হামিদ মিয়া, হাফেজ মো: আব্দুল হাই, মোহাম্মদ বেলাল উদ্দিন, আবুল আলা মো: ইকবাল হোছাইন, মুহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, মহিউদ্দীন আহমেদ, মুহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক জেহাদী, সৈয়দা নাজমা শাহীন, মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহিদ, আবু মোহাম্মদ আবদুল মতিন, শাহ মোহাম্মদ আলী, সামছুন নাহার, মোহাম্মদ আশরাফ উদ্দিন সরদার, মো: আব্দুল বারী পাটওয়ারী, সৈয়দা আফরোজা বেগম, মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম, আবুল বাশার মো: ইমামুদ্দীন, ফেরদৌসী বেগম, আবু সাঈদ মো: মাহফুজুর রহমান, মো: অহিদুল্লাহ, রোকশানা পারভীন, মো: আবদুর রহমান, মো: ফজলে রাব্বী, হাবিবুন্নবী মো: শফিকুর রহমান, মো: আলাউদ্দীন, আসমা খাতুন, মো: আবুল বাশার, মোল্লা মিজানুর রহমান, মাহমুদুল হাসান, আবুল খায়ের মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, মো: তাফাজ্জুল হোসেন, শামীম আরা বেগম।

তৃতীয় শ্রেনী

মো: জুলফিকার আলী

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৬৯ জন, ১ম শ্রেণি ৮ জন, ২য় শ্রেণি ৬০ জন, ৩য় শ্রেণি ১ জন, মোট ৬৯ জন, পাশের হার ১০০%

১৯৮৮ সালের কোর্স পদ্ধতিতে বি.এ অনার্স পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি

মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, শোয়াইব আহমাদ খান, মো: নজরুল ইসলাম, মোহাম্মদ আবদুল মুকিম।

দ্বিতীয় শ্রেনী

মো: হারুনুর রশীদ, মো: ছাইফ উদ্দিন ভূঁইয়া, ফাতেমা জোহরা, আবু জাফর মো: নোমান, মো: সহিদুল্লাহ মো: আব্দুল আহাদ, মো: কামরুল ইসলাম, আবুল কালাম মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, মো: মাহবুবুল ইসলাম, মো: মাসুম বিল্লাহ, মাকবুল আহমাদ, মো: রুহুল কুদ্দুস, আবু ছালেহ মোহাম্মদ সাখাওয়াতুল্লাহ, সৈয়দ মো: কামরুল হাসান, মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, শামীম আরা চৌধুরী, মো: মোশারেফ হোসাইন, মাজহারুল হক মাহমুদ, কামাল উদ্দিন আহমদ, মো: আসাদুজ্জামান, মো: আব্দুল কাদের, আয়েশা সুলতানা, মো: বেলাল হোসেন, মো: আব্দুর রশিদ, ফারুক আহমাদ মোমতাজী, নুশরাত জাহান লিলি, রুবিনা ইয়াছমিন খানম, মো: ইদ্রিস আলী, হাফেজ মুহাম্মদ আবদুন নুর খান, মুহা: মুহসিন উদ্দিন, আবুল খায়ের মো: মুঈনুদ্দিন, মো: সায়ীদুল হক, মো: আবুল কালাম, মাহমুদ মোস্তফা আল মামুন, মোহাম্মদ লোকমান, আঞ্জুমান আরা বেগম, মো: মিজানুর রহমান মুন্সী, মো: ওবায়দুল হক, মো: রফিকুল ইসলাম মোল্লা, বশীর আহম্মদ, মো: আবদুল মজিদ, মো: আবুল হাছানাত মিয়া, মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান তালুকদার, ফজলে আলী মিয়া, মুহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান।

তৃতীয় শ্রেণি

মোহাম্মদ মতিউর রহমান নিজামী

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৫৫ জন, ১ম শ্রেণি ৪ জন, ২য় শ্রেণি ৪৬ জন, ৩য় শ্রেণি ১ জন, মোট ৫১ জন, পাশের হার ৯২.৭%

বার্ষিক কোর্স পদ্ধতিতে ১৯৮৯ সালের বি.এ. অনার্স পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি

আবু নোমান মো: আবদুর রব ফারুকী, মো: আবু দাউদ, মো: মমিনুল হক সর্দার, মো: মনজুরুর রহমান, নূর মোহাম্মদ খান, মো: আনোয়ার হোসেন, মো: আবদুল মালেক, মোহাম্মদ মুসা হুসাইন খান, শেখ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ।

দ্বিতীয় শ্রেণি

মো: আবদুল কাদের গণী, মো: নাসির উদ্দিন, মো: সফিউদ্দিন, মো: ইব্রাহীম খান, শেখ মুহাম্মদ আব্দুল হামিদ, আবু নোমান মো: মোজাম্মেলুল হক, মোহাম্মদ ইসমাঈল হোছাইন, মো: মজিবুর রহমান আনছারী, মোহাম্মদ মুহিববুল্লাহ, মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, মো: সালাহউদ্দিন, হাফেজ মুহা: রুহুল আমিন, মোহাম্মদ হানিফ, আবু সাঈদ মো: মোস্তফা কামাল, হোসাইন আহমদ, মোছা: বদরুন্নেসা, মোহা: মেসবাহুল আলম, মো: আবু বকর সিদ্দিক আকন্দ, আকলিমা বেগম, আবুল খায়ের মুহা: জসিম উদ্দীন, এফ. কবির আহমদ, মো: শাহ আলম মিয়া, এস.এম. বজলুর রহমান, মো: ফারুক আজম, মো: সাইফুল ইসলাম, মো: আবুল হোছাইন, আবু নোমান মো: মতিয়ার রহমান, মনোয়ারা খাতুন, মো: মারুফুর রহমান শেখ, মুহাম্মদ আবু ছালেক, মুহাম্মদ মুয়াজ্জেম হোসাইন, মো: হারুনুর রশীদ, মো: জুলফুকার আলী, মো: আমিনুল ইসলাম, মো: মোখলেছুর রহমান, মো: আবদুল জলীল আনোয়ারী,

মোহাম্মদ ফজলুল হক, মুহাম্মদ আবদুছ ছালাম, মোহাম্মদ মোকছেদুর রহমান, মোঃ নাসির উদ্দিন, সাইয়েদ আহমেদ, কে.এম. সাইফুল্লাহ, রশিদুল হাসান, আবু নাইম মোঃ আঃ হালিম, মোঃ ওয়ালীউল্লাহ, মোঃ সাইদুল ইসলাম, মোহাম্মদ আবুদর রহীম, মোঃ আবদুস সালাম, মোহাম্মদ নূরুল হক।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৬৩ জন, ১ম শ্রেণি ১০ জন, ২য় শ্রেণি ৪৯ জন, ৩য় শ্রেণি ০০, মোট ৫৯ জন, পাশের হার ৯৩.৭%

বার্ষিক কোর্স পদ্ধতিতে ১৯৯০ সালের বি.এ. অনার্স পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি

মোঃ শামছুল আলম, মোহাম্মদ ফেরদাউস, মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম রফিক, মোঃ এমদাদ হোসাইন তালুকদার, মোঃ তাওহীদুর রহমান, মোঃ রফীকুল ইসলাম, শাহ মোঃ মাছুম বিল্লাহ, মোঃ হায়দার আলী, মুহাম্মদ মোবাশ্বের, মোঃ নাজিমুদ্দিন সরকার, মোঃ আশরাফ আলী, মোঃ আবদুর রউফ ভূঁইয়া।

দ্বিতীয় শ্রেণি

খোন্দকার জাকির হোসেন, মোঃ আব্দুস সালাম, এইচ.এম. মাহবুবুর রহমান, আবু জাফর মুহাঃ হাবীবুর রহমান, মোঃ নজমুস সায়াদাত, মোহাঃ নূরুল আলম, মোহাম্মদ জানে আলম, আবু সোলায়মান মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন, মোঃ ছাদেকুল ইসলাম, আবু জাফর মোহাম্মদ হারুন, মোঃ আমিনুল ইসলাম ভূঁঞা, সেলিনা বানু, মোঃ মাহমুদুল হক, মোঃ আকবর আলী, মোহাঃ ওমর ফারুক, মোঃ নুরুজ্জামান, হাফেজ মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান, মোঃ মহসীন আলী, মোঃ আমিনুল ইসলাম, মোঃ সুজাউল হক, মোঃ আমিনুর রহমান, মোঃ রুহুল আমিন, মোঃ মনিরুজ্জামান (ইউসুফ), কে.এম. কায়ছুল বারী, মোঃ মোখলেছুর রহমান, মোঃ নুরুন্নবী, মোহাম্মদ আমিরুল ইসলাম মীর, এম.এ. জব্বার নোমানী, সাইয়েদ নাসিম আহসান, আবু জাফর মোহাম্মদ ছালেহ, মোহাম্মদ আব্দুল জলিল, মোঃ আলমগীর বাদশাহ, মুঃ সাইফুল ইসলাম, নুর মোহাম্মদ, মুহাম্মদ মিজানুর রহমান, মুহাম্মদ হানীফ, মোঃ শফিউল্লাহ কাউসার, মোঃ সিরাজুল ইসলাম, মোহাম্মদ আবুল বাশার, মোঃ আব্দুল হাফিজ, মোঃ শরিফুল ইসলাম, আশরাফ উদ্দিন, মোছাঃ এছমত আরা বেগম, মোঃ বাশারাত উল্লাহ, মোহাম্মদ আবদুল হামিদ খান, মোসাঃ মাকসুদা বেগম, মুহাম্মদ উল্লাহ, মোঃ গোলাম মাহবুব মোর্শেদ।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৬০ জন, ১ম শ্রেণি ১২ জন, ২য় শ্রেণি ৪৮ জন, মোট ৬০ জন, পাশের হার ১০০%

বার্ষিক কোর্স পদ্ধতিতে ১৯৯১ সালের বি.এ. অনার্স পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি

মোঃ কামারুম মুনীর, মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসাইন, এ.কে.এম. কাওছার আলম, মোঃ ছানাউল্লাহ, মোহাম্মদ তোহা, মোঃ আব্দুস সালাম, মুহাম্মদ ছাইদুল হক, মোহাম্মদ রহিম উদ্দীন, মোহাম্মদ কামরুল আহসান, আবুল এরশাদ মোহাঃ সিরাজুম মুনির, আখতারুজ্জামান, আবুল বাশার মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, আবু হেলাল মোঃ শওকত আলী, আবুল মোকাররম মোঃ মোনাওয়ার হোছাইন, মোঃ জাকির হোসেন, হাফেজা খাইরুন্নিসা বিনতে আব্দুল হাকীম, মোহাম্মদ এনায়েত উল্লাহ, মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান, মুহাম্মদ জুলকারনাইন, মোঃ মাওদুদুর রহমান আতেকী, আবু নছর মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, মোঃ রেজাউল হক, মোঃ আইউব হোসেন, মোঃ মোখলেছুর রহমান, মোঃ আব্দুর রউফ আজাদ, মোঃ নুরুজ্জামান, মোঃ রফিকুল ইসলাম, মোঃ নাজমুল হুদা সিরাজী, মোহাম্মদ আলী, মোঃ ওয়ালি উল্লাহ, মোহাম্মদ শামসুল ইসলাম, মুহাম্মদ জামাল উদ্দীন আফগানী, মোঃ গোলাম আজম, রুহুল আমিন মোঃ আবদুল্লাহ, মোহাম্মদ জয়নুল আবেদীন, মোহাম্মদ নেছার উদ্দীন, হুসাইন মুহাম্মদ আলমগীর।

দ্বিতীয় শ্রেণি

মুহাঃ সায়ীদুর রহমান, আবুল খায়ের মুহাঃ আবু বকর সিদ্দীক, মুহাম্মদ ইউনুছ আলী, মোঃ নুরুল হক, মুহাম্মদ শাহাদাত হোসাইন, মুহাম্মদ বিন আবদুল হাকীম, ছাবিয়া খানম, আবু তৈয়ব মোঃ ফখরুদ্দীন, মোঃ মানসুর আহাম্মদ, মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম, মোঃ আহসান হাবীব, মোঃ আলী আজম দেওয়ান, আ.খ.ম. আসুম বিল্লাহ, মুহাঃ ছোলায়মান, আহমদ উল্যাহ, মোঃ নুরুজ্জামান, মোঃ সিরাজুল ইসলাম, মুহাঃ মামুনুর রশিদ, মোঃ আবদুর রহিম, মোঃ ইয়াছিন আলী, রুহুল আমিন মোঃ আবদুল্লাহ, মোহাম্মদ বদিউল আলম, আহমাদুল্লাহ, আবুল খায়ের মোঃ বশীর উদ্দীন, মুহাম্মদ জাকির হোসাইন, মোঃ খবির উদ্দিন, মোঃ বেলাল হোছাইন, মোঃ শহিদুল ইসলাম, মোঃ নজির আহমাদ পাটওয়ারী, মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ।

ফলালফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৬৮ জন, ১ম শ্রেণি ৩৭ জন, ২য় শ্রেণি ৩০ জন, ৩য় শ্রেণি ০০, মোট ৬৭ জন, পাশের হার ৯৮.৫%

বার্ষিক কোর্স পদ্ধতিতে ১৯৯২ সালের বি.এ. অনার্স পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি

মোহাম্মদ কুতুব উদ্দিন, মোঃ আজিজুল হক, মোহাম্মদ আখতার হোসেন, হাফিজ মুজতাবা রিজা আহমদ, মোঃ কামরুজ্জামান, মুহাম্মদ রমজান আলী।

দ্বিতীয় শ্রেণি

আবু নোমান মুহাম্মদ অলী উল্লাহ, মোহাম্মদ শাহ আলম খান, মোঃ রেজাউল করিম, নূর হোছাইন, মোঃ হুসাইন মাহমুদ ফারুক, মোঃ হুমায়ুন কবির, আ.জ.ম. ছালেহ আহমদ, মোহাম্‌দ মহিববুল হক, মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, শেখ ইকবাল হোসেন, মোঃ আমীনুল ইসলাম চৌধুরী, মোঃ আখতারুজ্জামান, মুহাম্মদ আবদুল হাই, মোঃ আনোয়ার উল্লাহ মোঃ আলতাফ হোসেন, মোঃ কামাল হোসেন সরকার, শেখ মোঃ জালাল উদ্দিন, মোঃ ওমর ফারুক, মোঃ আব্দুল মান্নান, মোঃ আফজাল হোসেন, মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, মুহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, মোঃ আবুল বাশার, মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান, মোঃ আবুল ফজল, মোহাঃ মহিউদ্দিন খান, মোহাম্মদ আঃ রহমান, ফারুক আহমদ, মুহাম্মদ মাছুম বিল্লাহ, মোঃ আব্দুল জলিল খান, মোঃ আব্দুল কাদের, মোঃ গোলাম সারোয়ার সাঈদী, মোঃ মাহবুবুল আলম, মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, মোঃ মিজানুর রহমান, ইশরাত আনসারী, মোঃ রফিকুল ইসলাম, মোঃ আঃ রহিম, মুইজুদ্দীন মুহাম্মদ কবীর, মোঃ আনোয়ার হোসেন, মোঃ হাদিউল ইসলাম, মোঃ রুহুল আমীন, মোহাম্মদ নুরুল কাদের, মোঃ আইয়ূব আলী, মোঃ আবদুল লতিফ, মোঃ মানাজীর আহসান, মোঃ আব্দুল্লাহ সরদার, মোঃ শফিকুর রহমান, আবু জাফর মোঃ ছালেহ, আ.খ.ম. আনোয়ার হুসাইন, আহমাদুল্লাহ, মোহাম্মদ আবু তাহের, মোহাম্মদ শাহ জামাল, মুহাম্মদ নাজমুল হাসান, মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, মুহাম্মদ ওবাইদুর রহমান, শাহ মোঃ অলিউল্লাহ, হাফিজ ইদ্রিস, মোঃ ফরহাদ হোসেন, জামাল উদ্দিন, শেখ আব্দুল হান্নান, মোঃ আখতার হোসেন।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৭৪ জন, ১ম শ্রেণি ৬ জন, ২য় শ্রেণি ৬২ জন, ৩য় শ্রেণি ০০, মোট ৬৮ জন, পাশের হার ৮৯%

বার্ষিক কোর্স পদ্ধতিতে ১৯৯৩ সালের বি.এ. অনার্স পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি

মোঃ আঃ সালাম, মোহাম্মদ আবুল কাছেম ভূঁইঞা, মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, মুহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ, হাফিজ কবীর আহমাদ, আব্দুল্লাহ তারেক মুহাম্মাদ, মুহাঃ হাফিজুর রহমান, মোহাঃ কামরুল ইসলাম, মুঃ জহিরুল ইসলাম, শেখ মহাম্মদ মুফাজ্জাল হুসাইন, মোঃ আঃ হাই জোয়াদ্দার, মোঃ

Dhaka University Institutional Repository

বুরহানুদ্দীন, আবুল কাসেম মো: ছফিউল্লাহ, মুহ্যাম্মদ ওয়ালী উল্লাহ, মোহাম্মদ আতীকুর রহমান, মোহাম্মদ মোখলেছুর রহমান, মো: শফিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ নাজমুল হুদা, মো: বশির উল্লাহ, মো: আ: কুদ্দুস, মো: আলমগীর, মো: মুজাম্মেল হক, মো: ছালেহ আহমদ, এ.এম.এম. আমীন, মো: আলী হায়দার খান, মো: ওবায়দুল্লাহ আনছারী, মো: রিয়াজুল আলম, মো: ইলিয়াছ, মো: গোলাম জাওহার।

দ্বিতীয় শ্রেণি

মো: সোলায়মান আলী, মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, মোহাম্মদ আব্দুজ জাহের মাহমুদ, মোহাম্মদ আবদুর রহিম, মো: জিল্লুর রহমান, মো: আনোয়ার হোছাইন, এইচ.এম. ওয়াহিদুজ্জামান আকন, মো: আ. মান্নান আখন্দ, মো: আব্দুর রহীম, মো: গোলাম রব্বানী, মো: আবুদল হাকিম সরকার, মো: বাহা উদ্দিন, মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ, তানিয়া রহমান, মো: সাখাওয়াত হোসাইন আকন, মো: আ: রাজ্জাক সরকার, মোসাম্মৎ যোবায়দা সিদ্দিকা, মো: শামছুল আলম হালাদার, শেখ মো: ওয়ালী উল্লাহ, মো: হারুনুর রশীদ।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৫৩ জন, ১ম শ্রেণি ২৯ জন, ২য় শ্রেণি ২১ জন, ৩য় শ্রেণি ০০, মোট ৫০ জন, পাশের হার ৯২.৫৯%

বার্ষিক কোর্স পদ্ধতিতে ১৯৯৪ সালের বি.এ. অনার্স পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি

মাহমুদুল হাসান ইউসুফ, মো: ইসমাইল, মো: মুখলেছুর রহমান, মো: ফারুক হোসেন, মুহাম্মদ আব্দুস সালাম, মো: মিজানুর রহমান, মো: আবদুল্লাহ আল মামুন, মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন, মোহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন, মো: আব্দুল ওহাব, মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, মো: জাকির হুছাইন, এ.এস.কে.এম. মাহফুজুর রহমান, আবুল কালাম মো: আজাদ, মো: ইকবাল হোসাইন ভূঁইয়া, আবু নোমান মো: মাহবুবুর রহমান, মো: শরিফুল ইসলাম, মো: ইউসুফ, কে.এম. শাহাদাত হোসাইন, ছৈয়দ আনিছুর রহমান, মো: এমদাদুল হক, মো: বনি আমিন, এ.টি.এম. মুনীরুজ্জামান, মো: আব্দুল্লাহ আল-আরিফ, মো: ওয়ারিছুদ্দীন মাহমুদ, মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান, মো: শহীদুল্লাহ, মো: হাবীবুর রহমান ভূইয়া, মো: মাজহারুল ইসলাম, মো: মুসতারশেদ বিল্লাহ, মাহফুজা আক্তার, মোহাম্মদ রশীদ আহমদ, নিশাত পারভীন, আবু সায়িম মো: তোফাজ্জল হোসাইন।

দ্বিতীয় শ্রেণি

জসীম উদ্দীন, মো: কবির হোসাইন, মাহবুবা হক, ফারহানা রহমান, মুহাম্মদ জামাল উদ্দীন, মো: মিজানুর রহমান, রোকেয়া সুলতানা, নুর জাহান বেগম, মো: ইদ্রিস আলী, মো: রকিবুল ইসলাম, মুহাম্মদ জাকারিয়া খান, সৈয়দ আলী আজম, মল্লিক শাহিদ মোস্তফা, এ.কে.এম. শাহাব উদ্দীন, মো: রফিকুল্লাহ, নীলিমা ইয়াসমীন, মোহাম্মদ হামিদুর রহমান, কে এ এম সাইফুল ইসলাম, মোহাম্মদ নজরুল হক, মোহাম্মদ মহিউদ্দীন, ফাতেমা খানম, আ ন ম রুহুল আমীন।

তৃতীয় শ্রেণি

মো: সাইফুল ইসলাম ফরাজি।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৫৮ জন, ১ম শ্রেণি ৩৪ জন, ২য় শ্রেণি ২২ জন, ৩য় শ্রেণি ১ জন, মোট ৫৭ জন, পাশের হার ৯৮.২০%

বার্ষিক কোর্স পদ্ধতিতে ১৯৯৫ সালের বি.এ.অনার্স পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেনী

মো: ইব্রাহীম খলিল, মো: শাহ আলম, মো: বেলাল হোছাইন, মো: হুমায়ূন কবির খাঁন, মুহাম্মদ আফজাল হোসাইন, মো: রোকন উদ্দিন, মুহাম্মদ ইমদাদুল্লাহ, মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, মুহাম্মদ তানভীর

Dhaka University Institutional Repository

আলম, মো: মনিরুল ইসলাম, মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, আবু হানিফ মোহাম্মদ নেয়ামাতুল্লাহ, মোহাম্মদ আবু জাফর খান, মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসেন, মো: মাহমুদুল হাসান, মিঞা মো: আব্দুল কাইয়্যুম, মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম, শিব্বীর আহমদ, মোহাম্মদ হারুনুর রশীদ, মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল, মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম সরকার, মো: মাহবুবুর রহমান, মো: শাহজাহান মিয়া, মোহাম্মদ হারুনুর রশীদ, লুৎফুন্নেছা, মো: রুহুল আমীন, খন্দকার মোহাম্মদ আবদুল আজীজ, মো: আবু জাফর, মাসহুদা খানম, মো: মহিউদ্দীন, মো: নুরুল ইসলাম, মোহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন, মোহাম্মদ মনির হোসাইন, মুহাম্মদ নোমান, এ.এম.এম. শাহজাহান সিরাজ, মো: মশিউর রহমান, মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ খালেদ, মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন, মো: সামাউন মোল্যা, মো: আব্দুল মতিন, মো: আব্দুল মান্নান, মো: আহসান উল্লাহ ভূঁইয়া, মো: মোস্তাফিজুর রহমান, মো: আমীর হোসেন, মুহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম ভূঁঞা, মো: আফতাব উদ্দীন পাটোয়ারী, মো: কামরুজ্জামান, মুহাম্মদ হাসান আল মাহমুদ, মো: মাহবুবুর রশীদ।

দ্বিতীয় শ্রেণি

মুহা: হাবিবুর রহমান, মো: ওমর ফারুক, মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুছ, মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন, মুহাম্মদ মুনিরুল কবির, মো: দেলোয়ার হোসেন, হাসনা ফেরদৌসী, নাজমা করিম, জিয়াসমীন সুলতানা, মো: কামাল উদ্দিন, মো: ছাইদুর রহমান, নিলুফার ইয়াসমিন, উম্মে রুম্মান মোসা: ছুর-ই-আরমান, মো: রফিকুল ইসলাম, মো: সিরাজুল ইসলাম, শামসুন নাহার, মুহা: মাকসুদ আলম, মহি উদ্দিন আহমদ, নুরুন নাহার লিপি, হাফিজ আহম্মেদ শেখ, রোকসানা বেগম, মো: সওগাতুল আলম, নার্গিস আক্তার, মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন, মো: শাহজাহান, মোহাম্মদ খোরশেদুল আলম, মুহাম্মদ এনামুল হক মোল্লা, মোসা: শওকত আরা, মো: আব্দুর রশিদ, মো: মঞ্জুরুল হক, মো: আব্দুর রশীদ, মোহাম্মদ খাইরুল আনাস, মোহাম্মদ খলিলুল্লাহ, মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, মুহা: কামরুজ্জামান, মো: মুশফিকুর রহমান, সৈয়দ ইকবাল আনোয়ার, আবু নসর এহতেশামুল হক।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৯৫ জন, ১ম শ্রেণি ৫০ জন, ২য় শ্রেণি ৪১ জন, ৩য় শ্রেণি ০০, মোট ৯১ জন, পাশের হার ৯৫.৭৯%

বার্ষিক কোর্স পদ্ধতিতে ১৯৯৬ সালের বি.এ অনার্স পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি

মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন, মু: ইউসুফ, এ.কে.এম. ফজলুল হক, মো: মোখতার আহমেদ, মোহাম্মদ জুলকার নাইন, মুহাম্মদ মীযানুর রহমান, আবু তাহের মুহাম্মদ মানজুর, মুহাম্মদ মুহিব উল্লাহ ভুঁইয়া, মুহাম্মদ মাকসুদুর রহমান, মুহা: গোলাম ছরোয়ার, মো: আসাদুজ্জামান, শাহ মোহাম্মদ হাজিফউল্লাহ, মুহাম্মদ নি'মাতুল্লাহ, মো: রফিকুল ইসলাম, কাজী মাহবুবুল আলম, মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, মো: শহীদ উল্লাহ, মোহাম্মদ নুরুল আমিন, মোহাম্মদ মুবারাকুল্লাহ, মো: জিয়াউর রহমান, শিব্বির আহমদ, মুহাম্মদ মোখলেছুর রহমান, মো: মাহবুবুর রহমান, মো: খালেদ আজাদ, আ.শ.ম. আরিফুল মাওলা, নুরজাহান বেগম, মো: ওয়ালীউল্লাহ, সৈয়দ মোহাম্মদ শাহ এমরান, মো: মোস্তফা কামাল, মো: মোস্তাফিজুর রহমান, মো: ফরিদ উদ্দিন, ফারজানা ইয়াসমিন, সাগরিকা নাসরিন, মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, অনুপমা আফরোজ, মোহাম্মদ অলি উল্লাহ জহির, মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ, ইসমত আরা।

দ্বিতীয় শেণী

মো: রুস্তম আলী, মো: আব্দুর রহিম, আরজু নাসরিন পনি, উম্মে সালমা মোসাম্মাৎ নাঈমা আলম, এস.এম.আনিছুর রহমান, আয়েশা আক্তার, মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ, জেসমিন সুলতানা, গোলাপ রোজ আখতার, নাসরীন সুলতানা, সৈয়দ আলী আকবর, মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, সাবিহা সুলতানা, মো: সফিকুল ইসলাম, শামসুজ জাহান, মো: আনোয়ারুল আজীজ, এস.এম. মহব্বত মনিরুল ইসলাম আজাদ, খন্দকার আহসান উল্লাহ, মো: রেজাউল ইসলাম, মোহসেন উদ্দিন, রাফিকা ইসলাম, নিগার

Dhaka University Institutional Repository

সুলতানা, লুৎফুন নেছা, মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান, সোহনা তাবাস্‌সুম, মাহমুদা সুলতানা, এ.কে.এম. মিজান উদ্দিন, নুরজাহান বেগম মুক্তা, মোঃ রুহুল আমিন, মোঃ মাহামুদুল হাসান, মোহাঃ নজরুল ইসলাম, জেসমিন সুলতানা, মুহাম্মদ শাহানুর আলম, মাহবুবা আক্তার, এম.এম. শহিদুল ইসলাম, শাহানা ফেরদৌস, মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, শাহানাজ বেগম, তাহমিনা আক্তার, মোঃ মামুনুর রহমান, মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, মোঃ সহিদুল ইসলাম খলিফা।

ফলাফলের পরিসংখ্যানঃ

উপস্থিত ৮৬জন, ১ম শ্রেণি ৩৯ জন, ২য় শ্রেণি ৪৪ জন, ৩য় শ্রেণি ০০, মোট ৮৩ জন, পাশের হার ৯৬.৫৯%

বার্ষিক কোর্স পদ্ধতিতে ১৯৯৭ সালের বি.এ অনার্স (৩ বছর মেয়াদী সমন্বিত কোর্স) পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি

মোঃ আখতারুজ্জামান, মোঃ ইউসুফ, মুহাম্মদ আনছার উদ্দীন, মোঃ মজিবুর রহমান মিয়াজী, মোঃ আবু ছালেহ, মোঃ ফোরকান আহমদ, মোঃ মাহবুবুর রহমান, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল আসাদ, মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান, মুহাম্মদ আব্দুর রহমান, মোঃ আব্দুল কাদের, আবু রায়হান মোহাম্মদ মঈনুল হাসান, এইচ.এম.নুরুজ্জামান।

দ্বিতীয় শ্রেণী

মোঃ সামিউল ইসলাম, মুহাম্মদ ফখরুল ইসলাম, মোঃ রফিকুল ইসলাম, এ.কে.এম. আফতাবুজ্জামান, মোহাঃ লোকমান হোসাইন, যোবায়দা সিদ্দিকা, মাহমুদুল হাসান, মোহাম্মদ আবুল হাসান, মোহ্যাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, মুহাম্মদ আব্দুল করিম, মোহাম্মদ আলমগীর, মাসুদুর রহমান, মোঃ রেদওয়ানুর রহমান, মোঃ জসিম উদ্দীন, ছনিয়া আইরিন, দিলরুবা মরিয়ম, মোছাঃ হাফিজা খাতুন, নুসরাত জাহান, মোঃ বেলাল হোছাইন, জেসমিন নাহার, মোঃ আব্দুস ছালাম, শাহা জালাল, মোঃ মোতাওয়াক্কিল রহমান, মোহাম্মদ মশিউল আনোয়ার খান, নুরুন্নাহার, মোঃ ওয়াজকুরুনী, মুহাম্মদ আজগর আলী মোল্যা, রওশন আক্তার, তানিয়া আফরোজ, উম্মে তাহেরা শাহনাজ, ফৌজিয়া শাহেদ আক্তার, মোঃ আজিম উদ্দীন, মাহেজেবীন, নুসরাত ফারহানা আলম খান, মোহাম্মদ শাহিন সরকার, মোঃ ছলিম উল্লাহ খান, ইসরাত খান, মোছাম্মৎ মমতাজুল কুবরা, মোঃ ইসমাইল হোসেন, মোছাঃ মুন্নুজান বেগম, কামরুল হাসান, মোঃ সেলিম শাহারিয়ার, তামান্না আফরোজ, শাহনাজ খাতুন, মোঃ জামাল উদ্দিন খান, শাহীন মোল্লা, মোঃ নজরুল ইসলাম, হাসিনা জাহান, আরিফজ্জামান, মোঃ জহুরুল ইসলাম জোয়ার্দার, রোখসানা জাহান, শাহনাজ শারমিন, মোঃ আবুল কালাম।

ফলাফল পরিসংখ্যানঃ

উপস্থিতঃ ৬৭ জন, ১ম শ্রেণি ১৩ জন, ২য় শ্রেণি ৫৩ জন, ৩য় শ্রেণি ০০, মোট= ৬৬ জন, পাশের হার ৯৮.৫০%

বার্ষিক কোর্স পদ্ধতিতে ১৯৯৮ সালের বি.এ অনার্স (৩ বছর মেয়াদী সমন্বিত কোর্স) পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি

নুরুল কবীর, মুহাঃ মাহবুবুস সাজ্জাদ, মুহাম্মদ আব্দুল জলিল, মোঃ আবুল খায়ের সরকার, মোঃ সাদিকুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ আল-মামুন, মোঃ সাইফুল ইসলাম, মুহাম্মদ ঈসা কাদেরী, মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, এইচ. এম. আজিজুল হক, মোঃ খায়রুল আলম, মোহাম্মদ আলাউদ্দিন, মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন।

দ্বিতীয় শ্রেণি

মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, মোহাম্মদ আব্দুল হাই, মোঃ কামরুল বশির, মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, যোবায়ের বিন আহাম্মদ, মোসাঃ নাজমুন্নাহার, মোহাম্মদ হাসান আলি, মোহাম্মদ শামসুল আরেফিন খান,

Dhaka University Institutional Repository

কামরুন নাহার, রুবিনা ইয়াসমিন, মো: ফয়েজ উদ্দীন মৃধা, মো: সাইফুল ইসলাম, মোহাম্মদ আব্দুর রউফ, মুহাম্মদ আরীফুর রহমান, মো: শেখ আহসান উল্লাহ, মোসাম্মৎ ফারহানা আক্তার, সৈয়দ মিজানুর রহমান, মোহাম্মদ জাবেদ হোসেন, মাকসুদা বেগম, ফখরুদ্দিন চিশতী, মো: মাহবুবুর রহমান, রাজিয়া আক্তার, জোহরা বেগম, শেখ গোলাম কিবরিয়া, মো: আমিনুল ইসলাম, মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, কাজী মোসফিফা পারভীন, বীনা ইসলাম, মাহমুদা পারভেজ, মাহফুজা, সাহিদা বেগম, মুহাম্মদ আবুল হাসানাৎ, মো: হামিদুল ইসলাম, এ.কে.এম. সালাহ উদ্দিন, মো: জসিম উদ্দিন মোল্লা, রাজিয়া সুলতানা, নিলুফার ইয়াছমিন, জিয়াউল হক মোহাম্মদ জুয়েল, নার্গিস আক্তার, মোছা: আকতার জাহান, মাশরুফ রাহাত, মো: নাজমুস সামস, ফিরোজ আহমেদ, মো: ওবাইদুল হক, মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম, লায়লা নাজনীন, রঞ্জু নাহার মুক্তা, শেখ তাজুর রহমান, মোহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান সোহেল, মোহাম্মদ আরিফ হোসেন, নাজমুন নাহার, তাসমিয়া ইয়াসমিন, খন্দকার মশিউর রহমান, মোছাম্মদ মাহাবুবুর রহমান, জাহিদুল ইসলাম, ফারহানা আহমেদ কাঁকন, রুখসানা শারমীন রেজা, মো: মাহবুবুর রহমান খান, রেবেকা সুলতানা, মো: লুৎফুর রহমান, রোকসানা ইসলাম, মো: তাহমিদুর রহমান, নাফিসা আফরিন।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৭৭ জন, ১ম শ্রেণি ১৩ জন, ২য় শ্রেণি ৬৩ জন, ৩য় শ্রেণি ০০, মোট= ৭৬ জন, পাশের হার ৯৮.৭০%

বার্ষিক কোর্স পদ্ধতিতে ১৯৯৯ সালের বি.এ. অনার্স (৩ বছর মেয়াদী সমন্বিত কোর্স) পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি

মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম, মো: মাসুদ আলম, মো: মাহফুজ উল্লাহ, আবু নাঈম মো: শহীদুল ইসলাম, মোহাম্মদ মুহসীনুদ্দীন, মুহা: আনিসুর রহমান, মো: মহসিন উদ্দিন, মোহাম্মদ সাঈদুল হাসান, মুহাম্মদ আরিফুর রহমান, মো: আবুল হাসান, মোহাম্মদ জাকির হোসেন, মুহাম্মদ আবু জাফর খান।

দ্বিতীয় শ্রেণি

মো: আবদুল আলীম, মোহাম্মদ লোকমান হোসাইন, মো: হাবিবুর রহমান, মো: সাগর হোসেন, কে.এম. আবিদুর রহমান, মুহাম্মদ ইমদাদুল্লাহ, আহমাদ হোসাইন, নাদিরা খাতুন, মো: আশাদুর রহমান, মো: মিয়ারাজ হোসাইন, মর্জিনা বেগম, মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন, মো: রবিউল হাছান, মো: অহিদুজ্জামান, আবদুল মাজেদ মিয়া, মুহাম্মদ মনিরুল ইসলাম, কামরুন্নাহার, মুহাম্মদ আব্দুছ ছালাম, আকলিমা, ফাতিহা ফেরদৌস সুমনা, রাহিমা আক্তার, মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, হোসনেয়ারা মনি, ইয়াসমিন মেহের, মো: ছাদেকুজ্জামান, ফজলুল হক, এ.কে.এম. আশরাফুল হক, মো: মনিরুজ্জামান হাওলাদার, মো: গোলাম মোস্তফা, নাজমুন নাহার, জেবুন্নাহার চৌধুরী, মোসাম্মাৎ জেবুন্নেছা, আবু মুছা, মোহাম্মদ নুরুল হক, মো: দুলাল হোসেন, সাকিলা খন্দকার, তাহমিনা আক্তার, সরোয়ারী আলম খান, মোহসিনা আখতার, মো: জাকির হোসেন, এস.এম. আসাদুজ্জামান, সাজিয়া ইয়াসমীন সাথী, খন্দকার ফাহমিদা সুলতানা, মো: জিয়াউর রহমান, ইশরাত ফাতেমা, মোহাম্মদ সাইফুজ্জামান, ফজলুল হক মনি, মো: আবুল কালাম আজাদ, মো: আব্দুর রকিব, মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, মো: জামশের আলী, শাহনাজ ইয়াসমিন, মোহাম্মদ আহসানুল হক, ফারজানা আফরোজ, নুরানী শারমিন আফরোজ, নূর-ই-হাফছা, মো: মুস্তাফিজুর রহমান, তাজউদ্দিন, তহুরা বেগম, মো: নাসির উদ্দিন, মো: নুরুল আবছার মজুমদার, মো: আরিফ হোসেন, নুরানী জাফরীন, খালেদ মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ, শারমীন আফরোজ, মো: রশিদ মিয়া, তাহমিনা আক্তার, সায়েমা আক্তার, মো: শাহ আলম, তানজিনা চৌধুরী, সাদিয়া শারমিন চৌধুরী, মোহাম্মদ কায়েস উদ্দিন, রওনক জাহান, মো: আল-আমিন হাওলাদার, মোছা: নুরজাহান, ফারহানা সিদ্দিক, মাহবুবুল আলম, ইফফাত তামান্না, খায়রুন নাহার আহম্মেদ, মোহাম্মদ হাসানুজ্জামান পাটওয়ারী, নাজনীন জাহান, খালেদা শাপলা, মোহাম্মদ বাকিউর রহমান, নাঈমা আহমেদ, শিকদার মো: আরাফাত হোসেন, হাসান মাহমুদ শাহরিয়ার, রাহিমা খাতুন, হাবীবা আহমেদ দীনা, মুহা: খাদিমুল ইসলাম, মোহাম্মদ সাইদুর রহমান, মো: গোলাম রসুল সরদার।

Dhaka University Institutional Repository

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ১০৬ জন, ১ম শ্রেণি ১২ জন, ২য় শ্রেণি ৯১ জন, মোট ১০৩ জন, পাশের হার ৯৭.১৬%

বার্ষিক কোর্স পদ্ধতিতে ২০০০ সালের বি.এ. অনার্স (৩ বছর মেয়াদী সমন্বিত কোর্স) পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি

মো: গুলাম মোস্তফা।

দ্বিতীয় শ্রেণি

মোহাম্মদ সোলাইমান, এ.কে.এম. ফখরুদ্দীন রাজী, মোহাম্মদ রহমাতুল্লাহ, মো: তরিকুল ইসলাম, এ.কে.এম. শরীফুল ইসলাম, মো: শহীদুল ইসলাম।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৭ জন, ১ম শ্রেণি ১ জন, ২য় শ্রেণি ৬ জন, মোট ৭ জন, পাশের হার ১০০%

বার্ষিক কোর্স পদ্ধতিতে ২০০১ সালের বি.এ. অনার্স (৩ বছর মেয়াদী সমন্বিত কোর্স) পরীক্ষার ফলাফল

দ্বিতীয় শ্রেণি

মো: শাকিল সোহরাব, মুহাম্মদ কামরুজ্জামান, মুহা: বিল্লাল হোসাইন।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৩ জন, ২য় শ্রেণি ৩ জন, মোট ৩ জন, পাশের হার ১০০%

বার্ষিক কোর্স পদ্ধতিতে ২০০১ সালের বি.এ. অনার্স (সমন্বিত কোর্স ৪ বছর মেয়াদী) পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি

মোস্তফা কবীর সিদ্দিকী, মো: হাবিব উল্যা, মো: জহিরুল ইসলাম, মো: আবু বকর ছিদ্দিক, ফাতেমা মারজান, আবদুল কাইয়ুম, মোহাম্মদ মোস্তাকিম বিল্লাহ, মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, মোহাম্মাদ আবুল কালাম আজাদ, মো: কামরুল হাসান, মো: আব্দুস সবুর, ফারহানা রুম্মান, কানিজ তাসলিমা সুলতানা, মুহা: মিজানুর রহমান, মো: জহুরুল ইসলাম, মুনীরাতুল কুবরা, মো: মোবারক হোসেন, মো: আব্দুল্লাহ আল রাসেদ, মো: খায়রুল আবেদীন, শরীফ মোহাম্মদ রুবেল, মো: হাসানুজ্জামান, জয়নব হাছিনা, মো: জাহিদ হাসান, মো: জিয়াউল হক চৌধুরী, মোহাম্মদ অহিদুজ্জামান সরকার, মুহাম্মদ সাইদুর রহমান পল, মুনজেরিনা আক্তার খানম, মোহাম্মদ ফজলুল হক।

দ্বিতীয় শ্রেণি

উম্মে সিদ্দিকা, মো: ফজলে রাব্বী, এস.এম. মোক্তার হোসেন, মুহসিনা বেগম, মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান ভূইয়া, ফাতেমা আক্তার, মোহাম্মদ রেজাউল করিম, মুহাম্মদ নেযামুদ্দীন, মো: আরিফুল আলম, কানিজ জাহান, উম্মে হাবিবা চৌধুরী, লুবনা রাব্বানী, মো: সাইফুল্লাহ, হেলেনা আক্তার, আবু হায়াত মোহাম্মদ শাফায়াত ছিদ্দিকী, মোহাম্মদ দেলাওয়ার হোসাইন, মো: মুনিরুজ্জামান, আঞ্জুমান আরা বেগম, শেখ কামাল হোসেন, শাহিদা পারভীন, মো: হাবিবুর রহমান, মোহাম্মদ আফজাল আরেফিন খান, মোহসীনা আকতার, মো: জিয়াউল হাসান, হেনা বেগম, মাহমুদা আক্তার মুক্তা, এ.বি.এম. ফারুক, তাহমিনা আক্তার লিপি, নুরুন নাহার মুনমুন, মোছা: মন্নুজান ইসলাম, মো: আব্দুস সালাম, মো: শামসুর রহমান, মো: হেদায়েত উল্লাহ, মো: আলমগীর হোসেন, সাবরীনা পারভীন, উম্মে কুলসুম, জেসমিন আক্তার, মো: আমিনুল ইসলাম, সৈয়দা জিন্নাত সুলতানা, মোসা: জেসমিন আক্তার, মিজানুর রহমান, সৈয়দ মোহা: আব্দুল হান্নান, মোসা: রাফিয়া সুলতানা, উম্মে ছালমা, মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান, মুহ: আ: মালেক গাজী, মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন ভূঞা, জাকির হোসেন বিশ্বাস, ফারহানা জাহান, মো: কবির হোসেন, জীবন্নাহার খাতুন, মো: আতিকুজ্জামান, মো: নাছির উদ্দিন, মো: আতিকুর রহমান, মো: অহিদুল ইসলাম, মোছা: জিনিয়া ইয়াসমিন, মো: আসিফ রশিদ, মুহাম্মদ মুনিরুল ইসলাম, মো: মিজানুর রহমান, মো: জহির উদ্দিন জুয়েল, এস.এম. ওয়াসিউজ্জামান, শোয়াইব খন্দকার।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৯০ জন, ১ম শ্রেণি ২৮ জন, ২য় শ্রেণি ৬২ জন, মোট ৯০ জন, পাশের হার ১০০%

বার্ষিক কোর্স পদ্ধতিতে ২০০২ সালের বি.এ. অনার্স (সমন্বিত কোর্স ৪ বছর মেয়াদী) পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি

মুহাম্মদ নুরুল্লাহ, আমীর হোসেন, মোঃ আলী হোসেন, মুহাম্মদ আবু জাফর, মোহাম্মদ আজিজ আহমেদ, মুহাঃ রুহুল আমীন, মোঃ এখলাছুর রহমান, মোহাম্মদ কামাল হোসাইন, মোঃ আরিফুল ইসলাম, মাহমুদুল হাসান, মোসাঃ কুমকুম আক্তার, মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, মুহাম্মদ মফিদুল ইসলাম, শিরীন আক্তার, মোঃ শাহ আলম, তাহমীদা পাশা, নাছরিন সুলতানা, মোহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ, শায়লা ইসলাম, ইমরুল হক, মোঃ মাহামুদুর রহামন।

দ্বিতীয় শ্রেণি

সৈয়দ মুহাম্মদ কামরুল হায়দার, উম্মে আফরিন, জেবুন নেছা নুপুর, আবুল কালাম আজাদ, লায়লা ইয়ামীন, মির্জা কে.ই.তুহিন, মোহাম্মদ মইনুল ইসলাম, নূর-ই-নাহিদ তাবাসসুম উপমা, মোঃ ছারওয়ার জাহান, কামরুন্নাহার বেবী, ফারহানা জেসমিন, ফাহিমা বিনতে হাবীব, সৈয়দ মুহাম্মদ জাবির হাদী, সায়িকা জাহান সিনথিয়া, মোহাম্মদ জিয়াউল হক, মুহাম্মদ জিয়াউল হক, মুহাম্মদ মহসীন কবীর, মোহাম্মদ সহিদুল ইসলাম, মোহাম্মদ মোছাব্বের হোসেন, মোঃ হানিফ খান, মাহবুবুল হাসান, আবু সাহাব মোহাম্মদ সাইফুল আলম, মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, নূর জাহান, উম্মে ফারহানা আযাদ, মোঃ আশিকুর রহমান, সালমা আক্তার, আনোয়ারা খাতুন, মোঃ সাইদুল ইসলাম টুকু, মরিয়ম সুলতানা, ইফফাত জাহান, মোঃ রহমত আলী, সাদিয়া নওরীন মুন্নী, নাজনীন নাহার খানম, এস.এম. রাশেদ আল কবীর, মোঃ আল আমিন, মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, লাায়লা আলআনী, রেহানা পারভীন, তানিম জিহান, মুহাম্মদ ইখতিয়ার রহমান, মোঃ রিয়াজুল ইসলাম, মোছাম্মৎ শারমিন জাহান, মোঃ ছানোয়ার হোসেন, ফাহিম হাসান, মোঃ চাঁদ আলী, মোঃ ওয়াজেদ আলী, মোঃ ইকরামুল কবীর, ফয়সাল আহম্মদ রিয়াদ, মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ, মুহাম্মদ নিজাম হোসাইন, মোস্তফা কামাল, রোমানা চৌধুরী, মোঃ কামরুল ইসলাম।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৭৫ জন, ১ম শ্রেণি ২১ জন, ২য় শ্রেণি ৫৪ জন, মোট ৭৫ জন, পাশের হার ১০০%

বার্ষিক কোর্স পদ্ধতিতে ২০০৩ সালের বি.এ. অনার্স (সমন্বিত কোর্স ৪ বছর মেয়াদী) পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি

মোস্তফা মঞ্জুর, মাহমুদুর রহমান ভূঁঞা, মোহাম্মদ ইকরাম হোসাইন, মুহাম্মদ আব্দুর রহমান, আখতার হোসাইন, মামুন হাওলাদার, মোহাম্দ আনোয়ারুল হক ভূঞা, মোঃ রিজাউল হাসান, আখতারুজ্জামান, মোঃ নজরুল ইসলাম, মুহাম্মদ জাকির হোসাইন, মুনতা আহমেদ মিলি, কাজী মোখতার হোসাইন, মোঃ শহিদুল ইসলাম, সালমা আখতার, মোঃ হাবিবুল্লাহ, আব্দুল্লাহ আদনান, মুহাম্মদ আনিসুর রহমান, মোহাম্মদ কামাল হোছাইন, মোঃ নুরুল ইসলাম, মুহাম্মদ রকিবুল ইসলাম, মোহাম্মদ মতিউর রহমান, মোঃ সাঈদুর রহমান, মোহাম্মদ নাছীর উদ্দিন, মোহাম্মদ বসির উদ্দিন, মোহাম্মদ আবুদল খালেক, মোঃ মাছউদুর রহমান, মুহাম্মদ আল আমিন, মোসাম্মৎ রহিমা আক্তার, মোস্তফা এহতেশামুল বারী।

দ্বিতীয় শ্রেণি

এস.এম. মজিবর রহমান, মোহাম্মদ আরিফুর রহমান, ফারজানা সুলতানা, মোঃ সালাহ উদ্দীন, নাছিমা আক্তার, উম্মে কুলসুম, মুহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান, মোহম্মদ আনোয়ার হোসাইন, হাফিজা তামান্না, মোঃ লুৎফুর রহমান, নিলুফা নাজনীন, তন্দ্রা ইসলাম, মোঃ সাজ্জাদুল হাসান, শিল্পী আক্তার, মোহাম্মদ সোহেল

Dhaka University Institutional Repository

রানা, রোকসানা আক্তার, ফারজানা রহমান, মোহাম্মদ ফারুক আজম, হাসিনা আক্তার, শাহজাদী জেবুন্নেছা, মো: আল-আমীন, মো: মনোয়ার হোসেন, মো: জহিরুল ইসলাম, ফয়জুল বারি, শায়লা জামান, নাজনীন সুলতানা, মোসাম্মৎ ছালমা আকতার, সোনিয়া রহমান চৌধুরী, কাজী মাঈন উদ্দিন হোসেন, রাকিবুল হাসান রাসেল, শারমিন আক্তার পপি, শারমিন আকতার শোভা, সাদিয়া মাহজাবীন ইমাম, ওয়াহিদা মুন, মো: আবুল হাসানাত, ইয়াসীন, মো: হাফিজুর রহমান চৌধুরী, মুনিরা তানজিম, মো: রশিদুল হাসান, মোহাম্মদ আবুল হাসান পলাশ, মো: মাসুদুর রহমান শেখ, মো: হাছিবুর রহমান, হাসান মোহাম্মদ নাছের রিকাবদার, মুহাম্মদ আব্দুর রহীম আকন্দ, গাজী আফরোজা সুলতানা, সৈয়দা হাফিজা সুমা, ইসমত আরা, মো: শরীফ হাসান ভূঞা, জাকিয়া সুলতানা, মো: শাহান শাহ, মানসুরা বেগম, শারমীন খাতুন, মো: নাজমুল হুদা, মো: গোলাম মোস্তফা, ফারহানা আক্তার, রোকসানা ইয়াসমিন বিউটি, নওরোজ শারমিন, রোখসানা, শিরিন খানম, ইফতেখার আহমেদ, পারভীন আকতার, রোজিনা আক্তার, দেওয়ান নূর ইয়ার চৌধুরী, শাহিদা সাত্তার, শফিউল আহসান, মো: আক্তারুজ্জামান, মোছা: লিপিয়া খাতুন, মো: রফিকুল আলম, রাবেয়া খানম, দেওয়ান মো: আরিফুর রহমান, মো: ফরিদুল ইসলাম, শেখ ফারুক হোসেন, মো: হযরত আলী, মো: শাহরিয়ার হোসেন, মো: আলমগীর কবীর, তাইমুন নাহার আফরোজ খানম, রোকসানা পারভীন, মো: ইব্রাহীম খলিল উল্লাহ, মো: মিরান রহমান, তওসিফ আহমেদ, মো: আবু বকর সিদ্দিক, ফারহানা ইয়াসমিন, মো: দিদার হোসেন।

তৃতীয় শ্রেণি

মো: সাইফুল ইসলাম, মো: শফিকুর রহমান।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ১১৫ জন, ১ম শ্রেণি ৩০ জন, ২য় শ্রেণি ৮৩ জন, ৩য় শ্রেণি ২ জন, মোট ১১৫ জন, পাশের হার ১০০%

বার্ষিক কোর্স পদ্ধতিতে ২০০৪ সালের বি.এ. অনার্স (সমন্বিত কোর্স ৪ বছর মেয়াদী) পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি

মোহাম্মদ জাকারিয়া, আবদুল্লাহ আল হোসাইন, মোহাম্মদ রেজাউল হোসাইন, মোস্তফা মাসুম সিদ্দিকী, মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন, মুহাম্মদ বাকী বিল্লাহ, মোহাম্মদ আবু বকর ছিদ্দীক, রাফিয়া সুলতানা, মোহাম্মদ ছফিউল্লাহ হাশেমী, মুহাম্মদ আতিকুর রহমান, মুহাম্মদ আব্দুর রহমান, মো: কামরুল হাসান, শাহানা মমতাজ, মো: ইউনুছ মিয়া, মুহাম্মদ মাসউদ আল মাহদী, মোহাম্মদ কাউছার আলম, মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম, মো: জাহিদুল হাসান, মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ, মো: আবদুর রাজ্জাক, মো: কোরবান আলী, ফেরদৌসী খান নিপা, মো: ইকবাল হুসাইন, আসমা জাহান, ফকির নাজমুল হোসেন, মো: মোসাদ্দেক হোসেন, গোলাশানারা লিপি, রোকসানা ভূঁইয়া মিলু, মো: মিজানুর রহমান।

দ্বিতীয় শ্রেণি

মো: শরিফুল ইসলাম, আয়েশা তাবাস্সুম, মোহাম্মদ কামরুজ জামান, মোহাম্মদ জাহিদুল কবির, মোহাম্মদ ইব্রাহিম, মুহাম্মদ রমজান আলী, মোহাম্মদ আলী, জাহাঙ্গীর আলম, ফৌজিয়া তানভীর, মোছা: জান্নাতুল মাওয়া, মো: সেলিম উল ইসলাম সিদ্দিকী, সাদিয়া তাবাস্সুম, মো: মোশারফ হোসেন, মো: মাহমুদুল হাসান, মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম সরকার, মো: মাজহারুল ইসলাম, মো: ওবায়দুল মোর্শেদ, এম.এ. জুবায়ের, মোহাম্মদ মিনহাজুল ইসলাম ভূঁঞা, মো: মহিবুল্লাহ, শরিফুল হাসান, শাহীন হায়দার, সাঈদা পারভীন, খোন্দকার ফারহাদ সুলতানা, সুলতানা রাজিয়া, মো: হাবিবর রহমান, সুরাইয়া নাসরীন ঝুমু, আব্দুল্লাহ আল মমিন, মোছা: হাবছা আক্তার, ছালছাবিল চম্পা, মো: মিলন, ফরিদা আক্তার, মোসা: মাছুমা জাহান, কাজী রোকসানা আমীন, মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান খান, রিজওয়ানা আহমেদ, মো: আ: রহমান, মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা, তাহমিনা রহমান, মোছা: নাজমা সুলতানা, ফরিদ আহমেদ, জান্নাতুল ফেরদৌস, আরিফা সুলতানা, মো: আবুল কালাম সাহিদ, মোহাম্মদ রেজাউল হোসাইন, নাফিসা বেগম,

Dhaka University Institutional Repository

রুমানা তাছকিন, আকলিমা বেগম, নাসরিন আক্তার, মোঃ কামাল হোসেন, ফারজানা আক্তার মুনমুন, মোঃ আব্দুর রউফ, মোহাম্মদ সিকান্দার আলী, কাজী হুমায়ুন কবির, মোঃ ইনাম-উল হক, এনায়েত আল মামুন, মোহাম্মদ ইফতে খায়রুল আলম, মোঃ ফজলুর রহামান, ফারজানা আলী রিতা, মোঃ আমিনুর রহমান, আসমা চৌধুরী, এস.এম. খালেকুজ্জামান, এস.এম. জোবায়ের ইসলাম, মোঃ সহিদুল ইসলাম, শেখ আবদুর রাজ্জাক, আ.ক.ম. রোকনুজ্জামান খন্দকার, খসরু আহমেদ, মোঃ নাহিদুল ইসলাম, মোঃ আবু সাইম সরকার, মুহাম্মদ মঞ্জুরুল হক, সুবর্ণা জামান, মোঃ সাইফুল ইসলাম।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ১০১ জন, ১ম শ্রেণি ২৯ জন, ২য় শ্রেণি ৭১ জন, ৩য় শ্রেণি ০০, মোট ১০১ জন, পাশের হার ১০০%

বার্ষিক কোর্স পদ্ধতিতে ২০০৫ সালের বি.এ. অনার্স (সমন্বিত কোর্স ৪ বছর মেয়াদী) পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি

মোঃ মাহমুদুল হাসান, কাজী ফারজানা আফরীন, মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম, মোঃ ছুফিউল্লাহ, মোঃ মাসুদ আলম, নুরুজ্জামান মিয়াজী, মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, মোঃ আরিফুজ্জামান, মোঃ নেয়ামত উল্লাহ, মুহাঃ আবদুল্লাহ আল হাসান, মুহুম্মদ মুজাহেদুল ইসলাম, মাহমুদা কামাল, এ.বি.এম. নাহিদুর রহমান, হানিফ উদ্দিন আহমদ, মুহাম্মদ আখতার ফারুক, মোঃ মামুনুর রশিদ, মুহাম্মদ মুনিরুল হাসান, আফরোজা আক্তার, মোহাম্মদ ইমাউল হক সরকার, মোঃ আল-আমিন, মোঃ আবু ইউছুফ, মোঃ হাছানুজ্জাান, আতাউর রহমান, নিগার আফরীন, মোহাম্মদ আনোয়ারুল আযীম, মোঃ আলাউদ্দিন, মোঃ রুহুল আমিন, নূর মোহাম্মদ, আবদুল কাইয়ুম, শামীমা সুলতানা, আশরাফিয়া, মোহাম্মদ আলী আশরাফ খান, রফিকুল ইসলাম, মোঃ মোখলেছুর রশিদ, মুঃ হাবীবুল্লাহ, মুহাম্মদ মহিউদ্দীন, মোছাঃ জীবন নিছা, মোসাম্মৎ নাজমুন নাহার, ফারহানা আরেফীন,

দ্বিতীয় শ্রেণি

মোঃ হাফিজুল ইসলাম, মোহাম্মদ আশরাফুল আলম, মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, মাহমুদা খান, মুহাম্মদ মোতাছিম বিল্লাহ, মোঃ মিনার খান, আশরাফুন আরা, রুবিনা আক্তার, নাসরিন নাহার, ফারাহ নাজ লাকী, মুহাম্মদ শরিফ হোসেন, মোঃ মফিজুর রহমান, মুহাঃ লুৎফর রহমান, এস.এম.মোমিন, ফারজানা আক্তার, শিরীন সুলতানা, মিজানুর রহমান, এস.এম. গাউসুল আজম, মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম, মোহাম্মদ ..., রোকসানা, নাজিয়া শবনম, শারমিন জাহান, মাহমুদা মমিন, মঈনুল ইসলাম, মাহবুবা জান্নাত, মোঃ ইয়ার হোসেন, মজিদ উল হক, আমিনা খাতুন, মোঃ নবাব আলী, সাবিহা সুলতানা, মোঃ আয়নুল হক, রিয়াজুল জান্নাত, মোঃ শাহিদুর রহমান বেগ, মোঃ গোলাম মোর্শেদ, মিজানুর রহমান, মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ, দিলরুবা আনাম ফেরদৌস, তানরিন উল্লাহ, নুরজাহান হক, দিলরুবা জাহান, মোহাম্মদ মিরাজ উদ্দীন, এ.টি.এম. আজহারুল ইসলাম, মুহাম্মদ মমিনুল ইসলাম, মোঃ তমিরুল ইসলাম, সালাহ উদ্দিন মাসুম, মোশারফ হোসেন মোল্লা, মোঃ মামুন মিল্লাত, ইউসুফ আহমদ, তাহমিদা খাতুন তামান্না, শেখ জিয়াউর রহমান, শিউলী সুলতানা, কাজী কামরুজ্জামান, মোঃ আরিফ হোসেন, মাহমুদা খাতুন, মোঃ মশিউর রহমান, হাজেরা পারভীন, হোসনে আরা ফেরদৌস, মোঃ মশিউর রহমান, মোঃ রিজভী আহমেদ, মোঃ সরোয়ার হোসেন, আজমেরী , আবুল কাশেম মোঃ শাহাজান মিয়া, লাভলী ইয়াসমিন, মোঃ ইমরুল হাসান, মোহাম্মদ আবু সাঈদ, আসমাউল হুসনা, সাদিয়া আফরিন, আহমেদ আল রাজী, মোহাঃ ইসমাইল হোসেন, মোঃ হারিস উজ্জামান।

তৃতীয় শ্রেণি

তানিয়া জামান, রোকেয়া বেগম।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ১২০ জন, ১ম শ্রেণি ৩৯ জন, ২য় শ্রেণি ৭৮ জন, ৩য় শ্রেণি ২ জন, মোট ১১৯ জন, পাশের হার ৯৯.১৭%

Dhaka University Institutional Repository

বার্ষিক কোর্স পদ্ধতিতে ২০০৬ সালের বি.এ. অনার্স (সমন্বিত কোর্স ৪ বছর মেয়াদী) পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি

মুহাম্মদ তাজাম্মুল হক, তারেক বিন আতিক, মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, মোহাম্মদ কেফায়েত উল্লাহ, জসিম উদ্দিন, মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ ফারুকী, মুহাম্মদ মুশফিকুর রহমান, মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম, মোঃ ছোলাইমান, মুহাম্মদ জহুরুল হক, মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ, মনিরুজ্জামান, মোহাম্মদ আলাউদ্দিন, মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, মোঃ আবু তাহের, আব্দুল্লাহ আল মামুন, মাসুম বিল্লাহ, উম্মে ইসরাত, মোঃ নাজমুল হুদা, মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ, নাজিয়া হাসান, মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, মোঃ আনোয়ার সাদাত, মোহাম্মদ আলী মজুমদার, মোহাম্মদ ইমাম হোসাইন, মুহাম্মদ মুহসিনুদ্দীন, আফিয়া মুবাশশিরা, মোহাম্মদ নূরুল আমিন, মুহাম্মদ শাহ আলম, মুহাম্মদ নূরুল আমীন, ফারুক হোসাইন, মুহাম্মদ ফোরকান, মুনা সিদ্দিকী, আসাদুজ্জামান, মোঃ হাবিবর রহমান, কামরুজ্জামান, মোঃ ছাইফুল ইসলাম, মোহাম্মদ রমিজ উদ্দিন ভূঁঞা, কামরুল ইসলাম, আনজুমান আরা, মাহমুদ হোসেন, মনিরুজ্জামান, মোঃ মইনুল ইসলাম, শিরিন আক্তার, মোছাঃ জাকিয়া জাহান, এ.জি.এম. সাদিদ জাহান, মোঃ রনি বাবু, মোঃ মুজিবুর রহমান, মুহাম্মদ মাছুম বিল্লাহ, মাহবুবা আলী, কানিজ মোর্শেদ।

দ্বিতীয় শ্রেণি

মুহাম্মদ ফজলুল করিম, মোঃ ইকবাল খন্দকার, মাকসুদা বেগম, এস.এম. রাকিবুল হক, মোঃ আমীর হোসেন মোল্লা, নারগীস সুলতানা, পান্না সুলতানা, মোঃ আবু সালাম তালুকদার, নাফিয়া নাজমিন, মোঃ লুৎফুর রহমান, মোঃ রায়হান আলী, মোঃ সিরাজুল ইসলাম, এ.টি.এম. ইয়াহইয়া, এ.এফ.এম.মাসরুর আতিকী, শেখ ফিরোজ, ইয়ামুন আরা (পপী), মোঃ ছানোয়ার হোসাইন, মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন, আবু সালেহ, উম্মে আকিবা, মোঃ আনোয়ার হোসেন, মোঃ গোলাম মুর্তজা, খন্দকার লাবনী, নাসরীন সুলতানা, মোঃ আব্দুস সাত্তার, সানজিদা কবির, ফাতেমা তুজ-জোহরা, নাজিয়া ইসলাম, মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, কাজী হোসনে আরা, আয়শা সিদ্দিকা শিউলী, মোঃ মাহবুবুল আলম, নুরজাহার কাজল, মাহিন আফসার, সাদিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, আইনুন নাহার, মুঃ ফাইজুল ইসলাম, কামরুন নাহার, মুহাম্মদ আবদুল মোমিন, মোঃ এনামুল কবির, মোঃ আবদুল্লাহ আল নোমান, মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম, মানসুরা তাসনীম ফাইরুজ, মাহিন আফরোজ মিশু, আবিদ আহমেদ, মোঃ জায়েদুল ইকবাল তালুকদার, আজমেরী রহমান, তারিক বিল্লাহ, রওনক জাহান, মোঃ আলমাহমুদ মনজুরুল হক, মোঃ মনিরুল ইসলাম, মোঃ রেজাউল করিম, আসমা বেগম, আনোয়ার ওসাইন, সাবেরা সুলতানা, আবুদল কুদ্দুছ মিয়া, মোঃ শাহ হাসান, ইসরাত জাহান, ইসমত জেরীন নূর, হাজেরা খাতুন, আব্দুল মান্নান, মোঃ ইয়াছিন আলম চৌধুরী, মোঃ ফারুকুল ইসলাম, মোঃ রাহাত হাসান খান, মোহাম্মদ হাসিম আল রাজী, ছৈয়দ মুহাম্মদ কাউছার, আরীফ হোসাইন, নাসরিন রহমান লাইজু, মোঃ আয়নুল হক, মোঃ আনোয়ার হোসাইন, মোঃ নুর জাহিদুল সিদ্দিক, শাব্বীর আহমদ, মোঃ তৌহিদুল ইসলাম, জিনিয়া জান্নাত, সালেহ হোসেন, মোঃ নাছরুল্লাহ হাওলাদার, মোঃ জিয়াউর রহমান, ফাতেমা আক্তার, মোঃ শামীম আহম্মেদ, জাকির হোসেন, ইসরাত জাহান, জি.এম. সহিদুজ্জামান, মোঃ রাসেল খন্দকার, মারজান আকতার, মোঃ ইলিয়াছ খান, রোকেয়া বেগম, কানিজ ফাতেমা, নিগার চৌধুরী, মঞ্জুর হোসেন, মোঃ আবদুর রাজ্জাক, ফাতেমাতুজ জোহরা, আজমেরী রছুল, শেখ তানভীর হালিম, মাহবুবা আফরোজা, মোঃ আবু নাঈম খান, ফাহমিনা রহমান, মোঃ হাসনে মোবারক, মোঃ সৈয়দ হোসাইন, সাবিকুননাহার মুন্নি, মোঃ আরিফুল ইসলাম, মোঃ রুবেল, তানিয়া জামান।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ১৫৪ জন, ১ম শ্রেণি ৫২ জন, ২য় শ্রেণি ১০২ জন, ৩য় শ্রেণি ০০, মোট ১৫৪ জন, পাশের হার ১০০%

বার্ষিক কোর্স পদ্ধতিতে ২০০৭ সালের বি.এ. অনার্স (সমন্বিত কোর্স ৪ বছর মেয়াদী) পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি

মোঃ সানাউল্লাহ, মোঃ মুহিব্বুল্লাহ, মোঃ আলী আজম, মুহাম্মদ মাহবুবুল আলম, মোজাহার আলী, মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, মোঃ মাছুম বিল্লাহ, মোঃ আব্দুল মুকিত, শরীফ হোসাইন, মোঃ মেহেদী হাসান, মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, মোঃ আমিনুর রহমান, মোঃ আমিনুল ইসলাম, মুহাম্মদ আজিজুর

Dhaka University Institutional Repository

রহমান চৌধুরী, কাজী মাহমুদুল হাসান, মুহাম্মদ জুনাইদ, মোহাম্মদ সলিমুল্লাহ, মুহাম্মদ জাহিনুল হাসান, আব্দুল্লাহ আল কাওসার, আহমদ মাসউদ, আলমগীর হোসেন, মোঃ শাহ জালাল, দ্বীন মোহাম্মদ চঞ্চল, মাহবুবুল হাসান, মোহাঃ গোলাম মোস্তফা, মোঃ আলহাজ উদ্দিন, মাসুদুল ইসলাম, মুহাম্মদ আরিফ হোসাইন, মাহমুদুল হাসান, মুহাম্মদ মাছুম বিল্লাহ, মুহাম্মদ মিজানুর রহমান, মোঃ সফিক আহমেদ, মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, মোঃ রুহুল আমিন, মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, মুহাম্মদ রাশেদুল হক, মোঃ রওশন আলম, মোঃ হেলাল উদ্দীন, শারমীন সুলতানা, রবিউল ইসলাম, মোঃ নূরুল আমীন, আইরিন পারভীন, মুহাম্মদ মামুনুর রশীদ, আব্দুল্লাহ আল মামুন, মোহাম্মদ ওমর ফারুক, মোহাম্মদ সোলায়মান হোসাইন, ফারজানা হক, আমাতুল নাঈমা, নূরুল হক, মোঃ মহসিন কবির, মুহাম্মদ রেদওয়ান উল্লাহ, রাফেজা খাতুন, মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম খান, সাইফুল ইসলাম, মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, সানজিদা তামান্না।

দ্বিতীয় শ্রেণি

মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, রুমা খন্দকার, মোছাঃ সেলিনা বানু, মোহাম্মদ আবুল হাসেম, মুহাম্মদ মাহবুব এলাহী, আহমদ ইবনে ইউসুফ রায়হান, মোহাম্মদ জুলফিকার আলী, মোঃ মোতাছিম বিল্লাহ আকন্দ, মোঃ ছামিউল আলম, শিউলী আক্তার, শিবলী আহমদ নোমান, জাকিয়া সুলতানা, নুসরাত জাহান, ফয়জুন্নেছা, জিয়াউল হক, নায়লা ইসলাম, মোঃ আবু সাঈদ, শেখ আশরাফুল আলম, মুহাঃ আবুল হাসানাত, নিগার সুলতানা, মোঃ আতিকুর রহমান, ইফফাত আরা, মোঃ আশরাফুল আলম, মোঃ শাহাজান আলী, জেবুন নেছা, কাজী মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ, মোঃ নোমান, ইসমাইল হোসেন, মোঃ আব্দুল কাদের, মোহাম্মদ খায়রুল ওয়ারা ভূঁইয়া, আবু সুফিয়ান, মোঃ জামিল আহমাদ, সোফিয়া জাফরীন চৌধুরী, কাজী হাবিবুর রহমান, শেখ আব্দুল্লাহ আল মামুন, মুহাম্মদ শামীম আহমদ, মোঃ ইব্রাহিম খলিল, এ.কে.এম. ফজলুল হক, মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, সোহাগ রানা।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৯৮ জন, ১ম শ্রেণি ৫৭ জন, ২য় শ্রেণি ৪১ জন, ৩য় শ্রেণি ০০, মোট ৯৮ জন, পাশের হার ১০০%

বার্ষিক কোর্স পদ্ধতিতে ২০০৮ সালের বি.এ. অনার্স (সমন্বিত কোর্স ৪ বছর মেয়াদী) পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি

মুহাম্মদ খাইরুল ইসলাম, নূর মোহাম্মদ, নুরুল্লাহ, মুহাম্মদ ফয়েজ উদ্দীন, মোঃ ইমদাদুল হক, আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, মোঃ আমিনুল ইসলাম, মোঃ জাহিদুল আমীন, আওলাদ হোসাইন, মোঃ মোতাহার হোসেন, মোঃ রিয়াজ উদ্দিন, আমাতুল্লাহ আমিনা শরীফ, সিরাজুল ইসলাম, মোঃ আমির সোহেল, মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, মোঃ সাইফুল ইসলাম, মোঃ আমিনুর রহমান, মোঃ মোজাম্মেল হক, সবুজ আহমেদ, সেলিনা আক্তার লাকী, শিব্বির আহম্মেদ, মোঃ আমির হোসাইন, মোঃ আমিনুর রহমান, মুহাম্মদ আবু তাহের, মোঃ মাসুম বিল্লাহ, মোঃ আল আমিন, মোঃ রায়হানুল ইসলাম, মোঃ সাইফুল ইসলাম মজুমদার, মাহমুদ হাসান, মোঃ ফয়সাল আহমদ, মোঃ নাজমুল হক, মোঃ নাজিম উদ্দিন, শামীম আহম্মদ, খাদিজা তাহিরা, শাহীনুর সুলতানা, আব্দুল গফুর, মোঃ নুরল্লাহ শ্বাবুলী, মাহবুবুর রশীদ, মুহাম্মদ তরীকুল ইসলাম, নাজমুল আরেফিন তারেক, মরিয়ম আক্তার, মোহাম্মদ আবুল কাশেম, মোঃ জাকারিয়া, মোঃ হেলাল উদ্দিন, তাহেরা আক্তার, উম্মে তোহফা জাহান, মোঃ সাইদুর রহমান, মোঃ নূর আলম সিদ্দিক, আনোয়ার হোসাইন, সেলিম আল মামুন, আতিয়ার রহমান, মোঃ ইকবাল হোসেন, ফারজানা হক, মোহাম্মদ খাইরুল ইসলাম, নিলুফা ইয়াসমিন, মোঃ আশরাফ উদ্দিন, এ.কে.এম. মারুফ হোসাইন, মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, তাহমিনা আক্তার, হুমায়ুন কবীর, মোঃ গোলজার হোসেন, কাজী বুরহান উদ্দীন আজমী, মুহাম্মদ আশরাফুল আলম।

দ্বিতীয় শ্রেণি

মোঃ আনোয়ার হোসাইন, সিরাজুল ইসলাম, আরজুদা রেজা, মোঃ বেল্লাল হোসাইন, ফৈজাতুন নিছা, নাজলী আকতার, সুলতানা জাহান, মুহাম্মদ মামুনুর রশীদ, হোসনেয়ারা বৃষ্টি, ইয়াসমিন আক্তার, সাইফুল্লাহ মানসুর, মু. মুনীর হুসাইন, মোঃ আশরাফুল আলম, মোঃ আব্দুল গণি, জেবিন নাহার আশা,

Dhaka University Institutional Repository

সুলতান আহাম্মেদ, সিরাজুল ইসলাম, আল আমীন, মোঃ ইউনুছ আলী, আব্দুল ওয়াহাব, তাসনীম ফেরদৌস, মোঃ নাসের আরাফাত, ওহিদুজ্জামান, শামছুন নাহার, আহাম্মদ আলী, মোঃ শরিয়াতুল্লাহ, নাদিরা সুলতানা, মুহাম্মদ আশরাফুল আলম, এস.এম.এস আতাহার খান, আতিকুর রহামন খাঁন, মোঃ হাফিজুর রহমান, মফিজুর রহমান, মুহাম্মদ ফরহাদুজ্জামান, এহসানুল হক, আয়েশা ছিদ্দীকা, মাহবুব আলী, ফারহানা লায়লা, কাজী আরিফুর রহমান, আবু সালেহ, ফারুক হোসাইন, কামাল উদ্দিন, সালাহ উদ্দিন হেলালী।

তৃতীয় শ্রেণি

নজরুল ইসলাম, মুসফিকুর রহমান।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ১০৮ জন, ১ম শ্রেণি ৬৩ জন, ২য় শ্রেণি ৪২ জন, ৩য় শ্রেণি ০২ জন, মোট ১০৭ জন, পাশের হার ৯৯.০৭%

বার্ষিক কোর্স পদ্ধতিতে ২০০৯ সালের বি.এ. অনার্স (সমন্বিত কোর্স ৪ বছর মেয়াদী) পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি

মোঃ মাহবুবুর রহমান, মুহাম্মদ ফজলুল হক, মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, এস.এম. মাছুম বাকী বিল্লাহ, মোহাম্মদ মাহবুবুল আরিফীন, মোঃ মাহমুদুল হাসান, আবদুল্লাহ আল মামুন, জাহিদুর রহমান, মাইন উদ্দীন, মোঃ কেফায়ত উল্লাহ, শরিফুল ইসলাম, মোঃ সাজ্জাদ হোসেন, মু. ওয়ালী উল্লাহ ভূঁইয়া, মোঃ সালাহ উদ্দীন, মোঃ ইমরান, মোহাম্মদ মঈনুল হাসান খান, মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ, মোঃ আব্দুদ দাইয়্যান, মোঃ খলিলুর রহমান, শেখ তাছলিমা আক্তার রুবা, আবদুল কাদির, সাদিয়া আফরিন টুম্পা, মোঃ মাহুমুদল হাসান, মুহাম্মদ সাইফুদ্দিন, মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, মোঃ আবুল হাসান, মো; ফখরুল ইসলাম, মোঃ আবদুল্লাহ আল মামুন, লাবনী খাতুন, মুনীর আহমদ, জাহানারা দেওয়ান, নাসরিন আক্তার নিপা, শেখ মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, ইয়াসমিন শিকদার, ফরহাদ হোসাইন, মোঃ জাকিরুল ইসলাম, মোঃ আবুল বাশার, তাহেরা খাতুন, মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল ফারুক, আফরোজা সুলতানা, মোঃ তাফাজ্জল হোসেন, মেহবুবা আক্তার, তানিয়া নাসরিন, নাছরিন নাহার, মোঃ সিরাজুল ইসলাম, নজরুল ইসলাম, মোঃ মাছুম বিল্লাহ, মোঃ হাফিজুর রহমান, সেলিনা আনছারী, আয়েশা সিদ্দিকা, নাসরিন সুলতানা, কাউছার হোসেন, মফিদুল ইসলাম, জুবায়ের ইসলাম, মোর্শেদা সুলতানা, উম্মে সুমাইয়া, মোছাঃ সেলিনা খাতুন, ছালেহ আহাম্মেদ, মোছাঃ ফাতেমা খাতুন, মোঃ নাইমুল হাসান, মোহাম্মদ ফরহাদ, মোঃ সুজন হোসেন, মুজ্জাম্মিল হক, ফাতেমা আখতার, মোঃ কফিল উদ্দিন, খন্দকার ইমরান হোসাইন, মোঃ আরিফুজ্জামান, লায়লা তানজিনা।

দ্বিতীয় শ্রেণি

মোঃ শাহীনুর ইসলাম, মোঃ যোবায়ের হোসাইন, শারমিন সুলতানা, শেখ কামাল পাশা, মোঃ সোহেল রানা, মোঃ মহিদুজ্জামান, আবু বকর ছিদ্দিকী, সাবেরা ফেরদৌসী, জাকিয়া ফারজানা, কাশফিয়া সিদ্দিকী, মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, মোঃ রফিকুল ইসলাম, শামীম আহমাদ, সাহরিনা শার্মী, সৈয়দা আইরীন নেছা, মোহাম্মদ আদেল উদ্দিন, মোঃ জাকির হোসেন, মোঃ আমিনুল ইসলাম, মাহমুদুল হোসেন, আনোয়ার হোসেন, ফয়সাল আহমেদ, মাহফুজুর রহমান, মালেকা এ তারান্নুম, মোঃ মাহবুবুল আলম, জহিরুল ইসলাম, সালমা আকতার, মোঃ মাহবুবুর রহমান সাজু, মোঃ ফকরুজ্জামান, মোঃ আল মামুন, মোহাম্মদ ফেরদাউস, এস.এম.সাকিব হোসেন, মাজহারুল ইসরাম।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ১০৬ জন, ১ম শ্রেণি ৬৮ জন, ২য় শ্রেণি ৩২ জন, ৩য় শ্রেণি ০০, মোট ১০০জন, পাশের হার ৯৪.৩৪%

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য যে, ২০১০ সাল থেকে গ্রেডিং সিস্টেমে ফলাফল প্রকাশ শুরু হয়। তাই মেধা অনুসারে নয় বরং রোল নম্বর অনুযায়ী নামের তালিকা দেওয়া হলো এবং নামের সাথে প্রাপ্ত সিজিপিএ উল্লেখ করা হলো।

২০১০ সালের ৪র্থ বর্ষ ৮ম সেমিস্টার বি.এ অনার্স পরীক্ষার ফলাফল (রোল নম্বর অনুসারে)

মো: মিজানুর রহমান ৩.৭৬, হুমায়ুন কবির ৩.৬১, এস.এম. তাওহীদুল ইসলাম ৩.৫১, মো: কামাল উদ্দিন ৩.৭৪, মোল্লা মুহাম্মদ মুরাদুজ্জামান ৩.৩১, কামাল হোসাইন ৩.৩১, মুহাম্মদ আব্দুর রহমান ৩.১৩, মো: আসাদুজ জামান ৩.৪২, মো: ওমর ফারুক ৩.৫৬, মো: আসাদুল্লাহ ৩.৫৫, মোহাম্মদ খাইরুল ইসলাম ৩.৫০, শাব্বির আহমাদ নাঈম ৩.১৮, মোহাম্মদ ওমর ফারুক ৩.৭৮, এম এ বাতেন ৩.৫৬, আতিকুল ইসলাম ৩.৭৬, আমিরুল ইসলাম ৩.৬০, মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম ৩.৪৪, আলা উদ্দিন ৩.৩৪, আশরাফুদ্দিন আহমেদ ৩.৬৩, মো: মিজানুর রহমান ৩.৪৩, শোয়েব ৩.৫০, জালাল উদ্দিন ৩.২৫, মো: জমশের ৩.৩৯, মো: আলমগীর সিকদার ৩.২৭, মো: আব্দুল্লাহ ৩.৫২, মো: শোয়েব হোসেন ৩.৬৭, মো: কামরুল হাসান ৩.৬১, মো: মাসুদুর রহমান ৩.৫৭, মো: আশরাফুল আলম ৩.৭৯, মো: আব্দুল্লাহ শেখ ৩.৫১, হাসান আলী ৩.৬৩, মো: আখলাকুর রহমান উজ্জল ৩.৩৫, আলমগীর হোসাইন ৩.৩৬, মো: শামিনুল হক ৩.২৪, মো: জনি রহমান ৩.২৫, মোস্তফা কামাল ৩.৭০, মো: আব্দুল হামিদ ৩.৮৪, মাহমুদুর রাশিদ ৩.৪৪, আমিরুল ইসলাম ৩.৬০, রবিউল ইসলাম ৩.৮১, শরিফুল ইসলাম ৩.৫০, কবিরুল ইসলাম খান ৩.০৩, মুহাম্মদ আল আমিন ৩.৪৯, শরিফুল হাসান ৩.৭৬, জাহিদুল ইসলাম সানা ৩.৭২, আব্দুর রহমান ৩.৬৯, মো: খায়েরুল ইসলাম ৩.৪৯, নূর-এ-রাব্বি তানিম ৩.৩৯, মো: আবু নাঈম ৩.৭৫, মো: রাজু আলী ৩.৩৫, মো: আব্দুল্লাহ আল মামুন ৩.৫১, আব্দুল কাদের সুমন ৩.২২, হাফিজুর রহমান ৩.৪৫, মো: আরিফুল ইসলাম ৩.৩৫, মো: আল মামুন ৩.২৬, রুহুল আমিন ৩.৬১, আবু সাইদ ৩.৬০, আশরাফুল আলম ৩.৭৪, জাহিদ হাসান ৩.৫৬, মাহমুদুল হাসান ৩.৪৯, মো: মাজেদুল ইসলাম ৩.৬০, মো: তানবিরুল আজম ৩.৪৫, ফখরুল আলম ৩.৩২, মো: দেলাওয়ার হোসাইন ৩.৬১, মোহাম্মদ আনোয়ার জাহিদ ৩.৬৮, মো: জসিম উদ্দিন ৩.১৯, ফরিদুল হাসান সৃজন ৩.২৭, মো: রাশেদুল ইসলাম খান ৩.৩৮, শহিদুল ইসলাম ৩.৫৮, মো: আব্দুল্লাহ আল ফারুক ৩.৬৬, মাহফুজ আল হামিদ ৩.৫৭, মো: সালাহ উদ্দিন ৩.৬০, মুইনুদ্দিন ৩.৬২, মো: হাফিজুর রহমান ৩.৪৫, মো: মেহেদী হাসান ৩.৪০, মো: মেহেদী হাসান ৩.১২, মো: শরীফুল ইসলাম ৩.৪৫, সুমাইয়া ফেরদাউস ৩.৭৬, মারুফা খন্দকার ৩.৬৭, নাসিমা খাতুন ৩.৬৬, তাজমুন নাহার ৩.৬৩, শরীফা আফরিন ৩.৫৫, জাকিয়া সুলতানা ৩.২০, আশরাফুন্নাহার সুমি ৩.২৫, কেয়া বেগম ৩.৪৫, মরিয়ম বিনতে আব্দুর রউফ ৩.১৪, আজমিরা ফেরদাউস ৩.৫৩, মোসা: শামিমা নাসরিন ৩.৫১, সিরাজুম মুনিরা ৩.৯১, হাবিবা মুনমুন ৩.৪৪, শাহানা সুলতানা তানিয়া ৩.৪২, তাহমিনা সুলতানা ৩.৫৪, মারিনা আকতার ৩.৪২, সুমাইয়া ৩.৪০, মোসা: নিশার ইয়াসমিন ৩.৪৮, তামান্না ইয়াসমিন ৩.৪৮, সুলতানা রাজিয়া ৩.৫৬, রোকসানা ইয়াসমিন ৩.৬৭, মাহমুদা বেগম ৩.৭০, কাজি ইশরাত জাহান ৩.৪৬, মুক্তি পারভীন ৩.৫৭, রুশনা আকতার ৩.৫৬, নাজনীন হাসনা ৩.৬২, খাদিজা বেগম ৩.৫৫, লিপি নাহার ৩.৫৪, আসমা-উল-হুসনা ৩.৪১, সায়েমা শারমিন ৩.৪৪, মুক্তা আক্তার ৩.৪৬, ফারহানা ইয়াসমিন ৩.৬৬, মোসা: জাফরিন কাইয়ুম ৩.৪৬, তামান্না সালেহীন ৩.৩৫, তানিয়া আকতার ৩.৫৫, মো: আফিল উদ্দিন ৩.০৬, মোল্লা মো: মুরাদুজ্জামান ৩.৩৭।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ১১৬ জন, উত্তীর্ণ ১১৩ জন, পাশের হার ৯৭.৪১%

২০১১ সালের ৪র্থ বর্ষ ৮ম সেমিস্টার বি.এ অনার্স পরীক্ষার ফলাফল

মো: মুজাহিদুল ইসলাম ৩.৭৬, মো: বিলাল হোসাইন ৩.৭৫, আলমগির ৩.৬৯, সালাহুদ্দিন মো: নাইম ৩.৭৩, মোহাম্মদ গোলাম মহিউদ্দিন ৩.৮৫, মো: কাউসার আলম ৩.৪৩, মেহেদী হাসান ৩.২৭, সেলিম হাসান ৩.৫৮, মো: মাহফুজুর রহমান ৩.৪০, মো: মুরাদ মিয়া ৩.৩০, সাইফুল ইসলাম ৩.৪১, মো: ফরমান আলী ৩.৫৯, তাওহীদ ৩.৭৩, মো: আরিফুল হক ৩.৭২, মো: কামাল উদ্দিন ৩.৯০, মো:

আনোয়ার হোসাইন ৩.৭৮, মো: ইফতেখারুল হুদা ৩.৬৪, মো: হারুন অর-রশিদ ৩.৬৮, মাহমুদুল ইসলাম ৩.৭৭, হাসান মাহমুদ ৩.৪৪, মো: জাহিদুল ইসলাম ৩.৮২, মোহাম্মদ মুর্তুজা ৩.৫৮, আল-আমিন ৩.৩০, মো: কামাল হোসাইন ৩.৫৫, আবু সালেহ ৩.৮০, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল হারুন ৩.৬২, মো: আনসারুল ৩.২১, এনামুর রাশেদ ৩.৫৩, মো: সাইদুর রহমান ৩.৫৫, জোবায়ের আব্দুল্লাহ ৩.৫৮, মো: ইবরাহিম খলিল ৩.৫২, মো: ইমাম হাসান ৩.৫৭, মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ ৩.৭২, মিজানুর রহমান ৩.৪২, মো: আবু বকর সিদ্দিক ৩.৬২, মো: রুহুল আমিন ৩.৫২, মো: রেদওয়ানুল করিম ৩.৬৮, মো: সুমন মিয়া ৩.৫৩, মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম ৩.৬৩, তাজাম্মুল হক ৩.৫৯, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ৩.৬৫, মো: মোকতার হোসাইন ৩.৩৭, মো: শেখ ফরিদ ৩.৫৫, হাসান আহমেদ ফয়সাল ৩.৩১, মো: আহম্মাদ আলী ৩.৫১, মো: হাফিজুর রহমান ৩.৪৭, আলতাফ হোসাইন ৩.৭৭, মোস্তফা মোতাহার হোসাইন ৩.২৩, মোহাম্মদ আবু সাইদ ৩.৫৪, মো: মিজানুর রহমান ৩.৪৮, মো: শরিফুল ইসলাম ৩.৪১, আব্দুল মুকিত ৩.৪২, শরিফ নাসরুল্লাহ ৩.৮৭, মুহাম্মদ জাকির হোসেন ৩.৭৬, মাহবুবুর রহমান ৩.৭২, মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম ৩.৭০, রাশেদুল হক ৩.৫৪, মো: নিয়াজ মাহমুদ ৩.৫০, মো: মিজানুর রহমান ৩.৫৭, আজমির হোসাইন ৩.১৬, জহিরুল ইসলাম ২.৯৩, মো: সাখাওয়াত হোসাইন ৩.৮৬, সেলিম রেজা ৩.৫৮, মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম ৩.৩৭, মুহাম্মদ হুসাইন গাজি ৩.৪২, ফজলে এলাহি মামুন ৩.৬৪, মো: সাখাওয়াত হোসাইন ৩.৮২, মো: ফারুক আহমদ ৩.৮৯, মো: আলামিন ৩.৭৪, মো: শাহিদুল ইসলাম ৩.৭২, মো: নাইমুল ইসলাম ৩.৬৪, কামাল হোসাইন ৩.৬৩, মো: আবদুল হাকিম ৩.২৩, উসামা বিন সাইদ ৩.৮৪, হাবিবুর রহমান ৩.৬৩, মো: হারুন অর রাশিদ ৩.৫৬, মো: আল আমিন ৩.২৯, মাশিহুর রহমান ৩.৮০, আবু জাফর ৩.২৭, মো: আকবর হোসাইন ৩.৫৭, মনজুর ৩.৪১, তানভিরুল ইসলাম ৩.৭৭, আব্দুল্লাহ আল মামুন ৩.৭৩, মো: শাহ আলম প্রধান ৩.৪০, খাইরুল বাশার ৩.৬৬, মুহাম্মদ ইমাম হোসাইন ৩.৮৬, মো: নাসির উদ্দিন ৩.৫০, আশরাফুজ্জামান ৩.৩১, মো: আব্দুল্লাহ আল জুবায়ের ৩.৪০, মাহবুবুর রহমান ৩.৬৯, মো: রফিকুল ইসলাম জমাদ্দার ৩.৮৭, মো: সেলিম রানা ৩.৩৭, মো: রিয়াজুল ইসলাম ৩.৫২, মো: নুরুজ্জামান ৩.১৬, মো: মোবারক হোসাইন ৩.৭১, মো: জাহাঙ্গীর আলম ৩.৩২, মো: হাসনাইন আহম্মেদ ৩.৬৯, নুর আফসার ৩.৪৯, মুহাম্মদ তারিকুর রহমান ৩.৬৪, ফাতেমা বেগম জেবিন ৩.৬২, সাবরিনা আফরিন ৩.৬১, রুমানা মুনতাহের লিরা ৩.৪২, জিনাত রায়হানা ৩.৬২, আমেনা বেগম ৩.৬৮, ফারজানা ইয়াসমিন ৩.৪৩, মোসা: তামান্না সুলতানা ৩.৬৪, সুমাইয়া কবির ৩.৫৫, মিস. মাশকুরাতুন্নেসা ৩.৬৭, মুকিদাতুননেসা ৩.৭৩, মোসা: আয়েশা আকতার ৩.৬৪, রুবিনা খাতুন ৩.৫২, রাবেয়া খাতুন ৩.৪৩, ফাতেমাতুজ জোহরা ৩.৩৭, খালেদা পারভীন ৩.৪৮, উম্মে সালমা ৩.৬৩, ফাতেমা সুলতানা ৩.৬০, ওমর সিকদার ৩.২৩, মো: আজিজুল হক ২.৮৮, মো: আমির হোসাইন ৩.১৪, শামিম আকতার ৩.৬২।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ১২৫ জন, উত্তীর্ণ ১২০ জন, পাশের হার ৯৬%

২০১২ সালের ৪র্থ বর্ষ ৮ম সেমিস্টার বি.এ অনার্স পরীক্ষার ফলাফল

মোহাম্মদ ইয়াসিন ৩.৬২, আজিজুল হক ৩.৬৯, রাকিবুল ইসলাম ৩.৬২, এসএম. ওয়াসীমুল ইসলাম ৩.১৭, মো: কুদরত এ খোদা ৩.১১, আব্দুস শহিদ ৩.৩৮, মো: নাদিমুল ইসলাম ৩.৭৬, মো: হাবিবুর রহমান ৩.৫, হাসিব বিন সাহাব ৩.২৬, মো: হাদিস উল্লাহ ৩.৮৬, মো: জমির উদ্দিন ৩.৮, আবদুর রহিম ৩.৬২, শাফিকুল ইসলাম ৩.৫৬, মো: ওমর ফারুক ৩.৪৭, মো: মিজানুর রহমান ৩.৬৪, মো: ইয়াজুর রহমান ৩.৫৭, মো: মোস্তফা জামান সোহাগ ৩.৫৩, মোহাম্মদ মাহদী হাসান ৩.৫৯, মমিনুল ইসলাম ৩.৬১, আব্দুল জাব্বার ৩.৬৩, মো: মমিন সরদার ৩.৩৮, মো: ইমদাদুল হক ৩.৬২, মো: হাসিবুল হাসান ৩.৪৭, আব্দুল্লাহ আল মামুন ৩.১৯, মো: মোনাওয়ার হোসাইন ৩.৩২, আব্দুল বারী ৩.২৮, আবু তৈয়ব মো: নাজমুস সাকিব ভূঁইয়া ৩.৯২, মনিরুজ্জামান ৩.৫৯, শরিফুল ইসলাম ৩.৫৫, মো: মাহফুজুর রহমান ৩.৬৯, জাহিদ হাসান ৩.৪৮, শহিদুল ৩.৩৭, সৈয়দ মোহাম্মদ জোবায়ের ৩.৩২, জাহাঙ্গীর আলম ৩.৬, খালিদ সাইফুল্লাহ ৩.৪৬, মো: সাইফুল ইসলাম ৩.৫২, মো: সালাহ

Dhaka University Institutional Repository

উদ্দিন মিশন ৩.৩৯, মো: হুমায়ুন কবির ৩.৫২, মাসুম আল ইসহাক ৩.৮৯, মো: ওসমান গণী ৩.৭২, মো: মামুনুর রশিদ ৩.৮৩, মো: নেসার উদ্দিন ৩.৫৮, মো: আবদুর রহমান ৩.৫৪, মো: মেহেদী হাসান বুলবুল ৩.৬২, আবদুর রাজ্জাক ৩.২৪, আরিফ মাইনুদ্দিন ৩.৫৭, সাঈদ হাসান ৩.৩৬, মো: মনিরুল ইসলাম ৩.৪৬, হাবিব উল্লাহ ৩.৭৩, সালাউদ্দিন ৩.৫৪, মোবারক হোসেন ৩.৬৪, মো: আবু সুফিয়ান ৩.৪৩, মো: নজরুল ইসলাম ৩.৫২, আপেল মাহমুদ বিপ্লব ৩.৪৪, মো: রাসেল খান ৩.০৮, মো: জাহিদুল ইসলাম ৩.৩৮, মো: শাকিবুল ইসলাম ৩.৫৪, ইসমাইল হোসাইন ৩.৬৮, মো: সাইফুল ইসলাম ৩.৮৩, ইবরাহিম রাশেদ ৩.৭৫, জাহাঙ্গীর ৩.৪৭, আশরাফুল ইসলাম ৩.৬৯, মো: জসিম উদ্দিন ৩.৩৩, মোহাম্মদ মাইন উদ্দিন ৩.৫৫, মো: মফিজুর রহমান ৩.৫২, এমএন আলিম উদ্দৌলা ৩.৫৯, মো: মাহদী বিন সাইদ ৩.৩৭, মো: শাহ জহিরুল ইসলাম ৩.৫, মো: এরশাদ মিয়া ৩.৫৮, আব্দুল্লাহ আল বাকিউল বারি ৩.৬৩, মো: মুরাদ হোসাইন ৩.৩১, যায়েদ হোসাইন ৩.৭১, মুহাম্মদ এনামুল হক ৩.৫৩, মোহাম্মদ নাদির শাহ ৩.২৮, শরিফ উদ্দিন ৩.৪৫, মো: এমরান আলি ৩.৬৮, মাসুম বিল্লাহ ৩.৪৮, মো: ইমরান হাসান ৩.৩৩, আহমাদ উল্লাহ সিদ্দিকি ৩.৪৩, হাদিউজ্জামান ৩.৪৮, মো: নাজমুল হোসাইন ৩.৪২, মো: ফরিদ উদ্দিন ৩.৫১, শেখ তানভির আহমেদ ৩.৪৮, মো: রেজাউল করিম ৩.১৩, মো: রাশেদ ইমতিয়াজ ৩.৩৫, ওয়াহিদুজ্জামান ৩.৫৭, সানজিদা আক্তার ৩.৫৮, জান্নাতুল ফিরদাউস ৩.৬২, কামরুন্নাহার কেয়া ৩.৬৮, ফাহিমা আকরাম ৩.৩২, রাবেয়া খাতুন রুবি ৩.৫৬, নাসরিন জাহান সোনিয়া ৩.৩৯, আবসা আফিফা তাজরিম ৩.৫৩, আকলিমা আকতার ৩.৪৫, শামীমা সুলতানা ৩.৩৮, সানজিদা শারমিন ৩.৬৬, নাইমা ইসলাম ৩.৫২, মেহনাজ আফরিন ৩.৭২, সাদিয়া আফরোজ ৩.২৭, শামিমা ইয়াসমিন ৩.৪৩, ইফাত ফারজানা ৩.৮৫, মাহিয়া ইসলাম ৩.৬২, নুরা আকতার পাইরি ৩.২৬, সামাতাজ খনম ৩.৫৮, নুরুন নাহার ৩.৫৫, মোসা: শামিমা আকতার ৩.৭২, শারমীন শীলা ৩.২৪, শেখ তানিয়া আলম ৩.৪৩, সাহেমা সুলতানা ৩.৬৭, সাবিহা ফারজানা ৩.৬, শেখ সনিয়া হোসাইন ৩.৭১, নূর জাহান আকতার ৩.৬৯, উম্মে হাবিবা ৩.৫৩, আনিসা আকতার ৩.৫৩, শিরিন আকতার ৩.৬৪, জুঁয়েনা রহমান ৩.৪৮, জান্নাত বিনতে হাবিব ৩.৬৬, ইশরাত জাবিন তৃনা ৩.২৯, কালসিনা আকতার ৩.৬৫, মোসা: ফাওজিয়া ফারিহা ৩.৫, সাবিহা সুলতানা ৩.৫২, মাইশা তাসনিম ৩.৩৬, আসমা সুলতানা চৌধুরী ৩.১৪, সাবিয়া আকতার ৩.৬৫, মাহপারা আলম ৩.৭৪, শ্রাবণি ইসলাম ৩.৬, সৈকতুল জান্নাত ৩.৩৬, আসমা আহমেদ ৩.৭১, মোসা: জেসমিন আখতার ৩.৫, মো: নাজমুল হক ৩.১২, মো: ফিরোজুর রহমান ৩.৪৮, মো: শুকুর আলি ৩.৬২, মো: আহসান হাবীব ৩.০৭, আশরাফুজ্জামান ৩.৪৮, মো: মিজানুর রহমান ৩.৬৬, সাদিয়া সুলতান ৩.৪৬।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ১৩৫ জন, উত্তীর্ণ ১৩৪ জন, পাশের হার ৯৯.২৬%

২০১৩ সালের ৪র্থ বর্ষ ৮ম সেমিস্টার বি.এ অনার্স পরীক্ষার ফলাফল

মেহেদী হাসান ৩.৭১, রাজু আহমেদ ৩.৮৬, আল-আমিন ৩.৫৩, মো: সালাহ উদ্দিন ৩.৫৩, মো: আমাম হাসান ৩.৫৭, মো: জাহিদুল ইসলাম ৩.৬৮, আব্দুল্লাহ আল-মারুফ ৩.৫২, মো: ফজলুল হক ৩.৬৮, মো: মজিবুর রহমান ৩.৬০, সৈয়দ আহমেদ ৩.৩৭, মো: আতিকুল ইসলাম ৩.৬৭, মো: আবু সালেহ ৩.৮১, মো: বেনজির আহমেদ ৩.৭৯, নাজমুস সাদাত ৩.৪৬, মো: আল আমিন ৩.৭৪, মো: এ.মুমিন ৩.৮০, মো: আব্দুর রশিদ ৩.৪৯, আফজাল হোসেন ৩.৬৭, মো: রেজাউল ইসলাম ৩.৪০, আরিফুল ইসলাম ৩.৪৮, নুরুল ইসলাম ৩.৫৮, মো: রাশেদুল ইসলাম ৩.৪১, মো: দেলওয়ার হোসাইন ৩.২৪, মুহাম্মদ মাহফুজুল আলম ৩.৭৪, মোশারফ হোসাইন ৩.৬৮, শাকিল মুস্তফিজ ৩.৫৭, আব্দুল্লাহ আল মামুন ৩.৬০, মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম ৩.৬৩, মুহাম্মদ বায়েজিদ হুসাইন ৩.৪৭, নুরুল আমিন ৩.৬৮, সোহেল মাহমুদ ৩.৬১, মো: নাজমুল ৩.৪০, আবিদ আহমাদ ৩.৪৩, মো: মোসলেম খান ৩.৩৭, মোহাম্মদ সাকিব ইবনে হাফিজ ৩.৪৮, মাহফুজুল হক ৩.৩৯, মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম ৩.৬৭, জাফর সাদেক ৩.৬৮, ওয়াহিদুল্লাহ ৩.৬৬, মো: মেহেদী ৩.৮২, মো: আল আমিন ৩.৭৩, মো:

নাজমুল হোসাইন ৩.৬৮, মো: মনজুরুল আলম ৩.৫৮, হায়দার আলি ৩.৫৫, মো: শামসুল আলম ৩.৬৯, সুলতান মাহমুদ ৩.৪৬, আল মাহমুদ ৩.২৩, শরিফুল ইসলাম ৩.৪৫, মো: মাইদুল ইসলাম ৩.৫৮, শিহাব উদ্দিন ৩.৭১, জি.এম. ফখরুল হাসান ৩.৩৩, সালাহ উদ্দিন কাদের ৩.৪৮, সাইফুল ইসলাম ৩.৭৮, মওদুদ এলাহি ৩.৮৯, মো: লুৎফর রহমান ৩.৩৮, জোবায়েরুল ইসলাম ৩.৮০, নুরুদ্দিন ৩.৭৬, মো: সাইফুল ইসলাম ৩.৮০, মো: জিয়াউর রহমান ৩.৬৬, মো: শরিফুল ইসলাম ৩.৪৯, মো: ফোজায়েল হাসান ৩.৬০, মো: আবুল কালাম আজাদ ৩.৪৬, মো: জাহিদুল ইসলাম ৩.২১, মো: রুবেল হাওলাদার ৩.২০, শরিফ হোসাইন ৩.৩৮, মো: মনিরুল ইসলাম ৩.১৫, আল-আমিন ৩.৫৫, আতিকুর রহমান ৩.৫০, আব্দুর রহমান ৩.৫২, মো: শাহ জাহান সিরাজ ৩.৭০, মো: তাজুল ইসলাম ৩.৬৬, মুনতাসির মাহমুদ ৩.৭৪, মুহাম্মদ আব্দুল আওয়াল ৩.৩৮, মো: আরিফুল ইসলাম ৩.৫৭, জাকির হোসেন ৩.৪৩, মো: মাহবুবুর রহমান ৩.৫৯, মো: আনিস ৩.৫৪, মো: আব্বাস আলি ৩.৫৯, তাজুল ইসলাম ৩.৭০, মো: আলমগীর বাদশা ৩.৬৬, মো: জায়েদ হোসেন ৩.৬৮, আব্দুর রহমান ৩.৫৮, মো: আকরামুল হক ৩.৭০, মো: আবদুল কাদের ৩.৭৩, মো: তাবিউর রহমান ৩.৬৭, মনজুর আহমাদ ৩.৬১, সাইদুর রহমান ৩.৫৮, নুরুল ইসলাম ৩.১১, শামিম আল আসাদ ৩.৫১, ফিরোজ আলম ৩,৩৬, মো: আহমেদ হাসান ফেরদাউস ৩.৫৩, ফজলে রাব্বি ৩.৪০, তারিকুর রহমান ৩.৮১, মো: জালাল উদ্দিন ৩.৭২, মো: সাইদুর রহমান ৩.৫৫, নাজমুল হক ৩.৩৬, সৈয়দ আব্দুল মুহিন ৩.৬৯, মো: আবু মুসা ৩.৭০, আল-আমিন ৩.৬০, জাহাঙ্গীর সিদ্দিক ৩.৪০, মো: আবুল কাশেম ৩.৭৭, মো: জহিরুল ইসলাম ৩.৫৫, মো: হুমায়ুন কবির ৩.৪৭, মো: নাজমুল ইসলাম ৩.৪৮, মো: আসাদুজ্জামান ৩.৬৭, ফাতিমা সিদ্দিকা ৩.৮৯, উম্মে হাবিবা ৩.৮৩, খাদিজা বিনতে এনাম ৩.৪১, তামান্না ইয়াসমিন ৩.৩৬, মোসা: মুরশিদা খাতুন ৩.৬৪, রিফাত আরা সুলতানা ৩.৩৩, সাইদা আলম ৩.৩৮, শারাবান তাহুরা ৩.৯৩, কাউসারুল জান্নাত ৩.৬৫, তমা ইয়াসমিন ৩.৫৭, হালিমাতুস সাদিয়া ৩.৭২, মাকসুদা পারভীন ৩.৭০, মাহমুদা খাতুন ৩.৭১, সুমাইয়া খাতুন ৩.৬৩, ইশিতা আকতার ৩.৫২, রিপা খাতুন ৩.৬৭, ফারজানা শারমিন ৩.৪৬, শরিফা ইয়াসমিন ৩.৭৭, উম্মে হাবিবা ৩.০৯, কানিজ ফাতিমা ৩.৫০, মো: খাদেমুল ইসলাম ৩.৩১, মো: মাহমুদুল হাসান ৩.২৩, সুলতানা জেসমিন ৩.২৪, মো: সাইফুল ইসলাম ৩.১৭, মহি উদ্দিন ৩.৫০, মোল্লা তৌফিক আহমেদ ৩.৫১।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ১৩৩ জন, উত্তীর্ণ ১৩০ জন, পাশের হার ৯৭.৭৪%

২০১৪ সালের ৪র্থ বর্ষ ৮ম সেমিস্টার বি.এ অনার্স পরীক্ষার ফলাফল

যুবরাজ ৩.৩৭, মো: পারভেজ আহম্মেদ ৩.৭৩, জাকির হোসাইন ৩.৭১, মোহাম্মদ ইবরাহীম খলিল ৩.৫৭, এস.এম. শামসুদ্দিন ৩.৭৮, আতিকুর রহমান ৩.৬৫, জিয়াউল হক ৩.৫৬, মো: রুহুল আমিন ৩.৭১, মুহাম্মদ শাহাদাত হোসাইন ৩.৬৩, মো: মাহদি হাসান ৩.৫১, এনায়েত উল্লাহ ৩.৪৭, বেলাল হোসাইন ৩.২৪, মো: শফিকুল ইসলাম ৩.৬৩, মাজেদুর রশিদ ২.৯৭, সগির ৩.৩৯, আব্দুল্লাহ আল মাবুদ সিকদার ৩.৬৬, আব্দুল্লাহ তাকি ৩.৭১, মো: আবুল হাসান ৩.৬৬, মাহবুবুল আলম ৩.৫৩, মোহাম্মদ আলা উদ্দিন ৩.৭৯, কাজি ইউসুফ ৩.৬০, নুরুন নাবি ৩.৭০, খালেদ ইবনে ইউসুফ রিদওয়ান ৩.৬৫, মো: সানাউল্লাহ ৩.৭৮, মো: রিয়াদুল ইসলাম ৩.৬৩, মোহাম্মদ ফোরকান ৩.৫১, আলমগীর হোসেন ৩.৭৯, মো: আব্দুল্লাহ আল নোমান ৩.৭৩, মো: আব্দুল্লাহ ৩.৭১, মো: গোলাম রাব্বানী ৩.৭৯, সোহেল আহমেদ ৩.৭৭, মো: মতিউর রহমান ৩.৩৭, মাহমুদুল হাসান ৩.৭৪, মো: নাজুমুস সাকিব ৩.৮৩, মো: মনিরুল ইসলাম ৩.৫০, রবিউল ইসলাম ৩.৫৯, মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান ৩.৮৩, মুখলেছুর রহমান ৩.২৫, মো: কাউসার আহমেদ ৩.২৬, মো: রাশেদুল হাসান ৩.১০, মো: এমরান খান ৩.৩৮, ইমাম হোসাইন ৩.৬৫, নাজমুল হক আকন্দ ৩.৮০, সৈয়দ রাশেদ হাসান চৌধুরী ৩.৮৯, মো: এনামুল হাসান ৩.৮১, মো: আনিসুল ইসলাম ৩.৮৩, খালিদ মুহাম্মদ মুজাহিদ ৩.৭২, মো: ফরহাদ হোসেন

Dhaka University Institutional Repository

৩.৪৭, মুহাম্মদ শাহ আলম ৩.৫০, মো: আসদুজ্জামান ৩.২১, সাইফুল ইসলঅম ৩.৬৩, মো: তাওহিদুর রহমান প্রতিক ৩.২৮, মোস্তাফিজুর রহমান ৩.৭৩, মকবুল হোসাইন ৩.৭৪, মো: রফিকুল ইসলাম ৩.৩০, মো: মাসুম পারভেজ তারেক ৩.৩২, শরিফুল ইসলাম ৩.৬৩, মো: রিজওয়ানুল হক ৩.৮৮, আব্দুল হালিম ৩.৮৩, সাফির উদ্দিন ৩.৬৯, মুহাম্মদ ফেরদাউস ৩.৬৬, মুহাম্মদ তাজ উদ্দিন ৩.৭০, মো: জহির উদ্দিন ৩.৮১, মো: হুমায়ুন কবির ৩.৭৭, মো: ইউনুস ৩.৬১, সাইফুল্লাহ ৩.৭৩, মো: নাজমুস সাকিব ৩.৬০, মো: হাবিবুর রহমান ৩.৪৯, মো: আতিকুর রহমান ৩.৫৮, এ.টি.এম. নাজমুস শাকের ৩.২০, মো: খাইরুল ইসলাম ৩.৮৮, মো: রিয়াদ হোসাইন ৩.৬৪, আব্দুল্লাহ আল মামুন ৩.৫৩, আব্দুল্লাহ আল নোমান ৩.৮৫, মুহাম্মদ আরিফুল ইসলাম ৩.৫৭, মনিরুল ইসলাম ৩.৬৭, মো: শফিকুল ইসলাম ৩.৮০, মো: আল মামুন ৩.৬৭, মো: আহসান হাবিব ৩.৯০, মো: সাইফুল ইসলাম ৩.৩৩, ফোয়াজ আহম্মেদ ৩.৭১, সাইফুল্লাহ ৩.৭২, শাহাদাত হোসাইন ৩.৫৩, শিহাবুর রহমান ৩.৭৫, সাদ্দাম হোসাইন ৩.৭০, মোহাম্মদ ইসমাইল হোসাইন ৩.৬৯, মো: সাইফুল হাসান সালেহ ৩.৪৩, বোরহান উদ্দিন ৩.৭১, মো: বোরহান উদ্দিন ৩.৮৮, জোবায়ের আল মাহমুদ ৩.৭৯, শারিফুল ইসলাম ৩.৫৭, মো: শামসুল আলম ৩.৭০, মো: ইসমাইল হোসাইন ৩.৭২, মাহমুদুল হাসান মাহাদী ৩.৮৭, মাহমুদুল হাসান ৩.৫১, মো: ইয়াসির আরাফাত ৩.৭৭, মাহমুদুল হাসান ৩.৬৩, মো: বোরহান উদ্দিন ৩.৪৬, কাজি মো: ইসমাইল ৩.৫৬, জালাল উদ্দিন ৩.৬৬, মো: মাইন উদ্দিন ৩.৬৬, মো: মোশাহিদ আকন্দ ৩.৩৪, শিউলি খাতুন ৩.৮০, সুরাইয়া সুলতানা ৩.৭৪, তামান্না আফরিন ৩.৬৭, রোজিনা আকতার ৩.৫০, শময়িতা চৌধুরী ৩.৪৭, সোনিয়া সুলতানা ৩.৫২, নুজহাত তাবাস্সুম ৩.৭৮, তানিয়া সুলতানা ৩.৭৪, সুমাইয়া সিদ্দিকা ৩.৮১, মাহমুদা খাতুন ৩.৬৯, উম্মে হানী ৩.৮০, হালিমা খাতুন ৩.৭৯, এসকে. খুশবু কবির ৩.৭০, লতা ইয়াসমিন ৩.৬৩, তাজনাহার ৩.৮২, মমতাজ বেগম স্বর্ণা ৩.৪৮, মোহসিনা খানম ৩.৬১, তানজিনা আকতার ৩.৪৮, সুমাইয়া ফাতেমিন ৩.৭১, সাদিয়া সুলতানা ৩.৭১, আবিদা সুলতানা ৩.৮২, সুমাইয়া ইসলাম, ৩.৬৮, মেহবুবা তানজিন ৩.৬৪, তানজিলা ইসলঅম ৩.৬৭, ফাতেমা জান্নাত মিতু ৩.৬৩, মো: রেজাউল করিম ৩.২১, মাহদিয়া নুসরাত ৩.৩১, মো: আলি হায়দার ৩.৭২, রেদওয়ান উল্লাহ ৩.৪৪, মো: নাফিজ ইমতিয়াজ ২.৮৯, তানজিনা আক্তার ৩.৫৬, ছগীর ৩.৩৯, আব্দুল্লাহ আল মাবুদ শিকদার ৩.৬৬, মো: কাওসার আহমেদ ৩.২৬।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ১৩৩ জন, উত্তীর্ণ ১৩২ জন, পাশের হার ৯৯.২৫%

২০১৫ সালের ৪র্থ বর্ষ ৮ম সেমিস্টার বি.এ অনার্স পরীক্ষার ফলাফল

মো: আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ৩.৮০, মুহাম্মদ নাজিম উদ্দিন ৩.৯১, মো: মুজাম্মেল হক ৩.৭১, মো: আবু হুরায়রা ৩.৭২, মো: রুবেল রানা ৩.৪৫, কবির হোসাইন ৩.৫৩, শরিফুল হক ৩.৮১, মো: ইমরান হোসাইন ৩.৬০, সেলিম রেজা ৩.৫২, মো: শাকিবুল হাসান ৩.৩৮, মো: মাজিদুল ইসলাম ৩.৫৯, মো: সিরাজুল ইসলঅম ৩.২৪, এম.হাসান সজল ৩.৭৮, মো: রোকন উদ্দিন ৩.৮৫, সাইফুল্লাহ হাওলাদার ৩.৪৮, মোহাম্মদ নাজমুল হোসাইন ৩.৮৪, ইসমাইল ৩.৮৯, দেলাওয়ার হোসাইন ৩.৬১, ফরিদুল হাসান ৩.৮১, মো: আব্দুল মালেক ৩.৮৯, মো: আল আমিন ৩.৩১, মো: আবুল কালাম ৩.৬৭, মাহফুজুর রহমান ৩.৮৪, মো: আসিফ ইকবাল ৩.৬৭, আদনান ফারুক ৩.৩৩, আশিকুজ্জামান ৩.৪১, মো: কাওসার আহমেদ ৩.৮৭, তাওহিদুল ইসলাম ৩.৯১, আহমেদ রেজা ৩.৮৮, সাব্বির হাসান ৩.৯০, আশরাফুল আলম ৩.৬১, ইসতিয়াক আল মামুন ৩.৪২, জাহিদুল ইসলাম ৩.৫৭, মো: সেলিম রেজা ৩.৭৩, মো: সাইফুল ইসলাম ৩.৭০, মো: তাইজুল ইসলাম ৩.৫৬,, মো: সাইফুর রহমান ৩.৩০, মো: আবু জাফর ৩.৫২, আব্দুল্লাহ যোবায়ের ৩.৯৬, মো: ফয়সাল হোসাইন ৩.৬৬, ইকবাল বিন মুজাম্মেল হক ৩.৭২, মো: ইবরাহিম ৩.৭৭, আব্দুল জলিল ৩.৬৬, মো: আতিকুর রহমান ৩.৫৬, আবু বকর সিদ্দিক ৩.৭১, মাইদুল ইসলাম ৩.৬৭, মো: জহিরুল ইসলাম ৩.৭০, মোহাম্মদ একরাম হোসেন ৩.৮৩,

Dhaka University Institutional Repository

কাজি আব্দুল্লাহ সাকিল ৩.৪২, মো: সাইফুর রহমান ৩.৩৮, আব্দুল হক ৩.৪৭, মো: তানভিরুল ইসলাম ৩.৮১, মো: রহমাত উল্লাহ ৩.৫৮, তানভির ইসলাম ৩.৩০, মো: আরিফুল ইসলাম ৩.৭৯, আবু নাসের মুহাম্মদ ইউসুফ ৩.৬৯, মিজানুর রহমান ৩.৬৩, মুহাম্মদ সমির উদ্দিন ৩.৬২, মো: মাসুম বিল্লাহ ৩.৭৬, রবিউল হক ৩.৫২, মো: মাহাদি হাসান ৩.৭৯, মো: মহিব্বুল্লাহ ৩.৬২, সাব্বির আহমদ শিবলি ৩.৫১, মো: রাহান উদ্দিন ৩.৬২, মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম ৩.৬০, রাশেদুল হক ৩.৩৩, মো: আরিফুজ্জামান ৩.৫৫, শেখ মোসতাক আহমেদ অজয় ৩.৫০, মো: আমিনুল ইসলাম ৩.৭৭, রায়হান ফেরদাউস ৩.৫৯, শাব্বির আহমেদ ৩.৯১, ওয়ায়েজ কুরনী ৩.৭৩, আজিজুর রহমান ৩.৭৭, মো: আল আমিন ৩.৫২, মো: সফিউল্লাহ ৩.৭৭, নাসির উদ্দিন ৩.৬৯, মো: মাসুম বিল্লাহ ৩.৭৯, মো: জাহিদুল ইসলাম ৩.৩৩, মো: আশরাফুল ইসলাম ৩.৬৪, সুমন ৩.৬৬, মো: শাহিদুল্লাহ ৩.৭৩, মো: শামিম হোসাইন ৩.৭৩, মুহাম্মদ আবদুর রহিম ৩.৮৮, রহমত উল্লাহ ৩.৪৮, মারুফুর রহমান ৩.৪১, মো: ইসমাইল সরকার ৩.৫৭, মাসুদ আলম ৩.৮৩, মো: রাইসুদ্দিন ৩.৭৭, মো: আবুল কাশেম ৩.৫৯, সাইফুল ইসলাম ৩.৭৮, আসাদ বিন আব্দুল কাদির ৩.৮৮, নাজমুল ইসলাম ৩.৮৮, আব্দুল্লাহ আল মাসুম ৩.৫৪, হাবিবুর রহমান ৩.৫১, মো: নাইমুল ইসলাম ৩.৩০, মো: মহসিন মিয়া ৩.৪৮, সাইফুল ইসলাম ৩.৫৩, সাইদুর রহমান ৩.২৯, তাওহিদুজ্জামান ৩.৪৮, বোরহান ৩.৬৩, মো: এমরান হোসাইন ৩.৮১, মো: এনামুল হক ৩.৭৩, মোহাম্মদ এনামুল হক ৩.৬১, মো: আশেক এলাহী ৩.৫৬, সাখাওয়াত হোসাইন জাকির ৩.৫৩, মো: আফজাল হোসাইন ৩.৫০, এম. মহিববুল হাসান ৩.৭৬, আবু সাইদ ৩.৮৬, মোসতাফিজুর রহমান ৩.৬০, মো: আলাউদ্দিন ৩.৭৬, সৈয়দ তাশরিফ আলম ৩.৩৮, মো: ইলিয়াস হোসইন ৩.৭৬, মো: আহসান হাবিব ৩.৫৩, তানভির হাসান ৩.৭২, মো: শহিদুল ইসলাম ৩.৩২, ইয়াসির আরাফাত ৩.১৭, হুমায়রা বিনতে কবির ৩.৯৪, মারজান তাফরীন ৩.৯০, হাফেজা নুসরাত জাহান ৩.৮৯, আয়েশা আকতার ৩.৯৩, ফারজানা রহমান তুনা ৩.৮০, সালমান মাওয়া ৩.৬২, জেনিফার নাজনিন ৩.৬০, জান্নাতুন নাইম ৩.৭৬, জিয়াসমিন শান্তা ৩.৬২,

২০১৬ সালের ৪র্থ বর্ষ ৮ম সেমিস্টার বি.এ অনার্স পরীক্ষার ফলাফল

এ.এম. গোলাম মুশফিক ৩.৪৪, মো: আবদুল্লাহ আল নোমান ৩.৮১, শরিফুজ্জামান ৩.৭৭, মুকাররাম হাসান ৩.৫৩, আব্দুল কাদের ৩.৮২, মো: এনামুল হক ৩.৭৫, আব্দুল্লাহ আল নোমান ৩.৬০, আরিফুল ইসলাম আরিফ ৩.৪৬, মারজান আহমাদ চৌধুরী ৩.৯৩, এনায়েত সরকার ৩.৬২, মো: রেজওয়ান আহমেদ ৩.৭৮, তাজবি উল আমিন ৩.৩৩, জোবায়ের হোসাইন ৩.৫৭, ওমর ফারুক ৩.৫৭, তোহিদুল ইসলাম ৩.৬০, মো: আব্দুল করিম ৩.৯১, সৈয়দ মো: আলামিন ৩.৫২, মো: রবিউল ইসলাম ৩.৭৮, মো: মুস্তাফিজুর রহমান ৩.৭২, মো: ওমর ফারুক ৩.৭০, মো: মুরাদ হোসাইন ৩.৬৩, মো: মহিববুল্লাহ ৩.৮৬, কাওসার মাহমুদ ৩.৮৬, আনিসুর রহমান ৩.৬৫, মো: মোয়াজ্জম হোসাইন ৩.৭৬, শওকত বিন ইয়াহইয়া ৩.৪৭, ফখরুল ইসলাম ৩.৫৪, মো: শাহাদাত হোসাইন ৩.৬৫, মো: নাজমুল হাসান ৩.৬৮, মো: ইবরাহীম খলিল ৩.৮৮, জুয়েল মিয়া ৩.৬০, মো: সাদেকুর রহমান ৩.৬৯, মো: খাইরুল ইসলাম ৩.৮০, আবু জাফর ৩.৬২, মো: আহসান নাহিদ ৩.৮৬, মোহাম্মদ রাকিবুজ্জামান ৩.৪২, মো: রেহানুদ্দিন ৩.৩৫, মো: খালিদ হাসান ৩.৬২, রুহুল আমিন ৩.৭৬, জোবায়দুর রহমান ৩.৭২, মুহাম্মদ সানা উল্লাহ ৩.৮২, মুহিবুল ইসলাম ৩.৮৩, মো: জাহিদুল ইসলাম ৩.২৩, মো: সাইফুল ইসলাম ৩.৭২, আকরাম হোসাইন ৩.৫৯, মো: হারুন অর-রাশিদ ৩.৫৫, এম.এ. লতিফ ৩.৬৭, মো: আবুল বাশার ৩.৬২, মো: নাঈম আহমেদ ৩.৭০, মো: বেলাল মিয়া ৩.৪২, জাহাঙ্গীর আলম ৩.৬৭, আমির হামজা ২.৯৩, মো: মিনহাজুল আবেদীন ৩.৫১, আবদুল কাইউম ৩.৫৬, সাদেকুল ইসলাম ৩.৪০, মো: মিজানুর রহমান ৩.৭৭, মোহাম্মদ খাইরুল আলম ৩.৫১, মো: রাশেদুল ইসলাম ৩.৫৮, মো: সালমান আমিন ৩.৮৩, মুহাম্মাদ রবিউল হাসান ৩.৯১, হাফিজ ইমন হোসাইন ৩.৮৭, জি.এম. রাশেদ বিন আবেদ ৩.৭৫, এমদাদুল হক ৩.৬৩, মো: আল মামুন ৩.৪৯, শাহিদুল ইসলাম ৩.৭০, জোবাইন হোসাইন ৩.৬৭, জহিরুল ইসলাম ৩.৬৯, মো: রায়হান ৩.৬৯, মো: বেলাল হোসাইন ৩.৮১, শাহিনুর

Dhaka University Institutional Repository

রহমান ৩.৬০, আজিজুল ইসলাম ৩.৮৮, নাহিদ কামাল ৩.৩৮, সাইফুল ইসলাম ৩.৬১, মো: ইমাম হোসাইন ৩.৮৩, মো: আব্দুস সবুর ৩.৪৭, সাজ্জাদ মির ৩.৫০, মো: এমদাদুল হক ৩.২২, শরিফ উবাইদুল্লাহ ৩.৭৮, ফয়সাল আলম ৩.৭২, মো: আলমামুন ৩.৪১, মো: কামাল হোসাইন ৩.৫৭, মো: মাহমুদুল হাসান ৩.৬৩, আব্দুল্লাহ ৩.৭৬, মইন খান ৩.৩৭, মো: আবু সুফিয়ান ৩.৮১, আহসানুল আমিন ৩.৮২, মো: দেলাওয়ার হোসাইন ৩.৮৬, মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন ৩.৯০, মো: ফয়সাল ৩.৮১, হেলাল মোহাম্মদ রাসেল ৩.২২, মো: রুবেল মিয়া ৩.২৮, মো: রাকিবুল হাসেম ৩.৬০, মো: শরফুদ্দিন ৩.৭৬, মো: আব্দুর রহমান ৩.৬৫, মো: শিহাব উদ্দিন ৩.৪৬, আল আমিন ৩.৬১, সোলাইমান শেখ ৩.৬৫, মুহাম্মাদ সাদ্দাম হোসাইন ৩.৬৭, মোহাম্মদ আলি হাসান ৩.৮৭, মো: মইন উদ্দিন ৩.৭২, নাজমুল সাকিব ৩.৬৫, মো: মাসুদুর রহমান ৩.৪৩, মো: নাজমুল হাসান ৩.৯২, মুন্সি মিরাজুল ইসলাম ৩.৫০, মো: গোলাম মোস্তফা ৩.৭৮, আতিকুর রহমান ৩.১৪, মো: মাহমুদুল হাসান ৩.৬১, মো: মোরশেদ আলম ৩.৭১, মো: মাহফুজুর রহমান ৩.২৯, মোহাম্মদ হোসাইন ৩.৮৯, মো: শোয়াইব ইবনে আলম ৩.৯৫, মো: দেলাওয়ার হোসেন ৩.৬৪, হাসমত আলি ৩.৫৮, ওমর ফারুক ৩.৬০, মো: লতিফ মাহমুদ ৩.৮৫, মো: মুদাসিসর হোসাইন ৩.৫০, মো: মিজানুর রহমান ৩.৫৮, মো: রুহুল আমিন ৩.৫৭, মো: এনায়েত উল্লাহ ৩.২২, মো: খালিদ সাইফুল্লাহ ৩.৪৯, ইবরাহিম ৩.৭৭, কাইউম মিয়া ৩.৬৩, মো: ইয়াকুব হোসাইন ৩.৫৭, মিলন আহমেদ ৩.৩৮, মো: সিরাজুম মনির রাসেল ৩.৭০, মুহাম্মদ আ: রহমান ৩.৮৬, পাপিয়া আকতার ৩.৮৮, মোসা: রাফিয়া সুলতানা ৩.৭৩, ফারজানা আকতার ৩.৫৬, আফসানা ৩.৮৪, মারজিয়া জাফরিন ৩.৬৬, তৌহিদা সুলতানা ৩.৭১, বাশিরা সুলতানা ৩.৭৬, সায়েমা সুলতানা মনি ৩.৬৫, শারমিন বিনতে রহমান ৩.৭৫, সালমা আখতার ৩.৭১, লাবনি খাতুন ৩.৬৪, ফারজানা আকতার ৩.৮৩, ফারজানা আকতার মুক্তা ৩.৫৬, সায়েমা জাহান শিখা ৩.৫৯, মোসা: মায়মুনা ইসলাম ৩.৬৮, জাগরিনি রায় ৩.৬৪, উম্মে কুলসুম ৩.৬৮, সাফিয়া সুলতানা ৩.৫৯, সুমাইয়া রহমান ৩.২৩, হুসনে আরা খাতুন ৩.৮৩, মোসা; নাসরিন নাহার শেখ মিতা ৩.৭০, নিলুফার চৌধুরী ৩.৭৭, নাজনিন নাহার স্বম্পা ৩.৭১, মোসা: জেসমিন আরা ৩.৬৪, নাজমা আকতার ৩.৬২, আরেফিন জাহান লিমা ৩.৬১, লামিসা ৩.৬৭, কানিজ ফাতেমা ৩.৫২, সাবিনা ইয়াসমিন ৩.৬৮, মাহফুজা সুলতানা ৩.৭০, শায়লা আকতার ৩.৬৩, মরজিনা খাতুন ৩.৬৭, সনিয়া আকতার ৩.৫৭, উম্মে হানি ৩.৮২, শারমিন ৩.৭০, দেলাওয়ার হোসাইন ৩.৭১, এইচ.এম. আতিকুল ইসলাম ৩.৮০, আমানুল্লাহ ৩.৫৪, মো: জামাল উদ্দিন ৩.৭৩, মওদুদ হাসান ৩.৪৮, মুহাম্মদ আব্দুর রহমান ৩.৮৮, শায়লা আখতার ৩.৬৬, মো: খালিদ হাসান ৩.৬৮।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ১৬৭ জন, উত্তীর্ণ ১৬৬ জন, পাশের হার ৯৯.৪০%

২০১৭ সালের ৪র্থ বর্ষ ৮ম সেমিস্টার বি.এ অনার্স পরীক্ষার ফলাফল

মো: শাহিদুল বারি শাওন ৩.০৪, মো: ইসমাইল হোসাইন ৩.৩৮, আল মামুন ৩.৭২, মো: আবু রায়হান ৩.৫৪, ফারুক হোসাইন ৩.৬২, শওকত আলি ৩.৫২, এমদাদুল হক ৩.৬৫, শেখ আলি নূর ৩.৮৫, মো: খালেদ মাহমুদ আকাশ ৩.০৭, মো: ফজলে রাব্বি ৩.৭৮, আলামিন হাওলাদার ৩.১৭, আকিজ মিয়া ৩.৩৬, ফজলুল হক ৩.৭৭, শরিফুল ইসলাম ৩.৮৫, উবায়দুল ইসলাম ৩.৫৬, সালেহ ইবন জহুর ৩.১৮, মো: শরিফুল ইসলাম ৩.৩৪, আবুল হাসানাত ৩.৬৯, মো: আব্দুল্লাহ আল নোমান ৩.৭২, মো: তানভির হাসান চৌধুরী ৩.৩৭, আমির আহমদ ৩.৫০, মো: শাহিবুল ইসলাম ৩.২৯, মো: আহসানুল কবির ৩.৬০, আজিমুশ শান খন্দকার ৩.৩০, মো: হাবিবুল্লাহ ৩.২৪, বাকি বিল্লাহ ৩.০২, মো: আশিকুর রহমান ৩.১৩, মো: আজিজুর রহমান ৩.২৪, আল আমিন ৩.৮৮, মো: ইমরান হোসাইন ৩.৭৮, জাহিদুল ইসলাম ৩.৫৮, মোহাম্মদ আলমগীর হোসাইন ৩.৪০, মোহাম্মদ জুবাইর হোসাইন ৩.৭৫, মোহাম্মদ ইফতেখার হানিফ ৩.০৩, মো: জিয়ারুল ইসলাম ৩.৬০, আনিস মিয়া ৩.৬৩, মো: ফখর উদ্দিন সুজন ৩.৬৮, সাব্বির আহমেদ ৩.৬৩, মো: রাশেদ হাসান ৩.৬৭, জুনাইদ নেওয়াজ ৩.৩৩, মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান ৩.৩৪, মো: রায়হানুল ইসলাম ৩.০৬, খান তানজিল আহমদ ৩.৪৫, মো:

Dhaka University Institutional Repository

মাহমুদুল হাসান ৩.৬৪, মো: ইনসানিউল ইসলাম ৩.০৯, মোহাম্মদ রাশেদ খান ৩.২৩, মো: রহমাতুল্লাহ ৩.৬৯, ফয়সাল মাহমুদ ৩.৫৪, বিল্লাল হোসাইন ৩.৬৩, মোহাম্মদ জিয়া উদ্দিন ৩.২২, আলমগীর হোসাইন ৩.২৯, মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম ৩.৫৩, মো: সাইফুল ইসলাম ৩.৬৩, মোহাম্মদ শাহাদাত হোসাইন ৩.৩৯, মো: আজহারুল ইসলাম মামুন ৩.৪০, মো: এমদাদুল হক ৩.২০, মো: গোলাম রাসুল ৩.৬২, মো: ইসমাইল হোসেন ৩.৪৩, মো: মাহফুজুর রহমান ৩.৪২, গোলাম কিবরিয়া ৩.৬১, মাহমুদুল হাসান ৩.৯০, মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান ৩.৬৩, রমজান আলি ৩.৬৮, মো: ফয়সাল মোল্লা ৩.৫১, মো: ইসমাইল হোসেন সিরাজী ৩.৫২, রাশেদুল হাসান ৩.৭৪, মো: নাজমুল হুদা ৩.৫৮, সালাহ উদ্দিন ৩.৫৪, মো: হাসান জাহাঙ্গীর ৩.৫৪, মুহাম্মদ মহি উদ্দিন ৩.৬২, মো: শরিফুল ইসলাম ৩.৬২, মো: রুবেল হোসাইন ৩.০৭, মো: জুবায়ের হোসেন ৩.৪৩, আব্বাস উদ্দিন ৩.২৭, মো: মতিউর রহমান ৩.৩৪, খাদেমুল ইসলাম ৩.৬৬, মো: মনিরুজ্জামান ৩.৬৭, আব্দুল কাদের ৩.৬৯, মো: তানভির আহমদ ৩.৮৭, নাজমুল হুদা মিঠু ২.৮৪, মো: মুজাহিদ উদ্দিন ৩.৫৩, মুশফিকুর রহমান ৩.৫১, মাহবুবুর রহমান ৩.৬০, এস.এম.এ. আল মাহবুব ৩.৬০, মো: আবু তাহের ৩.৬৮, মো: আব্দুল আহাদ ৩.৭৯, আবদুল আউয়াল ৩.৪২, মো: মতিউর রহমান ৩.৫৯, মো: মাহবুবুল আলম ৩.২১, শেখ সাইদ আনওয়ার ৩.৫০, শরিফুল ইসলাম ৩.৫৮, কাউসার আহমেদ ৩.৬৩, মো: হোসাইন আখলাক মাহদী ৩.৬০, আল মামুন ৩.৫৪, মো: আশরাফ উদ্দিন ৩.৮৩, মো: রুবেল রানা ৩.২৬, মো: ইমরান খান ৩.৩৭, মো: কামরুজ্জামান ৩.৭৫, মাসুম বিল্লাহ ৩.৮৪, মুস্তাফিজুর রহমান ৩.৩২, মুহাম্মদ মামুন উদ্দিন ৩.২৭, ওয়াবাইদুল হক ফুজায়েল ৩.৬২, আজিজুল হাসান ৩.৫৪, মো: আবুল কালাম ৩.৭৩, ইয়াসির আরাফাত ৩.৬৩, আবদুল্লাহ আল মানসুর ৩.৭৩, ফয়সাল মাহমুদ ৩.১৯, মো: মেহেদী হাসান ৩.২৫, আবু সুফিয়ান ৩.১৮, মো: সদরুল ইসলাম ৩.৫৮, মোহাম্মদ সালমান খন্দকার ৩.৯৬, মোহাম্মদ ইউসুফ ৩.৭৮, মো: আবু বকর সিদ্দিক ৩.৭৬, মো: আসাদুল ইসলাম তানিম ৩.৭৩, আবু জাফর মো: সালেহ ৩.৪৪, মিজানুর রহমান ৩.৩৩, রবিউল হোসাইন ৩.৫২, শরিফুল ইসলাম ৩.৬৮, আবু বকর সিদ্দিক ৩.৭২, কাজি নাহিদ হাসান ৩.৫৩, মোসতাকিম বিল্লাহ ৩.৫৫, মো: তারেক আজিজ ৩.৪৯, খলিলুর রহমান ৩.৬০, মোহাম্মদ গাদ্দাফী ৩.৩৮, মো: নুরুল ইসলাম ৩.৫৪, সিরাজুল ইসলাম ৩.৫৩, মো: সাইফুল আলম ৩.৪৫, ফারহানা আফরিন ৩.৭৫, জান্নাতুল ফেরদাউস ৩.৭৯, সুমাইয়া সুলতানা ৩.৩৩, আয়েশা আকতার ৩.৫৮, মোসা: খাদিজা খাতুন ৩.৭৪, লিজা আখতার লিপি ৩.২৭, আসমা আকতার ৩.৭২, উম্মে সালমা ৩.৬১, ময়না খানম ৩.৬৭, জান্নাতুল ফিরদাউস ৩.৮৭, তানজিয়া সুলতানা ৩.২৩, ফারজানা আকতার নিপা ৩.৫৩, মোসা: সাবরিনা আনাম ৩.৬১, সিতারা ই জান্নাত ৩.৫৬, ফারজানা তাসনিম ৩.৩১, সুমাইয়া মাহজাবিন ৩.৫৬, সারজিনা খাতুন ৩.৬২, ফাতেমা হুদা ৩.৫২, মাইশা মুবাশ্বারা ৩.৮৪, বিলকিস আক্তার ৩.৮৪, মোসা: বুলবুলি খাতুন বিউটি ৩.৬৯, জান্নাতুল ফিরদাউস ৩.৪০, আকিকুন্নাহার আকি ৩.৩৪, মারিয়া তানজিম তিনা ৩.৫৩, তানজিম আকরাম তানি ৩.৫১, সাইফুন নাহার ৩.৩৩, তানজিলা ইসলাম ৩.৪৯, তাসলিমা আকতার ৩.৪, শারমিন আকতার ৩.৩৪, নাসিমা আকতার ৩.৪৩, ইশরাত জাহান ৩.৪৮, জান্নাতুল মাওয়া রুবি ৩.৩৭, সুমাইয়া সাদিয়া ৩.৫৭, শামিমা আকতার ৩.৬৮, তাহমিনা আকতার ৩.৫৮, সেনজুতি বিনতে শরিফ ৩.৩৬, ফরিদুজ্জামান ৩.৩২, মো: তানভির আহমেদ ৩.৩২, মো: হামিদুর রহমান মানিক ৩.৪৩, মো: সাইফুল ইসলাম ২.৯৫, রাবিয়া খাতুন ৩.৩৫, মাসুদা বেগম ৩.৯১, সিফাত রিয়া দোলা ৩.৩৭, রোমানা আখতার ৩.২৯, মো: শহিদুল বারী শাওন ৩.১৩।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ১৭২ জন, উত্তীর্ণ ১৬৯ জন, পাশের হার ৯৮.২৬%

২০১৮ সালের ৪র্থ বর্ষ ৮ম সেমিস্টার বি.এ অনার্স পরীক্ষার ফলাফল

মো: কাউসার মিয়া ৩.৪৮, সোহান মোল্লা ৩.২৬, সালমান ফারসি ৩.৫৮, মুসতাইন বিল্লাহ রুমান ৩.৬৯, রেজাউল ইসলাম ৩.৪৪, মো: ফরিদুল ইসলাম ৩.২৭, মো: রুবেল মিয়া ৩.১৩, মো: জহুরুল হোসাইন ৩.৭১, শেখ সাজিত ইয়াহিদ শোভন ৩.৩৬, মো: ফজলে হাসান সজিব ৩.৩৫, মো: মেহেদি

হাসান আরিফ ৩.৩৬, মো: আবু বকর সিদ্দিক ৩.৪৩, মো: রায়হান সোবহান ৩.৪২, মো: রুহুল আমিন ৩.১০, রাশেদ আরাফাত তন্ময় ৩.২৪, মো: সাব্বির হোসেন ২.৮৫, মো: হুসাইন আহমদ ৩.১১, মো: মেসবাহ-উজ-জামান ৩.৪৬, আল মামুন ৩.৬২, মো: আব্দুল্লাহ আল মুবাশ্বির ৩.৭১, মো: নাসির উদ্দিন ৩.৬৫, মো: শহিদুল ইসলাম ৩.৫৭, মো: রিয়াজুল ইসলাম ৩.৬৮, মো: শফিকুল ইসলাম ৩.৪৬, আবুল হাসানাত ৩.৪৩, মো: আরিফ হোসেন ৩.১৮, ফাহিম আনসারি ৩.৩২, মো: রেদওয়ান সাব্বির ৩.০৭, মো: জাহিদ হাসান ৩.৩৮, মো: শোয়াইব সাবি ৩.৫৪, মো: গোলাম কিবরিয়া ৩.২৯, মো: মাসুদ আলম ৩.৪৭, মুহাম্মদ নাহিদুল ইসলাম ৩.৬০, জহির রায়হান ৩.১৯, মো: ইসমাইল ৩.৮৩, মো: আবুল কাশেম ৩.৪৯, ঈসা দারিয়া ৩.৪১, শামিমুজ্জামান ৩.৫৮, ইমরান হোসাইন ৩.৬১, শরিয়ত উল্লাহ ৩.৭৯, মো: কামাল হোসাইন ৩.২২, এ.বি.এম. মোজাহিদুল ইসলাম ৩.২৩, মো: আবু সাইদ ৩.৭৮, তাজুল ইসলাম ৩.৩২, মো: আশরাফুল আলম ৩.৪৪, মো: শামসুজ্জামান ৩.১৪, মো: আবু উবায়দা ৩.৬১, আল আমিন ৩.১৪, মো: সরল মিয়া ৩.৪৪, আব্দুর রহিম ৩.৬৬, মো: এনামুল হক ৩.৭৪, মো: আনোয়ার হোসেন ৩.৩১, মো: আব্দুল হামিদ ৩.২৫, হোসাইন আল মামুন ৩.৫৩, মো: আবদুল কাদের ৩.৫০, মো: কাওসারুল আলম ৩.৭৮, মুহাম্মদ আবু ইউনুস ৩.৩৩, মো: হাফিজুর রহমান ৩.৫০, মো: জাহিদুল ইসলাম নাঈম ৩.৮৭, বেলায়েত হোসাইন ৩.৮৩, মো: মহিনুর রহমান ৩.৫৩, মো: শাহিদুল্লাহ ৩.৪৮, তাওসিফ রেজা ৩.৫৫, জিএম মুশাহিদ উল্লাহ ৩.৫২, মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম ৩.৪৬, মাসুদুর রহমান ৩.০৮, মো: বাধন মিয়া ৩.৩৩, শাহাদত হোসাইন ৩.৫৪, মো: জাহিদ হাসান ৩.৩৪, ইমরানুল হক ৩.১২, জাহিদুল ইসলাম ৩.৩৯, মো; মইনুল ইসলাম ৩.১৯, আব্দুল্লাহ আল সায়েম ৩.৬৭, মো: শাহিন মিয়া ৩.১৮, মো: রেজাউল ৩.৩৫, নাফিস ইমতিয়াজ ভূঁইয়া ৩.১২, মো: কাউসার ৩.১৭, শাহিন আলম ৩.২৬, মো: সুলতান মাহমুদ সাজু ৩.১৭, মো: আজিজুর রহমান ৩.০৭, আব্দুল্লাহ আল মাসুদ ৩.৫১, তানভির হোসাইন ৩.৪০, নুরুল আমিন ৩.৩২, মো: রুমান ৩.৫৩, মো: আশরাফুল ইসলাম ৩.৫৭, মো: আমির হামজা ৩.৪৭, তাজুল ইসলাম শরীফ ৩.৫৩, মো: আবুল হাসানাত ৩.৬০, মো: জয়নাল আবেদীন ৩.৪১, মো: শামিম ইসলাম ৩.৬২, মো: মোশারফ আকন্দ ৩.২৩, মো: ইয়াকুব আলি ৩.৯৩, মো: সুমন তালুকদার ৩.৫৪, সৌমিক মন্ডল ৩.১৪, আরিফুল ইসলাম ৩.১৪, মো: মোজাম্মেল হক ৩.৬৯, শরিফুল ইসলাম ৩.৪৯, মো: মাহমুদুল হাসান ৩.৫৮, মো: ইয়াসিন ৩.৫৫, আব্দুল হাকীম ৩.৪৫, এম.আই. ফিরদাউস বিন ইসহাক ৩.৫৩, শফিকুল ইসলাম ৩.৭৭, মো: মাহমুদুল হাসান আলম ৩.৫১, ইমরান হোসাইন ৩.৬৩, মোহাম্মদ মুহাইমিনুল হক ৩.৪০, লুৎফর রহমান ৩.৬৮, আহসান হাবিব ৩.৭৩, রেজাউল ইসলাম ৩.৫৭, মো: সুজন আল ওয়াসিম ৩.৫১, মো: সফিউল আলম লালন ৩.৫৩, মো: রাকিবুল হাসান ৩.৫৮, আবদুস সালাম ৩.৪৪, জামিউল হাসান সুমন ৩.৬৯, কৌশিক আহমেদ সাজিব ৩.২২, মো: সাকিন মৃধা ৩.১৭, ফয়জুল্লাহ ৩.৭৩, মো: আব্দুল কাইউম ৩.৬৪, ওয়াসিক বিল্লাহ ৩.৭৮, মো: মাসুম বিল্লাহ ৩.৭২, জিল্লুর রহমান ৩.৩৬, মো: রায়হানুল ইসলাম মল্লিক ৩.০৯, আফজাল হোসাইন ৩.৩২, তওহিদ হাসান ৩.৫৯, জুবাইর হোসেন মুন্সি ৩.৫৯, মো: ইব্রাহিম খলিল ৩.৬৫, মো: শরিফ মিয়া ৩.২৯, শরিফুল ইসলাম ২.৯৩, মো: রাকিব হাসান ৩.৩১, মো: ওমর ফারুক ৩.৩৩, আতিকুর রহমান ৩.৬১, মাসুম বিল্লাহ ৩.৪৭, মো: আল আমিন সরকার ৩.২৮, মো: আনন্দ ফকির ৩.৩৩, মুহাম্মদ নাসের নাফিস ৩.৭৫, মো: ফারুক হোসাইন ৩.৮২, মো: মনিরুল ইসলাম ৩.৩২, শিউলি আকতার ৩.৭৩ তনিমা মজুমদার ৩.৮৪, তামিমা ৩.৫৪, সুঙ্গিদা হাসান মিতু ৩.৮১, মোসা: খালেদা খাতুন ৩.৭২, মাহবুবা আকতার ৩.২১, মোসা: তানিয়া পারভীন ৩.৭৪, মাহাজুরা খানম বুবলি ৩.৪৭, দিবা সুলতানা ৩.৬০, কাজি দিবা মনিশা ৩.৩৮, সুমাইয়া খাতুন ৩.৬৩, সুলতানা খানম ৩.৬১, আফিয়া তাহসিন হক ৩.৪৬, ফাহমিদা আকতার ৩.৪৮, মারুবা ভূঁইয়া ৩.৩৩, নুসরাত জাহান কলি ৩.৬৯, আমানি রহমান ৩.৮০, মোসা: জাকিয়া সুলতানা জ্যোতি ৩.৫৪, মোসা: সুরাইয়া নাসরিন সিমি ৩.৪৮, সাদিয়া আকতার ৩.৫৬, মাসুমা পারভীন ৩.৫৩, মাহফুজা খাতুন ৩.৬৩, শ্রাবণী শায়লা ৩.২৩, আফিয়া সুলতানা আশা ৩.৫৯, নুসরাত জামান ৩.০৭, নুসরাত জাহান ৩.৫৬, তাসলিমা খানম ৩.৫৪, মৌসুমি আকতার ৩.৪৫, সোহানা খাতুন ৩.৬৭, সুমাইয়া আকতার ৩.৪০, সৈয়দা

খাদিজা জহির ৩.৭৩, জান্নাতুল ফিরদাউস ৩.১১, কানিজ ফাতেমা ৩.৫৯, সুমাইয়া খাতুন ৩.৫৩, আরিফা আকতার ৩.৬০, মৌসুমি মৃধা ৩.৬১, তানজিলা আখতার ৩.৬২, নওশিন আফরোজ ৩.৬১, মাহবুবা আকতার ৩.৩৩, ফারহানা বিনতে আমিন ৩.৩২, খালকিন জাদিদ ৩.৫৮, নিজাম মাদবর ২.৯৪, নাসির উদ্দিন ৩.২৮, সাদেকুল ইসলাম ২.৯৮।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ১৮২ জন, উত্তীর্ণ ১৮০ জন, পাশের হার ৯৮.৯০%

২০১৯ সালের ৪র্থ বর্ষ ৮ম সেমিস্টার বি.এ. অনার্স পরীক্ষার ফলাফল

আল আমিন মিয়া, ৩.৬৫, দেলাওয়ার হোসাইন ৩.২৬, রিয়াজ উদ্দিন সোহেল ৩.২৩, নুরুল আবসার ৩.৪৬, মো: রাসেল আহমেদ ৩.৩৮, শিব্বির হাসান ৩.১৯, মো: মিজানুর রহমান ৩.৩১, হৃদয় হাসান সোহাগ ৩.১৩, মো: আশরাফুল ইসলাম ৩.২৭, মো: শরিফুল ইসলাম ৩.১৮, শাকিব আহমেদ ৩.২০, শিশির আহমাদ ৩.১৩, মো: আবিদুল ইসলাম খান, ৩.৪৬, মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম ৩.৮৭, শাহিন আহমেদ ৩.১৫, মো: আব্দুস সালাম ৩.৩৩, মো: ফুজায়েল কবির সরকার ৩.৬৯, মো: আতাউর রহমান ৩.০০, জারিফ আল হাসান ২.৯৭, মো: এনামুল হাসান ৩.৬৩, আসাদুজ্জামান অপু ৩.৬১, আজহারুল ইসলাম ৩.২৩, এনামুল হক ৩.৩৬, মো: রুবেল হোসাইন ৩.৫৩, কাওসার হোসেন ৩.৫২, নাহিদুল ইসলাম ৩.৩২, আনোয়ার উল্লাহ ৩.২৩, মো: মকসেদুর রহমান ৩.৫০, মো: আবু সাঈদ ৩.২০, তাওহীদুল ইসলাম মামুন ৩.৫২, শাহ মো: ওয়ালিউল্লাহ খান ৩.৪৮, মো: সুজন ৩.২৬, মো: খালেদ হাসান ৩.০৮, মো: রিয়াজ উদ্দিন ৩.৯১,বি.এম.এনামুল হক ৩.২৪, শাহিদুল্লাহ ২.৮৯, মো: সোহান মিয়া ২.৮৮, মো: আশরাফুল বিশ্বাস ৩.৪৭, আমিরুজ্জামান ৩.৬৫, মোহাম্মদ তানভির হোসাইন ৩.৯৪, মো: মুবাশ্বির হোসাইন খান ৩.৮০, মো: তোফায়েল হোসাইন ৩.৫৫, মো: মাহমুদুল হাসান ৩.৭৫, রফিকুল ইসলাম ৩.৪৯, মোহাম্মদ আবুল কাশেম ৩.৬৮, মো: নুর ইসলাম ৩.০৬, মো: ইমরুল হাসান ৩.২২, মো: খালিদ হাসান ৩.২৫, মো: শাহিন আলম ৩.৪২, জুবায়ের হোসেন ৩.৪৪, মো: সাদ্দাম হোসাইন ৩.৩৮, বেলাল হোসাইন ৩.৮০, মো: হাসান জামিল ৩.৫০, মো: জুবায়ের ৩.৬৯, সরদার মুহাম্মদ উল্লাহ ৩.৩৮, মো: আবদুল খালেক ৩.৫৬, আল-ইমরান ৩.৬২, শাহিদুল ইসলাম ৩.১৬, মো: সাকিব আল হাসান ৩.১৩, মাহবুব আলম ৩.৩৪, মো: মঈম হাওলাদার ৩.৩৫, মো: সাদিয়ার রহমান ৩.১১, মাহদি হাসান ৩.২০, মো: জুলহাস সুজান ৩.৩৩, মো: মাজহারুল ইসলাম ৩.৬২, ইসমাইল হোসাইন ৩.৫৯, মো: খোরশেদ আলম ৩.৬৫, মো: ওমর ফারুক সিদ্দিক ৩.৬০, মো: খাইরুল ইসলাম ২.৮৯, মাহবুবুর রহমান ৩.৭৫, ইমরান ৩.৩২, মো: সফিউল আলম ৩.৬৮, সাদমান সাকিব ৩.৪৯, মুনতাসির মামুন রিফাত ৩.৩৬, হারুন আর রাশিদ ৩.০৩, মো: ফুলচান মিয়া ৩.১৩, মো: শওকত হোসেন ৩.১৭, মো: জহিরুল ইসলাম ৩.৩৮, মো: আল আমিন ৩.৬৫, মো: সাজ্জাদ হোসাইন ৩.১৬, নুরুল হাসান চৌধুরী ৩.৫৯, মোহাম্মদ নুর হোসেন ৩.৬৭, মো: শফিউল ইসলাম ৩.১৮, মো: বিন আমিন ৩.১৯, কাওসার আহম্মেদ ৩.১৩, মো: আজিজুল হাকিম ২.৯৯, মো: আদিলুজ্জামান ৩.২২, মো: লোকমান হাবিব ৩.২৩, মো: বায়েজিদ ৩.৫৪, ফয়সাল আহমাদ ৩.৪৬, এফ.এম.শাদনান জিহাদ ৩.৫৪, মো: আশিকুর রহমান ৩.২৪, মো: ইদরিস মিয়া ৩.৪২, মো: খাইরুল ইসলাম ৩.২৯, মো: আজমাইন হোসাইন ৩.৩৩, মো: মাইনুদ্দিন ৩.২০, জাকির হোসাইন ৩.০২, মো: ফাতহুল কবির অয়ন ৩.৬৩, আসিফ ইকবাল ২.৮৭, মো: এহসানুল হক ৩.৯১, মো: রাজু আহমেদ ৩.৫০, রুহুল আমিন ৩.০৮, মুজাহিদুল ইসলাম ২.৯৪, মো: জাহিদ হাসান রাজন ৩.২৩, আহমেদ শাওকী ৩.৭৮, এস.এম.মাহমুদুল হাসান ৩.৩৬, মো: আব্দুল্লাহিল বাকি ৩.১৭, আজিজুল হক ৩.০৩, মোজাজ্জায আল মাদলাজি ৩.৪৭, মো: শাইখুল ইসলাম আরহাম ৩.৫৭, মো: ফজলে রাব্বি ৩.১৫, মো: মুবারক হুসেন ৩.৩৩, হালা চান্দ্র ত্রিপুরা ২.৯১, সাদিয়া মারিয়া ৩.৭৬, ওয়াকিয়া আকতার মুন্নি ৩.৬০, মারজানা আফরোজ (মাফু) ৩.৮১, শারমিনা খাতুন ৩.৭৭, শায়লা আক্তার ৩.৪৪, মাহমুদা নাসরিন মিম ৩.৬৩,

আসিয়া নাজনিন ৩.৬৩, আমেনা আক্তার নিশি ৩.৪৬, সামিহা আফরিন ৩.৬৫, নাফিজা আকতার সাদিয়া ৩.৫৬, সুমাইয়া আকতার ৩.৭০, কান্তা নন্দি ৩.৪৭, মিফতাহুল জান্নাত প্রিয়া ৩.৫৪, ফজিলাতুন নেসা বেলি ৩.৫২, সায়মা আকতার ৩.২২, শর্মিলী জামান মিলা ৩.২৮, বুশরা জান্নাত ৩.৪৬, জান্নাতুল ফিরদাউস স্বর্ণা ৩.৬৩, রেজওয়ানা শারমিন ৩.৫৬, মনিরা আকতার ৩.৫৫, তানিয়া আকতার ৩.৫৭, তানিয়া খাতুন ৩.৫৭, মোসাঃ রিমা সুলতানা ৩.৬৮, তাসলিমা আকতার ৩.৫৪, ইতি খাতুন ৩.৫৮, মোসাঃ পাপিয়া আফরিন ৩.৬৫, খাইরুন্নেসা ৩.৫৬, অনন্যা ইশরাত ২.৯১, শাকিলা আকতার ২.৯২, শায়লা জিন্নাত খুশবু ৩.৬২, নিশাত রেজওয়ানা ৩.৫৭, মাহমুদা রহমান ৩.৪৫, আফিফা তাজরিমিন ৩.৩০, নিলুফা ইয়াসমিন ৩.৪৩, লাইজু আকতার ৩.৬৩, মেহেরুন্নেসা লিমা ৩.৩৩, মোসাঃ সালমা খাতুন ৩.৫৯, মোসাঃ আমেনা খাতুন ৩.৫৮, শামিমা আকতার ৩.৫২, মোরশেদা কানচি ৩.৪২, শাবাবা তাহেরা তাবাস্‌সুম ৩.৬৮, লুৎফুন্নেসা সুমি ৩.৬৩, নাজনিন আকতার ৩.৪৫, লাবনী খানম ৩.৪১, শান্তি আকতার ৩.১৭, আফিয়া তাসনিম উর্মী ৩.২৮, ফারজানা হক ৩.৪৮, জিন্নাতুন নূর মিতু ৩.৬৩, লিসা পারভীন ৩.৮২, মইন বিনতে হেলাল ৩.৬৩, মানসুরা ৩.৮৪, মনিরা রহমান তাসফি ৩.৭৮, মোসাঃ আসমা খাতুন ৩.৫৩, শাপলা খাতুন ৩.৬২, মোসাঃ নাজমা খাতুন ৩.৫৮, মোসাঃ মুনমুন আফরোজ ৩.৬৭, সিমা আকতার ৩.৬৭, জেরিন সুলতানা জুই ৩.৫৮, ফাহিমা তানজিন ৩.৪৫, ফারজানা খানম ৩.৪৩, শারমিন জাহান ৩.৫১, সোহানা আরেফিন ৩.৩৪, মোসাঃ রুখসানা খাতুন ৩.৬০, আদিবা ফেরদাউস ৩.৩৮, উম্মে কাইসার ৩.৫৮, স্বর্ণা মনি ৩.২৬, সাদিয়া আফরিন ইমি ৩.৪৩, নলিনি শাহরিন ৩.৩৪, সাদিয়া শারমিন শম্পা ৩.৪৯, খাদিজাতুত তাহিরা ৩.৫২, আফরোজা আকতার ৩.৪৮, মোসাঃ এ্যানি খাতুন ৩.৬৩, সুরাইয়া জামান মিম ৩.২৯, সিমা পারভীন ৩.৬৭, জায়েদ হোসাইন ৩.২৪, ফিরোজা মাহমুদা ৩.৫৮, মোঃ আলতাফ মাহমুদ ৩.৩২।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ১৯৫ জন, উত্তীর্ণ ১৯০ জন, পাশের হার ৯৭.৪৪%

এম.এ ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের তালিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি রেজিস্ট্রেশনের তথ্য মোতাবেক ১৯২৪-২৫ সেশন থেকে এম.এ শ্রেণিতে যথারীতি শিক্ষার্থী ভর্তি ও শিক্ষা-কার্যক্রম শুরু হয়। শত বছরের ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের তালিকা প্রণয়ন অত্যন্ত দুরূহ কাজ বলে বিবেচিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তরকে মূল ভরসার কেন্দ্র হিসেবে মনে করা হলেও সেখানকার ফাইলসমূহ অত্যন্ত জীর্ণশীর্ণ ও প্রায় দুর্বোধ্য হওয়ার করণে সেখান থেকে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। তাই ১৯২৪-২৫ সেশন থেকে ১৯৪৭-৪৮ সেশন পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের ফলাফল সংগ্রহ করা যায়নি। সেক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ভর্তি রেজিস্ট্রেশন বই থেকে শিক্ষার্থীদের তালিকা সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে তারা সকলে বি.এ অনার্স ডিগ্রিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন কি-না সেটি নিশ্চিত করা যায়নি। কেবল যারা প্রথম শ্রেণি প্রাপ্ত হয়েছিলেন, এম.এ রহীম রচিত The History of the University of Dacca বই থেকে তাদের তালিকা নিশ্চিত করা গিয়েছে।

১৯৪৮-৪৯ সেশন থেকে শিক্ষার্থীদের চূড়ান্ত ফলাফল সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। ফলাফল সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে ফজলুল হক মুসলিম হল, শহীদুল্লাহ হল এবং সলীমুল্লাহ মুসলিম হলের অফিস থেকে সহায়তা নেয়া হয়েছে। তবে এ তালিকায় কিছু সেশনে ফলাফল স্থগিত থাকার কারণে কোনো কোনো শিক্ষার্থীর নাম বাদ পড়েছে। মোট কৃতকার্য শিক্ষার্থীদের সংখ্যার আলোকে ফলাফল পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে। ফলে কৃতকার্য শিক্ষার্থীদের নাম কোনো সেশনে উল্লিখিত না হলেও পরিসংখ্যান এর ক্ষেত্রে ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের যথাযথ সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে।

এম.এ ভর্তি রেজি. ১৯২৪-২৫, পরীক্ষা-১৯২৫

প্রথম শ্রেণি: এ এইচ মোঃ ওয়ালীউল্লাহ, মুতিউর রহমান, আব্দুল আজীজ, তোরাব আলী, মুছলেহ উদ্দীন।

Dhaka University Institutional Repository

এম.এ ভর্তি রেজি. ১৯২৫-২৬, পরীক্ষা-১৯২৬

প্রথম শ্রেণি: নূর বখশ

এম.এ ভর্তি রেজি. ১৯২৬-২৭, পরীক্ষা-১৯২৭

প্রথম শ্রেণি: আলী আহমেদ, সাদাত হোসাইন খান, সিরাজুল হক

রেজিস্ট্রেশনকৃত শিক্ষার্থীদের রোল নং ও নাম

৬৩. মো: সিরাজুল ইসলাম, ৭৪. যাররুখ আহমেদ।

এম.এ ভর্তি রেজি. ১৯২৭-২৮, পরীক্ষা-১৯২৮

প্রথম শ্রেণি: সৈয়দ আব্দুল মাবুদ

২৮. সৈয়দ আব্দুল মাবুদ

এম.এ ভর্তি রেজি. ১৯২৮-২৯, পরীক্ষা-১৯২৯

প্রথম শ্রেণি: এ এফ এম আব্দুল হক, শায়খ আব্দুর রহীম

১০০. মুহাম্মদ ইউসুফ সিরাজ উদ্দিন আহমদ, ১১০. এ.কে এম.আব্দুল আজিজ, ১১২. মুহাম্মদ আব্দুল আউয়াল।

এম.এ ভর্তি রেজি. ১৯২৯-৩০, পরীক্ষা-১৯৩০

প্রথম শ্রেণি: মুজাফফর আহমাদ

৭২. আবুল ফায়েজ মুহাম্মদ নুরুল হুদা, ৭৬. আবুল বাশার মো: আখতারুজ্জামান,৮১. মোহাম্মদ দলিলুদ্দিন খান, ৮২. মুহাম্মদ ইসহাক,

এম.এ ভর্তি রেজি. ১৯৩০-৩১, পরীক্ষা-১৯৩১

প্রথম শ্রেণি: আবু তাহির মো: আব্দুল হাই

৮১. মুহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান, ৮৪. মুহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, ৮৭. সাহেবজাদা আবু সাঈদ মাহমুদ

এম.এ ভর্তি রেজি. ১৯৩১-৩২, পরীক্ষা-১৯৩২

প্রথম শ্রেণি: আহমাদ হোসাইন, মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, বজলুর রহমান, নায়েব আলী

এম.এ ভর্তি রেজি. ১৯৩২-৩৩, পরীক্ষা-১৯৩৩

প্রথম শ্রেণি: কাজী আব্দুল জলীল

এম.এ ভর্তি রেজি. ১৯৩৩-৩৪, পরীক্ষা-১৯৩৪

প্রথম শ্রেণি: এম রহমান, নাজিরুল্লাহ পাটওয়ারী

৯৮. মুহাম্মদ আফতাব উদ্দিন, ১০৪. মুহাম্মদ সানাউল্লাহ।

এম.এ ভর্তি রেজি. ১৯৩৪-৩৫, পরীক্ষা-১৯৩৫

প্রথম শ্রেণি: আব্দুর রশীদ

৭১. মো: ইসহাক, ৭২. নুরুল ইসলাম।

এম.এ ভর্তি রেজি. ১৯৩৫-৩৬, পরীক্ষা-১৯৩৬

প্রথম শ্রেণি: আদামুদ্দীন

৫৮. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন।

এম.এ ভর্তি রেজি. ১৯৩৬-৩৭, পরীক্ষা-১৯৩৭

প্রথম শ্রেণি: আব্দুল আজীজ, ফাউজুল কবীর, হাফিজ আহমাদ

৭১. আবুল খায়ের মো: আব্দুল লতিফ, ৭৫. সৈয়দ আবুল আবরার গোলাম জিলানী, ১১৪. মো: সাহাবুদ্দিন।

এম.এ ভর্তি রেজি. ১৯৩৭-৩৮, পরীক্ষা-১৯৩৮

প্রথম শ্রেণি: আব্দুল লতিফ, খাওয়াজ উদ্দীন, নূরুল হক

১০২. আব্দুল জাব্বার, ১১৭. মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান।

Dhaka University Institutional Repository

এম.এ ভর্তি রেজি. ১৯৩৮-৩৯, পরীক্ষা-১৯৩৯

প্রথম শ্রেণি: আব্দুল গণি, মুহাম্মদ ইসহাক

এম.এ ভর্তি রেজি. ১৯৩৯-৪০, পরীক্ষা-১৯৪০

প্রথম শ্রেণি: কলিমুদ্দীন, আব্দুল জলীল

৭৮. আবুল হোসাইন

এম. এ ভর্তি রেজি. ১৯৪০-৪১, পরীক্ষা-১৯৪১

প্রথম শ্রেণি: আবুল হোসাইন

১২২. মুহাম্মদ হাশমতুল্লাহ

এম.এ ভর্তি রেজি. ১৯৪১-৪২, পরীক্ষা-১৯৪২

প্রথম শ্রেণি: আব্দুল জব্বার

৪. মুহাম্মদ আরিফ, ১১২. মুহাম্মদ ফজলুর রব, ১১৭. আবু নুমান মো: সিকান্দার আহমদ, ১৩১. মুহাম্মদ আশরাফ আলি, ১৩৬. মুহাম্মদ কামাল।

এম.এ ভর্তি রেজি. ১৯৪২-৪৩, পরীক্ষা-১৯৪৩

প্রথম শ্রেণি: ফজলুর রব, আবু নুমান মো: সিকান্দার আহমাদ, আশরাফ আলী, মুহাম্মদ কামাল।

৩৬. মুহাম্মদ আব্দুর রহমান।

এম.এ ভর্তি রেজি. ১৯৪৩-৪৪, পরীক্ষা-১৯৪৪

প্রথম শ্রেণি: এ কে এম আইউব আলী, সগীর হাসান, শামসুল হক, আব্দুর রহমান

১৩৩. মোহাম্মদ নাজমুল হক খান।

এম.এ ভর্তি রেজি. ১৯৪৪-৪৫, পরীক্ষা-১৯৪৫

প্রথম শ্রেণি: আবুল খায়ের মুহাম্মদ কুনাত হোসাইন, আবু নসর মমতাজুদ্দীন

৮৫. মুহাম্মদ ওমর, ৯৬. মো: আহমাদুল হক।

এম.এ ভর্তি রেজি. ১৯৪৫-৪৬, পরীক্ষা-১৯৪৬

প্রথম শ্রেণি: আবুল কালাম মো: শফিউল্লাহ, আব্দুল লতিফ, আবুল মাকারিম মো: আব্দুল খালেক, আব্দুর রব, তাজাম্মুল হোসাইন।

এম.এ ভর্তি রেজি. ১৯৪৬-৪৭, পরীক্ষা-১৯৪৭

প্রথম শ্রেণি: রুস্তম আলী দেওয়ান

এম.এ ভর্তি রেজি. ১৯৪৭-৪৮, পরীক্ষা-১৯৪৮

প্রথম শ্রেণি: সৈয়দ মোহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন, আব্দুল খালেক

২৬. মুহাম্মদ ফজলুল করীম, ৮১. সৈয়দ ওয়াসাদুল হক, ৮৭. মো: হেদায়েতুল্লাহ।[৫৪৪]

১৯৪৯ সালের এম.এ ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল (মেধা অনুসারে)

প্রথম শ্রেণি: মুহাম্মদ মুফাজ্জালুল হক, আবু জাফর মো: সাইফুর রহমান

১৯৫০ সালের এম.এ ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি: আবু তাহির আহমাদ হোসাইন রুশদী, মুহাম্মদ হাশমতউল্লাহ

দ্বিতীয় শ্রেণি: আবুল খায়ের মো: আব্দুল মজীদ

১৯৫১ সালের এম.এ ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি: মুহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ, মুহাম্মদ মুঈনুদ্দীন আহমাদ খান, মুহাম্মদ গুলজার হোসাইন, মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ

দ্বিতীয় শ্রেণি: মুহাম্মদ আশরাফুল্লাহ, আবু মাইমুন মুহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ

১৯৫২ সালের এম.এ ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি: মুহাম্মদ বাকী বিল্লাহ খান, মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, মুহাম্মদ নূর আহমাদ, মুহাম্মদ সিদ্দীক হুসাইন

---

৫৪৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ডরুমে সংরক্ষিত ভর্তি রেজিস্ট্রেশন বই।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় শ্রেণি: মুহাম্মদ সাআদাতুর রহমান, মুহাম্মদ ইব্রাহীম আকন্দ, আবুল কাসিম মো: আনসারী

১৯৫৪ সালের এম.এ ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি: আবু তাহির মো: নাসির, মোহাম্মদ আবু সাঈদ ভুঁইয়া

দ্বিতীয় শ্রেণি: আবুল মনসুর মো: গাজিউর রহমান প্রধানী, শেখ মো: ইব্রাহীম হুসাইন, মো: আব্দুল করীম, মুহাম্মদ সিরাজুদ্দীন খান, আবুল খায়ের মুহা: মাহমুদুল হক

১৯৫৫ সালের এম.এ ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল

দ্বিতীয় শ্রেণি: মুহাম্মদ সাজ্জাদ ইউসুফ

১৯৫৬ সালের এম.এ ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি: শেখ মুহাম্মদ আব্দুল হাই

দ্বিতীয় শ্রেণি: কাজী মুহাম্মদ নূরুল হক

১৯৫৭ সালের এম.এ ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি: মানজুরুর রহমান, আবুল কালাম মুহা: মুফিজুল হক

দ্বিতীয় শ্রেণি: মো: মহিউদ্দীন

তৃতীয় শ্রেণি: মুহাম্মদ সিরাজুদ্দীন

১৯৫৮ সালের এম.এ ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি: জিয়াউদ্দীন আহমেদ

১৯৫৯ সালের এম.এ ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি: মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, মুহাম্মদ জাকিরুল্লাহ

দ্বিতীয় শ্রেণি: আবু তাহির মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, সৈয়দ আলী জাফরী, মুহাম্মদ সালামাতুল্লাহ

১৯৬০ সালের এম.এ ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি: মো: সিকান্দার

তৃতীয় শ্রেণি: এ এফ বশীর আহমাদ সামাদী

১৯৬১ সালের এম.এ ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি: মো: আফতাব উদ্দীন আহমেদ

দ্বিতীয় শ্রেণি: মুহাম্মদ আব্দুল লতীফ

তৃতীয় শ্রেণি: মুহাম্মদ ফজলুল করীম

১৯৬২ সালের এম.এ ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি: কামারুদ্দীন আহমেদ, মুহাম্মদ আব্দুল জাব্বার

১৯৬৩ সালের এম.এ ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি: আব্দুল সালাম

১৯৬৪ সালের এম.এ ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি: মো: নজরুল ইসলাম মিয়া।

দ্বিতীয় শ্রেণি: মোহাম্মদ নুরুল কবির।

তৃতীয় শ্রেণি: মুহাম্মদ খায়রাত আলী।

১৯৬৫ সালের এম.এ ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি

মো: মেসবাহ উদ্দীন, আবুল কাসেম মো: আব্দুল মোহাইমিন, মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান খান।

দ্বিতীয় শ্রেণি

মুহাম্মদ খায়রাত আলী, মো: আব্দুল হামীদ।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৬জন, ১ম শ্রেণি ৩জন, ২য় শ্রেণি ২জন, মোট ৫জন, পাশের হার ৮৩.৩%

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৬ সালের এম.এ ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি

আবু নাঈম মো: ইবরাহীম, মো: খবির উদ্দিন ভূঁইয়া, মোহাম্মদ সাদেক, আবুল বারাকাত মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান চৌধুরী, এ.এফ. রহমত উল্লাহ।

দ্বিতীয় শ্রেণি

মো: রেজাউল করিম ভূঁঞা, সৈয়দ মুহাম্মদ আলী, মুহাম্মদ আব্দুল কাদের।

তৃতীয় শ্রেণি

এ.এইচ.মো: আব্দুর রহমান চৌধুরী।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৯জন, ১ম শ্রেণি ৫জন, ২য় শ্রেণি ৩জন, ৩য় শ্রেণি ১জন, মোট ৯জন, পাশের হার ১০০%

১৯৬৭ সালের এম.এ ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি

বিশ্বাস মনিরুজ্জামান মিয়া, ওয়াজিদুর রহমান, আবুল খায়ের মো: আব্দুল মালেক, মো: আব্দুস সাত্তার।

দ্বিতীয় শ্রেণি

মুহাম্মদ সিরাজুদ্দীন, এ.এন.এম.ইমদাদুল্লাহ,

তৃতীয় শ্রেণি

মীর মো: হাবিবুর রহমান, মুহাম্মদ নুরুল আমিন।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৯জন, ১ম শ্রেণি ৪জন, ২য় শ্রেণি ২জন, ৩য় শ্রেণি ২জন, মোট ৮জন, পাশের হার ৮৮%

১৯৬৮ সালের এম.এ ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি

মুহাম্মদ আব্দুল মালেক, এ.কে. আফাজ উদ্দিন আহমেদ, আবু তাহের মো: সাঈদুর রহমান, আবুল বাশার মুহাম্মদ ওমর সফিউল্লাহ, হাফিজ আনিসুর রহমান, আবুল খায়ের মো: আব্দুল্লাহ।

দ্বিতীয় শ্রেণি

মীর হাসান আলী, মো: আব্দুল মান্নান, মাতলুব আহমেদ, মো: আফতাব হোসাইন সিকদার, মো: আব্দুস সাবুর তালুকদার, এ.এফ. মো: আবদুর রশীদ, মো: আব্দুস সাত্তার প্রামাণিক, আব্দুর রউফ।

তৃতীয় শ্রেণি

সফিউল্লাহ

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ১৫জন, ১ম শ্রেণি ৬জন, ২য় শ্রেণি ৮জন, ৩য় শ্রেণি ১জন, মোট ১৫জন, পাশের হার ১০০%

১৯৬৯ সালের এম.এ ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি

মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান, মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম মিয়া, মো: মাজিদুর রহমান, মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ।

দ্বিতীয় শ্রেণি

আবুল হাসান মুহাম্মদ আব্দুল খালেক, মো: ইসহাক, মো: আব্দুর রব, সৈয়দা জাকিয়া খাতুন, মুহাম্মদ মুকাম্মেল হক, মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান মিয়া, মো: শাফি উদ্দিন, মো: রায়হান উদ্দিন, এ.কে.এম. শাহজাহান মিয়া, আবুল খায়ের মীর মো: আব্দুল ওয়াহাব লাবিব, মুহাম্মদ ইলিয়াস, আবুল ফজল মুহাম্মদ রুহুল আমিন।

তৃতীয় শ্রেণি

আবুল খায়ের মোহাম্মদ আব্দুল মাজিদ, মোঃ ইলিয়াস পাটওয়ারী, মোঃ আনিসুল হক।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ১৯জন, ১ম শ্রেণি ৪জন, ২য় শ্রেণি ১২জন, ৩য় শ্রেণি ৩জন, মোট ১৯জন, পাশের হার ১০০%

১৯৭০ সালের এম.এ ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণিঃ আলী হায়দার, আব্দুল মান্নান, আব্দুল ওয়াদুদ, শামসুল আলম

১৯৭১ সালের এম.এ ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেনী

মোঃ আনছার উদ্দীন, আবু নাঈম মোঃ আব্দুর রহীম, আবু নাঈম মোঃ রইছ উদ্দীন, মোঃ মানছুরুর রহমান, খালেদা খানম, এ কে নূরুল ইসলাম চৌধুরী, মোঃ নাছির উদ্দীন, মোঃ সিরাজুল ইসলাম।

দ্বিতীয় শ্রেণি

মুহাম্মদ আবু ইউসুফ, সৈয়দ মোহাম্মদ ওবায়েদুল হক, মোঃ ইউনুছ, মোঃ গোলাম মোস্তফা, মোঃ হারুনূর রশীদ, আবুল কালাম মোঃ হানিফ উদ্দীন আজাদ, মোঃ জয়নাল আবেদীন, মোঃ আব্দুস সালাম মিয়া, আবুল ফজল মোঃ খায়েরুজ্জামান, মোঃ নুরুল ইসলাম, মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, মোঃ হায়দার আলী, মুহাম্মদ নাজিম উদ্দীন ভূইয়া, আবু সাদেক মোঃ সাইফুদ্দীন, মুহাম্মদ ইউনুছ, আবুল ফজল মোহাম্মদ নাজমুছ ছালেহীন, এ কে এম মফিজুর রহমান, আবুল কালাম কামাল উদ্দীন আহমেদ, মোঃ ইউনুছ আলী চৌধুরী।

ফলাফল পরিসংখ্যান

মোট পরীক্ষার্থী ২৭জন, ১ম শ্রেণি ৮জন, ২য় শ্রেণি ১৯জন, মোট ২৭জন, পাশের হার ১০০%

১৯৭২ সালের এম.এ ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি

মোহাম্মদ মিয়া কাশেমী, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, মোঃ আব্দুল হক মন্ডল, মুহাম্মদ তামিজ উদ্দিন, আবু নছর মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস, মুহাম্মদ মুসলেম উদ্দিন, মোঃ আব্দুল মতিন, মোহাম্মদ মোবারক আলী মিয়া, মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, মোঃ আব্দুর রব, মুহাম্মদ ইদরিস আলী মিয়া, মুহাম্মদ আজীজুর রহমান, মুহাম্মদ আব্দুর রব, মুহাম্মদ সাঈদুর রহমান খান, আবুল বারাকাত মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, মোঃ আবুল খায়ের।

দ্বিতীয় শ্রেণি

আবুল কাশেম মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, মোঃ আব্দুর রহমান, মোহম্মদ হাবিবুর রহমান মিয়া, মুহাম্মদ আব্দুল হাফিজ, এস.এম. হাবিবুল্লাহ, মুহাম্মদ শামসুল হক, মোঃ আব্দুস সাত্তার, মোঃ আজিজ উল্লাহ, মোঃ মনিরুজ্জামান মোল্লাহ, আবু নসর মোঃ সালাহ উদ্দিন, মোঃ বজলুর রহমান, মোঃ বজলুর রহমান, আবুল খায়ের মোঃ নূরুল্লাহ, আবুল বাশার মোঃ আব্দুস সাত্তার, মোহাম্মদ আলী, আবুল খায়ের মোহাম্মদ ইয়াসিন, মুহাম্মদ আব্দুন নূর খান, আবু সাদেক মোহাম্মদ আব্দুর রব, মুহাম্মদ আব্দুল মালেক মিয়া, মোঃ হারুন অর রশীদ, মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক।

তৃতীয় শ্রেণি

মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম মিয়া, মোঃ মাকুসুদুর রহমান।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৩৯ জন, ১ম শ্রেণি ১৬ জন, ২য় শ্রেণি ২১ জন, ৩য় শ্রেণি ২ জন, মোট ৩৯ জন, পাশের হার ১০০%

১৯৭৩ সালের এম.এ ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি

আবু জাফর মুহাম্মদ সিকান্দার আলী, মোহাম্মদ আব্দুল খালেক, আবু বকর মুহাম্মদ সিদ্দিকুল্লাহ, মোঃ আব্দুল আজিজ, মোঃ শামসুল হক।

দ্বিতীয় শ্রেণি

মো: ইউসুফ মিয়া, মো: মোফাজ্জল হোসাইন খাঁন, মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন, মো: আমিনুল হক, আবুল আলা মো: নাজমুল হুদা, মো: আনসারুল আলম, মো: রুহুল আমিন, মুহাম্মদ শামসুল হক, আবুল খায়ের মোহাম্মদ ফজলুর রহমান, মুহা: মুজাম্মিল হক, মো: আজহারুল হক ভূঁইয়া মো: হাবিবুর রহমান, মোহাম্মদ আব্দুল জলিল মিয়া, সাইফুল্লাহ মো: গোলাম মুস্তফা, মোহাম্মদ আলী, মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম, মুহাম্মদ ফজলুল হক ফকির, মুহাম্মদ ইসহাক আলী, আবুল খায়ের মুহাম্মদ মুজিবুল হক চৌধুরী, আলহাজ্ব মো: গোলাম মোর্তজা, হাফেজ মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, মুহাম্মদ মোয়াজ্জম হোসাইন।

তৃতীয় শ্রেণি

মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, মোহাম্মদ আব্দুর রাকিব, এ.এন.এম. শামসুজ্জামান, মো: আব্দুল খালেক, এম. শহিদুল ইসলাম, হাফেজ মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, সালেহ আহমেদ।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৪৪ জন, ১ম শ্রেণি ৫ জন, ২য় শ্রেণি ২২ জন, ৩য় শ্রেণি ৭ জন, মোট ৩৪ জন, পাশের হার ৭৭.৩%

১৯৭৪ সালের এম.এ ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি

আবুল বাশার মো: মুফাজ্জল হোসাইন, মোহাম্মদ ফজলে হক, হাফিজ মো: খলিলুর রহমান, আবু সালেহ মো: হাবিবুর রহমান, মুহাম্মদ শামসুল ইসলাম, মো: আব্দুল খালেক মিয়া।

দ্বিতীয় শ্রেণি

মো: আব্দুল জাব্বার, মো: আব্দুস শাহীদ, মুহাম্মদ বজলুর রহমান, মো: হাতেম আলী, মো: মোহসীন, মো: শাহিদুল হক, আব্দুল হক, মো: আব্দুল আওয়াল, মুহাম্মদ আলি, মো: লোকমান হুসাইন সরদার, সৈয়দ মুরশেদুজ্জামান, মো: আব্দুল মতিন, আবুল কালাম মুহাম্মদ জাকের হোসাইন, শায়খ আব্দুল বারি, মুহাম্মদ মুজাম্মিল হক, আবুল ফজল মুহাম্মদ আব্দুর রব, মো: আমিনুদ্দিন মিয়া, সিরাজুজ জামান, আবুল কালাম মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ তালুকদার, এ.কে.এম. আবুল হাশেম, মো: জাকিউদ্দিন, আবুল মুকার্‌রম মো: লুৎফুর রহমান।

তৃতীয় শ্রেণি

শরীফ মুহাম্মদ লুৎফুর রহমান, মুহাম্মদ নুরুল হক, মুহাম্মদ আব্দুল মালেক, হাফেজ মুহাম্মদ লুৎফুর রহমান।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৩৫ জন, ১ম শ্রেণি ৬ জন, ২য় শ্রেণি ২২ জন, ৩য় শ্রেনী ৪ জন, মোট ৩২ জন, পাশের হার ৮৮.৮%

১৯৭৫ সালের এম.এ ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি

মো: আব্দুল বাকি, মো: শামসুল ইসলাম, আবুল আব্বাস মো: আব্দুল কুদ্দুস ভূঁইয়া, নুর মোহাম্মদ।

দ্বিতীয় শ্রেণি

আবুল কালাম মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম, মুহাম্মদ আব্দুস শাকুর, আবু জালাল মোহাম্মদ নাজমুল আজিজ, মো: আব্দুল মালেক, মুহাম্মদ আব্দুল মোমেন, আবুল কামাল মোহাম্মদ আলী, মোহাম্মদ শাহজাহান মিয়া, এ.কে.এম. মোজাহেরুল হক, মুহাম্মদ সাইফুদ্দিন, মুহাম্মদ আবুল খায়ের, আবু সৈয়দ মুহাম্মদ শাব্বির

আহমদ, আবু ইমরান মো: শফিউর রহমান, মুহাম্মদ আব্দুল মতিন, মুহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, মুহাম্মদ আব্দুস সালাম, এম. শাহিদুল ইসলাম, মো: আলী হায়দার হাবিব উল্লাহ, মুহাম্মদ আব্দুল হাই, মো: আখতারুজ্জামান।

তৃতীয় শ্রেণি

আবু সালেহ মোহাম্মদ এসহাক আনসারী, মুহাম্মদ আনোয়ারুল হক, মুহাম্মদ সাঈদুর রহমান, মো: গোলাম কিবরিয়া খান, মুহাম্মদ ইউসুফ আলি চৌধুরী, মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, আব্দুল জাব্বার সিকদার, ইমামুদ্দিন আহমেদ খান, মুহাম্মদ আয়েজ, মো: আনোয়ার হোসাইন, মুহাম্মদ লুৎফুর রহমান, মুহাম্মদ আব্দুল হামীদ, আবুল ফজল মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৩৮ জন, ১ম শ্রেণি ৪ জন, ২য় শ্রেণি ১৯ জন, ৩য় শ্রেণি ১৩ জন, মোট ৩৬ জন, পাসের হার ৯৪.৭%

১৯৭৬ সালের এম.এ ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি

এ.কে.এম. মুজতবা হুসাইন, আবুল খায়র মো: আব্দুল কাদির, নাজির আহমদ, মো: মোস্তফা, আবুল হাসানাত মুহাম্মদ ইয়াহইয়ার রহমান, মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান, আবু জাফর মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান।

দ্বিতীয় শ্রেণি

মুহাম্মদ যাইনুল আবেদীন, মো: খুরশিদ আলম, মুহাম্মদ সাখাওয়াত হুসাইন, আবুল বাশার মোহাম্মদ আব্দুল কাদির, মো: জালাল উদ্দিন, মুহাম্মদ সৈয়দ আহমদ খান, মো: আবুল কালাম পাটওয়ারী, মো: হিদায়াতুল্লাহ, উম্মে সালমা বেগম, মো: মুজিবুর রহমান কাজী, আবু নোমান মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ, মুহাম্মদ হেমায়েত উদ্দিন, এ.বি.এম. মুখলেসুর রহমান মির, মো: আব্দুর রশিদ, মো: আব্দুল মান্নান, মো: আমিন উদ্দিন খান, আবুল খায়র মুহাম্মদ আব্দুর রব, মোহাম্মদ আব্দুল কাদির, মুহাম্মদ তাইয়েব উজ্জামান, মো: বজলুর রহমান, মো: হাসান আলি, আবুল খায়ের মোহাম্মদ এমদাদুল্লাহ, এ.কে.এম. আনোয়ার হোসাইন ভূঁইয়া, মো: সাহাবুদ্দিন, মো: শহিদুল্লাহ পাটওয়ারী, মাকবুল আহমেদ খান,

তৃতীয় শ্রেণি

আব্দুল জাব্বার সিকদার, মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ ফকির, এ.বি.এইচ.এম. হাবিবুল্লাহ, আবুল খায়ের মুহাম্মদ সোলাইমান, মোহাম্মদ সালেহ উদ্দিন, সৈয়দ আবুল ফয়েজ আশরাফ আহমেদ, মুহাম্মদ আব্দুর রউফ, মোহাম্মদ সিদ্দিক, মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম মিয়া, মুহাম্মদ মুকতিয়ার হোসাইন, জিন্নাত নাহার।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৪৫ জন, ১ম শ্রেণি ৭ জন, ২য় শ্রেণি ২৬ জন, ৩য় শ্রেণি ১১ জন, মোট ৪৪ জন, পাশের হার ৯৮.০%

১৯৭৭ সালের এম.এ ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি

মুহাম্মদ রুহুল আমিন, মোহাম্মদ তাইবুর রহমান

দ্বিতীয় শ্রেণি

নুর মোহাম্মদ, এসকে. নূর মুহাম্মদ, মুহাম্মদ শামসুল আলম, মুহাম্মদ আমজাদ হুসাইন, আবুল হোসাইন মোহা: লুৎফুল হক ফারুকী, মো: ফাউয়ুল কবীর, বিলকিস বানু, আবুল খায়র মোহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ, মো: দলিল উদ্দিন, এ.এস.এম. মুসা, মো: কেফায়েতুল্লাহ হিলালি, হোসনে আরা বেগম, রোকেয়া বেগম, মো: নজরুল বেগম, আবুল ফাজল মুহাম্মদ আব্দুস সামাদ মিয়া, রোফিয়া বেগম, মমতাজ বেগম, আমেনা আখতার খাতুন।

তৃতীয় শ্রেণি

মো: আক্কাস আলী, মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, মুহাম্মদ আইউব আলী।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ২৬ জন, ১ম শ্রেণি ২ জন, ২য় শ্রেনী ১৮ জন, ৩য় শ্রেণি ৩ জন, মোট ২৩ জন, পাশের হার ৮৮.৪৬%

১৯৭৮ সালের এম.এ ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণি

মো: আবুল ফাতাহ ভূইঞা, মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, এফ.এম. এ.এইচ তাকি, এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম, মুহাম্মদ জাকারিয়া, মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, মুসাম্মৎ সোফিয়া খাতুন।

দ্বিতীয় শ্রেণি

মো: জাফর আহমেদ, মাহমুদুল হক ফারুক, মো; হাবিবুর রহমান মিয়া, মো: মোহসিন, এ.কে.এম. আবু তাহের মিয়াহ, মো: আব্দুস সাত্তার, এ.বি.এম. আলাউদ্দিন আহমেদ, মো: আলিমুদ্দীন, মোসা: রাবিয়া খাতুন, মোহাম্মদ মোফিজুর রহমান মৃধা, মোহাম্মদ আব্দুল জলিল মিয়া, মো: নুরুল ইসলাম, মো: আসমত উল্লাহ, শাহানা বেগম, মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক, মো: আব্দুল মতিন খান, এস.এম.পি.জেড. গোলাম মোস্তফা, মো: এনামুল হক, মো: শফিকুল ইসলাম ফারুকী, মো: মোবারক আলী দুররানী, এ.এইচ.এম. সাইফুদ্দীন ইয়াহইয়া, খন্দকার মো: ইউসুফ, মো: আব্দুল হালিম মিয়া, মুহাম্মদ আব্দুস সাবুর, রহিমা আখতার, হাফেজ মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, মোহাম্মদ মফিজুল ইসলাম, মো: আবুল হাশেম।

তৃতীয় শ্রেণি

মোমতাজ উদ্দিন আহমেদ, নুরুল ইসলাম, মো: শামসুল হক খান, এম.এম. রফিক উল্লাহ, শেখ মো: আব্দুল মান্নান।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৪৪ জন, ১ম শ্রেণি ৭ জন, ২য় শ্রেণি ২৮ জন, ৩য় শ্রেণি ৫ জন, মোট ৪০ জন, পাশের হার ৮৯.০%

১৯৭৯ সালের কোর্স পদ্ধতিতে ফাইনাল এম.এ. পরীক্ষার ফলাফল

কোর্স-এ

প্রথম শ্রেনী

মুহাম্মদ আব্দুস শুকুর, মো: সালাহ উদ্দিন, মোহাম্মদ জাকির আমিন, মো: আব্দুল বারি।

দ্বিতীয় শ্রেণি

গাজি মোশাররফ হোসাইন, আবুল কালাম আজাদ, মোহাম্মদ আতিকুর রহমান খান, মো: হাবিবুর রহমান খান, মো: আমানুল্লাহ, আবু তাহের মোহাম্মদ শামসুদ্দোহা, মো: আব্দুর রাজ্জাক, মো: আব্দুস সালাম, সুলতান আহাম্মেদ, মো: রুহুল আমীন খান, এ.কে.এম. সুলতান, নুর মোহাম্মদ ফারুকী, মো: মুজিবুর রহমান, আবুল বাশার মো: খালিদ, মো: আনওয়ারুল হক, মো: হোসাইন খান, মো: আবু বকর সিদ্দিক, এম.এম. রফিক উল্লাহ, মো: নাজমুল হক, মো: নুরুল আমিন, মো: হারুন উর-রশীদ মিয়া, মোহাম্মদ সৈয়দ আহমদ, মোহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম, এ.বি.এইচ.এম. হাবিবুল্লাহ, মো: আনোয়ারুল ইসলাম।

তৃতীয় শ্রেণি

মোহাম্মদ রুহুল আমিন, আবুল আতিক মো: আবু বকর সিদ্দিক।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৩৩ জন, ১ম শ্রেণি ৪ জন, ২য় শ্রেণি ২৫ জন, ৩য় শ্রেণি ২ জন, মোট ৩১ জন, পাশের হার ৯৪%

কোর্স-বি

প্রথম শ্রেণি

উম্মে সালেমা বেগম, মনোয়ারা বেগম, আবুল কালাম মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, মোঃ শফিকুল ইসলাম, এ.এফ.এম. বাদরুল ইসলাম মিয়া।

দ্বিতীয় শ্রেণি

সৈয়দা রাজিয়া নূর, মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক মাতাব্বর, এস.এম. মাহাবুবুর রহমান, এ.এস.এম. এনায়েত উল্লাহ, মোঃ আব্দুল কাইউম মিয়া, খন্দকার মোঃ সোলাইমান, মাহবুবুর রহমান, মোঃ কামাল উদ্দিন, আবুল হাসান মোহাম্মদ ইয়াহইয়া, মোঃ আজিজুল হক, মোঃ শাহাবুদ্দিন মোল্লা, লুৎফুন নেসা, মোঃ আবুল কালাম আজাদ, এ. মোত্তালিব আখন্দ, মোঃ শামসুল হক, মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ২১ জন, ১ম শ্রেণি ৫ জন, ২য় শ্রেণি ১৬ জন, ৩য় শ্রেণি ০০, মোট ২১ জন, পাশের হার ১০০%

১৯৮১ সালের কোর্স পদ্ধতিতে ফাইনাল এম.এ পরীক্ষার ফলাফল

কোর্স- এ

প্রথম শ্রেণি

আবু বকর মোহাম্মদ মাউদুদ খান, আবুল বাশার মোহাম্মদ আমীরুল ইসলাম, আবু নছর আহমাদ উল্লাহ মিয়া।

দ্বিতীয় শ্রেণি

এ.এস.এম. মহিউদ্দিন, আবুল বাশার মোঃ আবদুল হাই মিঞা, মুহাম্মদ নুরুল আমীন, মোহাম্মদ শাহজাহান খান, মুহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম আশরাফী, মোহাম্মদ জহুরুল হক, মোঃ নুরুজ্জামান, আবদুর রব।

তৃতীয় শ্রেণি

মোঃ রুহুল আমিন মিয়া, খালেদা বেগম।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ১৪ জন, ১ম শ্রেণি ৩ জন, ২য় শ্রেণি ৮ জন, ৩য় শ্রেণি ২ জন, মোট ১৩ জন, পাশের হার ৯৩%

কোর্স- বি

প্রথম শ্রেণি

মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ, আবুল ফজল মোঃ রিয়াজ উদ্দিন, এ.এস.এম. আবদুল ওহাব, মোহাম্মদ রুহুল আমীন।

দ্বিতীয় শ্রেণি

সাইয়েদ মুজতবা আহমদ খান, মোঃ ইসহাক আলী, মোঃ আবদুল লতিফ, ফেরদৌসি বেগম।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৯ জন, ১ম শ্রেণি ৪ জন, ২য় শ্রেণি ৪ জন, মোট ৮ জন, পাশের হার ৮৮.০%

১৯৮২ সালের ফাইনাল এম.এ পরীক্ষার ফলাফল

কোর্স - এ

প্রথম শ্রেণি

মোঃ আছেম বিল্লাহ, মোঃ ইব্রাহীম, মোঃ আবদুল আলী ফারুকী, আবুল বারাকাত মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় শ্রেণি

আবু সালেহ মো: হারুনার রশীদ, আবুল খায়ের মো: শফিকুল ইসলাম, মো: নাজিম উদ্দীন, মো: নূরুল ইসলাম হাওলাদার, মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম ফারুক, মো: আমজাদ হোসেন, সৈয়দ সারোয়ার আলম, এ.কে.এম. শহীদুল্লাহ।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ১২ জন, ১ম শ্রেণি ৪ জন, ২য় শ্রেণি ৮ জন, মোট ১২ জন, পাশের হার ১০০%

কোর্স - বি

প্রথম শ্রেণি

আবুল খায়ের মো: রেজাউদ্দিন, মো: শাহ আলম ভূঞা, বেদৌরা নাসরীন।

দ্বিতীয় শ্রেণি

রাবেয়া হাবিব, শাহী উম্মুল বানীন, ওয়াহিদুন নেসা, মো: নিজাম উদ্দিন, শওকাত হোসেন, এস.এস. খোরশেদ আলম, মোহাম্মদ বিলাত খান, মো: আনিছুর রহমান, মো: আতাউর রহমান, আবুল কালাম আজাদ, মো: মাহবুবুল আলম, মো: শামছুল আলম, মো: মহিউদ্দীন মোল্লা, আহাম্মদ ইফাজ উদ্দিন।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ১৭ জন, ১ম শ্রেণি ৩ জন, ২য় শ্রেণি ১৪ জন, মোট ১৭ জন, পাশের হার ১০০%

১৯৮৩ সালের কোর্স পদ্ধতিতে ফাইনাল এম.এ পরীক্ষার ফলাফল

কোর্স - এ

প্রথম শ্রেণি

মোহাম্মদ আবুদল আউয়াল গাজী, মোহাম্মদ মহিউদ্দিন, মো: মোছলেহ উদ্দিন।

দ্বিতীয় শ্রেণি

মো: ইদ্রিস, মোহাম্মদ রুহুল আমিন, মো: আ: হান্নান মিয়া, এ.টি.এম. হেমায়েত উদ্দিন, মির্জা আবু মো: শহীদুল হক, আবুল খায়ের মোহাম্মদ আহসান উল্লাহ, এম.ডি, আতাহার উদ্দিন।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ১০ জন, ১ম শ্রেণি ৩ জন, ২য় শ্রেণি ৭ জন, ৩য় শ্রেণি ০০, মোট ১০ জন, পাশের হার ১০০%

কোর্স - বি

প্রথম শ্রেণি

আ.স.ম. মৈনুর, মোহাম্মদ তোফায়েল আহমদ, মোহাম্মদ আবদুল মোমিন।

দ্বিতীয় শ্রেণি

মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক সিকদার, মো: সাইফুল ইসলাম, মো: মাহতাব উদ্দিন, মো: জয়নাল আবেদীন ভূঁঞা, মো: আতিকুর রহমান, এ.কে.এম. শামসুল আলম, মো: লুৎফর রহমান, নাগির উদ্দিন মোহাম্মদ হুমায়ুন, শাহিন, সুলতানা, এ.এস.এম. সিরাজ উদ্দিন আহাম্মেদ, এস.এম ফারুক, সৈয়দা লতিফা খাতুন, নাসির আহম্মদ, কাজী ফাতেমা জোহরা, রোকেয়া আক্তার, আবু জাকির মো: কফিন উদ্দিন, আবু খালেদ মো: ছাইফউল্লাহ, আনোয়ারা বেগম, গোলাম ফারুক, নুরুন নেসা খাতুন, লুৎফুন নেছা বেগম, মো: আবদুল গফুর মোল্লা, সুলতানা বেগম, রুফিয়া আহাম্মেদ, মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন, রোকেয়া বেগম, মোহাম্মদ আবদুস সালাম, খোন্দকার মো: আলাউদ্দিন, শীরিন সুলতানা।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৩২ জন, ১ম শ্রেণি ৩ জন, ২য় শ্রেণি ২৯ জন, মোট ৩২ জন, পাশের হার ১০০%

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৪ সালের কোর্স পদ্ধতিতে ফাইনাল এম.এ পরীক্ষার ফলাফল

কোর্স - এ

প্রথম শ্রেনী

হাফিজ আমীর হাসান খন্দকার, মোঃ মমতাজ উদ্দিন, এ.কে.এম.মোসলেম উদ্দিন, মোহাম্মদ তৈয়বুর রহমান, মোহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন

দ্বিতীয় শ্রেনী

মোঃ আনোয়ার হোসেন, মোহাম্মদ আবদুল আলীম নিজামী, মোহাম্মদ মতিউর রহমান, মোহাম্মদ মফিজুল ইসলাম, মোহাম্মদ মাকছুদুর রহমান, আবু জাফর মোহাম্মদ হেমায়েত উদ্দিন, মোহাম্মদ শহীদুর রহমান, মুহাম্মদ খাদেমুল ইসলাম, এস.এম মুজিবুর রহমান, মোঃ শামছুল হক, ছৈয়দ আবুল মুজাররদ আশিক বিল্লাহ, আবুল খায়ের মোহাম্মদ আবদুল হাই, আবু সাদাত মুহাম্মদ মুছা সাঈদী, এ.কে.এম. আনছার উদ্দিন তালুকদার, আবু ছালেহ মোঃ খুরশীদ আলম, আবুল বাশার মোঃ শাফি উল্লাহ, মোহাম্মদ উল্লাহ ভূঞা।

ফলাফল পরিসংখ্যান

মোট উপস্থিতঃ ২২জন, ১ম শ্রেনীঃ ৫জন, ২য় শ্রেনীঃ ১৭জন, ৩য় শ্রেণি ০০, মোট ২২ জন, পাশের হার ১০০%

কোর্স-বি

প্রথম শ্রেনী

মোঃ হুমায়ুন কবির চৌধুরী, মোহাম্মদ বদর উদ্দিন, মোহাঃ আবদুস সামাদ আল-মাহদী।

দ্বিতীয় শ্রেনী

এ.বি.এম. নওয়াব আলী, মুহাম্মদ আলী ইসা, আবুল কাশেম মোঃ নুরুল করিম ভূঞা, শাহনাজ বেগম, মোঃ রেজাউল করিম, আবুল হাসান নুর মোহাম্মদ খান, মোঃ আমীর হোসেন, নাফীসা বেগম, আবদুল গণী, সুরাইয়া বেগম, মোঃ আবুল কালাম আজাদ, মোহাম্মদ শাহজাহান মিয়াজি, মোঃ আবদুল হাই, এস.এম. শহীদুল্লাহ, ফেরদৌসী রহমান, এ.কে.এম. আবদুল্লাহ, মনোয়ারা বেগম, মমমতাজ বেগম, মুহাম্মদ আবদুল লতিফ, কাজী মিনার সূলতানা, মোহাম্মদ মোহসিন উদ্দিন মোড়ল, মোঃ হাবিবুর রহমান, রাশিদা আখন্দ, সৈয়দ আহমদ, শবনম শিরিন, রায়হানা বেগম, মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, আবু নোমান মোঃ আমিন উল্লাহ, মোঃ আমিনুর রহমান, মোঃ মাহফুজুল ইসলাম, মোস্তফা কামাল, মোঃ আবদুল জলিল, মোঃ মোজাম্মেল হক, মেহেরুন্নেসা খাতুন, হোসনেয়ারা বেগম, মোহাম্মদ আবদুল হালীম, রেহানা শিহাব, সৈয়দ জহিরুল হক, মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসাইন, মোঃ আফজাল হুসাইন, মোহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ, আবুল কালাম আজাদ, মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দীন, মোঃ আবদুল হামিদ, খোন্দকার আবু নুর মোঃ শফিকুল আলম, মোঃ মাফুজুর রহমান, আবু সালমান মোহাম্মদ আবদুল মতিন, মোঃ আমিনুল ইসলাম, সাহিদা আকতার, জেবউন নাহার, আবু তাহের মোহাম্মদ নুরুল আমিন।

তৃতীয় শ্রেণি

মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, মোঃ খায়রুল আমিন।

ফলাফল পরিসংখ্যান

মোট উপস্থিতঃ ৫৬জন, ১ম শ্রেণি ৩জন, ২য় শ্রেণি ৫১ জন, ৩য় শ্রেনী ২জন, মোট ৫৬ জন, পাশের হার ১০০%

১৯৮৫ সালের কোর্স পদ্ধতিতে এম.এ শেষ পর্ব পরীক্ষার ফলাফল

কোর্স - এ

প্রথম শ্রেণি

মো: মোস্তাফিজুর রহমান, মোহাম্মদ আবদুস সালাম, মুহাম্মদ আবদুর রাহীম, মো: নুরুল হক, মোহাম্মদ আবদুল আলীম, মোহাম্মদ আবুল কাসেম, এ.কে.এম. খাইরুল্লাহ, মো: ফজলুর রহমান, মোহাম্মদ জোবায়দুল ইসলাম।

দ্বিতীয় শ্রেণি

এ.কে.এম আব্দুছ ছালাম, মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, আবুল ফজল মোহাম্মদ আবদুল করিম, হাফেজ কাজী আহমাদুল্লাহ, চৌধুরী মুহাম্মদ আলমগীর, মোহাম্মদ মাইন উদ্দিন আকবরী, মো: মোশাররাফ হোছাইন, এস.এম. ফিরোজ আলম, হাফিজ মুহাম্মদ আবদুল বারী, মো: আবদুল বাতেন, মুহাম্মদ নাজমুচ্ছায়াদাত, মো: এমরান হোসেন, মোহাম্মদ ফজলুল হক, মো: নাসির উদ্দিন ফকির, মো: ওয়াহিদুজ্জামান সায়িদী, ফকির মো: আহছান উদ্দিন, মোহাম্মদ আব্দুস ছালাম মিয়া, ফকির মোহাম্মদ আলী, মো: লুৎফর রহমান, মোহাম্মদ শফি উল্যাহ, মোহাম্মদ হাফিজুল ইসলাম, মো: হাছিবুর রহমান ভূঞা, মো: মোছলেহ উদ্দিন, মোহাম্মদ আমীন খান, আবুল হাছানাত মো: শোয়ায়েব খান, মো: মোজাম্মেল হক, মো: রফিক উল্লাহ ভূঞা, মো: ইমাম হোসেন।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৩৭ জন, ১ম শ্রেণি ৯ জন, ২য় শ্রেণি ২৮ জন, মোট ৩৭ জন, পাশের হার ১০০%

কোর্স - বি

প্রথম শ্রেণি

মো: মজিবুর রহমান চৌধুরী, মো: আলমগীর রহমান।

দ্বিতীয় শ্রেণি

মুহাম্মদ আকবর হুছাইন, মো: আব্দুল মুছাব্বির, শেখ এ.কে. মোজাফ্ফর হোসেন, সালমা বানু, মো: আলামুর রহমান, মো: মাসুদ চৌধুরী, মো: হাবীবুর রহমান, আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন, মো: রেজাউল হাসান, মুহাম্মদ এরশাদ উল্লাহ ভূঞা, জিন্নাত আরা বেগম, শাহেনা ইয়াছমিন, আবুল কালাম খান, মো: মোখলেছুর রহমান খান, নজরুল ইসলাম চৌধুরী, জসীম উদ্দিন, মোছা: রেবেকা সুলতানা, দেওয়ান আবদুল কাদের, কাজী জেরীনা আক্তার, কাজী সাখাওয়াৎ হোসেন, নাজমুন নাহার, মোসাম্মৎ শরীফা খাতুন, জোবাইদা খাতুন, মো: আবদুল হাই, সেলিনা আখতার খান, উম্মে আসমা, মো: রুহুল আমীন, মো: আবদুছ ছালাম, মো: গোলাম হাফিজ, মো: জুলফিকার আলী খান, এস.এম. রেজোয়ানুল করিম, হোসাম উদ্দিন শেখ, আঞ্জুমান আরা পারভীন, আবু সাঈদ মো: ফরিদ, সৈয়দ মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন, কে.এম. কাওসার আলী, মো: আব্দুল ওয়াজেদ, মো: গোলাম রহমান, আ.ন.ম. ফখরুল আলম খান, মো: ইকবাল কবীর খান, গাজী নুরুজ্জামান, আখতারী বেগম, মো: আমজাদ হোসেন, আবু তাহের মো: আনোয়ার হোসেন, মো: আবদুস শুকুর, এইচ.এম. গোলাম ছরোয়ার, আবু ইউসুফ মুহাম্মদ মোছলেম, মো: ছোরমান আলী, মুহাম্মদ আব্দুর রহীম।

তৃতীয় শ্রেণি

আজিজ মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ, মো: আমান উল্লাহ সরকার, ফখরুল ইসলাম চৌধুরী

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৫৩ জন, ১ম শ্রেণি ২ জন, ২য় শ্রেণি ৪৮ জন, ৩য় শ্রেণি ৩ জন, মোট ৫৩ জন, পাশের হার ১০০%

১৯৮৬ সালের কোর্স পদ্ধতিতে এম.এ শেষ পর্ব পরীক্ষার ফলাফল

কোর্স - এ

প্রথম শ্রেণি

মুহাম্মদ শফিকুর রহমান, হাফিজ মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, আহমদুল্লাহ খান, নাসিমা খানম, মো: আব্দুল লতিফ, মো: খাজা আহমদ মিয়াজী,

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় শ্রেণি

মো: শফিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ আব্দুন নূর, মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, মো: আ: সালাম মিয়া, মো: গিয়াস উদ্দীন, আবু নোমান মো: মফিজুর রহমান, ফকির মো: লিয়াকত আলী, মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, ফেরদৌস আরা খানম, মোহাম্মদ আবদুল লতীফ, মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, আবু তালেব মুহাম্মদ নুরুল আবছার, মোহাম্মদ হাফিজ উল্লাহ খাঁন, মানছুর আহমদ, খান মো: আ: খালেক ফারুকী, মোহা: হাবিবুর রহমান, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান নোমানী, মোহাম্মদ নাছরুল্লাহ, মোহাম্মদ নুরুল্লাহ, মোহাম্মদ আবুল হোছাইন, মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ২৭ জন, ১ম শ্রেণি ৬ জন, ২য় শ্রেণি ২১ জন, মোট ২৭ জন, পাশের হার ১০০%

কোর্স - বি

প্রথম শ্রেণি

মোহাম্মদ জিয়াউল হক, আবু সাইদ মো: মোস্তফা কামাল, মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, হাফেজ মোহাম্মদ আবুল মোবারক।

দ্বিতীয় শ্রেণি

নুরুন নাহার, মো: আবদুস সাত্তার, খালেদা বানু, আরজু খানম, মো: হুমায়ুন কবীর সিকদার, মুহাম্মদ ওয়াহিদুল আলম, মো: আখতারুজ্জামান তালুকদার, মুহাম্মদ ইলিয়াছ, মো: এহছানুল হক খান, মোহাম্মদ শাহজাহান, মো: দেলোয়ার হোসেন মজুমদার, মুহাম্মদ বশির উল্লাহ, মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, মো: তাজুল ইসলাম।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ১৮ জন, ১ম শ্রেণি ৪ জন, ২য় শ্রেণি ১৪ জন, মোট ১৮ জন, পাশের হার ১০০%

১৯৮৭ সালের কোর্স পদ্ধতিতে এম.এ শেষ পর্ব পরীক্ষার ফলাফল

কোর্স - এ

প্রথম শ্রেণি

মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম আকন, মো: আ: হাকিম, মোহাম্মদ ইউসুফ আলী শেখ, মুহাম্মদ হারুনুর রশীদ, আহমাদ আলী, মোহাম্মদ আছমত আলী, মোহাম্মদ শাহ আলম খান।

দ্বিতীয় শ্রেণি

মোহাম্মদ ইসরাইল হুসাইন, মুহাম্মদ নিয়াজুল ইসলাম, শেখ মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান, মুহাম্মদ অহিদুল ইসলাম, মো: মোশাররাফ হোসাইন আজাদী, আ: ওয়াহহাব মোল্লা, মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, মোহাম্মদ মোহসীন আলী, মোহাম্মদ ইব্রাহীম মোল্লা, মোহাম্মদ হযরত আলী, মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, মোহাম্মদ আবদুল মজিদ আখন্দ, শরীফ মো: আব্দুল কুদ্দুস মিয়া, মো: আব্দুছ ছালাম মিয়া, হাফেজ মো: আমির হোসেন, মোহাম্মদ মুহিববুল্লাহ, আবুল কাশেম মো: ফজলুল হক, আবু নাঈম মোহাম্মদ শামসুল ইসলাম মাহমুদ, হাফেজ মোহাম্মদ আবু মুসা, মোহাম্মদ সাঈদুর রহমান, মো: হেলাল উদ্দিন খন্দকার, মুহাম্মদ ফখরুল আলম মিয়া, আবুল হাছানাত মো: রেজওয়ান উদ্দীন।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৩২ জন, ১ম শ্রেণি ৭ জন, ২য় শ্রেণি ২৩ জন, মোট ৩০ জন, পাশের হার ৯৩.৭৫%

কোর্স- বি

প্রথম শ্রেণি

আহমাদ আলী মোল্লা, বুশরা খাতুন, মুহাম্মদ লিয়াকত আলী।

দ্বিতীয় শ্রেণি

সালেহা পারভীন, সাহানা খান, মুহাম্মদ ইব্রাহীম মিঞা, হাসিনা আফরিন, মোহাম্মদ মমিনুল ইসলাম মজুমদার, মো: আব্দুল গণি, মো: মহসিন আলী মোল্লা, মো: জাহাঙ্গীর আলম, বদরুন্নাহার, জাকিয়া আখতার, গোলাম মোস্তফা আকন্দ, সাহানা আফরোজ, মো: আজিজুল হক, বেগম মাশহুদা, মো: নিজাম উদ্দিন, মোহাম্মদ সিরাজ উদ-দৌলাহ, পলিমা আক্তার খানম, হেলেনা বেগম, মো: রফিকুল ইসলাম, মুহাম্মদ শাহজাহান প্রধানীয়া, নাহিদা খানম।

তৃতীয় শ্রেণি

মো: আব্দুল গফুর

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ২৫ জন, ১ম শ্রেণি ৩ জন, ২য় শ্রেণি ২১ জন, ৩য় শ্রেণি ১ জন, মোট ২৫ জন, পাশের হার ১০০%

বার্ষিক কোর্স পদ্ধতিতে ১৯৮৮ সালের এম.এ. শেষ পর্ব পরীক্ষার ফলাফল

কোর্স- এ

প্রথম শ্রেণি

মুহাম্মদ আবদুর রশীদ, মুহাম্মদ আবদুল কবীর, মুহাম্মদ মাকছুদুর রহমান, মুহাম্মদ মুশফিকুর রহমান, মুহাম্মদ রাইছ উদ্দিন ভূঞা, মোহাম্মদ আশরাফ উদ্দিন, মো: আবুল বাসার ভূঁঞা, মুহাম্মদ জমির উদ্দীন সিদ্দিকী, মুহাম্মদ হায়দার আলী আকন, মুহাম্মদ আবিদুল মান্নান, মোহাম্মদ মনিরুল আলম, মুহাম্মদ কামরুল বারী ইযাযী, মুহাম্মদ ইমামুল ইসলাম, আবুল হাসানাত মো: আবদুল্লাহ, মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, মো: মোজাম্মেলুল হক।

দ্বিতীয় শ্রেণি

মাইন উদ্দিন আহমদ, মুহাম্মদ নুরুল আমিন, মুহাম্মদ শাসছুল হক, আবু তৈয়ব আহমাদুল্লাহ, মোহাম্মদ মুহিববুল্লাহ, মোহাম্মদ আশরাফ উদ্দিন সরদার, মো: আবুদল হামিদ মিয়া, মোহাম্মদ আবুদল ওয়াহিদ, মুহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, মো: শহীদুল্লাহ, মো: আলী এরশাদ হোসেন আজাদ, মো: আখতারুজ্জামান, আবুল আলা মো: ইকবাল হোছাইন, মো: আবুদর রহমান, শাহ মোহাম্মদ আলী, মো: মাছুমুর রহমান আকবরী, মোহাম্মদ বেলাল উদ্দীন, মোহাম্মদ জিয়াউল হক, মোহাম্মদ আবদুল বারী পাটওয়ারী, আবু মোহাম্মদ আবুদল মতিন, মোহাম্মদ আব্দুল লতীফ, মুহাম্মদ ছাইয়েদ আহমেদ, আবুল বাশার মো: ইমামুদ্দীন, মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান, সামছুন নাহার, ফেরদৌসী বেগম, মো: আব্দুল করিম, মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক জেহাদী, মো: আবুল বাশার।

তৃতীয় শ্রেণি

মোহাম্মদ আহছান উল্যাহ আল কাদেরী, মো: ছানোয়ার হোসেন।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৫২ জন, ১ম শ্রেণি ১৬ জন, ২য় শ্রেণি ২৯ জন, ৩য় শ্রেণি ২ জন, মোট ৪৭ জন, পাশের হার ৯০.৩৮%

কোর্স- বি

প্রথম শ্রেণী

মুহাম্মদ শফিক আহমেদ, আবু সাঈদ মো: নুরুল ইসলাম, হাফেজ মোহাম্মদ আব্দুল হাই

দ্বিতীয় শ্রেনী

মানজুমা খানম শিল্পী, মহিউদ্দীন আহমেদ, মো: জামাল উদ্দিন, আবুল মাছাকিন মো: আনোয়ারুল হক, আবু তাহের মো: রুহুল আমীন, মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন মোল্লা, মো: আশরাফুল আলম, মো: মোবারক হোসেন ভূঁঞা, মো: সিরাজুল হক, হাসীনা বেগম, রোকসানা আকতার, মো: জাকিরুল ওসমান,

Dhaka University Institutional Repository

রিজিয়া বেগম, জাকিয়া বেগম, মো: আলী আকবর খান, সারফীন ছিদ্দিকা খন্দকার, আবুল সালেহ মো: আবদুল হামিদ, মো: নুর ইসলাম, খন্দকার মো: সাখাওয়াত হোসেন, মনজুর আহমেদ, মুহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, মো: জসীম উদ্দিন, মো: আব্দুল্লাহ হেল মমিন, সৈয়দ আবু বকর সিদ্দিক, ফেরদৌসী বেগম, নীলুফার রশীদ, মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক, মাহামুদুল হাসান, মোহাম্মদ রশিদ আহাম্মদ হোসাইনী, জিন্নাতুন নাহার, হাসনে আরা বেগম, মো: জাহিদুল ইসলাম, মোল্লা মিজানুর রহমান, মো: মোশারেফ হোসেন, মো: আখতারুজ্জামান, মোস্তারী জাহান, সুলতানা রোকসানা বানু, মো: মোন্নাফ আলী, রোকসানা পারভীন, সৈয়দা নাজমা শাহীন, নাসরীন আক্তার, নাঈমা সুলতানা, আবদুল বারি খান, ফরিদা ইয়াসমিন, মো: নজরুল ইসলাম, আসমা খাতুন, মো: তাফাজ্জুল হোসেন, মো: মতিয়ুর রহমান, সৈয়দা আফরোজা বেগম, মো: ছগীরুজ্জামান নকীব, শামীম মাহফুজা আখতার, শামীম আরা বেগম, মুনিরা খাতুন, মো: বেল্লাল হোসেন, মো: আনিছুর রহমান, মো: অহিদুল্লাহ, আছিয়া বেগম, আফরোজা খানম, মোসাম্মৎ সাহার বানু, খন্দকার ফেরদৌস আরা বেগম।

তৃতীয় শ্রেনী

মো: আব্বাছ আলী খান

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৭৫ জন, ১ম শ্রেনী ৩ জন, ২য় শ্রেনী ৬০ জন, ৩য় শ্রেনী ১ জন, মোট ৬৪ জন, পাশের হার ৮৫.৩৩%

বার্ষিক কোর্স পদ্ধতিতে ১৯৮৯ সালের এম.এ. শেষ পর্ব পরীক্ষার ফলাফল

কোর্স- এ

প্রথম শ্রেণি

মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, আবু জাফর মুহাম্মদ নুমান, শামীম আরা চৌধুরী, মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, শোয়াইব আহমাদ খান, মো: মাহবুবুল ইসলাম, মু: শফিকুল আলম হেলাল, মো: নজরুল ইসলাম, মো: ছাইফ উদ্দিন ভূইয়া, মো: রফিকুল ইসলাম মোল্লা, আবু ছালেহ মোহাম্মদ ছাখাওয়াতুল্লাহ, মো: আব্দুল আহাদ, মো: সহিদুল্লাহ, আবুল কালাম মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, মো: রুহুল কুদ্দুস।

দ্বিতীয় শ্রেণি

মো: মাসুম বিল্লাহ, মো: মোখলেছুর রহমান, মো: আব্দুর রশিদ, আবুল হাসানাত মোহাম্মদ আযীমুল ইহসান, মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান তালুকদার, মোহাম্মদ আবদুল কাদির, সৈয়দ মো: কামরুল হাসান, মো: আব্দুল কাদের, মাকবুল আহমাদ, মারুফ আহমাদ মোমতাজী, মো: ছাদেক, আবু সাঈদ মো: মাহফুজুর রহমান, গাজী সুজায়েত আলী, মো: হাবীবুর রহমান, আবুল খায়ের মো: মুঈন উদ্দিন, বিলকিস বেগম মিল্কী, মাজহারুল হক মাহমুদ, মোহাম্মদ ফজলে রাব্বী, মো: ইদ্রিস আলী, আলী আহমাদ, মো: ওবায়দুল হক, বশীর আহম্মদ, রুবিনা ইয়াছমিন খানম, মো: আবদুল মজিদ, মুহাম্মদ মুহসিন উদ্দীন, আবুল বাশার মো: নূরুল ইসলাম।

তৃতীয় শ্রেণি

কে.এম. নূরুল ইসলাম আল-মুশার্‌রাফ ইবনে কাদির।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৪২ জন, ১ম শ্রেণি ১৫ জন, ২য় শ্রেণি ২৬ জন, ৩য় শ্রেণি ১ জন, মোট ৪২ জন, পাশের হার ১০০%

কোর্স- বি

প্রথম শ্রেণি

মোহাম্মদ আবদুল মুকিম, ফাতেমা জোহরা, মো: হারুনুর রশিদ, মো: কামরুল ইসলাম, মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, নূর মোহাম্মদ, মো: মোশারেফ হোসাইন, মো: মাহবুব আলম।

দ্বিতীয় শ্রেনী

মুহাম্মদ আবদুল কাইউম মিয়া, মোঃ নেছার উদ্দিন মল্লিক, আমেনা খাতুন, মোঃ শাহজাহান মোল্লা, মোসা. আফরোজা বেগম, কামাল উদ্দিন আহমাদ, মোঃ মুনিরুল ইসলাম চৌধুরী, হাফেজ মোঃ নজরুল ইসলাম, মোঃ আকবর হোসেন, সৈয়দা হাছিনা বেগম, শামসুন্নাহার, সৈয়দা মোমেনা খাতুন, মোঃ আবুল কালাম, মোঃ ইউনুছ আলী, আয়েশা সুলতানা, সুলতানা আকতার, মোঃ সায়ীদুল হক, সৈয়দ শামসুল ইসলাম, খোরশেদ আহমদ, মোহাম্মদ আবুল খায়ের, নুসরাত জাহান লিলি, দেলোয়ারা বেগম, মোঃ ফরিদুজ্জামান, সাইমুন নাহার, মোঃ আসাদুজ্জামান, শেখ আব্দুল করিম মোঃ মনিরুজ্জামান, জ্যোৎস্না বেগম, নুরুন নাহার, মহাসিনা ইয়াছমিন, খুরশিদা বেগম, মোঃ আজিজুল হক, মোঃ মিজানুর রহমান মুন্সী, মোঃ মুবিনুর রহমান, সৈয়দা মাহবুবা খাতুন, মোঃ আবুল হোসেন, মোঃ বেলায়েত হোসেন, মোঃ জাকির হোসেন, কাজী আহমেদ নোমান, বিলকিস আখতার, মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান সরকার, আরিফা রহমান, জরিনা আক্তার খানম, মোঃ আবুল হাছানাত মিয়া, শেখ আফজাল হোসেন, মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন, জেসমিন সুলতানা, মাহমুদা বেগম, মোঃ নুরুল আমিন হাওলাদার, মোঃ খলিলুর রহমান, রোকেয়া সুলতানা, মোঃ মাহবুবুর রহমান, দিলারা বেগম, এ.কে.এম. আজিজুল হক খান, মোঃ সাখাওয়াৎ হোসেন, মোহাঃ মাহমুদুর রহমান, ফাতেমা রশিদ, ফেরদৌস আরা খানম, মোঃ ফজলে আলী মিয়া, মোহাম্মদ সেলিম মিয়া, মোঃ জহিরুল ইসলাম, মোঃ রেজাউল করিম, আঞ্জুমান আরা বেগম, এস.এম.আলাউদ্দীন, মোহাম্মদ লোকমান, শায়লা করিম, মোঃ আব্দুল আজিজ, মোঃ মতিউর রহমান, আবু সালেহ মোঃ তাজুল ইসলাম, এ.বি.এম. এনামুল হক খান, সৈয়দা নাজমুন নাহার, মোঃ আঃ হান্নান মিয়া, মোহাম্মদ মতিউর রহমান নিজামী, সাইদা পারভীন, মোঃ আক্রামুল হাসান, পাপীয়া হক, হাফেজ মোহাম্মদ আবদুন নূর খান, শামীমা।

তৃতীয় শ্রেণি

এ.বি.এম. জাহাঙ্গীর কবীর, মশিউর রহমান তালুকদার।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৮৭ জন, ১ম শ্রেণি ৮ জন, ২য় শ্রেনী ৭৬ জন, ৩য় শ্রেণি ২ জন, মোট ৮৬ জন, পাশের হার ৯৮. ৮৫%

বার্ষিক কোর্স পদ্ধতিতে ১৯৯০ সালের এম.এ. শেষ পর্ব পরীক্ষার ফলাফল
কোর্স- এ

প্রথম শ্রেণি

মুহাঃ মুস্তাক আহমদ, মোঃ আবু দাউদ, মোঃ আনোয়ার হোসেন, মুহাম্মদ আমিনুর রহমান, মোহাম্মদ নুরনবী পাটওয়ারী, মোঃ আবু বকর ছিদ্দিক, মোঃ আবদুল মালেক, আবু তোরাব মোঃ আবদুর রব ফারুকী, মোহাঃ মেসবাহুল আলম, মোঃ সফিউদ্দিন, মোঃ মনজুরুর রহমান, মোঃ মমিনুল হক সর্দার, এ.টিএম. ওমর ফারুক, শেখ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, মুহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন, মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, মোঃ নাসির উদ্দিন, আবুল খায়ের মুহাঃ জসিম উদ্দীন, মুহাম্মদ মুসা হুসাইন খান, মোশতাক আহমাদ আকন্দ, মোঃ সহিদুর রহমান খান, আবু নোমান মোঃ মোজাম্মেল হক।

দ্বিতীয় শ্রেণি

শেখ মুহাম্মদ আব্দুল হামিদ, হোসাইন আহমদ, মোঃ সাইফুল ইসলাম, মোঃ হারুনুর রশিদ, মোঃ রুহুল্লাহ, মোঃ আব্দুল কাদের গণী, মোঃ ইব্রাহীম খান, মোহাম্মদ মুহিব্বুল্লাহ, মোঃ মারুফুর রহমান শেখ, মোহাম্মদ আবুল কালাম, মুহাম্মদ আবদুছ ছালাম, আবু নোমান মোঃ মতিয়ার রহমান, এফ কবির আহমদ, হাফেজ মুহাঃ রুহুল আমিন, মুহাম্মদ বদিউজ্জামান, মুহাম্মদ শাহ আলম মিয়া, মোঃ সোহরাব হোসেন, মুহাম্মদ মুয়াজ্জেম হোসাইন, মোঃ আবদুল জলীল আনোয়ারী, আবু সাঈদ মোঃ মোস্তফা কামাল,

Dhaka University Institutional Repository

মো: ওয়ালী উল্লাহ, মোহাম্মদ জুলফুকার আলী, মো: নূরুল আলম, মোহাম্মদ ইসমাঈল হুসাইন, মো: আবু বকর সিদ্দিক আকন্দ, মো: আবুল হোসাইন, মোহাম্মদ আমজাদ হুসাইন, এ.কে.এম. মুজাহিদুল ইসলাম, মো: মজিবুর রহমান আনছারী, মো: মোখলেছুর রহমান, মো: ফারুকে আজম, মো: আলা উদ্দীন, মোহাম্মদ মোকছেদুর রহমান, আবু নাইম মো: আ: হালিম, মাহমুদ মোস্তফা আল মামুন শাহবাজপুরী, মো: রশিদুল হাছান, মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক মিঞা, সাইয়েদ আহমেদ, মোহাম্মদ শওকত হোসেন তালুকদার, খায়রুল বাশার মোহাম্মদ আব্দুল হাকিম, মোহাম্মদ ফজলুল হক, মো: রবিউল হাসান, মুহাম্মদ লিয়াকত হোসাইন শেখ, মো: এনায়েত উল্লাহ।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৬৬ জন, ১ম শ্রেণি ২২ জন, ২য় শ্রেণি ৪৪ জন, ৩য় শ্রেণি ০০, মোট ৬৬ জন, পাশের হার ১০০%

কোর্স-বি

প্রথম শ্রেণি

মো: জিল্লুর রহমান, মো: হাবিবুর রহমান ভূঞা, মোহাম্মদ হানিফ, আকলিমা বেগম, সৈয়দ লুৎফে সাবা, শিরিন আক্তার, মো: হামিদুর রহমান, এস.এম. বজলুর রহমান, এস.এম. আব্দুল হাই জামালী, নাছরীন সুলতানা, দিলরুবা আক্তার খানম, মো: সালাহ উদ্দিন, মনোয়ারা খাতুন, হাছিনা ফেরদাউছ, মো: তৈয়াবুর রহমান।

দ্বিতীয় শ্রেণি

নিগার সুলতানা, শাহীন আক্তার, মো: তোফাজ্জল হোসেন, কাজী মো: সেলীম আক্তার, ফিরোজা ইয়াসমিন, ফারজানা আক্তার, নুরুন নাহার রীনা, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, মো: নজরুল ইসলাম, ওবাইদুল হক, আবুল কাসেম হাওলাদার, কাজী মোসা: সিরাজুম মুনীরা, মো: ইয়াকুব আলী তালুকদার, খালেদা মেহের পারভীন, মো: ফিরোজ আলম তালুকদার, রাহিন শারমীন, মো: কবির হোসেন, দিলরুবা বেগম, সাইফুল্লাহ, মো: বাবুল হোসেন, মো: শাহিদুল ইসলাম, মু: নাছির উদ্দিন, তুহিন ফাতেমা, মো: এম.ই.এ. আশিকুর রহমান, মো: শামছুল হক, আকলিমা খানম, মো: আ.ন.ম. ইবরাহীম খান, মো: সহিদুল হক, নাজমুন নেছা, মো: জাহিদুল ইসলাম বিশ্বাস, মো: সফিউল্লাহ, মো: আব্দুস সালাম, মো: রফিকুল ইসলাম, মুহাম্মদ শহিদুল হক, মো: গোলাম মস্তফা, মো: আবুল হাশেম, মো: হুমায়ুন কবীর, হাসিনা খাতুন, মমতাজ বেগম, মো: আব্দুর রশিদ, মো: জাহাঙ্গীর হোসাইন, আবুল খায়ের মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, মোসা: কামরুন্নাহার।

তৃতীয় শ্রেণি

বিলকিস সুলতানা

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৬১ জন, ১ম শ্রেণি ১৫ জন, ২য় শ্রেণি ৪৩ জন, ৩য় শ্রেণি ১ জন, মোট ৫৯ জন, পাশের হার ৯৬. ৭২%

বার্ষিক কোর্স পদ্ধতিতে ১৯৯১ সালের এম.এ. শেষ পর্ব পরীক্ষার ফলাফল

কোর্স- এ

প্রথম শ্রেণি

মো: শামছুল আলম, মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম রফিক, মোহাম্মদ ফেরদাউস, মাহমুদ আহমদ, মো: আবদুর রউফ ভূঁইয়া, মো: রফীকুল ইসলাম, মো: আশরাফ আলী, মো: নাজিমুদ্দিন সরকার, আবু জাফর

মুহা: হাবীবুর রহমান, মো: মাহবুবুর রহমান, মো: ছাদেকুল ইসলাম, মো; এমদাদ হোসাইন তালুকদার, মোহা: নুরুল আলম, মো: তাওহীদুর রহমান।

দ্বিতীয় শ্রেণি

মো: মাহমুদুল হক, মো: ফারুক আহমেদ খান, মো: মিজানুর রহমান, মোহাম্মদ আব্দুল জলিল, মো: আকবর আলী, মুহাম্মদ মিজানুর রহমান, মো: হায়দার আলী, মো: আব্দুস সালাম, নূর মোহাম্মদ, মো: আমিনুল ইসলাম, মোহাম্মদ জানে আলম, মো: নুরুজ্জামান, মো: আমিনুল ইসলাম ভূঁঞা, আশরাফ উদ্দিন, মো: ওমর ফারুক, মুহাম্মদ হানিফ , মো: মোখলেছুর রহমান, মো: বাশারাত উল্লাহ, এম.এ. জব্বার নোমান, হাফেজ মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান, মো: আলমগীর বাদশাহ, শামীম আহমদ, মুহাম্মদ উল্লাহ, মো: আব্দুল হাফিজ।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৩৮ জন, ১ম শ্রেণি ১৩ জন, ২য় শ্রেণি ২৫ জন, মোট ৩৮ জন, পাশের হার ১০০%

কোর্স- বি

প্রথম শ্রেণি

মুহাম্মদ মোবাশ্বের, সেলিনা বানু, আবু সোলায়মান মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন, মো: নজমুস সায়াদাত, মোছা: বদরুন্নেছা, খোন্দকার জাকির হোসেন, আবু জাফর মোহাম্মদ হারুন, মো: শরীফ উদ্দিন আহমেদ, আলীয় মির্জা, মোহাম্মদ আবদুল হামিদ খান, আ. সা. জিয়াউদ্দিন আহম্মদ খান।

দ্বিতীয় শ্রেণি

গোলাম মোহাম্মদ আইয়ূব খান, মো: আলা উদ্দিন, মো: মনিরুজ্জামান (ইউসুফ), সাইয়েদ নাসিম আহসান, মো: জাকির হোসেন, মো: নুরুল হক সিদ্দিকী, মো: নূরুন্নবী, মো: রুহুল আমিন, মো: আমিনুর রহমান, এম.এম. ফেরদৌস, মো: আবদুর রহমান, মো: শাহ জালাল, মোছা: এছমত আরা বেগম, শরীফ বায়জীদ মাহমুদ, কে.এম. কায়ছুল বারী, মো: মহসীন আলী, জিন্নতুন ফেরদৌসী খানম, মোহা: আব্দুল মোনায়েম, মো: আবদুল মালেক, মোহাম্মদ আমিরুল ইসলাম মীর, আহমাদুল কবির, মো: জাকির হোছাইন, মো: বাবুল আখতার, সাইদা খানম, মো: সুজাউল হক, মো: আবুল হোসেন মিয়া, মো: রেজাউল করিম ভূঁইয়া, মো: শফিউল্লাহ কাউসার, মো: জাকারিয়া হোসেন, মো: আব্দুল মান্নান, ফাতেমা বেগম মুন্নী, মো: আব্দুল মান্নান, আবুল কালাম মু: নুরুজ্জামান, মুহাম্মদ মিজানুর রহমান, নাসরিন সুলতানা, মোছা: ফাতেমা সুলতানা, মাহমুদ হোসেন, মু: সাইফুল ইসলাম, নিজামুল সাইদ, মো: রুহুল আমিন, মো: নজরুল ইসলাম, মোহাম্মদ জাকির হোসেন, মো: আব্দুল মালেক, মোসা: মাকসুদা বেগম, রওশন আরা বেগম, মো: গোলাম মাহবুব মোর্শেদ, শাহনাজ পারভীন, মো: হুমায়ুন কবির, মো: রফিকুল ইসলাম, চাঁদ সুলতানা, মো: সাইদুর রহমান, মনোয়ারা বেগম, মো: হাবিবুর রহমান, মো: আব্দুর রহিম, নাছরিন বেগম, মো: আতিয়ার রহমান, সুলতান আহমেদ, মাহবুবা নাছরিন, মোহা: নুরুল আমীন, এ.এম. আফতাব উদ্দিন, লুৎফুন নাহার, খন্দকার মোহাম্মদ শরীফ উদ্দিন, মুহাম্মদ বাকি উল্লাহ, মো: শোয়াইব মিয়া, মো: রমজান আলী, মো: আব্দুল আজিজ, আহম্মদ আলী মোল্লা, মো: মোবারক হোসেন ভূঞা, সাঈদা সুলতানা, মোহাম্মদ মোর্শেদ আলম মিঞা।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৮২ জন, ১ম শ্রেণি ১১ জন, ২য় শ্রেণি ৬৯ জন, ৩য় শ্রেণি ০০, মোট ৮০ জন, পাশের হার ৯৭.৫%

বার্ষিক কোর্স পদ্ধতিতে ১৯৯২ সালের এম.এ. শেষ পর্ব পরীক্ষার ফলাফল

কোর্স- এ

প্রথম শ্রেণি

মুহাম্মদ ছাইদুল হক, এ.কে.এম. কাওছার আলম, মো: কামারুম মুনীর, মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসাইন, আবু হেলাল মো: শওকত আলী, আবুল বাশার মো: মোস্তাফিজুর রহমান, আবু নছর মুহাম্মদ আবদুল

মাবূদ, মো: রফিকুল ইসলাম, মো: রেজাউল হক, মো: মাওদুদুর রহমান আতেকী, মোহাম্মদ রহিম উদ্দিন, রুহুল আমিন মো: আবদুল্লাহ, মোহাম্মদ শামসুল ইসলাম, মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুছ, আবুল মোকাররম মো: মোনাওয়ার হোছাইন, মো: তোহা আলম, মো: আইউব হোসেন, আবুল এরশাদ মোহা: সিরাজুম মুনির, মো: আব্দুস সালাম, আখাতারুজ্জামান, মোহাম্মদ কামরুল আহসান।

দ্বিতীয় শ্রেণি

মো: জাকির হোসেন, মোহাম্মদ কালিমুল্লাহ, মোহাম্মদ নেছার উদ্দীন, মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান, শাহ মো: মাছুম বিল্লাহ, আহমদ উল্যাহ, আবুল খায়ের মুহা: আবু বকর সিদ্দীক, মোহাম্মদ জয়নুল আবেদীন, মুহাম্মদ শহিদুল ইসলাম, মো: আব্দুল হান্নান খান, মো: গোলাম আজম, মোহাম্মদ এনায়েত উল্লাহ, মো: হাবিব উল্লাহ, মো: শরিফুল ইসলাম, মো: মাছুম বিল্লাহ, মোহাম্মদ নজমুল আহছান, আবু তৈয়ব মো: ফখরুদ্দীন, মুহাম্মদ আবু ছালেক, মুহাম্মদ জুলকার নাইন, মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলীল, মোহাম্মদ মহিবুল্লাহ, আ.খ.ম. মাসুম বিল্লাহ, মো: মোখলেছুর রহমান, মোহাম্মদ আবুল বাশার, মো: আজমুল হোসেন খান, আবুল হাছানাত মো: মোবারক হোসেন, মুহাম্মদ জাকির হোসাইন, আব্দুল হামিদ সিরাজী, মোহা: নওশাদ আলী মন্ডল, মো: শাহ জাহান সরদার, মো: আব্দুল হক, মোহাম্মদ নুরুল হক, মো: নাছির আহমদ চৌধুরী, মো: আব্বাস আলী , মো: বদিউল আলম, মো: নজরুল ইসলাম, মোহাম্মদ আবদুর রহীম, মো: আহছান হাবীব, মুহা: মামুনুর রশিদ, এ.কে.এম. আব্দুল ওয়াদুদ, খোন্দকার মো: হুমায়ূন কবীর, মো: মুরশিদ আলম, এস.এম. দেলোয়ার হোসেন সাঈদী, মো: আশেকুর রহমান খান, মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ,

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৭০ জন, ১ম শ্রেণি ২১ জন, ২য় শ্রেণি ৪৫ জন, ৩য় শ্রেণি ০০, মোট ৬৬ জন, পাশের হার ৯৪.২৮%

কোর্স- বি

প্রথম শ্রেণি

মো: ছানাউল্লাহ, মোহাম্মদ তোহা, মো: আব্দুর রউফ আজাদ, হাফেজা খাইরুন্নিসা বিনতে আব্দুল হাকীম, মুহাম্মদ জামাল উদ্দীন আফগানী, মো: ওয়ালি উল্লাহ, মো: আহসান হাবীব, মো: নুরুজ্জামান, মাজেদা ইয়াছমিন।

দ্বিতীয় শ্রেণি

মুহাম্মদ ইউনুছ আলী, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, মো: বেলায়েত হোসেন হাং, মোহাম্মাদ আলী, ছাবিয়া খানম, ইশরাত জাহান, সেলিনা নাছরিন, মো: রফিকুল ইসলাম, মুহম্মদ বিন আবদুল হাকীম, শফিকুল ইসলাম, মোছা: সাইমা খাতুন, মো: মানসুর আহম্মদ, মো: শরীফ আহমদ, নাছিমা আক্তার, মো: নুরুজ্জামান, আহমাদুল্লাহ, ফারজানা পারভীন, মো: গোলাম কিবরিয়া, শেখ মহম্মদ আলী, নাদীরা রহমান, মো: সিরাজুল ইসলাম, মো: নুরুল হক, শিরিন আক্তার, মুহা: ছোলায়মান, আবুল হাসানাত মো: মোশতকুর রহমান, মো: ওমর ফারুক, মো: মোফাজ্জেল হোসেন, মো: শহীদ উল্লাহ, মো: আবদুর রহিম, আসমা খাতুন, মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম, মাহফুজা খাতুন, মো: হারুনুর রশিদ পাটোয়ারী, মাহমুদা নাসরিন, মাহমুদা বেগম, মো: তাফাজ্জল হোসেন ভূঞা, মো: চাঁন মিঞা, মো: সরোয়ার চৌধুরী, রাহাত হাসনীন, মো: শহিদুল ইসলাম, মো: খবির উদ্দিন, মোহাম্মদ আইয়ূব আলী, রাজিয়া বেগম, মো: মিজানুর রহমান, সরকার, মুহাম্মদ শাহাদাত হোসাইন, মো: নুরুজ্জামান, মো: নজরুল ইসলাম, মো: শহিদুল হক, শাহীন আক্তার।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৭১ জন, ১ম শ্রেণি ৯ জন, ২য় শ্রেণি ৪৯ জন, ৩য় শ্রেণি ০০, মোট ৫৮ জন, পাশের হার ৮১.৬৯%

Dhaka University Institutional Repository

বার্ষিক কোর্স পদ্ধতিতে ১৯৯৩ সালের এম.এ. শেষ পর্ব পরীক্ষার ফলাফল

কোর্স- এ

প্রথম শ্রেণি

মোহাঃ হুসাইন মাহমুদ ফারুক, মোঃ আজিজুল হক, মোহাম্মদ কুতুব উদ্দিন, মোঃ মাসুম বিল্লাহ, মোহাম্মদ আখতার হোসেন, মোঃ কামরুজ্জামান, নূর হোছাইন, খন্দকার মোঃ আনোয়ার হোসাইন, মোহাম্মদ শাহ আলম খান, মোহাম্মদ মুহিব্বুল হক, মুহাম্মদ আবদুল হাই, মোঃ নজরুল ইসলাম, মোঃ আফজাল হোসেন, মোঃ শামছুল হক, মোঃ এমদাদুল্লাহ, মোঃ ফারুক আহমেদ, ফারুক আহমদ, মোঃ ওমর ফারুক, মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, মুহাম্মদ রমজান আলী, মোঃ জসিম উদ্দিন, মোঃ খোরশেদ আলম, মুইজুদ্দীন মুহাম্মদ কবীর, দিলরুবা বেগম, কবির আহমদ, মুহাম্মদ আনোয়ার উল্লাহ, হুসাইন মুহাম্মদ আলমগীর, মোঃ আবদুল লতিফ, মুহাম্মদ মাছুম বিল্লাহ, মোঃ আব্দুল হামিদ, শেখ মোঃ জালাল উদ্দিন, মোঃ আলতাফ হোসেন, মোঃ রফিকুল ইসলাম, মোঃ গোলামুর রহমান, মোঃ শফিকুর রহমান, মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, মোঃ গোলাম সারোয়ার সাঈদী, আ.জ.ম. ছালেহ আহমদ, মোঃ আখতারুজ্জামান, মোহাম্মদ নুরুল কাদের।

দ্বিতীয় শ্রেণি

মোঃ ইলিয়াস হোসাইন, মোঃ হাদিউল ইসলাম, মোঃ আব্দুল কাদের, আ.খ.ম. আনোয়ার হুসাইন, মুহাম্মদ শামসুদদোহা তালুকদার, মোঃ মাহবুবুল আলম, মোঃ আবদুল হক, মোহাম্মদ বদিউজ্জামান, মোঃ ছালাহ উদ্দিন, মোহাম্মদ আবু তাহের, মোঃ আলী আজম দেওয়ান, মুহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, মোঃ জাহিদুল ইসলাম, মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান, মুহাম্মদ নাজমুল হাসান, মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, মোঃ শফিকুর রহমান, মোহাঃ আবুদস ছালাম, মোঃ মিজানুর রহমান, মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, আবুল কালাম মোঃ ছাইফুল্লাহ, মোঃ আঃ রহমান, মুহাম্মদ ওবাইদুর রহমান, মুহাঃ মহি উদ্দিন খান, মোহাঃ আব্দুর রহিম, শেখ আবদুল হান্নান, মোহাম্মদ শাহজামাল, মোঃ আনোয়ার হোসেন, আহমাদুল্লাহ, কাজী মোঃ শামছুল হুদা, মোহাম্মদ আব্দুছ ছাত্তার আকন্দ, মোঃ আঃ আউয়াল আল হাবিব, মোঃ শহিদুল ইসলাম হাওলাদার, মোঃ ইদ্রিস আলী খান, মোঃ আখতার হোসেন, মোঃ আলীমুর রশিদ, শেখ মুহাম্মদ হিলালুদ্দিন, মোঃ নুরুল ইসলাম, মোঃ বশির উল্লাহ, মোঃ জয়নুল আবেদীন, মোঃ সিরাজুল ইসলাম তালুকদার, মোঃ আবুল কালাম আজাদ, মোঃ শফি উদ্দীন, আবু তাহের মোঃ মাজহারুল ইসলাম, মোঃ আফাজ উদ্দিন, এস.এম.আনোয়ার হোসেন, সরদার আহমদ আলী, মোঃ মোখলেছুর রহমান, আবুল খায়ের মোঃ বশীল উদ্দীন, মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, শাহ মোঃ অলিউল্লাহ, মোহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন, মোঃ ইয়াছিন আলী, আবু জাফর মোঃ ছালেহ।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৯৬ জন, ১ম শ্রেণি ৪০ জন, ২য় শ্রেণি ৫৫ জন, ৩য় শ্রেণি ০০, মোট ৯৫ জন, পাশের হার ৯৮.৯%

কোর্স- বি

প্রথম শ্রেণি

হাফিজ মুজতাবা রিজা আহমাদ, ছাইয়েদ মনির আহমদ, মোঃ হুমায়ুন কবির, আবু নোমান মুহাম্মদ অলীউল্লাহ, মোঃ সাহাব উদ্দিন আহাম্মদ, মোঃ হুমায়ুন কবির, মোঃ আব্দুল মান্নান, মোহাম্মদ আলী আকবর, মোঃ আবুল বাসার, মোঃ আমীনুল ইসলাম চৌধুরী, ইশরাত আনসারী, মোঃ রুহুল আমীন, মোঃ আব্দুল হান্নান, মুহাম্মদ আছাদ উল্লাহ, মোঃ আব্দুল জলিল খান, এ.বি. মোহাম্মদ হাসান, মোহাম্মদ আঃ রহমান, সালেহা আক্তার, মোঃ নজির উল্যাহ, মোঃ রেজাউল করিম, ইলিয়াছ, এ.টি.এম. নাছির উদ্দীন

মাহমুদ, মোঃ আবুল খায়ের শেখ, মোঃ আতিকুর রহমান, মাহবুব আরা বেগম, মোঃ আনোয়ার হোসেন, এ.কে.এম. মনিরুল আলম, মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, মোঃ আব্দুল্লাহ সরদার, মোঃ আবুল ফজল, মোঃ কামাল হোসেন সরকার, মোঃ শাহাদাত হোসেন, আবু সায়াদাৎ মোহাম্মদ মোখলেছুর রহমান, মোঃ আইয়ুব আলী, মোঃ মানাজীর আহসান, মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, মোঃ ফরহাদ হোসেন, মোঃ মিজানুর রহমান, মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম।

দ্বিতীয় শ্রেণি

গুল মোহাম্মদ ইকবাল, মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, মোঃ কবীর উদ্দীন, মুহাম্মদ আসয়াদুজ্জামান, মোসাম্মাৎ কামরুন নাহার, মোঃ আবুল কাসেম মজুমদার, মোঃ আঃ আজিজ, মুহাঃ মুনাওয়ার হোসেন, মোঃ সালেহ আহমেদ, সাজেদা সুলতানা, সালমা ইয়াছমিন, মোঃ জামাল উদ্দিন, মোঃ মোখতার হোসাইন, এ.এম.শাহাবুদ্দীন আহমদ, মোহসিনা বেগম, মোঃ বাহাউদ্দিন, এ.কে.এম. নাজমুল হক খান, মোঃ মজিবুর রহমান, মোঃ শফিকুল ইসলাম, বিপাশা ইয়াসমিন, এ.এইচ.এম. সালাহউদ্দীন, মোঃ সিরাজুল ইসলাম, মোঃ আখতার আহমদ, মোঃ জসিম উদ্দিন, মোঃ নুরুল হোসেন, মমতাজ বীনা, মোঃ আলমগীর আকবর, মোঃ আলম শরীফ, মোঃ নাসির উদ্দিন।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৭০ জন, ১ম শ্রেণি ৩৯ জন, ২য় শ্রেণি ২৯ জন, ৩য় শ্রেণি ০০. মোট ৬৮ জন, পাশের হার ৯৭.৯৪%

বার্ষিক কোর্স পদ্ধতিতে ১৯৯৪ সালের এম.এ. শেষ পর্ব পরীক্ষার ফলাফল
কোর্স- এ

প্রথম শ্রেণি

মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, মোহাম্মদ মোখলেছুর রহমান, মোঃ এমরান হোসেন, মোঃ আঃ সালাম, মোঃ বুরহানুদ্দীন, মুহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ, মোঃ আনোয়ার হোসাইন মোল্লা, আবুল কাসেম মোঃ ছফিউল্লাহ, মোহাম্মদ আতীকুর রহমান, মোঃ আলী হায়দার খান, মুঃ জহিরুল ইসলাম, শেখ মুহাম্মদ মুফাজ্জাল হুসাইন, মোহাঃ ইলিয়াছ, জাফর উদ্দীন মোহাম্মদ আবদুল মুনইম, মোঃ শফিকুল ইসলাম, মোঃ ছালেহ আহমদ, মোঃ ইলিয়াছ মোঃ মাহমুদুল হাছান, এ.এস.এম. আমীন, মোঃ আঃ হাই জোয়াদ্দার, শেখ দ্বীন মোহাম্মদ, মোঃ আবদুল কুদ্দুছ, মোহাম্মদ আবদুর রহিম, মুহাঃ হাফিজুর রহমান, মোহাম্মদ নাজমুল হাছান, মোঃ বাহাউদ্দিন, আবু সাদাত মোঃ বেলায়েত হোসাইন, মোঃ মুজাম্মেল হক, মোঃ ইউসুফ, মোঃ গোলাম রব্বানী, মোঃ আব্দুর রহীম, মোঃ সিরাজুল আলম, মোঃ মকবুল হোসাইন, মোঃ আলমগীর, মোঃ ওবায়দুল্লাহ আনছারী, মোঃ গোলাম জাওহার, শেখ মোঃ ওয়ালী উল্লাহ, মোঃ আনোয়ার হোছাইন।

দ্বিতীয় শ্রেণি

মোঃ আঃ রহিম, মোঃ মোস্তফা কামাল, মোঃ বশির উল্লাহ, মোঃ আবদুল হাকিম সরকার, মুহাম্মদ জহীরুল ইসলাম, এইচ.এম. ওয়াহিদুজ্জামান আকন, হামিদুল ইসলাম, মোহাম্মদ মনির হোসেন, মোঃ হারুনুর রশীদ, মুহাম্মদ আবু তাহের, মোঃ সাখাওয়াত হোসাইন আকন, মোঃ আঃ রাজ্জাক, মোঃ হাবিবুর রহমান হাওলাদার, মোহাম্মদ আবদুত জাহের মাহমুদ, মোঃ সাইফুল ইসলাম, মুহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান, মোঃ জিল্লুর রহমান, মোঃ অলিউল্লাহ, মোঃ বেলাল হোছাইন।

ফলালফ পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৫৭ জন, ১ম শ্রেণি ৩৮ জন, ২য় শ্রেণি ১৯ জন, মোট ৫৭ জন, পাশের হার ১০০%

কোর্স- বি

প্রথম শ্রেণি

মোঃ আবু বকর ছিদ্দিক, উম্মে কুলসুম, মোহাম্মদ আবুল কাছেম ভূঁইঞা, আবদুল্লাহ তারেক মুহাম্মাদ, মোহাঃ কামরুল ইসলাম, কাজী মোসাঃ রাশেদা খাতুন, বেগম আজিজুন নাহার, মোঃ শামছুল আলম

Dhaka University Institutional Repository

হাওলাদার মোঃ মাসউদুর রহমান খাঁন, মোহাম্মদ ওবায়দুল হক, মোঃ আঃ মান্নান আখন্দ, মোহাম্মদ মুনিরুজ্জামান, মোসাঃ রেকেসা আখতার, মুহাম্মদ ওয়ালী উল্লাহ, উম্মে হাবিবা, মোহাঃ সাইফুল ইসলাম, মোঃ হারুনুর রশিদ নিজামী, রেক্সোনারা সিদ্দিকা, মোহাম্মদ মনিরুল হক, মোঃ আব্দুস সালাম, মুহাম্মদ রাহমাতুল্যাহ, মোঃ ফখরুজ্জামান খান, মোঃ আঃ আহাদ মিয়া, মোঃ শফিকুর রহমান, মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ, মোঃ আবদুল মজিদ মিয়াজী, মোহাম্মদ নোমান, মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, তানিয়া রহমান, ছুরিয়া আক্তার, পারভীন সুলতানা, মোঃ নুরুল আলম, সৈয়দা শিরিন রহমান, সৈয়দা সামেরা সুলতানা, মুহিউদ্দিন মুহাম্মদ আবদুল কাদের, আবুল খায়ের মোহাম্মদ আলী, মোঃ শহীদুল ইসলাম, মাকসুদা ফাতেমা, মোঃ শহিদুল ইসলাম, গুলশান আরা খাতুন, খালেদা শারমিন, শামছুল হুদা, শেখ আব্দুল কাদের, মোঃ নাজমুল হুদা সিরাজী, নাসিমা বেগম, মোঃ ওয়াজি উল্লাহ, মোঃ মহিউদ্দিন, উম্মে হাবিবা বেগম, বি.এম. আবুল কালাম আজাদ, মোঃ জাকির হোসেন শাহ, মুহাঃ সায়ীদুর রহমান, ফারহানা ইসলাম।

দ্বিতীয় শ্রেণি

মোঃ রাজিবুল ইসলাম ভূঞা, মোঃ শাহাদাত হোসেন, মোঃ গোলাম আজম, মোঃ শহিদুল ইসলাম, মোসাম্মাৎ জোবায়রা সিদ্দিকা, শেখ ইকবাল হোসেন, মোঃ জাকির হোসেন, মোহাঃ রহমত উল্যাহ খাঁন, ফিরোজ আহম্মেদ, নুরুন্নাহার বেগম, মোছাঃ খাদিজা খাতুন, আবু সাদাত মোঃ সায়েব মজুমদার, মোঃ রফিকুল ইসলাম, নাছিমা খানম, মোছাঃ ছায়মা নাজনীন, মুহাম্মদ আবু ইউছুফ, মোঃ ছাদেকুর রহমান, মো; নুরে আলম সিদ্দিকী, মোঃ খোকন আলম, মোঃ শাহ জাহান কবীর, মুহাঃ শহীদুল্লাহ, মোঃ আমিনুল ইসলাম, মোঃ আবুল খায়ের, মোহাম্মদ বোরহান উদ্দিন আহমেদ, রওশন আক্তার, সুলতানা খুরশীদা বানু, জেসমিন বেগম, মোঃ সোলায়মান আলী, কে.এম. আল-আমিন, গোলাম মাহবুব।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৮২ জন, ১ম শ্রেণি ৫২ জন, ২য় শ্রেণি ৩০ জন, ৩য় শ্রেণি ০০, মোট ৮২ জন, পাশের হার ১০০%

বার্ষিক কোর্স পদ্ধতিতে ১৯৯৫ সালের এম.এ শেষ পর্ব পরীক্ষার ফলাফল

গ্রুপ- এ

প্রথম শ্রেণি

মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, মোঃ ফারুক হোসেন, মুহাম্মদ আব্দুস সালাম, মোঃ মুখলেছুর রহমান, সৈয়দ আনিছুর রহমান, মোঃ ইসমাইল, মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, হাফেজ কবীর আহমাদ, মোঃ মিজানুর রহমান, মোহাম্মদ মোশাররফ হোছাইন, মোঃ আবদুল মতিন পাটোয়ারী, মোঃ ইছা রুহুল্লাহ, মোহাম্মদ শামছুদ্দিন, আবু নোমান মোঃ মাহবুবুর রহমান, মোঃ মাকছুদুল হাসান, মোঃ আবদুল ওহাব, মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান, আ.ন.ম. রুহুল আমীন, মুহাম্মদ রহুল আমিন, মোঃ বনি আমিন, আবুল কালাম মোঃ আজাদ, মোঃ ইকবাল হোসাইন ভূঁইয়া, মোঃ রুহুল আমিন, মুহাঃ মুস্তাফিজুর রহমান, মোঃ শরিফুল ইসলাম, মোঃ রফিকুল্লাহ, মোঃ আব্দুল্লাহ হিল বাকী, মোঃ ইউছুফ, কে.এম. শাহাদাত হোসাইন, মোঃ ওয়ারিছুদ্দীন মাহমুদ।

দ্বিতীয় শ্রেণি

মোঃ হাবীবুর রহমান, এ.এস.কে.এম. মাহফুজুর রহমান, এ.টি.এম. মুনীরুজ্জামান, মোঃ হাবিবুর রহমান, মুহাম্মদ জাকারিয়া খাঁন, হাফিজ আহমাদ ইদ্রিস, মোঃ মুসতারশেদ বিল্লাহ, মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী, মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ, মোহাম্মদ রশীদ আহমদ, মোঃ জাকির হুছাইন, মোঃ আসাদুজ্জামান ভূঞা, আবু সায়িম মোঃ তোফাজ্জল হোসাইন, আবুল বাশার মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, মোঃ মতালেবুর রহমান।

তৃতীয় শ্রেণি

মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন, এ.এস.এম. আলমগীর হোসেন।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৪৭জন, ১ম শ্রেণি ৩০ জন, ২য় শ্রেণি ১৫জন, ৩য় শ্রেণি ২জন, মোট ৪৭জন, পাশের হার ১০০%

গ্রুপ- বি

প্রথম শ্রেণি

মো: সফিকুল ইসলাম, মো: আবুল কালাম আজাদ, মো: তাজুল ইসলাম, মো: সহিদুল ইসলাম, মল্লিক সাহিদ মোস্তফা, মো: আবুল কাসেম মিয়া, মুহাম্মদ মিনহাজুল জারেফীন, মাহমুদুল হাসান ইউসুফ, মো: জাকির হোসেন, এম.এরশাদ হোসাইন, কামরুজ্জামান, মো: আব্দুল্লাহ আল আরিফ, মো: নাজিম উদ্দিন, মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন, মো: মাজহারুল ইসরঅম, মো: আকতারুজ্জামান, মো: আ: লতিফ, মাহফুজা আক্তার, জসীম উদ্দীন, মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ, আফরোজা নাজনীন, রোকেয়া সুলতানা, মো: এমদাদুল হক, মো: শহীদুল্লাহ, নূর জাহান বেগম, শাহিদা আকতার, মাহবুবা হক, মুহাম্মদ ফেরদাউস, মো: জাহিদুল ইসলাম, মোহা: আবু ছাইদ, ফারহানা রহমান, মো: ফজলুল হক, আলমাস আহমেদ, মোহাম্মদ এরশাদ হোসেন, কে.এ.এম.সাইফুল ইসলাম, শাহারুন নেছা।

দ্বিতীয় শ্রেণি

মো: আশরাফুজ্জামান, মো: আসাদুল্যাহ, মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান, সাবেরা হক, মো: কবির হোসাইন, সাহারা সুলতানা, মো: আব্দুস সাত্তার, মো: রকিবুল ইসলাম, এ.কে.এম. শাহাবউদ্দীন, সৈয়দ আলী আজম, মো: মিলন আহমেদ করিম, দিলারা জাহান, মো: ফরিদুল ইসলাম, নিশাত পারভীন, শামসুন নাহার, মোহাম্মদ আলাউদ্দিন, মো: আজিজুল ইসলাম, ফাতেমা খানম, নীলিমা ইয়াসমীন, নাজমা বেগম, মোহাম্মদ আবদুল হান্নান ফারুকী, শেখ আসাদুর রহমান, জাহানারা বেগম, মোহাম্মদ হামিদুর রহমান, মোহা: আবুদল ওয়াহাব, আয়েশা বেগম, শাহনাজ খান, রোকসানা বেগম, আমেনা আরজুমান বানু, মো: নুরুস সাফী আজহার, মোহাম্মদ নজরুল হক, ফরিদা পারভীন, সাব্রিনা ইয়াসমিন, রাশিদা খাতুন, রুমি আক্তার, কুতুবুন নেছা, তাহমিনা খান মজলিশ, হুমায়রা আখতার, আবেদা সুলতানা, মুহাম্মদ মোস্তফা সোহেল, জেসমিন আক্তার, জেসমিনা হোসেন, জেসমিন আখতার, হোসনে আরা আক্তার খান, মো: রেজাউল করিম, মো: রওশন আলী রুশো, সৈয়দা ফাহমিদা কামরুন্নেছা, নুরুন নাহার বেগম, সিহাব উদ্দীন আহাম্মদ, শরীফ আহম্মেদ আব্দুস সামাদ আজাদ, সৈয়দা মমতাজ শাহীন, মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, মো: জহির হাসান, খোন্দকার নিলুফা ইয়াছমিন, মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ জিয়া উদ্দিন, মির্জা ফজলুল কবীর, মো: নজির আহম্মদ পাটওয়ারী, মোছা: নিলুফা খাতুন, মো: মাসুদুর রহমান।

তৃতীয় শ্রেণি

মো: মহিবুর রহমান, মো: সরোয়ার হোসেন মিয়া, মুজাহিদ উদ্দিন আহম্মদ।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ১০০ জন, ১ম শ্রেণি ৩৬ জন, ২য় শ্রেণি ৬০ জন, ৩য় শ্রেণি ৩ জন, মোট ৯৯ জন, পাশের হার ৯৯%

বার্ষিক কোর্স পদ্ধতিতে ১৯৯৬ সালের এম.এ শেষ পর্ব পরীক্ষার ফলাফল

গ্রুপ- এ

প্রথম শ্রেণি

মুহাম্মদ ইমদাদুল্লাহ, মো: বেলাল হোছাইন, মুহাম্মদ আফজাল হোসাইন, মো: রোকন উদ্দিন, মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, মিঞা মো: আব্দুল কাইয়ূম, আবু হানিফ মোহাম্মদ নেয়ামতুল্লাহ, মোহাম্মদ হারুনুর

রশীদ, মুহাম্মদ নোমান, মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম, শিব্বীর আহমদ, মো: মাহমুদুল হাছান, মো: আবদুল মতিন, মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, মো: মনিরুল ইসলাম, মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম সরকার, মো: শাহজাহান মিয়া, মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন, মো: কামরুজ্জামান, খন্দকার মোহাম্মদ আবদুল আজীজ, মোহাম্মদ মনির হোসাইন, মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ খালেদ, মো: মহি উদ্দীন, এ.এন. এম. শাহজাহান সিরাজ, মো: মশিউর রহমান, মো: দেলোয়ার হোসেন, মোহাম্মদ আবুল কুদ্দুস, মো: নূরুল ইসলাম, মো: আব্দুল মান্নান, মাসহুদা খানম, মুহাম্মদ জাহেদ হোসেন।

দ্বিতীয় শ্রেণি

মো: মিজানুর রহমান, মো: কামাল উদ্দিন, মো: আফতাব উদ্দিন পাটোয়ারী, মুহা: মাকছুদ আলম, মোহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন, মোহাম্মদ খোরশেদুল আলম, মো: শাহজাহান, মোহাম্মদ খাইরুল আনাম, মুহাম্মদ মুনিরুল কবির, মো: আমীর হোসেন।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৪২ জন, ১ম শ্রেণি ৩১ জন, ২য় শ্রেণি ১০ জন, ৩য় শ্রেণি ০০, মোট ৪১ জন, পাশের হার ৯৭.৬১%

গ্রুপ- বি

প্রথম শ্রেণি

মোহাম্মদ আবু জাফর খান, মো: শাহ আলম, মোহাম্মদ হারুনুর রশীদ, মো: ইব্রাহীম খলীল, মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসেন, মো: সামাউন মোল্যা, নাজমা করিম, মো: হুমায়ুন কবির খাঁন, মুহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম ভূঁঞা, মো: রুহুল আমিন, নিলুফার ইয়াসমিন, মুহাম্মদ তানভীর আলম, মো: আবু জাফর, মুহা: হাবিবুর রহমান, মুহাম্মদ হাসান আল মাহমুদ, মো: আব্দুল মুন্নাফ, মো: মাহবুবুর রশীদ, উম্মে রুমমানা মোসা: ছুর-ই-আরমান, মো: সওগাতুল আলম, মো: মনজুরুল হক, মেহেরুন নেছা, হাফিজ আহাম্মেদ শেখ, মো: জাহাঙ্গীর কবির, লুৎফুন্নেছা, মো: সিরাজুল ইসলাম, মো: মোস্তাফিজুর রহমান,

দ্বিতীয় শ্রেণি

মো: নজরুল ইসলাম, হাসান ফেরদৌসী, মো: ওমর ফারুক, নার্গিস আক্তার, মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, মো: মজিবুর রহমান, মো: রফিকুল ইসলাম, মহি উদ্দিন, আহম্মদ, মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন, মো: আব্দুর রশীদ, মো: গোলাম মোস্তফা, শাহিদা সুলতানা, মোসা: শওকত আরা, কোহিনুর বেগম, রোকসানা বেগম, মো: ছাইদুর রহমান, মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন, মো: সাইফুল ইসলাম, মো: খলিলুল্লাহ, সৈয়দ ইকবাল আনোয়ার, সাহানারা আক্তার, আবু নসর এহতেশামুল হক, জেসমিন বেগম, মুহাম্মদ এনামুল হক মোল্লা, মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন, মো: আহসান উল্লাহ ভূঁইয়া, নুরজাহান বেগম, মোহাম্মদ মুশফিকুর রহমান, মুহা: কামরুজ্জামান।

তৃতীয় শ্রেণি

মোহাম্মদ মহিউদ্দীন মুরসালিন।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৬১ জন, ১ম শ্রেণি ২৬ জন, ২য় শ্রেণি ২৯ জন, ৩য় শ্রেণি ১ জন, মোট ৫৬ জন, পাশের হার ৯১.৮০%

বার্ষিক কোর্স পদ্ধতিতে ১৯৯৭ সালের এম.এ শেষ পর্ব পরীক্ষার ফলাফল

গ্রুপ- এ

প্রথম শ্রেণি

মু: ইউছুফ, মো: ফরিদ উদ্দিন, মো: আবদুল্লাহ, মো: মোখতার আহমেদ, মুহাম্মদ মীযানুর রহমান, মো: রফিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ জুলকার নাইন, আ.শ.ম. আরিফুল মাওলা, মুহাম্মদ মুহিব উল্লাহ ভূঁইয়া, শাহা মো: হাফিজুল্লাহ, মো: শহীদ উল্লাহ, মুহাম্মদ মুবারাকুল্লাহ, সৈয়দ মোহাম্মদ শাহ এমরান, মো:

ওয়ালীউল্লাহ, মো: মোস্তাফিজুর রহমান, মুহা: গোলাম ছরোয়ার, মো: আবদুর রহিম, মো: খালেদ আজাদ।

দ্বিতীয় শ্রেণি

মুহাম্মদ মোখলেছুর রহমান, মুহাম্মদ আবু রাইহান, মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, মো: মাহবুবুর রহমান,মো: মোস্তফা কামাল, মোহাম্মদ অলি উল্লাহ জহির, মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ, মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ২৮ জন, ১ম শ্রেণি ১৯ জন, ২য় শ্রেণি ৮জন, ৩য় শ্রেণি ০০, মোট ২৭ জন, পাশের হার ৯৬.৪২%

গ্রুপ- বি

প্রথম শ্রেণি

মুহাম্মদ মাকসুদুর রহমান, এ.কে.এম ফজলুল হক, মো: জিয়াউর রহমান, মো: আসাদুজ্জামান, কাজী মাহবুবুল আলম, নুরুন নাহার লিপি, অনুপমা আফরোজ, ফারজানা ইয়াসমিন, মুহাম্মদ নি'মাতুল্লাহ, মোহাম্মদ নুরুল আমিন, নাসরীন সুলতানা, মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, শিব্বির আহমদ, জেসমিন সুলতানা, আবু তাহের মুহাম্মদ মানজুর, মো: রেজাউল ইসলাম, সৈয়দ আলী আকবর, উম্মে সালমা মোসাম্মৎ নাঈমা আলম, নুরজাহান বেগম, লুৎফুন নেছা, রাফিকা ইসলাম, এস.এম মহব্বত মনিরুল ইসলাম আজাদ, সাগরিকা নাসরিন, শামসুজ জাহান, মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ, মো: মাহামুদুল হাসান, মো: আক্তারুজ্জামান, এস.এম. আনিছুর রহমান, ইসমত আরা, সাবিহা সুলতানা, খন্দকার আহসান উল্লাহ, মো: আনোয়ারুল আজীজ, গোলাপ রোজ আখতার, মাহবুবা আক্তার, আরজু নাসরিন গণি, মাহমুদা সুলতানা।

দ্বিতীয় শ্রেণি

মোহসেন উদ্দিন, মো: রুহুল আমিন, জিয়াসমীন সুলতানা, নিগার সুলতানা, শাহানা ফেরদৌস, মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান, আয়েশা আক্তার, নুরজাহান বেগম মুক্তা, শাহানাজ বেগম, মো: সফিকুল ইসলাম, মো: মামুনুর রহমান, মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, মো: রুস্তম আলী, মোহা: নজরুল ইসলাম, সোহানা তাবাস্সুম, জেসমিন সুলতানা, মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, তাহমিনা আক্তার, এ.কে.এম মিজান উদ্দিন, এম.এম শহিদুল ইসলাম, মোহাম্মদ ছাদরেজ্জামান, মো: সহিদুল ইসলাম খলিফা, মুহাম্মদ শাহানুর আলম, মোহাম্মদ আব্দুল হাই।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৬১ জন, ১ম শ্রেণি ৩৬ জন, ২য় শ্রেণি ২৪ জন, ৩য় শ্রেণি ০০, মোট ৬০ জন, পাশের হার ৯৮.৩৬%

বার্ষিক কোর্স পদ্ধতিতে ১৯৯৮ সালের এম.এ শেস পর্ব পরীক্ষার ফলাফল

গ্রুপ- এ

প্রথম শ্রেণি

মো: আবু ছালেহ, মো: ইউসুফ, মো: আখতারুজ্জামান, মো: মজিবুর রহমান মিয়াজী, মো: মাহবুবুর রহমান, মো: ওয়াজকুরুনী, মো: মাহবুবুর রহমান, আবু রায়হান মোহাম্মদ মঈনুল হাসান, মুহাম্মদ আব্দুল করিম, মো: ফোরকান আহমেদ, মাসুদুর রহমান, মো: নজরুল ইসলাম, মোহাম্মদ আলমগীর, মো: রফিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ আবুল হাসান।

দ্বিতীয় শ্রেণি

মো: রেদওয়ানুর রহমান, মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, মো: ছলিম উল্লাহ খাঁন।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ১৯জন, ১ম শ্রেণি ১৫জন, ২য় শ্রেণি ৩জন, ৩য় শ্রেণি ০০, মোট ১৮জন, পাশের হার ৯৮.৭৩%

গ্রুপ- বি

প্রথম শ্রেণি

মো: মুস্তাফিজুর রহমান, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল আসাদ, মুহাম্মদ আবসার উদ্দীন, মো: জসিম উদ্দীন, মুহাম্মদ ফখরুল ইসলাম, মোছা: হাফিজা খাতুন, এ.কে.এম. আফতাবুজ্জামান, মো: সামিউল ইসলাম, মো: আশাদুল ইসলাম, মাহামুদুল হাসান, মুহাম্মদ লুৎফুর রহমান, এইচ.এম. নূরুজ্জামান, নুসরাত জাহান, মো: মিজানুর রহমান।

দ্বিতীয় শ্রেণি

জুনিয়া আইরিন, মো: আব্দুল কাদের, মোহাম্মদ মশিউল আনোয়ার খান, যোবায়দা সিদ্দিকা, মো: মোতাওয়াক্কিল রহমান, ফৌজিয়া শাহেদা আক্তার, মোহাম্মদ ওয়াছিউর রহমান, শাহ জালাল, দিলরুবা মরিয়ম, মো: আজিম উদ্দীন, মুহাম্মদ শাহিন সরকার, মোছা: মুন্নুজান বেগম, ফাতেমা ইয়াসমিন, তানিয়া আফরোজ, মো: জামাল উদ্দিন খান, মুহাম্মদ আজগর আলী মোল্যা, মো: ইসমাইল হোসেন, তামান্না আফরোজ, কামরুন নাহার, শাহনাজ খাতুন, উম্মে তাহেরা শাহনাজ, মো: আব্দুস ছালাম, জেসমিন নাহার, শাহনাজ শারমিন, নুরুন্নাহার, রোখসানা জাহান, মাহেজেবীন, মো: বেলাল হোছাইন, শাহীন মোল্লা, মো: আবুল কালাম, হাসিনা জাহান, নুসরাত ফারহানা আলম খান, মো: জহুরুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার, আরিফুজ্জামান।

তৃতীয় শ্রেণি

মো: আ: ছালাম

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৪৯জন, ১ম শ্রেণি ১৪জন, ২য় শ্রেণি ৩৪জন, ৩য় শ্রেণি ১জন, মোট ৪৯জন, পাশের হার ১০০%

বার্ষিক কোর্স পদ্ধতিতে ১৯৯৯ সালের এম.এ শেস পর্ব পরীক্ষার ফলাফল

গ্রুপ- এ

প্রথম শ্রেণি

মুহা: মাহবুবুস সাজ্জাদ, মো: সাইফুল ইসলাম, মুহাম্মদ আবদুর রহমান, মুহাম্মদ ঈসা কাদেরী, মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, মো: সাইফুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ আল মামুন, মো: খায়রুল আলম, মোহা: লোকমান হোসাইন, মো: সাদিকুল ইসলাম, যোবায়ের বিন আহাম্মদ।

দ্বিতীয় শ্রেনী

মোহাম্মদ হাসান আলি।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ১২ জন, ১ম শ্রেণি ১১ জন, ২য় শ্রেণি ১ জন, ৩য় শ্রেণি ০০, মোট ১২ জন, পাশের হার ১০০%

গ্রুপ- বি

প্রথম শ্রেণি

মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন, মো: আবুল খায়ের সরকার, নুরুল কাবীর, এইচ.এম. আজিমুল হক, মোহাম্মদ আব্দুল হাই, মুহাম্মদ আব্দুল জলিল, মোসা: নাজমুন্নাহার, মুহাম্মদ আরীফুর রহমান, কাজী মোসফিকা পারভীন, মোহাম্মদ শামসুল আরেফিন খান, ফখরুদ্দিন চিশতী, রাজিয়া আক্তার, মো:

Dhaka University Institutional Repository

কামরুল বশির, মোহাম্মদ আব্দুর রউফ, কামরুন নাহার, মোসাম্মৎ ফারহানা আক্তার, বীনা ইসলাম, মাহফুজা, এ.কে.এম. সালাহ উদ্দিন, মোহাম্মদ জাবেদ হোসেন, রুবিনা ইয়াসমিন, মোঃ শেখ আহসান উল্লাহ, সাহিদা বেগম, মাকসুদা বেগম, নিলুফার ইয়াছমিন, জিয়াউল হক মোহাম্মদ জুয়েল, মাহমুদা পারভেজ, মোঃ ফয়েজ উদ্দীন মৃধা, রঞ্জু নাহার মুক্তা।

দ্বিতীয় শ্রেণি

ফারহানা আহমেদ কাঁকন, মোছাঃ আকতার জাহান, কামরুল হাসান, মোঃ মাহবুবুর রহমান, মোঃ আমিনুল ইসলাম, নাফিসা আফরিন, মোঃ তাহমিদুর রহমান, নাজমুন নাহার, মুহাম্মদ আবুল হাসানাৎ, লায়লা নাজনীন, মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম, মোঃ ওবাইদুল হক, মোহাম্মদ নাজমুল সামস, মোঃ জসিম উদ্দিন মোল্লা, সৈয়দ মিজানুর রহমান, জোহরা বেগম, নার্গিস আক্তার, মোছাম্মৎ মমতাজুল কুবরা, মোঃ হামিদুল ইসলাম, তাসলিমা ইয়াসমিন, রাজিয়া সুলতানা, রওশন আক্তার, মোহাম্মদ মাহাবুবুর রহমান, শেখ তাজুর রহমান, রোকসানা ইসলাম, ফিরোজ আহমেদ, মোহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান সোহেল, জাহিদুল ইসলাম, রেবেকা সুলতানা, মোহাম্মদ আলাউদ্দিন, মোহাম্মদ আরিফ হোসেন।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৬০ জন, ১ম শ্রেণি ২৯ জন, ২য় শ্রেণি ৩১ জন, মোট ৬০ জন, পাশের হার ১০০%

বার্ষিক কোর্স পদ্ধতিতে ২০০০ সালের এম.এ. শেষ পর্ব পরীক্ষার ফলাফল

গ্রুপ- এ

প্রথম শ্রেণি

মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম, মোঃ মাহফুজ উল্লাহ, আবু নাঈম মোঃ শহীদুল ইসলাম, মুহাম্মদ ইমদাদুল্লাহ, খালেদ মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ, এ.কিউ.এম.মাছুম বিল্লাহ মজুমদার, মোহাম্মদ লোকমান হোসাইন।

দ্বিতীয় শ্রেণি

মুহাম্মদ আবু জাফর খান।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৮ জন, ১ম শ্রেনী ৭ জন, ২য় শ্রেণি ১ জন, মোট ৮ জন, পাশের হার ১০০%

গ্রুপ- বি

প্রথম শ্রেণি

মোহাম্মদ মুহসীনুদ্দীন, মোঃ মাসুদ আলম, মোঃ মহসিন উদ্দিন, মোঃ আবদুল আলীম, মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, মোঃ আবুল হাসান, মুহাম্মদ আরিফুর রহমান, মোহাম্মদ সাঈদুল হাসান, মোঃ মিয়ারাজ হোসাইন, কে.এম. আবিদুর রহমান, মোঃ দুলাল হোসেন, মোহাম্মদ জাকির হোসেন, নাদিরা খাতুন, রহিমা আক্তার, ফজলুল হক মনি, মোঃ নুরুল আবছার মজুমদার, আবদুল মাজেদ মিয়া, মোঃ হাবিবুর রহমান, মোঃ অহিদুজ্জামান, মোঃ আসাদুর রহমান, মুহাম্মদ আব্দুছ ছালাম, সাদিয়া ইয়াসমীন, মুহাম্মদ মনিরুল ইসলাম, আবু ছায়েদ মোঃ সাইফুল ইসলাম, মর্জিনা বেগম, আবু মুছা, হোসনেয়ারা মনি, সাকিলা খন্দকার, মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন, আকলিমা, ফাতিহা ফেরদৌস সুমনা, এস.এম. আসাদুজ্জামান, নাজমুন নাহার, খন্দকার ফাহমিদা সুলতানা, মোঃ জামশের আলী, কামরুন্নাহার, সরোয়ারী আলম খান, মোঃ জিয়াউর রহমান, এ.কে.এম. আশরাফুল হক, তাহমিনা আক্তার, মোঃ রবিউল হাছান।

দ্বিতীয় শ্রেণি

মোঃ মনিরুজ্জামান হাওলাদার, মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, ফারহানা সিদ্দিক, ফজলুল হক, তানজিনা চৌধুরী, জেবুন নাহার চৌধুরী, মোঃ ছাদেকুজ্জামান, মোঃ আল আমিন হাওলাদার, রহিমা খাতুন, নুরানী জাফরীন, নুরানী শারমিন আফরোজ, মোঃ আব্দুর রকিব, ইশরাত ফাতেমা, নুর-ই-হাফছা, তহুরা বেগম, মুহাঃ খাদিমুল ইসলাম, মোহাম্মদ কায়েস উদ্দিন, সায়েমা আক্তার, মোসাম্মৎ জেবুন্নেছা, মোহাম্মদ সাগর

Dhaka University Institutional Repository

হোসেন, মোহাম্মদ নুরুল হক, মোঃ শাহ আলম, তাজউদ্দিন, ফারজানা আফরোজ, খায়রুন নাহার আহম্মেদ, নঈমা আহমেদ, মোহাম্মদ সাইফুজ্জামান, সাদিয়া শারমিন চৌধুরী, শাহনাজ ইয়াসমিন, মোঃ নাসির উদ্দীন, নাজনীন জাহান, হাবীবা আহমেদ দীনা, ইফফাত তামান্না, মোহাম্মদ বাকিউর রহমান, মোহাঃ নুরজাহান পপি, মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান, মোহসিনা আখতার, মাশরুফ রাহাত, মোহাম্মদ আহাসনুল হক, রওনক জাহান, মাহবুবুল আলম, শারমীন আফরোজ মোহাম্মদ হাসানুজ্জামান পাটওয়ারী, মোহাম্মদ সাইদুর রহমান, মোঃ আবুল কালাম আজাদ, খন্দকার মশিউর রহমান।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৯০, ১ম শ্রেণি ৪১ জন, ২য় শ্রেণি ৪৭ জন, মোট ৮৮ জন, পাশের হার ৯৭.৭৭%

বার্ষিক কোর্স পদ্ধতিতে ২০০১ সালের এম.এ. শেষ পর্ব (পুরাতন) পরীক্ষার ফলাফল

গ্রুপ-এ

প্রথম শ্রেণি

মোঃ গুলাম মোস্তফা, মুহাঃ আনিসুর রহমান, এ.কে.এম. ফখরুদ্দীন রাজী,

দ্বিতীয় শ্রেণি

মোহাম্মদ সোলাইমান, এ.কে.এম. শরীফুল ইসলাম।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৫জন, ১ম শ্রেণি ৩ জন, ২য় শ্রেণি ২ জন, মোট ৫ জন, পাশের হার ১০০%

গ্রুপ-বি

প্রথম শ্রেণি

মোহাম্মদ রহমাতুল্লাহ

দ্বিতীয় শ্রেণি

মোঃ মোকসুদুল হক, মোঃ তরিকুল ইসলাম, খালেদা শাপলা, হাসান মাহমুদ শাহরিয়ার, নূর মোহাম্মদ, মোঃ শহীদুল ইসলাম, মোঃ গোলাম মোস্তফা, মোঃ জাকির হোসেন।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৯ জন, ১ম শ্রেণি ১ জন, ২য় শ্রেণি ৮ জন, মোট ৯ জন, পাশের হার ১০০%

বার্ষিক কোর্স পদ্ধতিতে ২০০২ সালের এম.এ. পরীক্ষার ফলাফল

গ্রুপ-এ

প্রথম শ্রেণি

মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসউদ, মোঃ জহিরুল ইসলাম, মোঃ হাবিব উল্যা, মোঃ কামরুল হাসান, মোঃ জিয়াউল হক চৌধুরী, মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ, মোঃ মোবারক হোসেন, মোঃ আব্দুস সবুর।

দ্বিতীয় শ্রেণি

মোহাম্মদ দেলওয়ার হোসাইন, সৈয়দ মোহাঃ আব্দুল হান্নান, মোঃ সাইফুল্লাহ, মোঃ জাহিদ হাসান, মোঃ নাছির উদ্দিন।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ১৫ জন, ১ম শ্রেণি ৯ জন, ২য় শ্রেণি ৫ জন, মোট ১৪ জন, পাশের হার ৯৩.৩৩%

গ্রুপ-বি

প্রথম শ্রেণি

ফাতেমা মারজান, মোহাম্মদ মোস্তাকিম বিল্লাহ, আবদুল কাইয়ুম, জয়নব জামিলা, কানিজ তাসলিমা সুলতানা, আবু হায়াত মোহাম্মদ শাফায়াত ছিদ্দিকী, মোঃ জহুরুল ইসলাম, ফাতেমা আক্তার, মোহাম্মদ ফজলুল হক, মুনজেরিন আক্তার খানম, মোঃ খায়রুল আবেদীন, এ.বি.এম. ফারুক, মুহাম্মদ সাইফুর

Dhaka University Institutional Repository

রহমান পল, মো: ফজলে রাব্বী, মহসিনা বেগম, মো: হাসানুজ্জামান, মো: হাবিবুর রহমান, কানিজ জাহান, মোহাম্মদ আফজাল আরেফিন খান, ফারহানা রুম্মান, আনজুমান আরা বেগম, হেনা বেগম, শরীফ মোহাম্মদ রুবেল, উম্মে হাবিবা চৌধুরী, শাহিদা পারভীন, মোছা: মন্নুজান ইসলাম, হেলেনা আক্তার, মো: কবির হুসেন, মুহাম্মদ শাকিল সোহরাব।

দ্বিতীয় শ্রেণি

মো: শামসুর রহমান, লুবনা রাব্বানী, মো: আব্দুস সালাম, মো: আরিফুল আলম, মোহাম্মদ রেজাউল করিম, এস.এম. মোক্তার হোসেন, মোহাম্মদ অহিদুজ্জামান সরকার, মুাহ: আ: মালেক গাজী, মো: হেদায়েত উল্লাহ, মোহসিনা আকতার, মাহমুদা আক্তার মুক্তা, মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান ভূইয়া, সাবরীনা পারভীন, শেখ কামাল হোসেন, মো: আলমগীর হোসেন, নুরুন নাহার মুনমুন, উম্মে কুলসুম, জেসমিন আক্তার, মিজানুর রহমান, মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান, মোসা: রাফিয়া সুলতানা, এম.এম. ওয়াসিউজ্জামান, মোসা: জেসমিন আক্তার, জাকির হোসেন, ছালাম বিশ্বাস, জীবন্নাহার খাতুন, মো: আমিনুল ইসলাম, উম্মে ছালাম, ফারহানা জাহান, মো: অহিদুল ইসলাম, মো: মিজানুর রহমান, মোহাম্মদ আসফ রশিদ, মোছা: জিনিয়া ইয়াসমিন, সৈয়দা জিন্নাত সুতানা, মো: জহির উদ্দিন জুয়েল, মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন ভূএগ্রা, মুহাম্মদ মুনিরুল ইসলাম, মুহাম্মদ কামরুজ্জামান।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৬৬ জন, ১ম শ্রেণি ২৮ জন, ২য় শ্রেণি ৩৬ জন, ৩য় শ্রেণি ০০, মোট ৬৪ জন, পাশের হার ৯৬.৯৬%

বার্ষিক কোর্স পদ্ধতিতে ২০০৩ সালের এম.এ. পরীক্ষার ফলাফল

গ্রুপ-এ

প্রথম শ্রেণি

মুহাম্মদ নূরুল্লাহ, মুহা: রুহুল আমীন, মো: আলী হোসেন, মোস্তফা কবীর সিদ্দিকী, মো: এখলাছুর রহমান, মোহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ, মো: শাহ আলম, তাহমীদা পাশা

দ্বিতীয় শ্রেণি

মুহাম্মদ নিজাম হোসাইন, মুহাম্মদ নেযামুদ্দীন।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ১০ জন, ১ম শ্রেণি ৮ জন, ২য় শ্রেণি ২ জন, মোট ১০ জন, পাশের হার ১০০%

গ্রুপ-বি

প্রথম শ্রেণি

আমীর হোসেন, মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, ইমরুল হক, মো: মাহামুদুর রহমান, সৈয়দ মুহাম্মদ জাবির হাদী, মো: মইনুল ইসলাম, ফাহিমা বিনতে হাবীবা, মো: আরিফুল ইসলাম, মো: আবু বকর ছিদ্দিক, কামরুন্নাহার বেবী, মুহাম্মদ মহসীন কবীর, জেবুন নেছা নুপুর, মাহমুদুল হাসান, মোস্তফা কামাল, সায়িকা জাহান সিনথিয়া, সৈয়দ মুহাম্মদ কামরুল হায়দার, নাছরিন সুলতানা, নুরজাহান, শায়লা ইসলাম।

দ্বিতীয় শ্রেণি

মো: সাইদুল ইসলাম টুকু, উম্মে আফরিন, শিরীণ আক্তার, লায়লা ইয়াছমীন, মোহাম্মদ আজিজ আহমেদ, মোহাম্মদ মোছাব্বের হোসেন, মো: হানিফ খান, আবুল কালাম আজাদ, মো: মোস্তাফিজুর

Dhaka University Institutional Repository

রহমান, মোহাম্দ জিয়াউল হক, নূর-ই-নাহিদ তাবাসসুম উপমা, মির্জা কে.ই. তুহিন, ফাহিম হাসান, উম্মে ফারহানা আযাদ, নায়লা আল-আনী, মো: রহমত আলী, ইফফাত জাহান, মো: আশিকুর রহমান, সাদিয়া নওরীন মুন্নী, মুহাম্মদ মফিদুল ইসলাম, সালমা আক্তার, আনোয়ারা খাতুন, মো: রিয়াজুল ইসলাম, রেহানা পারভীন, মো: আব্দুল্লাহ আল মামুন, তাহমিনা আক্তার লিপি, মো: আল-আমিন, মো: কামরুল ইসলাম, মো: ওয়াজেদ আলী, মো: চাঁদ আলী, মরিয়ম সুলতানা, তানিন জিহান, এস.এম. রাশেদ আল কবীর, মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম, মো: ছানোয়ার হোসেন, মোসাম্মৎ শারমিন জাহান, রোমানা চৌধুরী, মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ, মো: আতিকুর রহমান।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৫৯ জন, ১ম শ্রেনী ১৯ জন, ২য় শ্রেণি ৩৯ জন, মোট ৫৮ জন, পাশের হার ৯৮.৩০%

বার্ষিক কোর্স পদ্ধতিতে ২০০৪ সালের এম.এ. পরীক্ষার ফলাফল

গ্রুপ-এ

প্রথম শ্রেণি

মোস্তফা মনজুর, মোহাম্মদ ইকরাম হোসাইন, আখতার হোসাইন, মো: শহিদুল ইসলাম, মাহমুদুর রহমান ভূঞা, মুহাম্মদ আব্দুর রহমান, মুহাম্মদ রবিবুল ইসলাম, মোহাম্মদ মতিউর রহমান, মোহাম্মদ আনোয়ারুল হক ভূঞা, মো: হাবিবুল্লাহ, মুহাম্মদ আল আমিন, মোহাম্মদ কামাল হোছাইন, মো: নুরুল ইসলাম, মো: সাজ্জাদুল হাসান, মো: ছারওয়ার জাহান, মো: সাঈদুর রহমান।

দ্বিতীয় শ্রেণি

মোহাম্মদ বসির উদ্দিন, মোহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন, মোহাম্মদ আরিফুর রহমান, আব্দুল্লাহ আদনান, মো: লুৎফুর রহমান।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ২১ জন, ১ম শ্রেণি ১৬ জন, ২য় শ্রেণি ৫ জন, মোট ২১ জন, পাশের হার ১০০%

গ্রুপ-বি

প্রথম শ্রেণি

মো: নজরুল ইসলাম, মুহাম্মদ জাকির হোসাইন, মুনতা আহমেদ মিলি, মোসাম্মৎ রহিমা আক্তার, শায়লা জামান, মো: মাছউদুর রহমান, সালমা আখতার, মুহাম্মদ আবু জাফর, শারমিন আকতার শোভা, সাদিয়া মাহজাবীন ইমাম, মোসাম্মৎ ছালমা আকতার, আখতারুজ্জামান, মো: হযরত আলী, মোহাম্মদ আবুল হাসান পলাশ, মামুন হাওলাদার, রোকসানা আকতার, কাজী মোখতার হোসাইন, মোহাম্মদ নাছীর উদ্দিন, শিল্পি আক্তার, ফারজানা সূলাতানা, ফয়জুল বারি, মো: রিজারুল হাসান, সোনিয়া রহমান, চৌধুরী, মোহাম্মদ আবুদল খালেক, উম্মে কুলসুম, শারমিন আক্তার পপি, হাসিনা আক্তার, মুনীরাতুল কুবরা, ওয়াহিদা মুন, মোস্তফা এহতেশামুল বারী, নাছিমা আক্তার, মোহাম্মদ সোহেল রানা, মোহাম্মদ ফারুক আজম, নাজনীন সুলতানা, মো: নাজমুল হুদা, হাফিজা তামান্না, ফারজানা রহমান, নওরোজ শারমিন, মো: মাসুদুর রহমান শেখ, নিলুফা নাজনীন, রোখসানা, মাহবুবুল হাসান,

দ্বিতীয় শ্রেণি

আবু সাহাব মোহাম্মদ সাইফুল আলম, মুহাম্মদ আব্দুর রহীম আকন্দ, মো: শরীফ হাসান ভূঞা, সৈয়দা হাফিজা সুমা, মুহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান, মুনিরা তানজিম, গাজী আফরোজা সুলতানা, পারভীন আকতার, এস.এম. মজিবর রহমান, শাহজাদী জেবুন্নেছা, কাজী মাঈন উদ্দিন হোসেন, মানসুরা বেগম, মো: জহিরুল ইসলাম, মো: আল আমীন হাওলাদার, মো: হাফিজুর রহমান চৌধুরী, মো: মনোয়ার হোসেন, ইয়াসীন, জাকিয়া সুলতানা, মো: আবুল হাসনাত, মো: হাছিবুর রহমান, শিরিন খানম, শফিউল

Dhaka University Institutional Repository

আহসান, রাকিবুল হাসান রাসেল, হাসান মোহাম্মদ নাছের রিকাবদার, মোঃ আক্তারুজ্জামান, মোঃ গোলাম মোস্তফা, মোঃ মিরান রহমান, রাবেয়া খানম, ইসমত আরা, মোছাঃ লিপিয়া খাতুন, মোঃ শাহান শাহ, মোঃ রাশিদুল হাসান, রোকসানা পারভীন, মোঃ রফিকুল আলম, ইফতেখার আহমেদ, শারমীন খাতুন, রোজিনা আক্তার, ফারহানা ইয়াসমিন, শেখ ফারুক হোসেন, মোঃ শাহরিয়ার হোসেন, মোঃ আলমগীর কবীর, রোকসানা ইয়াসমিন বিউটি, মোঃ আবু বকর সিদ্দিক, মোঃ ইব্রাহীম খলিল উল্লাহ।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৮৬ জন, ১ম শ্রেণি ৪২ জন, ২য় শ্রেণি ৪৪ জন, মোট ৮৬ জন, পাশের হার ১০০%

বার্ষিক কোর্স পদ্ধতিতে ২০০৫ সালের এম.এ. পরীক্ষার ফলাফল

গ্রুপ-এ

প্রথম শ্রেণি

মোহাম্মদ আবুবকর ছিদ্দিক, মুহাম্মদ আব্দুর রহমান, মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন, মোহাম্মদ ছফিউল্লাহ হাশেমী, রাফিয়া সুলতানা, মোহাম্মদ জাকারিয়া, মুহাম্মদ মাসউদ আল মাহদী, মোঃ ওবায়দুল মোর্শেদ, মোঃ ইকবাল হুসাইন, কামরুজ জামান, মুহাম্মদ বাকী বিল্লাহ, মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম, মোহাম্মদ ইব্রাহিম, মোঃ কামরুল হাসান, মোঃ ইউনুছ মিয়া, মোঃ মাজহারুল ইসলাম, মুহাম্মদ বদরুদ্দোজা।

দ্বিতীয় শ্রেণি

কাজী হুমায়ুন কবির, মোঃ জাহিদুল হাসান, মোঃ আঃ রহমান, মোঃ শরিফুল ইসলাম, মুহাম্মদ মঞ্জুরুল হক।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ২২ জন, ১ম শ্রেণি ১৭ জন, ২য় শ্রেণি ৫ জন, মোট ২২ জন, পাশের হার ১০০%

গ্রুপ-বি

প্রথম শ্রেণি

আবদুল্লাহ আল হোসাইন, মোস্তফা মাসুম সিদ্দিকী, মোহাম্মদ রেজাউল হোসাইন, মোঃ কোরবান আলী, মুহাম্মদ আতিকুর রহমান, শাহানা মমতাজ, আসমা জাহান, মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ, ফেরদৌসী খান নিপা, শাহীন হায়দার, মোঃ মহিববুল্লাহ, মোঃ মোসাদ্দেক হোসেন, মোঃ আবদুর রাজ্জাক, মোহাম্মদ আলী, ফকির নাজমুল হোসেন, মোঃ মিজানুর রহমান, মোঃ সেলিম উল ইসলাম সিদ্দিকী, মোঃ আমিনুর রহমান, কাজী রাসেল কবীর, মোঃ হাবিবুর রহমান, মোহাম্মদ কাউছার আলম, মোছাঃ জান্নাতুল মাওয়া, ফৌজিয়া তানভীর, ফরিদা আক্তার, রোকসানা ভূঁইয়া মিলু, মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম সরকার, ছালছাবিল চম্পা, মুহাম্মদ রমজান আলী, ফরিদ আহমদ, মোঃ মাহমুদুল হাসান, সুরাইয়া নাসরীন ঝুমু, সাদিয়া তাবাসসুম, তাহমিনা রহমান, মোছাঃ হাবছা আক্তার, মোহাম্মদ ইফতে খায়রুল আলম।

দ্বিতীয় শ্রেণি

এম.এ. জুবায়ের, জাহাঙ্গীর আলম, আব্দুল্লাহ আল মমিন, মোহাম্মদ মিনহাজুল ইসলাম ভূঁঞা, মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান খান, সুবর্ণা জামান, মোঃ আবুল কালাম সাহিদ, সুলতানা রাজিয়া, সাঈদা পারভীন, নাসরিন আক্তার, জান্নাতুল ফেরদৌস, রিজওয়ানা আহমেদ, খোন্দকার ফারহাদ সুলতানা, রুমানা তাছকিন, মোঃ মিলন, মোঃ আব্দুর রউফ, মোহাম্মদ সিকান্দার আলী, কাজী রোকসানা আমীন, নাফিসা বেগম, আকলিমা বেগম, মোছাঃ নাজমা সুলতানা, মোঃ কামাল হোসেন, এনায়েত আল মামুন, আরিফা সুলতানা, মোঃ ফজলুর রহমান, আসমা চৌধুরী, দেওয়ান নূর ইয়ার চৌধুরী, মোঃ ইনাম উল হক, এস.এম. খালেকুজ্জামান, মোসাঃ মাসুমা জাহান, মোঃ আবু সাইম সরকার, এস.এম. জোবায়ের ইসলাম।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৬৭ জন, ১ম শ্রেণি ৩৫ জন, ২য় শ্রেণি ৩২ জন, মোট ৬৭ জন, পাশের হার ১০০%

বার্ষিক কোর্স পদ্ধতিতে ২০০৬ সালের এম.এ. পরীক্ষার ফলাফল

গ্রুপ-এ

প্রথম শ্রেণি

মো: মাহমুদুল হাসান, মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম, মো: আল আমিন, মুহা: আব্দুল্লাহ আল হাসান, মো: আরিফুজ্জামান, মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, আবুদল কাইয়ুম, মো: আলাউদ্দিন, মো: মামুনুর রশিদ, নুরুজ্জামান মিয়াজী, এস.এম. মোমিন, মোহাম্মদ আশরাফুল আলম, আতাউর রহমান, মো: রুহুল আমিন, নুর মোহাম্মদ, মুহাম্মদ মুজাহেদুল ইসলাম, মু. হাবীবুল্লাহ, মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম।

দ্বিতীয় শ্রেণি

মুহা: লুৎফর রহমান, মোহাম্মদ মনির হোসেন, ইউসুফ আহমদ।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ২৩ জন, ১ম শ্রেণি ২০ জন, ২য় শ্রেণি ৩ জন, মোট ২৩ জন, পাশের হার ১০০%

গ্রুপ-বি

প্রথম শ্রেণি

কাজী ফারজানা আফরীন, মো: ছফিউল্লাহ, মুহাম্মদ মনিরুল হাসান, হানিফ উদ্দিন আহমদ, নিগার আফরীন, মাহমুদা কামাল, মোছা: জীবন নিছা, মিজানুর রহমান শরীফ, মোহাম্মদ ইমাউল হক সরকার, মো: নেয়ামত উল্লাহ, মুহাম্মদ মহিউদ্দীন, মোহাম্মদ আনোয়ারুল আযীম, এ.বি.এম নাহিদুর রহমান, মো: মোখলেছুর রহমান, মুহাম্মদ মোতাছিম বিল্লাহ, মো: হাছানুজ্জামান, মোসাম্মৎ নাজমুন নাহার, আশরাফুন আরা, আফরোজ আক্তার, ফারহানা আরেফীন, মো: হাফিজুল ইসলাম, মাহমুদা খান, মো: মিনার খান, মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ, আশরাফিয়া, মঈনুল ইসলাম, রুবিনা আক্তার, নাজিয়া শবনম, মো: ইয়ার হোসেন, মো: মফিজুর রহমান, এ.টি.এম আজহারুল ইসলাম, নুরজাহান হক, শামীমা সুলতানা, সাবিহা সুলতানা, শেখ জিয়াউর রহমান, শারমিন জাহান, মো: নবাব আলী, মো: মশিউর রহমান, নাসরিন নাহার, রোকসানা মজুমদার, মোহাম্মদ আবু নাছের, মজিদ উল হক, মুহাম্মদ মমিনুল ইসলাম, মাহমুদা মমিন, মুহাম্মদ শরিফ হোসেন, মোহাম্মদ মিরাজ উদ্দীন, মোশার্‌রফ হোসেন মোল্লা, দিলরুবা আনাম ফেরদৌস, মিজানুর রহমান, মো: আরিফ হোসেন, মাহবুবা জান্নাত।

দ্বিতীয় শ্রেণি

দিলরুবা জাহান, মো: গোলাম মোর্শেদ, মো: আজগর আলী, মো: শাহিদুর রহমান বেগ, তাহমিদা খাতুন তামান্না, মাহমুদা খাতুন, মো: তমিরুল ইসলাম, মো: মামুন মিল্লাত, সালাহ উদ্দিন মাসুম, মো: হুমায়ুন কবির, হাজেরা পারভীন, মো: নাহিদুল ইসলাম, মো: সরোয়ার হোসেন, রিয়াজুল জান্নাত, লাভলী ইয়াসমিন, শিউলী সুলতানা, মোহাম্মদ আবু সাঈদ, শিরীন সুলতানা, মো: ইমরুল হাসান, আসমাউল হুসনা, সাদিয়া আফরিন, আজমেরী শারমিন, আহমেদ আল রাজী, তানিয়া জামান, মো: আব্দুর রহমান, মোছা: নাজরীনা খানম, মো: সাইফুল ইসলাম, রীফাত হোসেন।

ফলালফ পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৭৯ জন, ১ম শ্রেণি ৫১ জন, ২য় শ্রেণি ২৮ জন, মোট ৭৯ জন, পাশের হার ১০০%

বার্ষিক কোর্স পদ্ধতিতে ২০০৭ সালের এম.এ. পরীক্ষার ফলাফল

গ্রুপ-এ

প্রথম শ্রেণি

মুহাম্মদ তাজাম্মুল হক, মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ, মোহাম্মদ কেফায়েত উল্লাহ, মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, জসিম উদ্দিন, মুহাম্মদ শাহ আলম, মো: আবু তাহের , মোহাম্মদ নুরুল আমিন, মুহাম্মদ মুহসিনুদ্দীণ, মাসুম বিল্লাহ, মনিরুজ্জামান, আবু সালে, কামরুল ইসলাম, মোহাম্মদ ইমাম হোসাইন,

এ.টি.এম.ইয়াহহিয়া, মনিরুজ্জামান, মো: হাবিবুর রহমান, মো: মাহবুবুল আলম, মোহাম্মদ আলাউদ্দিন, আব্দুল্লাহ আল মামুন, মুহাম্মদ নুরুল আমীন, মুহাম্মদ মাছুম বিল্লাহ, মো: নাজমুল হুদা, মু: ফাইজুল ইসলাম, মো: আনোয়ার হোসাইন, মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, মোহাম্মদ আলী মজুমদার, মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, মুহাম্মদ ফোরকান, মো: রায়হান আলী, মো: আব্দুস সাত্তার, মো: আমীল হোসেন মোল্লা, মো: ছানোয়ার হোসাইন।

দ্বিতীয় শ্রেণি

মোহাম্মদ রমিজ উদ্দিন ভূঁঞা, মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, মো: আয়নুল হক।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৩৭ জন, ১ম শ্রেণি ৩৩ জন, ২য় শ্রেণি ৩ জন, মোট ৩৬ জন, পাশের হার ৯৭.৩%

গ্রুপ-বি

প্রথম শ্রেণি

তারেক বিন আতিক, মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ ফারুকী, মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, মো: মইনুল ইসলাম, মো: ছাইফুল ইসলাম, মুহাম্মদ মুশফিকুর রহমান, মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ, মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম, মো: রনি বাবু, উম্মে ইসরাত, মোছা: জাকিয়া জাহান, মুহাম্মদ জহুরুল হক, আনজুমান আরা, মো: লুৎফর রহমান, আসাদুজ্জামান, আফিয়া মুবাশশিরা, নারগীস সুলতানা, শেখ ফিরোজ, মো: ফারুকুল ইসলাম, উম্মে আকিবা, মুনা সিদ্দিকী, মাহিন আফরোজ মিশু, মো: আব্দুল্লাহ আল নোমান, কামরুন নাহার, মাহবুবা আলী, আইনুন নাহার, মাকসুদা বেগম, ফারুক হোসাইন, নাজিয়া ইসলাম, কাজী হোসনে আরা, মো: আনোয়ার সাদাত, নাজিয়া হাসান, মো: মনিরুল ইসলাম, সাদিকুল ইসরাম, ইয়ামুন আরা পপী, পান্না সুলতানা, মো: আলমাহমুদ মনজুরুল হক, এস.এম. রাকিবুল হক, ফাতেমা তুজ জোহরা, এ.এফ.এম. মাসরুর আতিকী, আয়শা সিদ্দিকা শিউলী, মো: আবু সালাম তালুকদার, মুহাম্মদ ফজলুল করিম, আজমেরী রহমান, মো: নুর জাহিদুল সিদ্দিক, এস.এম. গাউসুল আজম মহিউদ্দিন, কানিজ মোর্শেদ, আসমা বেগম, নাফিয়া নাজমিন, মঞ্জুর হোসেন, মো: ইকবাল খন্দকার, হোসনে আরা ফেরদৌস, এ.জি.এম. সাদিদ জাহান, কানিজ ফাতেমা, ইসরাত জাহান, মো: আব্দুর রাজ্জাক, সালেহ হোসেন, নুরজাহান কাজল, সাবেরা সুলতানা, তারিক বিল্লাহ, আবিদ আহমেদ, ইসমত জেরীন নুর, নাসরীন সুলতানা, নাসরিন রহমান লাইজু, মো: রেজাউল করিম, মো: আনোয়ার হোসেন, ছৈয়দ মুহাম্মদ কাউছার, ফারজানা আক্তার, মো: এনামুল কবির, আনোয়ার ওসাইন, খন্দকার লাবনী, মোহাম্মদ কামরুল হাসান আযমী, মো: গোলাম মুর্তজা, ফাতেমা তুজ জোহরা, হাজেরা খাতুন, ফাতেমা আক্তার, মো: শাহ হাসান, মোহাম্মদ হাসিম আল রাজি, মাহবুবা আফরোজ, ইসরাত জাহান, মারজান আক্তার, মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম, মো: সিরাজুল ইসলাম, আব্দুল মান্নান, মো: তৌহিদুল ইসলাম, আব্দুল কুদ্দুছ মিয়া, শেখ তানভীর হালিম, মো: জিয়াউর রহমান, মো: শামীম আহম্মেদ, আরীফ হোসাইন, মো: রাসেল খন্দকার।

দ্বিতীয় শ্রেণি

আজমেরী রছুল, নিগার চৌধুরী, মো: ইলিয়াছ খাঁন, ফাহমিনা রহমান, রোকেয়া বেগম, সাবিকুন্নাহার মুন্নি, মো: আরিফুল ইসলাম, জাকির হোসেন, জি.এম. সাহিদুজ্জামান, জিনিয়া জান্নাত, মো: মশিউর রহমান, মো: আবু নাঈম খান।

তৃতীয় শ্রেণি

মো: জায়েদুল ইকবাল তালুকদার।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ১০৭ জন, ১ম শ্রেণি ৯২ জন, ২য় শ্রেণি ১২ জন, ৩য় শ্রেণি ১ জন, মোট ১০৫ জন, পাশের হার ৯৮.১৩%

বার্ষিক কোর্স পদ্ধতিতে ২০০৮ সালের এম.এ. পরীক্ষার ফলাফল

গ্রুপ-এ

প্রথম শ্রেণি

মোঃ মুহিবুল্লাহ, মুহাম্মদ মাহবুবুল আলম, মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ, মোঃ মাছুম বিল্লাহ, মাহমুদুল হাসান, মোহাম্মদ সলিমুল্লাহ, মুহাম্মদ জাহিনুল হাসান, মুহাম্মদ মিজানুর রহমান, আহমদ মাসউদ, কাজী মাহমুদুল হাসান, মোঃ মেহেদী হাসান, মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, মুহাম্মদ জুনাইদ, মুহাম্মদ মাছুম বিল্লাহ, আলমগীর হোসেন, মুহাম্মদ আরিফ হোসাইন, মোঃ আমিনুর রহমান, মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, মোঃ শাহ জালাল, সাইফুল ইসলাম, মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, মোঃ আবু ইউসুফ , মোহাম্মদ ওমর ফারুক, মোঃ নুরুল আমীন, মোহাম্মদ জুলফিকার আলী, মোঃ রওশন আলম, মুহাম্মদ মাহবুব এলাহি।

দ্বিতীয় শ্রেণি

মোঃ আতিকুর রহমান।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ২৮ জন, ১ম শ্রেণি ২৭ জন, ২য় শ্রেণি ১ জন, মোট ২৮ জন, পাশের হার ১০০%

গ্রুপ-বি

প্রথম শ্রেণি

মোঃ সানাউল্লাহ, মোঃ আলী আজম, শরীফ হোসাইন, মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ আল কাওসার, শারমীন সুলতানা, দ্বীন মোহাম্মদ চঞ্চল, মোঃ আবদুল মুকিত, আইরিন পারভীন, মোহাঃ গোলাম মোস্তফা, মোঃ আলহাজ উদ্দিন, মাহবুবুল হাসান, জিয়াউল হক, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, জাকিয়া সুলতানা, মুহাঃ আবুল হাসানাত, মাহমুদ হোসেন, মুহাম্মদ আজিজুর রহমান চৌধুরী, মুহাম্মদ মামুনুর রশীদ, আমাতুল নাঈমা, মাসুদুল ইসলাম, ফয়জুন্নেছা, মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, রবিউল ইসলাম, মোঃ রুহুল আমিন, মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম খান, ফারজানা হক, নুরুল হক, মোসাঃ সেলিনা বানু, ইফফাত আরা, মোঃ মুজিবুর রহমান, শিবলী আহমদ নোমান, মোহাম্মদ আবুল হাসেম, জেবুন নেছা, মোঃ মোতাছিম বিল্লাহ আকন্দ, সানজিদা কবির, মোঃ আবু সাইদ, মোঃ ছামিউল আলম, মুহাম্মদ রাশেদুল হক, মুহাম্মদ শামীম আহমদ, রাফেজা খাতুন, শিউলী আক্তার, মোঃ আশরাফুল আলম, রুমা খন্দকার, কাজী হাবিবুর রহমান, নায়লা ইসলাম, মোঃ মহসিন কবির, নুসরাত জাহান, ইসমাইল হোসেন।

দ্বিতীয় শ্রেণি

আহমদ ইবনে ইউসুফ রায়হান, কাজী মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ, মোঃ আব্দুল কাদের, শেখ আশরাফুল আলম, আবু সুফিয়ান, নিগার সুলতানা, মোঃ রাহাত হাসান খান, শেখ আব্দুল্লাহ আল মামুন।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৫৭ জন, ১ম শ্রেণি ৪৯ জন, ২য় শ্রেণি ৮ জন, মোট ৫৭ জন, পাশের হার ১০০%

বার্ষিক কোর্স পদ্ধতিতে ২০০৯ সালের এম.এ. পরীক্ষার ফলাফল

গ্রুপ-এ

প্রথম শ্রেণি

মোঃ ছোলাইমান হোসেন, মোঃ ইমদাদুল হক, মুহাম্মদ ফয়েজ উদ্দীন, নূর মোহাম্মদ, মোঃ আমিনুল ইসলাম, মুহাম্মদ আবু তাহের, মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, শামীম আহম্মদ, মাহবুবুর রশীদ, মোঃ সাইফুল ইসলাম মজুমদার, মোঃ আমিনুর রহমান, মোঃ জাহিদুল আমীন, মোঃ নাজমুল হক, মোঃ আব্দুল্লাহ আমান, মোহাম্মদ আবুল কাশেম, আনোয়ার হোসাইন, আতিয়ার রহমান, মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান, কামরুজ্জামান, মোঃ ইকবাল হোসেন, মোঃ ফয়সাল আহমদ, মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, কাজী বুরহান উদ্দীন আজমী, মোঃ জাকারিয়া, হুমায়ুন কবীর, আল আমীন, মুহাম্মদ মামুনুর রশীদ, মোঃ নুরুল্লাহ শ্বাযুলী, মোঃ শরিয়াতুল্লাহ।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় শ্রেণি

মুহাম্মদ রেদওয়ান উল্লাহ, মোঃ নোমান, মোঃ আবু ছালেহ, মুহাম্মদ ফরহাদুজ্জামান, মোহাম্মদ সোলায়মান হোসাইন।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৩৪ জন, ১ম শ্রেণি ২৯জন, ২য় শ্রেণি ৫ জন, মোট ৩৪ জন, পাশের হার ১০০%

গ্রুপ-বি

প্রথম শ্রেণি

মুহাম্মদ খাইরুল ইসলাম, আব্দুল্যাহ আল মাহমুদ, আমাতুল্লাহ আমিনা শরীফ, মোঃ মোতাহার হোসেন, নুরুল্লাহ, সিরাজুল ইসলাম, সবুজ আহমেদ, আব্দুল গফুর, মোঃ নূর আলম সিদ্দিক, আওলাদ হোসাইন, মোঃ রিয়াজ উদ্দিন, মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, মাহমুদ হাসান, হোসনেয়ারা বৃষ্টি, মোঃ আশরাফুল আলম, শিব্বির আহমেদ, খাদিজা তাহিরা, মোঃ সাইফুল ইসলাম, মোঃ আমির হোসাইন, তাহেরা আক্তার, মোঃ ইউনুছ আলী, এ.কে.এম. মারুফ হোসাইন, শাহীনুর সুলতানা, সেলিনা আক্তার লাকী, নিলুফা ইয়াসমিন, মোঃ মাসুম বিল্লাহ মোঃ আনোয়ার হোসাইন, উম্মে তোহফা জাহান, শামছুন নাহার, মোঃ আল আমিন , মোঃ মোজাম্মেল হক, নাজমুল আরেফিন তারেক, মোঃ হেলাল উদ্দীন, মুহাম্মদ তরীকুল ইসলাম, ফৈজাতুন নিছা, মোঃ গোলজার হোসেন, তাসনীম ফেরদৌস, মোঃ হেলাল উদ্দীন, মোঃ আমির সোহেল, মোঃ আশরাফ উদ্দিন, মোঃ বেল্লাল হোসাইন, ফারজানা হক, তাহমিনা আকতার, আরজুদা রেজা, মোঃ নাজিম উদ্দিন, সেলিম আল মামুন, মোহাম্মদ খাইরুল ইসলাম, এহসানুল হক, মোঃ সাইদুর রহমান, ইয়াসমিন আক্তার।

দ্বিতীয় শ্রেণি

নাদিরা সুলতানা, মাহবুব আলী, মোঃ সুলতান আহাম্মেদ, মোঃ আমিনুর রহমান, মোঃ আব্দুল গণি, মরিয়ম আক্তার, মানসুরা তাসনীম ফাইরুজ, মোঃ নাসের আরাফাত, মফিজুর রহমান, মোঃ হাফিজুর রহমান, ফারুক হোসাইন, সুলতানা জাহান, সিরাজুল ইসলাম, মোঃ শাহাজান আলী, জেবিন নাহার আশা, ওহিদুজ্জামান, ফারহানা লায়লা, আতিকুর রহমান খাঁন, আবু সালেহ, আব্দুল ওয়াহাব, মোঃ ইব্রাহীম খলিল, কাজী আরিফুর রহমান, কামাল উদ্দিন, মুহাম্মদ আশরাফুল আলম, এস.এম.এস আতাহার খান, আহম্মদ আলী, আয়েশা ছিদ্দীকা।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৭৭ জন, ১ম শ্রেণি ৫০ জন, ২য় শ্রেণি ২৭ জন, মোট ৭৭ জন, পাশের হার ১০০%

বার্ষিক কোর্স পদ্ধতিতে ২০১০ সালের এম.এ. পরীক্ষার ফলাফল

গ্রুপ-এ

প্রথম শ্রেণি

মোঃ মাহবুবর রহমান, মুহাম্মদ ফজলুল হক, মোঃ মাহমুদুল হাসান, মোঃ কেফায়ত উল্লাহ, মোঃ আব্দুদ দাইয়্যান, মুহাম্মদ মুহিববুল্লাহ, মুনীর আহমদ, মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ, মোঃ মাহমুদুল হাসান, মোঃ তাফাজ্জল হোসেন, মোঃ আবুল হাসান, মোঃ সাজ্জাদ হোসেন, মুজ্জাম্মিল হক, ফরহাদ হোসাইন, মোঃ হাফিজুর রহমান, শেখ মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, কাউছার হোসেন, মোঃ যোবায়ের হোসাইন, মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন, জুবায়ের ইসলাম, নজরুল ইসলাম, মাহফুজুর রহমান।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ২২ জন, ১ম শ্রেণি ২২ জন, মোট ২২ জন, পাশের হার ১০০%

Dhaka University Institutional Repository

গ্রুপ-বি

প্রথম শ্রেণি

মোহাম্মদ মাহবুবুল আরিফীন, এস.এম.মাছুম বাকী বিল্লাহ, মো: জাহাঙ্গীর আলম, মো: সালাহ উদ্দীন, আব্দুল্লাহ আল মামুন, শেখ তাছলিমা আক্তার রুবা, মোহাম্মদ মঈনুল হাসান খান, জাহিদুর রহমান, ইয়াসমিন শিকদার, মো: ইমরান, শরিফুল ইসলাম, মুহাম্মদ সাইফুদ্দিন, নাসরিন আক্তার নিপা, সাদিয়া আফরিন টুম্পা, মো: খলিলুর রহমান, আফরোজা সুলতানা, উম্মে সুমাইয়্যা, তানিয়া নাসরিন, জাকিয়া ফারজানা, মাইন উদ্দীন, মো: সিরাজুল ইসলাম, মালেকা এ তারান্নুম, মু. ওয়ালী উল্লাহ ভূঁইয়া, নাছরিন নাহার, মো: ফখরুল ইসলাম, খন্দকার ইমরান হোসাইন, মো: আবুল বাশার, ছালেহ আহাম্মেদ, আয়েশা সিদ্দিকা, মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, শারমিন সুলতানা, মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল ফারুক, লাবনী খাতুন, সাবেরা ফেরদৌসী, মো: জাকিরুল ইসলাম, মো: সুজন হোসেন, সাহরিনা শার্মী, জাহানারা দেওয়ান, মেহবুবা আক্তার, মোছা: সেলিনা খাতুন, মো: আব্দুল্লাহ আল মামুন, আবদুল কাদির, মোহাম্মদ ফরহাদ, নাসরিন সুলতানা, মো: কফিল উদ্দিন, মোহাম্মদ আদেল উদ্দিন, কাশফিয়া সিদ্দিকী, লায়লা তানজিনা, মো: আব্দুল্লাহ আল মামুন, মোর্শেদা সুলতানা, ফাতেমা আখতার, শেখ কামাল পাশা, মো: নাইমুল হাসান, মো: আল মামুন, মো: মহিদুজ্জামান, ফাহমিদা আখতার, এস.এম. সাকিব হোসেন, মো: জাকির হোসেন, মো: রফিকুল ইসলাম, মু. মুনীর হুসাইন, মো: শাহীনুর ইসলাম, মো: আরিফুজ্জামান, মো: মাহবুবুল আলম, নাজলী আকতার, মো: সফিক আহমেদ।

দ্বিতীয় শ্রেণি

তাহেরা খাতুন, মোছা: ফাতেমা খাতুন, আবুবকর ছিদ্দিকী, মো: আমিনুল ইসলাম, মুহাম্মদ আশরাফুল আলম, সালমা আকতার, সৈয়দা আইরীন নেছা, মাহমুদুল হোসেন, মো: মাহবুবুর রহমান সাজু, মাজহারুল ইসলাম, সেলিনা আনছারী, মোহাম্মদ ফেরদাউস, আমিনা খাতুন, মো: সোহেল রানা, মো: ফকরুজ্জামান, মুহাম্মদ আব্দুল বারী, আনোয়ার হোসেন, মো: রেজাউল করিম, মির্জা খালেদ সাইফুল্লাহ, শামীম আহমদ, সোহাইল আহমদ।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৮৭ জন, ১ম শ্রেণি ৬৫ জন, ২য় শ্রেণি ২১ জন, মোট ৮৬ জন, পাশের হার ৯৮%

উল্লেখ্য যে, ২০১১ সাল থেকে গ্রেডিং সিস্টেমে ফলাফল প্রকাশ শুরু হয়। তাই মেধা অনুযায়ী বরং রোল নম্বর অনুযায়ী নামের তালিকা দেওয়া হলো এবং নামের সাথে প্রাপ্ত সিজিপিএ উল্লেখ করা হলো।

২০১১ সালের ২য় সেমিস্টার এম.এ. পরীক্ষার ফলাফল (রোল নম্বর অনুসারে)

গ্রুপ-এ

মো: মিজানুর রহমান ৩.৮৭, মো: কামাল উদ্দিন ৩.৮১, মোল্লা মুহাম্মদ মুরাদুজ্জামান ৩.৫৭, মোহাম্মদ খায়রুল ইসলাম ৩.৫০, মুহাম্মদ ওমর ফারুক ৩.৯৪, এম.এ. বাতেন ৩.৬৮, আতিক ইসলাম ৩.৯৩, আশরাফুদ্দিন আহমেদ ৪.০০, মো: মিজানুর রহমান ৩.৮১, মো: কামরুল হাসান ৩.৭১, মো: আশরাফুল আলম ৩.৮৫, আলমগির হোসাইন ৩.৬২, মোস্তফা কামাল ৩.৬৫, মো: আব্দুল হামিদ ৩.৯৭, মাহমুদুর রাশিদ ৩.৫৭, আমিরুল ইসলাম ৩.৬০, রবিউল ইসলাম ৩.৭১, শরিফুল ইসলাম ৩.৪৩, শরিফুল হাসান ৩.৭২, মো: দেলাওয়ার হোসাইন ৩.২৭, মোহাম্মদ আনোয়ার জাহিদ ৩.৮০, শহিদুল ইসলাম ৩.৬০, মো: আব্দুল্লাহ আল ফারুক ৩.৮১, মাহফুজ আল হামিদ ৩.৮৫, মো: সালাহ উদ্দিন ৩.৬২, মুইনুদ্দিন ৩.৬২, মো: হাফিজুর রহমান ৩.৬২, সুমাইয়া ফেরদাউস ৩.৯৬।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ২৮ জন, উত্তীর্ণ ২৮ জন, পাশের হার ১০০%

গ্রুপ-বি

হুমায়ুন কবির ৩.৬২,এস.এম. তাওহিদুল ইসলাম ৩.৫১, মুহাম্মদ আব্দুর রহমান ৩.১৫, মো; আসাদুজ জামান ৩.৪৩, মো: ওমর ফারুক ৩.৫৩, মো: আসাদুল্লাহ ৩.৬৫, শাব্বির আহমদ নাইম ৩.২৮, আমিনুল ইসলাম ৩.৫৭, মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম ৩.৮০, আলাউদ্দিন ৩.৪৯, শোয়াইব ৩.৬৪, জালাল উদ্দিন ৩.২৯, মো: জামশের ৩.৪০, মো: আলমগীর শিকদার ৩.৩০, মো: আব্দুল্লাহ ৩.৪০, মো: শোয়েব হোসাইন ৩.৬৯, মো: মাসুদুর রহমান ৩.৫২, মো: আব্দুল্লাহ শেখ ৩.৪০, হাসান আলি ৩.৬২, মো: আখলাকুর রহমান উজ্জল ৩.৫০, মো: শামিনুল হক ৩.০৭, কবিরুল ইসলাম খান ৩.১৫, জাহিদুল ইসলাম সানা ৩.৯১, আব্দুর রহমান ৩.৭৮, মো: কামরুজ্জামান ৩.২৮, মো: খায়রুল ইসলাম ৩.৪৬, নূর-ই-রাব্বি তানিম ৩.৩৯, মো: আবু নাইম ৩.৭৫, মো: আবদুল্লাহ আল মামুন ৩.৩৪, আবদুল কাদের সুমন ৩.৩৪, হাফিজুর রহমান ৩.৫৬, মো: আরিফুল ইসলাম ৩.২৮, মো: আল মামুন ৩.২৪, মো: জাহিদুল ইসলাম রাজু ৩.৩৭, রুহুল আমিন ৩.৬৬, আবু সাঈদ ৩.৫৬, আশরাফুল আলম ৩.৭৬, জাহিদ হাসান ৩.৬৫, মাহমুদুল হাসান ৩.৫২, মো: মাজেদুল ইসলাম ৩.৫৬, মো: তানবিরুল আজম ৩.৫২, ফকরুল আলম ৩.৪৭, মো: জসিম উদ্দিন ২.৮৭, ফরিদুল হোসাইন সৃজন ৩.২৪, মো: রাশেদুল ইসলাম খান ৩.৪৭, মো: মেহেদী হাসান ২.৯৭, মো: শরিফুল ইসলাম ৩.২২, মারুফা খন্দকার ৩.৫৯, নাসিমা খাতুন ৩.৭১, তাজমুন নাহার ৩.৭৪, শরিফা আফরিন ৩.৪৬, জাকিয়া সুলতানা ৩.২৭, আশরাফুন্নাহার সুমি ৩.৪১, কেয়া বেগম ৩.৫৬, মরিয়ম বিনতে আব্দুর রউফ ৩.১৯, আজমিরা ফেরদৌস ৩.৪৫, মোসা: শামিমা নাসরিন ৩.৫৩, সিরাজুম মুনিরা ৩.৯৩, হাবিবা মুনমুন ৩.৩৭, শাহানা সুলতানা তানিজ ৩.৫০, তাহমিনা সুলতানা ৩.৭৫, মারিনা আক্তার ৩.১৯, সুমাইয়া ৩.৪০, তামান্না ইয়াসমিন ৩.৬৮, সুলতানা রাজিয়া ৩.৬০, রোখনাসা ইয়াসমিন ৩.৭২, মাহামুদা বেগম ৩.৭৪, কাজী ইশরাত জাহান ৩.৫৩, মুক্তি পারভীন ৩.৫৭, রুশানা আকাতর ৩.৫১, নাজনিন হাসনা ৩.৬০, লিপি নাহার ৩.৪৬, আসমা-উল-হুসনা ৩.৪৯, সায়েমা শারমিন ৩.৫০, মুক্তা আক্তার ৩.৫৯, ফারহানা ইয়াসমিন ৩.৬৫, মোসা: জাফরিন কাইয়ুম ৩.৬০, তামান্না সালেহীন ৩.১৭, তানিয়া আকতার ৩.৭২।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৮১ জন, উত্তীর্ণ ৮০ জন, পাশের হার ৯৮.৭৭%

২০১২ সালের ২য় সেমিস্টার এম.এ. পরীক্ষার ফলাফল

গ্রুপ-এ

মো: মুজাহিদুল ইসলাম ৩.৮০, মোহাম্মদ গোলাম মহিউদ্দিন ৩.৮৮, মো: আরিফুল হক ৩.৮৭, মো: কামাল উদ্দিন ৩.৯৪, মো: ইফতেখার হুদা ৩.৮৭, হাসান মাহমুদ ৩.৫৬, আল আমিন ৩.৫৬, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল হারুন ৩.৭৫, মো: আনসারুল ৩.৪১, মো: সাঈদুর রহমান ৩.৬৬, তাজাম্মুল হক ৩.৮১, আবু আবদিল্লাহ মোহাম্মদ ৩.৯৭, আলতাফ হোসাইন ৩.৭৮, মুহাম্মদ জাকির হোসেন ৩.৬৬, মাহবুবুর রহমান ৩.৮৮, মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম ৩.৮৪, রাশেদুল হক ৩.৭৮, মো: সাখাওয়াত হোসাইন ৪.০০, ফজলে এলাহি মামুন ৩.৮৪, মো: সাখাওয়াত হোসাইন ৩.৯৪, মো: আল আমিন ৩.৮১, কামাল হোসাইন ৩.৮৩, উসামা বিন সাঈদ ৩.৯১, আব্দুল্লাহ আল মামুন ৩.৮৫, মাহবুবুর রহমান ৩.৬০, মো: রফিকুল ইসলাম জমাদার ৩.৭৯, মো: মোবারক হোসেন ৩.৮৭।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ২৭ জন, উত্তীর্ণ ২৭ জন, পাশের হার ১০০%

গ্রুপ-বি

মো: বিলাল হোসাইন ৩.৭৪, আলমগীর ৩.৭৭, সালাহুদ্দিন মো: নাইম ৩.৭৪, মো: কাওসার আলম ৩.৪৩, মেহেদী হাসান ৩.৫৩, সেলিম হাসান ৩.৫৩, মো: মাহফুজুর রহমান ৩.২৮, মো: মুরাদ মিয়া ৩.৪১, সাইফুল ইসলাম ৩.২৯, মো: ফরমান আলি ৩.৫৯, মো: আলমগীর ৩.৫৯, মো: সামিউল

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম ৩.৫০, তাওহীদ ৩.৭৫, মো: আনোয়ার হোসাইন ৩.৫৬, মো: হারুন অর রশিদ ৩.৪৭, মাহামুদুল ইসলাম ৩.৭৩, মো: জাহিদুল ইসলাম ৩.৯১, মোহাম্মদ মুর্তজা ৩.৭১, মো: কামাল হোসাইন ৩.৫০, আবু সালেহ ৩.৯৭, এনামুর রাশেদ ৩.৬৫, জোবায়ের আব্দুল্লাহ ৩.৬৮, মো: ইবরাহিম খলিল ৩.৪০, মো: ইমাম হাসান ৩.৫৯, মুহাম্মদ খালেদ সাইফুল্লাহ ৩.৭২, মিজানুর রহমান ৩.৪৬, মো: আবু বকর সিদ্দিক ৩.৫৩, মো: রুহুল আমিন ৩.৭০, মো: রেদওয়ানুল করিম ৩.৭৬, মো: সুমন মিয়া ৩.৬৫, মো: মোকতার হোসাইন ৩.৩৫, মো: শেখ ফরিদ ৩.৭৬, হাসান আহমেদ ফায়সাল ৩.৩৫, মো: আহাম্মদ আলি ৩.৭৮, মো: হাফিজুর রহমান ৩.৫৪, মোস্তফা মোতাহার হোসেইন ৩.২১, মোহাম্মদ আবু সাঈদ ৩.৭৬, মো: মিজানুর রহমান ৩.৬২, মো: শরিফুল ইসলাম ৩.২০, আব্দুল মুকিত ৩.৪৯, শরিফ নাসরুল্লাহ ৩.৮০, মো: নিয়াজ মাহমুদ ৩.৭৬, মো: মিজানুর রহমান ৩.৭৫, আজমির হোসাইন ৩.২২, সেলিম রেজা ৩.৬৯, মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম ৩.৪০, মো: হোসাইন গাজী ৩.৫০, মো: ফারুক আহমেদ ৪.০০, মো: শাহিদুল ইসলাম ৩.৮৭, মো: নাইমুল ইসলাম ৩.৮৪, মো: আবদুল হাকিম ৩.০৯, হাবিবুর রহমান ৩.৭৪, মো: হারুন অর রাশিদ ৩.৬৬, মো: আল আমিন ৩.৩৭, মশিহুর রহমান ৩.৮৮, মো: আকবর হোসাইন ৩.৬৫, মনজুর ৩.৫০, মো: তানভিরুল ইসলাম ৩.৮৪, মো: শাহ আলম প্রধান ৩.৭৩, খাইরুল বাশার ৩.৮৪, মুহাম্মদ ইমাম হোসাইন ৩.৯৬, মো: নাসির উদ্দিন ৩.৪৩, আশরাফুজ্জামান ৩.৫১, মো: আব্দুল্লাহ আল জুবায়ের ৩.৪১, মো: সেলিম রানা ৩.৪৩, মো: রিয়াজুল ইসলাম ৩.৭৪, মো: নুরুজ্জামান ২.৯১, মো: জাহাঙ্গীর আলম ৩.৩৮, মো: হাসনাইন আহম্মেদ ৩.৬৫, নুর আফসার ৩.৭০, মুহাম্মদ তারিক রহমান ৩.৬৬, ফাতেমা বেগম জেবিন ৩.২৪, সাবরিনা আফরিন ৩.৬৮, রুমানা মুনতাহির লিরা ৩.৫৫, জিনাত রহমান ৩.৬০, আমেনা বেগম ৩.৪১, ফারজানা ইয়াসমিন ৩.৫৬, মোসা: তামান্না সুলতানা ৩.৮৮, সুমাইয়া কবির ৩.৬২, মিস. মাসকুরাতুন নেসা ৩.৮৫, মুকিদাতুন নেছা ৩.৮০, মোসা. আয়েশা আক্তার ৩.৭৩, রুবিনা খাতুন ৩.৭৩, রাবেয়া খাতুন ৩.৬৯, ফাতেমাতুজ জোহরা ৩.৫৫, খালেদা পারভিন ৩.৬৫, উম্মে সালমা ৩.৪৯, ফাতেমা সুলতানা ৩.৭৪, রোমানা রাজ্জাক ৩.২৯, ওমর সিকদার ৩.২৮, মো: আজিজুল হক ৩.০৩, শারমিন আকতার ৩.৪৭, মুহাম্মদ আল আমিন ৩.৩৫, মোসা: নিশাত ইয়াসমিন ৩.২৬।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৯৪ জন, উত্তীর্ণ ৯৪ জন, পাশের হার ১০০%

২০১৩ সালের ২য় সেমিস্টার এম.এ. পরীক্ষার ফলাফল

গ্রুপ-এ

আশরাফুজ্জামান ৩.৬২, আজিজুল হক ৩.৬৯, রাকিবুল ইসলাম ৩.৭৭, মো: নাজমুল হক ৩.৪৭, মো: হাদিস উল্লাহ ৩.৯৪, আবু তৈয়ব মো: নাজমুস সাকিব ভূঁইয়া ৩.৯৭, মো: মামুনুর রশিদ ৩.৯৬, আশরাফুল ইসলাম ৩.৯২, ইবরাহিম রাশেদ ৩.৮৯, মো: এমরান আলি ৩.৬৮, মো: শুকুর আলি ৩.৭৪।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ১১ জন, উত্তীর্ণ ১১ জন, পাশের হার ১০০%

গ্রুপ-বি

আব্দুস শাহিদ ৩.৫০, হাসিব বিন সাহাব ৩.১৫, মো: নাদিমুল ইসলাম ৩.৮৮, মো: কুদরত-ই-খোদা ৩.২৬, মো: হাবীবুর রহমান ৩.৭১, এস.এম. ওয়াসিমুল ইসলাম ৩.২১, মোহাম্মদ ইয়াসিন ৩.৫৪, আব্দুর রাহিম ৩.৮১, মো: ইয়াজুর রহমান ৩.৭৬, শফিকুল ইসলাম ৩.৭২, মো: জমির উদ্দিন ৩.৮৮, মো: মোস্তফা জামান সোহাগ ৩.৬২, মো: ওমর ফারুক ৩.৩২, মো: মিজানুর রহমান ৩.৭১, মোহাম্মদ মাহদী হাসান ৩.৫৩, মো: ইমদাদুল হক ৩.৭৫, মো: মমিন সরদার ৩.৪৩, আব্দুল জাব্বার ৩.৬৬, মমিনুল ইসলাম ৩.৪৬, আব্দুল বারি ৩.২৯, মো: মনোয়ার হোসাইন ৩.৪৩, মনিরুজ্জামান ৩.৪৯, মো:

হাসিবুল হাসান ৩.৫০, শরিফুল ইসলাম ৩.৭১, জাহিদ হাসান ৩.৬০, জাহাঙ্গীর আলম ৩.৭১, মোঃ হুমায়ুন কবির ৩.৬৯, মোঃ সালাহ উদ্দিন মিশন ৩.৫০, মোঃ ফিরোজুর রহমান ৩.৬০, মোঃ মাহফুজুর রহমান ৩.৭১, শহিদুল ৩.৩২, খালেদ সাইফুল্লাহ ৩.৫৪, মোঃ সাইফুল ইসলাম ৩.৬২,সাঈদ মোহাম্মদ জোবায়ের ৩.৪৭, মোঃ আব্দুর রহমান ৩.৬৩, আরিফ মাইনুদ্দিন ৩.৬৮, মাসুম আল ইসহাক ৩.৯৪, আব্দুর রাজ্জাক ৩.২৪, মোঃ মেহেদী হাসান বুলবুল ৩.৬৯, মোঃ নেসার উদ্দিন ৩.৪৯, সাঈদ হাসান ৩.৩১, মোঃ ওসমান গণি ৩.৮২, মোঃ নজরুল ইসরাম ৩.৪৬, মোঃ আবু সুফিয়ান ৩.৬৮, সালাউদ্দিন ৩.৭৫, মোবারক হোসাইন ৩.৭৮, মোঃ শাকিবুল ইসলাম ৩.৫৩, মোঃ রাসেল খান ৩.৩৪, হাবিব উল্লাহ ৩.৬৮, মোঃ জাহিদুল ইসলাম ৩.০৬, মোঃ আহসান হাবিব ৩.১৯, মোঃ মনিরুল ইসলাম ৩.২৬, মোঃ মেহেদী বিন সাঈদ ৩.৫১, মোঃ মফিজুর রহমান ৩.৬৫, মোহাম্মদ মাইন উদ্দিন ৩.৬৫, আব্দুল্লাহ আল বাকিউল বারি ৩.৭৯, মোঃ সাইফুল ইসলাম ৩.৯৪, এম.এন আলিম উদ্দোলা ৩.৫১, ইসমাইল হোসাইন ৩.৬৯, জাহাঙ্গীর ৩.৪০, মোঃ শাহ জহিরুল ইসলাম ৩.০০, মোঃ এরশাদ মিয়া ৩.৫৪, মোঃ মুরাদ হোসাইন ৩.৪৯, শেখ তানভির আহমেদ ৩.৫৬, মোঃ ফরিদ উদ্দিন ৩.৫৯, মোঃ ইমরান হাসান ৩.৫১, জায়েদ হোসাইন ৩.৫৯, মুহাম্মদ এনামুল হক ৩.৭১, আহমাদ উল্লাহ সিদ্দিকী ৩.৬৬, মাসুম বিল্লাহ ৩.৬৬, মোঃ রাশেদ ইমতিয়াজ ৩.৪১, শরিফ উদ্দিন ৩.২৯, ওয়াহিদুজ্জামান ৩.৫৬, মোঃ নাজমুল হোসাইন ৩.৩৫, হাদিউজ্জামান ৩.৪০, আবসা আফিফা তাজরিম ৩.৬৯, ফাহিমা আকরাম ৩.৩৮, সাদিয়া আফরোজ ৩.৫৩, নাসরিন জাহান সোনিয়া ৩.৫০, জান্নাতুল ফেরদাউস ৩.৯৪, নাইমা ইসলাম ৩.৬৬, কামরুন্নাহার কেয়া ৩.৭১, সানজিদা শারমিন ৩.৬৮, সানজিদা আক্তার ৩.৪৯, রাবেয়া খাতুন রুবি ৩.৬২, শামিমা সুলতানা ৩.৫০, শামিমা ইয়াসমিন ৩.৬৩, ইফাত ফারজানা ৪.০০, মোসাঃ শামিমা আক্তার ৩.৮৪, সাবিহা ফারজানা ৩.৬২, নুরুন নাহার ৩.৫৪, মাহিয়া ইসলাম ৩.৭৬, নুরু আকতার পায়রি ৩.২৯, নূরজাহান আকতার ৩.৯০, উম্মে হাবিবা ৩.৫১, মোসাঃ ফাওজিয়া ফারিহা ৩.৬০, জুয়েনা রহমান ৩.৬২, ইসরাত জাবিন তৃণা ২.৯৭, কালসিনা আকতার ৩.৫৭, জান্নাত বিনতে হাবিব ৩.৬৮, আনিসা আকতার ৩.৫৯, শিরিন আকতার ৩.২৪, আসমা আহমেদ ৩.৮৫, মোসাঃ জেসমিন আখতার ৩.৬২, মাইশা তাসনিম ৩.৪৯, সাবিহা সুলাতানা ৩.৬৮, আসমা সুলতানা চৌধুরী ৩.১৫, মাহপারা আলম ৩.৫৭, সায়িকাতুল জান্নাত ৩.৪৪, সাবিহা আকতার ৩.৭৪, শ্রাবণি ইসলাম ৩.৭৯, শেখ সোনিয়া হোসাইন ৩.৫৬, সামতাজ খানম ৩.৬২, আবু জাফর ৩.০৭, আব্দুল্লাহ আল মামুন ৩.২১, মোঃ রেজাউল করিম ২.৯৭, মোঃ জসিম উদ্দিন ৩.৩০।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ১১৭ জন, উত্তীর্ণ ১১৬ জন, পাশের হার ৯৯.১৫ %

২০১৪ সালের ২য় সেমিস্টার এম.এ. পরীক্ষার ফলাফল

গ্রুপ-এ

মেহেদী হাসান ৩.৯২, মোঃ আতিকুল ইসলাম ৩.৭১, রাজু আহমেদ ৩.৮৩, আল আমিন ৩.৭৬, মোঃ জাহিদুল ইসলাম ৩.৮১, মোঃ ফজলুল হক ৩.৯৭, মোঃ সালাহ উদ্দিন ৩.৭৬, সাঈদ আহমদ ৩.৫৭, মোঃ আল আমিন ৩.৯৭, মোঃ আবু সালেহ ৪.০০, মোঃ আ.মমিন ৩.৯১, নাজমুস সাদাত ৩.৬৯, নুরুল আমিন ৩.৭৬, মুহাম্মদ বায়েজিদ হুসাইন ৩.৭৪, অহিদুল্লাহ ৩.৮৯, মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম ৩.৮৫, মোঃ মেহেদী ৩.৯৭, জাফর সাদেক ৩.৮৪, মোঃ সাইফুল ইসলাম ৩.৭৪, জোবায়েরুল ইসলাম ৩.৯৪, নুরুদ্দিন ৩.৯০, সাইফুল ইসলাম ৩.৯১, মুনতাজির মাহমুদ ৩.৯৯, তাজুল ইসলাম ৩.৯৩, মোঃ আনিস ৩.৭৫, আব্দুর রহমান ৩.৭৮, মোঃ মাহবুবুর রহমান ৩.৩৮, মোঃ শাহাজাহান সিরাজ ৩.৭৬, উসাইদ আহমদ ৩.৯৩, মোঃ আকরামুল হক ৩.৮৯, মনজুর আহমাদ ৩.৭৯, মোঃ আব্দুল কাদের ৪.০০, মোঃ আহমাদ হাসান ফেরদাউস ৩.৭৪, মোঃ সাঈদুর রহমান ৩.৭৬, মোঃ জহুরুল ইসলাম ৩.৭৫, তারিকুর রহমান ৪.০০, ফাতিমা সিদ্দিকা ৩.৯৪, শারাবান তাহুরা ৪.০০, উম্মে হাবিবা ৩.৩৮, শরিফা ইয়াসমিন ৩.৯৪, মোঃ মাহবুবুর রহমান ৩.৭৬।

ফলালফ পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৪০ জন, উত্তীর্ণ ৪০ জন, পাশের হার ১০০%

গ্রুপ-বি

মো: মজিবুর রহমান ৩.৭৫, আব্দুল্লাহ আল মারুফ ৩.৬২, মো: আমাম হাসান ৩.৫০, নুরুল ইসলাম ৩.৭৬, মো: রাশেদুল ইসলাম ৩.৫৯, আরিফুল ইসলাম ৩.৫১, মো: বেনজির আহমদ ৩.৭৭, আফজাল হোসেন ৩.৭১, মো: রেজাউল ইসলাম ৩.৪০, মো: দেলাওয়ার হোসাইন ৩.৩৪, মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম ৩.৭৭, মো: মোসলেম খান ৩.৫৪, মোশাররফ হোসাইন ৩.৮০, মুহাম্মদ মাহফুজুল আলম ৩.৯৩, আব্দুল্লাহ্ আল মামুন ৩.৭৪, আবিদ আহমদ ৩.৬৯, শাকিল মুস্তাফিজ ৩.৬৯, মাহফুজুল হক ৩.৪১, মো: খাদেমুল ইসলাম ৩.৫৩, সোহেল মাহমুদ ৩.৯০, মো: সাইফুল ইসলাম ৩.২৫, মো: আল আমিন ৩.৯৯, মো: মাইদুল ইসলাম ৩.৭৭, মো: মনজুরুল আলম ৩.৭৬, শরিফুল ইসলাম ৩.৩৮, সুলতান মাহমুদ ৩.৬২, মো: নাজমুল হোসাইন ৩.৮২, হায়দার আলি ৩.৮৩, মো: শামসুল আলম ৩.৭৬, মহিউদ্দিন ৩.৮২, মুকসেদ আলি ৩.৫৩, মো: আবুল কালাম আজাদ ৩.৫৬, শিহাব উদ্দিন ৩.৬৮, মওদুদ এলাহি ৩.৯৭, মো: জিয়াউর রহমান ৩.৭৫, মো: ফুজায়েল হাসান ৩.৬৫, মো: মাহমুদুল হাসান ৩.৪৮, শরিফুল ইসলাম ৩.৫৯, সালাহ উদ্দিন কাদের ৩.৬৩, মো: জাহিদুল ইসলাম ৩.৫৯, মো: রুবেল হাওলাদার ৩.২৫, মো: মনিরুল ইসলাম ৩.২৮, শরিফ হোসাইন ৩.৩২, মো: লুৎফর রহমান ৩.৫৩, মুহাম্মদ আব্দুল আওয়াল ৩.৫৬, মো: আব্বাস আলি ৩.৭২, আল আমিন ৩.৬৬, মো: তাজুল ইসলাম ৩.৫০, মো: আরিফুল ইসলাম ৩.৮০, মো: আলমগির বাদশা ৩.৬৯, আতিকুর রহমান ৩.৫৬, মো: জায়েদ হোসেন ৩.৮৫, সাইদুর রহমান ৩.৫৬, মো: তাবিউর রহমান ৩.৭৯, শামিম আল আসাদ ৩.৪৬, নুরুল ইসলাম ৩.২১, মো: আসাদুজ্জামান ৩.৯১, মো: আবুল কাশেম ৩.৯, আল আমিন ৩.৬৩, সৈয়দ আব্দুল মুহিন ৩.৮৪, মো: আবু মুসা ৩.৯০, মো: জালালুদ্দিন ৩.৯০, মো: নাজমুল ইসলাম ৩.৬৫, মো: হুমায়ুন কবির ৩.৬০, জাহাঙ্গির সিদ্দিকী ৩.১২, সাঈদা আলম ৩.৫৬, উম্মে হাবিবা ৩.৯৬, রিফাত আরা সুলতানা ৩.৫১, তামান্না ইয়াসমিন ৩.৬২, খাদিজা বিনতে এনাম ৩.৬৩, মোসা: মোরশেদা খাতুন ৩.৭৮, সাদিয়া সুলতানা ৩.৬৮, মাকসুদা পারভিন ৩.৮৬, তমা ইয়াসমিন ৩.৮৩, কাওসার জান্নাত ৩.৭৯, হালিমাতুস সাদিয়া ৩.৮৭, রিপা খাতুন ৩.৮৮, মাহমুদা খাতুন ৩.৮২, ফারজানা শারমিন ৩.৬৬, ইশিতা আকতার ৩.৮২, সুমাইয়া খাতুন ৩.৮৫।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৮১ জন, উত্তীর্ণ ৮১ জন, পাশের হার ১০০%

২০১৫ সালের ২য় সেমিস্টার এম.এ. পরীক্ষার ফলাফল

গ্রুপ-এ

জিয়াউল হক ৩.৭৪, এনায়েত উল্লাহ ৩.৭২, আব্দুল্লাহ আল মাবুদ সিকদার ৩.৯৩, মো: সানাউল্লাহ ৩.৮৫, মো: আব্দুল্লাহ ৩.৮২, মুখলেছুর রহমান ৩.৪২, মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান ৪.০০, সোহেল আহমেদ ৩.৮০, মো: এনামুল হাসান ৩.৮৫, মো: আনিসুল ইসলাম ৪.০০, সাইফুল ইসলাম ৩.৯২, ইমাম হোসাইন ৩.৮৬, মোস্তাফিজুর রহমান ৩.৮৭, শরিফুল ইসলাম ৩.৪৯, সৈয়দ রাশেদ হাসান চৌধুরী ৪.০০, মো: রেজওয়ানুল হক ৪.০০, সাইফুল্লাহ ৪.০০, ফোয়াজ আহমদ ৩.৯৩, মুহাম্মদ আরিফুল ইসলাম ৩.৮১, মো: আল মামুন ৩.৬৯, মো: বোরহানুদ্দিন ৩.৯৭, বোরহান উদ্দিন ৩.৯৭, সাইফুল্লাহ ৩.৯৭, শাহাদাত হোসাইন ৩.৬২, সাদ্দাম হোসাইন ৩.৯৪, মো: ইসমাইল হোসাইন ৩.৯২, কাজী মো: ইসমাইল ৩.৭৮, রেদওয়ান উল্লাহ ৩.৮২, মো: মাইন উদ্দিন ৩.৮৫, মাহমুদুল হাসান ৩.৬৮, মাহমুদুল হাসান মাহাদী ৩.৯৬, মো: বোরহান উদ্দিন ৩.৫৩, মো: ইয়াসির আরাফাত ৩.৮২, মো: রেজাউল কারীম ৩.২৪।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৩৪ জন, উত্তীর্ণ ৩৪ জন, পাশের হার ১০০%

গ্রুপ-বি

এস.এম শামসুদ্দিন ৩.৮৮, আতিকুর রহমান ৩.৭৪, জাকির হোসেন ৩.৬৮, মোঃ পারভেজ আহম্মেদ ৩.৬২, মোহাম্মদ ইবরাহিম খলিল ৩.৬৮, বেলাল হোসাইন ৩.৫১, মোঃ রুহুল আমিন ৩.৮৫, সগির আহমেদ ৩.৪৯, যুবরাজ ৩.৮২, মোঃ মাহাদী হাসান ৩.৭৫, মুহাম্মদ শাহাদত হোসাইন ৩.৬৮, মোঃ শফিকুল ইসলাম ৩.৩৭, মোঃ শাহাদত হোসাইন ৩.৪৮, মাহবুব আলম ৩.৬২, কাজি ইউসুফ ৩.৭৪, আব্দুল্লাহিত তাকি ৩.৮১, খালেদ ইবনে ইউসুফ রিদওয়ান ৩.৬২, নুরুন নবি ৩.৬৮, মোঃ আবুল হাসান ৩.৭১, মোহাম্মদ আলা উদ্দিন ৩.৯৪, মোঃ রিয়াদুল ইসলাম ৩.৬৮, মোহাম্মদ ফোরকান ৩.৫৬, মোঃ আব্দুর রশিদ ৩.৪১, মোঃ গোলাম রাব্বানী ৩.৯৬, মোঃ আব্দুল্লাহ আল নোমান ৩.৯০, মাহমুদুল হাসান ৩.৯১, রবিউল ইসলাম ৩.৮২, মোঃ মতিউর রহমান ৩.৬৯, আলমগীর হোসেন ৩.৬৮, মোঃ মনিরুল ইসলাম ৩.৬০, মোঃ কাউসার আহমেদ ৩.৪৭, মোঃ নাজমুল ৩.৫৯, নাজমুল হক আকন্দ ৩.৯৪, মোঃ এমরান খান ৩.২১, আল মাহমুদ ৩.৬৩, মোঃ রফিকুল ইসলাম ৩.৫০, মকবুল হোসেন ৩.৮৭, মোঃ মাসুম পারভেজ তারেক ৩.৩৪, শরিফুল ইসলাম ৩.৭৫, মোঃ ফরহাদ হোসেন ৩.৬০, মোঃ আসাদুজ্জামান ৩.০৬, মুহাম্মদ শাহ আলম ৩.৪৫, মোঃ তাওহিদুর রহমান প্রতিক ৩.২৫, জালাল উদ্দিন ৩.৮৬, মোঃ হুমায়ুন কবির ৩.৮৯, আবদুল হালিম ৩.৯৬, মোঃ হাবিবুর রহমান ৩.৬৯, মোঃ জাহির উদ্দিন ৩.৯৩, মুহাম্মদ তাজ উদ্দিন ৩.৮১, মোঃ নাজমুস সাকিব ৩.৮০, মুহাম্মদ ফেরদাউস ৩.৬৪, মোঃ আতিকুর রহমান ৩.৫৩, সাফির উদ্দিন ৩.৭৫, এ.টি.এম. নাজমুস শাকের ৩.২২, মোঃ শফিকুল ইসলাম ৩.৮৪, মনিরুল ইসলাম ৩.৭৫, মোঃ আহসান হাবিব ৪.০০, মোঃ খায়রুল ইসলাম ৩.৯৭, আব্দুল্লাহ আল নোমান ৩.৯৪, মোঃ সাইফুল ইসলাম ৩.৪০, মোঃ রিয়াদ হোসাইন ৩.৫৮, জাকির হোসেন ৩.৪১, মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন ৩.৮৭, মোঃ শামসুল আলম ৩.৬৯, শিহাবুর রহমান ৩.৭৬, মোঃ মোসাহিদ আকান্দ ৩.৬৫, মাহমুদুল হাসান ৩.৮৩, সুরাইয়া সুলতানা ৩.৮৩, নুজহাত তাবাস্‌সুম ৩.৬৭, রোজিনা আক্তার ৩.৬৭, শময়িতা চৌধুরী ৩.৭১, সোনিয়া সুলতানা ৩.৬০, তানিয়া সুলতানা ৩.৬৮, তামান্না আফরিন ৩.৭৮, শিউলি খাতুন ৩.৯৪, সুমাইয়া সিদ্দিকা ৩.৮৯, ফাতেমা জান্নাত মিতু ৩.৮৭, তাজনাহার ৩.৯৬, এসকে.খুশবু কবির ৩.৬৬, মাহমুদা খাতুন ৩.৭২, হালিমা খাতুন ৩.৭১, মহসিনা খানম ৩.৬৫, উম্মে হানি ৩.৯৪, তানজিনা আকতার ৩.৬৫, সুমাইয়া ইসলাম ৩.৬০, মেহবুবা তানজিম ৩.৯০, আবিদা সুলতানা ৩.৯৭, সাদিয়া সুলতানা ৩.৮৫, তানজিলা ইসলাম ৩.৭৪, লতা ইয়াসমিন ৩.৮২, মমতাজ বেগম স্বর্ণা ৩.৮০, মাহদিয়া নুসরাত ৩.৩৮, সুমাইয়া ফাতেমীন ৩.২৬, মোঃ সাইফুল হাসান সালেহ ৩.৩০, মোঃ শাহপরান ৩.২০, ফিরোজ আলম ৩.৪০।

ফলালফ পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৯৬ জন, উত্তীর্ণ ৯৬ জন, পাশের হার ১০০%

২০১৬ সালের ২য় সেমিস্টার এম.এ. পরীক্ষার ফলাফল

গ্রুপ-এ

মোঃ আবু হুরায়রা ৩.৮০, মোঃ ইমরান হোসাইন ৩.৭২, কবির হোসাইন ৩.৫১, মোঃ শাকিবুল হাসান ৩.৬৫, শরিফুল হক ৪.০০, ইসমাইল ৩.৯৭, মোঃ রোকন উদ্দিন ৪.০০, মোহাম্মদ নাজমুল হোসাইন ৪.০০, মাহফুজুর রহমান ৩.৯৭, মোঃ সাইফুল ইসলাম ৩.৬৮, জাহিদুল ইসলাম ৩.৭১, আহমেদ রেজা ৪.০০, মোঃ কাওসার আহমেদ ৪.০০, তাওহীদুল ইসলাম ৪.০০, আবু বকর সিদ্দিক ৩.৬৯, আব্দুল্লাহ যোবায়ের ৪.০০, আব্দুল জলিল ৩.৮৬, মোঃ তানভিরুল ইসলাম ৩.৮৪, মোহাম্মদ একরাম হোসেন ৩.৯২, মোঃ আতিকুর রহমান ৩.৭৪, মোঃ জহিরুল ইসলাম ৩.৭৯, মোঃ ইবরাহীম ৩.৯৪, মাইদুল ইসলাম ৩.৭২, ইকবাল বিন মুজাম্মেল হক ৩.৮১, মোহাম্মদ আলামিন ৩.৬৬, তানভির হাসান ৩.৭৫, মোঃ আরিফুল ইসলাম ৩.৯২, মোঃ আমিনুল ইসলাম ৩.৮৪, মোঃ মাহাদি হাসান ৩.৯৭, মামুনুর রশিদ ৩.৭১, মুহাম্মদ সমির উদ্দিন ৩.৬৪, আবু নাসের মুহাম্মদ ইউসুফ ৩.৭৪, মোঃ মাসুম বিল্লাহ ৩.৭৮, মোঃ

মহিব্বুল্লাহ ৩.৮৪, মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম ৩.৬৮, আজিজুর রহমান ৩.৮৫, রহমাত উল্লাহ ৩.৫৪, শাব্বির আহমাদ ৪.০০, মো: মাসুম বিল্লাহ ৩.৯৭, মুহাম্মদ আব্দুর রহীম ৩.৯৯, মো: সুমন মাতুব্বার ৩.৭২, মো: আশরাফুল ইসলাম ৩.৯২, ওয়ায়েজ কুরুনী ৩.৭১, নাজমুল ইসলাম ৪.০০, সাইফুল ইসলাম ৩.৬৪, আসাদ বিন আব্দুল কাদির ৪.০০, মো: রাইসুদ্দিন ৩.৯৪, গাজী মেহেদী হাসান ৩.৫৩, সাইফুল ইসলাম ৩.৭৫, আব্দুল্লাহ আল মাসুম ৩.৩৪, মো: ইসমাইল সরকার ৩.৫৯, মো: ইলিয়াস হোসাইন ৩.৭১, মো: শহিদুল ইসলাম ৩.৪৩, মোহাম্মদ এনামুল হক ৩.৬০, আবু সাঈদ ৩.৯৭, তাওহিদুজ্জামান ৩.৪০, জান্নাত আরা ৩.৬৩, জান্নাতুন নাঈম ৩.৮৮, তামান্না আকতার ৩.৭৮, শাহনাজ পারভীন ৩.৬৭, শারমিন সুলতানা সুমি ৩.৮৮, কামরুন নাহার ৩.৯৭, মাসুদ আলম ৩.৯২।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৬৩ জন, উত্তীর্ণ ৬৩ জন, পাশের হার ১০০%

গ্রুপ-বি

মো: মুজাম্মেল হক ৩.৭৬, মো: মাজেদুল ইসলাম ৩.৬২, সেলিম রেজা ৩.৪১, মো: সিরাজুল ইসলাম ৩.২৯, মো: আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ৩.৮৫, মুহাম্মদ নেজাম উদ্দিন ৩.৯৭, এম.হাসান সজল ৩.৭৪, মো: আবুল কালাম ৩.৫৯, মো: আব্দুল মালেক ৩.৯৩, দেলাওয়ার হোসেন ৩.৪৭, ফরিদুল হাসান ৩.৮৭, মো: আসিফ ইকবাল ৩.৫৯, মো: আলামিন ৩.৩৫, সাইফুল্লাহ হাওলাদার ৩.৬৫, সাব্বির হাসান ৩.৯৭, মো: তাইজুল ইসলাম ৩.৫৩, ইশতিয়াক আল মামুন ৩.৩১, মো: সেলিম রেজা ৩.৬৯, আশিকুজ্জামান ৩.১৮, আশরাফুল আলম ৩.৪৪, আদনান ফারুক ৩.২৯, মো: সাইফুর রহমান ৩.৪০, কাজী আব্দুল্লাহ শাকিল ৩.৪৪, মো: আবু জাফর ৩.৪৪, আব্দুল হক ৩.৪৩, মো: রুবেল রানা ৩.৪৭, সৈয়দ তাশরিফ আলম ৩.৬৫, মো: শামীম হোসাইন ৩.৭৪, মো: শাহিদুল্লাহ ৩.৭১, আব্দুল্লাহ আল মামুন ৩.৩৫, মিজানুর রহমান ৩.৫৩, মো: রহমাত উল্লাহ ৩.৫৩, রবিউল হক ৩.৮৫, সাব্বির আহমেদ শিবলী ৩.৫৯, মো: রাহানউদ্দিন ৩.৫৯, তানভির ইসলাম ৩.২৫, রাশেদুল হক ৩.২৪, মো: আরিফুজ্জামান ৩.৫৬, মো: ইউনুস ৩.৪৪, মো: জাহিদুল ইসলাম ৩.২১, মো: শফিউল্লাহ ৩.৫৯, মো: আবুল হাশেম ৩.৭৫, নাসির উদ্দিন ৩.৬৫, রায়হান ফেরদাউস ৩.৭৪, মো: আবু কাশেম ৩.৪৬, মারুফুর রহমান ৩.৫৯, মো: মহসিন মিয়া ৩.৩৫, হাবিবুর রহমান ৩.৩৮, মোস্তাফিজুর রহমান ৩.৫৯, মো: ফয়সাল হাসান ৩.৫৬, সাইদুর রহমান ৩.৩৮, এম. মহিব্বুল হাসান ৩.৮৪, মো: আশেক এলাহি ৩.৬৩, মো: আহসান হাবিব ৩.৫৭, বোরহান ৩.৫৩, মো: এমরান হোসাইন ৩.৯৪, সাখাওয়াত হোসেন জাকির ৩.৩৮, মো: আফজাল হোসাইন ৩.৪৭, মো: আলাউদ্দিন ৩.৫৯, মো: এনামুল হক ৩.৫১, ফারজানা রহমান তুনা ৩.৮২, হুমায়রা বিনতে কবির ৩.৯৭, হাফেজা নুসরাত জাহান ৩.৯৪, মারজান তাফরিন ৪.০০, আয়েশা আকতার ৩.৯৪, সালমান মাওয়া ৩.৬৫,জিয়াসমিন শান্তা ৩.৬৬, জেনিফার নাজনিন ৩.৫৪, নাদিয়া নাসরিন ৩.৫৯, নাসরিন আকতার শাম্মি ৩.৫০, সায়েমা সুলতানা ৩.৭১, সুলাইমা শহিদ ৩.৫৭, ফাতিমা রোকাইয়া নওশিন ৩.৯৩, শাহজাদী ৩.৮৮।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৭৪ জন, উত্তীর্ণ ৭৪ জন, পাশের হার ১০০%

২০১৭ সালের ২য় সেমিস্টার এম.এ. পরীক্ষার ফলাফল

গ্রুপ-এ

মো: আব্দুল্লাহ আল নোমান ৩.৮৮, মো: রেজওয়ান আহমেদ ৩.৭১, আব্দুল কাদের ৪.০০, আব্দুল্লাহ আল নোমান ৩.৬২, ওমর ফারুক ৩.৬৯, শরিফুজ্জামান ৩.৪৯, আনিসুর রহমান ৩.৮৫, কাওসার মাহমুদ ৩.৯০, মো: মোয়াজ্জম হোসাইন ৩.৭১, মো: মহিব্বুল্লাহ ৪.০০, সৈয়দ মো: আলামিন ৩.৬৮, মো: ওমর ফারুক ৩.৭২, মো: রবিউল ইসলাম ৩.৮৭, মো: মুসতাফিজুর রহমান ৩.৬৫, মো: সাদেকুর

রহমান ৩.৮০, রুহুল আমিন ৩.৬২, মো: খাইরুল ইসলাম ৩.৫৩, মো: মিজানুর রহমান ৩.৭৭, মুহাম্মদ সানাউল্লাহ ৩.৮৮, আব্দুল কাইউম ৩.৬২, দেলাওয়ার হোসইন ৩.৮৫, মো: এনামুল হক ৩.৮৬, ইবরাহিম ৩.৮১, মোহাম্মদ আলি হাসান ৩.৯৬, মো: আব্দুল করিম ৩.৯৭, মারজান আহমেদ চৌধুরী ৩.৯৭, মো: আব্দুর রহমান ৩.৪৫, মুহিবুল ইসরাম ৩.৯৩, মো: জামাল উদ্দিন ৩.৭৮, জি.এম. রাশেদ বিন আবেদ ৩.৮৪, হাফেজ ইমন হোসাইন ৩.৮৮, মো: ইমাম হোসেন ৩.৮৮, আজিজুল ইসলাম ৩.৮২, মো: বেলাল হোসাইন ৩.৯৭, মুহাম্মদ রবিউল হাসান ৩.৯৪, মো: সালমান আমিন ৩.৯৪, শহিদুল ইসলাম ৩.৬৬, ইমদাদুল হক ৩.৬৩, জহিরুল ইসলাম ৩.৭২, মো: শরফুদ্দিন ৩.৮৫, আব্দুল্লাহ ৩.৮৮, মো: দেলাওয়ার হোসাইন ৩.৮৬, মো: আবু সুফিয়ান ৩.৬৮, শরিফ উবায়দুল্লাহ ৩.৬৯, এইচ.এম. আতিকুল ইসলাম ৩.৮১, মো: কামাল হোসাইন ৩.৬৯, আহসানুল আমীন ৩.৮৪, আমানুল্লাহ ৩.৪১, মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন ৩.৯৪, ফয়সাল আলম ৩.৭৮, মোহাম্মদ হোসাইন ৩.৯৬, মো: নাজমুল হাসান ৩.৭৭, মো: মাহমুদুল হাসান ৩.৫০, সোলাইমান শেখ ৩.৫২, মো: মইন উদ্দিন ৩.৮৩, মো: মাসুদুর রহমান ৩.৪১, মো: শোয়াইব ইবনে আলম ৪.০০, মিলন আহমেদ ৩.৫৬, মো: মিজানুর রহমান ৩.৫৯, মো: সিরাজুম মনির রাসেল ৩.৮২, ওমর ফারুক ৩.৭৫, মুহাম্মদ আব্দুর রহমান ৪.০০, মো: মুদাস্সির হোসাইন ৩.৪১, মো: লতিফ মাহমুদ ৩.৫০, মো: দেলাওয়ার হোসেন ৩.৬৮, বশিরা সুলতানা ৩.৮৫, আফসানা ৩.৯৭, ফারজানা আকতার ৩.৯৬, আকলিমা আকতার ৩.৩৪, উম্মে কুলসুম ৩.৮৪, মরজিনা খাতুন ৩.৭৮।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৭৩ জন, উত্তীর্ণ ৭১ জন, পাশের হার ৯৭.২৬%

গ্রুপ-বি

আরিফুল ইসলাম আরিফ ৩.৬৫, এনায়েত সরকার ৩.৫৯, জোবায়ের হোসাইন ৩.৬৯, মুকার্‌রম হাসান ৩.৬৯, এ.এম. গোলাম মুশফিক ৩.৫৩, শওকত বিন ইয়াহইয়া ৩.২৮, মো: শাহাদাত হোসাইন ৩.৯০, মো: মুরাদ হোসাইন ৩.৬২, ফখরুল ইসলাম ৩.৪৯, আবু জাফর ৩.৫৯, মো: ইবরাহিম খলিল ৩.৯৭, মো: খালিদ হাসান ৩.৮১, মোহাম্মদ রাকিবুজ্জামান ৩.৫৩, জুয়েল মিয়া ৩.৫৬, মো: আহসান নাহিদ ৩.৭৬, মো: সাইফুর রহমান ২.৪৪, মো: জাহিদুল ইসলাম ২.৯৪, জোবায়েদুর রহমান ৩.৬৩, মো: মিনহাজুল আবেদীন ৩.৩৮, আকরাম হোসাইন ৩.৫০, এম.এ. লতিফ ৩.৭৫, মো: আবুল বাশার ৩.৮১, জাহাঙ্গীর আলম ৩.৬৩, মো: হারুন অর রশিদ ৩.৫৯, মো: বেলাল মিয়া ৩.৩২, সাদেকুল ইসলাম ৩.২৪, মো: নাঈম আহমেদ ৩.৫৬, মো: সাইফুল ইসলাম ৩.৮১, মো: ফয়সাল ৩.৯১, মো: খালিদ সাইফুল্লাহ ৩.৪৭, মো: নাজমুল হাসান ৩.৭৬, তাজবি উল আমিন ৩.৩৮, সাইফুল ইসলাম ৩.৬৫, মোহাম্মদ খাইরুল আলম ৩.৪৭, মো: রাশেদুল ইসলাম ৩.৬২, জোবায়ের হোসাইন ৩.৫৯, মো: আব্দুস সাবুর ৩.৩২, নাহিদ কামাল ৩.২৫, শাহিনুর রহমান ৩.৩৮, সাজ্জাদ মির ৩.৩২, মো: আল মামুন ৩.৫৯, আল আমিন ৩.৫০, মো: শিহাব উদ্দিন ৩.০৯, মো: এমদাদুল হক ৩.৩৪, মো: মাহমুদুল হাসান ৩.৮৪, মো: রাকিবুল হাশেম ৩.৫৭, মো: রুবেল মিয়া ৩.২৬, মো: আল মামুন ৩.১২, হেলাল মোহাম্মদ রাসেল ৩.৩৭, মইন খান ৩.২৪, নাজমুল সাকিব ৩.৬৩, মো: মোরশেদ আলম ৩.৬৫, মুন্সি মিরাজুল ইসলাম ৩.৫৭, আতিকুর রহমান ৩.৫৬, মো: গোলাম মোস্তফা ৩.৮১, মুহাম্মদ সাদ্দাম হোসাইন ৩.৫৯, মো: মাহফুজুর রহমান ৩.৩৪, মওদুদ হাসান ৩.২৬, মো: ইয়াকুব হোসাইন ৩.৪১, কাইউম মিয়া ৩.৫৭, মো: রুহুল ইমন ৩.৫৬, মো: এনায়েত উল্লাহ ৩.৪০, মারজিয়া জাফরিন ৩.৮৪, পাপিয়া আকতার ৩.৯৭, তাওহিদা সুলতানা ৩.৮৫, সালমা আকতার ৩.৭২, শারমিন বিনতে রহমান ৩.৭৯, ফারজানা আক্তার ৩.৬৬, ফারজানা আক্তার মুক্তা ৩.৫৫, লাবনী খাতুন ৩.৮১, সায়েমা সুলতানা মনি ৩.৬৮, জাগরিনী রায় ৩.৭৭, মোসা: মায়মুনা ইসলাম ৩.৭৯, সাফিয়া সুলতানা ৩.৬৮, হুসনেয়ারা খাতুন ৩.৯০, সুমাইয়া রহমান ৩.২৯, নিলুফার চৌধুরী ৩.৬৮, সায়েমা জাহান শিখা ৩.৮৬, নাজনিন

নাহার শম্পা ৩.৭৮, লামিছা ৩.৪৪, কানিজ ফাতেমা ৩.৪৭, মাহফুজা সুলতানা ৩.৭৫, সাবিনা ইয়াসমিন ৩.৭১, সোনিয়া আকতার ৩.৪৫, শায়লা আক্তার ৩.৭৭, শারমিন ৩.৭৪, নাজমা আকতার ৩.৬২, উম্মেহানী ৩.৭১, মোসা: জেসমিন আরা ৩.৬২, আরেফিন জাহান লিমা ৩.৫৩।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৯১ জন, উত্তীর্ণ ৯০ জন, পাশের হার ৯৮.৯০%

২০১৮ সালের ২য় সেমিস্টার এম.এ. পরীক্ষার ফলাফল

গ্রুপ-এ

এমদাদুল হক ৩.৩১, শওকত আলী ৩.৩৮, ফারুক হোসাইন ৩.৬২, মো: আব্দুল্লাহ আল নোমান ৩.৫৬, ফরিদুজ্জামান ৩.৩২, সালেহ ইবনে জহুর ৩.১৫, শরিফুল ইসলাম ৩.৯৪, আবুল হাসানাত ৩.৫৬, আমির আহমেদ ৩.৩৯, মো: আহসানুল কবির ৩.৭১, মো: শরিফুল ইসলাম ৩.১৫, মোহাম্মদ ইফতেখার হানিফ ৩.০৭, মো: রাশেদ হাসান ৩.৮৫, আল আমিন ৩.৯৪, সাব্বির আহমাদ ৩.৭১, মো: ফখর উদ্দিন সুজন ৩.৫৩, মো: জিয়ারুল ইসলাম ৩.৭১, জাহিদুল ইসলাম ৩.৫১, মো: হামিদুর রহমান মানি ৩.৩১, বিল্লাল হোসাইন ৩.৫৩, মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম ৩.৩৫, মো: রহমাতুল্লাহ ৩.৮৪, মোহাম্মদ শাহাদাত হোসাইন ৩.২৪, মো: ইসমাইল হোসেন ৩.২৪, আব্দুল কাদের ৩.৩৫, আল মামুন ৩.৬৩, মো: কামরুজ্জামান ৩.৫৩, মো: ফজলে রাব্বি ৩.৬৫, মাসুম বিল্লাহ ৩.৮১, মো: শরীফুল ইসলাম ৩.৭২, রাশেদুল হাসান ৩.৮১, মুহাম্মদ মহি উদ্দিন ৩.৭৪, মাহমুদুল হাসান ৩.৯৪, রমজান আলি ৩.৬২, মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান ৩.৬৫, খাদেমুল ইসলাম ৩.৭৫, মো: ইসমাইল হোসেন সিরাজী ৩.৩৯, সালাহুদ্দিন ৩.৩৫, মো: মাহফুজুর রহমান ৩.৫৩, গোলাম কিবরিয়া ৩.৪৪, মো: রায়হান ৩.৫৮, এস.এম.এ.আল মাহবুব ৩.৪৯, মো: মুজাহিদ উদ্দিন ৩.৩৯, মো: আশরাফ উদ্দিন ৩.৮৪, মাহবুবুর রহমান ৩.৫০, মো: মনিরুজ্জামান ৩.৫৬, মো: তানভির আহমেদ ৩.৮৯, মুশফিকুর রহমান ৩.৫৩, মো: হোসাইন আখলাক মাহদী ৩.৬২, মো: আব্দুল আহাদ ৩.৯০, আব্দুল আওয়াল ৩.২২, মো: আবু তাহের ৩.৭২, ফয়সাল মাহমুদ ৩.০৭, ওবায়দুল হক ফুজাইল ৩.৫৫, মো: আবুল কালাম ৩.৭৮, মো: আসাদুল ইসলাম তানিম ৩.৮৩, শরীফুল ইসলাম ৩.৬৭, মোস্তাকিম বিল্লাহ ৩.৬০, মোহাম্মদ ইউসুফ ৩.৮৫, মো: আবু বকর সিদ্দিক ৩.৭১, সিরাজুল ইসলাম ৩.৫৫, মো: সাফিউল আলম ৩.৩৮, খলিলুর রহমান ৩.৫৬, মো: সদরুল ইসলাম ৩.৪৩, মোহাম্মদ সালমান খন্দকার ৪.০০, রবিউল হোসাইন ৩.৩৫, আসমা আকতার ৩.৬৫, উম্মে সালমা ৩.৫৩, মাসুদা বেগম ৩.৬০।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৭২ জন, উত্তীর্ণ ৬৯ জন, পাশের হার ৯৫.৮৩%

গ্রুপ-বি

মো: শাহিদুল বারি শাওন ৩.১৫, মো: খালেদ মাহমুদ আকাশ ২.৯৭, আল আমিন হাওলাদার ৩.৪০, আকিজ মিয়া ৩.৩৫, মো: শাহিবুল ইসলাম ৩.৩১, ওবাইদুল ইসলাম ৩.৭৪, ফজলুল হক ৩.৫৯, মো: তানভির হাসান চৌধুরী ৩.২৬, মো: হাবিবুল্লাহ ৩.২২, মো: আজিজুর রহমান ৩.১৯, মো: আশিকুর রহমান ৩.২৪, মো: তানভির আহমেদ ৩.১৮, মো: ইমরান হোসাইন ৩.৯৭, মোহাম্মদ জোবায়ের হোসাইন ৩.৯৪, আনিস মিয়া ৩.৬৮, জুনায়েদ নেওয়াজ ৩.১৮, খান তানজিল আহমেদ ৩.৩২, মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান ৩.৪৪, মো: মাহমুদুল হাসান ৩.৫৯, মো: ইনসানিউল ইসলাম ৩.২৪, মোহাম্মদ রাশেদ খান ৩.১৯, মো: আজহারুল ইসলাম মামুন ৩.৩১, মো: এমদাদুল হক ৩.২৪, মো: গোলাম রাসুল ৩.৫০, ফয়সাল মাহমুদ ৩.৫৩, মো: সাইফুল ইসলাম ৩.৬৫, মোহাম্মদ জিয়া উদ্দিন ৩.৪১, মোহাম্মদ আলমগির হোসেন ৩.২৬, আব্দুল্লাহ আল মানসুর ৩.৮২, মো: আবু রায়হান ৩.৪৯, মো: রায়হানুল ইসলাম ২.৭১, মো: নুরুল ইসলাম ৩.৬৩, মো: নাজমুল হুদা ৩.৩৭, আব্বাস উদ্দিন

৩.৫৩, মো: রুবেল হোসাইন ২.৭৯, মো: জোবায়ের হোসেন ৩.২৯, মো: মতিউর রহমান ৩.০৪, মো: ফয়সাল মোল্লা ৩.০৩, মো: হাসান জাহাঙ্গীর ৩.৪১, শেখ সাঈদ আনোয়ার ৩.৫৪, শরিফুল ইসলাম ৩.৫৭, কাওসার আহমেদ ৩.৮৪, মো: মতিউর রহমান ৩.৬৫, আল মামুন ৩.৬২, মো: ইমরান খান ৩.৪৩, মো: রুবেল রানা ৩.০৪, মুহাম্মদ মামুন উদ্দিন ৩.০৯, মুস্তাফিজুর রহমান ৩.৩৮, ইয়াসির আরাফাত ৩.৫৪, আবু সোফিয়ান ৩.০৩, কাজী নাহিদ হাসান ৩.৪৪, মো: আবু বকর সিদ্দিক ৩.৭৮, মো: মেহেদী হাসান ৩.২৬, মো: তারেক আজিজ ৩.৪১, আবু জাফর মো: সালেহ ৩.২১, গাজী নাবিদ হোসাইন ৩.২৬, মোসা: খাদিজা খাতুন ৩.৮১, ফারহানা আফরিন ৩.৯০, জান্নাতুল ফেরদাউস ৩.৮৫, আয়েশা আকতার ৩.৬৬, সুমাইয়া সুলতানা ৩.৩৫, মোসা: সাবরিনা আনাম ৩.৭৬, ফারজানা তাসনিম ৩.২১, তানজিয়া সুলতানা ৩.৩২, ময়না খানম ৩.৬৯, সিতারা ই জান্নাত ৩.৪৯, ফারজানা আকতার নিপা ৩.৪৩, জান্নাতুল ফেরদাউস ৩.৯৭, রোমানা আকতার ৩.৩৫, মারিয়া তানজুম তিনা ৩.৬৩, সুমাইয়া মাহজাবিন ৩.৬২, তানজিম আকরাম তানি ৩.৪৭, জান্নাতুল ফিরদাউস ৩.৫৪, আকিকুন্নাহার আকি ৩.৫০, মাইশা মুবাশ্বিরা ৩.৮৫, ফাতেমা হুদা ৩.৪৬, শারমিন আকতার ৩.৪১, সাইফুন নাহার ৩.৩৪, তানজিলা ইসলাম ৩.৬৫, তাসলিমা আকতার ৩.৩৮, নাসিমা আকতার ৩.৪৬, সিফাত রিয়া দোলা ২.৯৭, ইশরাত জাহান ৩.৫৭, সুমাইয়া সাদিয়া ৩.৪৪, জান্নাতুল মাওয়া রুবি ৩.৪৯, তাহমিনা আকতার ৩.৬২, শামিমা আকতার ৩.৭১, সেনজুতি বিনতে শরিফ ৩.৩৮, মোসা: রাফিয়া সুলতানা ৩.৭১, মোসা: নাসরিন নাহার শেখ মিতা ৩.৫১।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৯৪ জন, উত্তীর্ণ ৯০ জন, পাশের হার ৯৫.৭৪%

২০১৯ সালের ২য় সেমিস্টার এম.এ. পরীক্ষার ফলাফল

গ্রুপ-এ

মো: কাওসার মিয়া ৩.৩২, মুসতাইন বিল্লাহ রুমান ৩.৬৬, মো: জহুরুল হোসাইন ৩.৯১, সালমান ফারসি ৩.৭৮, মো: গোলাম কিবরিয়া ৩.৩৪, মো: জাহিদ হাসান ৩.৪৩, আল মামুন ৩.৬৮, মো: নাসির উদ্দিন ৩.৬৬, মো: রিয়াজুল ইসলাম ৩.৭৪, মো: শহিদুল ইসলাম ৩.৫৩, মো: শোয়াইব সাবি ৩.৫৪, আবুল হাসানাত ৩.৬২, মো: মেসবাহ উজ জামান ৩.০৬, শরিয়ত উল্লাহ ৩.৯৪, মো: আবুল কাশেম ৩.১৩, মো: আবু সাঈদ ৩.৪৪, মো: ইসমাইল ৩.৮৪, মো: এনামুল হক ৩.৭২, মো: আব্দুল হামিদ ৩.৪০, তাজুল ইসলাম ৩.১২, মো: আনোয়ার হোসেন ৩.১৯, আবদুর রহীম ৩.৬২, মো: আব্দুল কাদের ৩.৫৫, আল আমিন ৩.০৯, মো: আবু উবাইদা ৩.৬৮, তাওসিফ রেজা ৩.৫৫, জি.এম.মুশাহিদ উল্লাহ ৩.৪৩, মুহাম্মদ নাসের নাফিস ৩.৬০, মো: কাওসার আলম ৩.৬৫, মো: শাহিদুল্লাহ ৩.৪৭, মো: শামিম ইসলাম ৩.৫৬, শরিফুল ইসলাম ৩.৩১, মো: ইয়াকুব আলী ৪.০০, মো: আমির হামযা ৩.২৮, তাজুল ইসলাম শরিফ ৩.৩৪, মো: আবূ হাসানাত ৩.৯৪, মো: মোজাম্মেল হক ৩.৫৪, মো: ইয়াসিন ৩.৫৬, মো: জয়নাল আবেদীন ৩.৩৮, এম.আই ফিরদাউস বিন ইসহাক ৩.৪৪, লুৎফর রহমান ৩.৬২, মো: মাহমুদুল হাসান আলম ৩.৫০, জামিউল হাসান সুমন ৩.৭১, ইমরান হোসাইন ৩.৬০, শফিকুল ইসলাম ৩.৭৬, মো: আব্দুল কাইউম ৩.৫১, ওয়াসিক বিল্লাহ ৩.৭৯, মাহামুদুর রহমান ৩.০৬, মো: ফারুক হোসাইন ৩.৯১, মাসুম বিল্লাহ ৩.৪৪, আতিকুর রহমান ৩.৬৩, তামিমা ৩.৬৬, মাহফুজা খাতুন ৩.৫৯।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ৫৩ জন, উত্তীর্ণ ৫৩ জন, পাশের হার ১০০%

গ্রুপ-বি

মো: আবু বকর সিদ্দিক ৩.২৪, মো: ফরিদুল ইসলাম ২.৭৯, মো: রায়হান সোবহান ৩.২৫, মো: ফজলে হাসান সজিব ৩.০৫, মো: সাব্বির হোসেন ২.৮২, মো: মেহেদী হাসান আরিফ ৩.৩৮, রেজাউল ইসলাম ৩.২৮, রাশেদ আরাফাত তন্ময় ৩.১২, শেখ সাজিত ইয়াহিদ শোভন ৩.৪৮, সোহান মোল্লা ৩.০৬, মো:

Dhaka University Institutional Repository

রুবেল মিয়া ৩.০৩, মো: আব্দুল্লাহ আল মুবাশশির ৩.৮৭, মো: শফিকুল ইসলাম ৩.৩২,মুহাম্মদ নাহিদুল ইসলাম ৩.৪৮, ফাহিম আনসারী ৩.২১, জহির রায়হান ৩.০২, মো: রেদওয়ান সাবিবর ৩.০৫, মো: মাসুদ আলম ৩.১৯, মো: আরিফ হোসাইন ৩.১৩, বাকি বিল্লাহ ৩.২১, শামিমুজ্জামান ৩.৪৭, এ.বি.এম. মোজাহিদুল ইসলাম ৩.০৩, মো: কামাল হোসাইন ৩.২১, ঈসা দারিয়া ৩.১২, মো: আশরাফুল আলম ৩.১৯, হোসাইন আল মামুন ৩.৪৬, মো: শামসুজ্জামান ২.৯১, আব্দুল্লাহ আল মাসুদ ৩.৪৬, মাসুদুর রহমান ২.৮৬, তানভির হোসাইন ৩.৪৩, শাহিন আলম ৩.০২, শাহাদাত হোসাইন ৩.৪১, মো: মহিনুর রহমান ৩.৪৬, মো: রুমান ৩.৩৬, মো: জাহিদ হাসান ৩.৩০, মো: রেজাউল ৩.৪৭, বেলায়েত হোসাইন ৩.৫৭, মো: শাহিন মিয়া ২.৯৫, আব্দুল্লাহ আল সায়েম ৩.৭৫, মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম ৩.০৯, ইমরানুল হক ৩.৪৩, মো: সুলতান মাহমুদ সাজু ২.৯১, মো: মইনুল ইসলাম ৩.০৬, নুরুল আমিন ৩.১৫, মো: বাধন মিয়া ৩.০১, মো: আজিজুর রহমান ২.৯৬, জহিরুল ইসলাম ৩.১৬, মো: জাহিদুল ইসলাম নাইম ৩.৬২, মো: হাফিজুর রহমান ৩.৪১, নাজিম মাদবর ৩.০৮, আব্দুল হাকিম ৩.৩৪, মো: সুমন তালুকদার ৩.৩২, সৌমিক মন্ডল ৩.০০, মো: আশরাফুল ইসলাম ৩.৪৮, মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন ৩.০৯, মো: সুজন আল ওয়াসিম ৩.৬৫, মো: শফিউল আলম লালন ৩.৫০, আবদুস সালাম ৩.৩০, রেজাউল ইসলাম ৩.৫৯, মো: রাকিবুল হাসান ৩.৫০, ফয়জুল্লাহ মাহমুদ ৩.৭৮, আহসান হাবিব ৩.৬৫, নাসির উদ্দিন ৩.৫১, মো: সাকিন মৃধা ৩.১৮, কৌশিক আহমেদ সজিব ২.৯৪, জুবাইর হোসাইন মুন্সি ৩.৪৭, আফজাল হোসাইন ২.৯৪, মো: শরিফ মিয়া ৩.২০, মো: ইবরাহিম খলিল ৩.৪৭, জিল্লুর রহমান ৩.২২, তাওহিদ হাসান ৩.২৩, মো: রায়হানুল ইসলাম মল্লিক ২.৮০, মো: মনিরুল ইসলাম ৩.১৩, মো: রাকিব হাসান ৩.১২, মো: আল আমিন সরকার ৩.০৫, মো: ওমর ফারুক ৩.০৩, মো: আনন্দ ফকির ৩.১২, দিবা সুলতানা ৩.৬৬, মোসা: তানিয়া পারভীন ৩.৮৩, কাজি দিবা মনিশা ৩.৩৮, মোসা: খালেদা খাতুন ৩.৬২, সংগীতা হাসান মিতু ৩.৪৭, মাহজুরা খানম বুবলি ৩.৪৩, তনিমা মজুমদার ৩.৮৩, শিউলী আকতার ৩.৭২, মাহবুবা আকতার ২.৯১, আফিয়া তাহসিন হক ৩.৩০, সুমাইয়া খাতুন ৩.৭৮, ফাহমিদা আকতার ৩.৫০, সুলতানা খানম ৩.৪৭, মারুবা ভূঞা ৩.৩২, মোসা: সুরাইয়া নাসরিন সিমি ৩.৪৪, তাসলিমা খানম ৩.৫৩, নুসরাত জাহান কলি ৩.৮১, সাদিয়া আকতার ৩.৪৬, মোসা: জাকিয়া সুলতানা জুতি ৩.৩২, আমানি রহমান ৩.৮০, মৌসুমি আকতার ৩.৩৫, আফিয়া সুলতানা আশা ৩.৫৩, নুসরাত জাহান ৩.৩৮, নুসরাত জামান ৩.০৯, মাসুমা পারভীন ৩.৩১, সুমাইয়া আকতার ৩.৪১, সৈয়দা খাদিজা জহির ৩.৭১, কানিজ ফাতেমা ৩.৪০, সোহানা খাতুন ৩.৪০, সুমাইয়া খাতুন ৩.৪৪, জান্নাতুল ফেরদাউস ৩.৩৮, খালকিন জাদিদ ৩.৫৯, মৌসুমি মৃধা ৩.৫৬, মাহবুবা আকতার ৩.৪০, আরিফা আকতার ৩.৫৫, নওশিন আফরোজ ৩.৫২।

ফলাফল পরিসংখ্যান

উপস্থিত ১১৭ জন, উত্তীর্ণ ১১৩ জন, পাশের হার ৯৬.৫৮%

এম.ফিল গবেষকদের তালিকা

২০০০: রোজিনা আক্তার, মোঃ আবুল বাসার, পারভীন সুলতানা, বেগম আজিজুন নাহার, মুহাম্মদ ছাইদুল হক। ২০০২: মোঃ আসাদুল্লাহ। ২০০৩: মুহাম্মদ রুহুল আমিন, আবু তাহের মুহাম্মদ মানজুর, মোহাম্মদ হারুনূর রশীদ, শাহিদা সুলতানা, মোহাম্মদ আলী আকবর, মোহাম্মদ আতীকুর রহমান, মোঃ জসিম উদ্দিন। ২০০৪: মোঃ মাওদুদুর রহমান আতেকী। ২০০৫: মোঃ আবু বকর সিদ্দিক। ২০০৬: মোঃ গোলাম ছারোয়ার, নেসার আহমদ, মুহাম্মদ ঈসা কাদেরী, এ.কে.এম শাহে আলম। ২০০৭: মোঃ ইব্রাহীম খলিল, খন্দকার ফাহমিদা সুলতানা, হাফিজ মুজতাবা রিজা আহমাদ, মোঃ নুরুন্নবী, মোহাম্মদ কুতুব উদ্দিন, মোঃ জাকির হোসেন, মোঃ আব্দুল্লাহ আল আরিফ, এ কে এম ফজলুল হক। ২০০৮: মোঃ সিরাজুল ইসলাম, আবুল মোকাররম মোঃ মোনাওয়ার হোসেন, উম্মে হাবিবা বেগম, আব্দুল্লাহ আল মামুন। ২০০৯: মুহাম্মদ আনিসুর রহমান, ফাতেমা মারজান, মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ, মোস্তফা কবীর

Dhaka University Institutional Repository

সিদ্দিকী, মোছা: শাহিদা খাতুন, মুহাম্মদ নূরুল্লাহ, নূরুন্নাহার, রহিমা আক্তার। ২০১০: রঞ্জু নাহার মুক্তা, মোস্তফা মনজুর, মোঃ গোলাম কিবরিয়া, মোহাম্মদ আশরাফ উদ্দিন। ২০১১: মোঃ সেলিম উল ইসলাম সিদ্দিকী, মোঃ আবু জাফর, মোহাম্মদ ছফিউল্লাহ হাশেমী, হাফেজ মোস্তফা আহমদ সিরাজী, জীবন নেছা, মো. সলিম উল্লাহ খান। ২০১২: মোঃ বাকী বিল্লাহ, এস.এম. খালেকুজ্জামান। ২০১৩: মোঃ জামাল উদ্দিন খান, মুহাম্মদ তাজাম্মুল হক, মোঃ আহসান উল্লাহ, মোঃ আশরাফুল হক মিয়া, মোঃ সানাউল্লাহ, মোঃ কামরুল হাসান। ২০১৪: মোঃ আমিনুল ইসলাম, মোঃ ছোলাইমান হোসেন, মাসুদুর রহমান, মোঃ মাহবুবুর রহমান, মোঃ মশিউল আলম। ২০১৫: মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, আবরার আহমেদ, মাহমুদুল হাসান, মুহাম্মদ ছালাহউদ্দিন। ২০১৬: মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম, শেখ ফয়জুল ইসলাম, আনজুমান আরা, মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন। ২০১৭: মোহাম্মদ ওমর ফারুক, সাজেদা হোমায়রা, সুমাইয়া ফেরদৌস, শাহিনা আক্তার, আবু সালেহ। ২০১৮: সালেহ আহমদ মিঞা, এহসানুল হক, মোহাম্মদ মর্তুজা, এস.এম. রফিকুল ইসলাম, মোস্তফা মাসুম সিদ্দিকী, মো. মাইন উদ্দীন, মোহাম্মদ ইসমাইল, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, মোহা: শফিকুল ইসলাম। ২০১৯: তন্নি ইয়াসমিন, সালমা আক্তার। ২০২০: মুহাম্মদ বিন সিদ্দীক, মোহাম্মদ মহিউদ্দিন, জান্নাতুল ফেরদৌস, মুহাম্মদ রিদওয়ানুল কাদির, জাহানারা দেওয়ান, মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম।

পরিসংখ্যান : মোট ৯৩ জন।

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হলেও এম.ফিল গবেষণা শুরু হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তীকালে। আর ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে প্রথম এম.ফিল ডিগ্রি অর্জন করেন রোজিনা আক্তার ২০০০ সালে। অদ্যাবধি বিভাগ থেকে এম.ফিল ডিগ্রি অর্জন করেন ৯৩ জন। এম.ফিল গবেষকগণ কুরআন, হাদীস, ফিকহ, ইসলামী দাওয়াহ, ইসলামী শিক্ষা, ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা, খ্যাতিমান ব্যক্তিদের জীবনী ও অবদানসহ বহু ক্ষেত্রে তাদের গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞানের জগতে নতুন নতুন ধারার সংযোজন করে চলছেন। সেটি দেশ ও জাতি গঠনে এবং সমাজে ইসলামের সঠিক বার্তা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

পিএইচ.ডি গবেষকদের তালিকা

১৯৩৯: রজব আলী মির্জা। ১৯৪৭: মোহাম্মদ এছহাক। ১৯৭৫: এ এম মোঃ শরফুদ্দিন। ১৯৮৫: আ.ন.ম. রইছ উদ্দিন। ১৯৯৩: মুহাঃ আব্দুল বাকী। ১৯৯৭: মুহাম্মদ রুহুল আমীন, আবুল কালাম মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ। ১৯৯৮: মোঃ মজিবুর রহমান চৌধুরী, মোহাম্মদ আবদুল লতিফ, এ.এইচ.এম. মুজতবা হোছাইন, আ.র.ম. আলী হায়দার। ১৯৯৯: মুহাম্মদ আনসার উদ্দীন। ২০০০: মোঃ শফিকুল ইসলাম, মুহাম্মদ মুস্তাক আহমদ। ২০০১: মুহাম্মদ জামালউদ্দিন, মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহিদ, মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ, মোঃ আব্দুস সাত্তার, মুহাম্মদ শফিক আহমেদ, মোহাম্মদ আবদুল মুকিম। ২০০২: মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, আবুল মাছাকিন মোহাম্মদ আনোয়ারুল হক, আবু ইউছুফ মোঃ নেছারউদ্দিন, মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ সাইদুর রহমান, মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান, মোহাম্মদ শাহতা সালেহ জারাব। ২০০৩: মোহাম্মদ আবুল বাশার, মো: ছানাউল্লাহ। ২০০৪: উম্মে সালমা বেগম, আহমদ আলী, মুহাম্মদ রইছ উদ্দিন ভূঞা, মুহাম্মদ শফিকুর রহমান, ফেরদৌস আরা খানম। ২০০৭: মুহাম্মদ এনামুল হক আজাদ, মোঃ আবুল বাসার, মোঃ আবুল কালাম আজাদ, মোঃ তাওহীদুর রহমান, পারভীন সুলতানা, মুহাম্মদ ছাইদুল হক, মোহাম্মদ আতীকুর রহমান, মোঃ আখতারুজ্জামান, মোঃ মাহমুদুল হাছান। ২০০৮: আল কাথামী আহমেদ, মোঃ আ: হাকিম, মোঃ শামছুল আলম, মোহাম্মদ নুরুল আমিন, আবু তাহের মুহাম্মদ মানজুর, মুহাম্মদ রুহুল আমিন। ২০০৯: মোহাম্মদ কামরুল আহসান, মোহাম্মদ হারুনূর রশীদ, মোঃ মাওদুদুর রহমান আতেকী, মোঃ আব্বাছ উদ্দিন ভূঞা, মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন, মুহাম্মদ ইউসুফ, মোঃ আলমগীর বাদশাহ। ২০১০: মোঃ সাঈদুর রহমান, সৈয়দ মুহাম্মদ এমদাদ উদ্দীন, মোঃ ইউসুফ, মোঃ মাসুদ আলম, মোঃ হুসাইন মাহমুদ ফারুক, নাসিমা খানম, মোঃ আবদুল আলীম, মুহাম্মদ হায়দার

আলী আকন, মোঃ আব্দুর রউফ আজাদ, মোঃ ইব্রাহীম খলিল। ২০০১: মুহাম্মদ গোলাম রব্বানী, মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম আল-মারুফ, মোঃ নাসির উদ্দিন, মোহাম্মদ আলী আকবর, হাফিজ মুজতাবা রিজা আহমাদ, মোঃ আবু বকর ছিদ্দিক। ২০১২: মোঃ রশিদ আহমেদ হোসাইনী, আতাউর রহমান, মোঃ নুরুন্নবী। ২০১৩: মোহাম্মদ আলমগীর, মোঃ আবু হানিফা, মোঃ শহিদুল ইসলাম, আবুল হোসাইন মোহাম্মদ লুতফুল হক ফারুকী, আবু সালেহ মোঃ আ: মতীন, মুহাম্মদ ঈসা কাদেরী, মোঃ রেজাউল করিম, এস.এম.ফরহাদ হোসেন, অনুপমা আফরোজ, মুহাম্মদ আমান উদ্দিন মুজাহিদ, মোঃ আসাদুল্যাহ, মোহাম্মদ হাবিবউল্লাহ, সায়ীদ মুহাম্মদ ফারুক, রাশিদা আখন্দ, মোঃ আবুল কালাম আজাদ। ২০১৪: সৈয়দ মোহাম্মদ শাহ এমরান, মুহা: গোলাম ছারোয়ার, মোস্তফা কবীর সিদ্দিকী, মোঃ মোরশেদ আলম, মুহাম্মদ আবুল ফারাহ, মোঃ শফিকুল ইসলাম, মোঃ গোলাম কিবরিয়া, মোহাম্মদ সুলতান মাহমুদ ভূঞা, মোহাম্মদ মাসুদুজ্জামান, এ.কে.এম. ফজলুল হক, মোঃ মাছউদুর রহমান, রোকসানা ভূঁইয়া মিলু, মুহাম্মদ মাকছুদুর রহমান, মোহাম্মদ আশরাফ উদ্দিন। ২০১৫: আব্দুল্লাহ আল মামুন, মোঃ মনোয়ার পারভেজ মুন্না, মোঃ মশিউর রহমান, মোঃ ইকবাল হোসাইন ভূইয়া, মোহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ, মোঃ মাহবুবুল আলম, মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, মোঃ আশিকুর রহমান, মোঃ বশির উদ্দিন, মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম। ২০১৬: রাফিয়া সুলতানা, মোঃ জসিম উদ্দিন, মোঃ সাইফুল্লাহ বিন আনোয়ার, মোঃ একরামুল হক, মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, সাইয়্যেদ হাফেজ মৌলভী মোহাম্মদ উল্যাহ, মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন। ২০১৭: শিউলি বেগম, মোহাম্মদ রেজাউল হোসাইন, মুহা: আনিসুর রহমান, মোঃ আশরাফুল হক মিয়া, মুহাম্মদ তাজাম্মুল হক, মুহাম্মদ নূরউদ্দীন কাওছার, মোঃ নজরুল ইসলাম। ২০১৮: শেখ মোহাম্মদ মাহদী হাসান, মোছা: জীবন নিছা, মোহাম্মদ কুতুব উদ্দীন, মোহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দিন, মুহাম্মদ আনোয়ারুল হক। ২০১৯: মোঃ আহসান উল্লাহ, মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম রফিক, মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম, এস.এম. মাছুম বাকী বিল্লাহ, মোঃ রাশেদুল হাসান। ২০২০: আবরার আহমদ, মোঃ জামাল উদ্দিন খান, এ কে এম মাকসুদুল হক, মুহাম্মদ জাকারিয়া ও সাজেদা হোমায়রা।

পরিসংখ্যান : মোট ১৪৩ জন।

১৯২১ সাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হলেও বিভাগ থেকে প্রথম পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন ১৯৩৯ সালে রজব আলী মির্জা। ১৯৬৯ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন মাত্র ৫ জন। এরপর থেকে পিএইচ.ডি গবেষণার গতি বৃদ্ধি পায়। ২০২০ সাল পর্যন্ত ১৪৩ জন গবেষক ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ইসলামের বিভিন্ন বিষয় যেমন : কুরআন, হাদীস, অর্থনীতি, ব্যাংকিং ও বীমা, ব্যবসায়-বাণিজ্য, সমাজব্যবস্থা, শিক্ষা, রাজনীতিসহ সকল বিষয়েই বিভাগের গবেষকগণ গবেষণা করে চলছেন। ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে ডিগ্রিপ্রাপ্ত গবেষকগণ তাদের গবেষণার মাধ্যমে দেশ ও জাতি গঠন ও সমাজে ইসলামের প্রচার-প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

শিক্ষার্থীদের পরিসংখ্যান সারণী

বি.এ. অনার্স পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা সারণী (মোট উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী= ৪১০৩জন)

পরীক্ষার সাল	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	মোট শিক্ষার্থী	পাশের হার
১৯২৪	৫			১৭	
১৯২৫	১			৯	
১৯২৬	২			২	
১৯২৭	৩			৬	
১৯২৮	২			৮	

Dhaka University Institutional Repository

১৯২৯	২			১৩	
১৯৩০	১			৮	
১৯৩১	৪			১৫	
১৯৩২	২			১০	
১৯৩৩	২			১২	
১৯৩৪	১			৫	
১৯৩৫	২			৭	
১৯৩৬	৩			৯	
১৯৩৭	১			৭	
১৯৩৮	৩			১০	
১৯৩৯	১			১০	
১৯৪০	১			৪	
১৯৪১	১			৩	
১৯৪২	৪			৭	
১৯৪৩	২			৫	
১৯৪৪				৬	
১৯৪৫	৪			৮	
১৯৪৬	১			২	
১৯৪৭	৩			৬	
১৯৪৮				৪	
১৯৪৯	২			৭	
১৯৫০	৩	৩		১১	
১৯৫১	৩	৪		৭	
১৯৫২				১	
১৯৫৩	১	৪		৫	
১৯৫৪		১		১	
১৯৫৫	১			১	
১৯৫৬	১	১		২	
১৯৫৭	১		১	২	
১৯৫৮	১	৩	২	৬	
১৯৫৯	১			১	
১৯৬০	১			১	

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬১		৩	১	৪	
১৯৬২	১			১	
১৯৬৩		১		১	
১৯৬৪	২	২		৪	
১৯৬৫	১	১		২	
১৯৬৬	২	২		৪	
১৯৬৭	৩	৪		৭	১০০%
১৯৬৮	১	৩		৪	১০০%
১৯৬৯	৪	১		৫	১০০%
১৯৭০	৩	৪		৭	১০০%
১৯৭১	৭	৯		১৬	১০০%
১৯৭২	৫	১৩		১৮	১০০%
১৯৭৩	৩	১৪	৩	২০	১০০%
১৯৭৪	৪	৮		১২	৯২.৩%
১৯৭৫	৬	২৪	১	৩১	৯৬.৯%
১৯৭৬	২	১১	২	১৫	১০০%
১৯৭৭	১	২৪	৩	২৮	৯৩.৩%
১৯৭৮	৬	২২	৫	৩৩	১০০%
১৯৭৯					
১৯৮০	৪	২১	৩	২৮	৯৬.৫%
১৯৮১	৪	১৫		১৯	১০০%
১৯৮২	৩	৩৬	২	৪১	১০০%
১৯৮৩	৬	৬৩	৪	৭৩	৯৮%
১৯৮৪	৫	৮০	৩	৮৮	৯৮%
১৯৮৫	৫	৩০	২	৩৭	৯৪.৮%
১৯৮৬	১২	২৭		৩৯	৯৫.৩%
১৯৮৭	৮	৬০	১	৬৯	১০০%
১৯৮৮	৪	৪৬	১	৫১	৯২.৭%
১৯৮৯	১০	৪৯		৫৯	৯৩.৭%
১৯৯০	১২	৪৮		৬০	১০০%
১৯৯১	৩৭	৩০		৬৭	৯৮.৫%
১৯৯২	৬	৬২		৬৮	৮৯%

১৯৯৩	২৯	২১		৫০	৯২.৫৯%
১৯৯৪	৩৪	২২	১	৫৭	৯৮.২০%
১৯৯৫	৫০	৪১		৯১	৯৫.৭৯%
১৯৯৬	৩৯	৪৪		৮৩	৯৬.৫৯%
১৯৯৭	১৩	৫৩		৬৬	৯৮.৫০%
১৯৯৮	১৩	৬৩		৭৬	৯৮.৭০%
১৯৯৯	১২	৯১		১০৩	৯৭.১৬%
২০০০	১	৬		৭	১০০%
২০০১		৩		৩ + ১০০	১০০%
২০০২	২১	৫৪		৭৫	১০০%
২০০৩	৩০	৮৩	২	১১৫	১০০%
২০০৪	২৯	৭১		১০১	১০০%
২০০৫	৩৯	৭৮	২	১১৯	৯৯.১৭%
২০০৬	৫২	১০২		১৫৪	১০০%
২০০৭	৫৭	৪১		৯৮	১০০%
২০০৮	৬৩	৪২	২	১০৭	৯৯.০৭
২০০৯	৬৮	৩২		১০০	৯৪.৩৪%
২০১০				১১৩	৯৭.৪১%
২০১১				১২০	৯৬%
২০১২				১৩৪	৯৯.২৬%
২০১৩				১৩০	৯৭.৭৪%
২০১৪				১৩২	৯৯.২৫%
২০১৫				১২৫	
২০১৬				১৬৬	৯৯.৪০%
২০১৭				১৬৯	৯৮.২৬%
২০১৮				১৮০	৯৮.৯০%
২০১৯				১৯০	৯৭.৪৪%

এম.এ পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা সারণী (মোট শিক্ষার্থী= ৪৪৯৪জন)

পরীক্ষার সাল	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	মোট শিক্ষার্থী	পাশের হার
১৯২৫	৫			৫	
১৯২৬	১			১	

১৯২৭	৩			৫	
১৯২৮	১			২	
১৯২৯	২			৫	
১৯৩০				৫	
১৯৩১	১			৪	
১৯৩২	৪			৪	
১৯৩৩	১			১	
১৯৩৪	২			৪	
১৯৩৫	১			৩	
১৯৩৬	১			২	
১৯৩৭	৩			৬	
১৯৩৮	৩			৫	
১৯৩৯	২			২	
১৯৪০	২			৩	
১৯৪১	১			২	
১৯৪২	১			৬	
১৯৪৩	৪			৫	
১৯৪৪	৪			৫	
১৯৪৫	২			৪	
১৯৪৬	৫			৫	
১৯৪৭	১			১	
১৯৪৮	২			৫	
১৯৪৯	২			২	
১৯৫০	২	১		৪	
১৯৫১	৪	২		৭	
১৯৫২	৪	৩		৭	
১৯৫৩					
১৯৫৪	২	৫		৭	
১৯৫৫		১		১	
১৯৫৬	১	১		২	
১৯৫৭	২	১	১	৪	
১৯৫৮	১			১	

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৯		২	৩		৫	
১৯৬০		১		১	২	
১৯৬১		১	১	১	৩	
১৯৬২		২			২	
১৯৬৩		১			১	
১৯৬৪		১	১	১	৩	
১৯৬৫		৩	২		৫	৮৩.৩%
১৯৬৬		৫	৩	১	৯	১০০%
১৯৬৭		৪	২	২	৮	৮৮%
১৯৬৮		৬	৮	১	১৫	১০০%
১৯৬৯		৪	১২	৩	১৯	১০০%
১৯৭০		৪			৪	
১৯৭১		৮	১৯		২৭	১০০%
১৯৭২		১৬	২১	২	৩৯	১০০%
১৯৭৩		৫	২২	৭	৩৪	৭৭.৩%
১৯৭৪		৬	২২	৪	৩২	৮৮.৮%
১৯৭৫		৪	১৯	১৩	৩৬	৯৪.৭%
১৯৭৬		৭	২৬	১১	৪৪	৯৮.০%
১৯৭৭		২	১৮	৩	২৩	৮৮.৪৬%
১৯৭৮		৭	২৮	৫	৪০	৮৯.০%
১৯৭৯	কোর্স-এ	৪	২৫	২	৩১	৯৪%
	কোর্স-বি	৫	১৬		২১	১০০%
১৯৮০	কোর্স-এ					
	কোর্স-বি					
১৯৮১	কোর্স-এ	৩	৮	২	১৩	৯৩%
	কোর্স-বি	৪	৪		৮	৮৮.০%
১৯৮২	কোর্স-এ	৪	৮		১২	১০০%
	কোর্স-বি	৩	১৪		১৭	১০০%
১৯৮৩	কোর্স-এ	৩	৭		১০	১০০%
	কোর্স-বি	৩	২৯		৩২	১০০%
১৯৮৪	কোর্স-এ	৫	১৭		২২	১০০%
	কোর্স-বি	৩	৫১	২	৫৬	১০০%

১৯৮৫	কোর্স-এ	৯	২৮		৩৭	১০০%
	কোর্স-বি	২	৪৮	৩	৫৩	১০০%
১৯৮৬	কোর্স-এ	৬	২১		২৭	১০০%
	কোর্স-বি	৪	১৪		১৮	১০০%
১৯৮৭	কোর্স-এ	৭	২৩		৩০	৯৩.৭৫%
	কোর্স-বি	৩	২১	১	২৫	১০০%
১৯৮৮	কোর্স-এ	১৬	২৯	২	৪৭	৯০.৩৮%
	কোর্স-বি	৩	৬০	১	৬৪	৮৫.৩৩%
১৯৮৯	কোর্স-এ	১৫	২৬	১	৪২	১০০%
	কোর্স-বি	৮	৭৬	২	৮৬	৯৮.৮৫%
১৯৯০	কোর্স-এ	২২	৪৪		৬৬	১০০%
	কোর্স-বি	১৫	৪৩	১	৫৯	৯৬.৭২%
১৯৯১	কোর্স-এ	১৩	২৫		৩৮	১০০%
	কোর্স-বি	১১	৬৯		৮০	৯৭.৫%
১৯৯২	কোর্স-এ	২১	৪৫		৬৬	৯৪.২৮%
	কোর্স-বি	৯	৪৯		৫৮	৮১.৬৯%
১৯৯৩	কোর্স-এ	৪০	৫৫		৯৫	৯৮.৯%
	কোর্স-বি	৩৯	২৯		৬৮	৯৭.৯৪%
১৯৯৪	কোর্স-এ	৩৮	১৯		৫৭	১০০%
	কোর্স-বি	৫২	৩০		৮২	১০০%
১৯৯৫	কোর্স-এ	৩০	১৫	২	৪৭	১০০%
	কোর্স-বি	৩৬	৬০	৩	৯৯	৯৯%
১৯৯৬	কোর্স-এ	৩১	১০		৪১	৯৭.৬১%
	কোর্স-বি	২৬	২৯	১	৫৬	৯১.৮০%
১৯৯৭	কোর্স-এ	১৯	৮		২৭	৯৬.৪২%
	কোর্স-বি	৩৬	২৪		৬০	৯৮.৩৬%
১৯৯৮	কোর্স-এ	১৫	৩		১৮	৯৮.৭৩%
	কোর্স-বি	১৪	৩৪	১	৪৯	১০০%
১৯৯৯	কোর্স-এ	১১	১		১২	১০০%
	কোর্স-বি	২৯	৩১		৬০	১০০%
২০০০	কোর্স-এ	৭	১		৮	১০০%
	কোর্স-বি	৪১	৪৭		৮৮	৯৭.৭৭%

Dhaka University Institutional Repository

২০০১	কোর্স-এ	৩	২		৫	১০০%
	কোর্স-বি	১	৮		৯	১০০%
২০০২	কোর্স-এ	৯	৫		১৪	৯৩.৩৩%
	কোর্স-বি	২৮	৩৬		৬৪	৯৬.৯৬%
২০০৩	কোর্স-এ	৮	২		১০	১০০%
	কোর্স-বি	১৯	৩৯		৫৮	৯৮.৩০%
২০০৪	কোর্স-এ	১৬	৫		২১	১০০%
	কোর্স-বি	৪২	৪৪		৮৬	১০০%
২০০৫	কোর্স-এ	১৭	৫		২২	১০০%
	কোর্স-বি	৩৫	৩২		৬৭	১০০%
২০০৬	কোর্স-এ	২০	৩		২৩	১০০%
	কোর্স-বি	৫১	২৮		৭৯	১০০%
২০০৭	কোর্স-এ	৩৩	৩		৩৬	৯৭.৩%
	কোর্স-বি	৯২	১২	১	১০৫	৯৮.১৩%
২০০৮	কোর্স-এ	২৭	১		২৮	১০০%
	কোর্স-বি	৪৯	৮		৫৭	১০০%
২০০৯	কোর্স-এ	২৯	৫		৩৪	১০০%
	কোর্স-বি	৫০	২৭		৭৭	১০০%
২০১০	কোর্স-এ	২২			২২	১০০%
	কোর্স-বি	৬৫	২১		৮৬	৯৮%
২০১১	কোর্স-এ				২৮	১০০%
	কোর্স-বি				৮০	৯৮.৭৭%
২০১২	কোর্স-এ				২৭	১০০%
	কোর্স-বি				৯৪	১০০%
২০১৩	কোর্স-এ				১১	১০০%
	কোর্স-বি				১১৬	৯৯.১৫%
২০১৪	কোর্স-এ				৪০	১০০%
	কোর্স-বি				৮১	১০০%
২০১৫	কোর্স-এ				৩৪	১০০%
	কোর্স-বি				৯৬	১০০%
২০১৬	কোর্স-এ				৬৩	১০০%
	কোর্স-বি				৭৪	১০০%

২০১৭	কোর্স-এ				৭১	৯৭.২৬%
	কোর্স-বি				৯০	৯৮.৯০%
২০১৮	কোর্স-এ				৬৯	৯৫.৮৩%
	কোর্স-বি				৯০	৯৫.৭৪%
২০১৯	কোর্স-এ				৫৩	১০০%
	কোর্স-বি				১১৩	৯৬.৫৮%

নারী শিক্ষার্থীদের পরিসংখ্যান সারণী

১৯৭৩ সাল থেকে বি.এ অনার্স এবং ১৯৬৭ সাল থেকে এম.এ কোর্সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে নারী শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়া শুরু হয়। ১৯৭৫ সালে উম্মে সালমা বেগম ও জিন্নাত নাহার নামে দুই নারী শিক্ষার্থী বি.এ অনার্স পাশ করেন এবং ১৯৬৯ সালে সৈয়দা জাকিয়া খাতুন নামে একজন ছাত্রী এম.এ উত্তীর্ণ হন। ইতিপূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে কোনো নারী শিক্ষার্থী ভর্তি হয় নি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে যে সকল নারী শিক্ষার্থী বি.এ অনার্স ও এম.এ সম্পন্ন করেছেন তাদের সংখ্যাভিত্তিক একটি তালিকা উপস্থাপন করা হলো-

বি.এ = ৮২৪ জন, এম.এ = ৯০০ জন। মোট ছাত্রী= ১৭২৪।

শিক্ষাবর্ষ	বি.এ	এম.এ	শিক্ষাবর্ষ	বি.এ	এম.এ
১৯৬৯		১	১৯৯৫	১১	৩৭
১৯৭০			১৯৯৬	২৩	১৫
১৯৭১		১	১৯৯৭	২১	২৩
১৯৭২			১৯৯৮	২৫	২০
১৯৭৩			১৯৯৯	৩৯	২৬
১৯৭৪			২০০০		৩৬
১৯৭৫	২		২০০১	২৯	
১৯৭৬	৫	১	২০০২	২৫	২৭
১৯৭৭		৬	২০০৩	৪২	২৩
১৯৭৮	৩	৪	২০০৪	৩০	৩৮
১৯৭৯		৪	২০০৫	৩৬	২৬
১৯৮০	২		২০০৬	৪৪	৩৩
১৯৮১	২	২	২০০৭	১৭	৩৯
১৯৮২	৯	৩	২০০৮	২১	১৬
১৯৮৩	১৫	১১	২০০৯	২৮	২০
১৯৮৪	১২	১৫	২০১০	৩৫	৩১
১৯৮৫	৩	১২	২০১১	১৭	৩৩
১৯৮৬	১	৫	২০১২	৪৫	২০

১৯৮৭	৯	১১	২০১৩	২১	৩৮
১৯৮৮	৬	২৭	২০১৪	২৮	২০
১৯৮৯	৩	৩২	২০১৫	৯	২৬
১৯৯০	৩	২৩	২০১৬	৩৬	২০
১৯৯১	২	১৭	২০১৭	৩৯	৩৪
১৯৯২	১	১৫	২০১৮	৪০	৩৭
১৯৯৩	২	১০	২০১৯	৭৬	৩৮
১৯৯৪	৭	২৪			

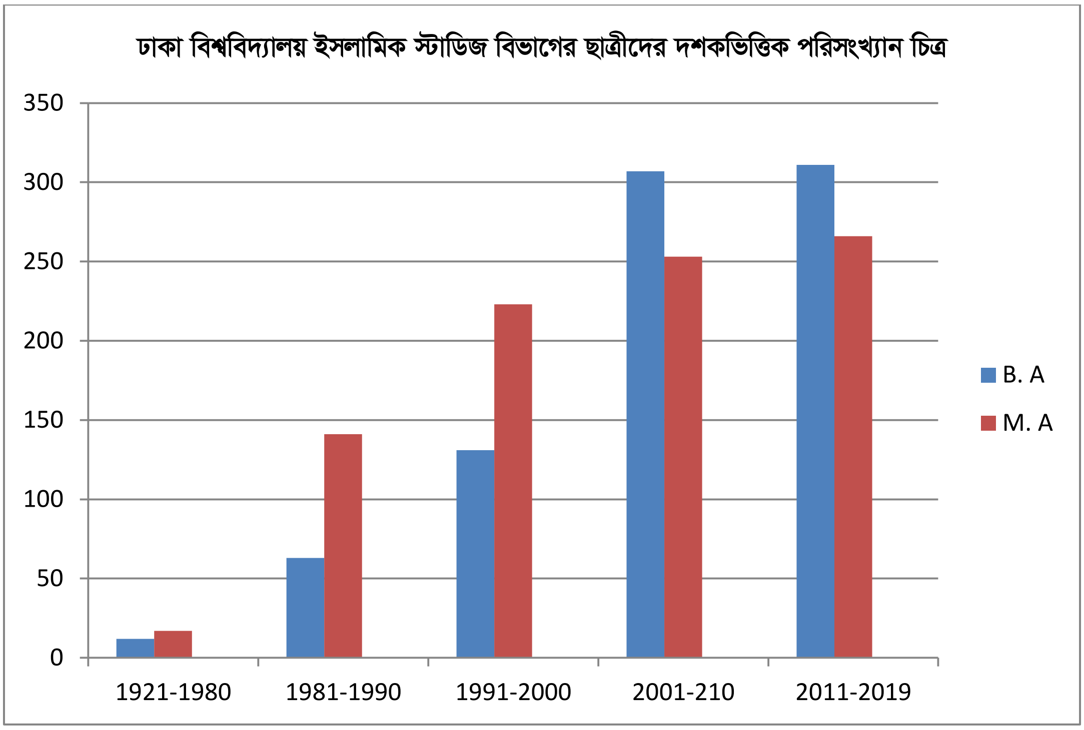

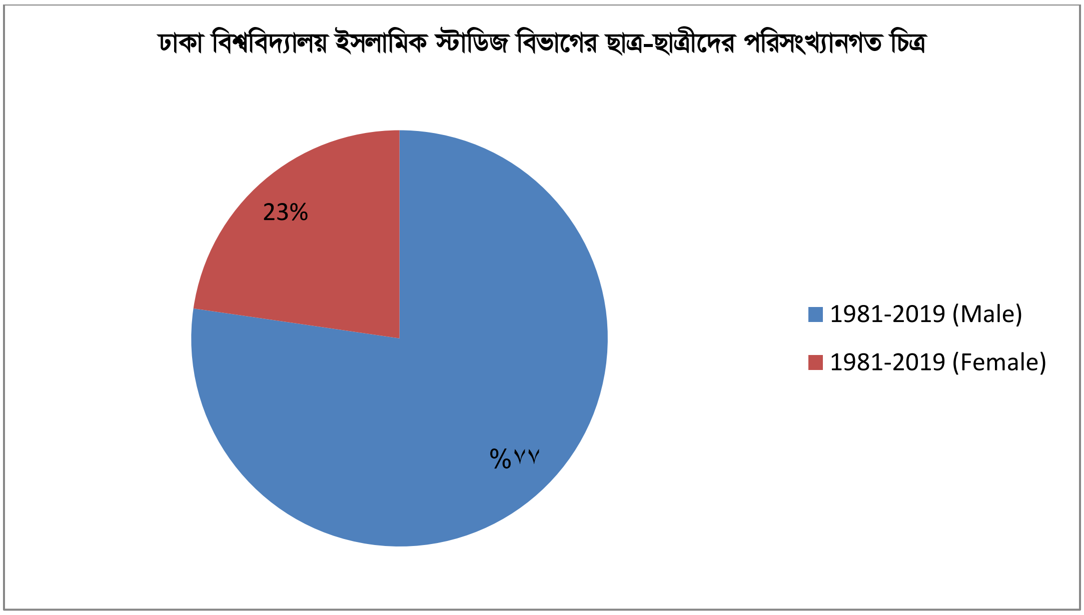

Dhaka University Institutional Repository

১৯২১ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের তালিকা সংগ্রহ করা ছিলো অত্যন্ত দূরূহ কাজ। তদুপরি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তর, রেকর্ড রুম ও বিভিন্ন অফিস কক্ষে সংরক্ষিত ফাইল থেকে উপরিউক্ত তালিকা সংগ্রহ করা হয়েছে। ১৯২১ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত বি.এ অনার্স ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষাথীর সংখ্যা ৪১০৩ জন (দুই-একটি সেশন বাদে), এম.এ ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪৪৯৪ জন, এম.ফিল ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৯৩ জন এবং পিএইচ.ডি ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৪৩ জন। এখানে আরো একটি বিষয় দ্রষ্টব্য যে, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী শিক্ষার্থী ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে ডিগ্রিপ্রাপ্ত হয়েছেন। ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত কোনো নারী শিক্ষার্থী বিভাগ থেকে ডিগ্রিপ্রাপ্ত হয়নি। ১৯৬৭ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা হলো বি.এ অনার্সে ৮২৪ জন, এম.এ তে ৯০০ জন, এম.ফিলে ২০ জন এবং পিএইচ.ডি তে ১১ জন।

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীগণ দেশ ও জাতি গঠনে যে ভূমিকা রেখে চলছেন সেটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও আশাব্যঞ্জক। প্রশাসন, ব্যাংকিং, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সাংবাদিকতা, সরকারী বিভিন্ন দপ্তর, রাজনীতি, সমাজ সেবা ও ব্যবসায়-বাণিজ্যসহ এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থীগণ অবদান রাখছেন না। বিশেষ করে সমাজে ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান, ইসলামের সত্যিকার বিশ্বজনীন ও মানবতাবাদী বার্তা প্রচার-প্রসার, ধর্মীয় কুসংস্কার ও অপব্যাখ্যা রোধে এবং ধর্মের নামে সন্ত্রাস ও সহিংসতা প্রতিরোধে যে ভূমিকা রেখে চলেছেন সেটি অত্যন্ত কার্যকর ও আশাপ্রদ। শিক্ষার্থীগণ তাদের অর্জিত জ্ঞানের আলোকে একটি নৈতিক, দেশপ্রেমিক ও দক্ষ জাতি গঠনে যে অবিরাম কর্মব্রত চালিয়ে যাচ্ছেন, ভবিষ্যতে সেটি আরো বৃদ্ধি পাক, মহান রবের নিকট সেটিই প্রার্থনা।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

এম. ফিল ও পিএইচ.ডি গবেষণা (১৯২১-২০২০ইং)

Dhaka University Institutional Repository

এম. ফিল ও পিএইচ.ডি গবেষণা (১৯২১-২০২০ইং)

উচ্চতর পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা সাধারণত চার ধরণের হয়ে থাকে। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে 'থিসিস গ্রুপ' নামে গবেষণার প্রাথমিক স্তরে গবেষকের যাত্রা শুরু হয়। স্নাতকোত্তর শ্রেণীর মেধাবী শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাদের গবেষণায় আগ্রহ রয়েছে,তাদের মধ্যে একটি ক্ষুদ্রতম অংশ থিসিস গ্রুপে গবেষণার জন্য মনোনীত হয়। নিয়মিত শিক্ষার্থী নন এমন কেউ থিসিস গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার মধ্যম স্তর Master of Philosophy বা এম.ফিল। এম.ফিল-এ এক বছরের কোর্স ওয়ার্ক বাধ্যতামূলক হওয়ায় এ গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের পূর্ণকালীন গবেষক হতে হয়। ফলে কর্মজীবিদের ছুটি নিয়ে এ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতে হয়। গবেষণার তৃতীয় ধাপ হলো Doctor of Philosophy বা পিএইচডি। পৃথিবীর সকল দেশে, খ্যাতিমান সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার শ্রেষ্ঠতম ডিগ্রি হিসেবে এটি স্বীকৃত এবং সমাদৃত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে স্নাতকোত্তর স্তরে থিসিস গ্রুপ নেই বিধায় এ বিভাগে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা হিসেবে মূলত এম.ফিল ও পিএইচ.ডি গবেষণা হয়ে থাকে।

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রা শুরু করলেও এম.ফিল গবেষণা শুরু হয় বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে। আর ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রথম এম.ফিল ডিগ্রি অ্যাওয়ার্ডেড হয় ২০০০ সালে। এরপর ধারাবাহিকভাবে এম.ফিল গবেষণা চালু থাকলেও এর হার পিএইচ.ডির চেয়ে কম। এর মূল কারণ অনেকেই এম.ফিল প্রথম পর্বে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন সাপেক্ষে স্বীয় গবেষণাকর্মকে পিএইচ.ডিতে স্থানান্তর করে। তদুপরিও ২০০০ সাল থেকে শুরু করে ২০২০ সাল পর্যন্ত ৯৩ জন গবেষক এম.ফিল ডিগ্রি অর্জন করেছে।

এম.ফিল গবেষণার অনেক পূর্বেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি গবেষণা শুরু হয়। ১৯২৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি গবেষণা শুরু হলেও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে সর্বপ্রথম পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেন রজব আলী মির্জা ১৯৩৯ সালে। এর প্রায় এক দশক পর ১৯৪৭ সালে বিভাগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষক অধ্যাপক মোহাম্মদ এছহাক পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন । ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জনের ক্ষেত্রে দীর্ঘ বিরতি লক্ষ্য করা যায়। ১৯২১ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত সময়ে এ বিভাগ থেকে মাত্র ৫ জন গবেষক পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। মূলত ১৯৯৭ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জিত হচ্ছে। ১৯৩৯ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন ১৪৩ জন গবেষক। কুরআন, তাফসীর, হাদীস, সীরাত, ফিকহ থেকে শুরু করে ইসলামী অর্থনীতি, ব্যাংকিং, বীমা, ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা, ইসলামী নীতি-নৈতিকতা, মানবাধিকার, সুফিবাদসহ ইসলামের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে এম.ফিল বা পিএইচ.ডি গবেষণা হয়েছে। নিম্নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধীনে যে সকল এম.ফিল ও পিএইচ.ডি গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে, বিষয়ভিত্তিক তার একটি তালিকা প্রদান করা হলো। উল্লেখ্য যে, ডিগ্রি প্রদানের সন উল্লেখপূর্বক গবেষক ও তত্ত্বাবধায়কের নামসহ গবেষণার তালিকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক রেজিস্ট্রার সৈয়দ রেজাউর রহমান প্রণীত 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পিএইচ.ডি সমমানের অভিসন্দর্ভ' গ্রন্থে এবং ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকা ২০১৯ এ উল্লিখিত রয়েছে।

এম.ফিল ও পিএইচ.ডি গবেষণার বিষয়ভিত্তিক তালিকা

আল-কুরআন ও তাফসীর

পবিত্র কুরআনুল কারীম সকল জ্ঞানের উৎস। কুরআনুল কারীমের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মধ্যেই পৃথিবীর সকল জ্ঞান নিহিত রয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন: "তবে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশসহ চিন্তা করে না, নাকি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?"[৫৪৫] আল কুরআনুল কারীমই হলো গবেষণার

[545] আল-কুরআন, ৪৭:২৪

প্রধান ক্ষেত্র। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে এ যাবত 'আল-কুরআন ও তাফসীর' বিষয়ক ১০টি এম.ফিল গবেষণা ও ৮টি পিএইচ.ডি গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে। যেমন:-
এম.ফিল গবেষণার শিরোনাম ও সাল :

১. মানহাজুল কুরআনিল কারিমি ফী রি'আয়াতি দুয়াফায়িল মুজতামিয়ি। (সমাজে দুর্বলদের রক্ষণাবেক্ষণে আল কুরআনের দিক নির্দেশনা), ২০০৯
২. আল কুরআনে আলোচিত বিভিন্ন জাতির ইতিহাস: একটি পর্যালোচনা, ২০১০
৩. আল কুরআনে উল্লিখিত বিভিন্ন জনপদ: ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পর্যালোচনা, ২০১১
৪. The Social Laws in the Holy Quran and their influence on the Life of the American Muslim Community: A Short Survey, ২০১১
৫. বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় কুরআনুল কারীমের ভূমিকা, ২০১৩
৬. কুরআনে বর্ণিত ঐতিহাসিক নিদর্শনাবলী: একটি পর্যালোচনা, ২০১৭
৭. সুনাগরিক গঠনে সূরা আল হুজুরাতের প্রভাব : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ, ২০১৮
৮. আল কুরআনে নারী প্রসঙ্গ : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ, ২০১৯
৯. আল কুরআনে বনী ঈসরাঈল প্রসঙ্গ : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, ২০২০
১০. আল-কুরআনে অনারবী শব্দ : একটি বিশ্লেষণ, ২০২০

পিএইচ.ডি গবেষণার শিরোনাম:

১. উপমহাদেশে তাফসীর সাহিত্য (১৯০১-১৯৭১), ২০০১
২. বাংলা ভাষায় তাফসীর চর্চা : বিশেষত তাফসীরে নূরুল কোরআন, ২০১৩
৩. কৃষি: আল কুরআনের প্রেক্ষাপট এবং বাংলাদেশ প্রসংগ, ২০১৪
৪. আল্লামা যামাখশারী ও কাশশাফ গ্রন্থে মু'তাযিলা আকীদা, ২০১৫
৫. Aqwal Al Imam Abu Hanifa Al Numan fi Tafsiri Ayat Al Quran (The Personal opinion of Imam Abu Hanifa on Explanation of Holy Quran), ২০১৬
৬. The Historical Locations Cited in the Quran and Hadith: An Overview, ২০১৭
৭. আল-কুর'আনে সামাজিক আইন: একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন, ২০১৯
৮. আল-কুরআনে পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের নির্দেশনা: একটি বিশ্লেষণ, ২০২০
৯.

আল-হাদীস

হাদীস হলো ইসলামী জ্ঞানের দ্বিতীয় উৎস ও পবিত্র কুরআনুল কারীমের ব্যাখ্যা। পবিত্র কুরআন অনুধাবন ও সঠিকভাবে শরীয়াহ পরিপালনের জন্য হাদীসের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। তাই প্রাক-ইসলামিক যুগ থেকে অদ্যাবধি বিদগ্ধ গবেষকদের নিকট হাদীস হলো গবেষণার এক অনন্য সম্ভার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে হাদীস বিষয়ক ৩টি এম.ফিল গবেষণা ও ১০টি পিএইচ.ডি গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে। যেমন:-

এম.ফিল গবেষণার শিরোনাম:

১. সাহাবী হযরত আনাস (রা.) এর জীবন ও হাদীস শাস্ত্রে তার অবদান: একটি ইতিহাস ভিত্তিক পর্যালোচনা, ২০১১
২. তাফসীর আল-বায়দাভীর প্রতিটি সূরান্তে সন্নিবেশিত হাদীস: প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও বিশুদ্ধতা বিচার, ২০১৩
৩. মুসলিম সমাজে জাল ও যঈফ হাদিসের প্রভাব: একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা, ২০১৬

Dhaka University Institutional Repository

পিএইচ.ডি গবেষণার শিরোনামঃ

১. India's Contribution to the Hadith Literature, ১৯৪৭
২. Spanish Contribution to the Study of Hadith Literature, ১৯৮৫
৩. রিজালশাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত, ২০০১
৪. ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.) এর সহীহ হাদীস গ্রন্থদ্বয়ের একটি তুলনামূলক সমীক্ষা, ২০০৪
৫. আব্বাসীয় যুগে (২০০-৩০০ খ্রিঃ)) হাদীস চর্চাঃ একটি সমীক্ষা, ২০১৩
৬. হাদীস বর্ণনায় উম্মাহাতুল মু'মিনীন এর অবদান : একটি পর্যালোচনা, ২০১৩
৭. হাদীসশাস্ত্র চর্চায় বাংলাদেশের মুহাদ্দিসগণের অবদান (১৯৭১-২০১২), ২০১৪
৮. হুসাইন ইবন মাসউদ আলবাগাভী (র.) এর মাসাবীহুস সুন্নাহ ও ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মদ খতীব আত-তাবরিযী (র.)- এর মিশকাতুল মাসাবীহ : একটি পর্যালোচনা, ২০১৫
৯. ইমাম আবূ হানীফা (র) ও হাদীস শাস্ত্র, ২০১৫
১০. সহীহ ইবন খুযায়মা ও সহীহ ইবন হিব্বানঃ একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা, ২০১৮

ইসলামী দাওয়াহ

বিশ্ব মানবতার মুক্তির একমাত্র পথ ইসলাম। ইসলামের মধ্যেই ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি নিহিত রয়েছে। তাই ইসলামের সুমহান শিক্ষা ও অমীয় বাণী মানবজাতির প্রতিটি সদস্যের কাছে পৌঁছে দেওয়া এক মহান দায়িত্ব। যুগে যুগে দাওয়াতের মাধ্যমেই ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে ইসলামী দাওয়াহ বিষয়ে ৪টি এম.ফিল ও ৭টি পিএইচ.ডি ডিগ্রি সম্পন্ন হয়েছে। যেমনঃ-

এম.ফিল গবেষণার শিরোনামঃ

১. ইসলামী দাওয়াতঃ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি, ২০০৭
২. ইসলামের প্রচার ও প্রসারে নারী সাহাবীগণের ভূমিকা, ২০১১
৩. দাওয়াতী দৃষ্টিকোণ থেকে মাক্কী সূরাসমূহের গুরুত্ব ও পর্যালোচনা, ২০১৪
৪. বাংলাদেশে ইসলামী দাওয়াত এর সমস্যা ও সমাধান, ২০১৫

পিএইচ.ডি গবেষণার শিরোনামঃ

১. যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ : ১৭৫৭-১৯৪৭খ্রি., ২০০৪
২. ইসলাম প্রচারে ও মুসলিম জাগরণে মসজিদের ভূমিকা : প্রেক্ষিত বৃহত্তর ঢাকা জেলা, ২০১১
৩. বাংলাদেশে ইসলাম : আগমন, প্রসার ও কাঠামোগত রূপ, ২০১৪
৪. ইসলাম প্রচারে মু'জেযার গুরুত্ব ও কারামতে আউলিয়া এর অবদান, ২০১৯
৫. ইসলামের প্রচার প্রসার ও আধ্যাত্মবাদে হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) এর অবদান, ২০১৯
৬. বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে ফুরফুরার আলিমগণের অবদান, ২০২০
৭. বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার-প্রসার ও সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় পীর-মাশায়েখের অবদান : একটি পর্যালোচনা, ২০২০

ইসলামী শিক্ষা

শিক্ষা জাতীর মেরুদন্ড। শিক্ষাহীন কোনো জাতি উন্নতি-উৎকর্ষ সাধন করতে পারে না। ইসলামী শিক্ষা একদিকে শরীয়াহ পরিপালনের জন্য যেমন জরুরী তদ্রুপ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যও ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ইসলামী শিক্ষা বিষয়ক ৪টি এম.ফিল গবেষণা ও ৬টি পিএইচ.ডি গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে। যেমনঃ

এম.ফিল গবেষণার শিরোনাম:

১. বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা, ২০০৩
২. The Contribution of Sayed Ali Ashraf, Sayed Naqib Al-Attas and Ismail Raji Al-Faruki to the Islamization of Knowledge, ২০১৬
৩. গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও বিকাশে মুসলমানদের অবদান, ২০১৭
৪. মাদরাসা শিক্ষার প্রাথমিক (ইবতিদায়ী) স্তরে মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণ: মানিকগঞ্জ জেলার উপর একটি সমীক্ষা, ২০২০

পিএইচ.ডি গবেষণার শিরোনাম:

১. বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষার ইতিহাস ও সমাজ জীবনে উহার প্রভাব, ২০০১
২. ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নে বাংলাদেশের অবদান (১৯৭১-১৯৯৯ খৃ.), ২০০২
৩. General Education and Madrasah Education with Special Reference to Bangladesh, ২০০৪
৪. বাংলাদেশে উচ্চস্তরে ইসলামী শিক্ষাক্রম : পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, ২০০৮
৫. বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতিতে ইসলামী নীতি ও আদর্শের প্রতিফলন (১৯৪৭-২০০০) : একটি পর্যালোচনা, ২০১৩
৬. ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশে হযরত মুহাম্মদ (স.) এর পবিত্র স্ত্রীগণের ভূমিকা, ২০১৮

ইসলামী সাহিত্য ও সংস্কৃতি

সাহিত্য ও সংস্কৃতি জাতির দর্পণ। উন্নত জাতি গঠনে সাহিত্য ও সংস্কৃতিই হলো মূল হাতিয়ার। সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে উন্নতি ছাড়া একটি জাতির কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব নয়। ইসলাম পরিশীলিত সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চায় গুরুত্ব প্রদান করেছে। ইসলামী সাহিত্য ও সংস্কৃতি এক অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ইসলামী সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে ৮টি এম.ফিল ও ৮টি পিএইচ.ডি ডিগ্রি প্রদান করেছে। যেমন:-

এম.ফিল গবেষণার শিরোনাম:

১. কবি গোলাম মোস্তফা ও তার সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারা-২০০০
২. বাংলা গদ্য সাহিত্যে হযরত মুহাম্মদ (স:) এর জীবন চরিতচর্চা: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, ২০০৭
৩. আব্দুর রহমান মাজীর কবি মানস ও রাসূল (স) এর প্রশংসা, ২০০৯
৪. বাংলাদেশের সাময়িক পত্রে ইসলাম চর্চা (১৯৭১-২০০০), ২০০৯
৫. ইসলামী সাংস্কৃতিক বিকাশে বাংলাদেশী ওলামাদের অবদান (১৯৭১-২০০৯), ২০১৩
৬. ইসলামী সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি: একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা, ২০১৫
৭. ইসলামের দৃষ্টিতে নন্দনবোধ ও নৈতিকতার সমন্বয় : একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা, ২০২০
৮. ইসলামী সাহিত্য চর্চায় মুফতী আহমাদ ইয়ার খান নঈমী (র.আ) এর অবদান : একটি পর্যালোচনা, ২০২০

পিএইচ.ডি গবেষণার শিরোনাম:

১. The Brigand Poets of Arabia, ১৯৩৯
২. বাংলাদেশে আরবী, ফার্সী ও উর্দুতে ইসলামী সাহিত্য চর্চা (১৮০১-১৯৭১), ১৯৯৩
৩. আহমাদ শাওকী ও নজরুল ইসলাম-এর কবিতায় ইসলামী চিন্তাধারা, ২০০২
৪. বাংলাদেশে হযরত মুহাম্মদ (সা.) চরিত চর্চার মূল্যায়ন, ২০০৮
৫. বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে হযরত মুহাম্মদ (সা.) চরিত চর্চার মূল্যায়ন, ২০১২
৬. বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য চর্চা (১৯০১-১৯৫০), ২০১৪

৭. মানবতার উৎকর্ষ সাধনে ইসলামী সংস্কৃতির ভূমিকা : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, ২০১৪
৮. মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর শানে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) রচিত না'ত সাহিত্য: একটি বিশ্লেষণ, ২০১৬

ইসলামী সমাজব্যবস্থা

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ হয়েই তাকে বসবাস করতে হয়। সামাজিক জীব হিসেবে মানুষকে বিভিন্ন নিয়ম কানুন মেনে চলতে হয়। তারপরও তাকে সমাজে বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলা করতে হয়। ব্যাক্তিগত সমস্যা, পারিবারিক সমস্যা, কলহ-দ্বন্দ্ব ইত্যাদি বিষয়ে ইসলামের সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে। ইসলাম কল্যাণমুখী সমাজব্যবস্থার প্রবর্তক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে ইসলামী সমাজব্যবস্থা বিষয়ক ৭টি এম.ফিল গবেষণা ও ১৩টি পিএইচ.ডি গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে। যেমন:-

এম.ফিল গবেষণার শিরোনাম:

১. ইসলামে যৌথ পরিবারের সুফল একটি পর্যালোচনা, প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ-২০০২
২. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশের ওয়াকফ এস্টেট: একটি সমীক্ষা-২০০৩
৩. সামাজিক অনাচার প্রতিরোধে ইসলাম: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, ২০০৯
৪. ইসলাম ও বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে দেনমোহর: একটি পর্যালোচনা, ২০১০
৫. ইসলামে সামাজিক নিরাপত্তা: বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর বাস্তবায়ন, ২০১৩
৬. আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে মসজিদের ইমামদের ভূমিকা: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, ২০১৪
৭. ইসলামে নৈতিকতা: ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে এর প্রভাব, ২০১২

পিএইচ.ডি গবেষণার শিরোনাম:

১. পারিবারিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামী বিধি-বিধান অনুসরণের সুফল, ২০০৩
২. ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে আধুনিক সমাজকল্যাণ দর্শনের বিবর্তন ও ইসলামী মূল্যবোধের পর্যালোচনা, ২০০৭
৩. আদর্শ সমাজ গঠনে ইসলাম : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, ২০০৭
৪. মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় ইসলাম : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, ২০০৮
৫. Eradication of Crime from the society from the perspective of Islam, ২০০৯
৬. সামাজিক নিরাপত্তা ও ইসলাম, ২০০৯
৭. বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার ও ইসলামী শরী'আতের দৃষ্টিভঙ্গি : একটি পর্যালোচনা, ২০১০
৮. সামাজিক সমস্যা সমাধানে ইসলামের বিধান : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, ২০১০
৯. সামাজিক শান্তি, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় ইসলামী সমাজব্যবস্থা : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, ২০১৩
১০. ইসলামের পারিবারিক কল্যাণ ও পরিবার পরিকল্পনা : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ, ২০১৪
১১. নৈতিক সংকট উত্তরণে ইসলাম : বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর বাস্তবায়ন, ২০১৪
১২. উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগে পুলিশী ব্যবস্থা এবং বাংলাদেশে পুলিশী ব্যবস্থার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা, ২০১৬
১৩. দাম্পত্য জীবনের সমস্যা সমাধানে ইসলামের ভূমিকা: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ, ২০১৬

ইসলামী আইন ও বিচার

ইসলামের অন্যতম প্রধান লক্ষ্যই হলো সমাজে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। ইসলাম আইনের শাসন ও ন্যায়বিচারের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, পৃথিবীর ইতিহাসে তা বিরল। পবিত্র কুরআনে

ও রাসূল সা. এর হাদীসে সুশাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় অত্যাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। ইসলামের আইন ও বিচার ব্যবস্থা পৃথিবীবাসীর কাছে এক অনুসরনীয় ও অনুকরণীয় মডেল।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে ইসলামী আইন ও বিচার বিষয়ক ২টি এম.ফিল ও ৮টি পিএইচ.ডি গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে। যেমন:-

এম.ফিল গবেষণার শিরোনাম:

১. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ইসলামী শরীআহ আইনের ভূমিকা, ২০০৭
২. বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় শারী'আ আইনের প্রয়োগ: একটি পর্যালোচনা, ২০১৫

পিএইচ.ডি গবেষণার শিরোনাম:

১. ইসলামী বিচার ব্যবস্থা : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, ২০০৭
২. ইসলামের ভূমি-বিধান : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, ২০০৭
৩. ফিক্‌হশাস্ত্র: চর্চা ও মূল্যায়ন (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত), ২০০৯
৪. বাংলা ভাষায় ফিকহ চর্চা (১৯৪৭-২০০৬) : স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বিচার, ২০১৪
৫. ইসলামী আইন : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ, ২০১৫
৬. ইসলামে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান : অপরাধ ও দুর্নীতি দমনের অনন্য উপায়, ২০১৫
৭. ইসলামে ফাতওয়া: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, ২০১৫
৮. ইসলাম ও বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থায় সামাজিক নিরাপত্তার বিধান, ২০২০

ইসলামী অর্থনীতি

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রেই ইসলামের সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে। অর্থনীতিও এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। পুজিঁবাদ আর সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার কুফল থেকে মানব জাতিকে মুক্তি দেয়ার জন্য ইসলাম এক বিকল্প অর্থব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। যেখানে সম্পদের মালিকানা যেমন স্বীকৃত তেমনি ধনীদের সম্পদে অসহায় ও দরিদ্রদের অধিকারও সুস্পষ্ট। বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে ইসলামী অর্থব্যবস্থার বিকল্প নেই। শরীয়াহ মোতাবেক অর্থনৈতিক লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা এবং আধুনিক বিশ্বের অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ইসলামী অর্থনীতির পাঠ-পঠন, অধ্যয়ন ও গবেষণা অতিব জরুরী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ে ৫টি এম.ফিল গবেষণা ও ৬টি পিএইচ.ডি গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে। যেমন:-

এম.ফিল গবেষণার শিরোনাম:

১. ইসলামী অর্থনীতিতে বিনিয়োগ ব্যবস্থা, ২০০৭
২. ইসলামী অর্থব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাত সমূহ, ২০০৮
৩. শেয়ার ব্যবসা ও ইসলাম: একটি পর্যালোচনা, ২০১৪
৪. ইসলামী অর্থব্যবস্থায় বিনিয়োগ: একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, ২০১৪
৫. ইসলামে মুদ্রা ব্যবস্থাপনা: একটি পর্যালোচনা, ২০১৮

পিএইচ.ডি গবেষণার শিরোনাম:

১. (A) Critical Edition of Abu Zafar Ahmad, (B) Nasar-Al-Dawdis Kitab Al Amwal with English Translation, Notes and Introduction, ১৯৭৫
২. বাংলাদেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে যাকাতের ভূমিকা, ২০০১
৩. ইসলামের বাণিজ্যনীতি : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, ২০১০
৪. ইসলামী অর্থব্যবস্থায়সম্পদ উপার্জন ও ব্যয়ের নীতিমালা : বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর বাস্তবায়ন, ২০১৩
৫. মানবকল্যাণে ওয়াক্ফ ব্যবস্থা : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ,২০১৪

৬. বাংলাদেশ সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি (২০০৪-২০১৩): কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে একটি পর্যালোচনা, ২০১৭

ইসলামী ব্যাংকিং ও বীমা

ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক আর্থিক লেনদেন ও ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ইসলামী ব্যাংকিং ও বীমার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ইসলামী অর্থনীতির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন অনেকাংশে ইসলামী ব্যাংকিং ও বীমার মাধ্যমে সম্ভব। প্রচলিত ব্যাংকিং এ যেখানে সুদ আর লাভই ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার প্রধান নিয়ামক, সেখানে ইসলামী ব্যাংকিং এ পারস্পরিক সহযোগিতাই হলো ব্যাংকিং এর মূল চালিকাশক্তি। ইসলামী ব্যাংকিং ও বীমা বিষয়ে নিত্য নতুন সমস্যা ও করণীয় সম্পর্কে ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করতে গবেষণার বিকল্প নেই। সে লক্ষ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধীনে ইসলামিক ব্যাংকিং ও বীমা বিষয়ে ৮টি এম.ফিল গবেষণা ও ৯টি পিএইচ.ডি গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে। যেমন:-

এম.ফিল গবেষণার শিরোনাম:

১. ইসলামী ব্যাংকের উৎপত্তি এবং বাংলাদেশে এর বিকাশ-২০০০
২. ইসলামী ব্যাংকিং পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, ২০০৭
৩. দারিদ্র্য বিমোচনে গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থা ও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প: একটি তুলনামূলক আলোচনা, ২০১১
৪. বাংলাদেশের শিল্পায়নে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের ভূমিকা: একটি পর্যালোচনা, ২০১৪
৫. ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থায় ইসলামী শরী'য়াহর প্রয়োগ: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ, ২০১৬
৬. ব্যাংকিং ব্যবস্থায় শরীয়াহ আইনের প্রায়োগিক সমস্যা ও উত্তরনের উপায়: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ, ২০১৮
৭. A Comparative Study on corporate Social Responsibility Activities Between Islami Bank Bangladesh Limited and Sonali Bank Limited, ২০১৮
৮. বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজ: ইসলামী ব্যাংকের ভূমিকা, ২০১৮

পিএইচ.ডি গবেষণার শিরোনাম:

১. বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ পদ্ধতি: একটি পর্যালোচনা, ২০০৭
২. ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা ও ইসলামী অর্থনীতির গুরুত্ব, ২০০৮
৩. দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলোর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থা, ২০১১
৪. সাধারণ ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ইসলামী আদর্শের প্রভাব : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, ২০১৩
৫. খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের ভূমিকা : একটি পর্যালোচনা, ২০১৩
৬. শরীআহ ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার পর্যালোচনা : মৌলতত্ত্ব ও পদ্ধতি এবং বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এর প্রয়োগ (১৯৮৩-২০০৫),২০১৩
৭. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অবদান মূল্যায়ন, ২০১৪
৮. বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা প্রতিরোধে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির প্রায়োগিক বাস্তবতা, ২০১৭
৯. ইসলাম ও বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা, ২০১৮

ইসলামে মানবাধিকার ঃ মানবাধিকার বলতে মানুষের স্বীকৃত যে কোনো অধিকারকেই বোঝায়। বিশেষত মানুষের বেঁচে থাকা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, সম্ভ্রম সংরক্ষণ,বাক স্বাধীনতা এবং নির্যাতন থেকে বেঁচে

থাকার অধিকার গুরুত্বপূর্ণ। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামের অবদান অনবদ্য। হযরত মুহাম্মদ সা. কর্তৃক প্রদত্ত বিদায় হজ্বের ভাষণ আজো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানবাধিকারের দলীল হিসেবে স্বীকৃত। ইসলামে মানবাধিকার বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে ৫টি পিএইচ.ডি ডিগ্রি প্রদান করা হয়। যেমন:-

১. Human Rights in UN Instruments and Islam, ২০০১
২. Human Rights in Islam: A Study of Human rights Implemented by the Prophet Muhammad (s), ২০০৩
৩. হয়রত মুহাম্মদ (স.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে মানবাধিকার : একটি পর্যালোচনা, ২০১৫
৪. ইসলামে প্রতিবন্ধীদের অধিকার ও মর্যাদা: জাতিসংঘ সনদ ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি পর্যালোচনা, ২০১৭
৫. মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে ইসলামের ভূমিকা : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ, ২০১৯

ইসলামে নারী ও শিশু

ইসলামে নারী ও শিশুর অধিকার সংরক্ষিত। অপরাপর ধর্মীয় গ্রন্থ ও কৃষ্টি কালচার পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ইসলামই নারীকে সবচেয়ে বেশী অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছে। তারপরও প্রগতিবাদীদের নামে কতিপয় ভ্রষ্ট ও সুবিধাবাদী লোক ইসলাম নারীকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে বলে অমূলক অপপ্রচার করার চেষ্টা করছে। তাই এ বিষয়ে গবেষণা সময়ের অনিবার্য দাবী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে ইসলামে নারী ও শিশু অধিকার বিষয়ে ৭টি এম.ফিল ও ১২টি পিএইচ.ডি গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে। যেমন:-

এম.ফিল গবেষণার শিরোনাম:

১. নারীর সামাজিক নিরাপত্তা ও ইসলামী বিধান: বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর প্রায়োগিক পর্যালোচনা, ২০০৭
২. নারীর অবস্থার উন্নয়নে ধর্মের ভূমিকা, ২০০৮
৩. ইসলাম ও নারী মুক্তি আন্দোলন: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ (১৯০০-২০০০), ২০০৯
৪. নারী ও শিশু নির্যাতন আইন ও ইসলাম: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, ২০১০
৫. ইসলাম ও বাংলাদেশের জাতীয় শিশুনীতি ২০১১: একটি পর্যালোচনা, ২০১৩
৬. বাংলাদেশে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে প্রচলিত আইন ও ইসলামী বিধান: একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা, ২০১৬
৭. শিশুর চারিত্রিক বিকাশে ইসলামের দিক নির্দেশনা: একটি পর্যালোচনা, ২০১৭

পিএইচ.ডি গবেষণার শিরোনাম:

১. حريةالمرأة، مقامها وحقوقها في الإسلام, ২০০২
২. বাংলাদেশে পরিবারকল্যাণ ও নারীসমতা বিষয়ক ইসলামী নীতিমালা: সমস্যা ও সম্ভাবনা, ২০০৪
৩. ইসলামে নারীর মর্যাদা : বাংলাদেশে তার অবস্থান (১৮০০-১৯৯০), ২০০৪
৪. মানবাধিকার সনদ ও ইসলামে নারীর অধিকার : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, ২০০৭
৫. Female Health and Islam: Evaluating and designing Health Messages, ২০১০
৬. নারী ও শিশুর মানবাধিকার বিষয়ে ইসলাম ও বাংলাদেশের ১৯৭২-২০০০) পরিস্থিতি: একটি পর্যালোচনা, ২০১১
৭. বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে নারীশ্রম ও ইসলাম, ২০১২
৮. বাংলাদেশে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে মসজিদের ভূমিকা, ২০১৩

৯. ইসলাম ও সমকালীন সমাজব্যবস্থায় নারী প্রগতি আন্দোলন (১৯০০-২০০০)ঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, ২০১৩
১০. নিরীক্ষরতা দূরীকরণে মহানবী (সা.) এর শিক্ষা দর্শন ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মুসলিম নারীর অবদান, ২০১৩
১১. ইসলামে শিশুর মৌলিক অধিকার : বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট, ২০১৫
১২. ইসলামী শিক্ষা দর্শনে নারীর অবস্থান ও তার বাস্তবায়ন: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ (১৯৭১-২০০৯), ২০১৫

ইসলাম ও বিশ্বশান্তি

ইসলাম হলো শান্তির ধর্ম। ইসলামের নবী মুহাম্মদ সা. বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় যে অসামান্য অবদান রেখেছেন তা ইতিহাসের পাতায় চির উজ্জল হয়ে থাকবে। কিন্তু আধুনিক বিশ্বে পরিকল্পিতভাবে ইসলামকে শান্তির জন্য হুমকি হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলাম শীর্ষক বিষয়ে ৫টি এম.ফিল ও ২টি পিএইচ.ডি গবেষণা ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

এম.ফিল গবেষণার শিরোনাম:

১. ইসলামে সার্বজনীনতা: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, ২০০৬

২. সন্ত্রাস দমনে ইসলামের অবদান, ২০০৬

৩. ইসলামে পররাষ্ট্রনীতি: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, ২০১৭

৪. মুসলিম উম্মাহর বর্তমান বিপর্যয় ও এর উত্তরনের উপায়, ২০১৭

৫. সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে জিহাদ: ইসলামী দৃষ্টিকোণ, ২০১৮

পিএইচ.ডি গবেষণার শিরোনাম:

১. Dignity of Zihad and Islamic Soldiery at the time of the Prophet (PBUH) and his noble Caliphs, ২০০৮
২. বিশ্বায়নের ধারনা ও ইসলামী বিকল্প: একটি তুলনামূলক অধ্যয়ন, ২০১৭
৩. Terrorism and Jihad in the Light of the Quran and the Sunnah in Global Peace and Security Perspective, ২০২০

তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আধুনিক বিশ্বের আলোচিত বিষয়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও পরমত সহিষ্ণুতা প্রতিষ্ঠায় ইসলামের ভূমিকা অনন্য। কারো ধর্ম বিশ্বাস অন্যের উপর চাপিয়ে না দেওয়ার ব্যাপারে ইসলামের বক্তব্য স্পষ্ট। ধর্মকে কেন্দ্র করে যে কোনো ধরণের সংঘাত-সহিংসতা নিন্দনীয় বলে ইসলাম ঘোষণা করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে এ বিষয়ে ৪টি এম.ফিল ও ৫টি পিএইচ.ডি গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে।

এম.ফিল গবেষণার শিরোনাম:

১. বাংলাদেশে বিদ্যমান মুসলিম-অমুসলিম সম্পর্ক: ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি, ২০১০
২. Holy Mary in Christianity and Islam: A Comparative Study, ২০১১
৩. জাপানীজদের সমাজ জীবনে ধর্মীয় বিশ্বাস ও তার প্রভাব, ২০১২
৪. ইসলাম ও জরথুস্ত্র ধর্মের মৃত্যু পরবর্তী জীবন : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা, ২০২০

পিএইচ.ডি গবেষণার শিরোনাম:

১. বাংলাদেশে মুসলিম ও হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষার বিবর্তন (১৮০০-১৯০০), ১৯৯৮
২. ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃস্টানধর্মে উত্তরাধিকার আইন : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা, ২০১৪
৩. ইসলাম ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ ও বহির্বিশ, ২০১৬
৪. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ইসলাম: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ (১৯০০-২০০০), ২০১৭
৫. উপমহাদেশের ধর্ম তাত্ত্বিক মুসলিম সম্প্রদায়সমূহ ঃ পরিচিতি ও মতাদর্শ, ২০১৯

স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ইসলাম

স্বাস্থ্যই সম্পদ। ইসলাম মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। কারণ স্বাস্থ্যের সাথে ইবাদত ও সামাজিক দায়িত্ব পালনের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে এ বিষয়ে ১টি এম.ফিল ও ১টি পিএইচ.ডি গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে।

এম.ফিল গবেষণার শিরোনাম:

১. স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ইসলামের দিকনির্দেশনা: একটি পর্যালোচনা, ২০১৩

পিএইচ.ডি গবেষণার শিরোনাম:

১. বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি ২০১১: ইসলামের আলোকে পর্যালোচনা, ২০১৭

সুফীবাদ

সুফীবাদ তথা ইসলামের আধ্যাত্মিক শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলামে আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীমঅ কুরআন ও হাদীসে আত্মশুদ্ধি অর্জনে বারবার তাগিদ দেয়া হয়েছে। নিরহংকারতা, আত্মগৌরবহীন হওয়া, হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রিকাতরতা ইত্যাদি থেকে মুক্ত থাকার অনুশীলনের নামই হলো সুফীবাদ। ইসলামের প্রচার ও প্রসারে সুফীদের অনন্য অসাধারণ অবদান অনস্বীকার্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে ৩টি এম.ফিল ও ৫টি পিএইচ.ডি গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে। যেমন:-

এম.ফিল গবেষণার শিরোনাম:

১. ইসলামে তাসাওউফ তত্ত্ব: বাংলাদেশে ইহার প্রভাব (১২০০-১৪০০ খ্রি.), ২০০০
২. ইসলাম ও আধ্যাত্মিকতা, ২০০৭
৩. আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধনে সুফিবাদ চর্চা: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ, ২০১৮

পিএইচ.ডি গবেষণার শিরোনাম:

১. বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সুফীদের অবদান (১৭৫৭-১৯৫৭), ১৯৯৭
২. বাংলাদেশে সুফীবাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, ২০১০
৩. বাংলাদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সুফীবাদের প্রভাব, ২০১১
৪. ইসলামে তাসাওউফ ও সুফী তরিকা : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা, ২০১৩
৫. আল কুরআনের আলোকে আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, ২০১৮

উলামায়ে কেরামের ভূমিকা

উলামায়ে কেরাম হলেন জাতির বিবেক এবং সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গ। দ্বীন-ইসলাম প্রচার ও প্রসারে আলেমদের ভূমিকা অসামান্য। পবিত্র আল-কুরআনে আল্লাহ বলেন: "নিশ্চয় আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আলেমগণই তাকে সর্বাধিক বেশি ভয় করেন।"[৫৪৬] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে

৫৪৬ আল-কুরআন, ৩৫:২৮।

উলামায়ে কেরামের ভূমিকা বিষয়ক কোনো এম.ফিল গবেষণা না হলেও ৮টি পিএইচ.ডি ডিগ্রি সম্পন্ন হয়েছে। যেমন:

১. The Role of Ulama in Bengal Polities (1906-1947 A.D), ১৯৯৮
২. ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষা প্রচার ও প্রসারে কিশোরগঞ্জের আলেমগণের ভূমিকা (১৮০০-১৯৬৯), ২০০০
৩. রাজনীতি ও সমাজ সেবায় বাংলাদেশী আলেমগণের ভূমিকা (১৯৩৫-১৯৭১), ২০০২
৪. বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে আলিম সমাজের ভূমিকা (১৯৪৭-১৯৯৫), ২০০৯
৫. চট্টগ্রামের উলামা-ই-কিরামের ধর্মীয় ও সামাজিক অবদান (১৯০০-২০০০ খ্রী.), ২০১০
৬. তাফসীর শাস্ত্রে বাংলাদেশী আলিমগণের অবদান (১৬০১-১৯৯০), ২০১০
৭. শেরপুর-জামালপুর অঞ্চলে ইসলামের প্রচার-প্রসার ও ইতিহাস ঐতিহ্য বিনির্মাণে আলিম ও সুফীগণের অবদান, ২০১০
৮. উপমহাদেশের খ্যাতিমান আলিমদের উর্দু সাহিত্য সাধনা (১৮৫৭-১৯৪৭), ২০১১

ব্যাক্তিত্ব ও অবদান

আল্লাহ তা'য়ালা যুগে যুগে এমন কতিপয় মহান মনীষীদের প্রেরণ করেছেন, যারা দিবা-নিশি সমাজ, সম্প্রদায় ও দ্বীন-ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ ছিলেন; যারা নিজেদের অক্লান্ত পরিশ্রম, যোগ্যতা, দক্ষতা ও ইখলাসপূর্ণ কর্মের মাধ্যমে সমাজে সম্মানজনক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তাদের বর্ণাঢ্য কর্মজীবন পরবর্তী প্রজন্মের জন্য শিক্ষনীয় ও অনুসরণীয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে এসকল বরেণ্য ব্যক্তিত্বদের জীবনী, কর্ম ও অবদান বিষয়ে ১৮টি এম.ফিল গবেষণা ও ২৫টি পিএইচ.ডি ডিগ্রি সম্পন্ন হয়েছে। যেমন:-

এম.ফিল গবেষণার শিরোনাম:

১. মুসলিম নারী শিক্ষা সম্প্রসারণে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের অবদান, ২০০০
২. ইবনুল আছীর আল মুবারক ইবন মুহাম্মদ ও আলী ইবন মুহাম্মদ: জীবন ও কর্ম, ২০০০
৩. ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ : জীবন ও তাঁর সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারা, ২০০৩
৪. বৃহত্তর ফরিদপুরের উলামা ও মাশাইখের জীবন ও কর্ম (১৮০০-১৯৮০খ্রি.), ২০০৩
৫. মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক: জীবন ও কর্ম, ২০০৩
৬. মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধি (র): জীবন ও কর্ম, ২০০৩
৭. শহীদ হাসানুল বান্না: জীবন ও কম, ২০০৪
৮. শিক্ষা বিস্তারে ও সমাজ কল্যাণে চাঁদপুর জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অবদান (১৯০১-২০০০), ২০০৫
৯. ফখরুল মুহাদ্দেসীন মাওলানা মমতায উদ্দীন এর জীবন দর্শন ও ইসলামী জ্ঞান গবেষণায় তাঁর অবদান, ২০০৬
১০. মুসলিম সমাজ সংস্কারে খান বাহাদুর আহসান উল্লাহর ভূমিকা, ২০০৭
১১. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল গফুর নোমানী: জীবন ও কর্ম, ২০০৮
১২. আব্বাস আলী খানের জীবন দর্শন ও তাঁর লেখায় ইসলামী ভাবধারা, ২০০৮
১৩. আহমাদ মুল্লা-জিউন: জীবন দর্শন ও ইসলামী আইন চর্চা, ২০০৯
১৪. সমাজ কল্যানে দানবীর রাগীব আলী, ২০০৯
১৫. সৈয়দ আমীর আলী: শিক্ষা বিস্তারে তার অবদান, ২০১০
১৬. মাওলানা মুহাম্মদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (র:) : জীবন দর্শন ও তাসাউফ চর্চা, ২০১১
১৭. আল্লামা ফজলুল করীম নকশবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.) : ইসলামের প্রচার ও প্রসারে তাঁর অবদান, ২০১৮

Dhaka University Institutional Repository

১৮. বাঙলায় ইসলামী সংস্কৃতি বিকাশে হযরত শাহজালাল (রহ.) এর অবদান (১৩৫৪খ্রি-১৩৮৪খ্রি), ২০১৯

পিএইচ.ডি গবেষণার শিরোনাম:

১. বাঙ্গালী মুসলিম ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে মাওলানা আকরম খাঁ-এর অবদান, ১৯৯৭
২. শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান ও তাঁর রাজনীতি, ১৯৯৮
৩. শাহ্ সুফী ফতহ আলী, শাহ্ সুফী আবু বকর সিদ্দীক ও শাহ্ সুফী মাওলানা নিসারুদ্দীন আহমদ (র.) :বাংলায় এই তিন সাধকের জীবন ও কর্মের সমীক্ষা, ১৯৯৮
৪. মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) ও ফিকহ্ শাস্ত্রে তাঁহার অবদান, ১৯৯৯
৫. শায়খুল ইসলাম সাইয়্যেদ হুসাইন আহমদ মাদানী : জীবন ও কর্ম, ২০০০
৬. শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা, শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মুনায়রী ও নূর কুতবুল আলম (র.) : সাধকত্রয়ের জীবন ও কর্মের উপর তুলনামূলক সমীক্ষা, ২০০১
৭. শাহ্ ওলীউল্লাহ্ দিহলবী : জীবন ও চিন্তাধারা, ২০০২
৮. আল্লামা জালালুদ্দীন আস-সুয়ুতী : উলুমুল কুরআনে বিশেষ অবদানসহ তাঁর জীবন ও কর্ম, ২০০২
৯. মাওলানা মোহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুযুর (রহ.) তাঁররাজনীতি ও সমাজসংস্কার, ২০০২
১০. ইসলামী জ্ঞান-গবেষণা ও রাজনীতিতে মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (রহ.), ২০০৭
১১. আল্লামা আবুল হাশিম-এর জীবন দর্শন ও ইসলামী জ্ঞান-গবেষণায় তাঁর অবদান, ২০০৭
১২. শায়খ আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) : হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান, ২০০৭
১৩. সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী : ধর্ম ও সমাজ চিন্তা, ২০০৯
১৪. মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশের রাজনৈতিক কর্মকান্ড: একটিসমীক্ষা, ২০০৯
১৫. মাওলানা মনীরুজ্জামান ইসলামাবাদী এর জীবন ও কর্ম, ২০১০
১৬. অবিভক্ত বাংলায় শিক্ষাবিস্তারে ও শিক্ষা-সংস্কারে সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর অবদান, ২০১০
১৭. কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা বিকাশে আয়শা সিদ্দীকা (রা.)
১৮. শেফাউল মুলক হাকীম হাবিব-উর-রহমান : ইসলাম ও এলমে তীব্ব চর্চায় তাঁর অবদান, ২০১২
১৯. বাংলায় ইসলামী সংস্কৃতির উন্নয়ন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে মসনদ-ই-আলা ঈসা খান এর অবদান (১৫৬৪-১৫৯৯ খ্রি:), ২০১৩
২০. ড. সিরাজুল হক : জীবন সাধনা ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে তাঁর অবদান, ২০১৩
২১. ইমাম আবুল হাসান আলী ইবনে আবু বকর আল-মারগীনানী : জীবন-দর্শন ও চিন্তাধারা, ২০১৪
২২. হাজী শরীঅতুল্লাহ (রহ.) : ধর্মীয় সংস্কার ও বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে তাঁর অবদান, ২০১৪
২৩. স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান, ২০১৫
২৪. ফিকহ শাস্ত্রে মুফতী মুহাম্মাদ ফয়যুল্লাহ-এর অবদান: একটি পর্যালোচনা, ২০১৬
২৫. আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (র.): ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে তাঁর অবদান, ২০১৮

প্রতিষ্ঠান

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, উন্নয়ন, রাজনীতি, ধর্ম ও সেবা বিষয়ক অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেছে। এ সকল প্রতিষ্ঠান নিয়ে গবেষণা করা এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর অবদান মূল্যায়ন ও সার্বিক সুপারিশমালা প্রদান অতিব গুরুত্বপূর্ণ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে কতিপয় প্রতিষ্ঠান নিয়ে ৪টি এম.ফিল ও ৪টি পিএইচ.ডি গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে। যেমন:-

এম.ফিল গবেষণার শিরোনাম:

১. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রম: একটি সমীক্ষা-২০০৩

Dhaka University Institutional Repository

২. দুঃস্থ মানবকল্যাণে ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহ: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, ২০০৬
৩. মুসলিম বিশ্বে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিক্ষা বিস্তারে ও আই সি-এর ভূমিকা, ২০১৪
৪. বাংলাদেশের বিভিন্ন ইসলামী সংগঠন ও রাজনীতিতে তাদের ভূমিকা, ২০১৮

পিএইচ.ডি গবেষণার শিরোনাম:

১. বাংলাদেশের মসজিদ : পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, ২০০৮
২. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর প্রকাশনা কার্যক্রম : পর্যালোচনা ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয়, ২০০৯
৩. বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ওআইসি এর ভূমিকা, ২০১৪
৪. ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের ভূমিকা: একটি পর্যালোচনা, ২০১৬

বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রধান কাজই হলে জ্ঞান সৃষ্টি ও বিতারণ, জ্ঞান সৃষ্টির অন্যতম মাধ্যম হলো গবেষণা। গবেষণা বিমুখ জাতি কোনোদিন উন্নতি সাধন করতে পারে না। ইসলাম গবেষণার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে এ পর্যন্ত ৯৩ জন গবেষক এম.ফিল ডিগ্রি ও ১৪৩ জন গবেষক পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ইসলামের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয়ে ও ক্ষেত্রে গবেষকগণ তাদের গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন জ্ঞানের সংযোজন করেছেন। গবেষণাসমূহের মধ্যে আল-কুরআন ও তাফসীর বিষয়ক ১০টি এম.ফিল গবেষণা ও ৮টি পিএইচ.ডি, হাদীস বিষয়ক ৩টি এম.ফিল গবেষণা ও ১০টি পিএইচ.ডি, ইসলামী দাওয়াহ বিষয়ে ৪টি এম.ফিল ও ৭টি পিএইচ.ডি, ইসলামী শিক্ষা বিষয়ক ৪টি এম.ফিল গবেষণা ও ৬টি পিএইচ.ডি, ইসলামী সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে ৮টি এম.ফিল ও ৮টি পিএইচ.ডি, ইসলামী সমাজব্যবস্থা বিষয়ক ৭টি এম.ফিল গবেষণা ও ১৩টি পিএইচ.ডি, ইসলামী আইন ও বিচার বিষয়ক ২টি এম.ফিল ও ৮টি পিএইচ.ডি, ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ে ৫টি এম.ফিল গবেষণা ও ৬টি পিএইচ.ডি, ইসলামিক ব্যাংকিং ও বীমা বিষয়ে ৮টি এম.ফিল গবেষণা ও ৯টি পিএইচ.ডি, ইসলামে মানবাধিকার বিষয়ে ৫টি পিএইচ.ডি, ইসলামে নারী ও শিশু অধিকার বিষয়ে ৭টি এম.ফিল ও ১২টি পিএইচ.ডি, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলাম শীর্ষক বিষয়ে ৫টি এম.ফিল ও ২টি পিএইচ.ডি, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিষয়ে ৪টি এম.ফিল ও ৫টি পিএইচ.ডি, স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ইসলাম বিষয়ে ১টি এম.ফিল ও ১টি পিএইচ.ডি, সুফীবাদ ৩টি এম.ফিল ও ৫টি পিএইচ.ডি, উলামায়ে কেরামের ভূমিকা বিষয়ক কোনো এম.ফিল গবেষণা না হলেও ৮টি পিএইচ.ডি, বরেণ্য ব্যক্তিত্বদের জীবনী, কর্ম ও অবদান বিষয়ে ১৮টি এম.ফিল গবেষণা ও ২৫টি পিএইচ.ডি ও কতিপয় প্রতিষ্ঠান নিয়ে ৪টি এম.ফিল ও ৪টি পিএইচ.ডি গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে। গবেষণার এ পরিসংখ্যান ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের গবেষণা ও অর্জন সম্পর্কে সচেতন মহলে যেমন ইতিবাচক ও বিশেষ বার্তা পৌঁছিয়ে দিবে তেমনি ভবিষ্যতে যারা গবেষণা করতে আগ্রহী তাদের জন্য গবেষণার ও চিন্তার নতুন দ্বার উন্মোচন করবে। সত্যিকারার্থেই ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ গবেষণায় যে অবদান রেখেছেন সেটি অনন্য ও ঈর্ষণীয়।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

বিভাগীয় অন্যান্য গবেষণা কার্যক্রম

- বিভাগ থেকে প্রকাশিত জার্নাল
- ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার
- বিভাগীয় উদ্যোগে আয়োজিত সেমিনার

Dhaka University Institutional Repository

বিভাগীয় অন্যান্য গবেষণা কার্যক্রম

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার বড় অংশ জুড়েই রয়েছে এম.ফিল ও পিএইচ.ডি গবেষণা। এর বাইরে বিভাগের গবেষণা কার্যক্রম এর মধ্যে রয়েছে বিভাগ থেকে গবেষণা জার্নাল প্রকাশ, ড. সিরাজুল হক ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং বিভাগের উদ্যোগে বিভিন্ন সেমিনার এর আয়োজন। ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে যে ধরণের গবেষণা কার্যক্রম প্রত্যাশিত ছিলো, বিভাগের পক্ষ থেকে হয়তো তেমনটি হয় নি। তবে বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ ব্যক্তি পর্যায়ে অনেক অসাধারণ ও মূল্যবান গবেষণাকর্ম জাতির সামনে তুলে ধরেছেন। সেগুলো পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। আলোচ্য অধ্যায়ে কেবল বিভাগীয় উদ্যোগে গবেষণা কার্যক্রম তুলে ধরা হয়েছে।

বিভাগ থেকে প্রকাশিত জার্নাল

দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব ইসলামিক স্টাডিজ

এটি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত গবেষণা জার্নাল। ২০০৭ সাল থেকে এর সূচনা হয়ে ২০০৯ পর্যন্ত নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। নিম্নে এ জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধ ও প্রবন্ধকারদের নামের তালিকা উল্লেখ করা হলো :

বর্ষ-১, সংখ্যা-১, জানুয়ারী-জুন, ২০০৭
সম্পাদক ঃ প্রফেসর ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন

১. **Path ot peace and Prosperity in Bangladesh through Zakat Sustainable Development and Peace Education**, ড. আ ন ম রইছ উদ্দীন ও মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ
২. **The Arab Genius Al-Khwarizmi : His Life and Scientific Thoughts,** এস.এম. মোস্তফা কামাল ও ড. মো: আব্দুল লতিফ
৩. **মাহমূদ আল-আলূসী আল-বাগদাদী (র.) : জীবন ও অবদান**, ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ
৪. **ড. সিরাজুল হক : জীবন ও কর্ম**, ড. মুহাম্মদ শফিকুর রহমান
৫. **ইসলামের শিক্ষাদর্শন**, মো: শামছুল আলম ও মো: জহিরুল ইসলাম
৬. **বাংলাদেশ ইসলামী ব্যাংকিং : সমস্যা ও সম্ভাবনা**, মো: ইউসুফ
৭. **‘আব্দুল্লাহ ইবন ‘আব্বাস (রা.) : জীবন ও তাফসীর শাস্ত্রে তাঁর অবদান**, ড. মো: ছানাউল্লাহ ও মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন

বর্ষ-১, সংখ্যা-২, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০০৭
সম্পাদক ঃ প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আনসার উদ্দীন

১. **সাহাবী কবি কা'ব ইবন যুহায়র-এর ইসলাম গ্রহণ : একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ**, ড. মুহাম্মদ মতিউর রহমান
২. **ইসলামে সুশাসন : একটি পর্যালোচনা**, মোঃ মাসুদ আলম
৩. **মুসলিম নারীর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড (খ্রী ৬১০-খ্রী ৬৩২)**, মোঃ আতাউর রহমান বিশ্বাস, মুহাম্মদ ওমর ফারুক ও মরিয়ম জামিলা ইসলাম
৪. **ইসলামের সামাজিক মূল্যবোধ : একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা**, হাফিজ মুজতবা রিজা আহমদ, মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম ও মোহাম্মদ কুতুব উদ্দিন
৫. **ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর পদ্ধতি ভিত্তিক (Mode) বিনিয়োগ ধারা বিশ্লেষণ**, ড. মোঃ আখতারুজ্জামান
৬. **বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে ফারসি চর্চা : অতীত ও বর্তমান**, মুহাম্মদ শাহ্ জালাল ও মোঃ আবুল কালাম সরকার

৭. **শিবলীর কাব্যে কতিপয় মানবীয় গুণের রূপায়ণ**, ড. জাফর আহমদ ভূঁইয়া ও মোঃ ইস্রাফীল
৮. **The Islamic Concept of Jihad and the Western Misconceptions : A Critical Analysis,** Md. Nurul Amin and Md. Abu Syeam

বর্ষ-২, সংখ্যা-১, জানুয়ারি-জুন, ২০০৮
সম্পাদকঃ প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল লতিফ

১. **Sex Education : An Islamic View,** Mohammad Shahidul Islam & Md. Mizanur Rahman
২. **দুর্নীতি প্রতিরোধে ইসলামের আদর্শ ও বিধি-বিধান : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ**, ড. মুহাম্মদ শফিকুর রহমান ও ড. মোঃ ছানাউল্লাহ
৩. **হাফিয ইব্ন হাজার আল-আসকালানী ও তাঁর কাব্যচর্চা**, ড. মো: জাহিদুল ইসলাম
৪. **আধুনিক বাংলা কাব্যে হযরত মুহাম্মদ (স.)-চরিতচর্চার মূল্যায়ন (১৮৭৪-১৯৬৫ খ্রি.)**, ড. মোহাম্মদ নুরুল আমিন ও মুহাম্মদ মাকছুদুর রহমান
৫. **গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরনে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থা : একটি সমীক্ষা**, হাফিজ মুজতবা রিজা আহমাদ; মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম ও মোহাম্মদ কুতুব উদ্দিন
৬. **বাংলায় তিতুমীরের বিদ্রোহ (১৮৩১ খ্রি.): পরিপ্রেক্ষিত, মতাদর্শ ও প্রভাব**, আবদুল বাছির
৭. **বাংলা ভাষায় বহুল প্রচলিত ফারসি শব্দাবলী : একটি সমীক্ষা**, মো: আবুল কালাম সরকার ও মো: আতাউল্যাহ
৮. **আর-রাযী ও তাঁর নীতিতত্ত্ব**, ড. আবু তাহের মুহাম্মদ মান্‌জুর ও মুহাম্মদ আবুল হোসেন

বর্ষ-২, সংখ্যা-২, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০০৮
সম্পাদকঃ প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল লতিফ

১. **আরাকানে মুসলিম সংস্কৃতি ও শিল্পকলার বিকাশ : একটি পর্যালোচনা**, ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ
২. **জ্যোতির্বিদ্যা : উন্নয়ন ও বিকাশে মুসলিম মনীষিগণের ভূমিকা**, ড. মুহাম্মদ শাফিকুর রহমান ও জনাব মুহাম্মদ নূরুল্লাহ
৩. **মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে ইসলামের অবদান**, ড. মোঃ শামছুল আলম
৪. **তুর্কী যুগে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রশস্তিতে আরবী কাব্যচর্চা**, ড. আবু ইউনুছ খান মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর
৫. **ইসলামে যুদ্ধবন্দিদের প্রতি আচরণ : একটি পর্যালোচনা**, মুহাম্মদ ইউসুফ
৬. **মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে হযরত মুহাম্মদ (স.)-চরিতচর্চা**, ড. মোহাম্মদ নুরুল আমিন ও মুহাম্মদ মাকছুদুর রহমান
৭. **বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) : পূর্ববাংলার বঞ্চিত মুসলমানদের উন্নতির চিত্র**, ডক্টর মোহাম্মদ তৌফিকুল হায়দার
৮. **পাশ্চাত্য দর্শন ও ইসলামে সার্বভৌমত্বের ধারণা : একটি পর্যালোচনা**, একেএম ফজলুল হক, শেখ মুহাম্মদ আব্দুল হামিদ ও মুহাম্মদ আবুল হোসেন

বর্ষ-৩, সংখ্যা-১, জানিুয়ারি-জুন, ২০০৯
সম্পাদকঃ প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল লতিফ

১. **The oretical criminology in Islam,** Afroza Bilkis
২. **Prophet's Attitude towards the Rights of Other Faiths : A Study on principles and Practice,** Hafiz Muztaba Riza Ahmed and Md. Mahmud bin Sayeed
৩. **কাযী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ পানীপতী প্রণীত তাফসীর : প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য**, ড. মোঃ ছানাউল্লাহ ও ড. মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন
৪. **আল্লামা ইকবালের রাজনৈতিক দর্শন**, মোঃ মাহফুজুল ইসলাম

৫. **এইচআইভি/এইড্স প্রতিরোধে ইসলামের অনুশাসন**, মুহাম্মদ নূরুল্লাহ ও মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন
৬. **ড. ত্বাহা হুসাইন : জীবন ও কর্ম**, ড. আ.জ.ম কুতুবুল ইসলাম নোমানী
৭. **আর্থসামাজিক উন্নয়নে ইসলামে যাকাত ব্যবস্থার মূল্যায়ন**, রাশিদা আখন্দ
৮. **আরবী বৈয়াকরণ সীবওয়ায়হ্-এর 'আল-কিতাবে' তাফসীরের উপাদান : একটি প্রায়োগিক পর্যালোচনা**, যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক ও ড. মো: আব্দুল কাদির

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের কার্যক্রম শুরু হলেও বিভাগ থেকে জার্নাল প্রকাশের সূচনা হয় ২০০৭ সালে। ২০০৭ সাল থেকে 'দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব ইসলামিক স্টাডিজ' নামে একটি মানসম্পন্ন গবেষণাধর্মী জার্নাল প্রকাশ শুরু হয় এবং ২০০৯ সাল পর্যন্ত ৫টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ৫ টি সংখ্যায় দেশ-বিদেশের খ্যাতিমান ইসলামী গবেষকগণের মোট ৩৯ টি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ২০০৯ সালে উপরিউক্ত জার্নালটি প্রকাশ বন্ধ হয়ে ২০১০ সাল থেকে ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারের উদ্যোগে 'জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার' নামে জার্নাল প্রকাশিত হতে থাকে।

ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার

ইসলাম সম্পর্কে যুগোপযোগী গবেষণা এবং ইসলামের শাশ্বত বার্তাকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য ২০০২ সালে ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারের প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো। রিসার্চ সেন্টারটি দেশের খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ এবং ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. সিরাজুল হক-এর কর্ম ও অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তাঁর নামে নামকরণ করা হয়েছে। সেন্টারের অধীনে ২০১০ সাল থেকে "জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার" নামে নিয়মিত গবেষণা জার্নাল প্রকাশিত হচ্ছে।

প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারের সভাপতির দায়িত্ব যারা পালন করেছেন-

১. প্রফেসর ড. জেড.এন. তাহমিদা বেগম, ০৬.১২.২০০০-০৮.০৫.২০০২
২. প্রফেসর ড. আ.ফ.ম. ইউসুফ হায়দার, ০৯. ০৫. ২০০২-২৩.০১.২০০৯
৩. প্রফেসর ড. হারুন অর-রশীদ, ২৪.০১.২০০৯-০৯.০৬.২০১২
৪. প্রফেসর ড. নাসরীন আহমাদ, ০৯.০৬.২০১২-০৫.০৯.২০১৭
৫. প্রফেসর ড. মো: আখতারুজ্জামান, ০৬.০৯.২০১৭-চলমান

প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারের পরিচালকের দায়িত্ব যারা পালন করেছেন-

১. অধ্যাপক ড. আ.ন.ম. রইছ উদ্দিন, ২০.০১.২০০২-১৩.০৫.২০০৫
২. অধ্যাপক ড. এ.বি.এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী, ১৪.০৫.২০০৫-২০.০৭.২০০৮
৩. অধ্যাপক ড. আ.র.ম আলী হায়দার, ২১.০৭.২০০৮-২০.০৭.২০১১
৪. অধ্যাপক ড. এ.এইচ.এম. মুজতবা হোছাইন, ২১.০৭.২০১১-২০.০৭.২০১৪
৫. অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ, ২১.০৭.২০১৪-২০.০৭.২০১৭
৬. অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শফিক আহমেদ, ২১.০৭.২০১৭-২০.০৭.২০২০
৭. অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, ২১.০৭.২০২০-চলমান

নিম্নে জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারে প্রকাশিত প্রবন্ধ ও প্রবন্ধকারদের নামের তালিকা উল্লেখ করা হলো :

সংখ্যা- ১, খণ্ডঃ ১ জানুয়ারী-জুন ২০০৬ **সম্পাদকঃ প্রফেসর এ.বি.এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী**
১. **বাংলাদেশ-পাক-ভারত উপমহাদেশে মুসলিম শাসনামলে সিলেবাস ও শিক্ষাব্যবস্থা**, ড. এ.বি.এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী ২. **ইসলামী শরী'আতে ইজতিহাদ : একটি পর্যালোচনা**, ড. মুহাম্মদ শাফিকুল্লাহ

৩. **মাদকাসক্তি: পারিবারিক মূল্যবোধ ও ইসলামী দর্শন**, ড. শমশের আলী
৪. **আল-কুরআন গবেষণায় শাহ্ ওলী উল্লাহ্ দিহলবীর চিন্তাধারা : একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা**, ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
৫. **ইমাম আবু জা'ফর আন-নাহ্হাস আন্ নাহবী (রহ.) তাঁর জীবন-দর্শন ও ই'রাবুল কুরআন**, ড. শামীম আরা চৌধুরী
৬. **বিবাহপূর্ব কনে দেখার বিভিন্ন দিক : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি**, মুহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ ও কারিমা আক্তার
৭. **গণিত ও রসায়ন বিজ্ঞানে মুসলিম মনীষীদের অবদান : একটি পর্যালোচনা**, মো: আব্দুর রউফ আজাদ
৮. **অতীত ও বর্তমান প্রেক্ষাপটে নারী ও শিশু পাচার এবং তা রোধে ইসলামী আইন ও মূল্যবোধের কার্যকর ভূমিকা**, ড. মোহাম্মদ মনজুরে্লাহী ও মো: নুরুল্লাহ
৯. **'আল্লামা আবুল হাশিম ও তাঁর রুবূবিয়্যাত-দর্শন**, মো: তাওহীদুর রহমান
১০. **আনাস ইবন মালিক (রা.) : হাদীস চর্চায় তাঁর অবদান**, ড. মো: জাকির হোসেন ও ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান
১১. **ইসলামে নারীর মর্যাদা : বাংলাদেশের নারীদের অবস্থান (১৯৭১-১৯৯০)**, ড. ফেরদৌস আরা খানম
১২. **ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগে ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি : একটি পর্যালোচনা**, মো: আখতারুজ্জামান
১৩. **জীব-জন্তুর অধিকার সংরক্ষণে ইসলামের নির্দেশনা**, মো: শামছুল আলম
১৪. **হযরত 'উমর ইবন 'আব্দুল 'আযীয (রহ.)-এর শাসনব্যবস্থা : একটি পর্যালোচনা**, আ.ম.কাজী মুহাম্মদ হারুন উর রশীদ ও মোহাম্মদ ইলয়াছ সিদ্দিকী
১৫. **খাদীজা বিনত খুওয়ায়লিদ (রা.): ইসলাম প্রচারে তাঁর অবদান**, ড. তাহেরা আরজু খান
১৬. **'আল্লামা আবদুর রহীম (র.): ইসলামী জ্ঞান গবেষণায় তাঁর অবদান**, ড. মুহাম্মদ এনামুল হক আজাদ
১৭. **ফখরুল মুহাদ্দিসীন মাওলানা মমতায উদ্দীন (র.)-এর জীবন ও কর্ম**, মুহাম্মদ ঈসা কাদেরী
১৮. **ইসলাম : সন্ত্রাস নয় শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম**, মুহাম্মদ মুহিব্বুল্লাহ ভূঁইয়া
১৯. **সাইয়দ আবুল হাসান 'আলি নাদবীর আন্তর্জাতিক ধর্মীয় চিঠি : একটি পর্যালোচনা**, মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন
২০. **ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা সম্প্রসারণে প্রফেসর এমেরিটাস ড. সিরাজুল হক-এর ভূমিকা**, ড. মুহা: আব্দুর রহমান আনওয়ারী ও মো: হাফিজুর রহমান

সংখ্যা- ১, খণ্ড: ২, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০০৬

সম্পাদকঃ প্রফেসর এ.বি.এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী

১. **A Glimpes on Ibn Taimiya,** Dr. Serajul Haque
২. **Renaissance of Hadith Learning in India,** Dr. Muhammad Ishaq
৩. **The Court and Household of the Mumluks of Egypt,** Dr. Syedah Fatima Sadeque
৪. **Sufistic Mi'raj : The Way to God,** Dr. A.B.M. Habibur Rahman Chowdhury
৫. **Truth : The Meeting Point of Al-Qur'an and Science,** Professor Dr. M. Shamsher Ali
৬. **Today's Pharmaceutical Science Blossomed from the Magnificent Plant of Islamic Medicine,** Dr. Md. Selim Reza

Nishat Chowdhury

৭. **Classification of States from an Islamic Perspective,** Shah Abdul Hannan

৮. **Muslim Contribution to Medical Science,** Dr. Shamim Ara Chowdhury

৯. **Islam in Bangladesh : A Socio Political Study,** Dr. U.A.B. Razia Akter Banu

১০. **Some Ideals of Islam as Safeguards Against Human Rights Violation,** Dr. Muhammad Shafiq Ahmad

১১. **Internet Banking Adoption : A Lesson For Islamic Banks in Bangladesh,** Md. Akhteruzzaman, Mohammad Thoufiqul Islam

১২. **Significance of Sawm (Fasting),** Muhammad Yousuf, MD. Yusuf

১৩. **Women Imamate in Prayer : An Analysis in The Light of Islamic Shari'ah,** Zubair Mohammad Ehsanul Hoque, Dr. ABM Siddiqur Rahman Nizami

১৪. **Contrasting Picture of the Concept of Terrorism and Jihad in Islamic Perspective,** Dr. Md Nurul Momen, Md. Masud Alam

১৫. **Advent of Islam in Bengal and Formation of a New Culture,** Dr. Mohammad Yusuf Siddiq

১৬. **Hazrat Sharfuddin Abu Tawwama (R.) And Sonargaon Education Centre of Medieval Bengal,** Mosharraf Hossain Bhuyan

১৭. **Islamic Framework of Research Methodology in International Relations : Can It Be An Alternative Western Paradigm?** Muhammad Ruhul Amin

১৮. **Theory of Knowledge in Islamic Perspective,** Mrs. Nasrin Chowdhury, Mrs. Zinat Chowdhury

১৯. **Ijtihad : A Scientific Process of Islamic Research Methodology Definition, Necessity, Areas, Legal Value and other Procedures,** Dr. Mohammad Manzur-E-Elahi

২০. **Human Rights in The Light of The Holy Qur'an and the Hadith,** Dr. Md. Shahta Saleh Zorob, Md. Tawhidur Rahman

২১. **Religion And Development : A Case of Family Planning Program From Islamic Perspectives,** Dr. Muhammad Abdul Munim Khan, Mohammad Azmal Hossain

২২. **Women Through The Ages With A Special Reference to Islamic Society,** Dr. Md. Nasir Uddin Mizi, Mohammad Aman Uddin Muzahid

২৩. **An approach to the Fundamental Rules of Islam and Their role in Society,** Md. Abdur Rouf Azad

২৪. **Muslim-Jew Relationship in Spain Under Muslim Rule,** Md. Abu Sayem

২৫. **Islamic Mode of Financing and Banking Vs. Traditional Mode**

Dhaka University Institutional Repository

of Financing and Banking and Necessary Patronization in the Context of Present Position in Bangladesh : Some Propositions, Md. Nazim Uddin Bhuyan, Dr. Md. Yusuf

২৬. **Iblis and his Nature According to the Holy Qur'an,** Muhammd Abul Kalam, Karima Akter

২৭. **Dignity of Man in the Light of the Holy Qur'an,** Muhammed Anwarul Huq

২৮. **Research Methodology : Quranic Perspective,** Dr. Abdur Rahman Anwari

২৯. **Islam and Democracy,** Md. Shahidullah, Md. Al Amin

[বি.দ্র : ২০০৬ সালে অধ্যাপক ড. এ.বি.এম হাবিবুর রহমান চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত জার্নাল দুটিকে সংখ্যার হিসেবে বিবেচনা না করে ২০১০ সাল থেকে জার্নালের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে।]

সংখ্যা-১ ও ২, জানুয়ারি-জুন ও জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১০

সম্পাদকঃ প্রফেসর ড. আ.র.ম. আলী হায়দার

১. **বিশ্বের প্রধান ধর্মসমূহে স্রষ্টার ধারণা : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ,** ড. মোঃ আখতারুজ্জামান ও মোঃ আবু জাফর

২. **আল-কুরআন ও বাইবেলে উল্লিখিত নারীগণ : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা,** মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম

৩. **হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা.) ও তাঁর কবিতায় রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রশস্তি,** ড. মোঃ ইউসুফ ও ড. মোহাম্মদ নুরুল আমিন

৪. **আবূ যার গিফারী (রা.) ও তার অর্থনৈতিক মতাদর্শ,** মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম ও হাফিজ মুজতাবা রিজা আহমাদ

৫. **ইসলাম-উত্তরকালে ভারতবর্ষে পারস্যদের আগমন ও এর প্রভাব : একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা,** মোঃ মুমিত আল-রশিদ

৬. **ইসলামে শ্রমের গুরুত্ব ও মর্যাদা : একটি পর্যালোচনা,** ড. মোঃ শামছুল আলম

৭. **ইসলামে নারীর পোশাক ও সাজসজ্জা : একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা,** ড. মো. মাসুদ আলম

৮. **ইসলামে সাদাকাহর স্বরূপ,** ড. মুহাম্মদ ইউসুফ

৯. **ধ্বনি, বাগধ্বনি ও ভাষা : মধ্যযুগীয় আরবদের ভাবনা,** এ.কিউ.এম. আব্দুস শাকুর খন্দকার

১০. **'আমলে সালিহ : একটি পর্যালোচনা,** ড. মোঃ ছানাউল্লাহ

১১. **Terrorism and Islamic Concept of Jihad,** Dr. A.N.M. Raisuddin

১২. **Sufism : The Quranic Overview,** Mohammad Zahidul Islam

১৩. **Characteristics of Leadership: Islamic Perspective,** Mustafa Monjur

সংখ্যা-৩-৪, জানুয়ারি-জুন ও জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১১

সম্পাদকঃ প্রফেসর ড. এইচএম মুজতবা হোছাইন

১. **সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় ইসলামের ভূমিকা,** ড. মোঃ শামছুল আলম

২. **আল্লাহর পথে আহ্বান : পদ্ধতি ও উপকরণ,** ড. মোঃ ছানাউল্লাহ ও মোঃ মোয়াজ্জেম হোসাইন খান

৩. **বাংলাদেশের ইসলামের আবির্ভাব পর্ব : একটি বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনা**, ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসান ও ড. মোঃ আবুল বাসার
৪. **ইসলামে মানবাধিকারের ধারণা**, ড. মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন
৫. **প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা : ইসলামী দৃষ্টিকোণ**, মুহাম্মদ আবুল ফারাহ ও মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান
৬. **ভোগাধিকার প্রয়োগে ইসলামী নীতিমালা : একটি পর্যালোচনা**, ড. মোঃ মাসুদ আলম
৭. **সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে ইসলামের দিক-নির্দেশনা**, ড. আবু জামাল মোহাম্মদ কুতুবুল ইসলাম নোমানী
৮. **খুলাফা রাশিদুন-এর কাব্যচর্চা : গতি ও প্রকৃতি**, ড. মোহাম্মদ নুরুল আমিন
৯. **The Impact of Ownership Culture on Shareholders' Right of Islamic Banks of Bangladesh,** Dr. Md. Akhteruzzaman & Mohammad Thoufiqul Islam
১০. **Moral Responses of Islam in Donating Blood,** Dr. Hafiz Mustaba Riza Ahmed & Muhammad Tazammol Hoque
১১. **`Urf as a Source of Islamic Shari'ah,** Muhammad Zahirul Islam
সংখ্যা-৫, জানুয়ারি-জুন, ২০১২ **সম্পাদকঃ প্রফেসর ড. এইচএম মুজতবা হোছাইন**
১. **ইসলামী অর্থব্যবস্থায় কর্‌য হাসান : সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ়করণে এর প্রভাব**, ড. মোঃ ছানাউল্লাহ
২. **আল-আসমাউল হুসনা : সমকালীন প্রচলন ও কুরআন-সুন্নাহর দৃষ্টিভঙ্গি**, ড. মুহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ
৩. **বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণে আরবির প্রভাব**, এ.কিউ.এম. আবদুস শাকুর খন্দকার
৪. **বাংলা কাব্যে শরী'আত প্রসঙ্গ : পরিপ্রেক্ষিত মধ্যযুগ**, ড. ইসমাইল চৌধুরী
৫. **কবি আবূ-তাম্মাম : জীবিকা নির্বাহে কাব্যচর্চা**, ড. মোঃ আবু বকর
৬. **আল-কুর'আনে ভূ-পৃষ্ঠ বিষয়ক আলোচনা : মাওলানা রূমীর প্রায়োগিক বিশ্লেষণ**, ড. মুহাম্মদ শাহ্ জালাল
৭. **আল-বূসীরী রচিত কাসীদাহ আল-বুরদাহ ও রাসূল (সা.) প্রশস্তি**, ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ
৮. **ইসলামী আক্বীদায় রাশিচক্র : একটি পর্যালোচনা**, ড. মুহাম্মদ ইউসুফ
৯. **উর্দু ও ফার্সী সাহিত্যে ঢাকার শী'আ সম্প্রদায়ের অবদান**, ড. জীনাত আরা সিরাজী
১০. **'আল্লামা যামাখশারী ও কাশ্‌শাফ গ্রন্থ : একটি পর্যালোচনা**, মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম
১১. **Elements of Good Governance depicted in the Farewell sermon of Prophet Muhammad (sm),** Mohammad Nurullah

সংখ্যা-৬, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১২ সম্পাদকঃ প্রফেসর ড. এইচএম মুজতবা হোছাইন
১. **হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন ও কর্মে মানবিক মূল্যবোধ**, ড. মোঃ শামছুল আলম ২. **মুসলিম সমাজে ফাহ্শা ও মুন্কার বন্ধে সালাত : একটি পর্যালোচনা**, ড. মোঃ ছানাউল্লাহ ৩. **আল্লাহর গুণাবলী : মু'তাযিলা ও আশা'ইরা চিন্তাদর্শন**, ড. মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন ৪. **ব্যবসা-বাণিজ্যে নৈতিকতা ও ইসলাম**, ড. মোঃ মাসুদ আলম ৫. **বাংলা শিশু সাহিত্যে হযরত মুহাম্মদ (সা)-চরিতচর্চা মূল্যায়ন**, ড. মোহাম্মদ নুরুল আমিন ৬. **ইসলামের দৃষ্টিতে মাতৃভাষা : একটি পর্যালোচনা**, মুহাম্মদ তাজাম্মুল হক ৭. **ইসলামে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার : একটি পর্যালোচনা**, তারেক বিন আতিক ৮. **ইকবাল কাব্যে ইসলামের সোনালী অধ্যায়**, মোঃ বাহারুল ইসলাম

সংখ্যা-৭, জানুয়ারি-জুন, ২০১৩ সম্পাদকঃ প্রফেসর ড. এইচএম মুজতবা হোছাইন
১. **বাংলাদেশে ক্ষুদ্র অর্থায়ন : গতি-প্রকৃতি**, হাফিজ মুজতাবা রিজা আহমাদ ২. **'আল্লামা ইব্ন তায়মিয়্যা : জীবন ও চিন্তাধারা**, মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম ৩. **জাহিলিয়া যুগের আরব উপদ্বীপ : কবি ও কবিতার উর্বরভূমি**, এ.কিউ.এম. আবদুস শাকুর খন্দকার ৪. **জীবনী সাহিত্যে শিবলী নুমানীর অবদান**, আবদুস সালাম ৫. **আল-কুরআনে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী : তাৎপর্য ও শিক্ষা**, মুহাম্মদ আবুল ফারাহ্ ৬. **মু'আল্লাকা গীতিকাব্যে জাহিলী আরবদের ধর্মীয় চেতনার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য**, ড. মুহাম্মদ মতিউর রহমান ৭. **'আল্লামা আবুল হাশিম-এর রচনায় বিধৃত কালিমা তায়্যিবার বিপ্লব ও এর শিক্ষা**, ড. মোঃ তাওহীদুর রহমান ৮. **উর্দু সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও পর্যালোচনা**, ড. গোলাম রব্বানী

সংখ্যা-৮ ও ৯, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৩ ও জানুয়ারি-জুন, ২০১৪ সম্পাদকঃ প্রফেসর ড. এইচএম মুজতবা হোছাইন
১. **মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি ও গুরুত্ব : ইসলামী দৃষ্টিকোণ**, ড. মোঃ ছানাউল্লাহ ২. **মহানবী (স.)-এর সন্ধি-চুক্তি, সমরনীতি এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট পত্র প্রেরণের তাৎপর্য বিশ্লেষণ**, ড. মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন ৩. **শেয়ার বাজার : ইসলামী দৃষ্টিকোণ**, ড. মোঃ মাসুদ আলম ৪. **আত্মহত্যা প্রতিরোধে ইসলামী মূল্যবোধ**, ড. হাফিজ মুজতাবা রিজা আহমাদ ৫. **ইসলামে নিখোঁজ ব্যক্তির সম্পর্কিত বিধানাবলী**, মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম

৬. **তাফসীর আল-বায়দাভীর রচনাশৈলী ও বৈশিষ্ট্য : একটি পর্যালোচনা**, মুহাম্মদ তাজাম্মুল হক ৭. **রোগ নিরাময়ে ইসলাম নির্দেশিত চিকিৎসা পদ্ধতির প্রয়োগ : একটি পর্যালোচনা**, তারেক বিন আতিক ৮. **ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইদরীস আশ-শাফি‘ঈ ও তাঁর কাব্যচর্চা**, ড. মোঃ জাহিদুল ইসলাম ৯. **উমায়্যা যুগের কবিতা : প্রকৃতি ও প্রেম**, ড. মুহাম্মদ মতিউর রহমান ১০. **হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.) : রাসূল (সা.) প্রশস্তিকাব্যের পথিকৃৎ**, ড. মুহাম্মদ এনামুল হক
সংখ্যা-১০ ও ১১, জুলাই-২০১৪, ও জানুয়ারি-জুন, ২০১৫ **সম্পাদকঃ প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ**
১. **নৈতিক সংকট উত্তরণে ইসলামের নির্দেশনা : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ**, ড. মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন ২. **ইসলামে মানব সম্পদ উন্নয়ন : একটি পর্যালোচনা**, ড. মোঃ মাসুদ আলম ৩. **প্রতিবন্ধী অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম : একটি পর্যালোচনা**, ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক ৪. **হাদীস শাস্ত্রে ইব্‌ন ‘আব্দ আল বার এর অবদান : একটি পর্যালোচনা**, ড. মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম ৫. **নারীর সামাজিক ক্ষমতায়ন : প্রেক্ষাপট ইসলাম**, কাজী ফারজানা আফরীন ৬. **পিতামাতার ভরণপোষণ আইন ২০১৩ : পরিপ্রেক্ষিত ইসলাম**, আমীর হোসেন ৭. **জঙ্গিবাদ ও ইসলাম : একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা**, এস.এম. মাছুম বিল্লাহ ৮. **ইসমাঈল সাবরীর কাব্য প্রতিভা**, কামরুজ্জামান শামীম ৯. **বয়ঃসন্ধিকালের মানসিক পরিবর্তন জনিত আচরণগত সমস্যা : ইসলামের আলোকে মানসিকতা গঠন ও নৈতিকতা উন্নয়ন**, আমাতুল্লাহ আমিনা শরীফ ১০. **Muslim al-Chemist Jabir Ibn Haiyan and His Contribution,** Dr. Hafiz Muztaba Riza Ahmed
সংখ্যা-১২-১৩, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৫ ও জানুয়ারি-জুন, ২০১৬ **সম্পাদকঃ অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শফিক আহমেদ**
১. **দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি**, মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম ২. **রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মদীনা সনদে অসাম্প্রদায়িক চেতনা : একটি পর্যালোচনা**, আমীর হোসেন ৩. **খ্রিস্টবাদ প্রসঙ্গে ইবন তায়মিয়ার রচনাবলী: একটি পর্যালোচনা**, মোস্তফা মনজুর ৪. **ইলমে তাসাউওফে ওয়াজ্‌দ : ইসলামী দৃষ্টিকোণ**, এস.এম. মাছুম বাকী বিল্লাহ ৫. **মুহাম্মদ ইবন্‌ উসাইমীনের কবিতা: সদুপদেশের উৎস**, মুহাঃ রফিকুল ইসলাম ৬. **মাহমূদ সামী আল-বারূদীর কাব্য সংস্কার**, কামরুজ্জামান শামীম ৭. **ইসলাম অসাম্প্রদায়িকতার ধর্ম**, হুসাইনুল বান্না ৮. **আত্মার উন্নতি সাধনে ইলম তাসাওউফের গুরুত্ব : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ**, মুহাম্মদ ঈসা

কাদেরী

৯. **মহানবী (সা.) সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের আরোপিত অভিযোগঃ বাস্তবতা ও মূল্যায়ন**, মোহাম্মদ আরিফুর রহমান

১০. **Nursi's Thoughts on Ethical Values and Wasatiyyah: An Overview,** Hafiz Muztaba Riza Ahmed

১১. **Marine Resource Management : An Islamic Perspective,** Zahidul Islam Sana

১২. **Prohibition of Militancy and Terrorism in Islam,** Saifullah

জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের গবেষণার ক্ষেত্রে একটি অনন্য সংযোজন। প্রকাশনা শুরুর অল্প সময়ের মধ্যেই এ জার্নালটি ইসলামী গবেষণার ক্ষেত্রে পাঠক ও গবেষকদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। ২০০৬ সালে প্রকাশিত ২ টি সংখ্যা বাদে এ পর্যন্ত জার্নালের মোট ১৩ টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। যাতে দেশি-বিদেশী গবেষকগণের মোট ১৩২ টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধসমূহে কুরআন-হাদীস, ইসলামী সমাজ-সভ্যতা, ইসলামী অর্থনীতিসহ ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়াদি এবং সমসাময়িক বিভিন্ন ইস্যু ও ইসলামী সমাধান উপস্থাপিত হয়েছে।

বিভাগীয় উদ্যোগে আয়োজিত সেমিনার

১৯৩০ সালে The Arabic and Islamic Studies Association নামে বিভাগীয় শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে একটি সংগঠন গঠিত হয়। এই এ্যাসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য ছিলো ইসলাম সম্পর্কে নিত্য-নতুন গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত করা।[৫৪৭] এ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে প্রতি বছর এক বা একাধিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হতো। যেখানে বিভাগীয় শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ এবং দেশ-বিদেশের খ্যাতিমান গবেষকবৃন্দ গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করতেন। নিম্নে এ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সেমিনারের তালিকা উপস্থাপন করা হলো। উল্লেখ্য প্রবন্ধের তালিকা প্রস্তুত করণের ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদনই একমাত্র উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

ক্রমিক নং	সেমিনারের তারিখ	প্রবন্ধ উপস্থাপকের নাম	প্রবন্ধের শিরোনাম
০১	০৭.০৪.১৯৩১	ড. জে.ডব্লিউ ফুইক, বিভাগীয় অধ্যাপক	Ibn An Nadim, An Arabic bibliophile of the 10^{th} century A.D.
০২	০২.০৪.১৯৩২	সিরাজুল হক, বিভাগীয় শিক্ষক	Hariri, The author of Maqamat
০৩	০৯.০৪.১৯৩২	ড. জে.ডব্লিউ ফুইক	Goethe and the East

৫৪৭. University of Dacca, Annual Report, 1929-30, p. 6.

০৪	২৫.০২.১৯৩৩	ড. জে.ডব্লিউ ফুইক	Neo Arabic Literature
০৫	০৪.০৩.১৯৩৩	কাজি আব্দুল জলিল, ৩য় বর্ষ শিক্ষার্থী	Recitations from Neo Arabic Literature
০৬	১০.০৪.১৯৩৩	সিরাজুল হক	Ibn Taimiyya and his anthropomorphism.
০৭	০৯.০৯.১৯৩৩	সিরাজুল হক	Ibn Taimiyya on visiting of Tombs
০৮	০৩.০২.১৯৩৪	জয়নুল আবেদীন, বি.এ	The Wahhabite movement
০৯	৩১.০৩.১৯৩৪	ড. জে.ডব্লিউ ফুইক	Manicheism in the Abbasid Period
১০	০৭.১২.১৯৩৪	ড. এম.আই বোর্‌রাহ, শিক্ষক: ফার্সী বিভাগ, ঢা.বি.	Immigration of persian poets into Bengal.
১১	২৬.০১.১৯৩৫	ড. এস.এম. হোসাইন, বিভাগীয় শিক্ষক	The Science of Tradition
১২	০২.০২.১৯৩৫	সিরাজুল হক	Ibn Taimiyya on music and dance
১৩	০৯.০৩.১৯৩৫	সিরাজুল হক	Ibn Taimiyya on the sect of the Nusaries.
১৪	০৬.০৯.১৯৩৫	ড. এস.এম. হোসাইন	The poems of Suraqah B. Mirdas al Bariqi.
১৫	২০.১০.১৯৩৫	সিরাজুল হক	Some side light on the Nusairies.
১৬	১৮.০১.১৯৩৬	ড. এস.এম. হোসাইন	Anthologies of ancient Arabic poetry.
১৭	০৮.০২.১৯৩৬	শামসুল উলামা মাওলানা ইছহাক, বিভাগীয় শিক্ষক	Dawawin al-Arab
১৮	১১.০৭.১৯৩৬	খান বাহাদুর ফিদা আলী খান, শিক্ষক: ফার্সী বিভাগ, ঢা.বি.	Evil Eye.
১৯	০৯.১০.১৯৩৬	শামসুল উলামা মাওলানা ইছহাক	Ayesha
২০	০৬.০৩.১৯৩৭	আব্দুস সোবহান, বিভাগীয় শিক্ষক	Al Jahm B. Sufyan and what he stood for
২১	২০.০৩.১৯৩৭	ড. এস.এম. হোসাইন	A poem on the articles of faith

২২	০৩.০৪.১৯৩৭	কে.এম.এ রহমান, বিভাগীয় শিক্ষক	Contribution of European orientalists to Islamic Studies
২৩	১৮.০৮.১৯৩৯	মাওলানা আব্দুল আজিজ, বিভাগীয় শিক্ষক	Important Arabic lexicographical works yet unpublished
২৪	১০.০২.১৯৪০	ড. এস.এম. হোসাইন	Dialects in the Quran.
২৫	২৯.০২.১৯৪০	জা'ফর আহমেদ উসমানী, বিভাগীয় শিক্ষক	The Quran-A Miracle
২৬	২৯.১১.১৯৪০	ড. এস.এম. হোসাইন	Hajee Mohammad Mohsin, The philanthropist
২৭	২১.১২.১৯৪০	মারগুব আহমাদ তাওফিক, বিভাগীয় শিক্ষক	Duties and Obligations
২৮	২৮.০১.১৯৪১	আব্দুস সোবহান, বিভাগীয় শিক্ষক	Mutazilite view on Beatific vision.
২৯	২৩.০৬.১৯৪৯	ছগীর হাসান, বিভাগীয় শিক্ষক	Al Rusafi, A modern poet of Iraq
৩০	১৯৪৯-৫০	ছগীর হাসান, বিভাগীয় শিক্ষক	Ikhwan -al-Safa
৩১	১৯৪৯-৫০	ছগীর হাসান, বিভাগীয় শিক্ষক	The Mutazilites in their true perspectives
৩২	১৯৪৯-৫০	আব্দুল জাব্বার, বিভাগের রিসার্চ স্কলার	Ibn Abbas-His life and activities
৩৩	১৯৫০-৫১	আব্দুল জাব্বার	The necessity of Reconstruction of Tafsir-i-Ibn Abbas
৩৪	১৯.০৫.১৯৫২	ড. সিরাজুল হক	Qada and Qadar
৩৫	১৯৫২-৫৩	প্রফেসর আহমাদ আল-আহমাদ, সিরিয়া সরকারের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি	Arabic Literature
৩৬	১৯৫২-৫৩	আব্দুস সুবহান	Why we must believe in one God
৩৭	১৯৫৩-৫৪	ড. ছগীর হাসান, বিভাগীয় শিক্ষক	Rural scenes as depicted in modern Arabic poetry
৩৮	১৯৫৩-৫৪	কে.এম.এ. রহমান	The Arab Geographer Yaqut al Rumi

৩৯	১৯৫৩-৫৪	ড. মোহাম্মদ ইছহাক, বিভাগীয় শিক্ষক	The Helmund and its seats of Hadith learning
৪০	১৯৫৩-৫৪	ড. আব্দুল বারী, প্রফেসরঃ আরবী ও ফার্সী বিভাগ, ঢাকা কলেজ।	The early Wahhabis and the Sharifs of Makkah
৪১	১৯৫৪-৫৫	Professor Allessandro Bausani, University of Rome	A short history of Islamic studies in Italy from the middle ages to modern times
৪২	১৯৫৪-৫৫	Professor Allessandro Bausani	Dante's divine comedy and Islam, A survey of recent studies and discoveris
৪৩	১৯৫৪-৫৫	Professor Allessandro Bausani	Prince Leon Caetani, The great Italian Islamist (1869-1935)
৪৪	১৯৫৪-৫৫	Professor Allessandro Bausani	The Concept of time in Dr. Iqbal's religious philosophy
৪৫	১৯৫৪-৫৫	প্রফেসর ওসমান আমীন, ইউনিভার্সিটি অব কায়রো	Stoicism in Arab thoughts
৪৬	১৯৫৪-৫৫	ড. ছগীর হাসান, বিভাগীয় শিক্ষক	The history of the development of philosophy in Spain
৪৭	১৯৫৯-৬০	Professor John Haywood, School of Oriental Studies, Durham	Arabic contribution to the science of Lexicography in the mediaeval period.
৪৮	১৯৫৯-৬০	Professor John Haywood	Value of the study of classical Arabic literature
৪৯	১৯৫৯-৬০	Professor John Haywood	Islam and Christianity-the need for rapproacment
৫০	১৯৫৯-৬০	ড. ছগীর হাসান	Al shir al Arabi bi Dakka
৫১	১৯৫৯-৬০	প্রফেসর মানছুর আল-শাওয়াদিফী, ইউএআর-এর সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি	Nashat al Arabi al Hadith
৫২	০৩.০৯.১৯৬০	আফতাব আহমেদ রহমানী	Asma al Rijal with special reference to Ibn Hajar's Isaba.
৫৩	২০.১১.১৯৬০	ড. মুহাম্মদ শাহিদুল্লাহ,	The principles of

		শিক্ষক: বাংলা বিভাগ, ঢা.বি.	translation of the holy Quran
৫৪	২০.০২.১৯৬১	মুস্তাফিজুর রহমান, বিভাগীয় শিক্ষার্থী	Values of Islam
৫৫	২৯.০১.১৯৬২	জিয়াউদ্দীন আহমেদ, বিভাগীয় ফেলো	Qualification of a Musafir
৫৬	২৯.০১.১৯৬২	ড. ছগীর হাসান, বিভাগীয় প্রধান: ডিপার্টমেন্ট অব মুসলিম হিস্ট্রি, সিন্ধ বিশ্ববিদ্যালয়	A rare treatise of an unpublished Ms’
৫৭	০৫.০২.১৯৬২	আফতাব উদ্দীন আহমাদ, বিভাগীয় ফেলো	A brief outline of the primitive religion
৫৮	২৬.০৩.১৯৬২	Dr. Annemarie Schimmel, Professor of Islamic Studies, University of Bonn, Germany	Development of Islamic Studies in Europe
৫৯	০৪.০৪.১৯৬২	Dr. Annemarie Schimmel	History of religion and phenomenology of religion
৬০	২২.০৪.১৯৬২	ড. মোহাম্মদ ইছহাক	The autobiography of Imam Jalal al-Din Suyuti
৬১	১৯৬২-৬৩	Professor J N D Anderson, University of London	Law reform in the muslim lands
৬২	১৯৬২-৬৩	মো: মুস্তাফিজুর রহমান	Islam and Communism
৬৩	১৯৬২-৬৩	Professor Annemarie Schimmel	Iqbal and history of religion
৬৪	১৯৬২-৬৩	আফতাব উদ্দীন আহমাদ	Shah Waliullah as a sociologist
৬৫	১৯৬২-৬৩	সাহিরা খাতুন, গভর্নমেন্ট রিসার্চ স্কলার	Tabari : His life and work
৬৬	১৯৬২-৬৩	মো: মুস্তাফিজুর রহমান	Tafsir in Indo-Pakistan Sub continent
৬৭	১৯৬২-৬৩	ড. মুহাম্মদ ইছহাক	Impact of Islam on the

			Barbers of north Africa
৬৮	১৯৬৩-৬৪	ড. সৈয়দ ফাতেমা সাদেক	Development of Al -Barid during the reign of Baybers 1 of Egypt
৬৯	১৯৬৩-৬৪	সাহেরা খাতুন	A few Arabic grammarians of persian origin of the 4^{th} century A.H.
৭০	১৯৬৩-৬৪	মো: মুস্তাফিজুর রহমান	Mahmud Taymur Bey, a modern Arabic writer of Egypt
৭১	১৯৬৩-৬৪	শায়খ শারাফুদ্দীন	Origin and development of religion
৭২	১৯৬৩-৬৪	আফতাব উদ্দীন আহমাদ	Fundamental rights of Islam
৭৩	১৯৬৩-৬৪	Mrs. Gudrun Sturm Hofel, Secretary to the German Consul in Dacca	Sufism in modern Turkey
৭৪	১৯৬৪-৬৫	কে.বি বরুয়া, লেকচারার: বাংলা বিভাগ	The Budda and Buddhism
৭৫	১৯৬৫-৬৬	সাহিরা খাতুন	Abul Faraj al Isbahani and his kitab al-Aghani
৭৬	১৯৬৬-৬৭	ড. জিয়াউদ্দীন আহমাদ	A survey of the development of Islamic theology
৭৭	১৯৬৬-৬৭	আব্দুল মালিক, এম.এ শিক্ষার্থী	Imam Abu Jafar Tahawi- his life and works
৭৮	১৯৬৭-৬৮	ড. জিয়াউদ্দীন আহমাদ	A survey on the development of theology in Islam
৭৯	১৯৬৭-৬৮	ড. এস.এফ সাদেক	Mamluk court and household
৮০	১৯৬৭-৬৮	ড. মুহাম্মদ ইছহাক	Al Asamm, the famous deaf traditionalist of Nishapur
৮১	২৫.০৬.১৯৬৯	ড. ছগীর হাসান, ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ইসলামাবাদ	Ikhtilaf al Fuqaha by Imam Jafar al Tahawi

৮২	২২.০১.১৯৭০	Professor Charles Beckingham, Head of Dept of Arabic and Islamic studies, SOAS, University of London	Early expansion of Islam
৮৩	২৮.১০.১৯৭০	ড. মুস্তাফিজুর রহমান	Library facilities in UK
৮৪	০৩.০২.১৯৭১	আ.ন.ম. আব্দুল মান্নান খান, বিভাগীয় শিক্ষক	An introduction to the ottoman Turks
৮৫	১৬.০২.১৯৭১	মেসবাহ উদ্দীন, বিভাগীয় শিক্ষক	
৮৬	২৯.০৬.১৯৭৪	আ.ন.ম. রইছ উদ্দীন	A Short topography under the muslim spain

বিভাগীয় পর্যায়ে জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার অন্যতম হলো গবেষণা সেমিনার আয়োজন। ১৯৩১ সাল থেকে শুরু করে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত বিভাগীয় উদ্যোগে প্রায় ৮৬ টি গবেষণা সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। যাতে দেশ-বিদেশের অনেক খ্যাতিমান গবেষক ও শিক্ষাবিদগণ প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন। পরবর্তীতে এ কার্যক্রম কিছুটা শ্লথ হয়ে যায়। কিন্তু গবেষণার এ ধারাকে অব্যাহত রাখতে পারলে ভবিষ্যতে গবেষণা কার্যক্রম আরো বৃদ্ধি পাবে এবং নতুন নতুন গবেষক তৈরী হবে। সুতরাং বিভাগের স্বার্থেই কার্যক্রম পুণরায় চালু করা এবং ধারাবাহিকতা বজায় রাখা অতীব জরুরী।

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়

বিভাগের কতিপয় খ্যাতিমান শিক্ষার্থীর পরিচিতি ও অবদান

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ শতবর্ষী ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। ১৯২১ সাল থেকে শুরু করে অদ্যাবধি এ বিভাগ অনেক খ্যাতিমান ও কীর্তিমান ব্যক্তিত্বের জন্ম দিয়েছে, যারা স্বীয় মেধা ও যোগ্যতার বলে দেশে-বিদেশে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। প্রশাসন, ব্যাংকিং, রাজনীতি, সমাজসেবা, সাংবাদিকতা, গবেষণা, ধর্মের প্রচার-প্রসারসহ এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থীরা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেনি। সকল কীর্তিমান শিক্ষার্থীর জীবন ও কর্ম উপস্থাপন করতে হলে বক্ষমান গবেষণার পরিধি অনেক বৃদ্ধি পাবে। এমনকি কারো কারো জীবন ও কর্মের উপর আলাদা আলাদা পিএইচ.ডিও হতে পারে। তাই আলোচ্য অধ্যায়ে কেবল সেসব খ্যাতিমান শিক্ষার্থীর জীবন ও কর্ম উপস্থাপিত হয়েছে, যারা কেবল জ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় অবদান রেখেছেন। অন্যান্য ক্ষেত্রে যারা অবদান রেখেছেন তাদের আলোচনা এ অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়নি। তবে যারা জ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন, এমন কারো কারো নামও হয়তো বাদ যেতে পারে; সে ক্ষেত্রে তাদের ব্যাপারে অজ্ঞতা এবং কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্র না পাওয়াই দায়ী।

আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী (বি.এ ১৯২৮, এম.এ ১৯২৯)

আ.ফ.ম. আবদুল হক ফরিদী, পুরো নাম আবুল ফারাহ মুহাম্মদ আবদুল হক ফরিদী। তবে তিনি আবদুল হক ফরিদী নামে-ই পরিচিত। ফরিদপুর জেলার অধিবাসী হওয়ায় তিনি নামের শেষে সম্বন্ধসূচক নাম ফরিদপুরী-কে সংক্ষিপ্ত করে ফরিদী ব্যবহার করতেন। সরকারী কর্মকর্তা হিসেবে পুরো জীবন কাটানোর পর শেষ দিকে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার সাথে জড়িত হন। সরকারী কর্মকর্তা হলেও তিনি মূলত শিক্ষা-দীক্ষার সাথেই জড়িত ছিলেন। নিম্নে মহান এ মনীষীর জীবনী আলোচনা করা হলো।

জন্ম ও শৈশবকাল

জনাব আবদুল হক ফরিদী তৎকালীন ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমার পালং থানায় (বর্তমান শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলা) ১৯০৩ সালের ২৫ মে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৌলভী আলফাজুদ্দীন। তিনি পেশায় একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ছিলেন। ছোট বেলা থেকে আবদুল হক ফরিদী প্রখর মেধার অধিকারী ছিলেন।

শিক্ষাজীবন

আবদুল হক ফরিদী পারিবারিক পরিমন্ডল থেকে লেখাপড়ার হাতেখড়ি নিয়ে গ্রামের মক্তব ও স্কুল থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন। ১৯১৫ সালের দিকে নিউ স্কীম মাদরাসা চালু হলে তাঁর পরিবার তাকে মাদরাসায় ভর্তি করে দেন। ১৯২৩ সালে ঢাকা মাদরাসা থেকে ইসলামিক মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯২৫ সালে ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করে কৃতকার্য হন।[৫৪৮]

এরপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ভর্তি হন। ১৯২৮ সালে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে সকল বিষয়ে সর্বোচ্চ নাম্বার লাভ করে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। ১৯২৯ সালে এম. এ পরীক্ষায়ও প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন। তিনি ১৯৩৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বহিরাগত শিক্ষার্থী হিসেবে ফার্সীতে এম. এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। উক্ত পরীক্ষায়ও তিনি প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন।[৫৪৯]

শিক্ষানুরাগী এ মহান মানুষটি ১৯৩৮ সালে লন্ডনের লীডস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৫১ সালে আমেরিকান সরকারের আমন্ত্রণে শিক্ষা প্রশাসন বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা অর্জন করার লক্ষ্যে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং অধ্যয়ন শেষে ১৯৫২ সালে উক্ত বিষয়ে

---

৫৪৮. *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০ খ্রি.), খ. ২৬শ, পৃ. ২৮৯-৯০

৫৪৯. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

এডভান্সড সার্টিফিকেট লাভ করেন। শিক্ষা প্রশাসন নিয়ে অধ্যয়নের সুবাদে সর্বপ্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের জন্য তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বহু অঙ্গরাজ্যে সফর করেন।[৫৫০]

জনাব ফরিদী ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় ও মার্কিন শিক্ষা দফতরের পরামর্শে নিউইয়র্ক শহরের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় গ্রীষ্মকালীন শিক্ষাকোর্সেও অংশগ্রহণ করেন। নতুন নতুন বিষয়ে জানা, অভিজ্ঞতা লাভ করা ছিলো তাঁর প্রধান আগ্রহের বিষয়। যখন কম্পিউটার বিজ্ঞান আবিষ্কার হলো তখন তিনি এ সম্পর্কে জানতে আগ্রহবোধ করেন। ফলে বৃদ্ধ বয়সে উম্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সাইন্স কোর্সে ভর্তি হন। এ গুলো বিশ্লেষণ করলে সহজে অনুমিত হয় যে, জনাব ফরিদী শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞানার্জন, অভিজ্ঞতা লাভ, জ্ঞানের নতুন নতুন শাখায় বিচরণ ইত্যাদিতে খুবই অনুরাগী ব্যক্তি ছিলেন।[৫৫১]

কর্মজীবন

আবদুল হক ফরিদী ১৯৩০ সালের দিকে চট্টগ্রাম সরকারী ডিগ্রি কলেজে প্রভাষক পদে নিযুক্ত হওয়ার মাধ্যমে কর্মজীবনের সূচনা করেন। প্রায় তিনবছর এখানে শিক্ষকতা করার পর বেঙ্গল এডুকেশনাল সার্ভিসে উন্নীত হয়ে বর্ধমান বিভাগের মুসলিম শিক্ষার সহকারী স্কুল পরিদর্শকরূপে চুঁচুড়ায় (হুগলী) বদলি হন। উক্ত পদে তিন বছর কর্মরত থাকেন। এরপর ১৯৩৭-৩৮ সালের দিকে শিক্ষাছুটি নিয়ে লীড্‌স বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের লক্ষ্যে গমন করেন। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর বরিশাল ও চট্টগ্রাম জেলার জেলা স্কুল পরিদর্শকরূপে তিনি নিয়োগ লাভ করেন। কিছু দিন পর বেঙ্গল সিনিয়র এডুকেশনাল সার্ভিসে উন্নীত হন এবং তাকে বর্ধমান বিভাগ ও রাজশাহী বিভাগে দ্বিতীয় বিভাগীয় স্কুল পরিদর্শক নিযুক্ত করা হয়।

১৯৪৪ সালে প্রেসিডেন্সী বিভাগের (বিভাগীয়) স্কুল পরিদর্শকরূপে কলকাতা বদলি হন। ১৯৪৬ সালে এডিশনাল এ. ডি. পি. আই. (প্রাথমিক শিক্ষা) নিযুক্ত হন। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি ঢাকা বিভাগের স্কুল পরিদর্শক রূপে ঢাকায় আগমন করেন। ১৯৪৮ সালের ১ জানুয়ারী তিনি মুসলিম শিক্ষার সহকারী ডি. পি. আই. নিযুক্ত হন। ১৯৫৩ সালের জুন মাসে তিনি পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন করাচী বোর্ড অব সেকেন্ডারী এডুকেশনের প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। ১৯৫৮ সালের জুলাই মাসে পূর্ব পাকিস্তান সেকেন্ডারী এডুকেশন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঢাকায় ফিরে আসেন। ১৯৬০ সালের ১৫ মার্চ থেকে ১৯৬২ সালের ৮ই জুলাই পর্যন্ত পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে যুগ্ম শিক্ষা উপদেষ্টা পদে করাচীতে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬২ সালের ৯ জুলাই থেকে ১৯৬৫ সালের ৮ জুলাই পর্যন্ত কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য হিসেবে তিনি কর্মরত ছিলেন। অতঃপর ২৮ জুলাই ১৯৬৫ সালে ঢাকায় ফেরত এসে জনশিক্ষার পরিচালক (ডি.পি.আই) পদে যোগদেন। পরবর্তী বছর ১৯৬৬ সালের ২৫ মে সরকারী চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

জনাব আবদুল হক ফরিদী সরকারী চাকরী থেকে অবসর গ্রহণের কিছুদিন পর তাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনারারী ট্রেজারার পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়। তিনি উক্ত পদে দীর্ঘ ছয় বছর দায়িত্ব পালন করেন। শেষের দিকে কিছু দিনের জন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ভাইস-চ্যান্সেলর এর দায়িত্বও পালন করেন। গুণগ্রাহী এ মনীষী করাচী, ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট সদস্যও নির্বাচিত হন।[৫৫২]

কৃতিত্ব ও অবদান

জনাব আবদুল হক ফরিদী ১৯৭৭ সালের ১৬ অক্টোবর থেকে ১৯৭৯ সালের ২৩ জুলাই পর্যন্ত ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর মহাপরিচালক এর দায়িত্ব পালন করেন।[৫৫৩] তাঁর আমলে ইসলামিক

---

৫৫০. প্রাগুক্ত

৫৫১. প্রাগুক্ত

৫৫২. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ২৬শ, পৃ. ২৯০-৯১

৫৫৩. https://bit.ly/3lagab1 , Accessed on 6 February 2020

Dhaka University Institutional Repository

ফাউন্ডেশন এর তত্ত্বাবধানে ইমাম প্রশিক্ষণ কোর্স চালু হয়। তাঁর সময়ে বাংলায় ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশের পরিকল্পনাটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন গ্রহণ করে। তিনি ইসলামী বিশ্বকোষ এর প্রথম ২০ খন্ড সম্পাদনা পরিষদের সভাপতি ছিলেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক থাকাকালীন সময়ে ইসলামিক কনফারেন্স সংস্থার অনুরোধে তিনি বাংলাদেশে সর্বপ্রথম একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলন ঢাকায় অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। এ কনফারেন্সের আলোচ্য বিষয় ছিলো 'মুসলিম বিশ্ব ঃ মানবিক ও প্রাকৃতিক সম্পদ'। তিনি বাংলা একাডেমি প্রকাশিত ব্যবহারিক বাংলা অভিধান প্রণয়নে বিশেষজ্ঞ হিসেবে অবদান রাখেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত আল-কুরআনুল কারীমের দ্বিতীয় সংস্করণের সম্পাদকমন্ডলীর তালিকায় তার নাম সর্ব প্রথমেই রয়েছে। [৫৫৪]

তিনি সেবামূলক অনেক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন। ১৯৭০-৭১ সালে তিনি আন্তর্জাতিক রোটারীর ৩০৭ নম্বর জেলার ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর পদে নির্বাচিত হন, তখন পুরো পাকিস্তান এর অন্তর্ভুক্ত ছিলো। ১৯৭০ সালে নভেম্বর মাসে বাংলাদেশের উপকুলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়ে ব্যাপক প্রাণহাণি ও ক্ষয়ক্ষতি হয়। তখন বিশ্বের বিভিন্ন রোটারী ক্লাব জনাব ফরিদী ও তার সহযোগীদের প্রচেষ্টায় সাহায্য সহযোগিতা প্রেরণ করে। যেমন জাপান রোটারিয়ানদের পক্ষ থেকে পটুয়াখালী জেলার চারটি স্থানে আশ্রয়স্থল নির্মিত হয়। সেগুলি পরে স্কুল হিসাবেও ব্যবহৃত হয়েছে।

জনাব ফরিদী ছিলেন ঢাকা আঞ্জুমানে মুফিদুল ইসলাম নামক সমাজসেবামূলক সংস্থার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও আজীবন ট্রাস্টি। তিনি বাংলাদেশে বয়েজ স্কাউট আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোক্তা। তিনি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্কাউটের 'উড ব্যাজ' ধারী ছিলেন। তিনি পাকিস্তান বয়স্কাউট এসোসিয়েশনের ডেপুটি ন্যাশনাল কমিশনার ছিলেন। তিনি স্কাউটের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান পাকিস্তান স্কাউটের সিলভার উষ্ট্র এবং বাংলাদেশ স্কাউটের সিলভার টাইগার প্রাপ্ত ছিলেন। বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ সভাপতি ছিলেন। এছাড়াও তিনি বাংলা একাডেমির প্রথম জীবনসদস্য এবং ১৯৮০-৮১ সালে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত সভাপতি ছিলেন। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর আজীবন সদস্য। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য ও এক সময়ের অন্যতম সহ-সভাপতি। তিনি জাতীয় অন্ধ কল্যাণ সমিতির জীবনসদস্য ও বোর্ড অব গভর্ণর এর এক সময়ের সদস্য।
মহান এ ব্যক্তি লেখালেখি ও সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলা একাডেমির সম্মানসূচক ফেলোশিপ প্রাপ্ত হন। কিন্তু তিনি এ ফেলোশিপ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান।[৫৫৫] ১৯৪১ সালের দিকে বৃটিশ সরকার তাকে 'খান সাহেব' খেতাব দেয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি তা বর্জন করেন। এ দিকে পাকিস্তান সরকার তাকে 'সিতারা-ই-খিদমত' উপাধিতে ভূষিত করলে তাও তিনি ব্যবহার করতেন না। মূলত তিনি নিজেকে জাহির করতে পছন্দ করতেন না।

বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ

জনাব আবদুল হক ফরিদী শিক্ষা অর্জনের জন্য, সরকারী কাজে এবং ব্যক্তি উদ্যোগে বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন। তিনি ১৯৫১-৫২ সালে মার্কিন সরকারের আমন্ত্রণে শিক্ষা প্রশাসনে উচ্চতর প্রশিক্ষণ লাভের উদ্দেশ্যে আমেরিকা গমন করেন। এ সময় তিনি প্রত্যাবর্তনকালে জাপান, হাওয়াই দ্বীপ, হংকং, ব্যাংকক ও রেংগুন সফর করেন। এ ছাড়াও তিনি ১৯৬৪ সালে পাকিস্তান বয়স্কাউটস এর একটি দলের নেতা হিসেবে মার্কিন বয়স্কাউটস এর জাতীয় জাম্বুরীতে যোগ দিতে আমেরিকায় যান। তিনি ১৯৭০ সালে রোটারী ইন্টারন্যাশনাল এর সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত গভর্ণর নমিনি হিসেবে নিউইয়র্ক ও জার্জিয়ায় গমন করেন। এ সফর শেষে প্রত্যাবর্তনকালে ফিলিপাইন, জাপান, ব্যাংকক ও হাওয়াই দ্বীপ ইত্যাদি দর্শন করে আসেন।[৫৫৬]

---

৫৫৪. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ২৬শ, পৃ. ২৯০-৯১

৫৫৫. বাংলা একাডেমি সম্মানসূচক ফেলোশিপ, বাংলা একাডেমি

৫৫৬. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ২৬শ, পৃ. ২৯০-৯১

Dhaka University Institutional Repository

তিনি যুক্তরাজ্য সফর করেছেন বহুবার। এরমধ্যে ১৯৩৭-৩৮সালে লীডস বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার লক্ষ্যে যুক্তরাজ্য সফর করেন। এছাড়াও বৃটিশ কাউন্সিল ও এশিয়া ফাউন্ডেশনের আমন্ত্রণে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন। তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছিলেন। এর মধ্যে পশ্চিম জার্মান সরকারের আমন্ত্রণে এক বিশেষজ্ঞ দলের সাথে শিক্ষাসফরে তিনি জার্মানের বিভিন্ন শহর ভ্রমণ করেছিলেন। তার এ সফর সংগঠিত হয় ১৯৬২ সালে। তিনি পাকিস্তান বয়স্কাউট এর প্রতিনিধি হিসেবে সিঙ্গাপুর, কুয়ালামপুর, পেনাং ইত্যাদি সফর করেন। ইউনেস্কোর আমন্ত্রনে একাধিকবার ব্যাংকক যান। বিভিন্ন সময়ে তিনি তুরস্ক, লেবানন, মিসর ও কাবুল সফর করেছিলেন। ১৯৭৮ সালে শ্রীলঙ্কা সরকারের আমন্ত্রণে কলম্বোতে ইসলামী শিক্ষাবিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করেন এবং সেখানে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

পারিবারিক জীবন

জনাব আব্দুল হক ফরিদী মশুরীখোলার পীর হযরত শাহ আহসানুল্লাহ এর বংশে বিবাহ করেন। তিনি জীবিত থাকা অবস্থায়ই তাঁর স্ত্রী ইন্তেকাল করেন। তাঁর দুই ভায়রা ছিলেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মরহুম সৈয়দ এ বি এম মাহমুদ হোসেন এবং পুলিশের আই জি মরহুম আবুল হাসানাত মুহাম্মদ ইসমাঈল। তিনি দুই পুত্র ও দুই কন্যার জনক ছিলেন।

গবেষণাকর্ম

শিক্ষা ও গবেষণা ছিলো জনাব ফরিদীর প্রধান আকর্ষণের ক্ষেত্র। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করেছিলেন তিনি। তিনি বাংলা, ইংরেজী, ফার্সী ও উর্দু ভাষায় সমান দক্ষ ছিলেন। মহান এ মনীষীর জ্ঞান বিজ্ঞানে সবিশেষ অবদান ও গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো:-

১. ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক থাকাবস্থায় তিনি *ইসলামী বিশ্বকোষ* প্রণয়নের প্রকল্প হাতে নেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত ইসলামী বিশ্বকোষ এর মোট ২৮ খন্ডের মধ্যে প্রথম ২০ খন্ডের সম্পাদনা পরিষদের সভাপতি ছিলেন জনাব ফরিদী।
২. ১৯২৫ সাল থেকে *সওগাত*, *মাসিক মোহাম্মদী*, *মাহে নও* ইত্যাদি সাময়িক পত্রিকায় তার মৌলিক এবং আরবী ফার্সী ও উর্দু থেকে অনেক অনূদিত কবিতা, প্রবন্ধ ও ছোট গল্প ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। যেগুলোর অধিকাংশেরই গ্রন্থিত রূপ দেখা যায় না।
৩. বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত বাংলাদেশের *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* প্রণয়নে বিশেষজ্ঞ হিসেবে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।
৪. ১৯৮৬ সালে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত *তাজরীদুল বুখারী* নামক গ্রন্থের একটি অধ্যায় তিনি অনুবাদ করেছিলেন এবং উক্ত গ্রন্থের সম্পাদনা পরিষদের তিনি একজন সদস্য ছিলেন।
৫. এস. এম ইকরাম কর্তৃক রচিত *Cultural Heritage of Pakistan* নামক গ্রন্থের একটি অধ্যায় তিনি অনুবাদ করেন।
৬. *'রুমূয-ই-বেখূদী'* একটি কাব্য গ্রন্থ, যা আল্লামা ইকবালের দার্শনিক ফার্সী কাব্য হিসেবে পরিচিত। এ বইয়ের তিনি বাংলা কাব্যানুবাদ করেছেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত হয়।
৭. মুসলিম সামাজিক উপন্যাস *'আব্দুল্লাহ'*। মূল লেখক কাজী ইমদাদুল হক। উক্ত গ্রন্থের উর্দু অনুবাদ করেছিলেন তিনি। যা ১৯৬৬ সালে পাকিস্তান পাবলিকেশন্স কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে।
৮. প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক নাসীম হিজাযী প্রণীত ঐতিহাসিক উপন্যাস *'মুহাম্মদ বিন কাসিম'* এর মূল উর্দু থেকে বাংলায় অনুবাদ করেন। যা ১৯৮০ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত হয়।
৯. ১৯৮৫ সালে *'মাদ্রাসা শিক্ষাঃ বাংলাদেশ"* শিরোনামে তাঁর একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত হয়।[৫৫৭]

মৃত্যু

জনাব আবদুল হক ফরিদী ৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬ সালে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।[৫৫৮]

---

৫৫৭. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ২৬শ,পৃ. ২৯০-৯১

৫৫৮. *বাংলাপিডিয়া: বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্বকোষ*, ২য় সংস্করণ, ভুক্তি ফরিদী, আব্দুল হক। https://bit.ly/3a9kUXU

শাহ সৈয়দ আহমদ মিঞা (বি.এ ১৯৩২, এম.এ ১৯৩৩)

জন্ম ও শৈশবকাল

শাহ সৈয়দ আহমদ মিঞা ১৯০৬ সালের ৩১ শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার ঢাকার মিঞা সাহেব ময়দান নামক এলাকার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[৫৫৯] তাঁর পিতার নাম শাহ আবু ইউসুফ। তাঁর বাবা আলিম ও পীর ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে খানকাহর গদ্দিনশীন হন। পাক-ভারত উপমহাদেশের মানুষ পীর সাহেবদের অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে দেখেন। সে হিসেবে তাঁর পরিবারও ছিলো মানুষের কাছে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পাত্র।

শিক্ষাজীবন

শাহ সৈয়দ আহমদ তাঁর পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষার হাতে খড়ি লাভ করেন। তারপর ঢাকার মোহসিনিয়া মাদরাসার আরবী শাখায় ৫ম বর্ষ (জমা'আত এ পাঞ্জুম) পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। ১৯৩২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে বি.এ. অনার্স এবং ১৯৩৩ সালে একই বিষয়ে এম.এ পাশ করেন। এরপর উচ্চ শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে তিনি রামপুরে গমন করেন এবং রামপুরের বিখ্যাত মুহাদ্দিস মাওলানা মুনাওয়ার আলী নকশবন্দীর নিকট বুখারী শরীফ, তিরমিযী শরীফ এবং তাফসীরে কাশশাফ অধ্যয়ন করেন। তিনি শামসুল উলামা ইসহাক বর্ধমানীর নিকট থেকে বুখারী শরীফের সনদ লাভ করেন।[৫৬০]

কর্মজীবন

শিক্ষাজীবন শেষ করে শাহ সৈয়দ আহমদ মহান পেশা শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত ঢাকার দারুল উলুমে শিক্ষকতা করেন। এরপর কয়েকবছর তৎকালীন জগন্নাথ কলেজে আরবীর শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তারপর নারায়নগঞ্জে কাযী নিযুক্ত হন। এক বছর সে পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। অতঃপর মোহসিনিয়া জুনিয়র মাদ্রাসায় কিছুকাল শিক্ষকতা করার পর ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের আরবীর শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। তাঁর কর্মজীবন সম্পর্কে এর থেকে বেশি তথ্য পাওয়া যায় না। তবে অনুমিত হয় যে, কলেজের শিক্ষক হিসেবে তিনি কর্মজীবন সমাপ্ত করেন।

গবেষণাকর্ম

মাওলানা সুফী সৈয়দ আহমদ মিঞা উর্দু ভাষায় একটি বিখ্যাত গ্রন্থ عین جاریۃ (আইনুন জারিয়া) রচনা করেন। এটি ১০৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত, ১৯৬৪ সালে বাংলাবাজারের সেন্ট্রাল অফসেট প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। বইটিতে বিভিন্ন ওলীদের জীবনী আলোচনা করা হয়েছে।

মৃত্যু

সৈয়দ আহমদ মিঞা ১৯৭৯ সালের ২২ শে এপ্রিল ঢাকায় ইন্তিকাল করেন। পারিবারিক কবরস্থানে তাকে সমাহিত করা হয়।[৫৬১]

ড. এ. কে. এম আইয়ুব আলী (বি.এ ১৯৪৩, এম.এ ১৯৪৪)

জন্ম ও শৈশবকাল

ড. এ. কে. এম. আইয়ুব আলী, পুরো নাম ড. আবুল খায়ের মুহাম্মদ আইয়ুব আলী। তিনি ১৯১৯ সালের ১লা এপ্রিল পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া থানার তেলিখালি গ্রামের (তৎকালীন বাকেরগঞ্জ জেলার ঝালকাঠি গ্রাম) এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম মৌলভী আবদুল ওয়াহিদ। তিনি একজন দানবীর আল্লাহভীরু লোক ছিলেন। তাঁর মাতার নাম আবিদা খাতুন। তিনি

---

৫৫৯. ড. মুহাম্মদ আব্দুল বাকী, *বাংলাদেশে আরবী, ফার্সী ও উর্দুতে ইসলামী সাহিত্য চর্চা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭-২৩৮

৫৬০. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *ঢাকার কয়েকজন মুসলিম সুধী* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮১ খ্রি.), পৃ. ২৮৪

৫৬১. ড. মুহাম্মদ আব্দুল বাকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭-২৩৮

Dhaka University Institutional Repository

একজন আদর্শ গৃহিনী ছিলেন। তাদের তিন সন্তানের মধ্যে এ. কে. এম আইয়ুব আলী দ্বিতীয়। তিন সন্তানকেই দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলেন তারা। প্রত্যেক সন্তান মাদ্রাসা শিক্ষায় উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন। ড. আইয়ুব আলী ছোট বেলা থেকেই প্রখর মেধা ও সৃজনশীলতার অধিকারী ছিলেন। শিক্ষা জীবনের প্রতিটি স্তরে প্রথম হওয়ার কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৫৬২]

শিক্ষাজীবন

ড. আইয়ুব আলী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করেন গ্রামের পাঠশালা থেকে। এলাকার বাল্যবন্ধুদের সাথে আনন্দ উল্লাসে দুটি শিক্ষাস্তর তিনি পার করেন। পরবর্তীতে ১৯৩১ সালে কলকাতা গমন করেন। সেখানে অবস্থিত বিখ্যাত ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় আলিম শ্রেণিতে ভর্তি হন। এ মাদরাসা থেকে ১৯৩৩ সালে আলিম, ১৯৩৬ সালে ফাযিল এবং ১৯৩৮ সালে কামিল হাদীস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি ফাযিল পরীক্ষায় মেধাবৃত্তি লাভ করেন এবং কামিল পরীক্ষায় হাই সেকেন্ড ক্লাস প্রাপ্ত হন।[৫৬৩]

এরপর ১৯৪০ সালে ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ চট্টগ্রাম থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় বৃত্তিসহ ১ম বিভাগ প্রাপ্ত হন। ১৯৪৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে বি. এ অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন। কৃতিত্বপূর্ণ এ ফলাফলের জন্য তিনি নীলকান্ত স্বর্ণপদক এবং বাহরুল উলুম স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। ১৯৪৪ সালে একই বিভাগ থেকে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জনসহ 'কালি নারায়ন স্বর্ণ পদক' প্রাপ্ত হন।[৫৬৪]

এরপর Al Ghazali and his Theory of Knowledge" বিষয়ে পোস্ট গ্রাজুয়েট রিসার্চ সমাপ্ত করেন। তিনি ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সী ভাষা ও সাহিত্যে পার্ট ১ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম এবং ১৯৪৯ সালে পার্ট ২ পরীক্ষায় ১ম শ্রেণিতে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন।[৫৬৫]

ড. আইয়ুব আলী ১৯৫১-৫৩ সালে মিসর সরকারের বৃত্তিতে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Specialization in Theology and Islamic philosophy বিষয়ে 'আল-আলমিয়্যা' ডিগ্রি লাভ করেন। এ সময় তিনি উলূমুল করআন, উলূমুল হাদীস, ধর্মতত্ত্ব, ইসলামী দর্শন এবং তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। এরপর তিনি মিসরের কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৫ সালে 'Origin and Development of Islamic Theology with Special Reference to Imam Abu Mansur Al Maturidi' বিষয়ে পিএইচ. ডি ডিগ্রি লাভ করেন।[৫৬৬]

কর্মজীবন

ড. আইয়ুব আলী ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের প্রভাষক পদে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানে ২৪ আগস্ট ১৯৪৪ সাল থেকে ৮ অক্টোবর ১৯৪৪ পর্যন্ত আরবী বিভাগের প্রভাষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ২৫ জানুয়ারী ১৯৪৫ সাল থেকে ৩ ডিসেম্বর ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত হুগলীতে রাজস্ব অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। অতপর ৫ ডিসেম্বর ১৯৪৫ সাল থেকে ১৩ নভেম্বর ১৯৫১ সাল পর্যন্ত ঢাকার একটি আরবী জুনিয়র মাদ্রাসার আরবী শিক্ষক এবং হেড মাস্টার

---

৫৬২. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, **ড. এ.কে.এম আইয়ুব আলী : মুসাহামাতু লিতা'লীমিল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ ওয়াদ দিরাসাত আল-ইসলামিয়্যাহ,** *মাজাল্লাতুল আরাবিয়্যাহ*, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, সংখ্যা-১১, খন্ড-১০, জুন, ২০০৫, পৃ. ১৪৯

৫৬৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল

৫৬৪. হাফিজা আক্তার, *শাইখ আব্দুর রহীম: ইসলামী শিক্ষায় তাঁর অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

৫৬৫. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল।

৫৬৬. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, **ড. এ.কে.এম আইয়ুব আলী : মুসাহামাতু লিতা'লীমিল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ ওয়াদ দিরাসাত আল-ইসলামিয়্যাহ,** *মাজাল্লাতুল আরাবিয়্যাহ*, পৃ. ১৫০

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে ১৯৫১-৫৫ সাল পর্যন্ত সময় পিএইচ.ডি গবেষণার জন্য মিশরে অবস্থান করেন। পিএইচ.ডি শেষ করে ৩০ মে ১৯৫৫ সালে তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে যোগদান করেন। পূর্ব পাকিস্তান জুনিয়র এডুকেশন সার্ভিসের অধীনে উক্ত প্রতিষ্ঠানে ২০ জুন ১৯৫৫ সাল থেকে ২৬ জুন ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। এরপর পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সার্ভিসের অধীনে ৫ জুলাই ১৯৫৮ সাল থেকে ৩ আগস্ট ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত রাজশাহী সরকারী মাদরাসার অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত ছিলেন।[৫৬৭]

৯ ডিসেম্বর ১৯৬১ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভগে লেকচারার পদের জন্য আবেদন করেন। ৩০ জানুয়ারী ১৯৬২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ থেকে তাকে লেকচারার পদে নিয়োগ প্রদান করে।[৫৬৮] ১৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৬২ সালে ড. আইয়ুব আলী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বরাবর একটি পত্র প্রদান করেন। যাতে তিনি জানান, তাঁর জন্য একটি কোয়ার্টার বরাদ্দ করলে তিনি লেকচারার পদে যোগদান করবেন। যার প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে জানায় যে, কোয়ার্টার সংকটের কারণে তাকে যোগদানের পূর্বেই কোয়ার্টার বরাদ্দ এর নিশ্চয়তা প্রদান করা যাচ্ছে না; বরং যোগদানের পর এ বিষয়ে সাধ্যানুযায়ী ব্যবস্থা করা হবে।[৫৬৯]

এই প্রেক্ষিতে তিনি তৎকালীন বিভাগীয় প্রধান ড. সিরাজুল হকের সাথে দেখা করে এ অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করবেন না বলে অবহিত করেন। যার প্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তার নিয়োগপত্র বাতিল করে।[৫৭০] তিনি খুলনা দৌলতপুর সরকারী কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল হিসেবে ৪ আগস্ট ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। ৪ আগস্ট ১৯৬৯ সাল থেকে ২৬ অক্টোবর ১৯৭০ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সার্ভিসে সহকারী পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এরপর ২৭ অক্টোবর ১৯৭০ সাল থেকে ২২ জুলাই ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত তিনি সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[৫৭১]

পরবর্তীতে ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত সময়ে সরকারী মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকার অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এ সময় তিনি বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এর রেজিস্ট্রারও ছিলেন। মাদ্রাসা-ই-আলিয়া ঢাকায় কর্মরত অবস্থায় তিনি ১৯৭৭ সালে প্রফেসর পদে উন্নীত হন।[৫৭২]

কৃতিত্ব ও অবদান

ড. আইয়ুব আলী দেশ বরেণ্য একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে শিক্ষকতার পাশাপাশি শিক্ষা বিষয়ক নানা কর্মকান্ড ও সংগঠনের সাথে ওতোপ্রতভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর বোর্ড অব গভর্নরস এর একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ এর তিনি সদস্য ছিলেন। এ ছাড়াও তিনি ড. কুদরত ই খুদা কমিশন, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্কীম কমিটি, মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশন, মাদরাসা সিলেবাস প্রণয়ন কমিটি,

---

৫৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০-১৫১।

৫৬৮. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, নিয়োগপত্র, সূত্র নং ১৭৫৪৫, তারিখ ৩০ জানুয়ারী ১৯৬২

৫৬৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, সূত্র নং ১৯৭৩২, রেজিস্ট্রার কর্তৃক প্রেরিত পত্র, তারিখ: ১৯ মার্চ ১৯৬২

৫৭০. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, সূত্র নং ২৪৯০১, রেজিস্ট্রার কর্তৃক প্রেরিত পত্র, তারিখ: ১৮ জুন ১৯৬২

৫৭১. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, **ড. এ.কে.এম আইয়ুব আলী : মুসাহামাতু লিতা'লীমিল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ ওয়াদ দিরাসাত আল-ইসলামিয়্যাহ,** *মাজাল্লাতুল আরাবিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০-১৫১

৫৭২. ড. মুহাম্মদ আব্দুল বাকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪।

Dhaka University Institutional Repository

সরকারী যাকাত বোর্ডসহ বিভিন্ন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কমিশনের সদস্য হিসেবে অত্যন্ত সুনাম ও দক্ষতার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছেন। [৫৭৩]

ড. আইয়ুব আলী শিক্ষা গবেষণা প্রেমী একজন ক্ষনজন্মা প্রবাদপুরুষ। যার অবদান জাতি যুগ যুগ ধরে স্মরণ করবে। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর তাফসিরুল কুরআনিল কারীম এর সম্পাদনা পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি একজন ভাষাবিদ ছিলেন। বাংলা, আরবী, ইংরেজী, উর্দু ও ফার্সী ভাষায় সমান দক্ষতা ছিলো তাঁর। তিনি এ দেশে আরবী ভাষা প্রচার ও প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন। তিনি মনে করতেন আরবী ভাষায় দক্ষতা অর্জন না করতে পারলে ইসলাম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান আহরণ সম্ভব নয়। তিনি ইসলামী শিক্ষা ধারায় আরবী-উর্দুর মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষা ব্যবহারের প্রচলন ঘটান। মহান এ মনীষীর অবদানের কাছে জাতি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবে বললে অত্যুক্তি হবেনা। খ্যাতিমান এ শিক্ষাবিদ শিক্ষাক্ষেত্রে অনন্য অবদান রাখার জন্য ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক একুশে পদকে ভূষিত হন।[৫৭৪]

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ

ড. আইয়ুব আলী খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে অভিজ্ঞতার ঝুলি পূর্ণ করেছেন। বিভিন্ন সভা-সমাবেশ, সিম্পোজিয়ামে অংশ নিয়ে বক্তব্য রেখেছেন। তিনি পৃথিবীর যে সকল দেশ ভ্রমণ করেছেন সেগুলো হলো- সৌদি আরব, লেবানন, সিরিয়া, জর্ডান, মিসর, ইরাক, ইন্ডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, রাশিয়া এবং থাইল্যান্ড।

- ১৯৭৫ সালের ১০-২৫ ফেব্রুয়ারি বাগদাদ ইসলামী সম্মেলনে তিনি বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।
- ১৯৭৫ সালে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সীরাত সম্মেলনে তিনি যোগদান করেন।
- ১৯৭৫ সালের ১১ নভেম্বর থেকে ২৪ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ে তাসখন্দে অনুষ্ঠিত 'মধ্য এশিয়া ও তাজাখাস্তান সহযোগীতা' এর ত্রিশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সম্মেলনে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি দলের প্রধান হিসেবে যোগদান করেন।
- ১৯৭৮ সালের ৪ ডিসেম্বর থেকে ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে ইন্দোনিশিয়া, ৯ ডিসেম্বর থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত মালয়েশিয়া এবং ১৬ ডিসেম্বর থেকে ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি অংশগ্রহণ করেন।
- ১৯৭৮ সালের ৭ মার্চ থেকে ১০ মার্চ পাকিস্তানের ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ইসলামী চিন্তাবিদ সম্মেলনে তিনি যোগদান করেন।
- ১৯৮৪ সালের ১৬-১৮ জানুয়ারী মরক্কোর কাসাব্লাংকা শহরে অনুষ্ঠিত চতুর্থ আন্তর্জাতিক ইসলামিক সম্মেলনে তিনি অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়াও আরো বহু সেমিনার কনফারেন্সে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেছিলেন।[৫৭৫]

গবেষণাকর্ম

ড. আইয়ুব আলী একজন প্রথিতযশা ইসলামী গবেষক। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করেছেন, যা দেশি বিদেশি জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি একাধারে ইংরেজি, আরবী ও বাংলা ভাষায় গবেষণা গ্রন্থ ও গবেষণা প্রবন্ধ রচনা করেছেন। নিম্নে তাঁর গবেষণা কর্মের একটি তালিকা পেশ করা হলো।

---

৫৭৩. শরীফা সুলতানা হাসানাত, *আরবী ও ইসলামী শিক্ষা চর্চায় মাদ্রাসা-ই-আলীয়ার অবদান*, অপ্রকাশিত এম. ফিল. অভিসন্দর্ভ (কুষ্টিয়া : ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ১৪৬-১৪৮

৫৭৪. হাফিজা আক্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-২০

৫৭৫. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, **ড. এ.কে.এম আইয়ুব আলী : মুসাহামাতু লিতা'লীমিল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ ওয়াদ দিরাসাত আল-ইসলামিয়্যাহ**, *মাজাল্লাতুল আরাবিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩

Dhaka University Institutional Repository

ক. রচিত গ্রন্থসমূহ

১. *عقيدة الاسلام والامام الماتريدى*, এ বইটি মূলত তাঁর পিএইচ.ডি থিসিস। ১৯৮৩ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়।
২. *مكانة بيت المقدس فى الاسلام*
৩. H*istory of Traditional Islamic Education in Bangladesh*.
৪. *Contribution of Islam to the advancement of knowledge and Development of Educational Institutions*.

খ. ইংরেজী প্রবন্ধসমূহ

১. Jesus Christ and the Prophet Muhammad, (*The Epiphany*, 16.11.40)
২. Islmail and Ishaq, (*The Epiphany*, 25.1.1941)
৩. Polygamy, (*The Epiphany*, 4.2.41 and 22.3.41)
৪. Muslim Conception of God, (*The Epiphany*, 13.12.41)
৫. Maturidism: Imam al-Maturidi and his scholastic philosophy. (*History of Muslim Philosophy*, vol-1,)
৬. Tahawism: Imam al-Tahawi and his scholastic philosophy. (*History of Muslim Philosophy*, vol-1).

গ. বাংলা ভাষায় রচিত প্রবন্ধসমূহ

১. চায়নায় ইসলাম, (*শরীয়ত-ই- ইসলাম*, ভলিউম ৮, সংখ্যা ৯ ও ১০)
২. ফিলিপাইনে ইসলাম, (*শরীয়ত-ই- ইসলাম*, ভলিউম ১২, সংখ্যা ১০)
৩. সিসিলি বিজয়, (*সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ম্যাগাজিন*)
৪. স্পেনে আরবদের অবদান, (*শরীয়ত-ই-ইসলাম*, ১৯৩২)
৫. হযরত মুহাম্মদ (স.) ও তাঁর ধর্ম, (*শরীয়ত-ই-ইসলাম*, ভলিউম ৯, সংখ্যা ৩)
৬. মানবতার ধর্ম ইসলাম, (*শরীয়ত-ই-ইসলাম*, ১৯৩১)
৭. মুক্তির ধর্ম ইসলাম, (*শরীয়ত-ই- ইসলাম*, ভলিউম ১৩, সংখ্যা ২)
৮. ভন্ডনবী আসওয়াদ আনাসী, (*শরীয়ত-ই-ইসলাম*, ভলিউম ৬, সংখ্যা ৭)
৯. টিপু সুলতান, (*শরীয়ত-ই-ইসলাম*)
১০. নবাব ওয়াজেদ আলীর শেষ দিনগুলো (*শরীয়ত-ই-ইসলাম*, ভলিউম ১২, সংখ্যা ১১)
১১. শহীদ আনোয়ার, (*শরীয়ত-ই-ইসলাম*, ভলিউম ২, সংখ্যা ৬)
১২. নবীর বৈশিষ্ট্যসমূহ, (*শরীয়ত-ই-ইসলাম*, ভলিউম ১০, সংখ্যা ৯)
১৩. কৃষি ও উদ্ভিদ বিদ্যায় আরবদের অবদান, (*হেদায়েত*)
১৪. জামালউদ্দীন আফগানী, (*দৈনিক আজাদ*, ১৮ মার্চ ১৯৫১)
১৫. সাম্প্রদায়িকতা এবং জাতীয়তাবাদ, (*দৈনিক আজাদ*, ১ এপ্রিল ১৯৫১)
১৬. জাতীয়তাবাদ এবং ইসলামের রাজনৈতিক মতাদর্শ, (*দৈনিক আজাদ*, ৩ মার্চ ১৯৫১)
১৭. দর্শনের মূল ভিত্তি, (*মাসিক মোহাম্মদী*, ভলিউম ২২, সংখ্যা ৫)
১৮. পূর্ব পাকিস্তানে মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতি, (*দি আল ইসলাম*, ভলিউম ১, সংখ্যা ৩)

মৃত্যু

ড. আইয়ুব আলী ১৭ নভেম্বর ১৯৯৫ সালে তাঁর উত্তরাস্থ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। তাকে বনানী গোরস্থানে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিলো ৭৬ বছর। তিনি ৪ ছেলে ও ২ মেয়ে এবং অসংখ্য শুভানুধ্যায়ী রেখে পরলোক গমন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

ড. এ.এন.এম. মুমতাযুদ্দীন চৌধুরী (বি.এ ১৯৪৪, এম.এ ১৯৪৫)

জন্ম

ড. মুমতাযুদ্দীন চৌধুরী এর পূর্ণ নাম হলো আবু নসর মুহাম্মদ মুমতাযুদ্দীন চৌধুরী। তিনি ১৯২৩ সালের ১লা জুলাই লক্ষীপুর সদর উপজেলার গঙ্গাপুর ইউনিয়নের চর কাদিরা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হাফেয রমজান আলী ও মাতার নাম ফাতেমা বেগম।[৫৭৬]

শিক্ষাজীবন

ড. মুমতাযুদ্দীন চৌধুরী স্থানীয় মাদ্রাসা হতে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। তিনি ১৯৩৯ সালে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে কামিল (হাদীস) পাশ করেন। এরপর সাধারণ শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে ১৯৪৪ সালে বি.এ অনার্স ও ১৯৪৫ সালে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান লাভ করেন। ১৯৪৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি.টি. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর সরকারী বৃত্তিপ্রাপ্ত হয়ে আমেরিকা গমন করেন। ১৯৪৮ সালে নিউইয়র্ক-এর কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হতে এম.এ. এবং ১৯৪৯ সালে কর্নেল ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন।[৫৭৭]

কর্মজীবন

ড.মুমতাযুদ্দীন চৌধুরী আমেরিকাতে কিছুকাল সময় থাকার পর দেশে ফেরত আসেন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন উচ্চপদে চাকরী করেন। তিনি ১৯৫৭ সালে টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, রাজশাহী এর উপাধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। এরপর ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, রাজশাহী-এর প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৩ সাল থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত ডেপুটি ডাইরেক্টর চট্টগ্রাম বিভাগ, ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত ডেপুটি ডাইরেক্টর, ঢাকা বিভাগ-এর দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি ১৯৬৮ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত রাজশাহী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড এর চেয়ারম্যান হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড, ঢাকা-এর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ডি.পি.আই. এর জনশিক্ষা পরিচালক পদে কর্মরত ছিলেন। ১৯৭৬ সাল থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত ইসলামিক কালচারাল সেন্টার, লন্ডন-এর ডিন-এর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮০ সাল পর্যন্ত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রকল্প পরিচালক এবং ১লা জানুয়ারী ১৯৮১ সাল থেকে ২৭ ডিসেম্বর ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[৫৭৮]

গবেষণাকর্ম

ড. মুমতাযুদ্দীন চৌধুরীর লিখিত একটি বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায়-

১. *A Plan of Adult Education in Eastern Pakistan*, গ্রন্থটি মূলত তাঁর পিএইচ.ডি থিসিস। ৭৪৮ পৃষ্ঠার এই বইটি কর্নেল ইউনিভার্সিটি থেকে ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত হয়।[৫৭৯]

মৃত্যু

ড. আ ন ম মুমতাযুদ্দীন চৌধুরী ২ অক্টোবর ২০০৫ সালে রবিবার ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৮৭ বছর।

---

৫৭৬. বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, চর কাদিরা ইউনিয়ন, https://bit.ly/3izZt73, Accessed on 7 July 2021.

৫৭৭. মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমদ, *মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১

৫৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

৫৭৯. ওয়ার্ল্ডকেট, http://www.worldcat.org/oclc/63920366, Accessed on 7 July 2021

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ (বি.এ ১৯৪৯, এম.এ ১৯৫০)

মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা প্রতিষ্ঠাকাল থেকে যে সকল অধ্যক্ষদের পরিশ্রম ও সাধনায় জ্ঞানচর্চার মহীরুহে পরিণত হয়, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ। তিনি এ প্রতিষ্ঠানের ৪০তম ও ৪২তম অধ্যক্ষ ছিলেন। মুসলমানদের মধ্যে ১২তম ও ১৪তম অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি কেবল একজন অধ্যক্ষই ছিলেন না বরং অত্যন্ত দক্ষ প্রশাসক, শিক্ষাবিদ, ইসলামী চিন্তাবিদ ও সর্বজন স্বীকৃত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। নিম্নে মহান এ মনীষীর জীবনী আলোচনা করা হলো।

জন্ম ও শৈশবকাল

মাওলানা ইয়াকুব শরীফ ১৯২০ সালের ৯ ই অক্টোবর বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার সেনবাগ উপজেলার সাদেকপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[৫৮০] তাঁর পিতার নাম মাওলানা মুহাম্মদ বশির উল্লাহ। তিনি একজন উচ্চস্তরের আলিম ও বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। মাওলানা বশিরউল্লাহর পাঁচ ছেলে ও পাঁচ মেয়ের মধ্যে মুহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ ছিলেন সপ্তম। ছোট বেলা থেকেই ইয়াকুব শরীফ তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী ছিলেন। তাঁর পড়া লেখার হাতে খড়ি হয় পিতার একান্ত তত্ত্বাবধানে। বাবা মাওলানা বশিরউল্লাহর নিকট তিনি বিভিন্ন সূরা, কেরাত মুখস্থ করেন এবং হস্তলিপি শিখেন। কিন্তু নিয়তির অমোঘ বিধান মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তাঁর বাবা মারা যান। পিতার অবর্তমানে স্নেহময়ী মা তার লালন পালন করেন। মায়ের নিকট থেকে তিনি পূর্ণাঙ্গ কুরআন শরীফ পাঠের শিক্ষালাভ করেন।[৫৮১]

শিক্ষাজীবন

মাওলানা ইয়াকুব শরীফ তাঁর বাবা ইন্তেকালের পর মায়ের তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা করেন। তিনি সাদেকপুর পুরাতন বাড়ির প্রাচীন মক্তবে ভর্তি হন। এখানে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। এরপর তাঁর মেঝো ভাই মাওলানা শেখ আবদুর রহীম সেনবাগ অর্জনতলা বাবুপুর প্রাইমারী স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণিতে তাকে ভর্তি করে দেন। এ স্কুলে তৃতীয় শ্রেণিতে বার্ষিক পরীক্ষার সময় তার পরিবারে তিনি স্কুলে পড়বেন নাকি মাদরাসায় পড়বেন তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। অবশেষে তাঁর বড় ভাই মাওলানা আব্দুল্লাহ ও বড় ভগ্নিপতি আম্বর নগরের আলহাজ্ব মাওলানা আব্দুল গণির একান্ত তাগিদে তাঁর মাদরাসায় পড়া চূড়ান্ত হয় এবং পারিবারিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বড় ভগ্নিপতি তাঁর নিজস্ব মাদরাসা মীর আহমদপুর ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসায় জামাতে ইয়ায দাহমে তাকে ভর্তি করে দেন।[৫৮২]

এক বছরের মধ্যে ইয়ায দাহম ও দোয়ায দাহম দুইটি শ্রেণির পাঠ শেষ করে দাহম শ্রেণিতে ভর্তি হন। তিনি উক্ত মাদরাসা হতে জামাতে হাপ্তমের বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে মাসিক দু'টাকা হারে বৃত্তি লাভ করেন। উল্লেখ্য যে, তৎকালীন সময়ে একজন স্কুল শিক্ষকের মাসিক বেতন ছিলো দুই টাকা। শ্যালকের এ কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলে ভগ্নিপতি আব্দুল গণি তাকে নিয়ে আরো বড় স্বপ্ন দেখে। তিনি শ্যালকের বৃত্তির সকল টাকা জমিয়ে রাখেন। বছর শেষে বৃত্তির চব্বিশ টাকা হাতে দিয়ে তিনি তাকে পরবর্তী উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য কলকাতা প্রেরণ করেন।[৫৮৩]

তিনি ১৯৩৮ সালের আগস্ট মাসে কলকাতা আলিয়ায় জুনিয়র ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হন। মূলত ইয়াকুব শরীফ এর কলকাতা ভর্তি হওয়া সহজ হয়েছিলো তাঁর মেঝো ভাই শেখ আবদুর রহীম এর জন্য। তিনি তখন কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে বি.এ. অনার্স এর শিক্ষার্থী ছিলেন। সেই সুবাধে তিনি প্রথমে ভাইয়ের

---

৫৮০. বাংলাদেশ জাতীয় তথ্যবাতায়ন, সেনবাগ উপজেলা, https://bit.ly/3iAbDN8 , Accessed on 8 July 2021

৫৮১. শরীফা সুলতানা হাসানাত, 'অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ: মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়নে তাঁর অবদান', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, বর্ষ. ৪৬, সংখ্যা. ৩, জানুয়ারী-মার্চ-২০০৭, পৃ. ৬৯-৭০

৫৮২. শরীফা সুলতানা হাসানাত, **'অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ: মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়নে তাঁর অবদান**, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০-৭২

৫৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০-৭২

Dhaka University Institutional Repository

কাছে হোস্টেলে ওঠেন এবং পরে মেঝো ভাইয়ের প্রচেষ্টায় তাঁর নতুন মাদরাসায় ভর্তি এবং হোস্টেলের ব্যবস্থা সহজ হয়। কলকাতা থাকাবস্থায় জুনিয়র মাদরাসা বৃত্তি পরীক্ষায় আরবীতে প্রথম স্থান অধিকার করার জন্য তিনি মাসিক দশ টাকা হারে মহসীন স্কলারশিপ আর ইংরেজিতে প্রথম স্থান লাভের জন্য তৎকালীন বৃটিশ সরকার প্রদত্ত মাসিক পাঁচ টাকা হারে একটি সরকারী বৃত্তি লাভ করেন। পরবর্তীতে ১৯৪১ সালে আলিম, ১৯৪৩ সালে ফাযিল ও ১৯৪৫ সালে টাইটেল কামিল (মুমতাযুল মুহাদ্দিছীন) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এসময় তিনি কলকাতা মুসলিম ইনষ্টিটিউট হলে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক এর নিকট থেকে সনদপত্র ও পুরস্কার গ্রহণ করেছিলেন। অপর দিকে ইয়াকুব শরীফ ওয়ার স্কলারশীপ নামে মাসিক আট টাকা হারে ভিন্ন একটি বৃত্তি লাভ করেন, ফলে তিনি তিনটি বৃত্তি মিলে মোট ২৩ টাকা মাসিক আয় করতেন। এ টাকা দিয়ে নিজের যাবতীয় খরচপত্র নির্বাহ করে উদ্বৃত্ত টাকা দিয়ে বছরে একবার গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে আসতেন।

মাওলানা ইয়াকুব শরীফ সাধারণ শিক্ষাগ্রহণের জন্য তৎকালীন যশোর জেলার মাগুরা কলেজে (শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ) আই. এ শ্রেণিতে ভর্তি হন। এখান থেকে ১৯৪৭ সালে আই. এ পাশ করে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে বি.এ অনার্স শ্রেণিতে ভর্তি হন। উক্ত বিভাগ থেকে ১৯৪৯ সালে অনার্স এবং ১৯৫০ সালে এম. এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাঁর এ অসামান্য ফলাফলের জন্য স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন চ্যান্সেলর গভর্ণর ফিরোজ খান নুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৫২ সালের সমাবর্তনে তাকে স্বর্ণপদক পরিয়ে দেন।[৫৮৪]

কর্মজীবন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ অনার্স পাশ করার পর তিনি সুন্দরবনের নলীবন্দর ও জেড উবায়দুল্লাহ হাইস্কুলের হেডমাস্টার পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু এম. এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার নিমিত্তে এ চাকরীটি ছেড়ে দেন। এম. এ পাশের পর চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জের পালিশারা হাই মাদরাসার সুপারিন্টেনডেন্ট হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। কিছুদিন পর ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজে আরবী ও উর্দুর প্রফেসর হিসেবে যোগদান করেন। এ পদে থাকাকালীন সময়ে তিনি সিভিল সার্ভিসে আবেদন করেন। ১৯৫৩ সালের ৩রা জানুয়ারী ইপিসিএস (ইস্ট পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের প্রথম সহকারী রেজিষ্ট্রার পদে যোগদান করেন।[৫৮৫]

তিনি ১৯৬২ সালের ২০ নভেম্বর ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে (বর্তমান কাজী নজরুল কলেজ) প্রভাষক পদে বদলী হন। ১৯৬৩ সালের ১৯ নভেম্বর সহকারী অধ্যাপক হিসেবে শিক্ষা সার্ভিসে পদোন্নতি লাভ করে ইসলামী আরবী ইউনিভার্সিটি কমিশনের সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। কমিশনের দায়িত্বপালন শেষে তৎকালীন গভর্ণর মোনায়েম খাঁনের নিকট ২০ নভেম্বর ১৯৬৪ সালে তিনি রিপোর্ট জমা দেন। ১৯৬৪ সালের ২১ নভেম্বর তিনি সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। উক্ত মাদ্রাসায় ১৯৬৮ সালের ৪ এপ্রিল পর্যন্ত মোট চার বছর দায়িত্ব পালন করেন। তারপর ১৯৬৮ সালের ৫ এপ্রিল স্কুল টেক্সটবুক বোর্ড, ঢাকায় ডেপুটেশনে প্রথম ডিষ্ট্রিবিউশন অফিসার হিসেবে যোগদান করেন। অতঃপর ভাষা বিশেষজ্ঞ ও উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ পদে নিযুক্ত হন। এখানে ১৯৭২ সালের ১ মে পর্যন্ত মোট চার বছর ডেপুটেশনে থাকেন। এ সময় বাংলা ভাষার অঙ্গীভূত আরবী, ফার্সী ও উর্দু হরফ ও শব্দাবলীর বাংলা অনুলিখন পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য যে কমিটি গঠন করা হয় তার একজন বিশেষজ্ঞ সদস্য হিসেবে তিনি কাজ করেন। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালের ২ রা মে মাদ্রাসা-ই-আলিয়া ঢাকার হেড মাওলানার পদে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। সে সময় উক্ত মাদরাসার প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন তাঁর ই বন্ধু হাতিয়ার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মাওলানা মুহাম্মদ জালালুদ্দীন। তিনি ১৯৭৩ সালের ৩১ মার্চ অধ্যক্ষের দায়িত্ব ইয়াকুব শরীফ

---

৫৮৪. *বাংলাদেশ জাতীয় তথ্যবাতায়ন*, প্রাগুক্ত

৫৮৫. মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমদ, *মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

Dhaka University Institutional Repository

এর হাতে ন্যস্ত করে অবসর গ্রহণ করেন। সে হিসেবে তিনি ১৯৭৩ সালে ২৬ জুলাই পর্যন্ত অধ্যক্ষ ও হেড মাওলানা উভয় পদের গুরু দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭৩ সালের ২৬ জুলাই হেড মাওলানা পদের দায়িত্ব এডিশনাল হেড মাওলানা আবদুল বারী কে ও অধ্যক্ষের দায়িত্ব ড. এ.কে.এম আইউব আলীর উপর ন্যস্ত করে তিনি ২৭ জুলাই সিলেট আলিয়া মাদরাসার প্রিন্সিপ্যাল এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ১৯৭৯ সালের মার্চ মাসে ড. এ. কে. এম. আইউব আলী মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা থেকে অবসর গ্রহণ করলে ইয়াকুব শরীফ সিলেট আলিয়া মাদ্রাসা থেকে বদলী হয়ে পুনরায় মাদ্রাসা-ই-আলিয়া ঢাকার প্রিন্সিপ্যাল হিসেবে যোগদান করেন। মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকার অধ্যক্ষ থাকাকালীন ১৯৮৫ সালে সরকারী চাকরী থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।[৫৮৬]

কৃতিত্ব ও অবদান

মাওলানা ইয়াকুব শরীফ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা বিষয়ক নানা কর্মকান্ড সম্পাদনের মাধ্যমে অবদান রেখেছেন। তাঁর শিক্ষাকালীন বাংলা ও আসাম দু'টি প্রদেশের মাদ্রাসা ছাত্রদের একমাত্র সংগঠনটি কলকাতা জমিয়তে ত্বলাবা আরাবিয়া বাংলা ও আসাম নামে অভিহিত ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ১৯৪১-৪২ এবং ১৯৪২-৪৩ দুই সেশনে তিনি উক্ত জমিয়তের সেক্রেটারী জেনারেল পদে নির্বাচিত হন। এই সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বাংলা আসাম থেকে যে সকল হাজীগণ হজ্বে গমণ করতেন তাদের সেবা যত্ন করতেন। মূলত ইয়াকুব শরীফ সংগঠনটির ছাত্রদেরকে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে সামাজিক কর্মকান্ডে জড়িত রাখতেন। এ সময়ে ইরানে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়, তখন তাঁর নেতৃত্বে জমিয়তে তলাবা ত্রাণ ফান্ড গঠন করে এতে ক্ষতিগ্রস্ত দুর্গতদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন।

মাওলানা ইয়াকুব শরীফ সিলেট আলিয়ার অধ্যক্ষ থাকাবস্থায় মাদরাসার ব্যাপক উন্নতি সাধন করেন। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান কর্তৃক ১৮ লক্ষ টাকার অনুদান পেয়ে তিনি গৃহ নির্মাণ, অধ্যক্ষের কক্ষ, অফিস কক্ষ ও ষ্টোর রুম নির্মান করেন। লাইব্রেরী, কমন রুম, মাদ্রাসা গৃহ ও ছাত্রাবাস তত্ত্বাবধায়কের বাসা ইত্যাদির প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কার করেন। মাদরাসার সাথে একটি স্কুল ছিলো, যা মাদরাসার সৌন্দর্য ও শিক্ষাকার্যক্রমে ব্যঘাত ঘটাতো। তিনি উক্ত স্কুলের শিক্ষার্থীদের জেলা স্কুলে ভর্তি করিয়ে স্কুলটি মাদরাসার নামে নিয়ে নেন।

মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড প্রথমে স্বতন্ত্র ও স্বায়ত্বশাসন ভোগ করতো না। মাদ্রাসা-ই-আলিয়া ঢাকার প্রিন্সিপ্যাল পদাধীকার বলে সরকারী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের সার্বিক দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতো। কিন্তু মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের কর্ম পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় মাওলানা শরীফ এর পক্ষে একা সামাল দেয়া দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডকে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বিষয়টি রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের দৃষ্টিগোচর করা হলে তিনি তা দ্রুত কার্যকর করার জন্য নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশ মোতাবেক ২রা মার্চ ১৯৭৮ সালে সরকারী গেজেট প্রকাশিত হয়। তখন মাওলানা শরীফ উক্ত বোর্ডের চেয়ারম্যান এর পদ গ্রহণ না করে জনাব বাকী বিল্লাহ খানের নিকট মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের যাবতীয় রেকর্ড পত্রাদি হস্তান্তর করে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন আর নিজে ঢাকা আলিয়ার অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত থাকেন।

অধ্যক্ষ শরীফ-এর যুগান্তকারী অন্য একটি পদক্ষেপ হলো উপমহাদেশের প্রাচীনতম মাদরাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসা-ই-আলিয়া ঢাকার ছাত্র সংসদ প্রতিষ্ঠা করা। উক্ত মাদ্রাসাটি ১৭৮০ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে আর ১৯৪৭ সালে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। দীর্ঘ ২০০ বছরে উক্ত মাদরাসার কোনো ছাত্র সংসদ ছিলো না। এ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তিনি ১৭ ই ডিসেম্বর ১৯৮১ সালে ছাত্র সংসদ গঠন

৫৮৬. শরীফা সুলতানা হাসানাত, *অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ: মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়নে তাঁর অবদান*, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২-৭৩

Dhaka University Institutional Repository

করেন এবং প্রথমবারের মত সাধারণ ছাত্রদের প্রত্যক্ষ ভোটে মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করেন। ১৯৮১-৮২ সেশনের উক্ত ছাত্র সংসদ কমিটি ছিলো নিম্নরূপ :

সভাপতি- অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ

সহ-সভাপতি- মো: মমতাজউদ্দীন আহমদ, কামিল তাফসীর।

সাধারণ সম্পাদক- এ. বি. এম আব্দুস সোবহান, কামিল হাদীস।

সহ-সাধারণ সম্পাদক- মো: কুতুবুল ইসলাম নোমানী, কামিল ফিকহ।

সম্পাদকঃ ছাত্র মিলনায়তন- মো: গোলাম মাওলা, কামিল হাদীস।

সম্পাদকঃ ক্রীড়া বিভাগ- আবুল ফজল মো: রিয়াজ উদ্দীন, কামিল আদব।

সম্পাদকঃ সাহিত্য ও ইসলামী তাহযীব তামাদ্দুন- আর. কে. শাব্বীর আহমদ, কামিল তাফসীর।

সম্পাদকঃ সমাজ কল্যাণ- কাজী আব্দুল মান্নান আজমী, কামিল ফিকহ।

সদস্যবৃন্দঃ শাহ মো: লোকমান, কামিল হাদীস, মো: মহসিন উদ্দীন ফিরোজ, ফাজিল সাধারন।

হাফেজ মো: শহীদুল ইসলাম, আলিম সাধারণ, হাফেজ মো: মোস্তাফিজুর রহমান, দাখিল ৬ষ্ঠ বর্ষ।

মাওলানা ইয়াকুব শরীফ ঢাকা আলিয়ার অধ্যক্ষ থাকাবস্থায় তাঁর অন্যতম স্মরণীয় কার্যক্রম হলো মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার দুইশততম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা। এটি সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৮০ সালের ১৪-১৬ মার্চ তিন দিন ব্যাপি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠান উপলক্ষে চারটি বার্ষিকী প্রকাশ করা হয়। যথা-

১. মাদ্রাসা-ই- আলিয়া ঢাকা, অতীত ও বর্তমান (১৭৮০-১৯৮০), বাংলা স্মরণিকা।
২. আন্তর্জাতিক সেমিনার ও মহাসম্মেলনে, মাদ্রাসা-ই-আলিয়া ঢাকা, (বাংলা ও আরবী)।
৩. MADRASA-I-ALIAH, DACCA:PAST AND PRESENT 1780-1980 (ইংরেজি)।
৪. আওজাযুত্তারীখ লিল মাদ্রাসাতিল আলিয়াহ ঢাকা বাংলাদেশ (১৭৮০-১৯৮০), আরবী স্মরণিকা। অতি অল্প সময়ে অধ্যাক্ষ শরীফ এ কাজগুলো আঞ্জাম দেন।

অধ্যক্ষ শরীফের আরো কিছু অবদান হলো এই যে, তিনি ঢাকা আলিয়ার শিক্ষার্থীদের জন্য খেলার মাঠ অবমুক্ত করেন। যা ইতিপূর্বে সি. এন্ড বি কর্মচারীরা অবৈধ দখল করে রেখেছিলো। এ ছাড়াও অধ্যক্ষ ইয়াকুব শরীফের পৃষ্ঠপোষকতার কারণে মাদরাসার দুইশততম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আন্তর্জাতিক সেমিনারে সৌদিআরব সরকারের প্রতিনিধি রিয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ড. আবদুল্লাহ আবদুল মুহসিন আলতুর্কী মাদ্রাসা ছাত্র ও শিক্ষকদের উচ্চতর আরবী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য প্রতি বছর রিয়াদ ও মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সৌদি সরকারের বৃত্তি প্রদানের কথা ঘোষণা করেন। যা ছিলো ঢাকা আলিয়ার ছাত্র শিক্ষকদের জন্য একটি বড় পাওয়া।[৫৮৭]

গবেষণাকর্ম

মাওলানা ইয়াকুব শরীফ নানামুখী কর্মকান্ড আঞ্জাম দেয়ার সাথে সাথে গবেষণামূলক কাজ ও লেখালেখিতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কলকাতা মাদ্রাসার ছাত্র থাকাবস্থায় তিনি রচনা প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠস্থান লাভ করেন। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তাঁর অনেক লেখা প্রকাশিত হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ রচনার কাজে তিনি দীর্ঘ ২৪ বছর নিয়োজিত ছিলেন। বাংলাদেশ জাতীয় তথ্যবাতায়নের তথ্য মতে তিনি প্রায় ১০টি গ্রন্থ রচনা করেন।[৫৮৮]

মৃত্যু

মহান এ গুণী মানুষটি ২০০০ সালের মার্চ মাসে ঢাকায় নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেন।[৫৮৯]

---

৫৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০-৮১

৫৮৮. 'বাংলাদেশ জাতীয় তথ্যবাতায়ন', প্রাগুক্ত

৫৮৯. শরীফা সুলতানা হাসানাত, *অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ: মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়নে তাঁর অবদান*, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

Dhaka University Institutional Repository

ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান (বি.এ ১৯৫০, এম.এ ১৯৫১)

জন্ম ও শৈশবকাল

ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান ১৯২৬ সালের ১৮ ই এপ্রিল চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার চুনতি ইউনিয়নের ঐতিহ্যবাহী ডেপুটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম মৌলভী তাহের আহমদ খান (১৮৯৯-১৯৬৯ইং), তিনি চুনতি হাকীমিয়া আলিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ও শিক্ষক ছিলেন। বলা হয়ে থাকে এই ডেপুটি পরিবার ইসলামের প্রথম খলীফা আবু বকর সিদ্দীক রা. এর বংশধর এবং বংশীয় শাজারা অনুযায়ী ড. খান এই বংশধারার ৪২তম অধস্তন পুরুষ। তাঁর দাদার নাম তৈয়ব উল্লাহ খান আর পরদাদার নাম মৌলভী নাছির উদ্দিন খান ডেপুটি।[৫৯০]

শিক্ষাজীবন

ড. মুঈন উদ্দীন আহমদ খান চুনতি হাকিমিয়া কামিল (এম.এ) মাদরাসায় পড়ালেখা শুরু করেন। এখানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপন করে চট্টগ্রাম শহরের চন্দপুরাস্থ ইসলামিয়া ইন্টারমিডিয়েট কলেজ (মুহসিনিয়া মাদরাসা, মুহসিনিয়া ইসলামিয়া ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, যা বর্তমানে হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজ) থেকে উচ্চ মাধ্যমিক সমাপ্ত করেন। এরপর তিনি ১৯৫০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে বি.এ অনার্স ও ১৯৫১ সালে একই বিভাগ থেকে এম.এ ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। তিনি বি.এ ও এম.এ উভয় পরীক্ষায় ঈর্ষণীয় ফলাফল অর্জন করায় স্বর্ণপদক লাভ করেন। এরপর তিনি কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ে ফুল-ব্রাইট স্কলারশিপ লাভ করেন। ১৯৫৫ সালে ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষণাপত্রসহ ইসলামের ইতিহাসে আরেকটি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর উক্ত গবেষণাপত্রটি ১৯৫৯ সালে ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। অতঃপর ১৯৫৬ সালে ড. খান যুক্তরাষ্ট্রের বার্কলে শহরের ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার ইনস্টিটিউট অব সাউথ এশিয়ান স্টাডিজে রিসার্চ ফেলো হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং সেখানে ৬ মাসের একটি ফিল্ড ওয়ার্ক কোর্স সম্পন্ন করেন।

তিনি ১৯৫৬ সালে এশিয়া ফাউন্ডেশন, সান-ফ্রান্সিককো, যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভ্রমণ গবেষণা ফেলোশিপের প্রস্তাব পান। ফেলোশিপের অধীনে তিনি এক বছরের জন্য বৃহত্তর মালয় দ্বীপপুঞ্জ (ইন্দোনেশিয়া) বিশেষত জাভা, সুমাত্রা এবং বালি পরিদর্শন করেছিলেন। ১৯৫৯ সালে ইন্দোনেশিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করে পিএইচ.ডি গবেষক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে ভর্তি হন। সেখানে গবেষণায় তাঁর তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে ছিলেন-বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, প্রত্নতাত্ত্বিক ও ইতিহাসবিদ অধ্যাপক আহমেদ হাসান দানী। ১৯৬১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে “A History of the Faraidi Movement in Bengal” শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য তিনি পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন।[৫৯১]

কর্মজীবন

অধ্যাপক মুঈন উদ-দীন আহমদ খান ১৯৬১ সালে পাকিস্তানের করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগে লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৬৬ সালে সেখান থেকে রিডার তথা সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে ইসলামাবাদের ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট এ যোগদান করেন। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় দেশে ফিরে আসেন এবং ১৯৭২ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগের এসোসিয়েট প্রফেসর হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৭৩ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান এর দায়িত্ব লাভ করেন। ১৯৭৪ সালে ইসলামের ইতিহাস ও

---

৫৯০. ‘ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান আর নেই’, *জাগো নিউজ২৪.কম*, ২৮ মার্চ ২০২১, https://www.jagonews24.com/national/news/654338.

৫৯১. University of Dacca, *Annual Report*, 1960-61, p. 49.

সংস্কৃতি বিভাগের প্রফেসর পদে পদোন্নতি লাভ করেন। ১৯৭৭ সালে তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রথম মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। ১৯৯২ সালে সিনিয়র প্রফেসর হিসেবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ২০০২ সালে সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি এর প্রতিষ্ঠাতা ভাইস চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন। ২০০৬ সালে তিনি উক্ত দায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং আজীবন সাউদার্ণ ইউনিভার্সিটির সিন্ডিকেট সদস্য ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ড. খান আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম (আইআইইউসি) এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তিনি বহুভাষায় পারদর্শী ছিলেন এবং সুফি তরিকার একনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন।

গবেষণাকর্ম

ড. মুঈন উদ-দীন আহমাদ খান ১৯৯০ সালে বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান গবেষক ও পরিচালক নিযুক্ত হন। ড. খান এর ১৮টিরও বেশি বই এবং ১০০টির মতো গবেষণাপত্র ও নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ইবনে খালদুনের ‘আল-মুকাদ্দিমা’র ভূমিকাসহ বেশকিছু বই তিনি অনুবাদ করেছেন। ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান এর লিখিত গ্রন্থগুলো হলো-

১. *Muslim Struggle for Freedom in Bengal*, Islamic Foundation, first edition 1960, and 2nd edition 1982
২. *History of the Faraidi Movement in Bengal*, Pakistan Historical Society, Karachi Islamic Foundation, 1984
৩. *Origin and Development of Experimental Science: Encounter with the Modern West*, Bangladesh Institute of Islamic Thought, Dhaka, 1997
৪. *Islamic Revivalism During 18th, 19th & 20th Centuries (C.E) In North Africa*, Saudi Arabia, Pakistan, India and Bangladesh’
৫. *British Indian Records on Wahabi Trials 1963-1970*, Asiatic Society of Pakistan, 1961
৬. *Titu Mir and his followers in British Indian Records*, Islamic Foundation, Dhaka, 1980
৭. *Muslim Communities of Southeast Asia*, Islamic Foundation, Dhaka, 1980
৮. *Political Crisis of the present age: Capitalism*, Communism and What Next? Baitush Sharaf Islamic Research Institute, Chittagong, 1990
৯. *A Bibliographical Introduction to Modern Islamic Developments in India and Pakistan 1700-1965*, Asiatic Society of Pakistan, Dhaka, 1959
১০. *The Great Revolt of 1857 and the Muslims of Bengal*, Islamic Foundation, Dhaka, 1983
১১. *Social History of the Muslims of Bangladesh under the British Rule,* Islamic Foundation, Dhaka 1992
১২. *ইসলামে দর্শন চিন্তার পটভূমি*
১৩. *যুক্তি তত্ত্বের স্বরূপ সন্ধান : প্রাচ্য বনাম প্রতীচ্য*
১৪. *ছিদ্দীকী বংশের একটি পারিবারিক ইতিহাস*, চট্টগ্রাম ১৯৯৮
১৫. *রাষ্ট্র দর্শন শাস্ত্রে মুসলিম অবদান*, প্রথম পার্ট, মুকাদ্দমা-উপক্রমণিকা, ১৯৭৭
১৬. *ভবিষ্যৎ রাজনীতির গতিধারা*, বায়তুশ শরফ ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম, ১৯৯৫

১৭. *আন্তর্জাতিক কৌশলনীতির নিরিখে দক্ষিন পূর্ব এশিয়া আঞ্চলিক সংস্থা: সার্ক এর স্বরূপ ও সম্ভাবনা*, বায়তুশ শরফ ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম, ১৯৯৬

প্রবন্ধসমূহ

১. Imam Ghazali's Philosophical Achievements, *Islamic Literature,* Lahore, August 1953, pp. 433-48.

২. The Achinese: an Analysis of the Society in Relation to Indonesian Nationalism, *Islamic Literature,* August 1956, pp. 477-87

৩. Jizyah and Kharaj: a clarification of the meaning of the terms as they were used in the first century A.H, *Journal of the Pakistan Historical Society,* (J.P.H.S), vol. 1956

৪. Stone inscription from the tomb of Haji Shari'at Allah: an important Fara'idi relic, *Journal of the Asiatic Society of Pakistan*, Dhaka, 1958, pp. 187-98

৫. A Police Report of the Zillah Dhaka-Jalalpur dealing with the manners and morals of the people, dated A.D. 1799th, *Journal of the Pakistan Historical Society,* vol. part-1, 1959, pp. 24-35

৬. Shah Wali Allah's Conception of Ijtihad in the context of the Islamic Revivalism of the 18th century C.E., *Journal of the Pakistan Historical Society,*, vol. VII, part III, 1959, pp. 165-95

৭. The Struggle of Titu Mir a re-examination, *Journal of the Asiatic Sociaty of Pakistan,* (J.A.S.P) vol. V, 1959, pp. 113-33

৮. Researches in the Islamic revivalism of the Nineteenth Century and its effects on the Muslim society of Bengal, a chapter in the book entitled Social Researches in East Pakistan, edited by Dr. Pierre Bessaignet, *Asiatic Society Publication*, No. 5, pp. 30-51

৯. Two Fara'idi Documents, *Journal of Asiatic Society Pakistan*, vol. VI, 1961, pp. 119-131

১০. Mazar of Dudu Mian (the Fara'idi leader), *Journal of Asiatic Society of Pakistan,* vol. VII, No. 2, 1962, pp. 343-48

১১. Muslim Struggle for freedom in Bengal, a chapter in the book entitled East Pakistan a Profile, ed. Dr. S Sajjad Hussain, *Orient Longmans*, Dhaka, 1962

১২. The Sultans of Palembang (Indonesia), *Journal of Asiatic Society Pakistan,* vol. viii, No. 2, 1963, pp. 33-52

১৩. Constitutional Development in Indonesia-Introduction, *Voice of Islam*, Karachi, Dec 1964, pp. 161-70

১৪. Constitutional Development in Indonesia, first Constitution, *Voice of Islam*, Feb 1965, pp. 11-19

১৫. Chronology of the Fara'idi movement, *J.P.H.S* vol. xiii, part iv, 1965, pp. 314-21

১৬. Some reflections on Mawlana Karamat Ali's role as a reformer, *Islamic Studies Journal of the Central Institute of Islamic Research*, Karachi, vol. IV, No. 1, 1965, pp. 103-10

১৭. Tariqah-I-Muhammadiyah Movement: an analytical Study, *Islamic Studies*, Vol. vi, No. 4, December 1967, pp. 375-88

১৮. Sayyid Ahmad Shahid's Campaign against the Sikhs, *Islamic Studies,* Vol. VII, No. 4, December 1968, pp. 317-38

১৯. A Diplomat's Report on Wahhabism of Arabia, *Islamic Studies,* Vol. VII, No. 1, March, 1968, pp. 33-46

২০. Fara'idi Movement an historical interpretation, the movement and the doctrines, *Islamic Studies,* vol. IX, No. 2, June 1970

২১. The Islamic Reform Movements in Bengal in the Nineteenth Century: Meaning and significance, Islam in Bangladesh, ed. Dr. Rafiuddin Ahmad, *Proceedings of the seminar of Bangladesh Itihas Samiti*, Dhaka, 1963, pp 98ff

২২. In Search of Unity in the Tradition of the SAARC Countries, Pakistan *Journal of History & Culture,* vol. IX, No. 1, Jan-June, 1988, pp. 54-64

২৩. The Conflict Basis of Sociology in the Islamic Context, Bangladesh *Journal Philosophy,* Dheka, Vol. 4, Dec. 1989-90, pp. 70-81

২৪. Justice: a philological analysis, *Bangladesh Journal of Philosophy,* Dhaka, Vol. 5, May 1999, pp. 79-90

২৫. The Origin and Development of Experimental Science, Bangladesh *Journal of Philosophy,* Dhaka, Vol. 6, August 2000, pp. 50-63

২৬. Persian in Chittagong in Abdul Karim Sahitya-Visharad Comemoration Volume, Dhaka, *Asiatic Society of Pakistan Bangladesh,* 1972, pp. 191-200

২৭. Socio-Economic and Political Implication of the Islamic Reform Movements of the Nineteenth Century Bengal, in Pakistan Archaeology, *Silver Jubilee Number,* No. 26, 1991, vol. ii, Dr. Ahmad Nabi Khan edited, Karachi

২৮. Towards a Muslim Political Science in the Contemporary World Perspective, Chittagong University Studies, Spl Issoue, Arts, vol. ix, June 1993

২৯. ফরায়েজী ও ওয়াহাবী আন্দোলন, 'বাংলাদেশে স্বশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন'-এর একটি অধ্যায়, সৈয়দ আনোয়ার হোসাইন ও মুনতাসির মামুন সম্পাদিত, *এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ*, ঢাকা ১৯৮৬, পৃ. ১২০-১৪২

৩০. বর্তমান নৈতিক সংকট ও বাংলাদেশ: একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ, *বাংলাদেশ দর্শন পত্রিকা*, ঢাকা, ১ম পার্ট, নভেম্বর ১৯৮৫, পৃ. ৪৪-৪৫

৩১. আল-ফারাবী রাষ্ট্র দর্শন, *জার্নাল অব ইসলামিক এডমিনিস্ট্রিশন*, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, খ. ১, নং. ১, ১৯৯৫, পৃ. ৩৭-৪৮

৩২. ইবনে খালদুনের রাষ্ট্র দর্শন, প্রথম পর্ব, *জার্নাল অব ইসলামিক এডমিনিস্ট্রিশন*, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, খ. ২, নং. ১, ১৯৯৬, পৃ. ৯-২৯

৩৩. ইবনে খালদুনের রাষ্ট্র দর্শন, *জার্নাল অব ইসলামিক এডমিনিস্ট্রিশন*, খ. ৪-৫, নং. ১, ১৯৯৮-৯৯, পৃ. ৩৭-৫৯

৩৪. দর্শন বনাম মতবাদ: একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সমীক্ষা, *ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা*, ঢাকা, বর্ষ. ৩৫, নং, ১-৩, ১৪০৮ বাংলা, পৃ. ৮৮-৯৮

৩৫. বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গ, ঐতিহ্য, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন*, ঢাকা, খ. ৩, নং. ১১-১২, নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৮৮

৩৬. শাহ ওয়ালি উল্লাহর সমাজ সংস্কার পরিকল্পনা, *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, ঢাকা, খ. ২, নং. ৩-৪, ভাদ্র-চৈত্র ১৩৬৫, ১৯৬০ইং

Dhaka University Institutional Repository

৩৭. অধুনা নৈতিক সংকট ও বাংলাদেশ, *ইসলামিক ঐতিহ্য*, বায়তুশ শরফ ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, প্রফেসর ড. আব্দুল করিম সম্পাদিত, খ. ১, নং. ১, ১৯৮৫, পৃ. ২৪-৩২

মৃত্যু

ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান ২৮ শে মার্চ ২০২১ ইং রবিবার ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৯৫ বছর। তিনি বার্ধক্যজনিত সমস্যায় আক্রান্ত থাকলেও মৃত্যুর পূর্বে তার শারিরিক অবস্থা স্বাভাবিক ছিল। তিনি প্রতিদিনের মত রোববার ভোরে ঘুম থেকে ওঠে ফজরের নামায আদায় করেন। এরপর সকালের নাস্তা করে রুটিন অনুযায়ী সংবাদপত্র পড়েন। এরপর বিশ্রামরত অবস্থায় জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মাওলানা মোঃ বাকী বিল্লাহ খান (বি.এ ১৯৫১, এম.এ ১৯৫২)

জন্ম ও পারিবারিক জীবন

অধ্যাপক মোঃ বাকী বিল্লাহ খান বৃহত্তর বরিশাল জেলার হিজলা উপজেলার অন্তর্গত মেমানিয়া গ্রামে ১৯২৯ সালের ৭ই জুলাই এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল আলী খান, তিনি একজন খ্যাতিমান আলিম ও পীর ছিলেন। জনাব খান এর মাতার নাম বেগম জাহেদা খাতুন। নয় ভাই বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার বড়।[৫৯২]

মাওলানা বাকী বিল্লাহ খান ছাত্র জীবনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি তাঁর আপন বড় চাচা মরহুম মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল কাদের খানের কন্যা মোসাম্মৎ আকিয়াতুন্নেছা কে বিয়ে করেন। সুখময় দাম্পত্য জীবনে তিনি সর্বমোট ৭ কন্যার জনক। তাঁর কোনো পুত্র সন্তান নাই।

শিক্ষাজীবন

অধ্যাপক বাকী বিল্লাহ নিজ গ্রামের মাদ্রাসায় প্রাথমিক পড়ালেখা সমাপ্ত করেন। পরবর্তীতে তিনি বরিশাল জেলার অন্তর্গত চরকাউয়া সিনিয়র মাদ্রাসায় কিছু দিন অধ্যয়ন করেন। এরপর তিনি কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় আলিম শ্রেণিতে ভর্তি হন। এই মাদ্রাসা থেকে আলিম পরীক্ষায় তিনি সম্মিলিত মেধা তালিকায় চতুর্থ স্থান অর্জন করেন। তারপর তিনি বাংলাদেশের ধর্মীয় শিক্ষার সূতিকাগার বলে পরিচিত বরিশাল জেলার শর্ষিণা আলিয়া মাদ্রাসা হতে ফাজিল পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হওয়ার গৌরব লাভ করেন। জীবনের কঠিন বাস্তবতা ও নানা প্রকার অসুবিধার জন্য তাঁর পক্ষে কামিল পাশ করা সম্ভব হয়নি। এরপর তিনি ঢাকার ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে (বর্তমান সরকারী কবি নজরুল কলেজ) উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে ভর্তি হন এবং তৎকালীন ইষ্ট পাকিস্তান সেকেণ্ডারী এডুকেশন বোর্ড এর অধীনে পরীক্ষা দিয়ে সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। অতঃপর ১৯৫১ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে বি.এ. অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেনীতে প্রথম স্থান অর্জন করেন এবং কালি নারায়ণ বৃত্তি লাভ করেন। একই বিভাগ থেকে ১৯৫২ সালে এম.এ পরীক্ষায়ও তিনি প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন ও স্বর্ণপদক লাভ করেন। এ ছাড়াও তিনি আধুনিক আরবী ভাষার উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন।

কর্মজীবন

অধ্যাপক খান ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের জুনিয়র মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক হিসেবে সর্বপ্রথম কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর পদোন্নতী লাভ করে সরকারী ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের (বর্তমান সরকারী কবি নজরুল কলেজ) ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। এ কলেজে তিনি বহু বছর অধ্যাপনা করেন। এখানে থাকাকালীন তৎকালীন জগন্নাথ কলেজ এর নাইট শিফট বা ইভনিং প্রোগ্রামের খন্ডকালীন অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এরপর তিনি পদোন্নতি লাভ

---

৫৯২. মোঃ তমিজুর রহমান, **মাওলানা মোঃ বাকী বিল্লাহ খানের জীবনী**, *স্মরনিকা ৮৫* (ঢাকাঃ বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

করে বরিশাল বি.এম. কলেজে উপাধ্যক্ষ এবং সিলেট সরকারী এম.সি কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি বাংলাদেশের জন-শিক্ষা পরিদপ্তরে (বিশেষ শিক্ষার) সহকারী পরিচালক পদে যোগদান করেন এবং বহুবছর দায়িত্ব পালন করেন।

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান ছিলো। প্রথম দিকে ঢাকা সরকারী মাদ্রাসা-ই-আলিয়া এর অধ্যক্ষ বোর্ডের রেজিষ্ট্রার হিসেবে যাবতীয় কাজ পরিচালনা করতেন। ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার কয়েকটি রুমে এই বোর্ডের কার্যক্রম চলতো। মাওলানা বাকী বিল্লাহ খান ও অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের প্রচেষ্টায় তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নিকট মাদ্রাসা বোর্ডকে স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। ১৯৭৯ সালের ৪ জুন স্বায়ত্ব শাসিত সংস্থা হিসেবে 'বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড' আত্মপ্রকাশ করে। মাওলানা বাকী বিল্লাহ খান মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের প্রথম চেয়ারম্যান।[৫৯৩] মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের দায়িত্বে থাকাকালীন তিনি বহু সংস্কারধর্মী কাজ আঞ্জাম দেন। তাঁর হাত ধরে মাদ্রাসা বোর্ড অগ্রগতির যাত্রায় অনেক দূর এগিয়ে যায়।

মাওলানা বাকী বিল্লাহ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পাকিস্তান পুলিশ সার্ভিসে সুযোগ পেয়েও যোগদান করেননি। অধ্যাপক খান বিভিন্ন সামাজিক, সেবামূলক ইত্যাদি সংস্থার সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য ছিলেন। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সদস্য ছিলেন। ওয়েস্ট এন্ড হাইস্কুলের গভর্ণিং বডি-এর সদস্য ছিলেন। আজিমপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের এড-হক ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন।

গবেষণাকর্ম

অধ্যাপক বাকী বিল্লাহ এককভাবে নিজস্ব নামে কোনো গ্রন্থ রচনা করেছেন মর্মে তথ্য পাওয়া যায় না। তবে তিনি টেক্সট বুক বোর্ডের পাঠ্য পুস্তক দিনিয়াত শিক্ষা রচনা করেছেন। এছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণির দিনিয়াত শিক্ষা বই তিনি সম্পাদনা করেছেন। তিনি কলকাতা ও ঢাকা বেতার কেন্দ্র হতে পবিত্র কুরআনুল কারীমের তাফসীর পেশ করতেন। তিনি আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে বাংলাদেশের একজন প্রতিনিধি সদস্য হিসেবে সোভিয়েত রাশিয়ায় গমন করেন। এ ছাড়াও তিনি ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, করাচী এবং ইসলামাবাদ সফর করেন। তিনি ১৯৮৩ সালে পবিত্র হজ্ব ব্রত পালন করেন।[৫৯৪]

মৃত্যু

অধ্যাপক মাওলানা মোঃ বাকী বিল্লাহ খান ১৯৮৪ সালের ১১ ই জানুয়ারী ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকাবস্থায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর শরীরে রক্ত শূন্যতা দেখা দেয়। প্রচুর রক্ত দেয়া সত্ত্বেও কোনো ফল হয়নি। অবশেষে অসংখ্য শুভাকাঙ্খীকে কাঁদিয়ে তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। তাকে আজিমপুর পুরাতন গোরস্থানে সমাহিত করা হয়।

ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ (এম.এ ১৯৭২)

জন্ম ও শৈশবকাল

ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ১৯৩২ সালের ১লা এপ্রিল লক্ষ্মীপুর জেলার বাঙ্গাখাঁ গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত আলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম মাওলানা মুখলিসুর রহমান ও মাতার নাম আম্বিয়া খাতুন। তাঁর পিতা লক্ষ্মীপুর অঞ্চলের একজন প্রখ্যাত আলিম ছিলেন। ৬ ভাই ও ১ বোনের মধ্যে ড. আবদুল্লাহ জ্যেষ্ঠ।[৫৯৫]

---

৫৯৩. মোঃ আব্দুল আজিজ, **স্মৃতি অনির্বাণ**, *স্মরনিকা ৮৫* (ঢাকা: বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ২৪

৫৯৪. মোঃ তমিজুর রহমান, *মাওলানা মোঃ বাকী বিল্লাহ খানের জীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৪-০৫

৫৯৫. রশিদ আহমদ, **ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ : ইসলামী রেনেসাঁয় তাঁর অবদান**, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, বর্ষ. ৪৯, সংখ্যা. ১, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৯, পৃ. ১২৬

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষাজীবন

ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহর শিক্ষার হাতেখড়ি হয় বাবা মাওলানা মুখলিসুর রহমানের নিকট। এরপর বাঙ্গাখাঁ স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর লক্ষ্মীপুর দারুল উলুম মাদ্রাসায় ভর্তি হন ও অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। এরপর তিনি নোয়াখালী কারামতিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। ১৯৪৩ সালে নোয়াখালী কারামতিয়া মাদ্রাসা থেকে আলিম পরীক্ষায় পুরো বাংলায় ১ম বিভাগে ১ম স্থান অধিকার করেন। ১৯৪৫ সালে একই মাদ্রাসা থেকে তিনি ফাজিল পরীক্ষায় ১ম বিভাগে ২য় স্থান অর্জন করেন। এরপর ১৯৪৭ সালে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে কামিল হাদীস সমাপ্ত করেন। পরবর্তীতে তিনি চট্টগ্রাম হাজী মুহসিন কলেজ থেকে মেট্রিক ও আই.এ. পাশ করেন। ১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উর্দু বিভাগ থেকে বি.এ পরীক্ষায় ১ম শ্রেণিতে ১ম স্থান অধিকার করেন এবং কলা অনুষদে সর্বোচ্চ নম্বর লাভ করে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। ১৯৫৩ সালে তিনি একই বিষয়ে এম.এ পরীক্ষায় ২য় শ্রেণিতে ১ম স্থান অধিকার করেন। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ও ১৯৭৩ সালে আরবী বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণিতে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৮১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে "স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা" শীর্ষক বিষয়ে এম.ফিল এবং ১৯৮৩ সালে "বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য" শীর্ষক বিষয়ে অভিসন্দর্ভ রচনা করে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন।[৫৯৬]

কর্মজীবন

ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি ১৯৫৩ সালে এম.এ সম্পন্ন করার পর নিজ গ্রামের মান্দারী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে যোগদান করেন। এরপর ১৯৫৫ সালের ৬ এপ্রিল সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্রাসায় নন-গ্যাজেটেড সার্ভিসে সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৫৮ সালের ২৫ আগস্ট পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। ১৯৫৮ সালের ২৬ আগস্ট ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ রাজশাহী সরকারী কলেজে উর্দুর প্রভাষক নিযুক্ত হন। সেখানে তিনি ৭ এপ্রিল ১৯৬০ সাল পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। ১৯৬০ সালের ৮ এপ্রিল উর্দুর প্রভাষক পদে ঢাকা কলেজে যোগদান করেন। ১৯৬১ সালে একই পদে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসায় কিছুদিন কর্মরত ছিলেন এবং ১৯৬২ সালে পুনরায় ঢাকা কলেজে যোগদান করেন। ঢাকা কলেজে তিনি ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। ১৯৬৬ সালে ড. আবদুল্লাহ সহকারী অধ্যাপক পদে উন্নীত হন এবং বরিশাল বি.এম. কলেজে যোগদান করেন এবং ১৯৭২ সাল পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন।

এ সময় তিনি বি.এম. কলেজের উর্দু বিভাগের প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উর্দু ও ফার্সী বিভাগের উর্দু ভাষাভাষী সকল শিক্ষক বাংলাদেশ ত্যাগ করলে বিভাগে শিক্ষক শূন্যতা তৈরি হয়। এসময় উর্দু বিভাগের প্রধান জনাব ফয়েয আহমদ চৌধুরী এবং তৎকালীন কলা অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. মুফিজুল্লাহ কবীর-এর অনুরোধে তিনি উর্দু বিভাগের সহকারী অধ্যাপক পদে আবেদন করেন এবং ১৯৭২ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়োগ প্রদান করেন। ১৯৭৮ সালে সহযোগী অধ্যাপক এবং ১৯৮৫ সালে অধ্যাপক পদে উন্নীত হন।

১৯৯২ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ২০ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত থাকার পর তিনি অবসর গ্রহণ করেন, কিন্তু বিভাগের স্বার্থে আরো ৫ বছর তাঁর চাকরীর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। তারপর সংখ্যাতিরিক্ত শিক্ষক হিসেবে আরো ৫ বছরের জন্য তাকে নিযুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে কয়েক দফায় তাকে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবেও নিয়োগ প্রদান করা হয়। এভাবে তিনি আমৃত্যু ২০০৮ সালের ২১ অক্টোবর পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উর্দু বিভাগে অধ্যাপনার সাথে জড়িত ছিলেন।

---

৫৯৬. রশিদ আহমদ, **ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ : ইসলামী রেনেসাঁয় তাঁর অবদান**, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬-১২৭

Dhaka University Institutional Repository

কৃতিত্ব ও সম্মাননা লাভ

ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ একজন প্রথিতযশা গবেষক ও শিক্ষাবিদ ছিলেন। একজন বাংলাভাষী হিসেবে উর্দু সাহিত্যে তিনি অসামান্য অবদান রেখেছেন; ঠিক তদ্রুপ বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য চর্চায়ও তাঁর কৃতিত্ব অবিস্মরণীয়। তিনি বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য সম্পর্কে বিশাল কলেবরে গবেষণাগ্রন্থ রচনা করেছেন। ড. আবদুল্লাহ সাহিত্য চর্চা ও গবেষণায় অসামান্য অবদানের জন্য বিভিন্ন স্বীকৃতি ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। যেমন-

- ১৯৬৬ সালে করাচির মাসিক 'সাইয়ারা' পত্রিকা উর্দু সাহিত্যে অসামান্য অবদানের জন্য তাকে 'নিশান-এ-উর্দু' (উর্দুর পতাকা) উপাধিতে ভূষিত করে।
- ১৯৯২ সালের ১ অক্টোবর গবেষণা ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদানের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে 'ইব্রাহীম স্মারক স্বর্ণপদক' প্রদান করে।
- ১৯৯৪ সালের ২৫ নভেম্বর ঢাকার 'কায়কোবাদ সাহিত্য মজলিস' কর্তৃক গবেষণামূলক সাহিত্যকর্মের জন্য তাকে "দেওয়ান আব্দুল হামিদ সাহিত্য পুরস্কার-১৯৯৪" প্রদান করা হয়।

গবেষণাকর্ম

ড. আবদুল্লাহ একটি নাম নয় বরং জ্ঞানের এক ভ্রাম্যমান লাইব্রেরী বললেও অত্যুক্তি হবে না। তিনি একজন প্রখ্যাত দার্শনিক, গবেষক, প্রবন্ধকার, অনুবাদক ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তিত্ব। তিনি মোট ৩৪টি গ্রন্থসহ বিভিন্ন ভাষায় শতাধিক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। নিম্নে ড. আবদুল্লাহর উল্লেখযোগ্য গবেষণাকর্মসমূহ উপস্থাপিত হলো-

ক. গ্রন্থসমূহ

১. *মুফীদ উর্দু মাযামীন (উর্দু)*, দাউদ খান মঞ্জিল, ঢাকা, ১৯৬২
২. *ভারতে বিদ্রোহের কারণ* (অনুবাদগ্রন্থ, মূলঃ স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ- আসবাব-এ-বাগাওয়াত-এ-হিন্দ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৭০
৩. *নজরুল ইসলাম (উর্দু)*, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৭১
৪. *মুসাদ্দাস-এ-হালী* (অনুবাদগ্রন্থ, মূলঃ আলতাফ হুসাইন হালী লিখিত মুসাদ্দাস-এ-হালী), কামিয়াব প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৭৫
৫. *ইসলামী দর্শন* (অনুবাদগ্রন্থ, মূল: শিবলী নুমানী রচিত আল কালাম, ইলমুল কালাম), ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮১
৬. *শিকওয়া ও জাওয়াব-এ-শিকওয়া* (অনুবাদ), কামিয়াব প্রকাশন, ঢাকা।
৭. মুসলিম জাগরণে কয়েক জন কবি-সাহিত্যিক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা কর্তৃক ১৯৮০ সালে প্রকাশিত হয়। ৫৮৬ পৃষ্ঠার বিশাল কলেবরের গ্রন্থটিতে ভারত ও বর্হিভারতের ২৫জন খ্যাতিমান মুসলিম মনীষীর জীবন, সাহিত্যকর্ম ও রাজনৈতিক কার্যাবলীর বিশদ বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।
৮. *হাকীম হাবীবুর রহমান*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা কর্তৃক ১৯৮১ সালে প্রকাশিত হয়।
৯. *Some Muslim Stalwarts,*ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮০
১০. *স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা কর্তৃক ১৯৮২ সালে প্রকাশিত হয়।
১১. *বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা কর্তৃক ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত হয়।
১২. *মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সুহরাওয়ার্দী*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা কর্তৃক ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত হয়।
১৩. *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ (১৮০১-১৯৭১)*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা কর্তৃক ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত হয়। এটি ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহর একটি অনবদ্য রচনা। বাংলাদেশে আরবী

শিক্ষার ইতিহাস, বিভিন্ন তথ্য উপাত্তসহ খ্যাতিমান আরবীবিদদের জীবনী ও সাহিত্যিক অবদান গ্রন্থটিতে তুলে ধরা হয়েছে।

১৪. *নওয়াব সলিমুল্লাহ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা কর্তৃক ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত হয়।

১৫. *নওয়াব আলী চৌধুরী ঃ জীবন ও কর্ম*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা কর্তৃক ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত হয়।

১৬. *মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা কর্তৃক ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত হয়।

১৭. *নওয়াব স্যার সৈয়দ শামসুল হুদা*, ব্রাক, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৮৭

১৮. *স্যার আব্দুর রহিম ঃ জীবন ও কর্ম*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা কর্তৃক ১৯৯০ সালে প্রকাশিত হয়।

১৯. *বাংলাদেশের দশ দিশারী*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা কর্তৃক ১৯৯০ সালে প্রকাশিত হয়।

২০. *ঢাকার কয়েকজন মুসলিম সুধী (১৮০১-১৯৭১)*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা কর্তৃক ১৯৯১ সালে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে লেখকের পূর্ববর্তী রচনাসমূহে উনিশশতক ও বিশশতক-ঢাকার যেসব খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব তথা সেরা সুধীজনের জীবনকথা ও কার্যাবলী স্থান পায়নি বা যাঁদের সম্পর্কে ততটা আলোচনা হয় নি, তাঁদের মধ্য থেকে ৩২জন মুসলিম সুধীর রাজনৈতিক, সাহিত্যিক ও ধর্মনৈতিক কার্যাবলীর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।

২১. *মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা কর্তৃক ১৯৯২ সালে প্রকাশিত হয়।

২২. *পশ্চিম বঙ্গে ফার্সী সাহিত্য*, ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৪

২৩. *মাওলানা আব্দুল আউয়াল জৌনপুরী*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা কর্তৃক ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত হয়।

২৪. *রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা কর্তৃক ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত হয়।

২৫. *বাঙলায় খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬

২৬. *মুসলিম সম্পাদিত বাংলা সাময়িক পত্রে ধর্ম ও সমাজ চিন্তা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫

২৭. *নওয়াব আবদুল গনী ও নওয়াব আহসানুল্লাহ : জীবন ও কর্ম*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা কর্তৃক ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত হয়।

২৮. *আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে বাংলার কয়েকজন মুসলিম দিশারী*, কামিয়াব প্রকাশন, ঢাকা, ২০০০

২৯. *ইকবাল ও নজরুল কাব্যে ইসলামী ভাবধারা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা কর্তৃক ২০০৩ সালে প্রকাশিত হয়।

৩০. *মুসলিম ধর্মতত্ত্বে ইমাম গাযালীর অবদান*, কামিয়াব প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৫

৩১. *হযরত উমার ইবন আবদুল আযীয (র:) ঃ জীবন ও কর্ম*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা কর্তৃক ২০০৫ সালে প্রকাশিত হয়।

৩২. *নজরুল কাব্যে ইসলামী ভাবধারা*, কামিয়াব প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৫

৩৩. *ইকবাল কাব্যে ইসলামী ভাবধারা*, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা, ২০০৬

৩৪. *আল্লামা ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্ম*, ঝিঙ্গেফুল, ঢাকা।

প্রবন্ধসমূহ

ড. আবদুল্লাহ প্রায় শতাধিক গবেষণা প্রবন্ধ রচনা করেন। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক (ভোলা), *ত্রৈমাসিক বাংলা একাডেমি গবেষণা পত্রিকা*, ঢাকা, বৈশাখ-আশ্বিন, ১৩৮০ বাংলা, পৃ. ১৭৯-২০০

২. জ্ঞানসাধনা ও জ্ঞান বিস্তারে মাওলানা শিবলী নুমানী, *ইসলামী একাডেমী পত্রিকা*, ঢাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩, পৃ. ০৫-১৭

Dhaka University Institutional Repository

৩. মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, *ইসলামী একাডেমী পত্রিকা*, ঢাকা, এপ্রিল-জুন ১৯৭৪, পৃ. ১৮৫-২০৭ ও অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ৮১-৯২
৪. ইসলামী দর্শন, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ঢাকা, জানুয়ারী-মার্চ ১৯৭৬, পৃ. ১৯৯-২২১
৫. জোশ মালিহাবাদী ও নজরুল ইসলাম, *বাংলা একাডেমি গবেষণা পত্রিকা*, ঢাকা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৮৮ বাং, পৃ. ২২-৫৩
৬. বিস্তৃত এক প্রতিভা মাওলানা আবদুল কাদের, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ঢাকা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮১, পৃ. ১০-১৩
৭. উবায়দুল্লাহ সুহরাওয়ার্দীর আত্মজীবনী, *বাংলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকা*, ঢাকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮৮, পৃ. ৬৮-১১৩
৮. বঙ্গীয় আরবী শিক্ষা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, জুন, ১৯৮৪
৯. মুসলিম ও বৃটিশ যুগে উপমহাদেশে আরবী শিক্ষা, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৫
১০. নওয়াব সৈয়দ মুহাম্মদ আযাদ, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, অক্টোবর ১৯৮৫
১১. আব্দুল গফুর নাসসাখ : খুদ নাভিশত হায়াতে নাসসাখ, *এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, ঢাকা, ডিসেম্বর, ১৯৮৭
১২. সাংবাদিকতা, সাহিত্য চর্চা ও রাজনীতি ক্ষেত্রে আবদুল ওহীদের ভূমিকা, *সাহিত্য পত্রিকা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জুন ১৯৮৮।
১৩. উর্দু ও ফার্সী ভাষায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের কিছু মৌলিক উপাদান, উচ্চতর *মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সেমিনার প্রবন্ধমালা-১, জুন ১৯৮৫[৫৯৭]

এছাড়াও মাসিক সাকী, মাসিক সাওগাত, মাসিক সাইয়ারা, মাসিক মাহে নও, মাসিক মদিনা, মাসিক দর্পণ, মাসিক তাহযীবসহ ইত্যাদি পত্রিকায় বহু সংখ্যক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। আবদুল হাকীম ক্যানটন সম্পাদিত বাংলা বিশ্বকোষ (৪খন্ড, ১৯৭১-৭৫)-এ ছোট-বড় প্রায় তিন শতাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এর বাইরে আবদুল হক ফরীদী সম্পাদিত সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (১৯৮২-৮৫)-এ প্রায় ১০টি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আরবী, ফার্সী, উর্দু, ইংরেজী ও হিন্দী ভাষায় পারদর্শী ছিলেন, তাই গবেষণা কাজে তাঁর ভাষাগত জ্ঞান সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

মৃত্যু

ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ২০০৮ সালের ২১ অক্টোবর ৭৬ বছর বয়সে শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন।

মুফাজ্জল হুসাইন খান (বি.এ ১৯৭২, এম.এ ১৯৭৩)

জন্ম ও শৈশবকাল

জনাব মুফাজ্জল হুসাইন খান ১৯৪৪ সালের ১ জানুয়ারী ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর থানাধীন কাতুলী গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম মোমতাজ উদ্দিন খান এবং মাতার নাম মরহুমা নূরুন্নাহার বেগম। পারিবারিক আবহে জনাব মুফাজ্জল ছোট বেলা থেকেই শিক্ষানুরাগী হিসেবে বড় হয়ে ওঠেন।[৫৯৮]

শিক্ষাজীবন

জনাব মুফাজ্জল হুসাইন ১৯৬১ সালে সরকারী মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা থেকে আলিম পাশ করেন। এরপর একই মাদরাসা থেকে ১৯৬৩ সালে ফাজিল এবং সবশেষে ১৯৬৫ সালে কামিল হাদীস এবং

৫৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০-১৩৮
৫৯৮. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, জনাব মুফাজ্জল হুসাইন, বাসভবন, ১১৮/বড় মগবাজার, ২৩ ডিসেম্বর ২০২০

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৬ সালে কামিল ফিকহ সম্পন্ন করেন। তারপর ১৯৬৭ সালে ময়মনসিংহ নাসিরাবাদ কলেজে থেকে আই.এ পাশ করেন। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. সিরাজুল হকের পরামর্শে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ভর্তি হন।

১৯৭২ সালে বি.এ অনার্স ও ১৯৭৩ সালে এম.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এ ছাড়াও তিনি ইসলামিক একাডেমী (বর্তমান ইসলামিক ফাউন্ডেশন) এর অধীন আধুনিক আরবী ভাষার উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি পি এ টি সি সাভার থেকে এ.সি.এ.ডি. কোর্স (চতুর্দশ) সম্পন্ন করেন। এসময় কোর্সের অভ্যন্তরীন শিক্ষাসফর হিসেবে কুষ্টিয়া ও ফরিদপুর জেলা ভ্রমণ করেন এবং বৈদেশিক শিক্ষাসফর হিসেবে পাকিস্তান সফর করেন।

তিনি ঢাকা আলিয়া ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নকালীন সময়ে যুগশ্রেষ্ঠ যে সকল শিক্ষকদের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হন তারা হলেন-আল্লামা আব্দুর রহমান কাশগড়ী, আলাউদ্দীন আল-আযহারী, মাওলানা আমিনুল হক, ড. সিরাজুল হক, ড. মোহাম্মদ এছহাক, প্রফেসর মুহাম্মদ আব্দুল মালেক, মেসবাহ উদ্দিন ইকবালী ও আব্দুল মান্নান খানসহ প্রমুখ মনীষীগণ। তিনি ক্ষনজন্মা পন্ডিত ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এর একান্ত ঘনিষ্ঠ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন।[৫৯৯]

কর্মজীবন

কর্মজীবনে জনাব মুফাজ্জল একজন সফল প্রশাসক ও প্রশিক্ষক ছিলেন। ১৯৭৫ সাল থেকে তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর আধুনিক আরবী ভাষা প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ শুরু করেন। এরপর তিনি পর্যায়ক্রমে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সহকারী পরিচালক, উপপরিচালক ও সবশেষে পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২০০১ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর পরিচালক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পর ২০০১ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর বোর্ড অব গভর্নরস এর সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি একজন মিডিয়া ব্যক্তিত্ব হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি বাংলাদেশ বেতার এর আরবী সার্ভিস, বর্হিবিশ্ব কার্যক্রম এ সংবাদ পাঠ, আনুষ্ঠান উপস্থাপন ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করছেন।

এছাড়াও তিনি ব্যাংক এশিয়া শরীয়াহ সুপারভাইজারী কমিটির একজন সদস্য হিসেবে কর্মরত আছেন। এর বাইরেও তিনি এথিকেল রিভিউ কমিটি, আই.সি.ডি.ডি. আর.বি, এথিক্যাল রিভিউ কমিটি বারডেম, ঢাকা, এথিক্যাল রিভিউ কমিটি শিশু হাসপাতাল এর সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ঢাকা ইউনিভার্সিটি এ্যালামনাই এসোসিয়েশন, ইসলামিক স্টাডিজ এ্যালামনাই এসোসিয়েশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এবং শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল এ্যালামনাই এসোসিয়েশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর সদস্য।[৬০০]

বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ ও সেমিনারে অংশগ্রহণ

জনাব মুফাজ্জল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেছেন। কখনো আমন্ত্রিত অতিথি হয়ে কিংবা কখনো নিজ উদ্যোগে ঘুরে বেরিয়েছেন নানা শহর। তিনি সৌদি আরব, পাকিস্তান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, উগান্ডা, আরব আমিরাত, ভারত, থাইল্যান্ড ও কাতার ভ্রমণ করেছেন। তিনি সরকারী হজ্ব প্রশাসনিক টিমের সদস্য হিসেবে ৪ বার, সৌদী বাদশার আমন্ত্রনে রয়েল গেষ্ট হিসেবে ১ বার, সৌদি একটি বেসরকারী সংস্থার মাধ্যমে মানাসিকে হজ্ব প্রশিক্ষক হিসেবে ২ বার, সৌদি সরকার আয়োজিত আন্তর্জাতিক কুরআন কারীম তিলাওয়াত, হিফয ও তাফসীর প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশী প্রতিযোগীদের নেতৃত্ব দেয়ার উদ্দেশ্যে ২বার সহ সর্বমোট ৯বার সৌদি আরব গমন করেন। এর মধ্যে একবার কাবা শরীফের ভিতরের অংশ যিয়ারত করার সৌভাগ্যও তাঁর হয়েছে।

৫৯৯. প্রাগুক্ত

৬০০. প্রাগুক্ত

এ.সি.এ.ডি কোর্সের বৈদেশিক শিক্ষাসফর উপলক্ষে ও বাংলাদেশ সরকারের মসজিদ ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা' পর্যবেক্ষণ করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তান ভ্রমণ করেছেন। আই.ডি.এস প্রোগ্রামের অধীনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আমন্ত্রণে মাসব্যাপী আমেরিকা ভ্রমণ করেন। লিবিয়া সরকার কর্তৃক উগান্ডায় স্থাপিত গ্র্যান্ড মসজিদ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি অংশগ্রহণ করেন। বিশ্ববিখ্যাত আলেমে দ্বীন আবুল হাসান আলী নদভী রহ. এর আমন্ত্রণে ভারত সফর করেন। কাতার সরকারের আমন্ত্রনে আন্তধর্মীয় আন্তর্জাতিক সংলাপ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

গবেষণাকর্ম

জনাব মুফাজ্জল হুসাইন একজন প্রসিদ্ধ প্রবন্ধকার। জাতীয় দৈনিক ও বিভিন্ন ম্যাগাজিনে তিনি কলাম লিখে থাকেন। তিনি অনুবাদ ও সম্পাদনার সাথেও জড়িত ছিলেন। নিম্নে তাঁর কিছু প্রকাশনার তালিকা পেশ করা হলো।

১. *মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে* মহিলাদের অংশ
২. *আল-কুরআনুল কারীম*, (সরল তরজমা) এর সম্পাদনা পরিষদের সদস্য সচিব।
৩. *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, (সদস্য সচিব, সম্পাদনা পরিষদ)
৪. *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, (সদস্যসচিব, সম্পাদনা পরিষদ)।

সবগুলো বই ই ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত।

মুহাম্মদ মিয়া কাসেমী (এম.এ ১৯৭৪)

জন্ম

জনাব মুহাম্মদ মিয়া কাসেমী ১৯৩০ সালের ১লা আগস্ট রাজশাহী জেলার বোয়ালিয়া থানার রানীবাজার গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম মো: দিলজান মিয়া।

শিক্ষাজীবন

জনাব মিয়া কাসেমী নিজ গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে ১৯৪৩ সালে দারুল উলূম দেওবন্দে গমন করেন। তিনি ১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত দারুল উলূম দেওবন্দ মাদ্রাসায় পড়ালেখা করেন। এ সময় তিনি শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. এর শিষ্যত্ব লাভ করেন। ১৯৪৭ সালে দেওবন্দ মাদরাসা থেকে দাওরায়ে হাদীস পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৪৭-৪৮ সালে আঞ্জুমান-ই-খুদ্দামুদ্দিন মাদ্রাসা, লাহোর, পাকিস্তান-থেকে দাওরায়ে তাফসীর পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন। এখানে তিনি হযরত মাওলানা আহমাদ আলী সাহেব রহ. এর অধীনে অধ্যয়ন করেন। এরপর ১৯৬২ সালে তিনি ঢাকা বোর্ডের অধীন প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে এস.এস.সি পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগ প্রাপ্ত হন।

১৯৬৫ সালে রাজশাহী বোর্ড থেকে প্রাইভেট এইচ.এস.সি পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগ প্রাপ্ত হন। ১৯৬৮ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাইভেট) থেকে বি.এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগ লাভ করেন। ১৯৭১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাইভেট) আরবী বিভাগ থেকে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। সর্বশেষ ১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করেন।[৬০১]

কর্মজীবন

জনাব মিয়া কাসেমী শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবনের সূচনা করেন। তিনি ১৯৪৯ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত পাঙ্গাঁশিয়া নেসারিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, পটুয়াখালী এর প্রিন্সিপ্যাল ও মুহাদ্দিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১২ বছর মুহাদ্দিস এবং ৪ বছর প্রিন্সিপ্যাল

৬০১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইল, মিয়া কাসেমীর জীবনবৃত্তান্ত

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে হাজী আহমাদুল্লাহ আলিয়া মাদ্রাসা, সিরাজগঞ্জ-এ কর্মরত ছিলেন। ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত দারুস সালাম আলিয়া মাদ্রাসা, রাজশাহী এর মুহাদ্দিস ও প্রিন্সিপ্যাল এর দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে ১৯৭৫ সাল থেকে মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা এর সহকারী মৌলভী হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে দায়িত্ব পালন করেন।

অবদান ও কৃতিত্ব

জনাব কাসেমী অত্যন্ত মেধাবী ও সুযোগ্য আলিম ছিলেন। তিনি আরবী, উর্দু, ফার্সী ও ইংরেজী ভাষায় অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। তিনি আলিম হিসেবে অত্যন্ত সুনাম কুড়িয়েছেন। ইলমে হাদীস ও ইলমে তাফসীর বুঝার ক্ষেত্রে কোন সমস্যা উদ্ভূত হলে তখনকার অনেক বড় বড় আলিমও তার শরনাপন্ন হতেন।[৬০২]

মৃত্যু

জনাব মিয়া কাসেমী ১৯৮৬ সালে ইন্তেকাল করেন।[৬০৩]

মাওলানা মুহাম্মদ যাইনুল আবেদীন (বি.এ ১৯৭৫, এম.এ ১৯৭৬)

শাইখুল হাদীস অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ যাইনুল আবেদীন রহ. একটি নাম, একটি প্রতিষ্ঠান। সারাজীবন ইলমচর্চা ও দ্বীনের প্রচার-প্রসারে অনন্য অসাধারণ ভুমিকা রেখেছেন। তাঁর হাতে গড়ে উঠেছে সোনায় ফলা কতিপয় প্রতিষ্ঠান। তার প্রচেষ্টায় এ আলোর বৃক্ষগুলো মহীরুহে পরিণত হয়েছে। তিনি হলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলিম, হাজার আলিমের প্রাণপ্রিয় উস্তায, জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কারপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ অধ্যক্ষ, সৎ ও দক্ষ প্রশাসক, মানুষ গড়ার অভিনব কারিগর। তিনি সুদীর্ঘ ৪৮ বছর পর্যন্ত দেশে-বিদেশে অসংখ্য জ্ঞানী, গুণী, সৎ, যোগ্য ও দেশপ্রেমিক সুনাগরিক তৈরি করে চলেছেন।

জন্ম ও শৈশবকাল

অধ্যাক্ষ যাইনুল আবেদীন ১৯৪৯ সালে গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ থানাধীন তুমুলিয়া ইউনিয়নের দক্ষিণ রাজনগর নামক গ্রামের এক মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আলহাজ্ব হাফেজ মুহাম্মদ মোসলেহ উদ্দীন ও মাতার নাম ফাতেমা। ৫ ভাই ও ৪ বোনের মধ্যে অধ্যক্ষ যাইনুল আবেদীন সবার বড়। তাঁর পরিবার এলাকাতে আলিম পরিবার হিসেবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। পরিবারের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য হাফিজ ও আলিম হওয়ার সুবাধে এলাকার সকলে তাদেরকে শ্রদ্ধার নজরে দেখেন।[৬০৪]

শিক্ষাজীবন

অধ্যক্ষ যাইনুল আবেদীন ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপ্ত করে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ১৯৬২ সালে কালিগঞ্জের দুর্বাটি মদিনাতুল উলুম কামিল মাদরাসা থেকে দাখিল, ১৯৬৬ সালে চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ থানাধীন লতিফগঞ্জ সিনিয়র মাদরাসা থেকে আলিম, ১৯৬৮ সালে চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ মজীদিয়া কামিল মাদরাসা থেকে ফাজিল ও একই মাদরাসা থেকে ১৯৭০ সালে কামিল (হাদিস) সাফল্যের সাথে পাশ করেন। এরপর তিনি প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ভর্তি হন এবং ১৯৭৫ সালে বি.এ অনার্স ও ১৯৭৬ সালে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন।[৬০৫]

---

৬০২. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, প্রফেসর মুহাম্মদ আব্দুল মালেক, আজিমপুরস্থ বাসভবন, ২০ ডিসেম্বর ২০১৮

৬০৩. ড. আহসান সাইয়েদ, *বাংলাদেশে হাদীছ চর্চা : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ* (ঢাকা: অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ২৩৯

৬০৪. অধ্যক্ষ যাইনুল আবেদীনের বড় ছেলে জনাব মুতাছিম বিল্লাহ এর নিকট থেকে সংগৃহীত জীবনবৃত্তান্ত

৬০৫. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

কর্মজীবন

অধ্যক্ষ যাইনুল আবেদীন ১৯৭০ সালের ১লা আগস্ট চাঁদপুর জেলার শাহতলী কামিল মাদরাসার সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানে ৩০ জুলাই ১৯৭২ সাল পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। এরপর ১৯৭২ সালে ১লা আগস্ট কুমিল্লার ধুনুয়া ছালেহিয়া সিনিয়র মাদরাসায় হেড মাওলানা পদে যোগদান করেন এবং ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তাঁর উস্তায মাওলানা আব্দুস সালামের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১ মার্চ ১৯৭৪ সালে গাজীপুর জেলার দূর্বাটি মদিনাতুল উলুম কামিল মাদরাসায় ইলমে হাদীসের খেদমতে নিয়োজিত হওয়ার লক্ষে মুহাদ্দিস পদে যোগদান করেন। উক্ত পদে ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব রত থাকেন।

৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ সাল থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত ময়মনসিংহ মুক্তাগাছা আব্বাসিয়া আলিয়া মাদরাসায় উপাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি ১ মার্চ ১৯৮৬ সালে ঢাকার ঐতিহ্যবাহী তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসার উপাধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন এবং ১ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ সালে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। দীর্ঘদিন তিনি এ মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ পদে কর্মরত ছিলেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তা'মীরুল মিল্লাত মাদরাসা কামিল শ্রেণিতে উন্নীত হয় এবং তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা, টঙ্গী, তা'মীরুল মিল্লাত মহিলা কামিল মাদরাসা স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[৬০৬] এছাড়াও কর্মজীবনে তিনি বাংলাদেশ মসজিদ মিশনের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। বর্তমানে তিনি তা'মীরুল মিল্লাত ট্রাস্ট এর সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করছেন।

গবেষণাকর্ম

শাইখুল হাদীস অধ্যক্ষ যাইনুল আবেদীন কর্মজীবনে বিভিন্ন ধরনের দেশী-বিদেশী প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ করার সাথে বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থও রচনা করেছেন। তিনি বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের বেশ কিছু পাঠ্যবই রচনা করেছেন। তাঁর লিখিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হলো-

১. *আদর্শ শিক্ষকের পুজি*
২. *জুমুআর আদর্শ খুতবা*
৩. *তাকওয়া*
৪. *ছোটদের আরবী শেখা*

বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ

রাবেতাতুল আলম আল-ইসলামীর আয়োজনে ২০০২ সালে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে তিনি পবিত্র মক্কা মুকাররমা সফর করেন এবং নির্বাচিত আলিম হিসেবে বাইতুল্লাহ-এ প্রবেশের সুযোগ লাভ করেন। ২০০৪ সালে তিনি জাপান সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আমন্ত্রণে জাপান ভ্রমণ করেন। এ ছাড়া তিনি বিভিন্ন সম্মেলন, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের উদ্দেশে যুক্তরাজ্য, বাহরাইন, কাতার, আরব আমিরাত, দুবাই, মালয়শিয়া, সৌদি আরব, মিশর, কুয়েত, সিংগাপুর, জাপান, পাকিস্তান, নেপাল, আজাদ কাশ্মিরসহ প্রায় বিশের অধিক দেশে ভ্রমণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

ড. মোঃ আবুল কালাম পাটওয়ারী (বি.এ ১৯৭৫, এম.এ ১৯৭৬)

জন্ম

ড. মোঃ আবুল কালাম পাটওয়ারী ১৯৫৩ সালের ১লা মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হাজী মুসলিম পাটওয়ারী ও মাতার নাম সাদিয়া বেগম।[৬০৭]

৬০৬. প্রাগুক্ত

৬০৭. ড. মোঃ আবুল কালাম পাটওয়ারী এর নিকট থেকে প্রাপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

শিক্ষাজীবন

ড. পাটওয়ারীর শিক্ষাজীবন শুরু হয় মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যমে। তিনি ১৯৬৩ সালে মানবিক বিভাগ থেকে মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে দাখিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ প্রাপ্ত হন। এরপর ১৯৬৫ সালে আলিম, ১৯৬৭ সালে ফাযিল ও ১৯৭১ সালে কামিল সম্পন্ন করেন। সকল পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৭২ সালে কুমিল্লা বোর্ডের অধীন মানবিক বিভাগ থেকে এইচ.এস.সি পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগ অর্জন করেন। তারপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ভর্তি হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৫ সালে বি.এ অনার্স ও ১৯৭৬ সালে এম.এ সম্পন্ন করেন। উভয় পরীক্ষাতে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণি প্রাপ্ত হন। এ ছাড়াও তিনি ১৪০১ হিজরীতে ইমাম মুহাম্মদ বিন সাউদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবী ভাষায় ডিপ্লোমা সম্পন্ন করেন। একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৪০৫ হিজরীতে আরবী ভাষায় "উবাদা ইবন সামিত তাঁর জীবন ও দাওয়াত" শীর্ষক বিষয়ে এম.ফিল গবেষণা সম্পন্ন করেন। সবশেষে ১৯৯৯ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। তাঁর গবেষণা অভিসন্দর্ভের শিরোনাম ছিলো- Ad-dawah al-Islamiah in the field of Khulafa-e-Rashidin. الدعوة الاسلامية فى عصر الخلفاء الراشدين। তাঁর গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ।

কর্মজীবন

ড. পাটওয়ারী কর্মক্ষেত্র হিসেবে শিক্ষকতাকে নির্বাচন করেছেন। তিনি প্রথম দিকে মোড়লগঞ্জ আলিয়া মাদরাসায় ১ বছর প্রভাষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তারপর ১৯৮৬ সালের ১লা জুন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া-এর দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। পর্যায়ক্রমে তিনি ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ সালে সহকারী অধ্যাপক, ৪ জুলাই ১৯৯৬ সালে সহযোগী অধ্যাপক ও ৮ ফেব্রুয়ারী ২০০১ সালে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেন। তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০১৮ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে ১ আগস্ট ১৯৯২ থেকে ১৯ নভেম্বর ১৯৯৬ পর্যন্ত ৪ বছর ৩ মাস ১৫ দিন এবং আল-ফিক্হ বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে ৩১ জুলাই ২০০৪ থেকে ৩০ জুলাই ২০০৭ পর্যন্ত ৩ বছর দায়িত্ব পালন করেন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার সমাজবিজ্ঞান অনুষদে আধুনিক আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ এর শিক্ষক হিসেবে ৩ বছর পাঠদান করেন। থিওলজী এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদের ডীন হিসেবে ১ নভেম্বর ১৯৯৯ থেকে ৩১ অক্টোবর ২০০১ পর্যন্ত তিনি দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি উত্তরা ইউনিভার্সিটির ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন। ড. পাটওয়ারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির ১৯৯৬-২০০০ সেশনে সদস্য নির্বাচিত হন। ২০০২-২০০৩ ও ২০০৪-২০০৫ সেশনে শিক্ষক সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন।

গবেষণাকর্ম

ড. আবুল কালাম পাটওয়ারী 'ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ' জার্নাল থিওলজী এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ-এর সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য এবং সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি 'ইউনিভার্সিটি জার্নাল' আইন ও শরীয়্যাহ অনুষদ এর সম্পাদক ছিলেন। তিনি ১৯৯২ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত নাসাঈ শরীফের সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য ছিলেন।

ড. পাটওয়ারী লেখা-লেখি ও রচনায় একজন সিদ্ধহস্ত মানুষ। তাঁর রচনায় সৃজনশীলতা ও আধুনিক মননের পরিচয় পাওয়া যায়। নানা বৈচিত্র্যময় বিষয়ে তিনি গ্রন্থ, অনুবাদকর্ম ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখে সুনাম কুড়িয়েছেন। নিম্নে তার উল্লেখযোগ্য গবেষণাকর্মগুলো আলোচনা করা হলো-

ক. গ্রন্থসমূহ

১. *ইহুদী জাতির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত*
২. *কিয়ামত কবে হবে?*
৩. *রাসূল সা.-এর দাওয়াতের পদ্ধতি ও মাধ্যম*
৪. *আল্লাহর পথে দাওয়াত দানকারীর যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্য*

খ. অনুবাদকৃত গ্রন্থ (আরবী থেকে বাংলা)

১. *রাসূল সা.-এর যুগে নারী স্বাধীনতা*
২. *সাহাবীদের বিপ্লবী জীবন*
৩. *ফিকহ হানাফী* (দুটি অনুবাদ প্রবন্ধ)

গ. প্রবন্ধসমূহ

১. الدعوة إلى الله تعالى معناها وحكم تبليغها , *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, খন্ড. ২, সংখ্যা. ১, ১৯৯৩।
২. মানবকল্যাণে সালাতের ভূমিকা, *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, খন্ড. ২, সংখ্যা. ২, ১৯৯৪।
৩. الداعي إلىالله وصفاته , *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, খন্ড. ৪, সংখ্যা. ৪, ১৯৯৪।
৪. ইয়াহুদীবাদ ও বিশ্বব্যাপী তার তৎপরতা, *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, খন্ড. ৫, সংখ্যা. ১, ১৯৯৬।
৫. أسلوب الموعظة الحسنة وآثارها في الدعوة , *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, খন্ড.৬, সংখ্যা. ১, ১৯৯৭।
৬. ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পরিচালকের বৈশিষ্ট্য ইসলাম ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি : একটি পর্যালোচনা, *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, খন্ড. ৬, সংখ্যা. ১, ১৯৯৮।
৭. ইসলামের নারী শিক্ষা, *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, খন্ড. ৭, সংখা. ১,১৯৯৮।
৮. রাসূলুল্লাহর (সা.) দাওয়াতের সহযোগিতায় আরবী কবিতা রচনা, *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, খন্ড. ৬, সংখ্যা. ১, ১৯৯৯।
৯. دور القصص القرآنية في إعداد الداعي الناجح, *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, খন্ড. ৭, সংখ্যা. ১, ১৯৯৯।
১০. রসুল সা. ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে আইনের শাসন, *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, খন্ড. ৭, সংখ্যা. ২, ১৯৯৯।
১১. المحتسب شروطه وآدابه, *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, খন্ড. ৬, সংখ্যা. ২, ১৯৯৯।
১২. نشأة الفرق الإسلامية آسبابها و ثمرتها وطريق النجاة منها, *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, খন্ড. ৮, সংখ্যা. ১, ১৯৯৯।
১৩. الشعر وآثاره في الدعوة, *আরবী সাহিত্য বিভাগ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
১৪. التربية الإسلامية وأهدافها, *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*,খন্ড. ৯, সংখ্যা. ২।
১৫. নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী সা. : একটি পর্যালোচনা, *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*,
১৬. المجادلة وآثارها في الدعوة الإسلامية, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ, খন্ড. ৯, সংখ্যা. ১।
১৭. أحمد بن عبد الله بن إسحاق الأصفهاني : حياته وآثاره, *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, খন্ড. ৯. সংখ্যা. ২।

১৮..قدوة الحسنة و أثرها فى الدعوة إلى الله *জার্নাল অব ইসলামিক এডুকেশন এন্ড রিসার্চ*, খ. ২, সংখ্যা. ১, ডিসেম্বর ২০০৬।

১৯.ইসলামী অর্থনীতির ক্রমবিকাশ: একটি পর্যালোচনা, *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, খন্ড. ১০,সংখ্যা. ১।

২০.নূহ আ-এর দাওয়াত ও কর্মনীতি, প্রত্যয়, *দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ*, ইবি, ১৯৯১।

২১.মাতৃভাষায় ইসলামী শিক্ষা, *চেতনা একুশে সংকলন*, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, ১৯৯৪।

২২.ইসলামের স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ১৯৯৯।

২৩.আব্দুর রহমান পাশার জীবনী ও কর্ম, *ইসলামী বিশ্বকোষ*।[৬০৮]

২৪. রসূল (সাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে আইনের শাসন ঃ একটি পর্যালোচনা, *ফ্যাকাল্টি অব আল-কানূন ওয়াশ-শারীয়াহ*, খ. ১, সংখ্যা. ১, ডিসেম্বর ১৯৯৯।

ড. আবুল হাসানাত মুহাম্মদ ইয়াহইয়ার রহমান (এম.এ ১৯৭৬)

জন্ম

আবুল হাসানাত মুহাম্মদ ইয়াহইয়ার রহমান ১৯৪৯ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী খুলনা বিভাগের সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানাধীন কাশিমারি গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুহাম্মদ সুলতানুদ্দিন সরদার।[৬০৯]

শিক্ষাজীবন

জনাব এ.এইচ.এম ইয়াহইয়ার রহমান ১৯৬১ সালে বান্দাকাটি আলিয়া মাদ্রাসা, সাতক্ষীরা থেকে দাখিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৬৫ সালে আগরদারী মাদ্রাসা, সাতক্ষীরা থেকে আলিম পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ১২তম স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হন এবং একই প্রতিষ্ঠান থেকে ১৯৬৭ সালে ফাযিল পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এরপর ১৯৬৯ সালে ছারছীনা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে কামিল (হাদীস) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে ৬ষ্ঠ এবং ১৯৭২ সালে একই মাদ্রাসা থেকে কামিল (ফিকহ) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে চতুর্থ স্থান লাভ করেন। অতঃপর ১৯৭১ সালে সরকারী নাজিমুদ্দিন কলেজ, মাদারীপুর থেকে এইচ.এস.সি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে কৃতকার্য হন।

১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে বি.এ অনার্স সম্পন্ন করেন। ১৯৭৫ সালে আরবী বিভাগ থিসিস গ্রুপে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন। এরপর ১৯৭৬ সালে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে এম.এ প্রথম শ্রেণিতে পঞ্চম হন। ১৯৮২ সালে ড. মোহাম্মদ ইসহাক এর তত্ত্বাবধানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী বিভাগ থেকে এম.ফিল গবেষণা করেন। ১৯৮৪ সালে কিং সাউদ ইউনিভার্সিটি, সৌদিআরব থেকে আরবী ভাষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থানসহ ডিপ্লোমা সম্পন্ন করেন। সবশেষে ১৯৯০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর গবেষণার শিরোনাম- The Mawali and their Contribution to the Arabic Language and Literature, গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান।

কর্মজীবন

ড. ইয়াহইয়ার রহমান ১৯৭৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী সরকারী কারমাইকেল কলেজ, রংপুর-এর ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে লেকচারার পদে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। এখানে তিনি ২৬ জুলাই

৬০৮. প্রাগুক্ত

৬০৯. ড. আবুল হাসানাত মুহাম্মদ ইয়াহইয়ার রহমান এর নিকট থেকে প্রাপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৯ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। তারপর ১৯৭৯ সালের ২৭ জুলাই থেকে ১৯৮১ সালের ২৩ মে পর্যন্ত সরকারী কবি নজরুল কলেজ, ঢাকা-এর ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে লেকচারার পদে শিক্ষকতা করেন। এরপর ১৯৮১ সাল থেকে ১৯৮৭ পর্যন্ত -এ আরবী এক্সপার্ট হিসেবে কর্মরত থাকেন। অতঃপর ১৯৯১ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া-তে আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে সহকরাী অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। ১৯৯৫ সালের ২০ আগস্ট সহযোগী অধ্যাপক ও ২০০১ সালের ৭ এপ্রিল অধ্যাপক উন্নীত হন। ৩০ জুন ২০১০ সাল পর্যন্ত তিনি অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

এ ছাড়াও তিনি ১৯ নভেম্বর ১৯৯৬ সাল থেকে ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান এবং ১ নভেম্বর ১৯৯৭ সাল থেকে ৩১ অক্টোবর ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত ইসলামিক ইউনিভার্সিটি কুষ্টিয়ার থিওলজি অনুষদের ডিন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯১ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, কুষ্টিয়ার প্রক্টর এবং ১৯৯৭ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৯৮ সালের ১৫ জুলাই পর্যন্ত শহীদ জিয়াউর রহমান হলের প্রভোস্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০১ সাল থেকে ২০০৪ পর্যন্ত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

গবেষণাকর্ম

ড. ইয়াহইয়ার রহমান ইসলামিক ইউনিভার্সিটি কুষ্টিয়া-এর থিওলজি অনুষদের “দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ জার্নাল” এর সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি একটি গ্রন্থ ও বেশ কিছু গবেষণা প্রবন্ধ রচনা করেন। যেমন-

ক. রচিত গ্রন্থ

১. *“মাওয়ালী এবং ইসলামী উলূমে তাঁহাদের অবদান”* ১৯৯২ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

খ. প্রবন্ধসমূহ

১. সূরা ফাতিহার তাফসীর ঃ তুলনামূলক আলোচনা, *দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, খ. ৩, নং. ১, ডিসেম্বর ১৯৯৪

২. “অমুসলিমদের কুরআন চর্চা”, *দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, খ. ৪, নং. ১, ডিসেম্বর ১৯৯৫

৩. المرأة فى الملل والنحل , *The Islamic University Studies*, Vol. 05, No. 01, December 1996

৪. “মুসলিম বিশ্বের পতনের কারণ ও প্রতিকার”, *দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, খ. ৬, নং. ১, ডিসেম্বর ১৯৯৭

৫. متي دخل الإسلام في بنغلاديش (When did Islam First Appear in Bangladesh?), *Al-Ba’s Al-Islami* (International Arabic Journal) Lakhnow, India, Vol. 43. No. 01. Dec. 1997

৬. “আল্লামা নিয়ায মাখদূম ঃ বাংলাদেশে হাদীস শিক্ষাদানে তাঁর অবদান, *দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, খ. ৭, নং. ১, ডিসেম্বর ১৯৯৮

৭. إبن الرومي ومساهمته في الشعر العربي , *The Islamic University Studies*, Vol. 07, No. 02, December 1999

৮. المرأة في الشعر العربي (Women in Arabic Poetry), *The Arabic Journal of the University of Dhaka*, Vol. 04, 1998/1999

৯. "বিশ্ব সভ্যতায় বিস্ময়কর দু'জন মুসলিম মনীষীর অবদান ঃ প্রেক্ষিত তাশখন্দ আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলন ১৯৯৮", *দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, খ. ৩, নং. ১, ডিসেম্বর ১৯৯৪
১০. "সামাজিক অবক্ষয় ও মাদকতারোধে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী, *দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, খ. ৮, নং. ২, ডিসেম্বর ২০০০
১১. الهجاء في الشعر العربي و أثره في المجتمع , *The Arabic Journal of the University of Dhaka*, Vol. 05, 1999/2000
১২. "জুম'আর খুতবা", দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ, খ. ১, নং. ২, ডিসেম্বর ১৯৯০
১৩. الجامعة الإسلامية كوشتيا، بنغلاديش, *The Arabic Journal of the University of Dhaka*, Vol. 01, No. 01. 1999
১৪. القرآن دستور لا مثيل له, *The Islamic University Studies*. Vol. 02, No. 01, December 1993
১৫. "মহানবী (সঃ)-এর আদর্শই সকল সমস্যাবলীর একমাত্র সমাধান", *বুকলেট*, রেজিস্ট্রার, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, কুষ্টিয়া, ১৯৯৪
১৬. الثقافة الإسلامية, *the Islamic Foundation Journal in Arabic*, Dhaka, July-September, 1987
১৭. "বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা ঃ সমস্যা ও তার সমাধান", শিরোনামের প্রবন্ধটি "The Main Problem in Bangladesh & their Solution" গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে, *ঢাকা ইউনিভার্সিটি এলামনাই এসোসিয়েশেন*, ১৯৮০।
১৮. আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আদর্শ সভ্যতার দিশারী রাসূলুল্লাহ সা. এর সুন্নাহ ঃ একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক বিশ্লেষণ, *দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, খ. ১০, নং. ১, জুন ২০০১।

ড. এফ. এম. এ. এইচ. তাকী (বি.এ ১৯৭৭, এম.এ ১৯৭৮)

জন্ম

ড. এফ.এম.এ.এইচ. তাকী ১৯৫৭ সালের ৬ জুলাই বগুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম জনাব মুহাম্মদ আলী।[৬১০]

শিক্ষাজীবন

ড. তাকী ১৯৭২ সালে সুলতানগঞ্জ হাই স্কুল, বগুড়া থেকে মানবিক বিভাগে এস.এস.সি. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৭৪ সালে আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া থেকে মানবিক বিভাগে এইচ.এস.সি পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে কৃতকার্য হন। ইন্টারমিডিয়েট সমাপ্ত করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৭৭ সালে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে বি.এ অনার্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণি এবং ১৯৭৮ সালে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। পরবর্তীতে ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন-এর ফেলো হিসেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর গবেষণার শিরোনাম ছিলো- বাংলা সাহিত্যে মুহাম্মদ সা. এর চরিত উপাদানে ঐতিহাসিকতা (ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী)। (Historicity of Sirah-Materials of Muhammad (SM.) in Bengali Literature (16^{th} and 17^{th} Centuries A.D.)

কর্মজীবন

ড. তাকী ২রা জানুয়ারী ১৯৮৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এর আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে লেকচারার পদে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর ২রা জানুয়ারী ১৯৮৬ সালে সহকারী অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। পরবর্তীতে ইসলামিক স্টাডিজ স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলে ১১

৬১০. ড. এফ.এম.এ.এইচ. তাকী এর নিকট থেকে প্রাপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

জুন ১৯৯৪ সালে তিনি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। ২৪ অক্টোবর ১৯৯৯ সালে অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। এছাড়াও ড. তাকী খন্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে ২০০৪ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি (আর.আর.সি. রাজশাহী)-তে এবং ২০০৬ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ (রাজশাহী ক্যাম্পাস)-এ দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি ১৯৯৯-২০০২ সাল পর্যন্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এর ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান এর দায়িত্ব পালন করেন এবং ২০১৬-২০১৮ সাল পর্যন্ত সময়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদের ডীন এর দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি ২০০৪-২০০৬ পর্যন্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ উপদেষ্টা পরিষদ এর সভাপতি এবং ২০০৫ সাল থেকে অদ্যাবধি বায়তুল মিজান মসজিদ কমিটি রাজশাহীর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

গবেষণাকর্ম

ড. তাকী বিভিন্ন বিষয়ে বাংলা ও ইংরেজীতে বহু গবেষণাকর্ম সম্পাদন করেছেন। রচনা করেছেন একাধিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও গবেষণাগ্রন্থ। শিক্ষার্থীদের এম.ফিল, পিএইচ.ডি ডিগ্রির তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে গবেষণায় অবদান রেখেছেন। নিম্নে তাঁর গবেষণাকর্মগুলোর একটি তালিকা পেশ করা হলো-

ক. প্রকাশিত গ্রন্থ

১. *ধর্মের ইতিহাস*, সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ, রাজশাহী, ২০০৮।

খ. প্রবন্ধসমূহ

১. আব্দুল্লাহ বিন আবি আল জাহম
২. আব্দুল্লাহ বিন জারাদ
৩. আব্দুল্লাহ বিন যোবায়ের
৪. আব্দুল্লাহ বিন হারিছ
   প্রবন্ধগুলো ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঢাকা কর্তৃক ইসলামী বিশ্বকোষে ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত হয়। খ. ১, পৃ. ৫৬০, ৫৭৩, ৫৭৪, ৫৯৭।
৫. Chosen Aspects of Prophethood of Muhammad (sm), ALBASS-EL-ISLAMI,Vol.-39, No-6, *Nadwatul Ulama*, Lakhnow, 1994, pp. 35-44.[Arabic Work]
৬. ধর্মের উৎপত্তি এর উৎসমূহের বিশ্লেষণ, *রাজশাহী ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, পার্ট-এ, কলা ও আইন, বর্ষ. ২২, ১৯৯৫, পৃ. ১২৩-১৩৭
৭. রমজান মাসে রোজা পালন : গুরুত্ব ও তাৎপর্য, *কলা অনুষদ গবেষণা পত্রিকা*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, নং. ১, ১৯৯৫, পৃ. ১০৭-১২৩
৮. বাংলাদেশে মাতৃতান্ত্রিক সমস্যা ও এর সমাধান : একটি বিশ্লেষণ, *কলা অনুষদ গবেষণা পত্রিকা*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, নং. ২, ১৯৯৭, পৃ. ১৭৫-১৮৬
৯. Religion and Revelation: Nature and Evolution, *Research Journal*, Faculty of Arts, University of Rajshahi, No.-3, 1998, pp.131-141. [Bengali Work]
১০. মাওলানা মোহাম্মদ আলী : জীবন ও কর্ম, তাকবীর, *ইসলামিক স্টাডিজ গ্রুপ*, বগুড়া, ২০০৩
১১. ধর্ম ও যাদুবিদ্যা : একটি পর্যালোচনা, *ইসলামিক স্টাডিজ রিসার্চ জার্নাল*, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, খ. ১, সংখ্যা. ১, বর্ষ. ১, ২০০৭, পৃ. ৫৫-৬৮
১২. Concept of Religion to the East and West, *Islamic Studies Research Journal*, Dept. of Islamic Studies, University of Rajshahi, Bangladesh, Vol.-3, Number-3, Year-3,2009, pp. 69-84. [Arabic Work]

Dhaka University Institutional Repository

১৩. Abstracts of Dr. A.K.M Yaqub Ali's Articles, *Varendro Barannya Professor A.K.M. Yaqub Ali's Felicitation Volume,* (Dhaka: Shomay, 2007), pp.37-54. [Bengali Work]

১৪. The Necessity of Lawyers Judgment About Separation Between Wife and Husband in Lian, *Hadis O Masail-E-Ahnaf,* Vol.-2 (Dhaka Islamic Foundation Bangladesh, 2008), pp. 447-455. [Bengali Work]

১৫. কতিপয় প্রচলিত ধর্মের ব্যাপারে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি, *এ কোয়েস্ট ফর ইসলামিক লার্নিং*, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ২০১১, পৃ. ২১৩-২২৪

১৬. কুকুর সম্পর্কিত ইসলামী বিধান : একটি পর্যালোচনা, *ইসলামিক স্টাডিজ রিসার্চ জার্নাল*, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, খ. ৭, জুন ২০১৩-২০১৪, পৃ. ১-৭

এছাড়াও তিনি একাধিক আন্তর্জাতিক সেমিনারে যোগদান করে প্রবন্ধ পাঠ করেছেন যেমন-

১. ২০১৫ সালের ২৭-২৯ ডিসেম্বর তেহরানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কনফারেন্সে যোগদান করেন।

২. ২০১৬ সালের ১৪-১৫ মার্চ জামিয়া মিল্লিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে যোগদান করেন।[৬১১]

ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ (এম.এ ১৯৭৮)

জন্ম

ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ ১৯৪৭ সালের ১লা মার্চ নোয়াখালী জেলার চাটখিল থানার আবু তুরাব নগর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৌলভী মোবারক উল্লাহ ও মাতার নাম শাফিয়া খাতুন। বাবা মোবারক উল্লাহ একজন মাদরাসা শিক্ষক ছিলেন। চাকরীর সুবাদে তিনি নোয়াখালী হতে রংপুরের পীরগঞ্জ থানাধীন চতরা গ্রামে পরিবার-পরিজন নিয়ে স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করেন।

শিক্ষাজীবন

ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ চাটখিল ইসলামিয়া মাদরাসা থেকে ১৯৫৮ সালে ২য় বিভাগে দাখিল পাশ করেন। ১৯৬০ সালে আলিম পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। ১৯৬২ সালে ফাজিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে তৃতীয়, ১৯৬৪ সালে কারামতিয়া আলিয়া মাদরাসা, নোয়াখালী থেকে কামিল (হাদীস) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম, ১৯৭২ সালে সরকারী মোস্তফাবিয়া আলিয়া মাদরাসা, বগুড়া থেকে কামিল (তাফসীর) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম এবং ১৯৭৩ সালে ওয়াজেদিয়া আলিয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম থেকে কামিল (ফিকহ) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন। তিনি ১৯৬৮ সালে চট্টগ্রামের এম.ই.এস. কলেজ থেকে বহিরাগত পরীক্ষার্থী হিসেবে এইচ.এস.সি পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগ ও ১৯৭০ সালে বি.এ অনার্সে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে আরবী বিষয়ে ১৯৭২ সালে এম.এ প্রিলিমিনারী পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম ও ১৯৭৩ সালে এম.এ ফাইনাল পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন। এরপর ১৯৭৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। পরবর্তীতে ১৯৮৮ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ড. মুজীবুর রহমানের তত্ত্বাবধানে "ইমাম তাহাভীর জীবনী এবং হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান" শীর্ষক অভিসন্দর্ভ প্রণয়ন করে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন।[৬১২]

কর্মজীবন

ড. শফিকুল্লাহ রংপুর শরালিয়া এ.টি.এম. সিনিয়র মাদরাসার সুপারিন্টেন্ডেন্ট হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। এখানে তিনি ১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন।

---

৬১১. প্রাগুক্ত

৬১২. প্রফেসর ড. আ.ব.ম.সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী, **প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনন্য শিক্ষাগুরু**, *প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ স্মারক*, কুষ্টিয়া, পৃ. ২৬২-৬৩

Dhaka University Institutional Repository

তারপর ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত কুড়িগ্রাম সাতদরগাহ আলিয়া মাদরাসায় মুহাদ্দিছ ও প্রধান মুহাদ্দিছ, ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম ওয়াজেদিয়া আলিয়া মাদরাসায় মুহাদ্দিছ, মাঝখানে ১৯৬৮ সালে কিছু সময়ের জন্য সিলেট সৎপুর আলিয়া মাদরাসায় মুহাদ্দিছ এবং ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত রংপুরের কারামতিয়া আলিয়া মাদরাসায় প্রধান মুহাদ্দিছ হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

এরপর ১৯৭৬ সাল থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাবিজ্ঞান বিভাগে আরবীর প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক পদে কর্মরত ছিলেন। তারপর ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কুরআন ওয়া উলুমুল কুরআন বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক ও প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৯ সালের দিকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান এবং ১৯৯০ সালে উলূমুত তাওহীদ ওয়াদ দাওয়াহ বিভাগ ও আল-কানুন ওয়াশ শরী'আহ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি ১৯৮৮ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের থিওলজী এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদের ডীন ও ১৯৮৯ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার পদে দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়াও তিনি ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম আবাসিক হলের প্রভোস্ট ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি ১৯৯১ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৯৩ সালে প্রফেসর পদে উন্নীত হন। তিনি ১৯৯৩ সালের ২৫ আগস্ট থেকে ১৯৯৫ সালের ৪ জানুয়ারী পর্যন্ত আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের এবং ১৯৯৫ সালের ৫ জানুয়ারী থেকে ১৯৯৬ সালের ৪ জানুয়ারী পর্যন্ত ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর হিসেবে ২০১১ সাল পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন।

গবেষণাকর্ম

ড. শফিকুল্লাহ একজন বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ। তিনি বহু গ্রন্থ ও গবেষণা প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গবেষণাকর্মগুলো হলো-

ক. রচিত গ্রন্থ

১. *ইমাম তহাভীর জীবন ও কর্ম*, ১৯৯৮ সালে এটি প্রকাশিত হয়।
২. *উলূমুল কুরআন*, প্রথম প্রকাশ ২০০১।
৩. *হাদীস শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত*, প্রথম প্রকাশ ২০০১।
৪. *কুরআন ও হাদীসের আলোকে জিনজাতি ও ইবলিস*, প্রথম প্রকাশ ২০০২।
৫. *সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা 'আওনুলবারী'*, ২০০৪ সালে প্রকাশিত হয়।
৬. *ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী ও তাঁর আল-জামি*, ২০০৭ সালে প্রকাশিত হয়।
৭. *উসূলুল ফিকহ*
৮. *মুসলিম আইন*

খ. অনূদিত গ্রন্থসমূহ

১. *হাদীস শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত*
২. *তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস*
৩. *শুরুতু আইম্মাতিস-সিত্তাহ*
৪. *আত তাকরীর লিত তিরমিযী*

গ. প্রবন্ধসমূহ

১. ওহী : একটি বিশ্লেষণ
২. আল-কুরআনে উপস্থাপিত আমসাল : প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য
৩. ই'জাযুল কুরআন : একটিসমীক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

৪. কুরআন মজীদ জমা'করণ : একটি বিশ্লেষণ
৫. মাক্কী ও মাদানী সূরা : একটি বিশ্লেষণ
৬. তাফসীর ও তাফসীরকারকের অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলী[৬১৩]
৭. পবিত্র কুরআন অবতীর্ণের ধারা, *দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, ভলিউম. ১, সংখ্যা. ১, জুন ১৯৯০।[৬১৪]

মৃত্যু

ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ ২০১১ সালের ২৭ মে রোজ শুক্রবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৬৪ বছর ৩ মাস। তাকে রংপুর জেলার পীরগঞ্জ থানার চতরা গ্রামে পারিবারিক কবরস্থানে পিতা-মাতার পার্শ্বে সমাহিত করা হয়।

ড. মোহাম্মদ সোলায়মান (এম.এ ১৯৮৫)

জন্ম

ড. মোহাম্মদ সোলায়মান ১৯৬৩ সালের ১লা আগস্ট সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানাধীন কাশিমারি গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম হাফিজ সুলতান উদ্দিন সরদার ও মাতার নাম মরহুমা আমেনা খাতুন।[৬১৫]

শিক্ষাজীবন

ড. সোলায়মান পারিবারিক পরিমন্ডল থেকে ই ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি অনুরাগী হয়ে বেড়ে ওঠেন। মাত্র দশ বছর বয়সে ১৯৭৩ সালে তিনি আমিনিয়া হাফিজিয়া মাদরাসা, সাতক্ষীরা থেকে পবিত্র কুরআনুল কারীম-এর হিফয সম্পন্ন করেন। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের অধীন আগোরদারী আমিনিয়া কামিল মাদরাসা, সাতক্ষীরা থেকে দাখিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৭৭ সালে ছারছীনা আলিয়া মাদরাসা থেকে আলিম পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে কৃতকার্য হন। একই মাদ্রাসা থেকে ১৯৭৯ সালে ফাজিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ১০ম স্থান অধিকার করেন। ১৯৮১ সালে সরকারী মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা থেকে কামিল (হাদিস) পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন এবং ১৯৮৫ সালে কামিল (আদব) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেন। তারপর ১৯৮৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী বিভাগ থেকে বি.এ অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় স্থান এবং ১৯৮৪ সালে একই বিভাগ থেকে এম.এ (থিসিস গ্রুপ) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে ৩য় স্থান অর্জন করেন। এরপর ১৯৮৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন। ২০০০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর আরবী বিভাগ থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর গবেষণা অভিসন্দর্ভের শিরোনাম ছিলো- রাসূল (সা.) এর পত্র ও চুক্তি : বিশ্লেষণ An analysis of the Epistles and the Covenants of the Prophet (sm.) । তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান।

কর্মজীবন

ড. সোলায়মান ১৯৮১ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত সময়ে ঢাকার ঐতিহাসিক তারা মসজিদের ইমাম ও খতিবের দায়িত্ব পালন করেন। ২৭ ডিসেম্বর ১৯৮৬ সাল থেকে ২৬ মে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত ইসলামী

---

৬১৩. ড. আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী, **প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনন্য শিক্ষাগুরু**, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫।

৬১৪. প্রফেসর ড. আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী, *ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য* (কুষ্টিয়াঃ রাহিন-রাশাদ প্রকাশনী, ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ২৮৭।

৬১৫. ড. মোহাম্মদ সোলায়মান এর নিকট থেকে প্রাপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া-এর সেন্ট্রাল মসজিদের পেশ ইমাম ও খতিব এর দায়িত্ব পালন করেন। ড. সোলায়মান ১ আগস্ট ১৯৮৮ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ এর খন্ডকালীন লেকচারার হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৯০ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। এরপর ২৭ মে ১৯৯২ সালে দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে লেকচারার পদে যোগদান করেন। ২৭ নভেম্বর ১৯৯৪ সালে সহকারী অধ্যাপক, ৫ আগস্ট ২০০০ সালে সহযোগী অধ্যাপক এবং ৫ আগস্ট ২০০৪ সালে অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। ৮ মার্চ ২০০৯ থেকে ৭ মার্চ ২০১২ সাল পর্যন্ত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া-এর দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের থিওলজী এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদের ডিনের দায়িত্ব পালন করেছেন।

গবেষণাকর্ম

ড. সোলায়মান ইসলাম ধর্ম বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে অনেকগুলো মৌলিক গবেষণাকর্ম সম্পাদন করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাসমূহ হলো-

১. "رسائل النبى ﷺ و بعض مميزاتها" *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী বিভাগ জার্নাল*, জানুয়ারী, ১৯৯৩।
২. রাসূলুল্লাহ স. এর পত্র ঃ ইসলামী দাওয়াহর ক্ষেত্রে এর প্রভাব, *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, ভলি. ২, নং. ১, জুন-১৯৯৩।
৩. "Address of the Prophet in the Hajjatul wda' and present perspective" (Benglai), *দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, ভলি. ৩, নং. ১, ডিসেম্বর-১৯৯৪।
৪. আরবী কাসীদাহ ঃ উৎপত্তি ও বিকাশ, *দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, ভলি. ৪, নং. ১, ডিসেম্বর-১৯৯৫, পৃ. ৫৮-৭৩।
৫. "المرأة فى الملل والنحل" *দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, ভলি. ৫, নং. ১, জুন-১৯৯৬।
৬. رسائل النبى ﷺ الى البحرين و أثرها فى الدعوة الاسلامية. *দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, ভলি. ৬, নং. ১, জুন-১৯৯৭।
৭. رسائل النبى ﷺ الى هرقل عظيم الروم و اهميتها فى الدعوة. *দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, ভলি. ৭, নং. ১, জুন-১৯৯৮।
৮. সামাজিক অধিকার নিশ্চিতকরণে মদীনা সনদের ভূমিকা, *দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, ভলি. ৭, নং. ২, ডিসেম্বর-১৯৯৯।
৯. ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা ও তাঁর দার্শনিক মতবাদ, *দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, ভলি. ৮, নং. ২, জুন ২০০০।
১০. "صلح الحديبية و أهميتها فى الدعوة الاسلامية" *দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, ভলি. ৯, নং. ১, ডিসেম্বর-২০০০।
১১. "الرسول الأول نوح عليه السلام و مناهجه فى الدعوة" *দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, ভলি. ৯, নং. ২, ডিসেম্বর-২০০০।
১২. "التربية البيئية فى الاسلام" *দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, ভলি. ১০, নং. ২, জুন-২০০২।
১৩. মহানবী সা. এর পত্রবাহক ও দূতগণ ঃ ইসলামে তাদের অবদান, *দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, ভলি. ১০, নং. ১, ডিসেম্বর-২০০১।
১৪. "The Emperor of Ethiopia An-Nazashi and His Contribution to Islam" (Bengali), *দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, ভলি. ৮, নং. ১, ডিসেম্বর-১৯৯৮।
১৫. "The Latter of Prophet (sm) to the 'Muqauqis' the Emperor of Egypt: It's Contribution to Islam" (Bengali), *দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, ভলি. ১, জুলাই-২০০৩।

১৬. التدابير الواقعية من الغزو الفكرى. *দি দাওয়াহ রিসার্চ জার্ণাল*, দাওয়াহ ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, ২০০৪।
১৭. "The Riba in the Light of Islam: Rebuke of Suspicion in Modern Perspective". গবেষণা সাময়িকী *ইসলামী আইন ও বিচার*, ভলি. ৬, নং. ২৪, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১০।
১৮. "The Second Coming of Isa Masih (A.) in the View of Islam and Christianity: A Comparative Study". *জার্ণাল অব ইসলামিক এডুকেশন এন্ড রিসার্চ*, ভলি. ৫, নং. ২, ২০০৯।
১৯. مقاصد الشريعة الاسلامية فى العقيدة الاسلامية. *দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, ভলি. ১৫, নং. ১, ডিসেম্বর-২০০৯।
২০. الحقوق الاقتصادية للمرأة فى الإسلام والأديان الأخرى : دراسة تحليلية. , *দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, ভলি. ১৬, নং ২, ডিসেম্বর ২০১২।

ড. সোলায়মান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সেমিনারে যোগদান করেছেন এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। যেমন-

১. ১৯৯০ সালের ১৬ জুলাই থেকে ৮ আগস্ট পর্যন্ত ISESCO এবং শিক্ষামন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত "A training course for Teachers of Arabic and Islamic Instruction", শিরোনামে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।
২. ২০০৮ সালের ২-৩ মে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট এর উদ্যোগে "Epistemology & Curriculum Reform শীর্ষক কর্মশালায় তিনি অংশগ্রহণ করেন।
৩. বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এর তত্ত্বাবধানে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-হাদীস ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে "Teaching methodology" শীর্ষক কর্মশালায় তিনি অংশ গ্রহণ করেন।
৪. ২০০৫ সালে The role of Scientists and intellectuals in the community with the present শিরোনামে World Assembly of Muslim Youth(WAMY) কর্তৃক অনুষ্ঠিত কর্মশালায় তিনি অংশগ্রহণ করেন।
৫. ৮ ডিসেম্বর ২০০৬ সালে "The Decline of morality and the role of young scientists in it" শিরোনামে World Assembly of Muslim Youth আয়োজিত জাতীয় সিম্পোজিয়ামে তিনি অংশ নেন।
৬. ২০০৮ সালের ২-৩ মে The Role of Ulama to Society শিরোনামে Bangladesh Institute of Islamic thought (BIIT) এর উদ্যোগে আয়োজিত সম্মেলনে তিনি অংশগ্রহণ করেন।
৭. ১৯৮৬ সালে ঢাকায় "Arabic Language and Islamic Culture" শিরোনামে Islamic University of Madinah এবং Royal Embassy of Saudi Arabia কর্তৃক আয়োজিত কোর্স তিনি সম্পন্ন করেন।
৮. ১৯৮২ সালে আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে EFL (English as Foreign Language) কোর্সটি সম্পন্ন করেন।[৬১৬]

---

৬১৬. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ড. মুহাম্মদ আবদুর রাহীম (বি.এ ১৯৮৪, এম.এ ১৯৮৫)

জন্ম

ড. মুহাম্মদ আবদুর রাহীম ১৯৬৪ সালের ১ মার্চ বরিশাল জেলার মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলার আলিমাবাদ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মো: আলী হোসাইন হাওলাদার ও মাতার নাম মোসাম্মাৎ সাকীনা খাতুন।

শিক্ষাজীবন

ড. আব্দুর রাহীম ১৯৭৯ সালে আলিম পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ এবং ১৯৮১ সালে ফাযিল পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে ১৯৮৪ সালে বি.এ অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় এবং ১৯৮৫ সালে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে তৃতীয় স্থান অর্জন করেন। পরবর্তীতে ২০০৯ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া-এর দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে "Children's rights in Islam: perspective Bangladesh" শীর্ষক বিষয়ে অভিসন্দর্ভ রচনা করে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

কর্মজীবন

ড. আব্দুর রাহীম ১৯৯১ সালে আবু জর গিফারী কলেজ ঢাকায় ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে প্রভাষক পদে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। উক্ত কলেজে পাঁচ বছর শিক্ষকতা করার পর ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে লেকচারার পদে যোগদান করেন। ২০০১ সালে সহকারী অধ্যাপক ও ২০০৭ সালে সহযোগী অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে উক্ত পদেই কর্মরত রয়েছেন।

গবেষণাকর্ম

ড. আব্দুর রাহীম বিভিন্ন বিষয়ে বহু গ্রন্থ ও গবেষণা প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর গবেষণাকর্মসমূহ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

ক. রচিত গ্রন্থসমূহ

১. *ইসলামে সন্তান লালন-পালন*
২. *বেহেশতের রাজপথ ইসলাম*
৩. *প্রশ্নোত্তরে ইসলামের হাজার প্রসঙ্গ*
৪. *রাসূলুল্লাহ সা.-এর নামে চালিয়ে দেয়া জাল হাদীস*
৫. *আল-কুর'আন আমার বেহেশতের পথ দেখায়*
৬. *মাতা পিতার জন্য সবটুকু ভালোবাসা*
৭. *মুসলিম নারীর ব্যবহারিক জীবন*
৮. *মরণের আগে ও পরের জীবন*
৯. *জীবনের গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা ও আমল*
১০. *আদর্শ পরিবার ও পারিবারিক জীবন*
১১. *নবীদের স্ত্রী ও নারীগণ যেমন ছিলেন*
১২. *আজ খতমে তারাবীতে কী শুনবো*
১৩. *রোজার নিয়ম ফজিলত মাসায়েল*
১৪. *চেয়ারে বসে নামায আদায়*
১৫. *সু কণ্যা*
১৬. *আমার বাবা মা আমার বেহেশত*

১৭. *ইসলামী আকীদার নানা প্রসঙ্গ- ১ ও ২ খন্ড*
১৮. *ইসলামে অর্থ ব্যাংকিং ও বীমা ব্যবস্থা*
১৯. *জীবন্ত যখন আল কুরআন*
২০. *সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ইসলামি সংস্কৃতি ও অন্যান্য অনুষঙ্গ*
২১. *আল-কুরআনের বিষয় কোষ ১*
২২. *কুরআনের শব্দ ভান্ডার*

খ. প্রবন্ধসমূহ

১. Miracle of Al-Quran (In Bangla), *Islamic foundation Potrika*, Year 36, No 3, January-March 1997, pp. 74-93
২. Multiple marriage according to Islam, *Islamic foundation Potrika* Year 36, No 3, April-June 1997, pp. 70-93
৩. Islamic Culture: Its Nature, Object and Philosophical Aspect, *The Journal of Open School*, Bangladesh Open University, Volume-1, January-June 2004, PP.31-48
৪. Religious Education in Bangladesh and Saudi Arabia: A comparative study, *The Journal of Teacher Education*, School of Education, Bangladesh Open UniversityVolume-1, 2003, PP. 99-106
৫. Islamic Views in Trade and Commerce, *The Journal of Open School*, Open School, Bangladesh Open University, Volume-1, January-June 2004, PP: 85-104
৬. Learning Arabic Language in Bangladesh: Development, Problem and Remedy, *Journal of Institute of Modern Languages*, Dhaka University, Volume-15,2001-2002, PP. 83-111
৭. Technique of Development of Printed Course Materials for Distance and Open Learning, *The Journal of Teacher Education*, School of Education, Bangladesh Open University, Volume-1, 2003, PP.55-66
৮. Equal Rights of Men and Women in Islam: A Survey (Co-Writer), *Islamic Foundation Potrika*, Year 44, No 3, January-March 2005, pp.197-234.
৯. Organ Transplantation according to Islam: An Induction, *The Journal of Social Science and Humanities*, Bangladesh Open University, Volume-3, Held to publish in 2003.
১০. Impact of Zakat on Socio-Economic System of a Country, *The Journal of Open School*, Open School, Bangladesh Open University, Volume-2, 2004, PP 89-104.
১১. Socio-Culture System of Bangladesh and Saudi Arabia : A comparative study, *The Journal of Open School*, Open School, Bangladesh Open University, Volume-2, 2004, PP: 23-41
১২. Educational System in Bangladesh: An Overview, *The Journal of Teacher Education*, School of Education, Bangladesh Open University, Volume-2, 2004, PP-103-114.

১৩. Muslim Ummah : A critical overview of It's Problems and Remedies, *The Journal of Open School*, Open School, Bangladesh Open University, Volume-3, 2005.
১৪. Islamic Common Market (ICM) : Perspective Muslim Ummah, *Journal of social science and humanities*, School of Social Science and Humanities and language, Bangladesh Open University, Volume-3, No-1 2006, PP-146-154
১৫. Transmigration of various cultures : Its effect over our National Culture, *Journal of social science and humanities*, School of Social Science and Humanities and language, Bangladesh Open University.Volume-3, No-2, 2006, PP-34-41.[৬১৭]

ড. এ.কে.এম. নুরুল আলম (এম.এ ১৯৮৬)

জন্ম

প্রফেসর ড. এ.কে.এম. নুরুল আলম ১৯৫৩ সালের ১লা ডিসেম্বর ময়মনসিংহ জেলার তারাকান্দা উপজেলাস্থ ঢাকিরকান্দা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আলহাজ্ব মো: আবুল হোসাইন ও মাতার নাম মালেকা খাতুন।

শিক্ষাজীবন

ড. এ.কে.এম. নুরুল আলম ১৯৬৮ সালে আলিম পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে চতুর্থ স্থান লাভ করেন। ১৯৭০ সালে ফাযিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ষষ্ঠ স্থান এবং ১৯৭২ সালে কামিল পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে পঞ্চম স্থান অধিকার করেন। ১৯৭৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ থেকে বি.এ অনার্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণিতে কৃতকার্য হন। ১৯৭৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ থেকে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। পরবর্তীতে ১৯৮৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে প্রাইভেটভাবে এম.এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন। ১৯৯৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন।

কর্মজীবন

ড. এ.কে. এম. নুরুল আলম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট-এর আরবী ভাষা কোর্সের খন্ডকালীন লেকচারার হিসেবে কিছু দিন চাকুরী করেন। তারপর ১৯৯০ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া-এর 'দাওয়া এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ' বিভাগে লেকচারার পদে যোগদান করেন। ১০ ফেব্রুয়ারী ১৯৯২ সালে সহকারী অধ্যাপক, ২রা আগস্ট ১৯৯৮ সালে সহযোগী অধ্যাপক এবং ২৮ জুলাই ২০০২ সালে অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। ড. নুরুল আলম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া-এর দাওয়া এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ফ্যাকাল্টি অব থিওলজি এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ-এর ডীন হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া-এর সিন্ডিকেট সদস্য ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-এর সিনেট সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়াও তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া-এর সহকারী প্রক্টর এর দায়িত্ব পালন করেছেন।

গবেষণাকর্ম

ড. এ.কে.এম. নুরুল আলম কর্তৃক প্রণীত অনেকগুলো প্রবন্ধ ও পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। নিম্নে তাঁর গবেষণাকর্মসমূহের একটি তালিকা উপস্থাপিত হলো-

---

৬১৭. ড. মুহাম্মদ আবদুর রাহীম-এর নিকট থেকে প্রাপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

Dhaka University Institutional Repository

ক. গ্রন্থসমূহ

১. *ইসলামী দাওয়াহর মর্মকথা ও ইসলামী শিক্ষার তাৎপর্য, এটি একটি মৌলিক গ্রন্থ;* বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক ২০০২ সালে প্রকাশিত হয়।

২. *সংস্কৃতির স্বরূপ ও ইসলামী সংস্কৃতির তাৎপর্য*, এটি একটি গবেষণামূল গ্রন্থ; ২০০২ সালে প্রকাশিত হয়।

৩. *ওয়াহী-এ-এলাহী*, এটি একটি অনুবাদ গ্রন্থ; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়।

৪. *মুসনাদ-ই-আহমদ* এর বঙ্গানুবাদ প্রকল্প, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর তত্ত্বাবধানে অনূদীত বিখ্যাত এ হাদীসগ্রন্থটির তিনটি খন্ডের অনুবাদ করেন এবং একাধিক খন্ডের রিভিউ/সম্পাদনার কাজে যুক্ত ছিলেন।

খ. প্রবন্ধসমূহ

১. মোল্লা জিওন ঃ বিস্ময়কর এক মনীষা, *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, খ. ১, সংখ্যা. ১, জুন ১৯৯০, পৃ. ৪২-৫৯।

২. পর্যালোচনামূলক তাওহীদ, ঈমান ও ইসলাম, *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, সংখ্যা. ২, পৃ. ৩৫-৪৭।

৩. বৃটিশ ভারতে বঙ্গীয় মুসলমানদের শিক্ষা দৈন্য ও এর পরিণতি (১৭৬৫-১৮৫৮), *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, খ. ২, সংখ্যা. ১, জুন ১৯৯৩, পৃ. ১-১৯।

৪. বৃটিশ বঙ্গে মুসলিম শিক্ষার ধারাবাহিকতা এবং এর বিবর্তনধারা (১৮৫৭-১৯৪৭), *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, খ. ৩, সংখ্যা. ১, ডিসেম্বর ১৯৯৪, পৃ. ২৭-৪৯।

৫. আব্দুল আওয়াল জৌনপুরী : তাঁর পাণ্ডিত্য ও দাওয়া কার্যক্রম, *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, খ. ৪, সংখ্যা. ১, ডিসেম্বর ১৯৯৫, পৃ. ১৪-১৫।

৬. ইলমুল জারহ ওয়াত তা'দীল : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারা, *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, খ. ৫, সংখ্যা. ১, ডিসেম্বর ১৯৯৬, পৃ. ৩১-৪৫।

৭. শামসুল উলামা বেলায়েত হুসাইন : ইসলামী শিক্ষার অনন্য সাধারণ এক শিক্ষক, *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, খ. ৬, সংখ্যা. ১, ডিসেম্বর ১৯৯৭, পৃ. ৯-২৩।

৮. নিউস্কীম পদ্ধতি : মুসলিম বাংলায় শিক্ষা প্রসারে এর অবদান, *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, খ. ৭, সংখ্যা. ১, ডিসেম্বর ১৯৯৮, পৃ. ২৫-৩৫।

৯. শামসুল উলামা আবু নসর ওহীদ : কর্ম ও সফদতায় ভাস্মর এক জীবনালেখ্য, *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, খ. ৭, সংখ্যা. ২, জুন ১৯৯৯, পৃ. ১-১৫।

১০. বাঙ্গালী মুসলমানদের পশ্চাৎপদতার কারণ ও স্বাধীনতা চেতনার উন্মেষ (১৭৫৭-১৯৪৭), *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, খ. ৮, সংখ্যা. ১, ডিসেম্বর ১৯৯৯, পৃ. ১১-২১।

১১. বঙ্গে আরবী ও ইসলামী শিক্ষার সূচনা ধারা : প্রাসঙ্গিক তথ্যাদির যৌক্তিক বিশ্লেষণ, *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, খ. ৮, সংখ্যা. ২, জুন ২০০০, পৃ. ২৫-৪১।

১২. ইসলামী দাওয়াহ ও তাবলীগের তাৎপর্য ও প্রসঙ্গকথা, *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, খ. ১, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০০০।

১৩. নওয়াব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী : সমাজ ও সংস্কৃতির নিবেদিতপ্রাণ এক সেবক, *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, খ. ৯, সংখ্যা. ২, জুন ২০০১।

১৪. বাংলাদেশে ন্যায়পালঃ সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা ও ইসলামী দৃষ্টিকোণ, *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, খ. ১০, সংখ্যা. ১, জুন ২০০১।

১৫. সীরাতে রাসূল (সঃ) চর্চার সূচনা ও বিকাশপর্ব, *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, খ. ১০, সংখ্যা. ২, ডিসেম্বর ২০০১।

Dhaka University Institutional Repository

১৬. বাংলাদেশে আরবী চর্চার ভবিষ্যৎ ও প্রাসঙ্গিক প্রস্তাবনা, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, সংখ্যা. ৪৫, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩, পৃ. ১৪৫-১৬১।
১৭. ইসলামী শিক্ষার অনুসঙ্গে বঙ্গে হাদিস চর্চার ঐতিহ্য, *আই.বি.এস. জার্নাল*, ১৪০২ : ৩, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, এপ্রিল ১৯৯৬, পৃ. ৭৯-৯৭।
১৮. মানব ধর্ম : আল ইসলাম, দর্শন ও প্রগতি, *গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ষ. ১১শ, সংখ্যা. ৯, জুন-ডিসেম্বর ১৯৯৪, পৃ. ৪২-৫৩।
১৯. নূর কুতুবুল আলমের জীবনাদর্শ : প্রেক্ষিত ইসলামী দাওয়াহ, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, বর্ষ. ৩, সংখ্যা. ৪, এপ্রিল-জুন ২০০০, পৃ. ৫-২১।
২০. গ্রন্থ পর্যালোচনা- ডাঃ আ.স.ম. রইছ উদ্দিন, সুফিবাদ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ক, *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, খ. ১৯, সংখ্যা. ২, ডিসেম্বর ২০০১, পৃ. ২৯৫-৩০০।
২১. গ্রন্থ সমালোচনাঃ ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী : জীবন ও কর্ম, প্রকাশক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, খ. ১৫, সংখ্যা. ২, ডিসেম্বর ১৯৯৭।[৬১৮]

ড. মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল (এম.এ ১৯৮৬)

জন্ম

ড. মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল ১৯৫৬ সালের ১লা মার্চ ভোলা জেলার সদর থানাধীন ইলিশা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৌলভী মোঃ আব্দুর রহমান ও মাতার নাম মোসাম্মাৎ হাজেরা খাতুন।

শিক্ষাজীবন

ড. মোস্তফা কামাল নিজ গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন। ১৯৬৭ সালে তিনি দাখিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ প্রাপ্ত হন। ইলিশা ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা থেকে ১৯৬৯ সালে আলিম পরীক্ষা এবং ১৯৭১ সালে ফাজিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৭২ সালে ইলিশা হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ এবং ১৯৭৪ সালে ভোলা কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগ লাভ করেন। ১৯৭৩ সালে ভোলা দারুল হাদীস আলীয়া মাদ্রাসা থেকে কামিল (হাদীস) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। ১৯৭৬ সালে ভোলা কলেজ থেকে স্নাতক পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগ প্রাপ্ত হন। ১৯৮৪ সালে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে ইসলামী শরীয়ায় উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৮৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে এম. এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন। ১৯৯৭ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর গবেষণার শিরোনামঃ ইসলামে অপরাধ আইন, গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ।

কর্মজীবন

ড. মোস্তফা কামাল কর্মজীবনে একজন খ্যাতিমান শিক্ষক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি ১৯৭৪ সাল থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত সময়ে ভোলা দারুল হাদীছ আলীয়া মাদ্রাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত বোরহানউদ্দিন আলীয়া মাদ্রাসা, ভোলা-এর প্রধান মুহাদ্দিস ছিলেন। পরবর্তীতে নেছারাবাদ ছালেহিয়া কামিল মাদ্রাসা, ঝালকাঠি-এর অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ায় দাওয়াহ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৯২ সালে সহকারী অধ্যাপক, ১৯৯৮ সালে সহযোগী অধ্যাপক এবং ২০০২ সালে অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। তিনি ২ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯ সাল থেকে

৬১৮. ড. এ.কে.এম. নুরুল আলম এর নিকট থেকে প্রাপ্ত জীবনবৃত্তান্ত।

১ ফেব্রুয়ারী ২০০১ সাল পর্যন্ত দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান এবং ২৪ ডিসেম্বর ২০০৩ থেকে ২৩ ডিসেম্বর ২০০৫ পর্যন্ত থিওলজি অনুষদের ডিনের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য, আই.ডি.বি-এর রিসার্চ এক্সপার্ট ও সার্কের এক্সপার্ট সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি জমিয়তুল মোদাররিসীন, ঝালকাঠী শাখার সভাপতি এর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মাদ্রাসা-ই-ইসলামিয়া, রাজশাহী এর প্রতিষ্ঠাতা ও আজীবন সভাপতি।

গবেষণাকর্ম

ড. মোস্তফা কামাল প্রায় ৮টি গবেষণা পুস্তক ও ২৫টিরও অধিক গবেষণা পেপার রচনা করেছেন। তিনি বাংলাদেশের একমাত্র ইসলামী ব্যক্তিত্ব যিনি ইসলামের মৌলিক গবেষণাকর্মের জন্য ইউ.জি.সি পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গবেষণাকর্মগুলো হলো-

ক. গ্রন্থসমূহ

১. *মুসলিম ব্যক্তিগত আইন*, ঢাকা : পানকৌড়ী প্রকাশনী।
২. *মৌলিক সমস্যা সমাধানে ইসলামী আইন*, ইফাবা।
৩. *স্বামী পরিত্যক্ত নারীর অধিকার*, ইফাবা।
৪. *স্টাডি অব আল-হাদীস (বুখারী ও মুসলিম)*, মেরিট ফেয়ার প্রকাশনী।
৫. *স্টাডি অব আল-হাদীস (আবূ দাউদ ও ত্বাহাবী)*, মেরিট ফেয়ার প্রকাশনী।
৬. *স্টাডি অব তাফসীর (কাশ্‌শাফ)*, মেরিট ফেয়ার প্রকাশনী।

খ. প্রবন্ধসমূহ

১. "ইসলামী শিক্ষার ক্রমবিকাশ", *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, বাংলাদেশ।
২. মুসলিম বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ভূমিকা", *জেদ্দায় অনুষ্ঠিত* ১৯৮১ সালে সনদ পুরস্কার প্রাপ্ত।
৩. وجوب الايمان بنبوة محمد صلى الله عليه و سلم ، *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি*, ফ্যাকাল্টি অব থিওলজি এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ, খ. ২, নং-১, জুন ১৯৯৩।
৪. الامام أبو حنيفة رحمه الله عليه و بعض مزايا الفقه الحنفى ، *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি*, *ফ্যাকাল্টি অব থিওলজি এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ*, খ.৪, নং-১, ডিসেম্বর ১৯৯০।
৫. القياد فى الاسلام , ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, *ফ্যাকাল্টি অব থিওলজি এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ*, খ. ৫, নং-১, ডিসেম্বর ১৯৯৬।
৬. التشريع الاسلامى مدى الحاجة و المتوسيع , *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি*, *ফ্যাকাল্টি অব থিওলজি এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ*, খ. ৬, নং-১, ডিসেম্বর ১৯৯৭।
৭. وحدة الأمة لإسلامية و أهميتها , *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি*, *ফ্যাকাল্টি অব থিওলজি এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ*, খ. ৭, নং-১, ডিসেম্বর ১৯৯৮।
৮. التصوف و أهميته فى الاسلام , *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি*, *ফ্যাকাল্টি অব থিওলজি এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ*, খ.৭, নং- ২, ডিসেম্বর ১৯৯৯।
৯. عقوبة الردة فلسفتها فى الاسلام, *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি*, *ফ্যাকাল্টি অব থিওলজি এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ*, খ. ৮, নং- ১, ডিসেম্বর ১৯৯৯।
১০. الآثار السيئة لضبط الولادة فى المجتم , *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি*, *ফ্যাকাল্টি অব থিওলজি এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ*, খ. ১০, নং-১, ডিসেম্বর ২০০১।
১১. জননিরাপত্তা আইনঃ ইসলামের দৃষ্টিতে একটি পর্যালোচনা, *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি*, *ফ্যাকাল্টি অব আল-কুরআন ওয়াশশারি'আ*, খ. ২, নং-১, ডিসেম্বর ২০০০।[৬১৯]

---

৬১৯. ড. মোস্তফা কামাল এর নিকট থেকে প্রাপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

ড. আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী (এম.এ ১৯৮৬)

জন্ম ও শৈশবকাল

ড. আ.ব.ম.সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকীর পূর্ণ নাম হলো আবুল বাশার মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী। তিনি জামালপুর জেলাধীন ইসলামপুর উপজেলার ঢেংগার গড় গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আলহাজ্ব মুরশাদুজ্জামান সরদার ও মাতার নাম মরহুমা জামিলা খাতুন। ছয় ভাই তিন বোনের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়।[৬২০]

শিক্ষাজীবন

ড. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী চিনাডুলী সিনিয়র মাদ্রাসা থেকে দাখিল, বাট্টাজোড় সিনিয়র মাদ্রাসা থেকে আলিম ও কামালখান হাট সিনিয়র মাদ্রাসা থেকে ফাজিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি ১৯৮৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ থেকে বি.এ অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে চতুর্থ ও ১৯৮৫ সালে একই বিভাগ থেকে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। তিনি ১৯৮৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে বহিরাগত শিক্ষার্থী হিসেবে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ১৯৯৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী বিভাগ থেকে "আরবী প্রবাদ সাহিত্য" শীর্ষক বিষয়ে অভিসন্দর্ভ রচনা করে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন।

কর্মজীবন

ড. সিদ্দীকী ১৯৮৯ সালের ২২ জুন ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর সহকারী পরিচালক পদে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর তিনি ১৯৯০ সালে ১ জানুয়ারী বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমী, চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন পদ মর্যাদায় ইনস্ট্রাক্টর পদে যোগদান করেন এবং ১৯৯১ সালের ২৬ মার্চ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। ১৯৯১ সালের ২৭ মার্চ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ায় আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে লেকচারার পদে যোগদান করেন। ১৯৯৪ সালের ২৮ মার্চ সহকারী অধ্যাপক, ১৯৯৯ সালের ১০ অক্টোবর সহযোগী অধ্যাপক ও ২০০৪ সালের ৪ আগস্ট অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেন। প্রফেসর সিদ্দীকী ২০০১ সালের ১১ ডিসেম্বর থেকে ২০০৪ সালের ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান এবং ৮ জানুয়ারী ২০১২ সাল থেকে ৭ জানুয়ারী ২০১৪ সাল পর্যন্ত থিওলজী অনুষদের ডীন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[৬২১]

গবেষণাকর্ম

ড. সিদ্দীকীর তত্ত্বাবধানে ৯ জন গবেষক এম.ফিল ডিগ্রি ও ১২ জন গবেষক পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর শতাধিক প্রবন্ধ দেশী-বিদেশী জার্নাল, কুরআন বিশ্বকোষ, সীরাত বিশ্বকোষ, বাংলাপিডিয়া এবং সমাজবিজ্ঞান প্রকল্পে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি এনসিটিবির একজন লেখক ও রিভিউয়ার। তিনি ইউজিসির ৬টি প্রকল্প সফলভাবে সম্পাদন করেছেন। নিম্নে ড. সিদ্দীকীর উল্লেখযোগ্য গবেষণাকর্মগুলো উপস্থাপিত হলো-

ক. রচিত গ্রন্থ

১. *আরবী প্রবাদ সাহিত্য*, এটি মূলত তাঁর পিএইচ.ডি থিসিস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত হয়, প্রথম প্রকাশ ২০০২

২. *আধুনিক মুফাসসির ও তাঁদের তাফসীর পদ্ধতি*, রাহিন-রাশাদ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী-২০২০

---

৬২০. প্রফেসর ড. আ.ব.ম.সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী এর নিকট থেকে প্রাপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

৬২১. প্রাগুক্ত

৩. *খ্যাতনামা মুফাসসির ও তাঁদের তাফসীর পদ্ধতি*, রাহিন-রাশাদ প্রকাশনী, ২০১৮
৪. *ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় : ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, রাহিন-রাশাদ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ২০১৬
৫. *মুসলিম দার্শনিক চিন্তাবিদ ও বৈজ্ঞানিক*, রাহিন-রাশাদ প্রকাশনী, জুন-২০১৮
৬. *বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গবেষণা শিরোনাম* : কলা থিওলজী ও আইন অনুষদ, রাহিন-রাশাদ প্রকাশনী, জানুয়ারী ২০১৬
৭. *গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশল*, রাহিন-রাশাদ প্রকাশনী, জানুয়ারী ২০১৩
৮. *আল-কুরআনের সহজ অর্থানুবাদ*, রাহিন-রাশাদ প্রকাশনী, জানুয়ারী ২০১৬
৯. *উলূমুল কুরআনের সহজ পাঠ*, রাহিন-রাশাদ প্রকাশনী, অক্টোবর ২০১৭
১০. *তাফসীর শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, রাহিন-রাশাদ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ২০২০
১১. *আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ : ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, কুষ্টিয়া, ২০০৪
১২. *বাংলাদেশে অমুসলিম মিশনারীদের তৎপরতা*, ড. সিদ্দীকী কর্তৃক বইটি النشطات لبعثة غير المسلمين في بنغلاديش শিরোনামে আরবীতে অনূদিত হয়ে ১৯৮৮ সালে ঢাকায় প্রকাশিত হয়।
১৩. *আলিম হেদায়েতুন্নাহু*, দারসুন প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৯

খ. প্রবন্ধসমূহ

১. موقف القرآن في حقوق الأولاد , *Arabic Journal*, Aligarh Muslim University, 2018
২. আল-কুরআনের ভাষা আরবির গুরুত্ব, ভাষা ইনষ্টিটিউট পত্রিকা ঢাবি, খ. ১, সংখ্যা. ৯, ১৯৯৮
৩. سيد قطب وبحث موجز عن في ظلال القرآن ,*The Islamic University Studies*,vol. 7, No. 2, 1999
৪. العلامة ناصر الدين البيضاوي و الدراسة الفنية في تفسير البيضاوي, *The Islamic University Studies*, vol. 5. No. 1, December 1996
৫. الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي,*The Islamic University Studies*, vol. 9, No. 1, 1999
৬. السيد رشيد رضا : تفسيره المنار,*The Islamic University Studies*, vol. 10, No. 1, june 2001
৭. المجاز في القرآن الكريم, *The Islamic University Studies*, vol. 12, No. 1, 2002
৮. آثر القرآن الكريم في ضبط نفسية الإنسان, *The Islamic University Studies*, vol. 16, No. 2, 2012
৯. المناهج التربوية على ضوء سورة نوح, *The Quranic Studies*, Vol, 4, No. 1, 2015
১০. الشباب ومشكلاتهم في العصر الراهن وحلها في ضوء القرآن الكريم,*The Quranic Studies*, vol. 6, No. 1, 2015
১১. আল-কুরআনের অলংকারিক বৈশিষ্ট্য, *দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, খ. ১০, নং. ২, জুন ২০০১।
১২. মাওলানা আকরাম খাঁর কুরআন শরীফ : একটি পর্যালোচনা, *দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, খ. ১৪, নং. ১, ২০১০
১৩. Characteristics of Al-Quran : An Analytical Review, *The Islamic University Studies*, vol. 15, No. 1, 2010
১৪. আল-জাসসাস : আহকামুল কুরআনের পর্যালোচনা, *দি কুরআনিক স্টাডিজ*, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, খ. ২, নং. ১, ডিসেম্বর ২০০৫।

Dhaka University Institutional Repository

১৫.আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. ও তাঁর তাফসীর বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গী, *দি কুরআনিক স্টাডিজ*, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, খ. ৫. নং. ৩, ২০১৫

১৬.প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান : কুরআন চর্চায় তাঁর অবদান, *দি কুরআনিক স্টাডিজ*, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, খ. ৫, নং. ২, ২০১৫

১৭. Maulana Meer Abdus Salam: An analytical discourse of his Quran Mazeed, *The Quranic Studies IU*, vol. 4, No. 1, 2014

১৮.Quranic Views in Research : An analytical discourse, *The Quranic Studies IU*, vol. 6, No. 2, 2017

১৯.القرآن الكريم معيار اللغة العربية: دراسة لغوية، *The Quranic Studies*, vol. 6, No. 1, 2017

২০.توفيق الحكيم: المسرحية العربية الحديثه, *Arabic Journal*, Aligarh Muslim University, India, vol. 18, 2003

২১.صاحبا الجلالين و بحث موجز عن تفسيرهما الجلالين, *The Islamic University Studies*, vol. 7, No. 2, 1999

২২.علم المناسبة القرآنية: موضوعه و تطوره و مكانته , *The Islamic University Studies*, vol. 16, No. ٢, 2012

২৩.মানব সমাজে প্রচলিত জুলুমের বাস্তব চিত্র : আল-কুরআনের দৃষ্টিতে একটি পর্যালোচনা, *দি কুরআনিক স্টাডিজ*, খ. ৬, নং. ১, ২০১৭

২৪. الخط العربى : تاريخ موجز عن نشأته و تطوره ، *ফ্যাকাল্টি অব থিওলজি এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ*, খ. ৮, সংখ্যা-১, ডিসেম্বর ১৯৯৯।

২৫.ابو تمام : عبقريته و آثاره , ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, *থিওলজি এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ পত্রিকা*, খ. ৯, সংখ্যা-২, জুন ২০০১।

২৬.البحترى : الشاعر والشعر, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, *ফ্যাকাল্টি অব থিওলজি এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ*, খ. ১১, সংখ্যা-২, ডিসেম্বর- ২০০২।

২৭.আরবী প্রবাদের উৎপত্তি ঃ সমার্থে ব্যবহৃত আরবী ও বাংলা প্রবাদের একটি তুলনামুলক আলোচনা, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি ফ্যাকাল্টি অব থিওলজি এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ, খ. ৮, সংখ্যা-২, জুন ২০০০।

২৮.আধুনিক কবি আহমদ যকী আবূ শাদী, *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি*, ফ্যাকাল্টি অব হিউমেনিটিজ এন্ড সোসাল সাইন্স, খ. ৬, সংখ্যা-১, জুন ১৯৯৮।

২৯.আধুনিক আরবী কবি ইলিয়া আবু মাযী :কবি ও কাব্য, *ফ্যাকাল্টি অব হিউমেনিটিজ এন্ড সোসাল সাইন্স*, খ. ৭, সংখ্যা-২, জুন ১৯৯৯।

৩০. আধুনিক কবি আহমদ যকী আবূ শাদী, *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি*, ফ্যাকাল্টি অব হিউমেনিটিজ এন্ড সোসাল সাইন্স, খ. ৬, সংখ্যা-১, জুন ১৯৯৮।

৩১.আধুনিক আরবী কবি ইলিয়া আবু মাযী :কবি ও কাব্য, *ফ্যাকাল্টি অব হিউমেনিটিজ এন্ড সোসাল সাইন্স*, খ. ৭, সংখ্যা-২, জুন ১৯৯৯।

৩২.ড. ইয়াকুব সররুফ : আধুনিক আরবী গদ্য সাহিত্যে তাঁর অবদান, *ফ্যাকাল্টি অব হিউমেনিটিজ এন্ড সোসাল সাইন্স*, খ. ৭, সংখ্যা-১, জুন ১৯৯৯।

৩৩. মুফতী মুহাম্মদ শফী ও তাঁর রচনাবলী, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*।

৩৪.ডঃ এ,কে,এম আইয়ুব আলী : ইসলামী শিক্ষায় তার অবদান, *ফ্যাকাল্টি অব থিওলজি এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ*, খ. ৭, সংখ্যা-১, ডিসেম্বর ১৯৯৮।[৬২২]

৬২২. ড. আ.ব.ম.সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী এর নিকট থেকে প্রাপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

গ. *বাংলাপিডিয়ায়* প্রকাশিত নিবন্ধসমূহ (বাংলা ও ইংরেজীতে)

১. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, (পৃষ্ঠা-৬)
২. মাদ্রাসা (পৃষ্ঠা-৪)
৩. সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসাইন (পৃষ্ঠা-১)
৪. ড.এ.কে.এম. আইয়ুব আলী (পৃষ্ঠা-১)
৫. বেলায়েত হোসাইন (পৃষ্ঠা-১)
৬. অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ (পৃষ্ঠা-১)
৭. ড. মোহাম্মদ আব্দুল গফুর (পৃষ্ঠা-১)
৮. মাওলানা আত্হার আলী (পৃষ্ঠা-১)
৯. ড. মোহাম্মদ আব্দুলাহ (পৃষ্ঠা-১)
১০. ড. সিরাজুল হক (পৃষ্ঠা-১
১১. মাদ্রাসা -ই- আলীয়া ঢাকা (পৃষ্ঠা-৪)
১২. ঢাকা মাদ্রাসা (পৃষ্ঠা-২)

ঘ. *সীরাত বিশ্বকোষে* প্রকাশিত নিবন্ধ

১. প্রবাদ সাহিত্যে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর অবদান (পৃষ্ঠা-৩৪)।

ঙ. *আউলিয়া বিশ্বকোষে* প্রকাশিত নিবন্ধ

১. খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (পৃষ্ঠা-৫৪)।

চ. *সমাজবিজ্ঞান প্রকল্পে* প্রকাশিত নিবন্ধ

১.ভাষা তত্ত্ব (পৃষ্ঠা- ৩৩)

২.দর্শন (পৃষ্ঠা- ১৩৪)

ছ. *কুরআন বিশ্বকোষে* প্রকাশিত নিবন্ধাবলী

জাযাউ সায়্যিআতিন (মন্দের প্রতিফিল)
আল জাযাউল আউফা (পরিপূর্ণ প্রতিদান)
জাযাউল ইহসান (উত্তম কাজের প্রতিদান)
জিযইয়া (কর)
আল জিসম (শরীর)
জালাবীব (চাদর)
জালূত (জালূত বাদশা)
জালদা (চাবুক)
জুলূদ (চামড়া)
আল জালাল (মহিমাময়)
আল জালা(নির্বাসন)
জামিদা (অচল)
আল জুমআ' (জুমুআ')
জামাল (সৌন্দর্য)
আল জাম' (একত্র)
জিমালাত (উটেরপাল)
আল জুনূব (দূর)
জানাহুয যুললি (বাহু)
জুনূদ (সৈন্যবাহিনী)
আল জিন্ন (জিন্নজাতি)
মারিজ (নির্ধুমঅগ্নি)
মারীজ (সংশয়ে দোদুল্যমান)
আল মারজান (প্রবাল)
মারাহান (দম্ভভরে)
মুমাররাদ (স্বচ্ছ)
মুসতামির (চিরাচরিত)

Dhaka University Institutional Repository

মুসতামীর (নিরবচ্ছিন্ন)

মিররা(প্রজ্ঞা)

মারাদ (ব্যাধি)

আল-মারওয়া (মারওয়া)

মিরা (আলোচনা)

মুকছ (ক্রমে ক্রমে)

মাকর (কৌশল)

মাক্কা (মক্কা)

মীকাল (মিকাঈল)

মাকীন (মর্যাদাশীল)

মুকা (শিস)

মিলউন (পূর্ণ)

মারিদ (বিদ্রোহী)

ওয়াজহ (চেহারা)

ওয়াদী (উপত্যাকা)

ওয়াযন (পরিমাপ)

কুম্মাল (উকুন)

কালব (কুকুর)

আয়াত (নিদর্শন)

আল 'আয়ন (চক্ষু)

আল মুকাতাবা (চুক্তি)

আশীরা (পরিবার)

আসীর (বন্দী)

মোহাম্মদ জিয়াউল হক (বি.এ ১৯৮৫, এম.এ ১৯৮৬)

জন্ম

জনাব মোহাম্মদ জিয়াউল হক ১৯৬৪ সালের ১ মার্চ কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আলহাজ্ব মাওলানা রশীদ আহমাদ ও মাতার নাম গুলবাহার বেগম।

শিক্ষাজীবন

জনাব জিয়াউল হক ১৯৭৮ সালে হাশিমপুর মাদ্রাসা, চট্রগ্রাম থেকে আলিম পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ এবং ১৯৮০ সালে ফাজিল পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৮২ সালে চট্রগ্রাম দারুল উলূম কামিল মাদ্রাসা থেকে কামিল (হাদীস) পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণিতে কৃতকার্য হন। এরপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে ১৯৮৫ সালে বি.এ অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণি এবং ১৯৮৬ সালে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন।

কর্মজীবন

জনাব জিয়াউল হক ১৯৮৯ সালের ২০ সেপ্টেম্বর মাদারীপুর সৈয়দ আবুল হোসেন কলেজে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের লেকচারার হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন এবং ১৯৯০ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত সেখানে কর্মরত ছিলেন। এরপর তিনি ৮ম বিসিএস পরীক্ষায় শিক্ষা ক্যাডারে উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৯০ সালের ১ জুলাই ভূঞাপুর সরকারী কলেজে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৯৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর তিনি সহকারী অধ্যাপক, ২০০৫ সালের ৬ জানুয়ারি সহযোগী অধ্যাপক এবং ২০১৩ সালের ১৩ মে অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। কর্মজীবনে জিয়াউল হক বিভিন্ন সরকারী কলেজে অধ্যাপনার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি ১ জুলাই ১৯৯০ সাল থেকে ৬ জুলাই ১৯৯১ সাল পর্যন্ত ভূঞাপুর সরকারী কলেজে, ৭ জুলাই ১৯৯১ সাল থেকে ৫ জানুয়ারি ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত মীরপুর গার্লস আইডিয়াল কলেজে, ৬ জানুয়ারি ১৯৯৯ সাল থেকে ১৩ এপ্রিল ২০০০ সাল পর্যন্ত কুষ্টিয়া সরকারী কলেজে, ১৪ এপ্রিল ২০০০ সাল থেকে ৮ জানুয়ারি ২০০৫ সাল পর্যন্ত নরসিংদী সরকারী কলেজে, ৯ জানুয়ারি ২০০৫ সাল থেকে ১৩ মে ২০১৩ সাল পর্যন্ত কবি নজরুল সরকারী কলেজে এং ১৪ মে ২০১৩ থেকে অদ্যাবদি ইডেন সরকারী মহিলা কলেজে অধ্যাপনায় নিয়োজিত রয়েছেন।

সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন

জনাব জিয়াউল হক একজন দক্ষ সংগঠক এবং সৎ কর্মপরায়ণ মানুষ। তিনি বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনে নেতৃত্ব প্রদান করেছেন। ১৬ জুন ২০১৬ সালে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ এ্যালামনাই এসোসিয়েশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হওয়ার পর ২০১৭ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি এর প্রথম পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে জনাব জিয়াউল হক ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ এ্যালামনাই এসোসিয়েশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রথম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং ২০১৯ সালের ২৯ মার্চ পর্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।[৬২৩]

মোঃ আলমগীর রহমান (বি.এ ১৯৮৬, এম.এ ১৯৮৮)

জন্ম

জনাব মো: আলমগীর রহমান ১৯৬৪ সালের ১লা মার্চ মাগুরা জেলার শ্রীপুর উপজেলাস্থ সারংগদিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মো: মতিয়ার রহমান এবং মাতার নাম মোছা: আমিরুন নেসা।

শিক্ষাজীবন

জনাব আলমগীর রহমান ১৯৭৯ সালে এসএসসি ও ১৯৮১ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এরপর ১৯৮৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে বি.এ অনার্স পরীক্ষায় ২য় শ্রেণী ও ১৯৮৮ সালে এম.এ পরীক্ষায় ১ম শ্রেণীতে কৃতকার্য হন।

কর্মজীবন

অধ্যাপক আলমগীর রহমান ১৯৯১ সালে ৯ম বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারে উত্তীর্ণ হয়ে করটিয়া সাদাত কলেজে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। ২০০১ সালে সহকারী অধ্যাপক ও ২০০৫ সালে সহযোগী এবং ২০১৬ সালে তিনি অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। কর্মজীবনে অধ্যাপক আলমগীর বিভিন্ন সরকারী কলেজে অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি ২০১৮ সালের ২০ সেপ্টেম্বর সরকারী মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা-এর অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি সরকারী মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা-এর অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।[৬২৪]

আ. খ. ম আবু বকর সিদ্দীক (বি.এ ১৯৯০, এম.এ ১৯৯১)

জন্ম

অধ্যক্ষ আবু বকর সিদ্দীক ১৯৭০ সালের ৩ সেপ্টেম্বর বরগুনা জেলার বেতাগী উপজেলার গ্রেদলক্ষ্মীপুরা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম মাওলানা আব্দুল গণি ও মাতার নাম মরহুমা মরিয়ম খানম।

শিক্ষাজীবন

অধ্যক্ষ মাওলানা আ.খ.ম আবু বকর সিদ্দীক গ্রেদলক্ষ্মীপুরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে রহমতপুর আলিম মাদরাসায় ভর্তি হন এবং সেখানে মাত্র একবছর অধ্যয়ন করেন। তারপর উত্তর তালগাছিয়া ফাযিল মাদরাসায় সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। এরপর ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত কামিল মাদরাসায় অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হন। ছারছীনা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে ১৯৮৩ সালে দাখিল, ১৯৮৫ সালে আলিম, ১৯৮৭ সালে ফাযিল পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। একই মাদরাসা থেকে ১৯৮৯ সালে কামিল (হাদীস) পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে ১৯৯০ সালে বি.এ অনার্স ও ১৯৯১ সালে এম.এ ডিগ্রী অর্জন করেন।

কর্মজীবন

অধ্যক্ষ আবু বকর সিদ্দীক ১৯৯১ সালের ১২ জানুয়ারী ডেমরার শুকুরশী গোরস্থান সংলগ্ন একটি ইবতেদায়ী মাদরাসার প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন; যেটি বর্তমানে

৬২৩. মোহাম্মদ জিয়াউল হক-এর নিকট থেকে প্রাপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

৬২৪. মো: আলমগীর রহমান-এর নিকট থেকে প্রাপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

দারুচ্ছুন্নাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা নামে পরিচিত। অধ্যক্ষ আবু বকর সিদ্দীক-এর হাত ধরে এ প্রতিষ্ঠানটি দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।[৬২৫]

গবেষণাকর্ম

অধ্যক্ষ আবু বকর সিদ্দীক বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে কাজ করার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড-এর অধীন বিভিন্ন শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক রচনা ও সম্পাদনার সাথে জাড়িত ছিলেন। নিম্নে তাঁর গবেষণাকর্মসমূহ উপস্থাপন করা হলো:

১. *শিকড় থেকে শিখরে (সাক্ষাৎকার গ্রন্থ)*
২. *জীবনের পাথেয় (১, ২ ও ৩)- বক্তৃতা সংকলন*
৩. *আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র.*
৪. *কিছু স্মৃতি, কিছু কথা*
৫. *কুরআন ও তাজবীদ*, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড-এর ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক বই

কুরআন ও তাজবীদ (সম্পাদক), বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড-এর ১ম থেকে ৫ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক বই।[৬২৬]

ড. আ. ন. ম. আবদুল মাবুদ (বি.এ ১৯৯১, এম.এ ১৯৯২)

জন্ম

ড. আবু নছর মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলার নাসির মোহাম্মদ চৌধুরী বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হাফেজ মৌলানা আ.ন.ম. আবদুল কাদের চৌধুরী। ড. আবদুল মাবুদের পিতা ফুরফুরা তরিকতের একজন বিশিষ্ট খলীফা ছিলেন। তিনি ভ্রাতৃদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ।

শিক্ষাজীবন

ড. আবদুল মাবুদ ১৯৮৪ সালে ওয়াজেদিয়া আলিয়া মাদরাসা, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম থেকে দাখিল, ১৯৮৬ সালে দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম থেকে আলিম এবং ১৯৮৮ সালে সরকারী মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা থেকে ফাযিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে ১৯৯২ সালে বি.এ অনার্স ও ১৯৯৩ সালে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণি প্রাপ্ত হন। পরবর্তীতে ২০১৭ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে বিভাগীয় অধ্যাপক ড. হাফেজ মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা-এর তত্ত্বাবধানে "Abdul Majid Daryabadi : His Contribution to the Study of Tafsir" শীর্ষক বিষয়ে গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনা করে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন।

কর্মজীবন

ড. আবদুল মাবুদ ১৯৯৬ সালে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে প্রভাষক, ইসলামী শিক্ষা পদে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন এবং ২০০৪ সাল পর্যন্ত স্ব-পদে কর্মরত ছিলেন। এরপর ২০০৪ সালের আগস্ট-এ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে লেকচারার পদে যোগদান করেন। ২০০৭ সালের আগস্ট-এ সহকারী অধ্যাপক, ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে সহযোগী অধ্যাপক এবং ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। তিনি ২০০৫ সালের এপ্রিল থেকে ২০০৮ সালের এপ্রিল পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহ আমানত হলের হাউজ টিউটর হিসেবে দায়িত্ব পালন

---

৬২৫. মুহাম্মদ কাওসার বিন আবদুল গণি (সম্পা.), *স্মৃতিস্মারক-২০১২* (কামিল হাদীস), ঢাকা: দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা, ২০১২, পৃ. ৭৩

৬২৬. ব্যক্তিগত সাক্ষাতকার, অধ্যাক্ষ আ. খ. ম. আবু বকর সিদ্দীক, অধ্যক্ষের কার্যালয়, দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা, তারিখ: ৩০ অক্টোবর ২০২১

করেছেন। বর্তমানে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।

গবেষণাকর্ম

ড. আবদুল মাবুদের ১২টি গবেষণা প্রবন্ধ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও ২০১৬ সালে ভারতের বি.এস আবদুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় ও মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করে তিনি গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। গবেষণার তালিকা নিম্নরূপ:

১. খলীফা আল-মামুন: জ্ঞান চর্চায় তাঁর অবদান, *The Chittagong University Journal of Arts & Humanities*, Vol.-XX, Part-1, 2004, 193 – 216
২. Women's Property Rights In Islam: Ideals and Realities, *The Chittagong University Journal of Arts & Humanities*, Vol.-XXV, 2009, 395 – 417
৩. উন্নত সমাজ বিনির্মাণে কুর'আনের মূলনীতি, *The Chittagong University Journal of Arts & Humanities*, Vol.-XXVI, 2010, 291- - 312
৪. বিনম্রতা ও হযরত মুহাম্মদ (স.): একটি পর্যালোচনা, *The Chittagong University Journal of Arts & Humanities*, Vol.-XXVII, 2011, 233-244
৫. شاعر الزهد أبو العتاهية: حياته و عبقريته الشعرية, *The Chittagong University Journal of Arts & Humanities*, Vol.-XXI, 2005, 331-348
৬. Tertiary Public Education In Bangladesh : A Look into Quality Issues and Constraints, *Asian Academic Research Associates Journal,* India, Volume 2 Issue-7, 2015, 151-165
৭. National Democratic Institute (NDI, U.S.) and Parliamentary Election in Bangladesh: An Analytical Study, *Asian Academic Research Associates Journal,* India, Volume 3, Issue 10, 2016, 95-105
৮. The Sword-Myth Revisited: An Analysis, *Al-Qasemi Journal of Islamic Studies*, Israel, Volume 2, Issue 2, 45-78
৯. Women's Family Rights in Isla>m: Issues and Solution, *JOURNAL OF INTERNATIONAL CONFERENCE,* India, 2019, Volume 2, Issue I, 38-44
১০. 'Abdul Majid Daryabadi: A Charismatic Mufassir of the Holy Qur'a>n, *Journal of Religion and Theology*, Volume 3, Issue 2, 2019, 33-56
১১. Tafsir Literature: Growth and Development, *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS),* Volume III, Issue IV, 2019, 96-107
১২. 'Abdul Majid Daryabadi and Four Mufassirs: A Comparative Study, *Saudi Journal of Humanities and Social Sciences (SJHSS),* 2019, Volume-4, Issue-5, 361-365
১৩. ইসলামের দৃষ্টিতে পারিবারিক সম্প্রীতি: বর্তমান সমাজ, *International Multilingual Journal of Science and Technology*, Berlin, Germany, 2021, Volume 6, Issue 7, 3563-3571.[৬২৭]

৬২৭. ড. আ.ন.ম. আবদুল মাবুদ-এর নিকট থেকে প্রাপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

Dhaka University Institutional Repository

ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক (বি.এ ১৯৯১, এম.এ ১৯৯২)

জন্ম

ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক ১৯৭০ সালের ৩০ জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কারী মু: ছানাউল্লাহ এবং মাতার নাম যোবাইদা বেগম।

শিক্ষাজীবন

ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক ১৯৮৫ সালে আলিম এবং ১৯৮৭ সালে ফাযিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ১৯৯১ সালে বি.এ অনার্স পরীক্ষায় ১ম শ্রেণিতে ৬ষ্ঠ এবং ১৯৯২ সালে এম.এ পরীক্ষায় ১ম শ্রেণিতে ১ম স্থান অর্জন করেন। পরবর্তীতে ২০০০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে "ইবনুল আছীর-আল মুবারক ইবন মুহাম্মাদ ও আলী ইবন মুহাম্মাদ : জীবন ও কর্ম" শীর্ষক বিষয়ে গবেষণা করে এম.ফিল এবং ২০০৭ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে "ইসলামী বিচার ব্যবস্থা : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ" শীর্ষক শিরোনামে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর এম.ফিল ও পিএইচ.ডি গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন যথাক্রমে অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুল মালেক ও অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ।

কর্মজীবন

ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক গাউছিয়া ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসায় ১৯৯৯ সাল থেকে ২০০২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত উপাধ্যক্ষ পদে কর্মরত ছিলেন। এরপর ২০০৩ সালের ৫ মার্চ বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। ২০০৬ সালে সহকারী অধ্যাপক, ২০১২ সলে সহযোগী অধ্যাপক এবং ২০১৮ সালে অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অধ্যাপক পদে কর্মরত রয়েছেন।

গবেষণাকর্ম

ড. ছাইদুল হক বহু গ্রবেষণামূলক গ্রন্থ, প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করেন। নিম্মে তাঁর গবেষণাকর্মের তালিকা উপস্থাপিত হলো।

ক. মৌলিক গ্রন্থসমূহ

১. ফাতাওয়া ও মাসাইল (৩য় খ.), *পঞ্চম অধ্যায়: অযূ ও গোসলের পানির বিবরণ*, ১৯৯৭, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।
২. ফাতাওয়া ও মাসাইল (৪র্থ খ.), *সপ্তম পরিচ্ছদ: নফল সাদাকাত*, ১৯৯৯, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।
৩. দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, *২য় অধ্যায়: শিশু-কিশোর পরিচর্যায় ইসলাম*, ২০০০, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।
৪. *ইবনুল আছীর : আল-মুবারক ইবন মুহাম্মাদ ও আলী ইবন মুহাম্মাদ : জীবন ও কর্ম*, ২০০২, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।
৫. *হাদীস ও সামাজিক বিজ্ঞান (১ম খ.) : ইসলামে পারিবারিক ব্যবস্থা*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৩২৩-৩৪০
৬. *হাদীস ও সামাজিক বিজ্ঞান (২য় খ.) : হিসাববিজ্ঞান, গণিত, জ্যামিতি, বীজগণিত ও ত্রিকোণমিতি*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ২৩৫-২৬৭
৭. *হাদীস ও সামাজিক বিজ্ঞান (২য় খ.) : শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৩৫৬-৩৬৯
৮. *আরবি-বাংলা অভিধান : 'খা' বর্ণ*, আরবি-বাংলা অভিধান প্রকল্প, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৮৬৫-৯২৯

Dhaka University Institutional Repository

৯. *কুরআন ও হাদীসের আলোকে হজ ও উমরা*, তামান্না হজগ্রুপ , মিরপুর ,ঢাকা, ২০১২

১০. *ইসলামী আইন ও আইনবিজ্ঞান* (খ. ১), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১২

১১. *আমার পরিবার আমার বেহেশত*, সোনালী সোপান, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০১৫

১২. *আসুন জানি, আজ খতমে তারাবীহতে কী শোনবো*, ২০১৫

১৩. *আল-কুরআনুল কারীম (সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ)*, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেমন বাংলাদেশ, ২০১৫

১৪. *ইলমুল ফিকহ : সূচনা ও ক্রমবিকাশ*, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১৬

১৫. *দৈনন্দিন জীবনে তাকওয়া*, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, কাঁটাবন, ঢাকা, ২০২০

খ. পাঠ্য বই প্রণয়ন

১. *ইসলাম শিক্ষা*, জেএসসি প্রোগ্রাম, ৬ষ্ঠ শ্রেণি, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও গণসাক্ষরতা অভিযান।

২. *ইসলাম শিক্ষা*, জেএসসি প্রোগ্রাম, ৭ম শ্রেণি, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও গণসাক্ষরতা অভিযান।

৩. *ইসলাম শিক্ষা*, জেএসসি প্রোগ্রাম, ৮ম শ্রেণি, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও গণসাক্ষরতা অভিযান।

৪. *ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি, ১ম পত্র, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩-২০১৪ শিক্ষা বর্ষ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে অনুমোদিত।

গ. পাঠ্য বই সম্পাদনা

১. *ইসলাম শিক্ষা (২য় পত্র)*, এইচএসসি প্রোগ্রাম, ওপেন স্কুল ,বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

২. *ইসলামিক স্টাডিজ-৪ : ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা*, বিএ এবং বিএসএস প্রোগ্রাম, সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

৩. *ইসলামিক স্টাডিজ-৫ : ইসলামী অর্থব্যবস্থা*, বিএ এবং বিএসএস প্রোগ্রাম, সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

ঘ. বই সম্পাদনা (অন্যান্য)

১. *ইসলামের পারিবারিক বিধান (১ম খণ্ড)*, ইসলামী ফিক্হ বিশ্বকোষ, বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১২

ঙ. পাঠ্য বই রিভিউ

১. *ইসলাম ও নৈতিকশিক্ষা*, এসএসসি প্রোগ্রাম (কোর্স কোড : এসএসসি-১৬৫৪) ওপেন স্কুল , বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৬

২. জাতীয়শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড : *ইসলামশিক্ষা (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি)*, ১ম পত্র, ২০১৬

চ. প্রকাশিত অনুবাদ গ্রন্থসমূহ

১. *মুসলিম শরীফ (৮ম খণ্ড)*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪।

২. *সুনানু ইবনে মাজাহ (১ম ও ২য় খণ্ড)*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০।

৩. *শামাইলে তিরমিযী*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০১।

৪. *ইসলাহুল মুসলিমীন*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩।

৫. *আত-তারগীব ওয়াত তারহীব (১ম খণ্ড)*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪।

৬. *মাআরিফুল হাদীস (৩য় খণ্ড)*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

৭. *সিহাহ সিত্তা সংকলন (৬ খণ্ড)*, এমদাদিয়া পুস্তকালয়, ঢাকা, ২০০৩।

৮. *সহীহ আল-বুখারী, (১-৩ খণ্ড)*, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, কাঁটাবন, (অনুবাদ ও সম্পাদনা), ২০১২

৯. *সীরাতে নোমান (ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর জীবন চরিত গ্রন্থ)*, মক্তব প্রকাশনা, উত্তরা, ঢাকা,২০২১

ছ. গবেষণা প্রবন্ধসমূহ

১. "অর্থব্যবস্থায় সুদের নেতিবাচক প্রভাব", *ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা*, ৪২ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০০৩, পৃ. ১০৯-১২৯
২. "Technique of Development of Printed Course Materials for Distance and Open Learning", *Journal of Teacher Education,* School of Education, Bangladesh Open University, (যৌথ) ১ম সংখ্যা, ২০০৩, পৃ. ৫৫-৬৬
৩. "Education and Women Development in Islam", "*Journal of Teacher Education*", School of Education, Bangladesh Open University, (যৌথ) ২য় সংখ্যা, ২০০৪, পৃ. ১১৫-১২৭
৪. "ইসলামে নারী ও পুরুষের সমঅধিকার : একটি সমীক্ষা" (যৌথ), *ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা*, ৪৪ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৫, পৃ. ১৯৭-২২৩
৫. "এইচ. আই. ভি/এইড্স প্রতিরোধে বৈজ্ঞানিক ও নৈতিকশিক্ষণ : একটি সামগ্রিক পর্যালোচনা" (যৌথ), *ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা*, ৪৭ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০০৭, পৃ. ৫৬-৭২
৬. "দুর্নীতিমুক্ত বিচার প্রশাসন প্রতিষ্ঠায় খলীফা উমর (রা.)-এর অবদান", *ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা*, ৪৭ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন, ২০০৮, পৃ. ৫-২২
৭. " সম্পদ উপার্জন ও ব্যয়ের বিধান : ইসলামী দৃষ্টিকোণ" *ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা*, ৪৮ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অক্টোবর- ডিসেম্বর, ২০০৮, পৃ. ৮৭-৬৮
৮. "মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রবর্তিত বিচার ব্যবস্থা : একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা" *ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা*, ৪৮ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারী- মার্চ, ২০০৯, পৃ. ৫-৩১
৯. "ইসলামী আইন : একটি সামগ্রিক পর্যালোচনা" *ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা*, ৪৯ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অক্টোবর- ডিসেম্বর, ২০০৯, পৃ. ১১২-১৩৮
১০. "আদালতে বিবাদ নিষ্পত্তিতে সাক্ষ্য প্রমাণের অপরিহার্যতা, *ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা*, ৫২ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল - জুন, ২০১৩, পৃ. ১৭১-১৯৪
১১. ভূমির মালিকানা : ইসলামী দৃষ্টিকোণ", *জার্নাল অব ইসলামিক এডুকেশন এন্ড রিসার্চ*, ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক এডুকেশন এন্ড রিসার্চ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, ২০১১ (২০১৪ সালে প্রকাশিত), ভলিউম-৭, পৃ.৮৮-১০২
১২. "দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম অনুসৃত কৌশল : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ", *ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা*, ৫৩ বর্ষ ,৩য়সংখ্যা, জানুয়ারি- মার্চ ২০১৪, পৃ. ৯৯-১২০
১৩. "ইসলামী আইনে আযীমত ও রুখসাত : একটি পর্যালোচনা", *ইসলামী আইন ও বিচার*, ১০ বর্ষ , ৩৯ সংখ্যা, জুলাই- সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃ. ০৭-৩২
১৪. " মহানবী (সা.) প্রবর্তিত শিক্ষাদান পদ্ধতি পর্যালোচনা", *ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা*, ৫৪ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃ. ৬০-৮২
১৫. "তাকওয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা", *ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা*, ৫৫ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল -জুন ২০১৫, পৃ. ০৫-২৭
১৬. "প্রতিবন্ধী অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম : একটি পর্যালোচনা", *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,কলাভবন, ঢাকা, ২০১৬
১৭. "সম্পদে নারীর অধিকার : বাংলাদেশের সংবিধান ও ইসলাম", *জার্নাল অব সোশাল সায়েন্স ও হিউম্যানাটিজ*, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ভলিউম, ৫, নং-১, ডিসেম্বর-২০১৮, পৃ. ৬৪-৭৭
১৮. পরিবেশ সুরক্ষা আইন ও ইসলামের নির্দেশনা : একটি পর্যালোচনা" *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৫৯ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৯, পৃ. ১১২-১৩৬ ।[৬২৮]

---

৬২৮. ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক-এর নিকট থেকে প্রাপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

Dhaka University Institutional Repository

ড. মোহাম্মদ আবু জাফর খান (বি.এ ১৯৯৫, এম.এ ১৯৯৬)

জন্ম

ড. মোহাম্মদ আবু জাফর খান ১৯৭৪ সালের ১লা জানুয়ারী ঝালকাঠি জেলার নলছিটি উপজেলার বড়ইচরণ গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুল আলী খান ও মাতার নাম জয়গুন বিবি।

শিক্ষাজীবন

ড. আবু জাফর খান ১৯৮৮ সালে নেছারাবাদ আলিয়া মাদ্রাসা থেকে দাখিল এবং ১৯৯১ সালে দুর্বাটি দারুল উলুম আলিয়া মাদ্রাসা থেকে কৃতিত্বের সাথে আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে ১৯৯৫ সালে বি.এ অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে ত্রয়োদশ ও ১৯৯৬ সালে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অর্জন করেন। অতঃপর ২০০৪ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া থেকে ড. মুহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান-এর তত্ত্বাবধানে 'অপরাধ দমনে ইসলামের ভূমিকা' [The Role of Islam in the Eradication of Crimes] শীর্ষক বিষয়ে এম.ফিল এবং ২০০৭ সালে একই তত্ত্বাবধায়কের অধীনে 'আল-কুরআনে ঐতিহাসিক নারী : একটি পর্যালোচনা' [Historical Women in Al-Qur'an; A Critical Analysis] শীর্ষক বিষয়ে গবেষণা করে পিএইচ.ডি ডিগ্রী অর্জন করেন।

কর্মজীবন

ড. মোহাম্মদ আবু জাফর খান ২০০০ সালে বিপিএটিসি স্কুল এন্ড কলেজে প্রভাষক পদে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন এবং ২০০২ সাল পর্যন্ত সেখানে কর্মরত থাকেন। ২০০২ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া-এর দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে লেকচারার পদে যোগদান করেন। ২০০৪ সালে সহকারী অধ্যাপক, ২০০৯ সালে সহযোগী অধ্যাপক এবং ২০১৩ সালে অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। বর্তমানে তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া-এর দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।

গবেষণাকর্ম

ড. মোহাম্মদ আবু জাফর খান-এর উল্লেখযোগ্য গবেষণাকর্মগুলো হলো:-

১. Ushr in Zakat Management: The Bangladesh Perspective, *The Islamic University Studies*, The Faculty of Theology and Islamic Studies, Islamic University Kushtia. Vol. 17, No. 2, 2014, pp. 01-15.
২. Philosophy of Punishment and Rectification Method of the Criminals: A Review, *The Islamic University Studies*, The Faculty of Theology and Islamic Studies, Islamic University Kushtia. Vol. 17, No.1, 2014, pp. 01-11.
৩. Rangpur Carmichael College in Disseminating of Modern Education: Perspective Words, *The Islamic University Studies*, The Faculty of Theology and Islamic Studies, Islamic University Kushtia, Vol. 11, No. 1, December 2013, pp. 225-234.
৪. نزول عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان على ضوء القرآن والسنة, *দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, ফ্যাকাল্টি অব থিওলজি এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ, খ. ১৬, নং ২, ডিসেম্বর, ২০১২।

Dhaka University Institutional Repository

৫. The Strategy Pursued by Islam in Poverty Alleviation: Bangladesh Perspective, *Daw'ah Research Journal*, Islamic University Kushtia, vol. 1, 2011, pp. 1-19.
৬. Ownership of Land: Islamic Perspective, *Journal of Islamic Education and Research*, Institute Islamic Education and Research, Islamic University Kushtia, vol. 7, no. 1, 2011.
৭. The role of Surah hujurat in establishing the Ideal Society: An Analysis, *The Islamic University Studies*, The Faculty of Theology and Islamic Studies, Islamic University Kushtia, Vol. 15, No. 2, 2010, pp. 01-10.
৮. مبارك بن محمد الميلي الجزائرى: جهوده على عرفان الشرك للأمة. , *দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, ফ্যাকাল্টি অব থিওলজি এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া, খ. ১৫, সংখ্যা. ১, ২০১০, পৃ. ১-২৪.
৯. Qiyas : The Unique Source of Islamic Jurisprudence to Meet the Need of Time, *Journal of Islamic Education and Research*, Institute of Islamic Education and Research, Islamic University Kushtia, Vol. 5, no. 2, 2009, pp. 01-16.
১০. The 'five-time-a-day' prayer (Salah): Lessons for An Individual, *The Islamic University Studies*, The Faculty of Theology & Islamic Studies, Islamic University Kushtia, Vol. 14, no. 2, 2008, pp. 145-156,
১১. স্বাধীনতা যুদ্ধ ও বাংলাদেশের মুসলিম তরুণ সমাজ : পর্যালোচনা, *দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, ফ্যাকাল্টি অব থিওলজি এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ, খ. ১৪, নং ১, ডিসেম্বর, ২০০৭।
১২. Imam Al Gazzali and His Philosophy of State, T*he Islamic University Studies Journal*, The faculty of Humanities and Social Science, Islamic University, Kushtia, Vol. 11, issue 1, 2007, pp. 225-234.
১৩. The Role of Fasting in constructing Crime Free Society, *Da'wah Research Journal*, Department of Da'wah and Islamic Studies, Islamic University Kushtia, Issue 2, 2007, Pp. 87-98.
১৪. ড. সিরাজুল হক: আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তালে তাঁর অবদান, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, বর্ষ ৪৭, ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৭, পৃ ৭৩-৮৫.
১৫. মুসলিম যুব সমাজের ধর্ম বিমুখতার কারণ ও প্রতিকার : একটি পর্যালোচনা, *দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, ফ্যাকাল্ডি অব থিওলজি এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া, খ. ১৩, নং ১, ২০০৬, পৃ. ১৫১-১৬৫.
১৬. ইমাম নববী এবং তাঁর গ্রন্থ রিয়াদুস সালেহীন, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, বর্ষ ৪৫, ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৬, পৃ ৪৪-৫৫.
১৭. Halving of the moon, *The Islamic University Studies*, The Faculty of Theology and Islamic Studies, Islamic University Kushtia, Vol. 12, No. 1, 2005, pp. 02-10.
১৮. Role of Furfura Based Movement in the Perspective of Contemporary Politics, *The Islamic University Studies*, The Faculty

of Theology and Islamic Studies, *Islamic University Kushtia, Journal* Vol. 12, 1st issue, 2005, pp. 129-140.

১৯. Capitalism, Socialism and Islamic Economy Systems: A Comparative Analysis, *The Islamic University Studies*, The Faculty of Theology and Islamic Studies, Islamic University Kushtia, Vol. 11, No. 2, 2003, pp. 101-109.

২০. The Role of Iman in the Prevention of Crime, *Da'wah Research Journal*, Department of Da'wah and Islamic studies, Islamic University Kushtia, 1st issue, 2004, pp. 65-101.

২১. Drugs and its' Addiction in Bangladesh: An Islamic Perspective, *Islamic Foundation Journal*, The Islamic Foundation of Bangladesh, 40 Year 4th Issue: April- Jun, 2004.[৬২৯]

ড. মো: ইব্রাহীম খলিল (বি.এ ১৯৯৫, এম.এ ১৯৯৬)

জন্ম

ড. মো: ইব্রাহীম খলিল ১৯৭৫ সালের ১ মার্চ শরীয়তপুর জেলার কোয়ারপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মওলানা মোঃ তাফাজ্জুল হোসেন শাকুরী এবং মাতার নাম বেগম নূরজাহান খান। তার পিতা জাজিরা শামসুল উলূম কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ছিলেন।

শিক্ষাজীবন

ড. ইব্রাহীম খলিল পাথালিয়া কান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও দূর্বাডাঙ্গা আবু বকর সিদ্দিকীয়া দারুচ্ছুন্নাহ ইসলামিয়া মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষে জাজিরা শামসুল উলুম সিনিয়র মাদ্রাসা হতে দাখিল ও আলিম এবং মাদ্রাসা-ই-আলিয়া ঢাকা হতে ফাযিল ও কামিল (হাদীস) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে ১৯৯৫ সালে বিএ অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম এবং ১৯৯৬ সালে এমএ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে চতুর্থ স্থান অর্জন করেন। পরবর্তীতে ২০০৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে মরহুম অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুল মালেক-এর তত্ত্বাবধানে 'ইসলাম ও আধ্যাত্মিকতা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য এমফিল এবং ২০১০ সালে মরহুম অধ্যাপক ড. আ. ন. ম. রইছ উদ্দিনের তত্ত্বাবধানে 'সামাজিক সমস্যা সমাধানে ইসলামের বিধান : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন।

কর্মজীবন

ড. ইব্রাহীম খলিল শিক্ষাজীবন শেষে ১৯৯৯ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর ঢাকা সিটি করপোরেশন পরিচালিত ঢাকা মহানগর মহিলা কলেজে প্রভাষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন এবং ২০১৩ সালের ১২ মে পর্যন্ত সেখানে কর্মরত ছিলেন। ২০১৩ সালের ১৩ মে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে যোগদান করেন এবং ২০২০ সালের ২০ সেপ্টেম্বর সহযোগী অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। বর্তমানে তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক পদে কর্মরত রয়েছেন।

গবেষণাকর্ম

ড. ইব্রাহীম খলিল শিক্ষকতার পাশাপাশি লেখালেখির সাথেও জড়িত রয়েছেন। ইতোমধ্যে তার ১৫টি গবেষণা প্রবন্ধ, ২টি গবেষণা গ্রন্থ, ৩টি পাঠ্যপুস্তক, ৩৫টি রেফারেন্স গ্রন্থ ও ৩টি শিশুতোষ গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

---

৬২৯. ড. মোহাম্মদ আবু জাফর খান-এর নিকট থেকে প্রাপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

ক. গ্রন্থসমূহ

১. *ইসলাম ও আধ্যাত্মিকতা*, ঢাকা : মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৮০, (এটি এমফিল অভিসন্দর্ভ)।

২. *সামাজিক সমস্যা সমাধানে ইসলামের বিধান : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ*, ঢাকা : জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, অক্টোবর ২০১৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা. ৩১৭, (এটি পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ)।

৩. *আল-কুরআন পরিচিতি*, ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা. ২৯৮

৪. *আস-সীরাতুন্নববীয়াহ (সা)*, ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, মার্চ ২০১২, পৃষ্ঠা সংখ্যা. ৪৪৪

৫. *আল-কালাম*, ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, মার্চ ২০০৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা. ৩১২

৬. *আল-কুরআন ও সুন্নায় দাওয়া*, ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, জুলাই ২০১৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা. ৩৯৮

৭. *ইসলাম পরিচিতি*, ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, নভেম্বর ২০০৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা.৫২৩

৮. *ইসলামী দাওয়াহ* (প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ ও ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল), ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, আগস্ট ২০১৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা. ৪৪৮

৯. *ইসলামে মানবাধিকার* (প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ ও ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল), ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ:জুলাই ২০১৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা. ৩০০

১০. *ইসলামে সামাজিকব্যবস্থা ও পরিবার কল্যাণ*, ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, মার্চ ২০১০, পৃষ্ঠা সংখ্যা. ৪৩২

১১. *ইসলামে অর্থব্যবস্থা*, ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, মে ২০০৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা. ৪৩২

১২. *ইসলামী আইন পরিচিতি*, ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা. ৩৪২

১৩. *ইসলামে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ*, ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, মে ২০১৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা. ৩৭৬

১৪. *ইসলামে রাজনৈতিক ব্যবস্থা*, ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, মার্চ ২০১১, পৃষ্ঠা সংখ্যা. ৩৫২

১৫. *ইসলামে ব্যাংকিং ও বীমা*, ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা সংখ্যা. ২৩০

১৬. *ইসলামে ধর্মীয় মূলনীতি, অনুশাসন, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ*, ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১৯

১৭. *ইসলামে বিভিন্ন দর্শন ও দার্শনিক সম্প্রদায়ের বিকাশ*, ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর২০১৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা. ৪২১

১৮. *ইসলামের ইতিহাস (উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগ)* (ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, ড. মোহাম্মদ রেজাউল হোসাইন ও মুহাম্মদ খাইরুল ইসলাম), ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, নভেম্বর ২০১৬

১৯. *ইসলামে দার্শনিক চিন্তার বিকাশ*, ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, জুন ২০১৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা. ৩৭৩

২০. *কুরআনিক স্টাডিজ*, ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, আগস্ট ২০০৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা. ৩৫৪

২১. *ক্লাসিক্যাল মুসলিম দার্শনিক বৃন্দ*, ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা. ৩১৪

২২. *তাফসীর শাস্ত্রের মূলনীতি ও ইতিহাস*, ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা. ৩৪৮

২৩. *ধর্মের বিবর্তন ও দর্শন এবং তুলনামূলক ধর্ম*, ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, জুলাই ২০১৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা. ৪৪৮

২৪. *ধর্মদর্শন*, ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, নভেম্বর ২০১১, পৃষ্ঠা সংখ্যা. ৩৮০

২৫. *ফিকহ শাস্ত্রের মূলনীতি ও ইতিহাস* (প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ ও ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল), ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, মার্চ ২০১৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা. ৩৪৬

২৬. *বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্ম*, ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, জানুয়ারি ২০০৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা. ৩৬৫

২৭. *বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে মুসলমানদের অবদান*, ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, এপ্রিল ২০১৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা. ৪৮০

২৮. *বাঙালির দর্শন*, ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, মার্চ ২০১৭, পৃ.২৯৮

২৯. *ব্যবহারিক জীবনে হযরত রাসূলুল্লাহ (স)এর বাণী*, ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, আগস্ট ২০১৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা. ৩৫৪

৩০.*মুসলিম বিশ্বের ইতিহাস*, ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, জুন ২০১৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা. ৫৩৪

৩১.*মুসলমানদের ইতিহাস (৫৭০-৭৫০)*, ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, নভেম্বর ২০১৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা. ৬১৬

৩২.*মুসলমানদের অর্থনৈতিক ইতিহাস*, ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা. ৩৭৬

৩৩. *সূফীবাদ এবং প্রধান প্রধান সূফী ও তাঁদের অবদান*, ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, আগস্ট ২০১৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা. ৪১৪

৩৪. *হাদীস শাস্ত্রের মূলনীতি ও ইতিহাস*, ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, জুলাই ২০১৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা. ৩১০

৩৫. *স্টাডি অব আল-হাদীস*, ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, এপ্রিল ২০১৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা. ৬৪৪

৩৬. *স্টাডি অব আত-তাফসীর*, ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, আগস্ট ২০১৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা. ৩৩৫

৩৭. *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, মে ২০১৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা. ৪৯২

অনুবাদগ্রন্থ

১. প্রফেসর আ. ন. ম. রইছ উদ্দিন প্রণীত কুরআন মজীদের সহজ বাংলা অনুবাদ '*তানভীরুল কুরআন*'-এর সহ অনুবাদক ছিলেন।

পাঠ্যপুস্তক

১. *ইসলাম শিক্ষা প্রথম পত্র*, এনসিটিবি অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তক, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি, ঢাকা: অক্ষরপত্র প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১৩

২. *ইসলাম শিক্ষা দ্বিতীয় পত্র*, এনসিটিবি অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তক, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি, ঢাকা: অক্ষরপত্র প্রকাশন এপ্রিল ২০১৪

৩. *মাধ্যমিক ইসলাম শিক্ষা*, এনসিটিবি অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তক, নবম-দশম শ্রেণি, ঢাকা : পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১২

শিশুতোষ গল্পগ্রন্থ

১. *ভয়ঙ্কর ভূতগুলো*, ঢাকা : পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স, ফেব্রুয়ারি ২০১০

২. *গতরাতে আমার ঘরে ভূত এসেছিল*, ঢাকা : রেয়ার বুকস্, ফেব্রুয়ারি ২০১১

৩. *ভূতের টুপি*, ঢাকা : রেয়ার বুকস্, ফেব্রুয়ারি ২০১১

খ. গবেষণা প্রবন্ধ

১. 'ধর্মের উৎপত্তি বিষয়ক বিভিন্ন মতবাদ : পর্যালোচনা', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, বর্ষ ৪২, সংখ্যা ৪, এপ্রিল-জুন ২০০৩, পৃ. ১৬৫-১৭৭

২. 'পুরোনা ঢাকার স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রীদের ধর্ম ভাবনা : সমীক্ষা, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, বর্ষ ৪৫, সংখ্যা ১, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৫, পৃ. ২৩৪-২৬০

৩. 'ইসলামে মুনাফা ও সুদের ধারণা : পর্যালোচনা', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, বর্ষ ৪৫, সংখ্যা ৩, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৬, পৃ. ১১১-১২৯

৪. 'মানবাধিকার ও ইসলাম : পর্যালোচনা', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, বর্ষ ৪৬, সংখ্যা ৩, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৭, পৃ. ১২৫-১৪৬

৫. 'ইসলামের দৃষ্টিতে পরিকল্পনার গুরুত্ব', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, বর্ষ ৫২, সংখ্যা ৩, জানুয়ারি-মার্চ ২০১৩, পৃ. ১৫০-১৬০

৬. 'সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলামের বিধান : একটি পর্যালোচনা', *জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস্*, ভলিউম ৩, সংখ্যা ১, জানুয়ারি-জুন ২০১৩, পৃ. ৫৫-৬৮

৭. 'নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে বিভিন্ন ধর্মীয় ব্যবস্থা : একটি আইনী পর্যালোচনা', *ইসলামী আইন ও বিচার*, বর্ষ ৯, সংখ্যা ৩৫, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃ. ৯৫-১১৪

Dhaka University Institutional Repository

৮. 'মানবসম্পদ উন্নয়নে ইসলাম', *ইসলামী আইন ও বিচার*, বর্ষ ১০, সংখ্যা ৩৮, এপ্রিল-জুন ২০১৪, পৃ. ৭-২৮
৯. 'ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি : একটি পর্যালোচনা', *ইসলামী আইন ও বিচার*, বর্ষ ১১, সংখ্যা ৪১, জানুয়ারি-মার্চ ২০১৫, পৃ. ৯৫-১১৪
১০. 'আল-কুরআনের মানবদর্শন : পর্যালোচনা', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, বর্ষ ৫৪, সংখ্যা ৩, জানুয়ারি-মার্চ ২০১৫, পৃ. ৪৭-৫৬
১১. 'আল-কুরআনে সমুদ্র প্রসঙ্গ : একটি পর্যালোচনা', *জার্নাল অব ইসলামিক স্টাডিজ জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি*, ভলিউম ১, জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০১৫, পৃ. ৯-১৮
১২. 'বেকারত্ব নির্মূলে ইসলামের ভূমিকা : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, বর্ষ ৫৪, সংখ্যা ৪, এপ্রিল-জুন ২০১৫, পৃ. ৭৭-৯১
১৩. 'হযরত খান জাহান আলী (রহ.) : শাসক ও সংস্কারক', *জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস্*, ভলিউম ৫, সংখ্যা ২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৫, পৃ. ২৫-৩৬
১৪. 'মাদকাসক্তি প্রতিরোধে ইসলামের বিধান : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ', *জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস্*, ভলিউম ৭, সংখ্যা ২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৭, পৃ. ৫৯-৬৮
১৫. জনসংখ্যা সমস্যা ও ইসলাম : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, সেন্ট্রাল জার্নাল অব বাংলাদেশ ওপেন ইউনিভার্সিটি, ভলিউম ৪, সংখ্যা ২, ২০১৭-১৮, পৃ.১০৭-১১৮।[৬৩০]

ড. মোহাম্মদ হারুনূর রশীদ (বি.এ ১৯৯৫, এম.এ ১৯৯৬)

জন্ম

ড. মোহাম্মদ হারুনূর রশীদ ১৯৭৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলাধীন ৭নং পশ্চিম চর উমেদ (গজারিয়া) ইউনিয়নের পাংগাশিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আলহাজ্ব মোলভী নুর মোহাম্মদ ও তাঁর মাতার নাম রিজিয়া বেগম। ড. হারুনূর রশীদের পিতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও একজন ধর্মপরায়ণ আদর্শ মানুষ ছিলেন।

শিক্ষাজীবন

ড. মোহাম্মদ হারুনূর রশীদ লালমোহন উপজেলাধীন কচুয়াখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। এরপর গজারিয়া ইসলামিয়া ফাযিল (ডিগ্রি) মাদরাসা থেকে ১৯৯০ সালে দাখিল এবং ১৯৯২ সালে আলিম পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে ১৯৯৫ সালে বিএ অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী এবং ১৯৯৬ সালে এমএ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে ৩য় স্থান অর্জন করেন। পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০০৩ সালে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রম ঃ একটি সমীক্ষা' শীর্ষক শিরোনামে এম.ফিল ডিগ্রী এবং ২০০৮ সালে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রকাশনা কার্যক্রম ঃ পর্যালোচনা ও বিশিষ্ট্য র্নিণয়' শীর্ষক শিরোনামে গবেষণা করে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর গবেষণার তত্তাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন।

কর্মজীবন

ড. মোহাম্মদ হারুনূর রশীদ ২০০১ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর সহকারী পরিচালক পদে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রশাসন বিভাগ, মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্প, গবেষণা বিভাগ, লাইব্রেরী বিভাগ এবং ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১০ সালে উপ-পরিচালক পদে উন্নীত হয়ে প্রথমে ইসলামিক ফাউন্ডেশন লালমনিরহাট এবং পরে ইসলামিক ফাউন্ডেশন টাঙ্গাইল জেলা কার্যালয়ে উপ-পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগে এবং কেন্দ্রীয় বিক্রয় বিভাগের উপ-পরিচালকের দায়িত্বও তিনি পালন করেন। ২০১৮ সালে পরিচালক পদে উন্নীত হয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের দ্বীনী দাওয়াত ও

৬৩০. ড. মো: ইব্রাহীম খলিল-এর নিকট থেকে প্রাপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

সংস্কৃতি বিভাগ এবং অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর যাকাত ফান্ড বিভাগের পরিচালক পদে দায়িত্বরত রয়েছেন।

বিভিন্ন সংগঠনে দায়িত্ব পালন

ড. মোহাম্মদ হারুনূর রশীদ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনে সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ভোলা সমিতি ঢাকা-এর ধর্মবিষয়ক সম্পাদক ও বরিশাল বিভাগ সমিতি, ঢাকা-এর পাঠাগার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই এসোসিয়েশন-এর সদস্য এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ অ্যালামনাই এসোসিয়েশন-এর আজীবন সদস্য ও নির্বাহী পরিষদের প্রকাশনা সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বরত আছেন।

গবেষণাকর্ম

ড. মোহাম্মদ হারুনূর রশীদ গবেষণাক্ষেত্রে নানাবিদ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশনে কর্মরত থাকার সুবাধে ইসলামী শিক্ষা-সাংস্কৃতি প্রচার-প্রসারেও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন গবেষণা পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি একটি গবেষণাগ্রন্থ ও ছয়টি গবেষণা প্রবন্ধ রচনা করেন। গবেষণাগ্রন্থটি হলো:

১. *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রম ঃ একটি সমীক্ষা।*[৬৩১]

ড. মোহাম্মদ নুরুল আমিন (বি.এ ১৯৯৬, এম.এ ১৯৯৭)

জন্ম

ড. মোহাম্মদ নুরুল আমিন ১৯৭৫ সালের ১লা জুন লক্ষীপুর জেলার রায়পুর উপজেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আবদুল মোতালেব ও মাতার নাম তাহেরা বেগম।

শিক্ষাজীবন

ড. মোহাম্মদ নুরুল আমিন ১৯৯০ সালে চর আবাবিল রচিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এস এস সি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ ও ১৯৯২ সালে লক্ষীপুর সরকারি কলেজ থেকে এইচ এস সি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে ১৯৯৬ সালে বি.এ অনার্স ও ১৯৯৭ সালে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। ২০০৮ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন-এর তত্ত্বাবধানে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর গবেষণা অভিসন্দর্ভের শিরোনাম হলো- 'বাংলাদেশে হযরত মুহাম্মদ (সা)-চরিতচর্চার মূল্যায়ন' [An Evaluation of the Biographical Study of Hazrat Muhammad (SM) in Bangladesh]।

কর্মজীবন

ড. আমিন টেলিভিশন সাংবাদিকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০০৩ সালের ৩০ মে পর্যন্ত বাংলাদেশ টেলিভিশনে চুক্তি ভিত্তিক 'সংবাদ প্রযোজক' হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি ২১তম বিসিএস পরীক্ষায় শিক্ষা ক্যাডারে উত্তীর্ণ হয়ে ২০০৩ সালের ৩১ মে কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা-এর আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রভাষক পদে যোগদান করেন এবং ২০০৫ সালের ১লা মার্চ পর্যন্ত সেখানে কর্মরত ছিলেন। ২০০৫ সালের ২রা মার্চ থেকে ২০০৭ সালের ৩০ জুলাই পর্যন্ত মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ-এ লেকচারার পদে (রিসার্চ অফিসার) হিসেবে এবং ২০০৭ সালের ৩১ জুলাই থেকে ২০০৮ সালের ৭ অক্টোবর পর্যন্ত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক পদে (প্রেষণে) কর্মরত ছিলেন। অতঃপর তিনি ২০০৮ সালের ৮ অক্টোবর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে লেকচারার পদে যোগদান করেন। ২০১১ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী সহকারী অধ্যাপক, ২০১৪ সালের ৫ জুন সহযোগী অধ্যাপক এবং ২০১৮ সালের ১৪ আগস্ট অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। তিনি ২০১৮ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী থেকে ২০২১

৬৩১. ড. মোহাম্মদ হারুনূর রশীদ-এর নিকট থেকে প্রাপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

Dhaka University Institutional Repository

সালের ১৪ আগস্ট পর্যন্ত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক পদে কর্মরত রয়েছেন।

গবেষণাকর্ম

ড. আমিন বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণাগ্রন্থ রচনার সাথে সাথে সীরাত, ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামী ব্যাংকিং-বীমা, ইসলামে ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে অনেকগুলো গবেষণা প্রবন্ধও রচনা করেন। নিম্নে তাঁর গবেষণাকর্মসমূহ উপস্থাপন করা হলো।

ক. গ্রন্থসমূহ

১. *ইসলামী ব্যাংকিং ও বীমা*, ঢাকা : দারুস সালাম বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারী ২০১৫।
২. *সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (সা.)* [সম্পা.], ঢাকা : দারুস সালাম বাংলাদেশ, এপ্রিল ২০১৬।
৩. *রাসূলুল্লাহ (সা.) ঃ জীবন ও আদর্শের বিশ্বজনীনতা*, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, অক্টোবর ২০১৭।

খ. প্রবন্ধসমূহ

১. আধুনিক বাংলা কাব্যে হযরত মুহাম্মদ (স.)-চরিতচর্চার মূল্যায়ন (১৮৭৪-১৯৬৫ খ্রি.), *দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব ইসলামিক স্টাডিজ*, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ষ. ২, সংখ্যা ১, জানুয়ারী-জুন ২০০৮।
২. মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে হযরত মুহাম্মদ (স.)-চরিতচর্চা, *দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব ইসলামিক স্টাডিজ*, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ষ ২ সংখ্যা ২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৮।
৩. হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা.) তাঁর কবিতায় রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রশস্তি, *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, ড. সিরাজুল হক ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খ. ১-২, জানুয়ারী-জুন ও জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১০।
৪. Al-Razi, the pioneer of Medical Science in Medieval age, *The Islamic Foundation Patrika*, Year 50, Issue-1, July-September 2010.
৫. বীমা ব্যবস্থার ইসলামী দৃষ্টিকোণ : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, বর্ষ. ৫০, সংখ্যা. ৪, এপ্রিল-জুন, ২০১১।
৬. খুলাফা' রাশিদূন-এর কাব্যচর্চা : গতি ও প্রকৃতি, *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, ড. সিরাজুল হক ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খ. ৩-৪, জানুয়ারী-জুন ও জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১১।
৭. মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে না'তে রাসূল (সা), *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, বর্ষ. ৫১, সংখ্যা. ২, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১১।
৮. ইসলামের দৃষ্টিতে পথশিশুর অধিকার : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, বর্ষ. ৫১, সংখ্যা. ৩, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১২।
৯. রাসূলুল্লাহ (সা) প্রশস্তিতে সাহাবীগণের কাব্যচর্চা, *জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস*, খ. ১, সংখ্যা ১, জানুয়ারী-জুন, ২০১১।
১০. আল-কুরআন ও দর্শনের আলোকে আত্মার অমরত্ব, *জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস*, খ. ১, সংখ্যা ২, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১১।
১১. বাংলা শিশুসাহিত্যে হযরত মুহাম্মদ (স.)-চরিতচর্চার মূল্যায়ন, *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, ড. সিরাজুল হক ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খ. ৬, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১২।
১২. বাংলাদেশের পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন ও ইসলামী নৈতিকতা : একটি পর্যালোচনা, *ইসলামী আইন ও বিচার*, বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ৫৫/বি, পুরানা পল্টন, ঢাকা, বর্ষ : ৮ সংখ্যা : ৩২, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১২।

১৩. Violence Against Women in Bangladesh: An Islamic Overview, *Jagannath University Journal of Arts,* Volume-3, Number-1 January-June, 2013

১৪. বীজগণিতের উদ্ভব ও বিকাশে মুসলিম মনীষীদের অবদান : একটি পর্যালোচনা, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, বর্ষ ৫৪, সংখ্যা ২, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৪।

১৫. মানবিক বিপর্যয় মোকাবেলায় ইসলামী বীমা, *জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস*, খ. ৫, সংখ্যা ১, জানুয়ারী-জুন, ২০১৫।

১৬. ইসলামে দৃষ্টিতে ই-কমার্স : একটি পর্যালোচনা, *জার্নাল অব ইসলামিক স্টাডিজ জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি*, ভলিউম ১, জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০১৫।

১৭. The Teaching and Learning Approaches of Prophet Muhammad (Sm): An Overview, Jagannath University Journal of Arts, Volume-5, Number-02, July-December 2015

১৮. হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনচরিত চর্চার উৎস হিসেবে মাগাযী ও সীরাাতগ্রন্থ : একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা, *কলা অনুষদ পত্রিকা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খ. ৮, সংখ্যা. ১০-১১, জুলাই ২০১৪-জুন ২০১৬।

১৯. বাংলা গদ্য সাহিত্যে ভক্তি ও যুক্তির নীরিখে হযরত মুহাম্মদ (সা.) চরিতচর্চা, *সাহিত্য গবেষণা পত্রিকা*, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ষ ২, সংখ্যা ১, জুলাই ২০১৫-জুন ২০১৬।

২০. বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিপর্যয় প্রতিরোধে ইসলাম : একটি পর্যালোচনা, *জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস*, খ. ৬, সংখ্যা. ৩, জানুয়ারী-জুন, ২০১৮।

২১. পরিবেশ বিপর্যয় মোকাবিলায় টেকসই নগরায়ণ লক্ষ্যমাত্রা ও ইসলামি নির্দেশনা, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, বর্ষ. ৫৯, নং. ৩, জানুয়ারী-মার্চ, ২০১৯।

২২. বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা : ইসলামের আলোকে একটি বিশ্লেষণ, *ইসলামী আইন ও বিচার*, বাংলাদেশ ইসলামিক ল’ রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ৫৫/বি, পুরানা পল্টন, ঢাকা, বর্ষ. ১৫, সংখ্যা. ৫৮, এপ্রিল-জুন, ২০১৯।[৬৩২]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের খ্যাতিমান শিক্ষার্থীদের মধ্যে ২৯ জনের জীবন ও কর্ম এ অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে। যাতে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থীরা সত্যিই জ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় অনন্য অবদান রেখেছেন। ইসলামী জ্ঞানের প্রচার-প্রসার এবং ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা প্রদানে এ বিভাগের শিক্ষার্থীদের ভূমিকা ও অবদান অনস্বীকার্য। যে উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বিভাগের খ্যাতিমান শিক্ষার্থীদের অবদান পর্যালোচনা করলে সেটি অনেকাংশেই সফল হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। বিভাগীয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রাক্তন মহাপরিচালক আ.ফ.ম আব্দুল হক ফরিদী, মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকার সাবেক অধ্যক্ষ ড. একেএম আইউব আলী, মাওলানা ইয়াকুব শরীফ, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রথম মহাপরিচালক ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের প্রথম চেয়ারম্যান মাওলানা বাকী বিল্লাহ খান, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার প্রথম উপাচার্য ড. আনম মমতাযুদ্দীন চৌধুরী, তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসার সাবেক অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ যাইনুল আবেদীন এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুসদের সাবেক ডীন অধ্যাপক ড. এফ এম এ এইচ তাকী প্রমূখ বাংলাদেশে জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার ইতিহাসে এক একজন উজ্জ্বল নক্ষত্রসম। বাংলাদেশে ইসলামী জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার ইতিহাস লিখতে হলে সর্বাগ্রেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের নাম উল্লিখিত হবে এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

৬৩২. ড. মোহাম্মদ নুরুল আমিন-এর নিকট থেকে প্রাপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

Dhaka University Institutional Repository

দশম অধ্যায়

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল ও সুপারিশমালা

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো, পূর্ব বাংলার পিছিয়ে পড়া মুসলিম জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করা। অনগ্রসরমান এ বিশাল জনগোষ্ঠী যাতে সদ্য প্রতিষ্ঠিত এই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে নিজেদের প্রতিষ্ঠান ভেবে আপন করে নেয় এবং এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিজেদের সামগ্রিক অবস্থার উন্নতি ঘটায়; সেজন্য অন্যান্য বিভাগের সাথে সর্বাগ্রে এখানে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ প্রবর্তন করা হয়। উচ্চশিক্ষা গ্রহণ যে ইসলাম ও মুসলিম স্বার্থবিরোধী বিষয় নয় বরং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষাব্যবস্থাও যে ইসলামী শিক্ষার পরিপূরক হয়ে উঠতে পারে, সেটি প্রমাণের জন্য সূচনালগ্ন থেকে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগটিকে বিশেষ গুরুত্বও প্রদান করা হয়। এ জন্যই প্রতিষ্ঠাকাল থেকে এ বিভাগকে কেন্দ্র করে আপামর মুসলিম জনগোষ্ঠীর সাথে সাথে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত কিছুটা অগ্রসর মুসলিমদের বিশেষ আগ্রহ ছিলো।

জাতির বিপুল আশা-আকাঙ্ক্ষার অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ কি তাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত প্রত্যাশাসমূহ পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে? এ বিভাগের প্রাপ্তিগুলো কি সত্যিই প্রণিধানযোগ্য- সে প্রশ্নগুলো স্বভাবতই সামনে চলে আসছে। তাই শতবর্ষ পূর্তির এ ঐতিহাসিক ক্ষণে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা প্রত্যাশা, অদ্যাবধি এ বিভাগের প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তিগুলোর নির্মোহ মূল্যায়ন করা জরুরী। আলোচ্য অধ্যায়ে সেটিই করার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়াও এ মূল্যায়নের ভিত্তিতে শনাক্তকৃত অসুবিধা ও অপূর্ণতাগুলো দূর করে বিভাগকে সমকালীন চাহিদা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের যোগ্য করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত মহান ব্যক্তিগণ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববাংলার গণমানসে ইসলামের শিক্ষা ও মূল্যবোধ ফুটিয়ে তোলার চিন্তা মাথায় রেখে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগটি চালু করেন। উদ্দেশ্য ছিলো এ বিভাগের মাধ্যমে এমন একদল যোগ্য লোক তৈরি করা, যারা ইসলামের বাস্তবমুখী, যুগোপযোগী ও জীবনধর্মী শিক্ষা গ্রহণ করে জ্ঞান ও গুণে পাণ্ডিত্য অর্জন করবে। লেখনির মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা, আদর্শ, মূলনীতি ও মূল্যবোধ গণমানুষের সামনে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিকভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হবে; ইসলামের নামে সমাজে বিদ্যমান কুসংস্কারসমূহ বিদূরিত করবে। ইসলামের মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্কে গবেষণা করবে, সাথে সাথে সাম্প্রদায়িকতা ও কূপমণ্ডুকতার ঊর্ধ্বে উঠে ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুনের চর্চা করবে। ইসলামের বিশ্বজনীন রূপ, মানবজীবনে এর আবেদন ও প্রভাব, সামাজিক ন্যায়বিচার, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, গণতন্ত্র, সহমর্মিতা, সহিষ্ণুতা, উদারতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা ইত্যাদি সম্পর্কিত ইসলামের আদর্শ ও মূলনীতি মানুষের সামনে তুলে ধরে তাদেরকে ধর্মীয় মূল্যবোধসম্পন্ন উদার ও প্রগতিবাদী চিন্তাধারায় উজ্জীবিত করবে। মোটকথা, এ বিভাগের ডিগ্রিধারীগণ ধর্মীয় মূল্যবোধ ও উন্নত নৈতিকতাসম্পন্ন এমন যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে, যারা তাদের যথাযোগ্য মেধা ও প্রতিভা বলে একটি আদর্শ সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এমনকি রাষ্ট্র পরিচালনাসহ যে কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হতে সক্ষম হবে। সে কথাই উঠে এসছে ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত এক রিপোর্টে:

“The students well versed in the Islamic Studies should not only be able to take their share in the administration of the country but should also be helpful in interpreting the Islamic principles.”[633]

শতবর্ষের দীর্ঘ সফর শেষে যদি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অর্জনকে মূল্যায়ন করা হয়, তাহলে এ কথা বলতেই হবে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এমন একদল যোগ্য ও দক্ষ সুনাগরিক ও আলোকিত মানুষ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে; যারা সমাজে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে খুবই কার্যকর ও

৬৩৩. *Report of the Dacca University Enquiry Committee,* 1956, volume 1, chapter 1, Government of East Pakistan, Education Department, Dacca: East Pakistan Government Press, 1958, p. 52.

Dhaka University Institutional Repository

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, ইসলামের অপব্যাখ্যা ও ধর্মীয় কুসংস্কার রোধে প্রণিধানযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। গবেষণার মাধ্যমে ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা এবং সামসময়িক বিভিন্ন ইস্যুর ইসলামী সমাধান জাতির সামনে তুলে ধরেছে। বাংলাদেশের প্রশাসনে, ব্যাংকিংয়ে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে, রাজনীতিতে, সাংবাদিকতায় কিংবা দেশ ও জাতির নেতৃত্ব দেয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে এ বিভাগের শিক্ষার্থীদের অনেকেই গৌরবোজ্জ্বল অবদান রেখেছেন এবং রাখছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। একটি বিভাগের সাথে অন্য বিভাগের তুলনা মোটেও যৌক্তিক নয়। বিজ্ঞান অনুষদের একটি বিভাগ আর কলা অনুষদের একটি বিভাগ সমাজে একই রকম ভূমিকা পালন করবে না। কিন্তু প্রতিটি বিভাগই প্রয়োজনীয়। অনেকে হয়তো বর্তমান বাস্তবতায় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অর্জনকে সঠিকভাবে মূল্যায়িত করতে পারছেন না। কারণ ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ক্ষেত্র অত্যন্ত বিস্তৃত। ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের একজন শিক্ষার্থী যেমন মসজিদের ইমামতি করতে পারেন তেমনি রাষ্ট্রের প্রধানও হতে পারেন।

তবে একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, বিভাগ হিসেবে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ আরো ভূমিকা পালন করতে পারতো, বিভাগের অর্জন আরো মাইলফলক স্পর্শ করতে পারতো। শতবর্ষের দীর্ঘ সফর শেষে এসবের কারণ অনুসন্ধানও জরুরী। তবে বিভাগের এ অপূর্ণতার জন্য শুধু যে বিভাগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গই দায়ী, বিষয়টি তেমন নয়। বরং এর সাথে রাষ্ট্র ও বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গও দায়ী। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার সাথে জড়িত অনেকেই বিভিন্ন সময় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেননি। রাষ্ট্রও সবসময় সহায়ক ও অনুকূল ভূমিকা পালন করেনি। এতদসত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ যাবত জ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় যে অবদান রেখেছে, সেটি অবশ্যই প্রশংসনীয় ও আশাব্যঞ্জক।

প্রথম দিকে বিভাগ কর্তৃক কাঙ্খিত সফলতা অর্জন না করার পেছনে অবশ্য কিছু কারণও বিদ্যমান ছিলো, যেগুলোকে ১৯৫৬ সালে Dacca University Enquiry Committee এর রিপোর্টে চিহ্নিত করা হয়েছে।

১. That the medium of instruction in this department is Urdu and hence the students of this country who are not very efficient in Urdu find it very difficult to follow the lectures.

২. That the Maulanas entrusted with the teaching of Islamic subjects have very little knowledge of Bengali or English with the result that they are unable to be of great assistance to the students.

৩. That under the University Regulations the students are required to answer the papers in English but because of teaching in Urdu they find it very difficult to do so.

৪. That the subjects taught in this Department are not included in the Public Service Examinations.[634]

১৯৫৮ সালে প্রকাশিত সে রিপোর্টেই বিভাগের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার জন্য কিছু সমাধান দেখিয়ে দেয়া হয়েছিলো, যেগুলো পরবর্তীতে কার্যকর করা হয়েছে। যার ফলে আশানুরূপ সুফলও পাওয়া গিয়েছে। “We However feel that the Danger of failure of this department will not entirely be removed unless this department is manned by eminent scholars on Islamic subjects who will not only be good teachers of the students but will also exercise influence over the Government and the

৬৩৪. *Report of the Dacca University Enquiry Committee*, 1956, Ibid, p. 51

Dhaka University Institutional Repository

country. If this proposal is carried out this University will play an important part in the progress of this country."[635]

আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য বাংলাদেশের গণমানুষের লালিত বিশ্বাস এবং ধর্মানুরাগের কারণে শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি মুসলিম অধ্যুষিত এ দেশের প্রেক্ষাপটে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগকে ঘিরে আরেকটি প্রত্যাশা ছিলো। সেটি হলো যেহেতু এ দেশের প্রায় সকল মুসলিম দৈনন্দিন জীবনাচরণে ইসলামের বিধি-বিধান মেনে চলেন, ইসলামকে অনুসরণ ও অনুশীলন করেন এবং ইসলামকে সর্বোতভাবে মেনে চলার চেষ্টা করেন সে কারণে এটিই হওয়া উচিত ছিলো যে, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ হবে বাংলাদেশে বিদ্যমান সকল বিভাগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠালগ্নে নাথান কমিটি কর্তৃক ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ গঠনের প্রস্তাব এবং পরবর্তীকালে ১৯৫৬ সালে গঠিত Dacca University Enquiry Committee কর্তৃক ইসলামিক স্টাডিজ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব থাকলেও কালের বিবর্তনে সেটি হয়নি। তাই এখন সময় এসেছে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের প্রত্যাশার সাথে সংগতি রেখে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের কার্যক্রমকে আরো বিস্তৃত করা। বিভাগের শতবর্ষ পূর্তিতে সেটিই হোক প্রধানতম চ্যালেঞ্জ।

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ প্রতিষ্ঠার অন্যতম লক্ষ্য যেমনি ছিলো ইসলামী জীবন দর্শন ও মূল্যবোধে উজ্জীবিত দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা তেমনি আরেকটি মহাগুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিলো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উচ্চতর পর্যায়ে ইসলামী গবেষণা পরিচালনা করা। প্রতিষ্ঠার শুরুর দিকে গবেষণা কার্যক্রম কিছুটা শ্লথ থাকলেও সময়ের সাথে সাথে এর গতি বৃদ্ধি পায়। । ১৯২১ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত প্রথম ৭৫ বছরে বিভাগ হতে মাত্র ৫ জন গবেষক পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করলেও ১৯৯৭ সাল থেকে পরবর্তী ২৫ বছরে বিভাগ থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন ১৩৬ জন। এ পরিসংখ্যানই বলে দেয় বর্তমানে গবেষণার গতি কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে। কুরআন, হাদীস, ফিক্হ থেকে শুরু করে ইসলামী সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষাব্যবস্থাসহ মানবজীবনের প্রয়োজনীয় সকল ক্ষেত্রেই গবেষণাকর্ম সম্পন্ন হয়েছে এবং হচ্ছে।

সৎ ও যোগ্য সুনাগরিক এবং আলোকিত মানুষ গঠনে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অর্জন ঈর্ষনীয়।যার প্রমাণ হিসেবে বলা যায়, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রাক্তন মহাপরিচালক আব্দুল হক ফরিদী, স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস প্রফেসর ড. সিরাজুল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে উচ্চতর গবেষণার পুরোধা প্রাক্তন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ এছহাক, মাদ্রাসা-ই-আলিয়া' ঢাকার প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. এ কে এম আইউব আলী, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য ড. আ ন ম মমতাযুদ্দীন চৌধুরী,ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রাক্তন মহাপরিচালক মুঈনুদ্দীন আহমদ খান, ইসলামী ও আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য এবং ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি বা আইইউটির দীর্ঘ দুইযুগের গেস্ট প্রফেসর ড. আ ন ম রইছ উদ্দিন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডিন ড. তকী এবং বাংলাদেশের গণমাধ্যমের ইতিহাসে অন্যতম প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ এ বিভাগের অর্জনের ইতিহাসে এক একটি উজ্জলতম স্মারক।

সুতরাং একথা বললে মোটেও অত্যুক্তি হবে না যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো, শতবর্ষে এসে তার অধিকাংশই পূরণ হয়েছে। তদুপরিও বিভাগকে কেন্দ্র করে মানুষের প্রত্যাশার পারদ যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি বিভাগেরও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা বেড়েছে। অতীতের সীমাবদ্ধতা থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতে আরো বেশী কার্যকর ভূমিকা পালন করার প্রেরণা ধারণ করাই আলোচ্য গবেষণার প্রধান উপজীব্য।

---

৬৩৫. *Report of the Dacca University Enquiry Committee*, 1956, Ibid, p. 52

Dhaka University Institutional Repository

বিভাগের উন্নয়নে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও সুপারিশমালা

২০১৫ সালে তৎকালীন বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ-এর প্রচেষ্টায় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের উন্নয়নের জন্য পাঁচ, দশ ও পঁচিশ বছর মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা 'রূপকল্প' গ্রহণ করা হয়। এই রূপকল্প ১৮.৩.২০১৫ তারিখ অনুষ্ঠিত বিভাগীয় একাডেমিক কমিটির সভায় (৯ নং সিদ্ধান্ত) সর্বসম্মতভাবে অনুমোদিত হয়। তাতে পাঁচ, দশ ও পঁচিশ বছর মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা 'রূপকল্প' টিতে যে সমস্ত বিষয় উল্লিখিত হয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ :

৫ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা

ক. ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা অধিক হওয়ায় প্রতিটি শ্রেণীতে একাধিক সেকশন সৃষ্টি করা।

খ. বিভাগের ক্লাসমূহ সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য অন্ততপক্ষে ০৫ টি ক্লাসরুমের ব্যবস্থা করা।

গ. ক্লাসরুমগুলোকে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, সাউন্ড সিস্টেম এর ব্যবস্থাসহ আধুনিক শিক্ষা উপকরণে সুসজ্জিত করা।

ঘ. সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ-এর ব্যবস্থা করা। বিদ্যুৎ চলে গেলে তাৎক্ষণিক বিকল্প ব্যবস্থা করা।

ঙ. বিভাগের সকল বিজ্ঞপ্তি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো অনলাইন ভিত্তিক পরিচালনা করা।

চ. ডিজিটাল সেমিনার লাইব্রেরী করা। সেমিনার লাইব্রেরী আরো প্রশস্ত করে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পর্যন্ত বসার ব্যবস্থা করা।

ছ. সেমিনারে আধুনিক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা। বইয়ের ক্যাটালগগুলো ই-বুক সিস্টেমে চালু করা। সেমিনারে সংরক্ষিত সকল বই অনলাইনে পড়ার ব্যবস্থা করা। ই-লাইব্রেরীর ব্যবস্থা করা। লাইব্রেরীর জন্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করা।

জ. বর্তমানে বিভাগে ২৪ জন শিক্ষক কর্মরত আছেন। সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে ক্লাস চালিয়ে নেওয়ার জন্য আরো ১০ জন শিক্ষক নিয়োগ করা।

ঝ. প্রত্যেক শিক্ষকের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও এসিসহ আলাদা আলাদা বসার রুমের ব্যবস্থা করা। শিক্ষকদের বিদেশে স্কলারশীপের ব্যবস্থা করা।

ঞ. বিভাগীয় শিক্ষকদের জন্য একটি সুন্দর ওয়াশরুমের ব্যবস্থা করা।

ট. শিক্ষকদের গবেষণার জন্য আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা। সকল শিক্ষকদের জন্য রুমে আধুনিক উপকরণ, চেয়ার, টেবিল, বুক সেলফসহ প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করা।

ঠ. অনার্স ১ম বর্ষ থেকে শেষ বর্ষ এবং এম.এ শ্রেণীতে দ্বিতীয় শিফট চালু করা।

ড. ২ বছর মেয়াদী ইভিনিং মাস্টার্স কোর্স চালু করা।

১০ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাকে একটি ইনস্টিটিউটে রূপান্তরিত করা। যার অধীনেই ইসলামের বিভন্ন বিষয় যেমন : কুরআন, হাদীস, ইসলামী আইন, ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামী ব্যাংকিং এন্ড ইন্সুরেন্স ইত্যাদি বিভাগ আলাদা আলাদাভাবে সৃষ্টি করে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার মাধ্যমে ইসলামকে বিশ্ববাসীর নিকট উপস্থাপন করা।

উপর্যুক্ত কার্য সম্পাদনের জন্য ভবন তৈরী, আসবাব পত্র সংগ্রহ, প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক ও কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগ দান।

২৫ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা

১০ বছর মেয়াদে প্রস্তাবিত ইসলামিক স্টাডজ ইনস্টিটিউটে কমপক্ষে ১০টি বিভাগ খোলা এবং তাতে অনার্স ও মাস্টার্স শ্রেণীসমূহে শিক্ষাদান গবেষণা কার্যক্রম আরো গতিশীল করার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা।[৬৩৬]

---

৬৩৬. অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০-১০১

উপরিউক্ত পরিকল্পনার আলোকে বিভাগকে কেন্দ্র করে আবর্তিত প্রত্যাশা পূরণের জন্য এবং আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিভাগের কার্যকরী ভূমিকা পালনের স্বার্থে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ সন্নিবেশিত করা যায় :

১. বিভাগীয় উদ্যোগে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অর্জন, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বিস্তারিত প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রণয়নের লক্ষ্যে বিভাগের পটভূমি, কালজয়ী শিক্ষকদের কর্ম নিয়ে আলাদা আলাদাভাবে এবং অবশিষ্টদের নিয়ে যুক্তভাবে গবেষণাকর্ম পরিচালনা করা। বিভাগের খ্যাতিমান প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে এবং অন্যান্য উল্লেখযোগ্যদের নিয়ে সমন্বিতভাবে গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা। বিভাগের শিক্ষাক্রম ও সিলেবাস নিয়ে আলাদা গবেষণা প্রকল্প পরিচালনা করা। বিভাগের গবেষণাকর্ম অর্থাৎ এম.ফিল ও পিএইচ.ডি গবেষণাসমূহ নিয়ে স্বতন্ত্র গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা। এগুলো হতে পারে এম.ফিল বা পিএইচ.ডির গবেষণা অভিসন্দর্ভ হিসেবে অথবা বিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থায়নে পরিচালিত গবেষণা প্রকল্প হিসেবে।
২. বিভাগে শিক্ষকতা করেছেন এমন সকল শিক্ষকের পরিপূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করা। বিভাগে ডাটাবেইজ তৈরি করা এবং সেখানে সকল শিক্ষকের তথ্য সংরক্ষণ করা। বিশেষত শিক্ষকের যোগদান, কর্মকাল, গবেষণা, দেশে-বিদেশে অংশগ্রহণকৃত সেমিনার, আন্তর্জাতিক প্রকাশনা, বিশেষ কৃতিত্ব ও অবদান এবং জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ ডাটাবেইজে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৩. বিভাগীয় শিক্ষক ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সকল প্রকাশনার অন্তত একটি করে কপি বিভাগের উদ্যোগে সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।
৪. বিভাগীয় খ্যাতিমান শিক্ষার্থী যারা দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন এবং এখনো আছেন তাদের সাথে কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা। বিভাগের সুখ-দুঃখ, অর্জন ও উপলক্ষের সাথে তাদেরকে এমনভাবে সম্পৃক্ত করা, যেন তারা বিভাগকে নিজেদের আপন বলে অনুভব করেন এবং বিভাগের উন্নয়নে প্রযোজ্য পদক্ষেপ গ্রহণে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে এগিয়ে আসেন।
৫. বিভাগের শিক্ষকগণ অবসর গ্রহণের পরও যাতে বিভাগের সাথে সংযুক্ত থাকেন এবং বিভাগের পক্ষ থেকে যাতে তাদের খোঁজ-খবর নেয়া হয়, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া হয় সে জন্য বিভাগীয় এ্যালামনাই এসোসিয়েশনকে দায়িত্ব প্রদান করা।
৬. বিভাগের কোনো প্রাক্তন শিক্ষক বা শিক্ষার্থীকে যেন জীবনের কোনো অবস্থায় অসহায়ভাবে অতিবাহিত করতে না হয় এ্যালামনাই এসোসিয়েশনকে একান্তভাবে সেটি নিশ্চিত করা।
৭. বিভাগের সকল অর্জন বিভাগীয় ডাটাবেজের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ডাটাবেজে যথাবিধি অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে সবসময় সক্রিয় ভূমিকা রাখা।
৮. জাতীয়ভাবে বিভাগের স্বার্থ সুরক্ষার জন্য বিভাগের নেতৃত্বে একটি কার্যকর সংগঠন গড়ে তোলা। বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার বিস্তার এবং ইসলামী শিক্ষার যে কোন সমস্যা দূরীকরণে সংগঠনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করা। প্রয়োজনে দেশের অন্য সকল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগকে এর সাথে সম্পৃক্ত করা।
৯. গবেষণাকর্ম অব্যাহত রাখা এবং আরো যুগোপযোগী করা। শিক্ষার্থীদের গবেষণামুখী করে গড়ে তোলার স্বার্থে এম. এ পর্যায়ে 'এ' ও 'বি' কোর্সের পাশাপাশি থিসিস গ্রুপ হিসেবে 'সি' কোর্স চালু করা।
১০. শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের গবেষণার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং গবেষণার জন্য আর্থিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা।
১১. বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের ক্লাসরুম সংকট অত্যন্ত প্রকট। তাই শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় ক্লাসরুমের ব্যবস্থা করা। সাথে সাথে ক্লাসরুমগুলোতে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, সাউন্ড সিস্টেমসহ প্রয়োজনীয় আধুনিক শিক্ষা সহায়ক উপকরণের ব্যবস্থা করা।

Dhaka University Institutional Repository

১২. ডিজিটাল সেমিনার লাইব্রেরী করা। বইয়ের ক্যাটালগগুলো ই-বুক সিস্টেমে চালু করা। সেমিনারে সংরক্ষিত বইগুলো অনলাইনে পড়ার ব্যবস্থা করা এবং সেমিনারে শিক্ষার্থীদের জন্য আরো পর্যাপ্ত আসনের ব্যবস্থা করা।

১৩. তাত্ত্বিক শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থীদের বাস্তবজীবনে ইসলামের পূর্ণ অনুশীলনে সম্পৃক্ত করার জন্য হাক্কুল্লাহ ও হাক্কুল ইবাদের প্রায়োগিক নানা দিক পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা।

১৪. সিলেবাস ও শিক্ষাক্রমকে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন করা এবং এমনভাবে সিলেবাস প্রণয়ন করা যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাদের গবেষণামুখী হওয়ার ইচ্ছা জাগে এবং তারা গবেষণা করতে পারে; যারা উদ্যোক্তা হতে চায়, তারা উদ্যোক্তা হওয়ার রসদ পায়; যারা রাজনীতি ও সমাজকর্মে অংশ নিতে চায়, তাদের জন্যও পাঠ থাকে; এমনকি যারা প্রশাসনিক চাকরি, শিক্ষকতা, সাংবাদিকতা, গণমাধ্যম এমনকি সাংস্কৃতিক অঙ্গণে কাজ করতে চায় তারাও যেন উৎসাহ উদ্দীপনা আর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ বিভাগ থেকেই লাভ করতে পারে।

১৫. IQAC-এর অধীনে পরিচালিত SA কমিটি কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদনে বিভাগের বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক যে সমস্ত সুপারিশ সন্নিবেশিত করা হয়েছে, সেগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা। বিশেষ করে বিভাগীয় পাঠ্যসূচিতে তথ্য-প্রযুক্তি ও ভাষা শিক্ষার উপরে অধিক গুরুত্বারোপ করা।

১৬. সমসাময়িক বিষয়ে ইসলামের সমাধান উদ্ভাবন এবং জাতিকে তা অবহিত করার জন্য বিভাগের একটি গবেষণা সেল তৈরি করা। গবেষণা সেলের কাজ এমনভাবে বিন্যস্ত ও বিস্তৃত করা যাতে বাংলাদেশের মুসলমানরা যে কোনো ধর্মীয় বিভেদে বিভাগের নিকট থেকে সমাধান প্রত্যাশা করে এবং তার প্রতি আস্থাশীল হয়।

১৭. জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে বিভাগের উদ্যোগে বিভিন্ন সভা ও সেমিনার আয়োজন করা। যাতে সকলের নিকট বিভাগের ভাবমূর্তি ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।

১৮. পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে সকল স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ বা ইসলামী শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভাগ চালু রয়েছে, তাদের সাথে সম্পর্ক ও সংযোগ স্থাপন করা। যাতে করে আমাদের শিক্ষার্থীরা সেখানে পড়ালেখার সুযোগ পায় এবং সেখানকার শিক্ষার্থীরাও আমাদের বিভাগে অধ্যয়ন করতে পারে।

১৯. ১৯৫৬ সালে গঠিত কর্তৃক সুপারিশ অনুযায়ী এবং যুগের চাহিদা পূরণের স্বার্থে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগকে ইনস্টিটিউটে রূপান্তরিত করা। যার অধীনে ইসলামের বিভিন্ন বিষয় যেমন: কুরআন, হাদীস, ইসলামী আইন, ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামী ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স ইত্যাদি বিভাগ আলাদা আলাদাভাবে সৃষ্টি করে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার মাধ্যমে ইসলামকে বিশ্বদরবারে উপস্থাপন করা।

এ সকল সুপারিশ কার্যকর করা সম্ভব হলে বিভাগীয় গবেষণা কার্যক্রম গতিশীল হবে, জনগণের নিকট বিভাগের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে, উদ্যোক্তা ও নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান তাদের প্রতিষ্ঠানের কর্মী হিসেবে ইসলামিক স্টাডিজের শিক্ষাথীদের অগ্রাধিকার প্রদান করবেন এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক পর্যায়েও এ বিভাগের শিক্ষার্থীরা তাদের প্রগাঢ় জ্ঞান, অতুলনীয় মানবিক গুণাবলি এবং গভীর নেতৃত্বগুণের কারণে সর্বজন সমাদৃত হবেন। সমাজে, ধর্মে, দেশে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ভূমিকা তখন অবিসংবাদিতভাবে গ্রহণীয় ও অভিনন্দিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

১৯২১ সালে যে বাস্তবতা ও উপযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ববাংলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো এবং যে প্রয়োজনীয়তা ও আবেগের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন বিভাগ হিসেবে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিলো, আজ শতবর্ষ পরে এসেও সেই বাস্তবতা, উপযোগিতা, প্রয়োজনীয়তা ও আবেগ হুবহু বিদ্যমান রয়েছে। এখনো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্র হয়ে তার অবিরাম অভিযাত্রা অব্যাহত রেখেছে। এখনো আপামর মুসলিম জনতা প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে উচ্চতর গবেষণা এবং ইসলামী জীবনদর্শন ও মূল্যবোধগত বিষয়ে বিভেদ-বিভ্রান্তি নিরসনের ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের উপর নির্ভর করতে আশ্বস্ত বোধ করে।

দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ বাঙালি মুসলিম জাতির আশা ও আবেগের অধিকাংশই পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এমন একদল সৎ, মেধাবী, দক্ষ ও আলোকিত মানুষ তৈরিতে সক্ষম হয়েছে; যারা ইসলামের সঠিক বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন, ইসলামের সার্বজনীন ও বিশ্বজনীন রূপ গণমানুষকে উপহার দিতে পেরেছিলেন, ধর্মীয় অপব্যাখ্যা ও কুসংস্কার রোধে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছেন। শান্তির ধর্ম ইসলামে যে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের কোন স্থান নেই, সেটি মানুষের নিকট প্রমাণ করতে শতভাগ সফল হয়েছেন। একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত সমাজ ও রাষ্ট্র বিনির্মাণে যে ধরনের সৎ, মেধাবী, দক্ষ, দুর্নীতিমুক্ত ও আলোকিত নাগরিকের প্রয়োজন; ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সে ধরনের মানব সম্পদ জাতিকে উপহার দিয়ে যাচ্ছেন।

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পাঠ্যক্রম অত্যন্ত যুগোপযোগী ও আধুনিক। সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনে বিভাগের পাঠ্যক্রম বারবার পরিবর্তিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে কুরআন, হাদীস, ফিকহ থেকে শুরু করে অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞানসহ ধর্মীয় ও আধুনিক সকল বিষয়েই শিক্ষাদান করা হয়। যার কারণে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থীগণ কেবল ধর্মীয় জ্ঞানেই শিক্ষিত হচ্ছেন না বরং ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি জাগতিক জ্ঞানেও তারা পারদর্শিতা অর্জন করছেন। যার প্রমাণ পাওয়া যায় বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের কর্মক্ষেত্রের দিকে তাকালে। বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থীগণ প্রশাসন, পুলিশ, ব্যাংকিং, সাংবাদিকতা, শিক্ষকতা, সমাজ ও রাষ্ট্রে নেতৃত্ব প্রদানসহ সকল ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলছেন। যেটি ইসলামিক বিভাগের অনন্য অর্জন।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে অদ্যাবধি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রায় ৯০ জন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক পাঠদানের সাথে জড়িত ছিলেন বা আছেন। যাদের অনেকেই পৃথিবীর বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ থেকে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। গবেষণায় দেশে সমাদৃত হওয়ার পাশাপাশি বিদেশেও প্রশংসিত হয়েছেন। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সেমিনারে বক্তব্য প্রদান করেছেন এবং গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পুরস্কার ও সম্মাননা অর্জন করেছেন। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের শীর্ষপদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে শামসুল উলামা মাওলানা মুনাওয়ার আলী রামপুরী, শামসুল উলামা মাওলানা নাজির হাসান, মাওলানা ইসহাক বর্ধমানী, শামসুল উলামা মাওলানা বেলায়েত হোসাইন, মাওলানা জাফর আহমাদ ওসমানী ও অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুল মালেকের মতো উঁচুমানের আলিম ও হাদীস বিশারদ যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন শামসুল উলামা আবূ নসর ওহীদ, ড. জে ডব্লিউ ফুইক, ড. সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন. ড. সিরাজুল হক, ড. ছগীর হাসান মাছুমী, ড. মোহাম্মদ এছহাক, ড, সৈয়দা ফাতেমা সাদেক, ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর

Dhaka University Institutional Repository

রহমান, ড. এবিএম হাবিবুর রহমান চৌধুরী ও ড. আনম রইছ উদ্দিনের মতো খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা প্রশাসকগণ। যারা ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অর্জনের ক্ষেত্রে এক একজন উজ্জ্বল স্মারক।

গবেষণার ক্ষেত্রে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অর্জন অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক ও প্রশংসনীয়। গবেষণার এমন কোন ক্ষেত্র নেই, যেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থীগণ অবদান রাখেননি। প্রতিষ্ঠার পর থেকে গত একশ বছরে এ বিভাগ থেকে ৯৩ জন গবেষক এম.ফিল ডিগ্রি এবং ১৪৩ জন গবেষক পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। এ পরিসংখ্যানই গবেষণার ক্ষেত্রে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অর্জন প্রমাণ করে। কুরআন, হাদীস, ফিক্হ, ইসলামী অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, ইসলামী ব্যাংকিং ও বীমা এবং বিভিন্ন মুসলিম চিন্তাবিদগণের জীবন ও কর্মসহ গবেষণার সকল ক্ষেত্রেই বিভাগের শিক্ষার্থীগণ মেধা ও যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

যে প্রত্যাশা, পরিকল্পনা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও উদ্যোক্তাগণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন বিভাগ হিসেবে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন; সে প্রত্যাশা, পরিকল্পনা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অধিকাংশই ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ পূরণ করতে সক্ষম হলেও এখনও অনেক পথচলা অবশিষ্ট রয়েছে, অর্জনেরও রয়েছে অনেক কিছু। ইসলামিক স্টাডিজকে শুধু বিভাগেই সীমাবদ্ধ না রেখে অনুষদ বা ইনস্টিটিউটে পরিণত করা এখন সময়ের দাবী। কারণ কুরআন, হাদীস, ইসলামী আইন, ইসলামী অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে আলাদা আলাদা গবেষণার মাধ্যমে সমাজে ইসলামকে পূর্ণাঙ্গরূপে উপস্থাপন করতে হলে এর বিকল্প নেই। আর এ লক্ষ্য পূরণে প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন, দৃঢ় নেতৃত্ব আর কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে নিবেদিত অবিরাম কর্ম তৎপরতা। আর সেটি করতে পারলেই ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের স্বপ্নাচারী প্রতিজন শিক্ষার্থী, প্রজ্ঞাবান প্রতিজন শিক্ষক, বিভাগের সকল শুভানুধ্যায়ী ও পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ এবং এ বিভাগ প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখা প্রতিজন ব্যক্তির স্বপ্ন পূরণ হবে।

ইসলাম একটি বিশ্বজনীন জীবনব্যবস্থা। সমাজে শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুরক্ষা এবং সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ দমনে ইসলামই কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। এ জন্য প্রয়োজন ইসলামের সঠিক শিক্ষা প্রদান এবং সমাজে ইসলামের সঠিক বার্তার প্রচার ও প্রসার। এ লক্ষ্য পূরণ করতে হলে ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ের প্রতি বাড়তি গুরুত্বারোপ করতে হবে। শিক্ষার প্রতিটি স্তরে ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্র গঠনে এবং দেশপ্রেমিক জাতি গঠনে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থীরা যে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে, তার প্রমাণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ইতোমধ্যেই রেখেছে। বিশেষ করে সৎ ও নৈতিক মানব সম্পদ সরবরাহে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অর্জন দৃষ্টান্তমূলক ও ঈর্ষণীয়।

১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত শতবর্ষী এ বিভাগ জ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় যে অবদান রেখেছে তার একটি প্রামাণ্য দলীল হলো এ অভিসন্দর্ভ। অভিসন্দর্ভ অধ্যয়নের মাধ্যমে এর পাঠক ও গবেষকগণ উপকৃত হলেই এ পরিশ্রম সফল ও স্বার্থক হবে। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে কবুল করুন এবং জ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় অবদান রাখার তাওফিক দান করুন, আমীন।

গ্রন্থপঞ্জি

১. গ্রন্থসমূহ

ক. বাংলা

১.	আ'জমী, মাওলানা নূর মোহাম্মদ	: *হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস*, ঢাকা: এমদাদিয়া পুস্তকালয় (প্রাঃ) লিঃ, মার্চ ২০০৮খ্রি.।
২.	আব্দুল্লাহ, ড. মুহাম্মদ	: *ঢাকার কয়েকজন মুসলিম সুধী*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮১ খ্রি.। : *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ (১৮০১-১৯৭১)*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৬ খ্রি.। : *নওয়াব সলিমুল্লাহ : জীবন ও কর্ম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬ খ্রি.।
৩.	আলী, মোহাম্মদ ইলিয়াস	: *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, ঢাকা : জাগরনী প্রকাশনী, ১৯৯৯
৪.	আলী, সৈয়দ মুর্তাজা	: *মুজতবা কথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, ঢাকা : এ বি বুক ষ্টোর, ১৯৭৬ খ্রি.। : *হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস* , ঢাকা : উৎস প্রকাশন, ১৯৮৮ খ্রি.।
৫.	আহমদ, ড. এমাজ উদ্দীন	: শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: ইতিহাসের বিস্মৃত এক অধ্যায়*, ঢাকা: শিকড় প্রকাশনী, ২০০২ খ্রি.।
৬.	আহছানুল্লাহ, খান বাহাদুর	: *আমার জীবন ধারা*, সাতক্ষীরা: নলতা কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশন, ১২তম সংস্করণ, ২০১৬ খ্রি.।
৭.	আহমাদ, আবুয যোহা নুর	: *উনিশ শতকের ঢাকার সমাজ জীবন*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৫ খ্রি.।
৮.	আহমেদ, তোফায়েল	: *নোয়াখালির লেখক ও বুদ্ধিজীবী পরিচিতি*, ঢাকা : পাঁচগাঁও প্রকাশনী, ১৩৯৩ বাংলা।
৯.	আহমদ, মাওলানা মমতাজ উদ্দীন	: *মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার ইতিহাস*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রি.।
১০.	আহমাদ, ওয়াকিল (সম্পা.)	ঃ নরেন্দ্র কুমার গুপ্ত চৌধুরী, *শ্রীহট্ট* প্রতিভা, ঢাকা: ১৯৬১ খ্রি.।
১১.	ইয়াহইয়া, মাওলানা আবুল ফাতাহ মুহা. (সম্পা.)	: *শাইখুল হাদীস আল্লামা কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ (রহ.)* স্মারকগ্রন্থ, ঢাকা : জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ২০১৭ খ্রি.।
১২.	ইসলাম, সিরাজুল (সম্পা.)	: *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ঢাকা : এশিয়াটিক

		সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০১৭ খ্রি.।
১৩.	ইসলাম, রফিকুল	: *স্বাধীনতা সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*, ঢাকা : ঐতিহ্য, ২০০৪
১৪.	ইসলাম, আমীনুল	: *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৪
১৫.	উদ্দিন, ড. আ.ই.ম নেছার	: *ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫
১৬.	উল্লাহ, অধ্যাপক মোহাম্মদ মমিন	: *শিক্ষার ইতিহাস*, ঢাকা : মিতা প্রকাশনী, ১৯৬৯
১৭.	এছহাক, ডক্টর মোহাম্মদ	: *ইলমে হাদীসে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩
১৮.	কবির, মফিজুল্লাহ	: *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৭
১৯.	করিম, ড. আব্দুল	: *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪
২০.	করিম, সরদার ফজলুল	: *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ববঙ্গীয় সমাজ*, ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ২০০০ খ্রি.।
২১.	চক্রবর্তী, রতন লাল	: *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ* ১৯৯১-*২০০০*, ঢাকা : কল্যাণ প্রকাশন, ২০০২
২২.	জাফর, এস.এম.	: *মুসলিম ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থা*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৮
২৩.	তালিব, আব্দুল মান্নান	: *বাংলাদেশে ইসলাম*, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮০
২৪.	ফরিদী, আব্দুল হক	: *মাদ্রাসা শিক্ষা : বাংলাদেশ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫
২৫.	বাকী, ড. মুহাম্মদ আবদুল	: *বাংলাদেশে আরবী, ফার্সী ও উর্দূতে ইসলামী সাহিত্য চর্চা*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫ খ্রি.।
২৬.	ভট্টাচার্য, আশুতোষ (সম্পা.)	: *আমাদের সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*, ঢাকা: বিশ্বসাহিত্য ভবন, ২০২০খ্রি.।
২৭.	মকসুদ, সৈয়দ আবুল	: *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা*, ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৬ খ্রি.।
২৮.	রশীদ, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ	: *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ইতিহাস ও ঐতিহ্য (২০১৪-২০১৭)*, ঢাকা: সবুজ মিনার প্রকাশনী, ২০২০ খ্রি.।
২৯.	রহমান, এ এস এম আতিকুর ও শওকতুজ্জামান, সৈয়দ	: *সমাজ গবেষণা পদ্ধতি*, ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০০ খ্রি.।
৩০.	রহমান, মাহবুবুর	: *মুসলিম বাংলার অভ্যুদয়*, ঢাকা : তৌহিদ ফাউন্ডেশন, ১৯৮৮

৩১.	রহিম, ডক্টর এম.এ.	: *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৫
৩২.	রহমান, সৈয়দ রেজাউর	: *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পিএইচ.ডি ও সমমানের অভিসন্দর্ভ*, ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ২০১৫ খ্রি.।
৩৩.	সাইয়েদ, ড. আহসান	: *বাংলাদেশে হাদীছ চর্চা : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, ঢাকা : অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০০৯ খ্রি.।
৩৪.	সালেহী, ড. মাওলানা মোঃ মোরশেদ আলম	: *হাদীসচর্চায় বাংলাদেশী মুহাদ্দিসগণের অবদান (১৯৭১-২০১২*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৮ খ্রি.।
৩৫.	সিদ্দীকী, প্রফেসর আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম	: *ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, কুষ্টিয়া: রাহিন-রাশাদ প্রকাশনী, ২০১৬ খ্রি.।
৩৬.	হক, মোহাম্মদ আজিজুল	: *বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৬৯
৩৭.	হক, ডক্টর এনামুল	: *বঙ্গে সুফী প্রভাব*, কলকাতা: মহসিন এন্ড কোং, ১৯৩৫
৩৮.	হাসান, ড. সৈয়দ মাহমুদুল	: *ইসলামের ইতিহাস*, ঢাকা : গ্লোব লাইব্রেরী, ১৯৯৫

খ. আরবী

৩৯.	আছ-ছা'আলাবী, আবূ যায়িদ 'আব্দির রহমান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মাখলূফ	*: আল-জাওয়াহিরুল হাস্সান ফী তাফসীরিল কুর'আন*, তা.বি.।
৪০.	আত-তাবারী, আবূ জা'ফার মুহাম্মদ ইব্ন জারীর	*জামি'উল বায়ান ফী তা'বীলিল কুর'আন*, বৈরূত : দারুল ফিক্র, তা.বি.।
৪১.	আন-নাসাঈ, আবূ 'আব্দির রহমান	*: আস-সুনানুল কুবরা*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১১ হি.।
৪২.	আবূ দাউদ, সুলায়মান ইবনুল আশ-আশ আস-সিজিস্তানী	*: সুনানু আবী দাউদ*, বৈরূত : দারুল ফিকর, তা.বি.।
৪৩.	আল জাববুরী, ড. ইয়াহইয়া ওয়াহাব	: *মানহাজুল বাহাস ওয়া তাহকীকিন নুসূস*, বৈরূত : দারুল গারবিল ইসলামী, ১৯৯৩খ্রি.।
৪৪.	আল-জাস্সাস, আবূ বকর আহমদ	*: আহকামুল কুর'আন*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'আরাবী, তা. বি.।
৪৫.	আল-বায়যাভী, নাসিরুদ্দীন আবুল খায়ের 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'উমর ইব্ন মুহাম্মদ	*: আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত তা'বীল*, তা.বি.
৪৬.	আল-আমীরাহ, আব্দুর রহমান	: *আদওয়াউন আলাল বাহছি ওয়াল মাসাদিরী*, রিয়াদ :

		দারুল মাআরিফ, ১৯৯৭ খ্রি.।
৪৭.	আলী, আস-সাইয়েদ মুহাম্মদ আস-সাইয়েদ	: *মানাহিজুল বাহাছ ফীল উলূমিত তার্বিয়্যাহ ওয়া আলাকাতুহা বিল হাদারাতিল ইসলামিয়া*, আল-আরহাম : আদ্দার আল-আলামিয়্যাহ লিন নাশরি ওয়াত তাওযী, ২০০৫ খ্রি.।
৪৮.	আলুসী, শিহাবুদ্দীন মাহমূদ ইব্‌ন 'আব্দিল্লাহ আল-হুসাইনী	: *রূহুল মা'আনী ফী তাফসীরিল কুর'আনিল 'আজীম ওয়াস সাব'উল মাছানী*, বৈরূত : দারুস সাদির, তা.বি.।
৪৯.	ইব্‌ন কাছীর, আবুল ফিদা ইসমাঈল	: *তাফসীরুল কুর'আনিল 'আজীম*, বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৪০১হি.।
৫০.	তিরমিযী, আবূ 'ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন 'ঈসা	: *সুনানুত তিরমিযী*, বৈরূত : দারু ইহইয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, তা.বি।
৫১.	বুখারী, আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল	: *আল-জামে'উস সহীহ*, বৈরূত : দারু ইব্‌ন কাছীর, ১৪০৭হি.।
৫২.	মুসলিম, আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী	: *সহীহ মুসলিম*, বৈরূতঃ দারু ইহইয়াউত তুরাছ আল-আরাবী, তা.বি.।
৫৩.	রাওয়াশ, ড. মুহাম্মদ ও সাদিক, ড. হামিদ	: *মুজামু লুগাতিল ফুকাহা* , পাকিস্তান : ইদারাতুল কুরআন, তা.বি.।

গ. ইংরেজি

৫৪.	Ahmed, Imtiaz and Iqbal, Iftekhar (Ed)	: *University of Dhaka Making Unmaking Remaking*, Dhaka: Prothoma Prokashon, 2016.
৫৫.	Rahim, M. A.	: *The history of the University of Dacca*, Dacca: University of Dacca, 1981.
৫৬.	Rummel , J. Francis	: *An Introduction to Research Procedure.* New York: Harper and Row, 1904.
৫৭.	Ali, Dr. A.K.M Ayub	: *History of Traditional Islamic Education in Bangladesh*, Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, 1983
৫৮.	Ibrahimy, Dr. Sekandar Ali	: *Reports on Islamic Education and Madrasah Education in Bengal*, Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, 1995
৫৯.	Hassan, Dr. Syed Mohmudul	: *Dacca : The city of Mosque*, Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, 1983
৬০.	Banu, U.A.B Razia Akter	: *Islam in Bangladesh*, Dhaka : BIIT, 2012

২. অভিধান/বিশ্বকোষ

৬১.	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ	: *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২খ্রি.। : *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০ খ্রি.।
৬২.	হক, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল, লাহিড়ী, শিবপ্রসন্ন ও সরকার, স্বরোচিষ	: *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ডিসেম্বর ২০০০ খ্রি.।

৩. থিসিস/গবেষণা অভিসন্দর্ভ

৬৩.	আক্তার, হাফিজা	: *শাইখ আব্দুর রহীম: ইসলামী শিক্ষায় তাঁর অবদান*, অপ্রকাশিত এম. ফিল অভিসন্দর্ভ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, ২০০৭ খ্রি.।
৬৪.	আহমদ, তাহির	: اللغة العربية و آدابها فى بنغلاديش , অপ্রকাশিত পিএইচডি থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০খ্রি.।
৬৫.	কাদেরী, মুহাম্মদ ঈসা	: *ড. সিরাজুল হক: জীবন সাধনা ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে তাঁর অবদান*, অপ্রকাশিত পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২ খ্রি.।
৬৬.	সুলতানা, শরীফা হাসানাত	: *আরবী ও ইসলামী শিক্ষা চর্চায় মাদ্রাসা-ই-আলীয়ার অবদান*, অপ্রকাশিত এম. ফিল. অভিসন্দর্ভ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, ২০০৫খ্রি.।
৬৭.	হায়দার, ড. আ. র. ম. আলী	: *'শাহ সূফী ফতহ আলী, মুজাদ্দিদে যামান মাওলানা শাহ সূফী আবু বকর ছিদ্দীকী ও শাহ সূফী মাওলানা নিসারুদ্দীন আহমদঃ বাংলার এই তিন মহান সূফীর জীবন ও কর্মের সমীক্ষা'*, অপ্রকাশিত পিএইচডি থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৭খ্রি.।

৪. প্রবন্ধ

৬৮.	আলম, ড. এ. কে. এম. নূরুল	: শিক্ষাবিদ আবূ নসর ওহীদ : জীবন ও কর্ম, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, বর্ষ. ২৬, সংখ্যা. ৪, এপ্রিল-জুন ২০০৭ খ্রি.।
৬৯.	আজিজ, মো: আব্দুল	: স্মৃতি অনির্বাণ, *স্মরনিকা ৮৫*, ঢাকা: বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ১৯৮৫ খ্রি.।
৭০.	আহমদ, রশিদ	: ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ : ইসলামী রেনেসাঁয় তাঁর অবদান, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, বর্ষ. ৪৯, সংখ্যা.

		১, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৯ খ্রি.।
৭১.	উদ্দীন, আ. ত. ম. মুছলেহ	: ড. সিরাজুল হক ঃ সুপরিচিত জ্ঞান-তাপস বহু শিক্ষকের শিক্ষক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, বর্ষ. ৪৫, সংখ্যা. ৩, জানুয়ারী-মার্চ, ২০০৬ খ্রি.।
৭২.	খান, মোহাম্মদ আবু জাফর	: ড. সিরাজুল হকঃ আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে তাঁর অবদান, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, বর্ষ. ৪৭, সংখ্যা. ১, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০০৭ খ্রি.।
৭৩.	মালেক, মুহাম্মদ আব্দুল	: শামসুল উলামা মাওলানা বেলায়েত হোসাইন, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮০ খ্রি.।
৭৪.	রহমান, ড. মুহাম্মদ শফিকুর	: ড. সিরাজুল হকঃ জীবন ও কর্ম, *দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব ইসলামিক স্টাডিজ*, জানুয়ারি-জুন, ২০০৭ খ্রি.।
৭৫.	রহমান, মোঃ তমিজুর	: মাওলানা মোঃ বাকী বিল্লাহ খানের জীবনী, *স্মরনিকা ৮৫*, ঢাকাঃ বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ১৯৮৫ খ্রি.।
৭৬.	সালাম, মুহাম্মাদ আবদুস	: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর ভূমিকা, *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, খ. ২৫, সংখ্যা. ১, জুন ২০০৭ খ্রি.।
৭৭.	সিদ্দীকী, প্রফেসর ড. আ.ব.ম.সাইফুল ইসলাম	: প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনন্য শিক্ষাগুরু, *প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ স্মারক*, কুষ্টিয়া। : অধ্যাপক আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দীন : আরবী ও ইসলামী শিক্ষায় তাঁর অবদান, *দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ (পার্ট-এ)*, খ. ২০, সংখ্যা. ১, ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রি.।
৭৮.	সিদ্দীক, অধ্যাপক ডঃ আ.ফ.ম. আবু বকর	: বঙ্গভঙ্গ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, তা.বি।
৭৯.	হক, জিয়াউল	: ড. সিরাজুল হকঃ ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন, *A Ques: For Islamic Learning*, Md. Akhtaruzzaman (Ed.), Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, December, 2011.
৮০.	হাসানাত, শরীফা সুলতানা	: অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ : মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়নে তাঁর অবদান, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, বর্ষ. ৪৬, সংখ্যা. ৩, জানুয়ারী-মার্চ-২০০৭ খ্রি.।
৮১.	হোসেন, ড. মোহাঃ তোজাম্মেল	: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনাপর্বে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ প্রতিষ্ঠা : একটি পর্যালোচনা, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, বর্ষ. ৪৫, সংখ্যা. ২, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৫ খ্রি.। : ড. সাইয়িদ মুয়াযযম হুসাইন আদর্শ শিক্ষাবিদ ও

		কীর্তিমান প্রশাসক, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, বর্ষ. ৪৩, সংখ্যা. ৩, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৪ খ্রি.।
৮২.	الرشيد، د. محمد عبد	"الدكتور اى، كى، ام، ايوب على : مساهمته لتعليم اللغة العربية والدراسات الاسلامية. *المجلة العربية تصدر من القسم العربى لجامعة داكا، بنغلاديش*، العدد ١١، المجلد ١٠، يونيو ٢٠٠٥.

৫. পত্র-পত্রিকা/সাময়িকী

১	ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ এ্যালামনাই এসোসিয়েশন	: *স্মরনিকা*, *১ম পুনর্মিলনী ও বার্ষিক সাধারণ সভা*, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ এ্যালামনাই এসোসিয়েশন, ২০১৭ খ্রি.। : *স্মরনিকা*, *২য় পুনর্মিলনী ও দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা*, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ এ্যালামনাই এসোসিয়েশন, ২০১৯ খ্রি.।
২	নুরুন্নবী, মুহাম্মদ	: 'জ্ঞান পিপাসু মাওলানা ড. মোহাম্মদ এছহাক রহ.', *মাসিক মদীনা*, আগস্ট ২০০৯খ্রি.।
৩	মুঈনুদ্দীন, আবু নাঈম মুফতী	: হযরত আল্লামা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ (রহ.), *মাসিক আল-আবরার*, বর্ষ. ২, সংখ্যা. ৭, আগস্ট ২০১৩ খ্রি.।
৪	রশীদ, ড. মুহাম্মদ আবদুর	: নীরবে চলে গেলেন ইসলামী চিন্তাবিদ ড. সিরাজুল হক। *দৈনিক আমার দেশ*, জুন ১, ২০০৫ খ্রি.। : মনীষা, খ্যাতিমান ইসলামী চিন্তাবিদ ও শিক্ষক ড. সিরাজুল হক। *দৈনিক দেশবাংলা*, জুন ১, ২০০৫ খ্রি.।
৫	হক, মাওলানা মুহাম্মাদ মামুনুল	: শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা আজিজুল হক রাহ. : জীবন ও খেদমতের কয়েকটি দিক, *মাসিক আল-কাউসার*, বর্ষ. ০৮, সংখ্যা. ১১, ডিসেম্বর ২০১২ খ্রি.।
৬	*জাগো নিউজ২৪.কম*	: ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান আর নেই, ২৮ মার্চ ২০২১, https://bit.ly/3iwre0e
৭	*দেশ* রুপান্তর	: ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান মারা গেছেন , ২৮ মার্চ, ২০২১, https://bit.ly/3Dcc2gS
৮	*Campuslive24.com*	: চলে গেলেন ইবির সাবেক ভিসি ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, ১৮ জানুয়ারী ২০১৪খ্রি.।
৯	*Islamic Culture*, July 1946, p. 250.	
১০	*নবনূর*, ১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ন ১৩১০বাংলা।	
১১	*মাসিক আত-তাহরিক*, নভেম্বর, ২০২০খ্রি.।	

৬. রিপোর্ট/প্রতিবেদন

১	*Calcutta University Commission Report*, Vol. IV, pt. II, p. 133.
২	*Hundred Years of the History of the University of Calcutta*, p. 263.
৩	*Report of the Dacca University Enquiry Committee*, 1956, v. 1, Chapter. 1, Government of East Pakistan Education Department, 1958.
৪	*The Report of the Nathan Committee*, 1912.
৫	*The Calcutta Gazette*, pt. IV A, Marh 26, 1913, p. 532.
৬	Vice-Chancellor's Address at the first meeting of the Court, 17 August, 1921.
৭	University of Dacca, *Annual Report*, 1925-26
৮	University of Dacca, *Annual Report*, 1926-27
৯	University of Dacca, *Annual Report*, 1927-28
১০	University of Dacca, *Annual Report*, 1928-29
১১	University of Dacca, *Annual Report*, 1930-31
১২	University of Dacca, *Annual Report*, 1931-32
১৩	University of Dacca, *Annual Report*, 1932-33
১৪	University of Dacca, *Annual Report*, 1933-34
১৫	University of Dacca, *Annual Report*, 1934-35
১৬	University of Dacca, *Annual Report*, 1935-36
১৭	University of Dacca, *Annual Report*, 1936-37
১৮	University of Dacca, *Annual Report* ,1939-40
১৯	University of Dacca, *Annual Report*, 1942-43
২০	University of Dacca, *Annual Report*, 1940-41
২১	University of Dacca, *Annual Report*, 1947-48
২২	University of Dacca, *Annual Report*, 1948-49
২৩	University of Dacca, *Annual Report*, 1951-52
২৪	University of Dacca, *Annual Report*, 1952-53
২৫	University of Dacca, *Annual Report*, 1957-58
২৬	University of Dacca, *Annual Report*, 1958-59
২৭	University of Dacca, *Annual Report*, 1959-60

২৮	University of Dacca, *Annual Report*, 1960-61
২৯	University of Dacca, *Annual Report*, 1961-62
৩০	University of Dacca, *Annual Report*, 1962-63
৩১	University of Dacca, *Annual Report*, 1963-64
৩২	University of Dacca, *Annual Report*, 1964-65
৩৩	University of Dacca, *Annual Report*, 1965-66
৩৪	University of Dacca, *Annual Report*, 1966-67
৩৫	University of Dacca, *Annual Report*, 1967-68
৩৬	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, *৫২তম বার্ষিক বিবরণী*, ১৯৭২-৭৩
৩৭	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, *৫৫তম বার্ষিক বিবরণী*, ১৯৭৫-৭৬
৩৮	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, *৫৬তম বার্ষিক বিবরণী*, ১৯৭৬-৭৭
৩৯	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, *৫৭তম বার্ষিক বিবরণী*, ১৯৭৭-৭৮
৪০	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, *৬১তম বার্ষিক বিবরণী*, ১৯৮০-৮১
৪১	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, *৬৩তম বার্ষিক বিবরণী*, ১৯৮৩-৮৪
৪২	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, *৬৯তম বার্ষিক বিবরণী*, ১৯৮৯-৯০
৪৩	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, *৭০তম বার্ষিক বিবরণী*, ১৯৯০-৯১
৪৪	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, *৭৩তম বার্ষিক বিবরণী*, ১৯৯৩-৯৪
৪৫	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, *৭৪তম বার্ষিক বিবরণী*, ১৯৯৪-৯৫

৭. ইন্টারনেট/ওয়েব সাইট

১	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, https://www.du.ac.bd/faculty/faculty_details/IST/1263, Accessed on 21 June 2021.
২	জামি'য়া রাহমানিয়া মুহাম্মদপুর মাদ্রাসা, https://bit.ly/3aaEC5L Accessed on 7 July 2021.
৩	বাংলাদেশ জাতীয় তথ্যবাতায়ন, সেনবাগ উপজেলা, https://bit.ly/3uIa7O7 Accessed on 7 July 2021.
৪	বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, চর কাদিরা ইউনিয়ন, https://bit.ly/3oxrAri Accessed on 7 July 2021.
৫	ওয়ার্ল্ডকেট, http://www.worldcat.org/oclc/63920366, Accessed on 7 July 2021.